শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা



শ্রীভক্তিসুধাকর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শুদ্ধভক্ত্যেকরক্ষক-জগদ্গুরু-

শ্রীশ্রীল-শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত-"সুবোধিনী"-

টীকা-সমেতা

শ্লোকমর্ম্ম-কথাসার-শিক্ষা-মূলান্বয়ানুবাদ-সুবোধিনী'-ভাষানুবাদ-

মূলানুবাদ-তথ্য-পরিপ্রশ্নমালা-বিবিধসূচী-

প্রভৃতি-সহিতা চ

স্বধামগত-মহামহোপদেশক-

শ্রীল-নারায়ণদাস-ভক্তিসুধাকর-ভক্তিশাস্ত্রি-প্রভুণা

সম্পাদিতা

তৃতীয়-সংস্করণম্

কলিকাতা-'গৌড়ীয়-মিশন' (রেজিষ্টার্ড) ইত্যাখ্য-প্রতিষ্ঠানাৎ

প্রকাশিতা।

---

৪৯০ তম-গৌরাব্দঃ

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ

বাগবাজার, কলিকাতা-৩

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীভাগবতপ্রেস হইতে

শ্রীজগজ্জীবন দাস কর্তৃক মুদ্রিত

অধ্যায়-সূচী

অধ্যায়ের বিষয়		পত্রাঙ্ক ও শ্লোক-সংখ্যা

অধ্যায়ের বিষয়	পত্রাঙ্ক ও শ্লোক-সংখ্যা
১০। **দশম অধ্যায়**	৪১৯—৪৫৮
বিভূতিযোগ ...	(৪২)
১১। **একাদশ অধ্যায়**	৪৫৯—৫১২
বিশ্বরূপদর্শনযোগ ...	(৫৫)
১২। **দ্বাদশ অধ্যায়**	৫১২—৫৩২
ভক্তিযোগ ...	(২০)
১৩। **ত্রয়োদশ অধ্যায়**	৫৩৩—৫৭৪
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ ...	(৩৪)
১৪। **চতুর্দ্দশ অধ্যায়**	৫৭৫—৬০৪
গুণত্রয়-বিভাগযোগ ...	(২৭)
১৫। **পঞ্চদশ অধ্যায়**	৬০৫—৬৩০
পুরুষোত্তম-যোগ ...	(২০)
১৬। **ষোড়শ অধ্যায়**	৬৩০—৬৫৫
দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগযোগ ...	(২৪)
১৭। **সপ্তদশ অধ্যায়**	৬৫৫—৬৮৭
শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ ...	(২৮)
১৮। **অষ্টাদশ অধ্যায়**	৬৮৮—৭৬৯
মোক্ষ বা পরমার্থনির্ণয়-যোগ ...	(৭৮)

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

ভগবদ্-শক্ত্যাবেশাবতার মহর্ষি শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের প্রণীত মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অংশবিশেষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতীয় লোক-কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার টীকা-ব্যাখ্যা-মূলক সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই গৌড়ীয়-মিশনের সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহা ব্যাস-সম্প্রদায়ের অনুগত শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের কৃত "সুবোধিনী" টীকা, উহার বাংলা অনুবাদ, মূল ও অন্বয় অনুবাদ, শ্লোকমর্ম্ম, প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, প্রয়োজনীয় তথ্য, পরিপ্রশ্নমালা ও বিবিধ সূচী প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। পরমার্থ-পথে প্রবেশেচ্ছু ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের পক্ষে এই গৌড়ীয়-সংস্করণ গ্রন্থটি পরম উপাদেয় ও অতীব প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থিগণ শিক্ষকের সহায়তা ব্যতীতও এই গ্রন্থপাঠে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পূর্ব-সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এই গ্রন্থের চাহিদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় বর্ত্তমান কাগজের দুর্মূল্যের বাজারে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় দ্রুতগতিতে প্রিণ্টিং কার্য্য চালাইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
তিরোভাব-তিথি
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭৬

প্রকাশক
গৌড়ীয় মিশন
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা



প্রথমোঽধ্যায়ঃ

সৈন্যদর্শন

কথাসার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের ২৫শ অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইয়া ৪২শ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট "ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক সঞ্জয়ের নিকট কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের **প্রশ্নের** প্রসঙ্গ" কীর্ত্তন করেন। সঞ্জয় প্রত্যক্ষদর্শিরূপে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের পরম-সহায় কুরু-পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যায় শয়নের কথা জ্ঞাপন করেন। সঞ্জয় ব্যাসের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করায় হস্তিনাপুরে অবস্থান করিয়াই যেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগ ও কৃষ্ণের উপদেশাদি প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—এই ভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে সকল কথা বলেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম—"বিষাদ-যোগ"। জড়দেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই এই বিষাদ-যোগের উৎপত্তি। যখন বদ্ধজীব দেহকেই "আমি" মনে করে, তখনই দেহ-ধর্ম্ম, কুল-ধর্ম্ম, জাতি-ধর্ম্ম, আর্য্য-ধর্ম্ম প্রভৃতিকে

সনাতন-ধর্ম্ম বলিয়া বিচার করে এবং দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে
অভিনিবেশবশতঃ শোক, মোহ ও ভয় প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হয়।
দেহাত্মবুদ্ধিমূলে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার, তাহাকে 'মনোধর্ম্ম' বলে।

প্রথম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগের প্রসঙ্গ
জিজ্ঞাসা করিলে, সঞ্জয় দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্যের নিকট স্বপক্ষীয়
সৈন্যগণের সামর্থ্য-বর্ণন-প্রসঙ্গ বলেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে উৎসাহিত
করিবার জন্য শঙ্খনাদ করেন; এদিকে পাণ্ডবসৈন্যগণেরও যুদ্ধে মহা
ঔৎসুক্য দৃষ্ট হয়। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই অর্জ্জুন কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ
করিতে হইবে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সারথি শ্রীকৃষ্ণকে উভয়-
পক্ষীয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করিতে বলেন। অর্জ্জুন কুরু-পাণ্ডব উভয়
সেনার মধ্যে লৌকিক-গুরু—পিতৃব্য, পিতামহ, শ্বশুর, মাতুল প্রভৃতি ও
পুত্র, পৌত্র, শ্যালক, সুহৃৎ প্রভৃতি দেহ-সম্বন্ধী ব্যক্তিগণকে দেখিয়া
তাঁহাদিগের প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি (দেহকে "আত্মা" মনে করিয়া) শোক ও
মোহগ্রস্ত হইবার অভিনয় করেন এবং সেইরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ-হেতু
অভিভূত হইবার অভিনয়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া
বলেন,—"কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম
অবশিষ্ট কুলকে কলঙ্কিত করে। ক্রমে পিতৃগণের পিণ্ড ও তর্পণাদি
বিলুপ্ত হওয়ায় সনাতন বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হয়।" অর্জ্জুন
দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের শিক্ষার জন্য তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার
অনুকরণ করিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিষাদগ্রস্ত হইবার
অভিনয় করেন।

এই অধ্যায়ের **শিক্ষা** এই যে, দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া যাঁহারা
ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করেন, তাঁহাদের মতবাদই মনোধর্ম্ম, তাহা
'সনাতনধর্ম্ম' 'আত্মধর্ম্ম' বা 'নিত্যধর্ম্ম' নহে।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ (বলিলেন), [হে] সঞ্জয় ! যুযুৎসবঃ (যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক) মামকাঃ (আমার পুত্রগণ) পাণ্ডবাঃ চ (ও পাণ্ডুপুত্রগণ) ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে) সমবেতাঃ (উপস্থিত হইয়া) এব (অনন্তর) কিম্ (কি) অকুর্ব্বত (করিয়াছিলেন ?) ॥ ১ ॥

শ্রীল-শ্রীধরস্বামিকৃতা 'সুবোধিনী' টীকা

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যস্ত্বেকবক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতুর্গিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রাদযত্নতঃ।
সেয়ং **সুবোধিনী** টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ ॥

সুঃ অনুঃ—যিনি অনন্তদেবের অশেষ মুখসম্ভূত ব্যাখ্যাচাতুর্য্যকে এক মুখে ধারণ করিয়াছেন, সেই অদ্ভুত পরমানন্দ-মাধবকে প্রণাম করি। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি ও উমাকান্তকে সমাদরে প্রণামপূর্ব্বক তদীয় ভক্তিবদ্ধ হইয়া 'সুবোধিনী'-নাম্নী গীতাব্যাখ্যা-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি ভাষ্যকারের মত ও তাহার ব্যাখ্যাকারীর বাক্য উত্তমরূপে অবগত হইয়া এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলাম। যাহার পাঠমাত্র অনায়াসে গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়, সেই 'সুবোধিনী' টীকা পণ্ডিতদিগের সর্ব্বদা চিন্তনীয়া হউক।

শ্রীধরঃ—ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ সকলবন্দিতচরণঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বাজ্ঞানবিজৃম্ভিত-শোকমোহবিভ্রংশিতবিবেকতয়া নিজধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বকপরধর্ম্মাভিসন্ধিনমর্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোকমোহসাগরাদুদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থংকৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ; কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে—"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥" ইতি। 'অত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্রে' ইত্যাদিনা 'বিষীদন্নিদমব্রবীৎ' ইত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে,—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি। ভোঃ সঞ্জয়, ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যুদ্ধমিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম্ অকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ? ১॥

স্বঃ অনুঃ—সকল লোকহিতার্থ এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ, সর্ব্বলোক-কর্ত্তৃক নমস্কৃতচরণ ও পরমকরুণাময় ভগবান্ দেবকীনন্দন তত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন শোকমোহদ্বারা ভ্রষ্টবিবেক এবং নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরধর্ম্মগ্রহণে অভিলাষী অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের রহস্যোপদেশরূপ তরণীদ্বারা সেই শোকমোহরূপ সাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই ভগবদুপদিষ্ট বিষয়গুলিকে ভগবান্ বেদব্যাস সপ্তশত শ্লোকদ্বারা গীতারূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণমুখ হইতে বিনির্গত কথাবিষয়ক শ্লোকই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদ্বাক্যসমূহের সঙ্গতির নিমিত্ত কতকগুলি শ্লোক স্বয়ং ও রচনা করিয়াছেন। গীতামাহাত্ম্যে কথিত হইয়াছে, যথা—"যাহা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, সেই গীতাশাস্ত্র উত্তমরূপে গান করা

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন)—তদা (তখন) তু রাজা দুর্য্যোধনঃ (দুর্য্যোধন) পাণ্ডবানীকম্ (পাণ্ডবগণের সৈন্যকে) ব্যূঢ়ম্ (ব্যূহাকারে অবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) আচার্য্যম্ (দ্রোণাচার্য্যের) উপসঙ্গম্য (নিকটে উপস্থিত হইয়া) বচনং (নিম্নোক্ত বাক্য) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ,—দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২ ॥

কর্ত্তব্য। অন্য শাস্ত্রবিস্তরে প্রয়োজন কি? এই গ্রন্থমধ্যে "ধর্ম্মক্ষেত্রে" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "বিষীদন্নিদমব্রবীৎ" এই পর্য্যন্ত শ্লোক শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ সূচনার্থ কথাবিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—"ধর্ম্মক্ষেত্রে" ইত্যাদি। হে সঞ্জয়, ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে মামকগণ—আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ যুযুৎসু—যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সমবেত—মিলিত হইয়া 'কিম্ অকুর্ব্বত'—কি করিয়াছিলেন? ১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—হে সঞ্জয়! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণ ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল? ১ ॥

মূঃ অনুঃ—সঞ্জয় কহিলেন—রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যগণকে ব্যূহরচনাপূর্ব্বক অধিষ্ঠিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ॥ ২ ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

[হে] আচার্য্য! তব (তোমার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক) ব্যূঢ়াম্ (ব্যূহাকারে স্থাপিত) পাণ্ডুপুত্রাণাং (পাণ্ডবগণের) এতাং মহতীং (এই বিশাল) চমূং (সপ্তাক্ষৌহিণী-পরিমিত-সেনাকে) পশ্য (দেখুন) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব বচনমাহ—পশ্যৈতামিত্যাদিভির্নবভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যেত্যাদি— হে আচার্য্য, পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য, তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাম ॥ ৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—সঞ্জয় বলিলেন—"দৃষ্ট্বা" ইত্যাদি। পাণ্ডবদিগের অনীক—সৈন্য, ব্যূঢ়—ব্যূহরচনাপূর্ব্বক অবস্থিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধন বক্ষ্যমান (পরবর্ত্তি) বচন বলিলেন ॥ ২ ॥

স্বঃ অনুঃ—"পশ্যৈতাম্" ইত্যাদি নয়টি শ্লোকে সেই কথাগুলি বলিতেছেন। পশ্য ইত্যাদি—হে আচার্য্য! পাণ্ডবদিগের মহতী—বিস্তৃতা চমূ—সেনা দেখুন। আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক ব্যূঢ়া—ব্যূহরচনা করিয়া অবস্থিতা ॥ ৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[এই শ্লোক হইতে নয়টি শ্লোকদ্বারা রাজার সেই কথাগুলি বলিতেছেন—] হে আচার্য্য! আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক ব্যূহরচনাদ্বারা অধিষ্ঠিত পাণ্ডুপুত্রগণের এই বিশাল চমূ অর্থাৎ সপ্ত অক্ষৌহিণীপরিমিতা সেনা দর্শন করুন ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অত্র (এই ব্যূহে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধারী) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুনসমাঃ (ভীম ও অর্জ্জুনের সমান) শূরাঃ (বীরগণ) [সন্তি—আছেন] [যথা] যুযুধানঃ (সাত্যকি), বিরাটঃ চ (বিরাড়্‌রাজ), মহারথঃ দ্রুপদঃ চ (মহারথ দ্রুপদ) ধৃষ্টকেতুঃ (ধৃষ্টকেতু), চেকিতান (চেকিতান),বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ (বলশালী কাশীরাজ), পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) শৈব্যঃ চ, বিক্রান্তঃ (পরাক্রমশালী) যুধামন্যুঃ চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু), দ্রৌপদেয়াঃ চ (ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ)—সর্ব্বে এব মহারথাঃ (সকলেই মহারথ) ॥ ৪-৬ ॥

শ্রীধরঃ—অত্রেত্যাদি। অত্র অস্যাং চম্বাম্। ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসাঃ ধনূংষি, মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ, তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি। তানেব নামভির্নির্দ্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নাম একো রাজা নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুনামৈক। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ ॥ মহারথাদীনাং লক্ষণম্—"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যুধ্যেত্তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ ॥" ইতি ॥ ৬ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

[হে] দ্বিজোত্তম (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ!), অস্মাকং (আমাদের) [মধ্যে] তু যে বিশিষ্টাঃ (যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ) মম সৈন্যস্য (আমার সৈন্যগণের) নায়কাঃ (নায়ক), তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (জানুন), তে সংজ্ঞার্থং (আপনার অবগতির জন্য) তান্ (তাঁহাদিগের নাম) ব্রবীমি (বলিতেছি) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কাঃ নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুঃ—"অত্র" ইত্যাদি। অত্র—এই চমূতে, ইষুসকল—বাণ-সকল—ইহাদিগের সাহায্যে অস্ত বা ক্ষিপ্ত হয় বলিয়া ইহাদিগের না ইষ্বাস বা ধনুঃ। যাহাদিগের বৃহৎ ইষ্বাস বা ধনুঃ আছে, তাহারা মহেষ্বাস। অত্রোক্ত ভীম ও অর্জ্জুন অতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। তাঁহাদের তুল্য বীরগণ আছেন। সেই বীরগণের নাম নির্দ্দেশ করিতেছেন—যুযুধান ইত্যাদি। যুযুধান—সাত্যকি ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "ধৃষ্টকেতুঃ" ইত্যাদি। চেকিতান-নামে একজন রাজা (ছিলেন)। নরপুঙ্গব—নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুঃ—"যুধামন্যুঃ" ইত্যাদি। যুধামন্যু নামক পরাক্রমশালী এক রাজা। সৌভদ্র—অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়গণ—যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব হইতে দ্রৌপদীতে জাত প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চ পুত্র। মহারথাদির লক্ষণ—একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধারী যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং অস্ত্র ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি 'মহারথ' বলিয়া কথিত হন। যিনি অসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি 'অতিরথ' বলিয়া সম্যগ্ উক্ত হন যিনি একজন যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি 'রথী', তদপেক্ষা নিকৃষ্ট যুদ্ধকারী 'অর্দ্ধরথ' বলিয়া কথিত হন ॥ ৬ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

ভবান্ (আপনি দ্রোণ), ভীষ্মঃ চ (ভীষ্ম), কর্ণঃ চ (কর্ণ), সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ (রণজয়ী কৃপাচার্য্য), অশ্বত্থামা (অশ্বত্থামা), বিকর্ণঃ চ (বিকর্ণ) তথা এব (সেইরূপ) সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবাঃ), জয়দ্রথঃ চ (জয়দ্রথ), অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ (আরও অনেক বীর আছেন), সর্ব্বে (তাঁহারা সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধবিশারদ), মদর্থে (আমার জন্য) ত্যক্তজীবিতাঃ (প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প) [ও] নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বিবিধশস্ত্রপ্রহারপটু) ॥ ৮-৯ ॥

শ্রীধরঃ—তানেবাহ—ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা। সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—অন্যে চেতি মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তু্ মধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে। যুদ্ধে বিশারদা নিপুণাঃ ॥ ৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—“অস্মাকম্” ইত্যাদি। ‘নিবোধ’—অবগত হও। নায়কগণ—নেতৃবৃন্দ। সংজ্ঞার্থ অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত ॥ ৭॥

মূঃ অনুঃ—এই পাণ্ডবসেনামধ্যে মহাধনুর্দ্ধারী, যুদ্ধে ভীম ও অর্জ্জুনের সমান বীরগণ রহিয়াছেন ; যুযুধান (অর্থাৎ সাত্যকি), বিরাটরাজ, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সৌভদ্র (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ—ইঁহারা সকলেই মহারথ। ॥৪-৬ ॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০ ॥

ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মরক্ষিত) অস্মাকং তদ্ বলম্ (আমাদের তাদৃশ বল) অপর্য্যাপ্তম্ (অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ যথেষ্ট নহে) ; তু (কিন্তু) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীমকর্তৃক রক্ষিত) এতেষাম্ (ইঁহাদের) ইদং বলং (এই বল অর্থাৎ সৈন্যবল) পর্য্যাপ্তম্ (যথেষ্ট আছে) ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুঃ—"ভবান্" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। আপনি—দ্রোণ। [সমিতিঞ্জয়]—সমিতি (সংগ্রাম) জয় করেন যিনি। সৌমদত্তি—সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুঃ—"অন্যে চ" ইত্যাদি। মদর্থে—আমার প্রয়োজনের হেতু। [ত্যক্তজীবিতগণ] অর্থাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প যাহারা, [নানাশস্ত্রপ্রহরণ] নানা—অনেক, শস্ত্র অর্থাৎ বধোপকরণ (অস্ত্র) যাহাদের আছে, তাহারা, [যুদ্ধবিশারদগণ] যুদ্ধে বিশারদ—নিপুণগণ ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—হে দ্বিজবর ! আমাদের পক্ষেও যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগের নামও জানুন, আপনার সম্যক্ অবগতির জন্য বলিতেছি ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাই 'ভবান্' ইত্যাদি দুই শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] আপনি (দ্রোণাচার্য্য), ভীষ্ম, কর্ণ, সংগ্রামজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবাঃ ও জয়দ্রথ এবং অন্য আরও বহু বীর আছেন, যাঁহারা আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিতেও কৃতসঙ্কল্প ; তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্রদ্বারা প্রহার করিয়া থাকেন এবং সকলেই যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ ॥ ৮-৯ ॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

ভবন্তঃ (আপনারা) সর্ব্বে এব হি (সকলেই) সর্ব্বেষু অয়নেষু চ (সকল ব্যূহপ্রবেশ-পথে) যথাভাগম্ (বিভাগানুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হইয়া) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিম্ ? অত আহ অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তত্তথা-ভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যম্ অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি, ইদম্ তু এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৈন্যং পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি ; ভীষ্মস্যোভয়পক্ষ-পাতিত্বাৎ অস্মদ্‌বলং পাণ্ডবসৈন্যং প্রত্যসমর্থম্ ভীমস্যৈকপক্ষপাতিত্বাৎ এতদ্‌বলম্ অস্মদ্‌বলং প্রতি সমর্থং ভাতি ॥ ১০ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহাতে কি হইল ? অতএব বলিতেছেন—"অপর্য্যাপ্তম্" ইত্যাদি। সেইরূপ অর্থাৎ তাদৃশ বীরগণসমন্বিত হইলেও, ভীষ্মকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইলেও আমাদিগের বল—সৈন্য, অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, ইঁহাদিগের—পাণ্ডবদিগের বল অর্থাৎ ভীমকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত এই সৈন্য পর্য্যাপ্ত—সমর্থ, মনে হয়। ভীষ্মের উভয়পক্ষপাতিত্বহেতু আমাদিগের সৈন্যবল পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি অসমর্থ এবং ভীমের একপক্ষপাতিত্বহেতু তাহাদিগের সৈন্য আমাদিগের সৈন্যের প্রতি সমর্থ বলিয়া মনে হয়॥ ১০ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাতে কি হইল ? ইহাই বলিতেছেন—] ভীষ্মকর্ত্তৃক সম্যগ্‌রূপে রক্ষিত আমাদের সেই সৈন্যগণ অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অপারগ বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু পাণ্ডবগণের ভীমকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত এই সৈন্য পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ১০ ॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥

প্রতাপবান্ (প্রতাপশালী) কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম) তস্য (তাহার অর্থাৎ দুর্য্যোধনের) হর্ষং (হর্ষ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহনাদ করিয়া) শঙ্খং (শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন)॥ ১২॥

শ্রীধরঃ—তস্মাদ্ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু চ [কর্ত্তব্যবিশেষদ্যোতী 'চ' শব্দ] যথাভাগং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু যথাঽন্যৈর্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত, তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ॥ ১১॥

সুঃ অনুঃ—অতএব "আপনাদিগকে এরূপভাবে অবস্থান করিতে হইবে"—ইহা বলিয়া উক্তি করিতেছেন—"অয়নেষু" ইত্যাদি। অয়নসমূহে—ব্যূহপ্রবেশ-পথসমূহে 'চ' শব্দ কর্ত্তব্যবিশেষ নির্দ্দেশ করিতেছে; যথাভাগে—স্ব স্ব যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ না করিয়া অবস্থিতিপূর্ব্বক, একমাত্র ভীষ্মকে এরূপভাবে সম্যগ্ রক্ষা করুন যেন অন্যের সহিত যুদ্ধকালে কেহ পশ্চাৎ হইতে ইঁহাকে বধ না করে। তাৎপর্য্য এই যে, ভীষ্মপরিচালিত সৈন্যদ্বারাই আমাদের প্রাণরক্ষা হইবে॥১১॥

মূঃ অনুঃ—[সেই হেতু আপনারা এরূপ করুন—] আপনারা সকলে ব্যূহপ্রবেশপথে আপন আপন বিভাগানুসারে অবস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকেই সর্ব্বদিক্ হইতে রক্ষা করিতে থাকুন। (কারণ ভীষ্মের বলদ্বারাই আমরা জীবিত থাকিব)॥ ১১॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ (ভেরী) পণবানক-গোমুখাঃ (মাদল, ঢক্কা ও রণ-শিঙ্গাসকল) সহসা এব অভ্যহন্যন্ত (বাজিয়া উঠিল) ; স শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (প্রবল হইল) ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্, তদাহ—তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং সংজনয়ন্ কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্ম্মহান্তং সিংহনাদং বিনদ্য কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—তত ইত্যাদিনা। পণবা মর্দ্দলা আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ। সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ, স শব্দঃ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—অনন্তর রাজা দুর্য্যোধনের এবম্বিধ প্রচুরসম্মানযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কি করিলেন, তাহাই বলিতেছেন—"তস্য" ইত্যাদি। তাহার (দুর্য্যোধনের) হর্ষ উৎপাদন করত পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ—বিপুল সিংহনাদ উত্থিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥

স্বঃ অনুঃ—'অতঃপর সেনাপতি ভীষ্মের এইপ্রকার যুদ্ধোৎসাহ দর্শন করিয়া সর্ব্বত্র যুদ্ধোৎসব আরম্ভ হইল।'—ইহাই "ততঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিতেছেন। পণব, মাদল, আনক ও গোমুখসকল—এগুলি বাদ্যবিশেষ, সহসা—সেইক্ষণেই, অভিহত—বাদিত হইল, সেই শব্দ—শঙ্খাদির শব্দ, তুমুল—প্রবল হইল ॥ ১৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[রাজা দুর্য্যোধনের বহুমানযুক্ত বাক্য শুনিয়া ভীষ্ম কি করিলেন, তাহাই বলিতেছেন—] প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তাঁহার (দুর্য্যোধনের) হর্ষ উৎপাদন করিবার জন্য মহান্ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১২ ॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

ততঃ (অনন্তর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেত-অশ্বযুক্ত) মহতি স্যন্দনে (বৃহৎ রথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন) দিব্যৌ এব (দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক) শঙ্খৌ (শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন ॥ ১৪ ॥

হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং ('পাঞ্চজন্য'), ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) দেবদত্তং ('দেবদত্ত'), ভীমকর্ম্মা (ঘোরকর্ম্মা) বৃকোদরঃ (ভীমসেন) পৌণ্ড্রং ('পৌণ্ড্র' নামক) মহাশঙ্খং (মহাশঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্ব্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতঃপর "ততঃ" ইত্যাদি পাঁচটী শ্লোকদ্বারা পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে যে যুদ্ধোৎসব আরম্ভ হইল, তাহাই বলিতেছেন। স্যন্দনে—রথে স্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খ প্রকৃষ্টরূপে ধ্মাত—শব্দিত করিলেন ॥ ১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার পর ভীষ্মদেবের যুদ্ধোৎসাহ দেখিয়া সর্ব্বত্রই যুদ্ধোৎসাহ আরম্ভ হইল, যথা—] তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব (মাদল) আনক (পটহ), গোমুখ (রণশিঙ্গা) প্রভৃতি বাদ্যসমূহ হঠাৎ বাজিয়া উঠিল, আর সেই শব্দ তুমুল হইল ॥ ১৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার পর পাণ্ডবসৈন্যগণের যুদ্ধে ঔৎসুক্যের কথা পাঁচটী শ্লোকে বলিতেছেন—] অনন্তর শ্বেত-অশ্বযুক্ত মহান্ রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন ॥ ১৪ ॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬॥

কুন্তিপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ং ('অনন্তবিজয়'), নকুলঃ সহদেবঃ চ (নকুল ও সহদেব) সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ('সুঘোষ' ও 'মণিপুষ্পক'-নামক শঙ্খদ্বয়) [বাজাইলেন] ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খনাং নামানি। ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ। বৃকবৎ উদরং যস্য স বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মাবিতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহাই পৃথক্ পৃথক্ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—"পাঞ্চজন্যম্" ইত্যাদি। পাঞ্চজন্যাদি শ্রীকৃষ্ণাদির শঙ্খসমূহের নাম; [ভীমকর্ম্মা]—ভীম—ঘোর কর্ম্ম যাঁহার, বৃকনামক অগ্নি উদরে যাঁহার, তিনি বৃকোদর, তিনি পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ বাজাইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুঃ—'অনন্ত" ইত্যাদি। নকুল সুঘোষ-নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন, সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ (বাজাইলেন) ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাই পৃথগ্‌রূপে বলিতেছেন]—হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন দেবদত্ত ও ভীমকর্ম্মা বৃকোদর (ভীম) পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক-নামক শঙ্খের ধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

পৃথিবীপতে (হে পৃথিবীনাথ ধৃতরাষ্ট্র !) পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধারী) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী), ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ (ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট), অপরাজিতঃ (অপরাজিত অর্থাৎ বিজয়ী) সাত্যকিঃ চ (সাত্যকি), দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রুপদ ও দ্রৌপদীতনয়গণ) মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (এবং মহাবাহু সুভদ্রানন্দন) সর্ব্বশঃ (সকলেই) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ (শঙ্খ বাজাইলেন) ॥ ১৭-১৮ ॥

নভঃ চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) স তুমুলঃ ঘোষঃ (সেই তুমুল শব্দ) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের) হৃদয়ানি (হৃদয়সকল) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিল) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—কাশ্যশ্চেতি । কাশ্যঃ কাশি-[শী] রাজঃ, কথংভূতঃ—পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—দ্রুপদ ইতি । হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র ! ১৮ ॥

সুঃ অনুঃ—"কাশ্যশ্চ" ইত্যাদি । কাশ্য—কাশীরাজ, কিরূপ তিনি? পরম—শ্রেষ্ঠ ইষ্বাস ধনুঃ যাঁহার তদ্রূপ ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুঃ—"দ্রুপদঃ"ইত্যাদি । হে পৃথিবীপতে—ধৃতরাষ্ট্র ! ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র ! মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদরাজ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং মহাবাহু অভিমন্যু ইঁহারা সকলেই সর্ব্বদিক্ হইতে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৭-১৮

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০॥

অর্জ্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥

মহীপতে (হে রাজন্), অথ (অনন্তর) শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে সতি (শস্ত্রপাত আরম্ভ হইলে) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (কপিধ্বজ অর্জ্জুন) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে) ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্‌যোগে অবস্থিত দেখিয়া) ধনুঃ উদ্যম্য (ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদং বাক্যম্ (এই বাক্য) আহ (বলিলেন) ॥ ২০ ॥

অচ্যুত (হে অচ্যুত!), উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয়সেনার মধ্যস্থলে) মে রথং স্থাপয় (আমার রথ স্থাপন কর) ॥২১॥

শ্রীধরঃ—স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ স ঘোষ ইত্যাদি—ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্ কিং কুর্ব্বন্—নভশ্চ পৃথিবীঞ্চাভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিঃ চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ অথেতি। অথানন্তরং মহাশব্দানন্তরং, ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্‌যোগেন স্থিতান্ কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২০ ॥

স্বঃ অনুঃ—শঙ্খসকলের সেই নাদ তোমার পুত্রগণের মহাভয় উৎপাদন করিয়াছিল, অতএব বলিতেছেন—"স ঘোষঃ" ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের—তোমার পুত্রগণের, হৃদয় 'ব্যদারয়ৎ'—বিদীর্ণ করিয়াছিল; কি প্রকার?—আকাশ ও পৃথিবীকে অভ্যনুনাদিত—প্রতিধ্বনিরাশিদ্বারা সম্যক্ পূর্ণ করিয়া ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই শঙ্খনাদ তোমার পক্ষীয়গণের মহাভয় উৎপাদন করিল, তাহাই বলিতেছেন—] আর সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥ ১৯॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

যাবৎ (যে-পর্য্যন্ত) অহম্ (আমি) অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ এতান্ (যুদ্ধাভিলাষী এই বীরগণকে) নিরীক্ষে (ভাল করিয়া দেখি), অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া যোদ্ধব্যম্ (আমার যুদ্ধ করিতে হইবে), অত্র যুদ্ধে (এই সংগ্রামে) দুর্ব্বুদ্ধেঃ (দুর্ম্মতি) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (দুর্য্যোধনের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতৈষী) এতে যে (যাহারা) সমাগতাঃ (সমাগত হইয়াছেন), [তান্] (সেই সকল) যোৎস্যমানান্ (যোদ্ধৃগণকে অহম্ (আমি) অবেক্ষে (পর্য্যবেক্ষণ করি), [তাবৎ সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে মে রথং স্থাপয়] (তাবৎ তুমি উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর) ॥ ২২-২৩ ॥

শ্রীধরঃ—হৃষীকেশমিতি তদেব বাক্যমাহ সেনয়োরিত্যাদি ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুঃ—এই সময় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন তাহাই "অথ" ইত্যাদি চারিটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—'অথ' ইতি অথ—অনন্তর অর্থাৎ মহাশব্দ নিরস্ত হইলে পর, ব্যবস্থিতি—যুদ্ধোদ্‌যোগপূর্ব্বক অবস্থিত, কপিধ্বজ—অর্জ্জুন ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুঃ—"হৃষীকেশম্" ইত্যাদি। সেই বাক্য বলিতেছেন—"সেনয়োঃ" ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[এই সময়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'অথ' ইত্যাদি চারিটী শ্লোকের দ্বারা যাহা জানাইলেন, তাহাই বলিতেছেন—] হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! অনন্তর কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগকে যুদ্ধের জন্য অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলে পর গাণ্ডীব উত্তোলনপূর্ব্বক হৃষীকেশকে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫॥

ভারত (হে ভারত !), গুড়াকেশেন (গুড়াকেশ অর্জ্জুনকর্তৃক) এবম্ উক্তঃ (এইরূপে উক্ত) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয়সেনার মধ্যে) ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ (ভীষ্মদ্রোণাদি ও)সর্ব্বেষাম্ চ (সমুদয়) মহীক্ষিতাম্ (নৃপতিগণের) [পুরতঃ] (সম্মুখে) রথোত্তমম্ (উত্তমরথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপনপূর্ব্বক) উবাচ (বলিলেন)—পার্থ (হে পার্থ !) সমবেতান্ (সমবেত) এতান্ কুরূন্ (এইসকল কুরুগণকে) পশ্য ইতি (দেখ) ॥২৪-২৫ ॥

শ্রীধরঃ—যাবদেতানিতি। ননু ত্বং যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ কৈর্ম্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্? ২২॥

শ্রীধরঃ—যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তো যে ইহ সমাগতা স্তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবত্তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে মে রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ॥ ২৩॥

স্বঃ অনুঃ—"যাবৎ এতান্" ইতি। তুমি ত' যোদ্ধা, কিন্তু তুমি যুদ্ধদর্শক নহ অতএব বলিতেছেন—'কৈর্ম্ময়া' ইত্যাদি—কাহাদের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে? ২২॥

মূঃ অনুঃ—[সেই বাক্য বলিতেছেন—]হে অচ্যুত! যতক্ষণ আমি যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিত ইহাদিগকে অবলোকন করি এবং এই যুদ্ধারম্ভে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের হিতৈষী যাহারা এই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই যুদ্ধোদ্যতগণকে যতক্ষণ আমি নিরীক্ষণ করি, ততক্ষণ তুমি উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর॥ ২১-২৩॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

অথ (অনন্তর) পার্থঃ অপি (পার্থও) তত্র (তথায়) উভয়োঃ সেনয়োঃ [মধ্যে] (উভয় সেনার মধ্যে) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৃন্ (পিতৃব্য), পিতামহান্ (পিতামহ), আচার্য্যান্ (আচার্য্য), মাতুলান্ (মাতুল), ভ্রাতৃন্ (ভ্রাতা); পুত্রান্ (পুত্র), পৌত্রান্ (পৌত্র), সখীন্ (সখা), তথা শ্বশুরান্ (শ্বশুর) সুহৃদঃ চ এব (সুহৃদ্গণকেই) অপশ্যৎ (দেখিতে পাইলেন) ॥২৬॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা, তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণার্জ্জুনেন এবমুক্তঃ সন্ ; হে ভারত হে ধৃতরাষ্ট্র ! ভীষ্মেতি। সেনয়োর্ম্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্ ; ভীষ্মদ্রোণ ইতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা ; হে পার্থ! এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৪-২৫ ॥

সুঃ অনুঃ—"যোৎস্যমানান্" ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রের—দুর্য্যোধনের [প্রিয়চিকীর্ষু]—প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া যাহারা এই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি যে-পর্য্যন্ত দর্শন করি, সে-পর্য্যন্ত উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর,—এইরূপ অন্বয় হইবে ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার পর কি ঘটিল, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন—] সঞ্জয় কহিলেন—হে ভারত ! গুড়াকেশ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া শ্রীভগবান্ হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে, ভীষ্মদ্রোণ এবং সকল রাজগণের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ রথ স্থাপন করিয়া "হে পার্থ! এই সমবেত কুরুগণকে দর্শন কর" এই কথা বলিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭॥

সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তী পুত্র) [তত্র] (রণস্থলে) অবস্থিতান্ (অবস্থিত) তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ (সেইসকল বন্ধুকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ [সন্] (অতিশয় কৃপান্বিত) বিষীদন্ (ও বিষণ্ণ হইয়া) ইদম্ অব্রবীৎ (ইহা বলিতে লাগিলেন) ॥২৭॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ—তত্রেত্যাদি। পিতৄন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ; পুত্রান্ পৌত্রানিতি—দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ; সখীন্—মিত্রাণি, সুহৃদঃ—কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহার পর কি ঘটিল, তাহাই এক্ষণে সঞ্জয় বলিতেছেন—"এবমুক্তঃ"ইত্যাদি। গুড়াকা—নিদ্রা, তাহার প্রভু—জিতনিদ্র অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, হে ভারত—হে ধৃতরাষ্ট্র! "ভীষ্ম" ইত্যাদি। হৃষীকেশ উভয়সেনার মধ্যে [রথোত্তম] রথসমূহের মধ্যে উত্তম রথ স্থাপন করিলেন। "ভীষ্মদ্রোণ" ইত্যাদি। মহীক্ষিৎগণের - রাজগণেরও, 'প্রমুখতঃ—সম্মুখে, রথ স্থাপনপূর্ব্বক ভগবান্ বলিলেন—"হে পার্থ! এই কুরুগণকে দর্শন কর" ॥ ২৪-২৫ ॥

সুঃ অনুঃ—অতঃপর কি ঘটিল, তাহাই বলিতেছেন—"অত্র" ইত্যাদি। পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতৃব্যদিগকে,পুত্রগণকে"পুত্রান্ পৌত্রান্" ইত্যাদি—অর্থাৎ দুর্য্যোধনাদির যে পুত্র ও তাহার পৌত্রগণ, তাহাদিগকে, সখাগণকে—মিত্রদিগকে, সুহৃদ্গণকে—কৃতোপকারীদিগকে, দেখিয়াছিলেন ॥ ২৬॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার পর কি হইল, তাহাই বলিতেছেন—] অনন্তর অর্জ্জুনও সেস্থানে কুরু-পাণ্ডব উভয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদ্গণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রানি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !), যুযুৎসূন্ (যুদ্ধাভিলাষী) ইমান্ (এইসকল) স্বজনান্ (স্বজনকে) সমবস্থিতান্ (সমবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম (আমার) গাত্রাণি (গাত্র) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে) মুখং চ পরিশুষ্যতি (এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে) ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ—তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা গৃহীতো বিষণ্ণঃ সন্ ইদমর্জ্জুনোঽব্রবীৎ ইত্যুত্তরস্যার্দ্ধশ্লোকবাক্যার্থঃ ; আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি হে কৃষ্ণ ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্—বন্ধুজনান্, দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি—করচরণাদীনি, সীদন্তি—বিশীর্য্যন্তে ; কিঞ্চ মুখং পরি—সমন্তাৎ শুষ্যতি—নির্দ্রবীভবতি ।। ২৮ ।।

স্বঃ অনুঃ—তৎপর কি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—"তান্" ইত্যাদি। উভয়সেনার মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক এরূপ দেখিয়া মহতী দয়ার পরবশ ও বিষণ্ণ হইয়া অর্জ্জুন ইহা বলিয়াছিলেন,—ইহাই পরবর্ত্তী অর্দ্ধ শ্লোকের বাক্যার্থ ; আবিষ্ট—ব্যাপ্ত ॥ ২৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[ইহা দেখিয়া অর্জ্জুন কি করিলেন, তাহাই বলিতেছেন—] সেই কুন্তীপুত্র রণস্থলে সেইসকল বন্ধুকে দেখিয়া অত্যন্ত কৃপান্বিত ও বিষণ্ণ হইয়া ইহা বলিতে লাগিলেন ।। ২৭ ।।

মূঃ অনুঃ—[কি বলিলেন, তাহাই দৃষ্ট্বেমান্ ইত্যাদি হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত বলিতেছেন—]অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধাভিলাষী সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত এইসকল বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার গাত্র বিশীর্ণ এবং মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

মে শরীরে (আমার শরীরে) বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ (কম্প ও রোমাঞ্চ) জায়তে (জন্মিতেছে), হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব) স্রংসতে (স্খলিত হইতেছে) ত্বক্ চ পরিদহ্যতে এব (এবং চর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে) ॥২৯॥

কেশব (হে কেশব !), [অহম্] (আমি) অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি (আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না), মে মনঃ (আমার মন) ভ্রমতি ইব (যেন চঞ্চল হইতেছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি চ (এবং কু-লক্ষণসকল) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ বেপথুশ্চেত্যাদি। বেপথুঃ—কম্পঃ, রোমহর্ষো রোমঞ্চঃ, স্রংসতে—নিপততি, পরিদহ্যতে—সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুঃ—কি বলিলেন, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—অধ্যায়-সামপ্তি পর্য্যন্ত "দৃষ্ট্বেমান্" ইত্যাদি হে কৃষ্ণ ! [যুযুৎসূন্] যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সম্মুখে সম্যগবস্থিত স্বজনদিগকে—বন্ধুজনদিগকে, দেখিয়া আমার গাত্রসকল—হস্তপদাদি, কম্পিত—শীর্ণ হইতেছে ; আরও, মুখ পরি—বিশেষভাবে, শুষ্ক হইতেছে—নীরস হইতেছে ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "বেপথুশ্চ" ইত্যাদি। বেপথু—কম্প ; রোমহর্ষ—রোমাঞ্চ ; স্রস্ত হইতেছে—নিপতিত হইতেছে ; পরিদগ্ধ হইতেছে—সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ২৯ ॥

মুঃ অনুঃ—[আরও] আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব নিপতিত হইতেছে এবং সমস্ত চর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে॥ ২৯॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !), আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা (স্বজন বিনাশ করিয়া) শ্রেয়ঃ চ (মঙ্গল) ন অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না), বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে চ (আমি বিজয়ও আকাঙ্ক্ষা করি না), রাজ্যং সুখানি চ ন (রাজ্য এবং সুখও চাহি না) ॥৩১॥

শ্রীধরঃ—অপি চ ন চ শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি ; বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "ন চ শক্নোমি" ইত্যাদি। বিপরীত নিমিত্ত-সকল—অনিষ্টসূচক লক্ষণাদি, দেখিতেছি ॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "ন চ" ইত্যাদি। আহবে—যুদ্ধে, স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ—ফল, দেখিতেছি না ; যদি বল, বিজয়াদি ফল দেখিতেছ না কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ন কাঙ্ক্ষে" ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] হে কেশব ! আমি এইস্থলে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার মনও যেন ঘুরিতেছে এবং অনিষ্টসূচক লক্ষণ-সকল দেখিতেছি ॥ ৩০ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দ (হে গোবিন্দ !),যেষাম্ অর্থে (যাঁহাদের জন্য) নঃ (আমাদিগের) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখসকল) কাঙ্ক্ষিতং (আকাঙ্ক্ষিত), তে ইমে আচার্য্যাঃ (সেই আচার্য্য) পিতরঃ (পিতৃব্য) পুত্রাঃ (পুত্র) তথা এব চ পিতামহাঃ (এবং তদ্রূপ পিতামহ), মাতুলাঃ (মাতুল), শ্বশুরাঃ (শ্বশুর), পৌত্রাঃ (পৌত্র), শ্যালাঃ (শ্যালক তথা সম্বন্ধিনঃ (এবং কুটুম্বগণ) প্রাণান্ ধনানি চ (ধন ও প্রাণ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন)। [অতএব] রাজ্যেন কিম্ (আমাদের রাজ্যেই বা কি প্রয়োজন ?), ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্ (ভোগ এবং প্রাণেই বা কি প্রয়োজন ?) ; মধুসূদন (হে মধুসূদন !), ঘ্নতঃ অপি (আমরা তাহাদিগের দ্বারা হত হইলেও) এতান্ হন্তুং (ইহাদিগকে বধ করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) ॥৩২-৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—এতদেব প্রপঞ্চয়তি—কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়েন। ত ইমে ইতি ; যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং তে এতে প্রাণধনাদি-ত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ, অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্য-মিত্যর্থঃ। নন্বু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ন হংসি, তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্বেতি তত্রাহ—এতানিত্যাদি সার্দ্ধেন ; ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্ ॥ ৩২-৩৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—"কিং নো রাজ্যেন" ইত্যাদি আড়াইটী শ্লোকদ্বারা ইহাই বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—"ত ইমে" ইত্যাদি। যাহাদিগের জন্য আমাদিগের রাজ্যাদি-পালন, তাহারাই প্রাণধনাদি-পরিত্যাগ স্বীকার করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অগ্রে অবস্থিত; অতএব রাজ্যাদিদ্বারা আমাদিগের কি হইবে? অর্থাৎ কোনই আবশ্যকতা নাই। ওহে, যদি তুমি দয়াবশতঃ ইহাদিগকে হত্যা না কর, তবে ইহারা রাজ্যলোভে তোমাকে বধ করিবেই; অতএব তুমিই ইহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্য ভোগ কর, তৎপ্রসঙ্গে দেড়টী শ্লোকে বলিতেছেন "এতান্" ইত্যাদি; হনন করিলেও অর্থাৎ আমাদিগকে বধ করিলেও, ইহাদিগকে (বধ করিব না) ॥ ৩২-৩৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] হে কৃষ্ণ! স্বজনগণকে যুদ্ধে বধ করিয়া কোন শুভফল দেখিতেছি না। [যদি বল বিজয়াদি শুভফল কেন দেখিতেছ না? তাই বলিতেছেন—] আমি বিজয়ও আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্য এবং সুখও চাহি না ॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাই এইক্ষণে "কিং নো রাজ্যেন" ইত্যাদি আড়াইটি শ্লোকে সবিস্তার বলিতেছেন—] হে গোবিন্দ! যাহাদের নিমিত্ত অর্থাৎ যাহাদিগকে লইয়া রাজ্যভোগ ও সুখসকল আকাঙ্ক্ষা করা হয়, সেই এই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র এবং পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ ধন ও প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অবস্থিত, অতএব আমাদের রাজ্যে কি ফল? ভোগ ও জীবন-ধারণই বা কেন? [যদি কৃপা করিয়া ইহাদিগকে তুমি বিনাশ না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহারা তোমাকে রাজ্যলোভে বধ করিবে, অতএব তুমিই ইহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্য ভোগ কর না কেন? এতদুত্তরে বলিতেছেন—] হে মধুসূদন! ইহারা আমাকে মারিলেও আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩২-৩৪ ॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ, স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

[হে] জনার্দ্দন !,মহীকৃতে (পৃথিবীর রাজত্বের বিনিময়ে) কিং নু ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ অপি (এমন কি ত্রিভুবনের রাজত্বের জন্যও) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য (দুর্য্যোধনাদিকে বধ করিয়া) নঃ (আমাদিগের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কি সুখ-লাভ হইবে ?) ॥৩৫॥

মাধব (হে মাধব !) এতান্ (এইসকল) আততায়িনঃ (আততায়ীকে) হত্বা (বধ করিলে) অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ (আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে)। তস্মাৎ (অতএব) বয়ং (আমরা) স্ববান্ধবান্ (আত্মীয়) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে) হন্তুং ন অর্হাঃ (বধ করিতে পারি না) , হি (যেহেতু) স্বজনং (স্বজন) হত্বা (বধ করিয়া) [বয়ং—আমরা] কথং (কি প্রকারে) সুখিনঃ (সুখী) স্যাম (হইব ?) ॥৩৬॥

শ্রীধরঃ—অপীতি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তুং নেচ্ছামি কিং পুনর্ম্মহীমাত্রপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

সুঃ অনুঃ—"অপি" ইত্যাদি। ত্রৈলোক্যরাজ্যের নিমিত্ত অর্থাৎ তৎপ্রাপ্তির জন্যও আমি হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না, পৃথিবীমাত্রলাভের নিমিত্ত ত' কোন কথাই নাই ॥ ৩৫ ॥

মূঃ অনুঃ—পৃথিবীর কথা কি, ত্রৈলোক্যের রাজত্ব পাইলেও আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। [আর] হে জনার্দ্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইতে পারে ? ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ চ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥" ইতি স্মরণাদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ; আততায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব,—"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাহবিচারয়ন্। নাততায়ি বধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥" ইতি বচনাৎ? তত্রাহ—পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন. "আততায়িনমায়ান্তম্" ইত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলং যথোক্তং, যাজ্ঞবল্ক্যেন,—"স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাৎ বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥" ইতি তস্মাদাততায়িনামপ্যেতেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যায্যত্বাৎ অধর্ম্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্য অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাদিত্যাহ—স্বজনং হীতি॥ ৩৬॥

স্বঃ অনুঃ—অহো "অগ্নি-প্রদানকারী, বিষ-দাতা, (হননোদ্যত) অস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ক্ষেত্রাপহারী ও দারাপহারী—এই ছয়—জন আততায়ী।"—এই বাক্যানুসারে অগ্নিদাহাদি ছয়টি কারণে ইহারা শত্রু, আততায়িদিগকে বধ করাই উচিত; "আততায়িকে আসিতে দেখিলে বিচার না করিয়া তাহাকে বধ করিবে,—হত্যাকারীর আততায়িবধে কোন দোষ হয় না"—এই বাক্যও উহার সমর্থন করে; তদ্বিষয়ে দেড়টি শ্লোকে বলিতেছেন—"পাপমেব ইত্যাদি। "আততায়িনমায়ান্তম্" ইত্যাদি অর্থশাস্ত্র, উহা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দুর্ব্বল; যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, যথা—"দুইটী স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যবহার অপেক্ষা ন্যায়ই বলবান্। বিধান এই যে, অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবান্।" অতএব এই দ্রোণাচার্য্যাদি শত্রু হইলেও ইহাদিগের বধে আমাদের নিশ্চয়ই পাপ হইবে; অন্যায্য ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া উহাদিগের বধে ইহকালে বা পরকালে আমাদের কোন সুখ হইবে না; অতএব বলিতেছেন—"স্বজনং হি" ইত্যাদি॥৩৬।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

[হে] জনার্দ্দন! যদ্যপি এতে (ইহারা) লোভোপহতচেতসঃ (লোভাক্রান্তচিত্ত হইয়া) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলক্ষয়জনিত দোষ) মিত্রদ্রোহে চ (এবং মিত্রদ্রোহ বা স্বজনবিরোধে) পাতকং ন পশ্যন্তি (পাতক দেখিতেছে না); [তথাপি] কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) প্রপশ্যদ্ভিঃ (সম্যক্ দর্শন করিয়া) [অস্মাভিঃ—আমরা] অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে) নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ (নিবৃত্ত কেন না হইব?) ॥৩৭-৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ তবৈতেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধ-দোষমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাম্, কিমনেন বিষাদেনেত্যাহ—যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। রাজ্যলোভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে এতে দুর্য্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি, তথাপ্যস্মা-ভির্দ্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—ওহে! তোমাদের ও ইহাদের বন্ধুবধজনিত পাপ যখন সমান তখন ইহারা যেমন বন্ধুবধদোষ স্বীকার করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে, তেমন তুমিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; এইরূপ শোক করিয়া প্রয়োজন কি? "যদ্যপি" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে উহা উক্ত হইয়াছে। রাজ্যলোভদ্বারা উপহত—ভ্রষ্টবিবেক চিত্ত যাহাদের, সেই সম্মুখস্থিত দুর্য্যোধনাদি যদ্যপি পাপ গণনা করিতেছে না তথাপি এই কার্য্যে দোষ-দর্শনকারী আমাদিগের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া কেনই না উচিত হইবে? অর্থাৎ এই কার্য্য হইতে নিবৃত্তি-লাভই স্থির করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৭-৩৮ ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয়হেতু) সনাতনাঃ (সনাতন) কুলধর্ম্মাঃ (কুলধর্ম্ম) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়) ধর্ম্মে নষ্টে [সতি] (ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে) অধর্ম্মঃ (অধর্ম্ম) কৃৎস্নম্ উত কুলম্ (অবশিষ্ট সমস্ত কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করে) ॥৩৯॥

শ্রীধরঃ—তমেব দোষং দর্শয়তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ ; উত অপি অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলং অধর্ম্মোঽভিভবতি ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—সেই দোষই প্রদর্শন করিতেছেন—"কুলক্ষয়ে ইত্যাদি। সনাতন—পরম্পরাপ্রাপ্ত, উত—ও অর্থাৎ অবশিষ্ট, কৃৎস্ন—সমগ্র, কুলকে অধর্ম্ম অভিভবতি অর্থাৎ ব্যাপ্ত করে ॥৩৯॥

মূঃ অনুঃ—[আর যদি বল, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রধারী এবং ধন, ক্ষেত্র ও স্ত্রী-অপহারী এই ছয় জনই আততায়ী বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হয়, দুর্য্যোধনাদি এই ছয়প্রকারে অর্জ্জুনাদির সম্বন্ধে আততায়ী, অতএব তাহাদের বধ যুক্তিযুক্ত ; যেহেতু শাস্ত্রে "আততায়িকে আসিতে দেখিলে বিচার না করিয়া বধ করিবে—অততায়িবধে কোন পাপ হয় না" এইরূপও বচন রহিয়াছে। তাই পাপের কথা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যেহেতু "আততায়িনম্" ইত্যাদি যে অর্থশাস্ত্রের বচন, তাহা, ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা দুর্ব্বল ; যথা যাজ্ঞবল্ক্যে—'দুই স্মৃতিশাস্ত্রমধ্যে বিরোধ হইলে ব্যবহারানুকূল ন্যায়ই বলবান্ হয় আর অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রই বলবান্, ইহাই নিশ্চয়' অতএব—]হে মাধব ! এই সকল আততায়িগণকে বধ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে, সুতরাং স্ববান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আমাদের বধ করা উচিত নয়। যেহেতু স্বজনদিগকে বধ করিয়া কিরূপে আমরা সুখী হইতে পারি ? ৩৬ ॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

[হে] কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ (কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (ব্যভিচারিণী হয়)। [হে] বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশধর!), স্ত্রীষু দুষ্টাসু (কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (জন্মে) ॥৪০॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাদি ॥ ৪০ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতঃপর "অধর্ম্মাভিভবাৎ" ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

মূঃ অনুঃ—(যদি বল তোমার মত কুরুদিগেরও বন্ধুবধজনিত পাপ সমানই হইবে, অতএব ইহারা যেমন বন্ধুবধজনিত পাপ স্বীকার করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তুমিও সেইরূপ হও, এইরূপ বিবাদে কি ফল? এবম্প্রকার আশঙ্কার উত্তরে 'যদ্যপি' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে অর্জ্জুন বলিতেছেন—) হে জনার্দ্দন! যদিও রাজ্যলোভে নষ্টবিবেক ইহারা (দুর্য্যোধনেরা) কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহরূপ পাতক দেখিতেছে না, তথাপি আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিতে পাইয়াও কেন এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না? ৩৭-৩৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই কুলক্ষয়-জন্য দোষ দেখাইতেছেন—] কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম অবশিষ্ট কুলকে অভিভূত করে ॥ ৩৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার পর কি হয়, তাহাই বলিতেছেন—] হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ ভ্রষ্টাচারিণী হয়। হে বৃষ্ণিবংশধর! স্ত্রীগণ ভ্রষ্ট হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় ॥ ৪০ ॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ।৪১॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মা কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলস্য কুলঘ্নানাং চ (কুল ও কুলনাশকগণের)নরকায় এব (নরক-প্রাপ্তির হেতু হয়)। এষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পিতরঃ (ইহাদিগের পিতৃগণ পিণ্ড ও তর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায়) পতন্তি হি (নিশ্চয়ই পতিত হন) ॥ ৪১ ॥

কুলঘ্নানাম্ (কুলনাশকগণের) এতৈঃ (এইসকল) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষে) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ (জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম) উৎসাদ্যন্তে (উৎসন্ন হইয়া যায়) ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরঃ—এবং সতি 'সঙ্কর' ইত্যাদি। এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—উক্তং দোষমুপসংহরতি—দোষৈরিতি দ্বাভ্যাম্। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে, জাতিধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাঃ ; কুলধর্ম্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রমধর্ম্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

সুঃ অনুঃ—এরূপ হইলে "সঙ্কর" ইত্যাদি। এই কুলনাশকদিগের পিতৃগণ পতিত হন ; হি—যেহেতু, [লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া] লুপ্ত হইয়াছে পিণ্ডোদকক্রিয়া (শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি) যাহাদের তাহারা ॥ ৪১ ॥

সুঃ অনুঃ—"দোষৈঃ" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা পূর্ব্বকথিত দোষের কথার উপসংহার করিতেছেন, উৎসন্ন হয়—লুপ্ত হয়, জাতিধর্ম্ম, বর্ণ-ধর্ম্ম, "কুলধর্ম্মাঃ চ"—'চ' শব্দের প্রয়োগে এস্থলে আশ্রমধর্ম্মাদিও বুঝাইতেছে ॥ ৪২ ॥

মূঃ অনুঃ—[আর এইরূপ হইলে—] বর্ণসঙ্করগণ কুল ও কুলনাশক-দিগকে নরকে লইয়া যায়, ইহাদিগের পিতৃগণ, পিণ্ড ও তর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয়ই পতিত হন ॥ ৪১ ॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

[হে] জনার্দ্দন ! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (যাহাদের জাতি, কুল ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়াছে) মনুষ্যাণাং (সেই সকল মনুষ্যের) নরকে নিয়তং বাসঃ (চিরকাল নরকে বাস) ভবতি (হয়), ইতি (এরূপ) অনুশুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি) ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরঃ—উৎসন্নেতি। উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মাঃ যেষামিতি উৎসন্নজাতি-ধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্ ; অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং, "প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষ্বভিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥" ইত্যাদি-বচনেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

সুঃ অনুঃ—"উৎসন্ন" ইত্যাদি। [উৎসন্নকুলধর্ম্মদিগের]—উৎসন্ন হইয়াছে কুলধর্ম্ম যাহাদের, ইহাতে উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদিরও লক্ষণ কথিত হইয়াছে ; 'অনুশুশ্রুম'—আমরা শ্রবণ করিয়াছি, শাস্ত্র-বচন, যথা—"যে-সকল মানব প্রায়শ্চিত্ত করে না, অথচ পাপকার্য্যে অত্যাসক্ত, সে-সকল পশ্চাৎ-অনুতাপশূন্য পাপিগণ দারুণ নরকসমূহে গমন করিয়া থাকে" ॥৪৩॥

মূঃ অনুঃ—['দোষৈঃ ইত্যাদি দুই শ্লোকে উক্ত দোষের উপসংহার করিতেছেন—] কুলঘাতকদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই সকল দোষ দ্বারা সনাতন জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্মসমূহ উৎসন্ন হয় ॥ ৪২ ॥

মূঃ অনুঃ—হে জনার্দ্দন ! বিনষ্টকুলধর্ম্মদিগের নিয়তই নরকে বাস হইয়া থাকে, ইহা গুরুপরম্পরায় আমরা শুনিয়াছি। (যে সমস্ত লোক পাপকর্ম্মে নিযুক্ত অথচ প্রায়শ্চিত্ত বা পশ্চাৎ অনুতাপ করে না, তাহারা দারুণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।) ॥ ৪৩ ॥

অহো বত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

অহোবত (হায় !) বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং (মহাপাপ) কর্ত্তুং (করিতে) ব্যবসিতাঃ (কৃতনিশ্চয় হইয়াছি) ; যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখলোভে) [বয়ং—আমরা] স্বজনং (স্বজন) হন্তুম্ (বধ করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি) ॥ ৪৪ ॥

যদি শস্ত্রপাণয়ঃ (অস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ) অপ্রতীকারম্ (প্রতিকার-রহিত) অশস্ত্রং (ও অস্ত্রশূন্য অবস্থায়) মাং (আমাকে) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তবে তাহাই) মে (আমার পক্ষে) ক্ষেমতরং (অধিকতর হিতকর) ভবেৎ (হইবে) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরঃ—বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ—অহোবতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি—যৎ এতন্মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ং অহোবত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

সুঃ অনুঃ—স্বজনবধোদ্‌যোগজনিত মনস্তাপে তাপিত হইয়া বলিতেছেন—“অহো বত” ইত্যাদি। “স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ” অর্থাৎ যেহেতু আমরা এই মহাপাপ অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টাশীল, সেহেতু অহো। আমাদের কি মহাবিপৎ উপস্থিত ! ৪৪ ॥

মুঃ অনুঃ—[বন্ধুবধকার্য্যোদ্যত হইয়া সন্তাপ করিতে করিতে অর্জ্জুন বলিতেছেন—] হায়, কি দুঃখ ! আমরা মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কেন না, রাজ্যসুখলোভে স্বজনগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সৈন্যদর্শনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) এবম্ উক্ত্বা (এরূপ বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং (শরযুক্ত ধনুঃ) বিসৃজ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকে উদ্‌বিগ্নচিত্ত হইয়া) রথোপস্থঃ (রথোপরি) উপাবিশৎ (উপবিষ্ট হইলেন) ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরঃ—এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ—যদি মামিত্যাদি। অকৃতপ্রতীকারং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি, তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরং অত্যন্তং হিতং ভবেৎ পাপানিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেত্যাদি সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি, উপাবিশৎ উপবিবেশ; শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সুবোধিন্যাং সৈন্যদর্শনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—এইরূপ সন্তপ্ত হইয়া মৃত্যুকেই প্রশংসা করত বলিতেছেন—"যদি মাম্" ইত্যাদি। অকৃত-প্রতীকার অর্থাৎ নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া যদি [ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা] আমাকে হনন করে, তাহা হইলে সেরূপ বধ আমার পক্ষে ক্ষেমতর—অত্যন্ত হিতকর; যেহেতু, মৎকর্ত্তৃক আর পাপ অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৪৫ ॥

সুঃ অনুঃ—অতঃপর কি ঘটিয়াছিল, তৎসম্পর্কে সঞ্জয় বলিলেন—"এবমুক্ত্বা" ইত্যাদি। সংখ্যে—সংগ্রামে, 'রথোপস্থে'—রথের উপরে, 'উপাবিশৎ'—উপবেশন করিলেন, [শোকসংবিগ্নমানস] শোকদ্বারা সংবিগ্ন—প্রকম্পিত, মানস—চিত্ত যাঁহার, তিনি ॥ ৪৬ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধর-স্বামিকৃতা-টীকা 'সুবোধিনী'তে
সৈন্যদর্শন-নামক প্রথম অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[উক্ত প্রকারে সন্তপ্ত হইয়া মৃত্যু কামনা করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন—] যদি শস্ত্রপাণি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রতীকার-রহিত ও শস্ত্রশূন্য-অবস্থায় আমাকে রণে নিধন করে, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে হিতকর হইবে ॥ ৪৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার পর কি হইল, এই অপেক্ষায়—]সঞ্জয় কহিলেন—অর্জ্জুন এই বলিয়া সংগ্রামস্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া শোকে উদ্‌বিগ্নচিত্ত হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতাখ্য শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতি-
শাস্ত্রে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদে বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সৈন্যদর্শন-নামক প্রথমাধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

সঞ্জয়—গবল্‌গণের পুত্র ॥ ১ ॥

কুরুক্ষেত্র—দিল্লী হইতে এন্ ডাব্‌লিউ, আর্ লাইনে কুরুক্ষেত্র অবস্থিত ॥ রাজর্ষি কুরু যজ্ঞার্থে এই ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়াছিলেন। (মঃ ভাঃ শল্য ৫৩।২)। ইহার অপর নাম স্যমন্তপঞ্চক (ঐ ৫৩।১) ॥ ১ ॥

ব্যূহ—সৈন্য-রচনা। "সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ। স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্ ॥" ২ ॥

দ্রোণাচার্য্য—মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। দ্রোণ বা কলসের মধ্যে ইহার জন্ম হয়। ইনি পরশুরামকে সন্তুষ্ট করিয়া সরহস্য ধনুর্ব্বেদ লাভ করেন এবং কৌরব ও পাণ্ডব-বালকদিগের আচার্য্য-পদে নিযুক্ত হন ॥ ২ ॥

চমূ—সৈন্যসঙ্ঘ। ৭২৯টি হস্তী, ৭২৯টী রথ, ২১৮৭টি অশ্ব ও ৩৬৪৫টি পদাতিক একত্রিত হইলে 'চমূ' হয় ॥ ৩ ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদের পুত্র ও দ্রৌপদীর ভ্রাতা। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী উভয়েই যজ্ঞসম্ভূত। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র-শিক্ষা করেন ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যকে নিহত করেন ॥ ৩ ॥

যুযুধান—ইনি দ্বারকাবাসী সাত্যকি-নামে বিখ্যাত, শ্রীকৃষ্ণের অনুগত দাস এবং অর্জ্জুনের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন ॥ ৪ ॥

বিরাট—এই মৎস্যরাজ বিরাটের গৃহে পাণ্ডবগণ এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করেন। ইনি পাণ্ডবগণের বৈবাহিক ॥ ৪ ॥

কুন্তীভোজ—কুন্তীদেবীর পিতা ॥ ৫ ॥

অভিমন্যু—ইনি অর্জ্জুনের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তরথী অন্যায়যুদ্ধে ইঁহাকে বধ করেন ॥ ৬ ॥

অশ্বত্থামা—দ্রোণাচার্য্য ও কৃপীর পুত্র। জন্মকালে অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

ভীষ্ম—শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র চিরকুমার ভীষ্ম পিতৃসন্তোষার্থ রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন নাই। ইনি পরশুরামকেও যুদ্ধে পরাজয় করেন এবং দুর্য্যোধনকে অনেক মঙ্গলোপদেশ প্রদান করেন। ইনি পাণ্ডবগণের প্রতি অতি বৎসল এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত ছিলেন। ইনি ইচ্ছা-মৃত্যু হইয়াও যুদ্ধের দশম দিবসে অর্জ্জুনের শরে শয্যা করেন এবং উত্তরায়ণে দেহ ত্যাগ করেন। ইনি কৃষ্ণভক্ত, মহাবীর, জিতেন্দ্রিয়, উদার ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন ॥ ৮ ॥

কর্ণ—কুন্তীর কানীন পুত্র। ইনি পরশুরামের নিকট অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি 'দাতা' বলিয়া বিখ্যাত। ইনি দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু ছিলেন। ইনি ত্রয়োদশ দিবসে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সেনা-নায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং অষ্টাদশ দিবসে ঘোরতর যুদ্ধে অর্জ্জুন-হস্তে নিহত হন ॥ ৮ ॥

পাঞ্চজন্য—পঞ্চজন-নামক এক দৈত্য সমুদ্রে শঙ্খরূপ ধারণ করিয়া বাস করিত। উহার অস্থি-নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য ॥ ১৫ ॥

ধনঞ্জয়—অর্জ্জুনের দশটি প্রসিদ্ধ নামের অন্যতম। দশটি নাম যথা,—অর্জ্জুন, ফাল্গুন, বিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয় ॥ ১৫ ॥

শিখণ্ডী—রাজা দ্রুপদের শিখণ্ডী-নাম্নী কন্যা। স্থূল নামক যক্ষ ইহাকে পুরুষ করিয়া দিয়াছিল। ইনি পূর্ব্বজন্মে কাশীরাজকন্যা অম্বা ছিলেন ॥১৭॥

পার্থ—বসুদেবের পিতা শূর রাজা তাঁহার পৃথা-নাম্নী কন্যাকে কুন্তী-ভোজ রাজার নিকট পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দান করেন। এই পৃথাই কুন্তী নামে পরিচিতা। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা। পৃথার পুত্রই অর্জ্জুন ॥ ২৫ ॥

——::——

পরিপ্রশ্নমালা

১। সৈন্যদর্শন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের বিষণ্ণের ন্যায় অভিনয়ে কি শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে?

২। কি কি যুক্তির দ্বারা অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে বিরতি ইচ্ছা করিয়াছিলেন? সাধক-জীবনের সহিত উহার সামঞ্জস্য কোথায়?

৩। প্রথম অধ্যায়ের মূল শিক্ষা কি?

৪। জাতিধর্ম্ম বা কুলধর্ম্মই কি সনাতনধর্ম্ম?

৫। জাতিধর্ম্ম, দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও শরণাগতির মধ্যে ভেদ ও বৈশিষ্ট্য কি?

——::——

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে শোকাকুলের ন্যায় অভিনয়কারী অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধস্থলে রথোপরি শোকে উদ্বিগ্নচিত্ত দর্শন করিয়া লোক-শিক্ষাকল্পে উপদেশ-প্রদানমুখে বলিলেন যে, "সঙ্কটকালে মোহে অভিভূত হওয়া উচিত নহে, তাহা আর্য্যগণের অযোগ্য, অধর্ম্মকর ও অসম্মান কর। হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়াই কর্ত্তব্য।"

গুরু ও আত্মীয়বর্গকে হনন করিয়া রাজ্যলাভ কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে, ইহা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যুক্তির দ্বারা জানাইলেন। আরও বলিলেন যে, তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ে বিমূঢ়মতি হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, অর্জ্জুন পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণের দেহে 'অহং'-বুদ্ধি নাই, তাঁহারা কাহারও জন্য শোক করেন না। জীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহই উৎপত্তি ও বিনাশশীল। বস্তুতঃ জীবাত্মা নিত্য। যেরূপ মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ বদ্ধ-জীবও কর্ম্মফলভোগান্তে এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করে। দেহী আত্মা পরমদুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব। দেহই অনিত্য ও বধ্য, কিন্তু দেহী বা আত্মা নিত্য ও অবধ্য। ফলানুসন্ধানরহিত হইয়া শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করাই জীবের কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের আরাধনার আরম্ভের নিষ্ফলতা নাই ও তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই। উহার অতি অল্প অনুষ্ঠানেও সংসাররূপ মহাভয় হইতে

জীব রক্ষা পায়। 'কৃষ্ণভক্তি-দ্বারাই নিশ্চয়ই মঙ্গললাভ করিব', এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাহারা পরমেশ্বরের সেবা-বহির্ম্মুখ কামনাপরায়ণ, তাহারাই ঐকান্তিক ভক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বহু পথের আশ্রয় গ্রহণ করে। বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করা উচিত নহে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ত্রিগুণাত্মক, উহা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের আরাধনার মধ্যেই বেদ-কথিত যাবতীয় ফল অনুস্যূত আছে। যাহারা ফলানুসন্ধিৎসু, তাহারাই কৃপণ।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে (১) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, (২) স্থিতধীর আচরণ, (৩) তাঁহার অধিষ্ঠান ও (৪) বিচরণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্যাভিলাষ-রহিত ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ, জাগতিক শুভাশুভের প্রতি নিরপেক্ষতাই তাঁহার আচরণ, ইতরবিষয়ে বিরক্তি ও রসস্বরূপা ভগবদ্ভক্তিতে অনুরক্তিই তাঁহার অধিষ্ঠান ও প্রত্যগ্‌গতিতে অবস্থানই তাঁহার বিচরণ—এই উপদেশ প্রদান করেন। কৃষ্ণেতর বিষয় চিন্তার ফলে পুরুষের তাহাতে আসক্তি, আসক্তি হইতে কামনা, তাহা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্য-বিবেকের অভাব, তাহা হইতে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের বিস্মৃতি, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইলে মনুষ্য মৃততুল্য হইয়া থাকে। আত্মদর্শী পুরুষের সমস্তই বিপরীত। যে বিষয়নিষ্ঠাতে প্রাণিগণের জাগরণ দৃষ্ট হয়, তাহাই আত্মতত্ত্বদর্শিগণের নিকট রাত্রিস্বরূপ; আর যাহাতে সর্ব্বসাধারণ নিদ্রিত, তাহাতেই আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি জাগ্রত। অন্যান্য জলরাশি যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, কামসকল সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ-মুনিতে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না—ইহাকেই ব্রাহ্মস্থিতি বলে।

শিক্ষা—দেহধর্ম্ম অনিত্য ও নৈমিত্তিক, আত্মধর্ম্মই নিত্য স্বরূপধর্ম্ম।

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

মধুসূদনঃ (মধুসূদন) তথা (তথাবিধ) কৃপয়া আবিষ্টম্ (কৃপাবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং (অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র) বিষীদন্তং (বিষণ্ণ) তং (তাহাকে অর্থাৎ অর্জ্জুনকে) ইদং বাক্যম্ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ॥১॥

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া ।

প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—তন্তথেত্যাদি অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং ; তথা উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১ ॥

সুঃ অনুঃ—"দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শোকসন্তপ্ত অর্জ্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিলেন। তৎপর কি কি ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সঞ্জয় বলিলেন,—"তং তথা" ইত্যাদি। [অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণ]—অশ্রুরাশিদ্বারা পূর্ণ আকুল দৃষ্টি যাঁহার, তাঁহাকে, তথা—উক্তপ্রকারে।" বিষণ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন ॥ ১ ॥

মূঃ অনুঃ—[অর্জ্জুন গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি উপবিষ্ট হইলে কি ঘটিয়াছিল, তদুদ্দেশে উক্ত হইয়াছে—] সঞ্জয় বলিতেছেন—মধুসূদন কৃপাবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র ও উক্তপ্রকারে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে তখন এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

[হে] অর্জ্জুন! কুতঃ (কি হেতু) বিষমে (এই সঙ্কটকালে) অনার্য্যজুষ্টম্ (আর্য্যগণের অযোগ্য) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গপ্রতিবন্ধক) অকীর্ত্তিকরম্ (ও অযশস্কর) ইদং কশ্মলং (এই মোহ) সমুপস্থিতম্ (উপস্থিত হইল?) ॥ ২ ॥

পার্থ (হে পার্থ!), ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ (কাতরতা-প্রাপ্ত হইও না), এতৎ (এই কাতরতা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (শোভা পায় না)। পরন্তপ (হে শত্রুতাপন!), ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যম্ (ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উঠ) ॥৩॥

শ্রীধরঃ—তদেব বাক্যমাহ—শ্রীভগবানুবাচ কুত ইতি। কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্—অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ, যত আর্য্যৈরসেবিতং অস্বর্গ্যং অধর্ম্ম্যং অযশস্করঞ্চ ॥ ২ ॥

স্বঃ অনুঃ—সেই বাক্যই কথিত হইতেছে—শ্রীভগবান্ কহিলেন—'কুতঃ' ইত্যাদি। কুতঃ—কি হেতু, ত্বা—তোমাকে, বিষমে—সঙ্কটে, এই কশ্মল উপস্থিত হইয়াছে—এই মোহ তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে? যেহেতু ইহা [অনার্য্যজুষ্ট]—আর্য্যগণের পরিত্যাজ্য স্বর্গপ্রাপ্তির বাধক, অধর্ম্মজনক এবং [অকীর্ত্তিকর] অখ্যাতিকর ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই শ্রীকৃষ্ণবাক্যটী বলিতেছেন—] হে অর্জ্জুন! কি হেতুতে এই বিষম সঙ্কটকালে আর্য্যগণের অযোগ্য, অধর্ম্মকর ও অযশস্কর এই মোহ তোমার উপস্থিত হইল? ২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪ ॥

অরিসূদন মধুসূদন (হে শত্রুনাশন মধুসূদন !), অহং (আমি) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি) কথং (কিরূপে) সংখ্যে (যুদ্ধে) ইষুভিঃ (বাণসকল দ্বারা) প্রতিযোৎস্যামি (প্রতিযুদ্ধ করিব ?) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—ক্লৈব্যং মাস্ম গম ইতি। তস্মাৎ হে পার্থ, ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমঃ ন প্রাপ্নুহি ; যতস্ত্বয়ি এতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি ; ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ ; হে পরন্তপ ! শত্রুতাপন ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুঃ—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ" ইত্যাদি। অতএব হে পার্থ ! ক্লৈব্য—কাতরতা, 'মাস্ম গমঃ'—প্রাপ্ত হইও না ; যেহেতু, তোমাতে ইহা উপপন্ন অর্থাৎ যোগ্য হয় না ; ক্ষুদ্র—তুচ্ছ, হৃদয়দৌর্ব্বল্য—কাতরতা, পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্যোগী হও। হে পরন্তপ !—হে শত্রুতাপন ॥ ৩ ॥

মূঃ অনুঃ—হে পার্থ ! সেই হেতু (সেই অনার্য্যত্বাদি দোষ হয় বলিয়া) কাতরতা প্রাপ্ত হইও না । কেন না, ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ ! তুচ্ছ, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া (যুদ্ধের জন্য) উত্থিত হও ॥ ৩ ॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্

শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

মহানুভাবান্ গুরূন্ (মহানুভাব গুরুদিগকে) অহত্বা হি (বধ না করিয়া) ইহ লোকে (ইহ লোকে) ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং (ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাও) শ্রেয়ঃ(ভাল)। তু (পক্ষান্তরে) গুরূন্ (গুরুবর্গকে) হত্বা (বধ করিয়া) ইহ এব (ইহলোকেই) রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (শোণিতলিপ্ত) অর্থকামান্ ভোগান্ (অর্থ ও কামাদি ভোগ্য বস্তুসকল) ভুঞ্জীয় (আমাকে ভোগ করিতে হইবে) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি, কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চেত্যাহ—অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্মদ্রোণৌ পূজার্হৌ। পূজায়ামর্হৌ যোগ্যৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি, তত্রাপীষুভিঃ যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং, তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যমীত্যর্থঃ। হে অরিসূদনশত্রুবিমর্দ্দন ! ৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—আমি কাতরতাবশতঃ যুদ্ধ হইতে বিরত হই নাই, কিন্তু যুদ্ধের অন্যায্যত্ব ও অধর্ম্মবশতঃই [বিরত হইয়াছি]; অতএব বলিতেছেন—অর্জ্জুন কহিলেন—"কথম্" ইত্যাদি। পূজার্হ—পূজালাভের যোগ্য ভীষ্মদ্রোণ, তাঁহাদিগের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিব ? তাহাতে আবার 'ইষুভিঃ' অর্থাৎ যেস্থলে 'যুদ্ধ করিব'—ইহা বাক্যেও বলা অনুচিত সেস্থলে বাণের দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করিব ? হে অরিসূদন—শত্রুমর্দ্দন ! ৪ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি তানহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা ইহলোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ উচিতম্ ; বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং, কিন্ত্বিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেতি। গুরূন্ হত্বা ইহৈব তু রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম্, যদ্বা, অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্—অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধান্ন নিবর্ত্তেরংস্তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ ; তথা চ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তং—"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—'যদি বল—তাহাদিগকে বধ না করিলে তোমার দেহযাত্রাও চলিবে না' তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন—"গুরূন্" ইত্যাদি। গুরুজনদিগকে—দ্রোণাচার্য্যদিগকে হত্যা না করিয়া অর্থাৎ পরলোকবিরুদ্ধ গুরুজন বধ না করিয়া, ইহলোকে ভৈক্ষ্য—ভিক্ষালব্ধ অন্নমাত্র ভোজন করা শ্রেয়ঃ—উচিত। বিপক্ষে, কেবল পরলোকেই দুঃখ নহে, কিন্তু ইহলোকেই নরকদুঃখ অনুভব করিতে হইবে, এতদাশঙ্কায় বলিতেছেন—"হত্বা" ইত্যাদি। গুরুজনদিগকে হত্যা করিলে ইহলোকেই তাঁহাদিগের রুধিরদ্বারা প্রদিগ্ধ—প্রকৃষ্টরূপে লিপ্ত, অর্থ-কামাত্মক ভোগসকল আমাকে 'ভুঞ্জীয়' ভোগ করিতে হইবে ; অথবা 'অর্থকামান্' এই পদটি গুরুজন-দিগের বিশেষণ,—অর্থ-তৃষ্ণায় আকুল বলিয়া ইঁহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেছেন না, অতএব ইঁহাদিগকে বধ করাই উচিত ; আরও, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি—"পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, অতএব হে মহারাজ! আমি অর্থের জন্য কৌরবগণের অধীন হইয়াছি"॥৫॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

যদ্বা (যদিই) [বয়ং—আমরা] জয়েম (জয় করি) যদি বা (কিংবা) [এতে—ইহারা] নঃ (আমাদিগকে) জয়েয়ুঃ (জয় করুক) ; নঃ (আমাদের পক্ষে) এতৎ কতরৎ (ইহার মধ্যে কোন্‌টি) গরীয়ঃ (অধিক শ্রেয়স্কর) ন চ বিদ্মঃ (তাহা বুঝিতে পারিতেছি না) যান্ এব (যাহাদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না) তে (সেই) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ) প্রমুখে (যুদ্ধার্থ সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (উপস্থিত) ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[আমি হৃদয়ের দুর্ব্বলতাবশতঃ যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতেছি না, কিন্তু উহা অন্যায় ও অধর্ম্মকর বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি—ইহাই বুঝাইবার জন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন—] হে অরিসূদন মধুসূদন! ভীষ্ম ও দ্রোণ উভয়ই পূজনীয়, তাঁহাদের প্রতি বাণসকল দ্বারা (যাঁহাদের নিকট "যুদ্ধ করিব" এইরূপ বাক্য বলাই অনুচিত তাঁহাদের সহিত) আমি কি করিয়া রণক্ষেত্রে প্রতিযুদ্ধ করিব ? ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাঁহাদিগকে বধ না করিয়া তোমার দেহযাত্রা কিরূপে হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—]মহানুভাব গুরুজনদিগকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু পক্ষান্তরে গুরুজনদিগকে নিধন করিলে এই লোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কামাদি ভোগ্য-বস্তুসকল আমাকে ভোগ করিতে হইবে। (অথবা অর্থকাম এই পদটী গুরুদিগের বিশেষণ, সুতরাং অর্থতৃষ্ণাকুল গুরুজনদিগকে বধ করিয়া রুধিরলিপ্ত ভোগ্য-বস্তুসকল আমাকে ভোগ করিতে হইবে) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ যদ্যপি অধর্ম্মমঙ্গীকরিষ্যামঃ, তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়োঃ বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি। এতদ্দ্বয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরং কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ; তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি—যদ্বেতি; যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি; কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানিতি; যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, 'যদিও অধর্ম্ম স্বীকার করি তথাপি আমাদের পক্ষে জয় বা পরাজয় কোন্‌টী অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে, তাহা জানিতে পারিতেছি না' ইহা ভাবিয়া [অর্জ্জুন] বলিতেছেন—"ন চৈতৎ" ইত্যাদি এই দুইটীর (জয় পরাজয়ের) মধ্যে আমাদিগের পক্ষে 'কতরৎ'—কোন্‌টি অধিকতর শ্রেয়োজনক হইবে, তাহা আমরা জানি না। সেই দুইটীর সম্বন্ধে (যুক্তি) প্রদর্শন করিতেছেন—"যদ্ বা" ইত্যাদি। আমরা ইহাদিগকে 'জয়েম' —জয় করিব? না,—ইহারা আমাদিগকে 'জয়েয়ুঃ'—জয় করিবে? অধিকন্তু [এস্থলে] আমাদের জয়ও বস্তুতঃ পরাজয়স্বরূপ। এই বিচার-পূর্ব্বক বলিতেছেন—"যান্" ইত্যাদি। কেবল যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, তাহারাই আমার সম্মুখে অবস্থিত ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[আর অধর্ম্ম হয় হউক, এরূপ অঙ্গীকার করিয়া যদি যুদ্ধ করি, তথাপি তাহাতে আমাদের জয় কিংবা পরাজয়ের কোন্‌টী শ্রেয়ঃ, তাহা বুঝিতেছি না; তাই বলিতেছেন—] আমরা জয় করি কিংবা ইহারা আমাদিগকে জয় করে, ইহার মধ্যে কোন্‌টী অধিক শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; [আরও দেখ আমাদের জয়ও পরাজয়ের মধ্যেই পরিগণিত; যেহেতু,] যাহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত ॥ ৬ ॥

কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (চিত্তের দীনতা ও কুলক্ষয়জনিত দোষদ্বারা অভিভূতস্বভাব) [তথা—এবং] ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত) [অহং—আমি] ত্বাং (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি—) মে (আমার পক্ষে) যৎ (যাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চিত) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্কর) তৎ (তাহা) ব্রূহি (আপনি বলুন), অহং (আমি) তে (আপনার) শিষ্যঃ (শাসনার্হ) [অতঃ—অতএব] ত্বাং প্রপন্নঃ (আপনার শরণাপন্ন), মাং (আমাকে) শাধি (শিক্ষা দি'ন) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাৎ কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং দোষশ্চ কুলক্ষয়কৃতঃ তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ যুক্তং স্যাত্তদ্ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ, অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুঃ—"কার্পণ্য" ইত্যাদি। যেহেতু আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিব ?—এরূপ কার্পণ্য (চিত্তের দীনতা) ও কুলক্ষয়জনিত দোষ, এই দুইটী দ্বারা অভিভূত শৌর্য্যাদি-লক্ষণ-স্বভাব যাহার তাদৃশ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অধিকন্তু আমি [ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ]—ধর্ম্মবিষয়ে সম্যক্ মোহপ্রাপ্ত-চিত্ত। 'যুদ্ধ পরিত্যাগ করত ভিক্ষাদ্বারা জীবিকার্জ্জন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম, না—

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

ভূমৌ (ভূমণ্ডলে) অসপত্নম্ (নিষ্কণ্টক) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) সুরাণাম্ আধিপত্যং চ (এবং সুরগণের উপর আধিপত্য) অপি অবাপ্য (প্রাপ্ত হইয়াও) যৎ (যে কর্ম্ম) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) উচ্ছোষণম্ (অতিশোষণকারী) মম শোকম্ (আমার শোক) অপনুদ্যাৎ (অপনোদন করিবে) তৎ (তাহা) অহং নহি প্রপশ্যামি (আমি দেখিতে পাইতেছি না) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—ত্বমেব বিচার্য্য যদ্ যুক্তং তৎ কুর্ব্বিতি চেৎ, তত্রাহ—নহি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোষকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্মাপনুদ্যাৎ অপনেয়ৎ, তদহং ন পশ্যামি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি, তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি, এবমভীষ্টং তত্তৎ সর্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

অধর্ম্ম ?'—এতদ্বিষয়ে আমি সন্দিগ্ধচিত্ত। অতএব, আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত, উপযুক্ত ও মঙ্গলকর, তাহা আমাকে বল। আর, আমি তোমার শিষ্য—শাসনার্হ। অতএব তোমাতে প্রপন্ন বা শরণাগত আমাকে শাসন কর—শিক্ষাদান কর ॥ ৭ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—কার্পণ্য অর্থাৎ অব্রহ্মবিত্ত্ব ও কুলক্ষয়জনিত দোষ, এই দুইটীর আলোচনায় আমার স্বভাব অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,"আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর, তাহা আপনি বলুন। আমি আপনার শিষ্য অতএব আপনার শরণাপন্ন, আমাকে শিক্ষা দি'ন" ॥ ৭ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন—)পরন্তপঃ (শত্রুমর্দ্দন) গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্র অর্জ্জুন) হৃষীকেশম্ (হৃষীকেশকে) এবম্ (এরূপ) উক্ত্বা (বলিবার পর) [অহং—আমি] ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (ইহা) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) উক্ত্বা (বলিয়া) তূষ্ণীং (মৌনী) বভূব হ (হইয়া রহিলেন) ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাদি ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি বল—'যাহা উপযুক্ত তাহা তুমিই বিচারপূর্ব্বক কর' তৎপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—**"ন হি প্রপশ্যামি"** ইত্যাদি। যেই কর্ম্ম আমার ইন্দ্রিয়সমূহের 'উচ্ছোষণ'—অতি শোষকর শোক দূর করিতে পারে, তাহা আমি দেখিতেছি না। যদিও আমি পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করি এবং যদি ইন্দ্রত্বও প্রাপ্ত হই, এরূপে সেই সেই সকল অভীষ্ট লাভ করিতে পারিলেও শোক দূর করিবার উপায় আমি দেখিতেছি না। এইরূপে এস্থলে অন্বয় হইয়াছে ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুঃ—এরূপ বলিয়া অর্জ্জুন কি করিয়াছিলেন; তদপেক্ষায় সঞ্জয় বলিলেন—"এবম্" ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[যাহা নিজের পক্ষে ভাল, তাহা তুমিই (অর্জ্জুনই) বিবেচনা করিয়া স্থির কর, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—] ভূমণ্ডলে নিষ্কণ্টক ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য এবং সুরগণের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও যে-কর্ম্ম ইন্দ্রিয়গণের অতি শোষণকারী আমার শোক অপনোদন করিবে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৮ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

ভারত ! (হে ভারত !) হৃষীকেশঃ (হৃষীকেশ) প্রহসন্ ইব (প্রসন্নবদন হইয়া) উভযোঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) বিষীদন্তং (বিষাদগ্রস্ত) তম্ (তাঁহাকে অর্থাৎ অর্জ্জুনকে) ইদং বচঃ (এই কথা) উবাচ (বলিলেন) ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন), ত্বম্ (তুমি) অশোচ্যান্ (যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত তাহাদের জন্য) অনুশোচঃ (শোক করিতেছ), প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে (পণ্ডিতের ন্যায় কথাও বলিতেছ), [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) গতাসূন্ (মৃত) অগতাসূন্ চ (ও জীবিত বন্ধুদিগের জন্য) ন অনুশোচন্তি (অনুশোচনা করেন না) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিব প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতঃপর কি ঘটিয়াছিল, তদুপলক্ষে বলিলেন—"তমুবাচ" ইত্যাদি। 'প্রহসন্ ইব' অর্থাৎ প্রসন্নমুখ হইয়া ॥ ১০ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুন কি করিলেন ? এই মর্ম্মে সঞ্জয় কহিলেন,] পরন্তপ ও আলস্যহীন অর্জ্জুন হৃষীকেশকে এইরূপ বলিবার পর "আমি যুদ্ধ করিব না।" ইহা গোবিন্দকে বলিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন ॥৯॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার পর কি ঘটিল, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—] হে ভারত ! হৃষীকেশ প্রসন্নবদন হইয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত তাঁহাকে (অর্জ্জুনকে) এই নিম্নোক্ত কথা বলিলেন ॥ ১০ ॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে) ন আসম্ (ছিলাম না) ইতি (ইহা) তু ন এব (কিন্তু নহে), ত্বং ন (তুমি যে ছিলে না) [ইতি—ইহাও] ন (নহে), ইমে (এই) জনাধিপাঃ (নৃপতিগণ) ন (ছিলেন না) [ইতি ন—তাহা নহে], অতঃপরং চ (এবং অতঃপর) সর্ব্বে বয়ং (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) [ইতি—ইহাও] ন এব (নহে) ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেক-প্রদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন্ ত্বম্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা। অত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোঽসি, যতঃ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্, অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুঃ—দেহ ও আত্মার অবিবেকবশতঃই ইঁহার শোক উপস্থিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে বিবেক-প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ বলিলেন—"অশোচ্যান্" ইত্যাদি। "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিদ্বারা তুমি শোকের অযোগ্য বন্ধুদিগের জন্য 'অন্বশোচঃ'—অনুশোচনা করিতেছ। এ বিষয়ে "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিদ্বারা মৎকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াও পুনরায় প্রজ্ঞাবান্—পণ্ডিতগণের বাদ —"কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদি 'কথং' কেবল বলিতেছ, কিন্তু তুমি পণ্ডিত নহ, যেহেতু গতাসু—গতপ্রাণ বন্ধুগণ এবং অগতাসু অর্থাৎ জীবিতগণের জন্য 'বন্ধুহীন হইয়া ইঁহারা কিরূপে বাঁচিবে' এই প্রকারে পণ্ডিত বা বিবেকিগণ অনুশোচনা করেন না ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—নত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাব-তিরোভাবেঽপি নাসমিতি নৈব, অপিত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ, ন চ ত্বং নাসীঃ নাভূঃ, অপিত্বাসীরেব, ইমে চ জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন, অপিত্বাসন্নেব মদংশত্বাৎ, তথাতঃপরং ইত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন, স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপিতু স্থাস্যাম এব ; জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সুঃ অনুঃ—অশোচ্যত্বের হেতু বলিতেছেন—"নত্বেবাহম্" ইত্যাদি। যেরূপ, পরমেশ্বর আমি, আমার লীলাময় বিগ্রহের আবির্ভাব ও তিরোভাবে ছিলাম না কদাচিৎ তাহা নহে। কিন্তু অনাদিত্বহেতু আমি নিশ্চয়ই ছিলাম। তুমিও যে 'ন আসীঃ'—ছিলে না, তাহা নহে। অপিতু, তুমি পূর্ব্বেও নিশ্চয়ই ছিলে। আর, এই জনাধিপগণ—রাজগণ যে ছিলেন না, তাহা নহে ; কিন্তু আমার অংশস্বরূপবশতঃ ইঁহারা ছিলেনই। আরও, অতঃপর—এই জন্মের পরে আমরা যে থাকিব না, তাহা নহে। অপিতু ইহ জন্মের পরেও থাকিবই ; অতএব জন্ম-মরণশূন্যতাহেতু ইহারা শোকের বিষয় নহে ॥ ১২ ॥

মূঃ অনুঃ—[দেহ ও আত্মার পার্থক্য না জানিয়াই অর্জ্জুনের এই শোক উপস্থিত হইয়াছে, সেই দেহ ও আত্মার ভেদ-বিজ্ঞাপনার্থ] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—তুমি যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত বন্ধুদিগের জন্য শোক করেন না ; [জীবিত বন্ধুদিগের জন্য শোক এই যে—আমরা মরিলে বন্ধুহীন হইয়া উহারা কিরূপে জীবিত থাকিবে ?] ॥ ১১ ॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহাভিমানী জীবের) অস্মিন্ দেহে (এই স্থূলদেহে) কৌমারং (কৌমার), যৌবনং (যৌবন ,, জরা (ও জরা) [ভবতি—ঘটে], তথা (তেমন) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (অন্য দেহ লাভও) [ভবতি—ঘটে] ধীরঃ (ধীর ব্যক্তি) তত্র (উহাতে) ন মুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হন না) ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব, জীবনান্তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব ন তু স্বতঃ, পূর্ব্বাবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ; তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তর প্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব। ন তু তাবদাত্মনো নাশঃ, জাতমাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্ তত্র তয়োর্দ্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি। আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে ॥ ১৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—'ওহে ! তুমি ঈশ্বর, তোমার জন্মাদিশূন্যত্ব অবশ্যই সত্য ; কিন্তু জীবগণের জন্মমরণ প্রসিদ্ধ।' এতৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—"দেহিনঃ" ইত্যাদি। দেহীর—দেহাভিমানী জীবের যেরূপ এই স্থূলদেহে কৌমারাদি অবস্থা সেই দেহনিমিত্তই কিন্তু স্বতঃ বা আত্মা হইতে উদ্গত নহে, যেহেতু পূর্ব্বাবস্থানাশ বা অবস্থান্তরের উৎপত্তি হইলেও সেই আমি—এরূপ বোধ উপস্থিত হয়। সেরূপ এই দেহের নাশ হইলে অন্য-দেহলাভও লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহজনিতই হয়। তাহাতে কিন্তু আত্মার নাশ হয় না ; যেহেতু দেখা যায় যে, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ জাতমাত্রই জীবের স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হয়। অতএব ধীর—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেহের তদ্রূপ নাশ ও উৎপত্তিতে মোহপ্রাপ্ত হন না। আত্মাই মরিল বা জন্মিল, এরূপ মনে করেন না ॥ ১৩॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন !) মাত্রাস্পর্শাঃ তু (বিষয়ের সহিত মিলিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল) শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ, ও দুঃখাদির জ্ঞান প্রদান করে), [তে—তাহারা] আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশ-শীল) অনিত্যাঃ (ও অনিত্য) ; [অতএব] ভারত (হে ভারত !) তান্ (তাহাদিগকে) তিতিক্ষস্ব (সহ্য কর) ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ তান্ গতাসূন্ অগতাসূন্ বা ন শোচামি, কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজং আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শা বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি, তে ত্বাগমাপায়িত্বাদনিত্যাঃ অস্থিরাঃ, অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব। যথা জলাতপাদিসম্পর্কাস্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি, এবমিষ্ট-সংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি ; তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং ন তু তন্নিমিত্ত-হর্ষ-বিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুঃ—ওহে ! গত বা জীবিতদিগের জন্য আমি শোক করি না। কিন্তু যদি বল, তাহাদিগের বিয়োগজনিত দুঃখভাগী আত্মার নিমিত্তই অনুশোচনা করিতেছি, তজ্জন্য বলিতেছেন,—“মাত্রাস্পর্শাঃ” ইত্যাদি। ইহাদিগের দ্বারা বিষয়-সকল মাপা বা জ্ঞাত হওয়া যায়, অতএব মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সকল। উহাদিগের স্পর্শ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ, উহাই শীতোষ্ণাদি প্রদান করে। কিন্তু উহারা আগমাপায়িত্বহেতু চঞ্চল, অতএব তুমি উহাদিগকে সহ্য কর। যেরূপ জল ও সূর্য্যকিরণাদির সংস্পর্শ স্বভাবতঃ কালোচিত শীতোষ্ণাদি প্রদান করে, সেরূপ প্রিয়বস্তুর

সংযোগ-বিয়োগও সুখ-দুঃখাদি প্রদান করিয়া থাকে। ঐ সকলের অস্থিরত্ব হেতু উহাদিগকে সহ্য করাই তোমার উচিত, যেহেতু তুমি ধীর। কিন্তু তোমার পক্ষে তন্নিমিত্ত আনন্দ ও বিষাদের বশীভূত হওয়া উচিত নহে ॥ ১৪ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[কেন অশোচ্য তাহাই বলিতেছেন—] আমি কখনও ছিলাম না, ইহা কিন্তু নহে (যেহেতু পরমাত্মা নিত্য), সেইরূপ তুমি কখনও ছিলে না, তাহাও নহে, আর এই সকল নৃপতিগণও কখনও ছিলেন না—তাহাও নহে, আর, অতঃপর আমরা সকলেও কখনও থাকিব না—ইহাও নহে। (এইরূপে আত্মা জন্ম-মরণহীন বলিয়া অশোচ্য জানিবে) ॥ ১২ ॥

মূঃ অনুঃ—[আচ্ছা, আপনি ঈশ্বর, আপনার জন্মাদি নাই সত্য, কিন্তু জীবের ত' জন্মমরণ প্রসিদ্ধ, তাই বলিতেছেন—] যেমন দেহাভিমানী জীবের এই স্থূলদেহে কৌমার, যৌবন ও জরাদি ঘটে, সেইরূপ অন্য দেহ লাভও ঘটে, ইহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হন না ॥ ১৩ ।

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, আমি তাঁহাদিগের জন্য শোক করিতেছি না, কিন্তু তাঁহাদের বিয়োগাদি হইতে ভবিষ্যতে আমিই দুঃখভাগী হইব—এই হেতু নিজের জন্যই শোক করিতেছি, এতদুত্তরে (শ্রীকৃষ্ণ) বলিতেছেন—] হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন ! ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং তাহাদের সহিত বিষয়-সকলের সংযোগই শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদি প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু তৎসমস্তই উৎপত্তি ও বিনাশশীল ; সুতরাং অনিত্য। অতএব হে ভারত ! তাহাদিগকে সহ্য কর ॥ ১৪ ॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

পুরুষর্ষভ ! (হে পুরুষোত্তম !) এতে (এই সকল মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগজনিত জ্ঞান) সমদুঃখসুখং (দুঃখসুখে সমভাবাপন্ন) যং ধীরং (যেই ধীর) পুরুষং (ব্যক্তিকে) ন ব্যথয়ন্তি (বিচলিত করিতে পারে না) সঃ (তিনিই) অমৃতত্বায় (অমৃতত্বলাভে) কল্পতে (যোগ্য হন) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ—যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি সমে দুঃখসুখে যস্য স তম্। স তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুঃ—উহাদিগের প্রতীকারের জন্য প্রযত্ন করা অপেক্ষা উহাদিগকে সহ্য করাই উচিত, যেহেতু উহার দ্বারাই মহাফল লাভ হয়। অতএব বলিতেছেন—'যং হি' ইত্যাদি। এই সকল মাত্রাস্পর্শ যেই ব্যক্তিকে ব্যথিত—অভিভূত করে না, যাহার নিকট দুঃখ-সুখ সমান, তাহাকে। সেই ব্যক্তি ঐ সকল (ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও সুখদুঃখাদি) দ্বারা বিক্ষিপ্ত হন না এবং ধর্ম্মজ্ঞান-দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভে যোগ্য হন ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[দুঃখপ্রতীকারের চেষ্টা করা অপেক্ষা তাহা সহ্য করাই উচিত, কেন না, তাহাতে মহাফল-লাভ হয়,—ইহাই বলিতেছেন—] হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই সকল মাত্রাস্পর্শ (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগজনিত জ্ঞান) সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন যে ধীরব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই অমৃতত্বলাভের যোগ্য হন ॥ ১৫ ॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অসতঃ (অনিত্য বস্তুর) ভাবঃ (বিদ্যমানতা) ন বিদ্যতে (নাই), সতঃ (নিত্যবস্তুর) অভাবঃ (নাশ) ন [বিদ্যতে] (নাই)। তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নগণকর্ত্তৃক) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই দুইয়েরই) তু (কিন্তু) অন্তঃ (শেষ) দৃষ্টঃ (পর্য্যালোচিত হইয়াছে) ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যং, অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ – নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে। তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো বিনাশো ন বিদ্যতে; এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তঃ নির্ণয়ো দৃষ্টঃ ; কৈঃ ? তত্ত্বদর্শিভিঃ বস্তুযাথার্থ্যবেদিভিঃ এবম্ভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুঃ—ওহে, তথাপি অতিদুঃসহ শীতোষ্ণাদি আমি কিরূপে সহ্য করিব ? 'অত্যধিক শীতোষ্ণাদি-সহনে কদাচিৎ আত্মবিনাশ ঘটিতে পারে'—এই আশঙ্কা করিয়া তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক সকল সহ্য করা যাইতে পারে—এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"নাসতো বিদ্যতে" ইত্যাদি। অনাত্মধর্ম্মত্বহেতু অসৎ অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যমান শীতোষ্ণাদির ভাব—সত্তা নাই, পক্ষান্তরে সৎ—স্থিতিধর্ম্মশীল আত্মার অভাব—বিনাশ নাই। এইরূপে সৎ ও অসৎ—উভয়ের অন্ত—পরিণাম দৃষ্ট হইয়াছে। কাহাদিগকর্ত্তৃক ? না—তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপাভিজ্ঞদিগ-কর্ত্তৃক। তুমি এরূপ বিবেকের সহিত সহ্য কর—এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং সর্ব্বং (এইসকল) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ (সেই পরমাত্মাকে) তু অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিদ্ধি (জানিবে)। কশ্চিৎ (কেহই) অব্যয়স্য অস্য (এই অব্যয় আত্মার) বিনাশং কর্ত্তুং (বিনাশ করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র সৎস্বভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং বিশেষতো দর্শয়তি—অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়ধর্ম্মাত্মকং দেহাদিকং ততং তৎসাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং, তত্ত্ব আত্মস্বরূপং অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি ॥ ১৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—ঐস্থলে সৎস্বভাব, বিনাশরহিত অর্থাৎ নিত্য বস্তু সামান্যভাবে কথিত হইয়াছে, এখন বিশেষভাবে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—"অবিনাশি তু" ইত্যাদি। যৎকর্ত্তৃক উৎপত্তি ও নাশধর্ম্মযুক্ত দেহাদি 'তত' অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপে ব্যাপ্ত, উহাকে অবিনাশি—বিনাশশূন্য আত্মস্বরূপ 'বিদ্ধি'—অবগত হও। তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"বিনাশম্" ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল শীতোষ্ণাদি অত্যন্ত দুঃসহ ; তাহা কিরূপে সহ্য করিব ? অত্যধিক তাহা সহ্য করিলে কখনও আত্মানাশ ঘটিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে ; কারণ, তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক ঐ সকল সহ্য করিতে পারা যায়—ইহা বলিতেছেন—] শীতোষ্ণাদি যে অনিত্য বস্তু, তাহার সত্তা নাই এবং যাহা নিত্য অর্থাৎ আত্মা, তাহার বিনাশ নাই ; তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা অনিত্য ও নিত্য এতদুভয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

নিত্যস্য (নিত্য) অনাশিনঃ (নাশরহিত) অপ্রমেয়স্য (অপ্রমেয় বা পরিচ্ছেদশূন্য) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (সুখদুঃখাদিযুক্ত এই দেহসকল) অন্তবন্তঃ (নাশশীল) উক্তা (বলিয়া কথিত হয়)। ভারত ! (হে অর্জ্জুন !) তস্মাৎ (সেই হেতু) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—আগমাপায়ধর্ম্মকং সন্দর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য শরীরিণঃ শরীরবতঃ অতএবানাশিনো বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে সুখদুঃখাদি ধর্ম্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশঃ ন চ সুখদুঃখাদি-সম্বন্ধঃ, তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুঃ—(দেহের) আগমাপায়ি-ধর্ম্মশীলতা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"অন্তবন্ত" ইত্যাদি। অন্ত—বিনাশ আছে যাহাদিগের তাহারা অন্তবন্ত বা অন্তযুক্ত। নিত্য—সর্ব্বদা একরূপ। শরীরীর—শরীরধারীর। অতএব অনাশী—বিনাশরহিত। অপ্রমেয়—অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই সকল দেহকে তত্ত্বদর্শিগণ সুখদুঃখাদিধর্ম্মযুক্ত বলিয়াছেন। যে-হেতু আত্মার এরূপ বিনাশ নাই এবং সুখদুঃখাদিসম্বন্ধ নাই সে হেতু মোহজনিত এই শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না ॥ ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বশ্লোকে সদ্‌বস্তুটী অবিনাশী —ইহা সামান্য ভাবে বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহা বিশেষভাবে বলিতেছেন—] যিনি এই সমুদয় সাক্ষিরূপে ব্যাপিয়া আছেন, সেই আত্মস্বরূপকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। যেহেতু, কেহই অব্যয়স্বরূপ এই আত্মার বিনাশ-সাধন করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯।

যঃ (যে ব্যক্তি) এনং (এই আত্মাকে) হন্তারং (হননকর্ত্তা) বেত্তি (বলিয়া জানে) যঃ চ (এবং যে) এনং (ইহাকে) হতং (হত বা বিনষ্ট) মন্যতে (মনে করে), তৌ উভৌ (সেই উভয়ই) ন বিজানীতঃ (অজ্ঞ) [যস্মাৎ—যেহেতু] অয়ং (এই আত্মা) হন্তি (কাহাকেও বধ করে না) ন হন্যতে (এবং নিহতও হয় না) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং ভীষ্মাদি-মৃত্যুনিমিত্তশোকো নিবারিতঃ যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তং "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যাদিনা তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মত্ববৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুঃ—অতঃপর এইরূপে ভীষ্মাদির মৃত্যুনিমিত্ত শোক নিবারিত হইল। "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" অর্থাৎ ইঁহাদিগকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি না—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নিজের হননকর্ত্তৃত্বাশঙ্কায় যে দুঃখ উক্ত হইয়াছে তাহাও যে অকারণ তাহাই বলিতেছেন—"য এনম্" ইত্যাদি। 'এনম্'—এই আত্মাকে। আত্মার হননক্রিয়ায় কর্ম্মত্বের ন্যায় কর্ত্তৃত্বও নাই। এবিষয়ে কারণ—"নায়ম্" ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

মুঃ অনুঃ—[উৎপত্তি ও বিনাশশীল অসতের স্বরূপ এক্ষণে বলিতেছেন—] নিত্য অতএব অবিনাশী, অপরিমেয় শরীরী আত্মার এই সুখদুঃখাদিধর্ম্মযুক্ত দেহসকল নশ্বর। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর (স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না।) ॥ ১৮ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে (জন্মে না) বা ম্রিয়তে(মরে না), ভূত্বা বা (অথবা উৎপন্ন হইয়া)ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন ভবিতা (উৎপন্ন হইবে না)। অয়ম্ (এই আত্মা) অজঃ (জন্মবিহীন), নিত্যঃ (নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা সমভাবে স্থিত), শাশ্বতঃ (অপক্ষয়রহিত), পুরাণঃ (রূপান্তরশূন্য) [অপি চ] শরীরে হন্যমানে (দেহ বিনষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (ইহা বিনষ্ট হয় না) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাব-বিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি—ন জায়ত ইত্যাদি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ। ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ, বা-শব্দো চার্থে, ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মান্তরাস্তিত্ব-লক্ষণ-দ্বিতীয়বিকার-প্রতিষেধঃ, তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ, যো হি জায়তে স হি জন্মানন্তরমস্তিত্বং ভজতে, ন তু যঃ স্বত এবাস্তি স ভূয়োপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণাম-প্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্য অনুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবিতা ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চ উভয়বৃদ্ধ্যাদ্যভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্তম্। তদেবং 'জায়তে' অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে নশ্যতি' ইত্যেবং যাস্কাদিভিঃ বেদবাদিভিঃ উক্তাঃ ষড়্ ভাববিকারাঃ নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারাঃ নিরস্তাঃ তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবম্ উপসংহরতি—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইতি ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুঃ—(আত্মা) হত হয় না—ইহাই ষড়্‌ভাববিকারশূন্যত্ব-দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—"ন জায়তে ইত্যাদি। 'ন জায়তে'—জন্মে না,'—ইহাদ্বারা জন্ম-প্রতিষেধ ; 'ন ম্রিয়তে'—'মরে না,' 'ইহাদ্বারা বিনাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'বা' শব্দদ্বয় 'চ' অর্থে। 'ন চ অয়ং' অথবা ইহা 'ভূত্বা'—উৎপন্ন হইয়া 'ভবিতা'—হয়, অস্তিত্ব লাভ করে, কিন্তু পূর্ব্বেই 'স্বতঃ সদ্রূপঃ' ইত্যাদি দ্বারা জন্মের পর অস্তিত্বলক্ষণাত্মক দ্বিতীয় বিকার-নিষেধ। তাহার কারণ—যে-হেতু অজ, যে-ই জন্মগ্রহণ করে সে-ই জন্মানন্তর অস্তিত্ব লাভ করে, কিন্তু ইহা নহে যে, যে ব্যক্তি স্বতঃই অবস্থান করে, সে পুনরায় অন্য অস্তিত্ব লাভ করে। নিত্য—সর্ব্বদা একরূপ, ইহাতে বৃদ্ধি-প্রতিষেধ। শাশ্বত—যাহা নিত্য থাকে, ইহাতে অপক্ষয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'পুরাণ'-শব্দে বিকৃত পরিণাম প্রতিষেধ। 'পুরাণ'—পুরাণ হইলেও নব ; কিন্তু পরিণতিবশতঃ রূপান্তর লাভ করিয়া নূতন হয় না, ইহাই অর্থ। অথবা 'ন ভবিতা' এই বাক্যের সহিত সম্বন্ধ করিয়া অধিকভাবে যেরূপ হয়, সেরূপ হইবে না—ইহাই বৃদ্ধিপ্রতিষেধ। 'অজো নিত্যঃ'—এস্থলে উভয়তঃ বৃদ্ধ্যাদির অভাবের হেতু উক্ত হইয়াছে ; অতএব পুনরুক্তি হয় নাই। এইরূপে বেদবাদী যাস্কাদিকথিত জীবদেহের ষড়বিকারের ভাব, যথা—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণতি, অপক্ষয় ও নাশ নিরস্ত হইল। যাহার নিমিত্ত এই বিকার সকল নিরস্ত হইল, আত্মার সেই প্রাসঙ্গিক বিনাশের অভাবসম্বন্ধিনী কথার উপসংহার করিতেছেন—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" অর্থাৎ শরীরের নাশ হইলেও আত্মার নাশ হয় না ইত্যাদি দ্বারা ॥ ২০ ॥

মূঃ অনুঃ—[তোমার ভীষ্মাদির মৃত্যুজনিত শোক নিবারিত হইল, কিন্তু "আমি ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না।" ইত্যাদি বলিয়া যে আত্মাকে হননকর্ত্তা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাও যে

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১ ॥

পার্থ! (হে পার্থ!) যঃ (যে ব্যক্তি) এনং (এই আত্মাকে) নিত্যম্ (নিত্য অর্থাৎ বৃদ্ধিশূন্য), অজম্ (জন্মাদিরহিত), অব্যয়ম্ (ক্ষয়শূন্য), অবিনাশিনং (এবং ধ্বংসবিহীন) বেদ (জানেন), সঃ পুরুষঃ (সেই ব্যক্তি) কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান?) [বা] কং (কাহাকে) হন্তি (বধ করেন?) ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ—বেদাবিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যম্, অব্যয়ং অপক্ষয়শূন্যং, অজমবিনাশিনঞ্চ যো বেদ, স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি? এবম্ভূতস্য বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রযোজকো ভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপি ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন মযাপি প্রযোজকত্বাদ্ দোষদৃষ্টিং মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব পূর্ব্বোক্ত (আত্মার) হত্যাকার্য্যে কর্ত্তৃত্বাভাবও সিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণিত, তজ্জন্য বলিতেছেন—"বেদাবিনাশিনম্" ইত্যাদি। (আত্মাকে) নিত্য—বৃদ্ধিশূন্য, অব্যয়—অপক্ষয়শূন্য, অজ—বিনাশরহিত বলিয়া যে ব্যক্তি জানেন তিনি কাহাকে বা কিরূপে বধ করিবেন? যেহেতু এরূপ বধকার্য্যে সহায়তার অভাব। তদবস্থ জীব কিরূপে স্বয়ং প্রযোজক হইয়া অন্য ব্যক্তিদ্বারা কাহাকে কিরূপে বধ করাইবে? অর্থাৎ কাহাকেও কোনও প্রকারে বধ করাইতে পারিবে না। ইহাদ্বারা প্রয়োজকত্বহেতু আমাতেও দোষ দৃষ্টি করিও না, ইহাই কথিত হইতেছে ॥ ২১ ॥

অকারণ, তাহাই বলিতেছেন—] যে ইহাকে (আত্মাকে) হননকর্ত্তা জ্ঞান করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই জানে না, কারণ ইহা হনন করে না এবং হতও হয় না ॥ ১৯ ॥ (মূঃ অনুঃ)

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

নরঃ (মনুষ্য) যথা (যেমন) জীর্ণানি (ছিন্ন) বাসাংসি (বস্ত্রসকল) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অপরাণি (অন্য) নবানি (নূতন বস্ত্রসমূহ) গৃহ্লাতি (ধারণ করে), তথা (তেমন) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি (জরাগ্রস্ত) শরীরাণি (শরীরসমূহ) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অন্যানি (অন্য) নবানি (নব শরীরসমূহ) সংযাতি (পরিগ্রহ করে) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বাত্মনোঽবিনাশিত্বেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনানাং দেহানামঃ বশ্যম্ভাবিত্বান্ন তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি বল, ওহে! আত্মার অবিনাশিত্ব থাকিলেও উহার শরীরের নাশ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক শোক করিতেছি, তদুত্তরে বলিতেছেন—"বাসাংসি" ইত্যাদি। কর্ম্মফলজনিত দেহসকলের পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ঐ জীর্ণদেহবিনাশে শোকের কোনই কারণ নাই, ইহাই জ্ঞাতব্য ॥ ২২ ॥

মূঃ অনুঃ—[আত্মা যে হত হয় না, তাহা যে জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশরূপ ষড়্‌বিকারশূন্য, তাহাই দৃঢ় করিতেছেন—] এই আত্মা কখনও জন্মে না, মরে না, অথবা জন্মিয়া পুনরায় থাকে না। যেহেতু ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না ॥ ২০ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

শস্ত্রাণি (অস্ত্র সকল) এনম্ (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছিন্ন করিতে পারে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনং (আত্মাকে) ন দহতি (দগ্ধ করিতে পারে না), আপঃ (জল) এনং (আত্মাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (আদ্র´ করিতে পারে না) চ (এবং) মারুতঃ (বায়ু) ন শোষয়তি (শুষ্ক করিতে পারে না) ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—কথং হন্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্নবিনাশিত্ব-মাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি—নৈনমিত্যাদি। আপো ন ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ২৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—'কি প্রকারে বধ করে·?' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বধসাধনের অভাব দেখাইয়া আত্মার অবিনাশিত্ব পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—"নৈনম্" ইত্যাদি। জল [ইঁহাকে] ক্লেদযুক্ত করে না, অর্থাৎ সিক্ত করিয়া শিথিল করে না ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[অতএব (আত্মার) পূর্ব্বোক্ত হননকার্য্যের কর্ত্তৃত্বাভাবও যে প্রসিদ্ধ, তাহা বলিতেছেন—] হে পার্থ? যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য (বৃদ্ধিশূন্য), অজ (জন্মরহিত) এবং অব্যয় (ক্ষয়শূন্য) বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে বধ করেন বা কাহাকে অন্যদ্বারা বধ করান ? ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[আত্মা অবিনাশী হইলেও তাহার শরীরের নাশ হয়, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া শোক করিতেছি, এইরূপ বলিলে, তদুত্তরে বলিতেছেন—[মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমন দেহী (জীবাত্মা) জীর্ণ দেহসকল ত্যাগ করিয়া অপর নূতন শরীর প্রাপ্ত হয় ॥ ২২ ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (অচ্ছেদ্য), অয়ম্ (আত্মা) অদাহ্যঃ (দগ্ধ হইবার অযোগ্য), অয়ম্ (আত্মা) অক্লেদ্যঃ (অগলিতব্য), অশোষ্যঃ এব চ (এবং অশোষণীয়) ! অয়ং (এই আত্মা) নিত্যঃ (নিত্য), সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বব্যাপী), স্থাণুঃ (স্থিরস্বভাব), অচলঃ (অচল), সনাতনঃ (চিরন্তন)। অয়ম্ (আত্মা) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াতীত), অয়ম্ (এই আত্মা) অচিন্ত্যঃ (অচিন্তনীয়), অয়ম্ (আত্মা) অবিকার্য্যঃ (বিকাররহিত) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন)। তস্মাৎ (অতএব) এনম্ (ইহাকে অর্থাৎ আত্মাকে) এবং (এইরূপ) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুং ন অর্হসি (তদ্ধেতু শোক প্রকাশ করা উচিত নহে) ॥২৪-২৫॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ—অচ্ছেদ্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যশ্চ, অমূর্ত্তত্বাদ্দাহ্যঃ, দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। ইতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী, সর্ব্বগতঃ সর্ব্বত্রগতঃ, স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ, অচলঃ পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী, সনাতনোঽনাদিঃ; কিঞ্চ, অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ, অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাদি। তদেবমাত্মনো জন্ম-বিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইতুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

সুঃ অনুঃ—"অচ্ছেদ্যঃ" ইত্যাদি দেড়টী শ্লোকে তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন। নিরবয়বত্বহেতু বা জড়দেহভাবে এই আত্মা অচ্ছেদ্য ও অক্লেদ্য, অমূর্ত্তত্বহেতু বা জড়শরীররহিত বলিয়া অদাহ্য, দ্রবত্বাভাবহেতু অশোষ্য, ইহাই অর্থ। এদিকে, ইহা ছেদাদিযোগ্যও নহে, কারণ, ইহা নিত্য —অবিনাশী, সর্ব্বগত—সর্ব্বত্রগত, স্থাণু—স্থিরস্বভাব রূপান্তরাপত্তিশূন্য, অচল—পূর্ব্বরূপ-পরিত্যাগকারী নহে। সনাতন—অনাদি। আরও, অব্যক্ত—চক্ষুরাদির বিষয় নহে। অচিন্ত্য—মনেরও চিন্তার অবিষয়। অবিকার্য্য অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলেরও অগোচর। 'উচ্যতে' ইহাদ্বারা নিত্যত্বহেতু কথিত বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। উক্তবাক্যের উপসংহারে বলিতেছেন—"তস্মাদেবম্" ইত্যাদি। অতএব, এরূপে আত্মার জন্ম ও বিনাশাভাবে তজ্জন্য শোক করা উচিত নহে, ইহাই কথিত হইয়াছে ॥ ২৪-২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—["কথং হন্তি"—'কি প্রকারে বধ করে' ইত্যাদি শ্লোকে কথিত বাক্যদ্বারা বধসাধনের অভাব দেখাইয়া আত্মার অবিনাশিত্ব পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—] শস্ত্র (অস্ত্র) সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে ক্লেদযুক্ত (আর্দ্র) করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ॥২৩॥

মূঃ অনুঃ—[উক্ত বিষয়ে কারণ "অচ্ছেদ্যঃ" ইত্যাদি দেড়টী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] ইনি ছেদনের অযোগ্য, ক্লেদ্য, দগ্ধ ও শুষ্ক হইবার অযোগ্য ; কারণ, ইনি নিত্য, সর্ব্বত্রগামী, স্থির, অচল, সনাতন এবং ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকারী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। [উক্তবাক্যের উপসংহার করিতেছেন—] সেই হেতু যথোক্তপ্রকারে আত্মাকে জানিয়া তোমার অনুশোচনা করা উচিত নহে ॥ ২৪-২৫ ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

মহাবাহো ! (হে বীরশ্রেষ্ঠ !) অথ চ (আর যদিও) এনং (এই আত্মাকে) নিত্যজাতং (সতত উৎপন্ন) বা (অথবা) নিত্যং মৃতং (সতত বিনাশশীল) মন্যসে (মনে কর), তথাপি ত্বং (তুমি) এনং (ইহার জন) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করিও না) ॥২৬॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম, তদ্বিনাশে চ বিনাশমঙ্গী-কৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাদি। অথ যদ্যপি এনমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে, তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে, পুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ, তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—অধুনা দেহের সঙ্গেই আত্মার জন্ম ও দেহবিনাশের সহিত আত্মার বিনাশ অঙ্গীকার করিলেও শোক করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই বলিতেছেন—"অর্থ চৈনম্" ইত্যাদি। তাহা হইলে পুণ্যপাপ এবং উভয়ের ফলস্বরূপ জন্ম-মৃত্যুর আত্মার অনুগামিত্বহেতু যদ্যপি এই আত্মাকে নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা সেই সেই দেহের জন্মে সঙ্গে সঙ্গে জাত মনে কর এবং সেই সেই দেহের মৃত্যুতে আত্মাকে মৃত মনে কর, তথাপি তোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[আত্মার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে দেহের সহিত আত্মার জন্ম এবং দেহের নাশ হইলে আত্মারও নাশ হয়—ইহা অঙ্গীকার করিলেও শোক করা কর্ত্তব্য নহে—ইহাই বলিতেছেন—] আর যদিও এই আত্মাকে দেহের সঙ্গে সঙ্গে জন্মিতেছে, অথবা দেহের সঙ্গে সঙ্গে মরিতেছে মনে কর, তথাপি, হে মহাবাহো ! তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না ॥ ২৬ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭॥

হি (যেহেতু) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত), মৃতস্য চ (মৃত ব্যক্তিরও) জন্ম (জন্ম) ধ্রুবম্ (নিশ্চিত)। তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তোমার) অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবী) অর্থে (বিষয়ে) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করা উচিত নয়)॥ ২৭॥

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যত আহ—জাতস্য হীত্যাদি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃতুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য চ তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব, তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণ-লক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি॥ ২৭॥

স্বঃ অনুঃ—কেন শোক করা উচিত নয়, তাহাই বলিতেছেন—"জাতস্য হি" ইত্যাদি। হি—যেহেতু, জাতব্যক্তির স্বীয় প্রারম্ভক কর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যু ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চিত, মৃত ব্যক্তিরও সেই দেহকৃত কর্ম্মফলে জন্মও নিশ্চিত, অতএব এইরূপ অপরিহার্য্য অর্থে অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী জন্মমরণলক্ষণ বিষয়ে বিদ্বান্ হইয়া তোমার শোক করা উচিত নয় অর্থাৎ শোক করা তোমার যোগ্য নহে॥ ২৭॥

মূঃ অনুঃ—[কেন শোক করিবে না, তাহাই বলিতেছেন—] যেহেতু জাতব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত ব্যক্তির জন্মও অবধারিত, অতএব অবশ্যম্ভাবী জন্ম-মরণ-বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত হয় না॥ ২৭॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

ভারত! (হে ভরতবংশীয় অর্জ্জুন!) ভূতানি (প্রাণিগণের) অব্যক্তাদীনি (জন্মের পূর্ব্বাবস্থা অজ্ঞাত), ব্যক্তমধ্যানি (জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত মধ্য-কালজ্ঞাত), অব্যক্তনিধনানি এব (আর মৃত্যুর পরবর্ত্তীকালও অজ্ঞাত); তত্র (তদ্বিষয়ে) কা পরিদেবনা [শোকের কারণ কি আছে?] ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ দেহাদীনাং স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যত আহ—অব্যক্তাদিনীত্যাদি। অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তান্যব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনা স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালং স্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব, তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্বেব শোকো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, দেহাদির স্বভাব পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক আত্মার যে জন্ম-মরণ তাহা দেহরূপ উপাধিবশতঃ হয়, জানিয়া শোক করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাই বলিতেছেন—"অব্যক্তাদীনি" ইত্যাদি। অব্যক্ত—প্রধান। অব্যক্তাদি অর্থাৎ ঐ অব্যক্তা প্রকৃতিই যাহাদের উৎপত্তির আদি বা পূর্ব্ব কারণ। ভূতসকল—শরীরসমূহ। কারণরূপে স্থিত বস্তুসকলেরই উৎপত্তির কথা আছে। আরও, ব্যক্ত—অভিব্যক্ত। ব্যক্তমধ্যানি—জন্ম ও মরণের মধ্যে স্থিতিরূপ লক্ষণ যাহাদিগের। [অব্যক্তনিধন]—অব্যক্তে নিধন—লয় যাহাদিগের অথবা তদ্রূপই স্বরূপ যাহাদিগের। তত্র—ঐ সকল বিষয়ে অনুশোচনা কেন? অর্থাৎ শোকনিমিত্ত বিলাপের হেতু কি? যেমন জাগরিত ব্যক্তির স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর জন্য শোক হয় না, তদ্রূপ তোমারও শোক করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই অর্থ ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥
দেহি নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (এই আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্মিতভাবে) পশ্যতি (দর্শন করেন), তথা এব (তদ্রূপ) অন্য (অপরে) এনম্ (এতদ্বিষয়ে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়-জনকভাবে) বদতি (আলোচনা করেন), অন্যঃ চ (অন্য ব্যক্তি) এনম্ (ইঁহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্মিত হইয়া) শৃণোতি (শ্রবণ করেন), কশ্চিৎ চ (কেহও) শ্রুত্বা অপি (শুনিয়াও) এনং) এই আত্মাকে) ন বেদ (জানেন না) ॥ ২৯ ॥

ভারত ! (হে অর্জ্জুন !), অয়ং দেহী (এই আত্মা) সর্ব্বস্য (সকল প্রাণীর) দেহে (শরীরে) নিত্যম্ (সর্ব্বদা) অবধ্যঃ (অবধ্যরূপে বিরাজিত)। তস্মাৎ (এই জন্য) ত্বং (তুমি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল ভূতের নিমিত্ত) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করিতে যোগ্য নহ) ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি, আত্মজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়তামাহ—আশ্চর্য্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দ-স্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্ ঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি, অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা আশ্চার্যবদেবান্যো বদতি, শৃণোতি চান্যঃ, কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীত-ভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চ শব্দাদুক্ত্বাপি দৃষ্ট্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি দেহীত্যাদি স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩০ ॥

স্বঃ অনুঃ—এই সংসারে তবে কি নিমিত্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও শোক করেন? আত্মবিষয়ে অজ্ঞানই ইহার কারণ, এই অভিপ্রায়ে আত্মার দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন—"আশ্চর্য্যবৎ" ইত্যাদি। কেহ এই আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে দেখিতে যাইয়া আশ্চর্য্যবৎ দেখিয়া থাকেন। অথবা সর্ব্বগত নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাব আত্মার অলৌকিকত্বহেতু যেন ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কার্য্যকারী দেখিয়া অসম্ভাবনা দ্বারা অভিভূতত্ব-হেতু বিস্ময়ের সহিত দেখিয়া থাকেন। এইরূপ অপর কেহ বিস্ময়ের সহিত বর্ণন করেন, আর অন্য ব্যক্তি আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন, আবার কেহ বিপরীত ভাবনাদ্বারা অভিভূত হইয়া ইঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও জানিতে পারেন না। 'চ' শব্দদ্বারা ইহাই দ্রষ্টব্য যে, এই আত্মার বিষয়ে বর্ণন করিয়া এবং দর্শন করিয়াও কেহ ইহাকে সম্যগ্‌ভাবে জানিতে পারে না ॥ ২৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[আর, কর্ম্মজন্য দেহাদি হয় ও নাশ পায়—এইরূপ দেহাদির স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মার যে জন্মমরণ, তাহা দেহরূপ উপাধিবশতঃ হয় বলিয়া শোক করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই কহিতেছেন—] হে ভারত ! ভূতগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত ; আবার নিধনেও অব্যক্ত ; অতএব শোকনিমিত্ত বিলাপে কাজ কি ? ২৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[এই সংসারে তবে কি নিমিত্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও শোক করেন ? আত্মবিষয়ে অজ্ঞানই ইহার কারণ—এই অভিপ্রায়ে আত্মার দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন—] কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখিয়া থাকেন ; এইরূপ অপর কেহ বিস্ময়ের সহিত বর্ণন করেন, আর অন্য ব্যক্তি আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন, আবার কেহ ইহার বিষয় শুনিয়াও সম্যক্ জানিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১॥

অপি (এমন কি) স্বধর্ম্মং চ (স্বধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম বা ক্ষাত্রধর্ম্ম) অবেক্ষ্য (পর্য্যালোচনা করিয়াও) বিকম্পিতুং ন অর্হসি (তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নহে)। ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) ধর্ম্ম্যাৎ (ন্যায্য) যুদ্ধাৎ (যুদ্ধ অপেক্ষা) অন্য (অন্য) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল-সাধন) ন বিদ্যতে (আর নাই)॥ ৩১॥

শ্রীধরঃ– যথোক্তমর্জ্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মপীতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি, কিঞ্চ—স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যচ্চোক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি, তত্রাহ—ধর্ম্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্ যুদ্ধাদন্যৎ॥ ৩১॥

স্বঃ অনুঃ—উক্ত প্রকারে আত্মার অবধ্যত্ব সংক্ষেপে বলিয়া (আত্মার জন্য) শোক করা যে অনুচিত তাহারই উপসংহার করিতেছেন—"দেহী" ইত্যাদি। ইহাই স্পষ্ট অর্থ॥ ৩০॥

মূঃ অনুঃ–[উক্ত প্রকারে আত্মার অবধ্যত্ব সংক্ষেপে বলিয়া শোক করা যে অনুচিত তাহারই উপসংহার করিতেছেন—] হে ভারত! সকলের দেহেই দেহী (আত্মা) নিত্য অবধ্য। অতএব কোন প্রাণীর জন্যই শোক করা উচিত নহে॥ ৩০॥

মূঃ অনুঃ—[অর্জ্জুন-কথিত "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি বাক্য যে অযৌক্তিক তাহাই বলিতেছেন—] তুমি স্বধর্ম্ম ভাবিয়াও বিকম্পিত হইতে পার না। যেহেতু ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে ক্ষত্রিয়ের অন্য শ্রেয়ঃ সাধন নাই॥ ৩১॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) সুখিনঃ (সৌভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়গণ) যদৃচ্ছয়া (অপ্রার্থিতভাবে) উপপন্নং (উপস্থিত) অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং চ (এবং উদ্ঘাটিত স্বর্গদ্বাররূপ) ঈদৃশং (এরূপ) যুদ্ধং (যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করে) ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্পস ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা ক্ষত্রিয়া এব লভন্তে যতোঽনিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবম্বিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইতি যদুক্তং, তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

সুঃ অনুঃ—অর্জ্জুন যে বলিয়াছেন—"বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি, তাহাও যে অযৌক্তিক তাহাই বলিতেছেন—"স্বধর্ম্মমপি" ইত্যাদি। আত্মার নাশাভাবহেতুই এই সকলের বধেও তোমার অতিশয় ভীত হওয়া উচিত নহে, অধিকন্তু 'তুমি স্বধর্ম্ম চিন্তা করিয়াও বিকম্পিত হইতে পার না।' ইহাও এই সম্বন্ধে কথিত হইল। আরও তোমাকর্ত্তৃক যে উক্ত হইয়াছে—"ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইত্যাদি অর্থাৎ 'যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া আমি কোনও মঙ্গল দেখিতেছি না', তদুত্তরে বলিতেছেন—"ধর্ম্ম্যাৎ" ইত্যাদি। [ধর্ম্ম্য]—ধর্ম্ম হইতে অবিচলিত—ন্যায্য, [অন্য]—যুদ্ধ ব্যতীত অন্য ॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও এই যে, মহৎ শ্রেয়ঃ আপনা হইতেই উপস্থিত হওয়ায় তুমি বিকম্পিত হইতেছ কেন?—ইহাই বলিতেছেন—] হে পার্থ।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অত (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং (এই আরব্ধ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মসঙ্গত) সংগ্রামং (যুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তবে) স্বধর্ম্মং (ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম) কীর্ত্তিং চ (ও কীর্ত্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপম্ (পাপ) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও, এই মহৎ শ্রেয়ঃ আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি বিকম্পিত হইতেছ কেন ? ইহাই বলিতেছেন—"যদৃচ্ছয়া" ইত্যাদি। যদৃচ্ছাবশতঃ—অপ্রার্থিতভাবে, উপপন্ন—উপস্থিত, ঈদৃশ যুদ্ধ সুখী—সৌভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়গণই লাভ করেন। কারণ, ইহাই অবাধ স্বর্গদ্বারস্বরূপ। অথবা, ইহার অর্থ এই যে—যাঁহারা এই প্রকার যুদ্ধ লাভ করেন, তাঁহারাই সুখী ! এই যুক্তিদ্বারা "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" অর্থাৎ 'হে মাধব ! আমি স্বজন বধ করিয়াই কিরূপে সুখী হইব ?' ইত্যাদি যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা নিরস্ত হইল ॥ ৩২ ॥

স্বঃ অনুঃ—বিপক্ষে অর্থাৎ অন্যথাচরণে দোষ দেখাইতেছেন—"অথ চেৎ" ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

মূঃ অনুঃ [অন্যথা আচরণের দোষ দেখাইতেছেন—] এখন যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া কেবল পাপই লাভ করিবে ॥ ৩৩ ॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

ভূতানি চ (সকল লোকও) তে (তোমার) অব্যয়াং (চিরস্থায়িনী) অকীর্ত্তিম্ অপি (অকীর্ত্তিও) কথয়িষ্যন্তি (বলিবে) । চ (কিঞ্চ) সম্ভাবিতস্য (সম্মানিত ব্যক্তির) অকীর্ত্তিঃ (অখ্যাতি) মরণাৎ (মৃত্যু অপেক্ষা) অতিরিচ্যতে (অধিক হয়) ॥ ৩৪ ॥

মহারথাঃ (দুর্য্যোধনাদি মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়হেতু) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (বিরত) মংস্যন্তে (মনে করিবে) । চ (কিঞ্চ) ত্বং (তুমি) যেষাং (যাহাদিগের) বহুমতঃ ভূত্বা (প্রচুর সম্মানের পাত্র হইয়াছ) [তেষাং— তাহাদিগের নিকট] লাঘবং যাস্যসি (অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চাকীর্ত্তিমিত্যাদি । অব্যয়াং শাশ্বতীং সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য অকীর্ত্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ভয়াদিতি । যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়াৎ সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মন্যেরন্, ততশ্চ পূর্ব্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥ ৩৫ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "অকীর্ত্তিম্" ইত্যাদি । অব্যয়া—শাশ্বতী, সম্ভাবিত—বহুলোকের সম্মানের পাত্র । (তাঁহার) অকীর্ত্তি মরণ হইতেও অতিরিক্ত—অধিকতর হয় ॥ ৩৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[অধিক কি ?—] আরও, প্রাণিগণ তোমার অক্ষয় অখ্যাতি ঘোষণা করিবে ; মাননীয়গণের অকীর্ত্তি মরণ হইতেও অধিকতর মনে হয় ॥ ৩৪ ॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

তব (তোমার) অহিতাঃ (শত্রুগণ) তব (তোমার) সামর্থ্যং (সামর্থ্যের) নিন্দন্তঃ (নিন্দা করত) বহূন্ (বহুবিধ) অবাচ্যবাদান্ চ (অকথ্য বাক্যসমূহও) বদিষ্যন্তি (কহিবে)। নু (ওহে !) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিক দুঃখ) কিম্ (কি হইতে পারে ?) ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ তচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "ভয়াদ্" ইত্যাদি। যাহাদিগের নিকট তুমি বহুগুণান্বিত বলিয়া পূর্ব্বে সম্মানিত হইতে, তাহারাই তোমাকে ভীত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, মনে করিবে। তাহা হইলে, পূর্ব্বে বহুমান প্রাপ্ত হইয়া (অধুনা) লাঘব—লঘুতা, অখ্যাতি লাভ করিবে ॥ ৩৫ ॥

সুঃ অনুঃ—অধিকন্তু, "অবাচ্যবাদাংশ্চ" ইত্যাদি। তোমার অহিত—শত্রুগণ, অবাচ্য বাদ—অকথ্য শব্দসমূহ বলিবে ॥ ৩৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] মহারথগণ তোমাকে ভয়হেতু সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত বলিয়া ভাবিবেন, যাহাদিগের নিকট তুমি সম্মানিত আছ, তাহাদের নিকট লঘুতা প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[আর দেখ] তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য শব্দ বলিবে। তাহা হইতে অধিক দুঃখ আর কি আছে ? ৩৬ ॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

হতঃ বা (যদি হত হও), স্বর্গং (স্বর্গ) প্রাপ্স্যসি (লাভ করিবে) জিত্বা বা (কিংবা জয় করিয়া) মহীং (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে)। কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীনন্দন !) তস্মাৎ (অতএব) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) কৃতনিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) ॥ ৩৭ ॥

ততঃ (তাহা হইলে) সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখ), লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভ) জয়াজয়ৌ [চ] (এবং জয় ও পরাজয়) সমে (সমান , কৃত্বা (করিয়া অর্থাৎ তুল্যদৃষ্টিতে দেখিয়া) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) যুজ্যস্ব (উদ্যোগী হও) এবং (এই প্রকারে) পাপং (পাপ ন অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে না) ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—যদুক্তং "ন চৈতদ্বিদ্মঃ" ইতি। তত্রাহ—হতো বেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

সুঃ অনুঃ—পূর্ব্বকথিত "ন চৈতদ্বিদ্ম" ইত্যাদি কথার উত্তরে বলিতেছেন—"হতো বা" ইত্যাদি। উভয়পক্ষেই (ধর্ম্মযুদ্ধে হত বা জীবিত হইলে) তোমার লাভই হইবে, ইহাই তাৎপার্য ॥ ৩৭ ॥

মূঃ অনুঃ—["ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ ইত্যাদি কথার উত্তরে বলিতেছেন—] তুমি যদি বা হত হও, তবে স্বর্গ পাইবে, অথবা জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। হে কৌন্তেয়! সেইজন্য যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর ॥ ৩৭ ॥

মূঃ অনুঃ—["পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইত্যাদি যে উক্ত হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতেছেন—] সুখ ও দুঃখ এবং (তাহার কারণ যে) লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয় তাহাদিগকে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হও ॥ ৩৮ ॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো, যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

পার্থ! (হে পার্থ!) সাংখ্যে (আত্মাতত্ত্ববিষয়ে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) তে অভিহিতা (তোমাকে কহিলাম)। যোগে তু (পরমেশ্বরার্পণরূপ কর্ম্মযোগে) ইমাং (এই বুদ্ধি) শৃণু (শ্রবণ কর)—যয়া (যেই) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে) কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে) প্রহাস্যসি (প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হইবে) ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ—সুখদুঃখে ইত্যাদি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভাবপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—"পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" অর্থাৎ আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে, ইত্যাদি কথার উত্তরে বলিতেছেন—"সুখদুঃখে" ইত্যাদি। সুখদুঃখকে তুল্য জ্ঞান করিয়া এবং উহাদের কারণস্বরূপ যে লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয় উভয়কে সমান মনে করিয়া (যুদ্ধ কর)। হর্ষবিষাদরাহিত্যই ইহাদিগের সমত্বের কারণ, অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত 'যুজ্যস্ব'—উদ্যোগী হও অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিলে পাপের ভাগী হইবে না ॥ ৩৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[উপদিষ্ট জ্ঞানযোগের উপসংহার করিয়া তাহার সাধনভূত কর্ম্মযোগের প্রস্তাব করিতেছেন—] হে পার্থ! সাংখ্যে অর্থাৎ সম্যগ্‌জ্ঞানবিষয়ে করণীয়া এই বুদ্ধি তোমাকে কথিতা হইল, এইরূপে কথিত হইলেও যদি তোমার সাংখ্যবুদ্ধিদ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার না হয়, তাহা হইলে কর্ম্মযোগানুসারে তাহাই শ্রবণ কর, যে (বিশুদ্ধ) বুদ্ধিযোগ দ্বারাযুক্ত হইলে কর্ম্মবন্ধন সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিতে পারিবে ॥৩৯॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।৪০॥

ইহ (এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভের নাশ) ন অস্তি [নাই), প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (প্রত্যবায় নাই), অস্য ধর্ম্মস্য (এই ধর্ম্মের অর্থাৎ পরমেশ্বরারাধনরূপ কর্ম্মযোগের) স্বল্পম্ অপি (অত্যল্পমাত্র অনুষ্ঠানও) মহতঃ ভয়াৎ (মহাভয় হইতে) ত্রায়তে (পরিত্রাণ করিয়া থাকে) ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরঃ—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি—এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং, তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং, তস্মিন করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা ; এবমভিহিতায়মপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্মতত্ত্বম-পরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্হ্যন্তঃকরণ-শুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্ম-যোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু ; যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিত-কর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন, তৎ-প্রসাদলব্ধাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

সুঃ অনুঃ—উপদিষ্ট জ্ঞানযোগের উপসংহার করিয়া তাহার সাধনভূত কর্ম্মযোগের প্রস্তাব করিতেছেন—"এষা" ইত্যাদি। সম্যক্ খ্যাত—প্রকাশিত হয় বস্তুতত্ত্ব ইহার দ্বারা, এই অর্থে সংখ্যা—সম্যগ্ জ্ঞান, তাহাতে প্রকাশমান আত্মতত্ত্বই সাংখ্য। তাহাতে করণীয়া এই বুদ্ধি তোমার নিকট কথিত হইল। এবম্বিধ সাংখ্যবুদ্ধি তোমার নিকট কথিত হইলেও যদি তোমার আত্মতত্ত্বরূপ অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় না হয়, তবে অন্তঃকরণ-শুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষ দর্শনের নিমিত্ত কর্ম্মযোগে এই বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। যেই বুদ্ধিসংযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইলে সেই বুদ্ধিযোগকৃপায় লব্ধ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা কর্ম্মজনিত বন্ধন প্রকৃষ্টরূপে 'হাস্যসি'—ত্যাগ করিবে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মবন্ধ-প্রহাণং তত্রাহ—নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিস্ফলত্বং নাস্তি প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্ন-বৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থ-কর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপি উপক্রমমাত্রমপি মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গ-বৈগুণ্যাদিনা নৈস্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

স্বঃ অনুঃ—ওহে! কখনও কখনও বিঘ্নের প্রাচুর্য্য থাকিলে কৃষি-কার্য্যের ন্যায় কর্ম্মফল নষ্ট হইতে দেখা যায়, আর মন্ত্রাদির অঙ্গহানি হইলেও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব কর্ম্মযোগে কি করিয়া কর্ম্মবন্ধন নষ্ট হইবে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—'নেহ' ইত্যাদি। ইহ—এই নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে, অভিকর্ম্ম—প্রারম্ভের, নাশ—নিস্ফলত্ব নাই। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বলিয়া বিঘ্ন ও বৈগুণ্যাদির অসম্ভবত্বহেতু ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। আরও, এই ধর্ম্মের—ঈশ্বরারাধনার্থ (নিষ্কাম) কর্ম্মযোগের স্বল্পও—উপক্রমমাত্রও, সংসাররূপ মহাভয় হইতে ত্রাণ করে—রক্ষা করে; কিন্তু কাম্যকর্ম্মের ন্যায় কিছুমাত্র অঙ্গহানিদ্বারা ইহার নিস্ফলতা হয় না। ইহাই অর্থ ॥ ৪০ ॥

মূঃ অনুঃ—[ওহে! কখনও কখনও বিঘ্নপ্রাচুর্য্য থাকিলে কৃষি-কার্য্যের ন্যায় কর্ম্মফল নষ্ট হয়, আর মন্ত্রাদির অঙ্গহানি হইলেও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব কর্ম্মযোগদ্বারা কিরূপে কর্ম্মবন্ধন নষ্ট হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই যোগে প্রারম্ভের নিস্ফলতা নাই এবং তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই। এই (ঈশ্বরারাধনরূপ) ধর্ম্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

কুরুনন্দন! (হে কুরুবংশধর অর্জ্জুন!) ইহ (এই ঈশ্বরারাধনরূপ নিষ্কামকর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা (ঐকান্তিকী), [কিন্তু] অব্যবসায়িনাং (কামিগণের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি) অনন্তাঃ (সীমাশূন্যা) বহুশাখাঃ চ (এবং বহুশাখাযুক্তা) ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্ব্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেতি। ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনান্তু ঈশ্বরারাধনবহির্ম্মুখানাং কামিনাং কামানামানন্ত্যাৎ অনন্তাস্তত্রাপি কর্ম্মফল-গুণফলত্বাদি-প্রকারভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি। ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ন নশ্যতি, যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্বিধীয়তে, ন চ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, ন তু তথা কাম্যং কর্ম্ম, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ দধ্নেন্দ্রিয়কামো জুহুয়াৎ" অতো মহদ্বৈষম্যমিতিভাবঃ ॥ ৪১ ॥

সুঃ অনুঃ—কিরূপে রক্ষা হয়? এতদুত্তরে সকাম ও নিষ্কাম উভয় কর্ম্মের বৈষম্য দেখাইয়া বলিতেছেন—"ব্যবসায়াত্মিকা" ইত্যাদি। ইহ—ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ কর্ম্মযোগে। ব্যবসায়াত্মিকা—'পরমেশ্বরে ভক্তিদ্বারাই নিশ্চয় আমি উদ্ধার লাভ করিব', এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা। একাই—একনিষ্ঠা বুদ্ধি হইয়া থাকে। অব্যবসায়িগণের—ঈশ্বরারাধন-বহির্ম্মুখগণের—কামিগণের। কামসকলের আনন্ত্য বা অসীমত্বহেতু উহারা অনন্ত। তত্রাপি কর্ম্মফলত্ব ও গুণফলত্বাদি প্রকারভেদবশতঃ বহু শাখাযুক্তা বুদ্ধি হয়। ঈশ্বরারাধনের নিমিত্ত কৃত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম কিঞ্চিৎ

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪ ॥

পার্থ! (হে পার্থ!) যে অবিপশ্চিতঃ (যেই মূঢ়গণ) ,বেদবাদরতাঃ (বেদের অর্থবাদে রত),অন্যৎ নাস্তি জগদ্ব্যতীত কোন ঈশ্বরতত্ত্ব নাই) ইতি-বাদিনঃ (এইরূপ উক্তিকারী), কামাত্মানঃ (কামাকুলিতচিত্ত), স্বর্গপরাঃ (স্বর্গপর), জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং (জন্মকর্ম্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনস্বরূপ) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়া-বাহুল্যবিশিষ্টা) যাম্ ইমাং (যে-সকল) পুষ্পিতাং বাচং (আপাতকর্ণসুখকর বাক্য) প্রবদন্তি (প্রয়োগ করে) তয়া (তদ্দারা) অপহৃতচেতসাং (বিমোহিতচিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিদিগের) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে—ঈশ্বরে) ন বিধীয়তে (নিবিষ্ট হয় না) ॥ ৪২-৪৪ ॥

অঙ্গহীন হইলেও নষ্ট হয় না। যথাসাধ্য তদ্রূপ করিবে—ইহাই বিধি। কিন্তু বৈগুণ্য (ত্রুটি) বিহিত হয় নাই, যেহেতু ঈশ্বরোদ্দেশ থাকিলে ত্রুটির উপশম হয়। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্ম বা ভক্তির ন্যায় কাম্যকর্ম্ম নহে। “স্বর্গকামী অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে, ইন্দ্রিয়কামী ব্যক্তি দধিদ্বারা আহুতি দিবে।” অতএব এস্থলে মহাবৈষম্য, বুঝিতে হইবে ॥ ৪১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[কেন রক্ষা করেন ? এতদুত্তরে নিষ্কাম ও সকাম কর্ম্মের বৈষম্য দেখাইয়া বলিতেছেন—] হে কুরুনন্দন ! এই নিষ্কাম ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একনিষ্ঠা-ই হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের (ঈশ্বরারাধন-বহির্ম্মুখ কামিগণের) বুদ্ধিসকল অনন্ত ও বহুপ্রকার হয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি? তত্রাহ—যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং পুষ্পিত-বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফল-পরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং, তেষাং তয়া বাচাঽপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়তে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি, যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াস্তত্র হেতুঃ বেদবাদরতা ইতি, বেদে যে বাদাঃ অর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি", তথা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ, তেষ্বেব রতাঃ প্রীতাঃ অতএব অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতিবদনশীলাঃ অতএব কামাত্মান ইতি—কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যে প্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপ-হৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাং, সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে (কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ) সা নৈবোপপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪২-৪৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—ওহে, কামী ব্যক্তিগণও কেন কষ্টদায়ক কামসকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যামিমাম্" ইত্যাদি। 'যামিমাং পুষ্পিতাং, পুষ্পিতা—পুষ্পিত-বিষলতার ন্যায় আপাতঃ রমণীয়া, প্রকৃষ্টা—পরমার্থফলপ্রদা, স্বর্গাদিফলশ্রুতিরূপ বাক্য বলেন। তাহাদিগের—সেই বাক্যদ্বারা (ফলশ্রুতিদ্বারা) অপহৃতচিত্তগণের, সমাধিতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না। এরূপে তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয়। কি কারণে? তাহা বলিতেছেন—

যেহেতু অপণ্ডিতগণ—মূঢ়গণ মূঢ়তার কারণ—"বেদবাদরতা" ইত্যাদি; অর্থাৎ বেদে যে অর্থবাদ—"চাতুর্ম্মাস্যযাজীর অক্ষয়-সুকৃতি হয়" এবং "আমরা সোমরস পান করিয়া অমর হইব।" ইত্যাদিতে রত—প্রীত যাহারা, অতএব, অতঃপর জীবের প্রাপ্য অন্য কোন ঈশ্বরতত্ত্ব নাই—এরূপ কথনশীল। অতএব বলিতেছেন—"কামাত্মনঃ ইত্যাদি কামাত্মগণ—কামে অস্থিরচিত্তগণ, [স্বর্গপর]—স্বর্গ ই পরমপুরুষার্থ যাহাদের। [জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদা]—জন্ম, কর্ম্ম ও তৎফল প্রদান করে যাহা তাহা। ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের গতির প্রতি—প্রাপ্তির প্রতি। ক্রিয়াবিশেষবহুলা—যাহাতে সাধনস্বরূপ ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য আছে, তাহাকে প্রকৃষ্টরূপে বলে, ইহা পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতঃপর, "ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাম্" ইত্যাদি। [ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তদিগের]—ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে প্রসক্ত—অভিনিবিষ্টদিগের। [তাহাদ্বারা]—পুষ্পিত বাক্যদ্বারা, [আকৃষ্টচিত্ত-দিগের] আকৃষ্টচিত্ত যাহাদের, সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা, পরমেশ্বর-সান্নিধ্য ইত্যাদি। তাহাতে (সমাধিতে) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিহিতা হয় না (এস্থলে কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ) সেই বুদ্ধি কিছুতেই উৎপন্ন হয় না, ইহাই ভাব ॥ ৪২-৪৪ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, সকাম কর্ম্মীরা কষ্টসাধ্য কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কেন করে না ? তাহাতে বলিতেছেন—] হে পার্থ ! সেই অব্যবসায়ী লোকেরা অনভিজ্ঞ, অতএব জড়াতিরিক্ত তত্ত্ব নাই—এরূপ সিদ্ধান্তকারক, সর্ব্বদা বেদের অর্থবাদে রত, কাম্যকর্ম্ম-ফলাকাঙ্খী, স্বর্গপ্রার্থী, জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ ক্রিয়া-বাহুল্যদ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-সুখলাভের সাধনীভূত আপাতমনোরম শ্রবণরমনীয় (পরিণামে বিষময়),

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

অর্জ্জুন ! (হে অর্জ্জুন !) বেদাঃ (বেদসকল) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক) ; [ত্বং—তুমি] নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-রহিত), নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্য ধৈর্য্যশীল), নির্যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেমরহিত) আত্মবান্ [চ] (এবং আত্মবান্ হইয়া) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কাম) ভব (হও) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়া তথাচ কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখ-শীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি, তদ্রহিতো ভব তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ, নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্ত-স্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ, আত্মবানপ্রমত্তঃ ন হি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনাস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥৪৫॥

পুষ্পিতবাক্যে অনুরক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সকল বাক্য বলিয়া থাকে। যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যসুখে একান্ত আসক্ত, সমাধি-অভাবে সেই অবিবেকী মূঢ়জনগণের ভগবানে একনিষ্ঠতা-বুদ্ধি বিহিত হয় না; যে-হেতু তাহাদের চিত্ত ঐ সকল পুষ্পিত বাক্যদ্বারা অপহৃত ॥ ৪২-৪৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি স্বর্গাদিলাভ পরমফলই নয়, তবে কেন বেদ তাহার সাধনরূপ কর্ম্মাদির বিধান করেন ? ইহাতে বলিতেছেন—] হে অর্জ্জুন! কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ ত্রিগুণাত্মক, তুমি কিন্তু নিত্যসত্ত্বস্থ অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক দ্বন্দ্বরহিত অর্থাৎ সুখদুঃখ ও শীতোষ্ণাদি-রহিত হও এবং নির্য্যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিতে ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষায় যত্নশূন্য) এবং আত্মবান্ (অপ্রমত্ত) হইয়া নিস্ত্রৈগুণ্য (নিষ্কাম) হও ॥ ৪৫ ॥

যাবানর্থ উদাপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

উপদানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে যে) অর্থঃ (প্রয়োজন) [সিদ্ধ হয়], সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদে) তাবান্ (সেই সমস্তই) [সিদ্ধহয়]। [তদ্বৎ—তদ্রূপ] সর্ব্বেষু (সমস্ত) বেদেষু (বেদে) [যাবান্ অর্থঃ—যে প্রয়োজন লাভ হয়, তাবান্ অর্থঃ—সে সমুদয় প্রয়োজন] বিজানতঃ (ব্যবসায়াত্মিকবুদ্ধিযুক্ত এক-শাখাবলম্বী) ব্রহ্মণস্য (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের), [লাভ হয়] ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ বেদোক্তনানাফলত্যাগেন নিষ্কামতয়েশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু কুবুদ্ধিরেব ইত্যাশঙ্কাহ—যাবানিতি। উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপী-কূপ-তড়াগাদি, তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি ; এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬॥

স্বঃ অনুঃ—আচ্ছা, যদি স্বর্গাদিই পরম ফল না হইবে, তবে বেদসকল স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ কর্ম্মসমূহের কেন ব্যবস্থা প্রদান করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া" ইত্যাদি। [ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদসমূহ]—ত্রিগুণাত্মক, সকাম যে সকল অধিকারী তাহাদিগের বিষয়সম্বন্ধীয় কর্ম্মফল-প্রতিপাদক বেদসকল। কিন্তু তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য—নিষ্কাম হও। তদুপায় বলিতেছেন—নির্দ্বন্দ্ব হও অর্থাৎ সুখদুঃখ, শীতোষ্ণ প্রভৃতি যে দ্বন্দ্বভাবসমূহ তদ্রহিত হও অর্থাৎ উহাদিগকে সহ্য কর। কি প্রকারে?

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

তব (তোমার) কর্ম্মণি এব (কর্ম্মেই) অধিকারঃ (অধিকার); কদাচন (কদাপি) ফলেষু (কর্ম্মফলে) [অধিকারঃ—অধিকার] মা (না হউক)। [ত্বং—তুমি] কর্ম্মফলহেতুঃ (কর্ম্ম ফলের হেতু) মা ভূঃ (হইও না)। অকর্ম্মণি (অকর্ম্মে) তে (তোমার) সঙ্গ (আসক্তি) মা অস্তু (না থাকুক) ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্তেত ; কিং কর্ম্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্ বারয়ন্নাহ—কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মাঽস্তু। নন্থ কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ কামিতস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্য-বিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি তস্মাৎ ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু ॥ ৪৭ ॥

তদুত্তরে বলিতেছেন—নিত্যসত্ত্বস্থ হইয়া অর্থাৎ ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক। নির্যোগক্ষেম—অপ্রাপ্তবস্তুর স্বীকাররূপ যোগ এবং প্রাপ্তবস্তুর পরিপালনরূপ যে ক্ষেম, তদ্রহিত। আত্মবান্—অপ্রমত্ত। দ্বন্দ্বাকুল ও যোগক্ষেমব্যাপৃত প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ত্রিগুণ অতিক্রম করা সম্ভব নহে ॥

মূঃ অনুঃ—[বেদোক্ত নানা ফল ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে ঈশ্বরারাধনা-বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও কুবুদ্ধি—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] উদপানে (ক্ষুদ্রজলাশয়ে) যে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই সমস্তই যেমন সর্ব্বতোভাবে সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদে) সিদ্ধ হয় তদ্রূপ বেদতাৎপর্য্যবিদ্ ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদে যে কার্য্য হয়, স্বীয় শাখা আশ্রয়ে আত্মযাথাত্ম্যলাভরূপ সেই কার্য্য হয় ॥ ৪৬ ॥

সুঃ অনুঃ—ওহে, বেদকথিত বিবিধকর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম-ভাবে ঈশ্বরারাধন-বিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করা কুবুদ্ধিই বটে, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"যাবান্" ইত্যাদি। উদক পান করা হয় যাহাতে, তাহাই উদপান, যেমন বাপী-কূপ-তড়াগাদি ; সেই স্বল্পোদক উদপানে—একস্থলে সমগ্র প্রয়োজন-লাভের অভাববশতঃ সেই সেই ক্ষুদ্র কূপে বা জলাশয়ে গমন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্নান-পানাদিরূপ যে অর্থ—প্রয়োজন সাধিত হয়, সেই সমস্তই অর্থাৎ সমস্ত প্রয়োজনই সর্ব্বতো-ভাবে মহাহ্রদে একস্থানেই সম্পন্ন হয় ; তদ্রূপ সমগ্র বেদশাস্ত্রে সেই সেই কর্ম্মফলরূপ যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই সমস্তই বিজ্ঞ—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির লাভ হয়। যেহেতু, ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ অন্তর্ভূত আছে। শ্রুতিতে আছে—"অপর জীবগণ এই ব্রহ্মানন্দের অল্পাংশমাত্র লাভ করিয়া জীবন ধারণ করে।" অতএব এই (ব্যবসায়াত্মিকা) বুদ্ধিই সুবুদ্ধি, ইহাই অর্থ ॥ ৪৬ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহা হইলে, পরমেশ্বরের আরাধনাতেই সকল কর্ম্মফল লাভ হয়—এই অভিসন্ধিতেই সকলে প্রবৃত্ত হউক ; কর্ম্মদ্বারা কি হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা বারণপূর্ব্বক বলিতেছেন—"কর্ম্মণ্যেব" ইত্যাদি। 'তে'—তত্ত্বজ্ঞানার্থী তোমার কর্ম্মেই অধিকার থাকুক, বন্ধনের কারণ সেই সকল কর্ম্মফলে অধিকার—কামনা যেন না হয়। আচ্ছা, ভোজন করিলে যেমন তৃপ্তি হয়, কর্ম্ম কৃত হইলে ত' তৎফল হইবেই, এই আশঙ্কায় 'মা' শব্দদ্বারা নিষেধ করিতেছেন। কর্ম্মফলহেতু হইও না অর্থাৎ কর্ম্মফলই প্রবৃত্তির কারণ যাহার, তদ্রূপ হইও না। প্রার্থিত হইলেই স্বর্গাদির নিযোজ্য-বিশেষণত্বহেতু ফলদায়কত্ব, কিন্তু প্রার্থিত না হইলে ফলদায়ক হয় না, ইহাই ভাব। অতএব (স্বর্গ) ফল প্রতিবন্ধক হইবে, ইহাই বিচার্য্য। সেই ভয়ে অকর্ম্মে অর্থাৎ কর্ম্মের অকরণেও তোমার সঙ্গ অর্থাৎ নিষ্ঠা যেন না হয় ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

হে ধনঞ্জয় ! যোগস্থঃ (বুদ্ধিযোগস্থ হইয়া) সঙ্গং (আসক্তি বা কর্ত্তৃত্বাভিমান্) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (কর্ম্ম ও জ্ঞানফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ (সমভাব) ভূত্বা (হইয়া) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকল) কুরু (অনুষ্ঠান কর) । [যতঃ—যেহেতু] সমত্বং (সমত্বই) যোগঃ (চিত্তসমাধানরূপ যোগ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত) হয় ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিং তর্হি যোগস্থঃ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্রস্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরা-শ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবল-মীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিশ্চিত্ত-সমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—তবে কি কর্ত্তব্য ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যোগস্থঃ" ইত্যাদি। [যোগস্থ]—যোগ—পরমেশ্বরৈকপরতা (পরমেশ্বরের ঐকান্তিক-আরাধনা), তাহাতে অবস্থিত হইয়া কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান কর। কিরূপে ? সঙ্গ—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ কেবল পরমেশ্বরের আশ্রয়যুক্ত হইয়াই কর্ম্ম কর। কর্ম্মফলের ও জ্ঞানের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম হইয়া কেবল ঈশ্বরার্পণ দ্বারাই কর্ম্ম কর, যেহেতু এবম্বিধ সমত্বকেই সাধুগণ 'যোগ' বলেন, কারণ উহাদ্বারাই চিত্তসমাধান হয় ॥ ৪৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[তবে, পরমেশ্বরের আরাধনাতেই সকল কর্ম্মফল লাভ হয়—এই অভিসন্ধিতে সকলে প্রবৃত্ত হউক ; কর্ম্ম করিয়া কি হইবে ? এই আশঙ্কাবারণার্থ বলিতেছেন—] স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না। তোমার যেন অকর্ম্মে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি না হয় ॥ ৪৭

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

হে ধনঞ্জয় ! হি (যেহেতু), বুদ্ধিযোগাৎ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে) কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) দূরেণ (অত্যন্ত) অবরম্) অপকৃষ্ট)। [অতঃ—অতএব] বুদ্ধৌ (বুদ্ধিযোগে) শরণম্ (আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (গ্রহণ কর)। ফলহেতবঃ (ফলাকাঙ্খীরা) কৃপণাঃ (কৃপণ অর্থাৎ অব্রহ্মবিৎ) ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরঃ—কাম্যন্তু কর্ম্মাতিনিকৃষ্টমিত্যাহ—দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা তস্মাৎ সকামাদন্যৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণাবরম্ অত্যন্তমপকৃষ্টং, হি যস্মাদেবং তস্মাদ্বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ। যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্তু সকামাঃ নরাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ, "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

সুঃ অনুঃ—কাম্যকর্ম্ম অতিনিকৃষ্ট। সেই জন্য বলিতেছেন—"দূরেণ" ইত্যাদি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা কৃত কর্ম্মযোগ বুদ্ধিযোগ বা বুদ্ধি-সাধনরূপ যে যোগ, তদপেক্ষা সকাম অন্য সাধনভূত কাম্যকর্ম্ম 'দূরেণ অবরম্'—অত্যন্ত অপকৃষ্ট। 'হি'—যেহেতু, কর্ম্ম এইরূপে অপকৃষ্ট, সেহেতু বুদ্ধিতে—জ্ঞানে শরণ—আশ্রয়স্বরূপ কর্ম্মযোগ অন্বেষণ কর বা অনুষ্ঠান কর। অথবা বুদ্ধির যিনি আশ্রয়, সেই ত্রাণকর্ত্তা পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর, ইহাই তাৎপর্য্য। ফলাকাঙ্ক্ষিগণ—সকাম-নরগণ কৃপণ—দীন। অত্র শ্রুতি-বচন—"যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" অর্থাৎ হে গার্গি ! যে ব্যক্তি এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রয়াণ করে, সে কৃপণ ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তি) সুকৃতদুষ্কৃতে (সুকৃত ও দুষ্কৃত) উভে (উভয়) ইহ (এই জন্মেই) জহাতি (পরিত্যাগ করে)। তস্মাৎ (অতএব) যোগায় (নিষ্কাম কর্ম্মযোগের জন্য) যুজ্যস্ব (যত্ন কর)। যোগঃ (বুদ্ধিযোগই) কর্ম্মসু (কর্ম্মসমূহের মধ্যে) কৌশলম্ (কৌশল) ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরঃ—বুদ্ধিযোগযুক্তস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং নিরয়াদি প্রাপকং তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বর-প্রসাদেন জহাতি ত্যজতি। তস্মাৎ যোগায় তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্ব- সম্পাদকচাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০ ॥

সুঃ অনুঃ—বুদ্ধিযোগযুক্তই শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন – "বুদ্ধিযুক্তঃ" ইত্যাদি। সুকৃত—স্বর্গাদিপ্রাপক (পুণ্য), দুষ্কৃত—নরকাদিপ্রাপক (পাপ) (ঐরূপ ব্যক্তি) উহাদের উভয়টীকে ইহ জন্মেই পরমেশ্বরের কৃপায় 'জহাতি'—পরিত্যাগ করেন। অতএব যোগের নিমিত্ত অর্থাৎ তদর্থে কর্মযোগে উদ্যোগী বা ক্রিয়াশীল হও। যেহেতু, কর্ম্মসমূহ প্রতিবন্ধক হইলেও যে কৌশল অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনের দ্বারা উহাদিগের মোক্ষপরত্ব-সম্পাদক যে চাতুর্য্য, তাহাই যোগ ॥ ৫০ ॥

মূঃ অনুঃ—[তবে কি করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—] হে ধনঞ্জয় ! সঙ্গ (ফলকামনা) পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিযোগস্থ হইয়া (স্বধর্ম্মবিহিত) কর্ম্ম আচরণ কর ; কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, এতদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তসমাধান তাহাকে 'যোগ' বলে ॥ ৪৮ ॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

হি (যেহেতু,) বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জনগণ) কর্ম্মজং (কর্ম্মজাত) ফলং (ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) [অতএব] মনীষিণঃ (জ্ঞানী) [ভূত্বা—হইয়া] জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (জন্মবন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া) অনাময়ং (সর্ব্বোপদ্রবরহিত) পদং (বিষ্ণুপদ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ, কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

সুঃ অনুঃ—কর্ম্মসমূহের মোক্ষসাধনত্বের প্রকার বলিতেছেন—"কর্ম্মজম্" ইত্যাদি। কর্ম্মজাত ফল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরারাধনের নিমিত্ত কর্ম্মকারী মনীষী—জ্ঞানী হইয়া, 'জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অনাময়—সর্ব্বোপদ্রবরহিত বিষ্ণুপাদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষপদ লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

মূঃ অনুঃ—[কাম্যকর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট, ইহাই বলিতেছেন—] হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে সকাম কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট; অতএব নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগ-লক্ষণা বুদ্ধিকে আশ্রয় কর। যাহারা ফল-কামনায় কর্ম্ম করে, তাহারা কৃপণ অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ দীন ॥ ৪৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তি কিন্তু শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সুকৃত ও দুষ্কৃত অর্থাৎ পাপ-পুণ্য উভয়ই ত্যাগ করেন, অতএব, নিষ্কাম কর্ম্মযোগের জন্য যত্ন কর। যেহেতু, বুদ্ধিযোগই কর্ম্মের কৌশল ॥ ৫০ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) মোহকলিলং (দেহাত্মবোধরূপ গহন দুর্গ) ব্যতিতরিষ্যতি (অতিক্রম করিবে) তদা (তখন) [ত্বং—তুমি] শ্রোতব্যস্য (শ্রবণযোগ্য) শ্রুতস্য চ (এবং শ্রুত বিষয়ের) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরঃ—কদাহং তৎপদং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনং, "কলিলং গহনং বিদুঃ" ইত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ। ততশ্চয়মর্থঃ,—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

সুঃ অনুঃ—কবে আমি সেই পদ প্রাপ্ত হইব ? এই অপেক্ষায় "যদা" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। মোহ—দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। তাহাই কলিল—গহন। "কলিলং গহনং বিদুঃ" ইহা অভিধানকোষ-বচন হইতে জ্ঞাতব্য। অতঃপর, অর্থ এই যে—এইভাবে পরমেশ্বরের আরাধনা কৃত হইলে যখন তদীয় কৃপায় তোমার বুদ্ধি দেহাভিমানরূপ মোহময় গহন—দুর্গ বিশেষভাবে অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত অর্থ বা প্রয়োজন-সম্বন্ধে নির্ব্বেদ—বৈরাগ্য 'গন্তাসি'—প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ তদুভয়ের অনুপাদেয়ত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক পরিপ্রশ্ন করিবে ॥ ৫২ ॥

মূঃ অনুঃ—[কর্ম্ম সকলের মোক্ষসাধনত্ব কি প্রকারে হয়? তাহাই বলিতেছেন—] বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পণ্ডিতসকল কর্ম্মজাত ফলসমূহকে ত্যাগ করত জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন এবং সর্ব্বোপদ্রবরহিত অর্থাৎ ভক্তদিগের প্রাপ্য অবস্থা লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (বেদের নানা অর্থবা দ্বারা অবিচলিতা হইয়া) সমাধৌ (পরমেশ্বরে) নিশ্চলা (অচঞ্চলা) স্থাস্যতি (থাকিবে তদা (তখন) যোগং (বুদ্ধিযোগ বা তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থ-শ্রবৈ বিপ্রতিপন্না ইতঃপূর্ব্বমবিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈরনাকৃ অতএবাচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী স্থাস্যতি তদা যোগ যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—তৎপর কি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"শ্রু ইত্যাদি। [শ্রুতিবিপ্রতিপন্না]—শ্রুতিসমূহদ্বারা—নানাবিধ লৌকিক বৈদিক অর্থ-শ্রবণের দ্বারা বিপ্রতিপন্না—ইতঃপূর্ব্বে অবিক্ষিপ্তা হই তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে অবস্থান করিবে, অথবা সমাধি অ পরমেশ্বর যেহেতু ইঁহাতেই চিত্ত সমাহিত হয়; তাঁহাতে নিশ্চলা—অ বিষয়ের দ্বারা অনাকৃষ্টা, অতএব অচলা। অভ্যাসপটুতাবশতঃ তাহাতে (সমাধিতেই) স্থিরা হইয়া অবস্থান করিবে, তখন যোগ—যোগফল অর্থা তত্ত্বজ্ঞানই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[কবে আমি সেই পদ লাভ করিব? এই অপেক্ষা "যদা তে" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়-দ্বারা বলিতেছেন—] যখন মোহরূপ গহনকে (দুর্গকে) তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি সম শ্রোতব্য ও শ্রুতফলে নির্ব্বেদ লাভ করিবে ॥ ৫২ ॥

মূঃ অনুঃ—[নির্ব্বেদের পর—] যখন তোমার বুদ্ধি বেদের নানা- প্রকার অর্থবাদদ্বারা আর বিচলিত হইবে না, তখন উহা সমাধিতে অচলা ও স্থিরা হইয়া বিশুদ্ধ যোগ লাভ করিবে ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪॥

অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) উবাচ (বলিলেন)—কেশব ! (হে কেশব !) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞ) সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ ব্যক্তির) কা ভাষা (লক্ষণ কি ?), স্থিতধীঃ (স্থিতধী) কিং প্রভাষেত (কি ভাব প্রকাশ করেন ?), কিম্ আসীত (কি প্রকারে অবস্থান করেন ?) [এবং] কিং ব্রজেত (কি প্রকারে বিচরণ করেন ?) ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা ? ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থ: তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

সুঃ অনুঃ—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ-জিজ্ঞাসু অর্জ্জুন বলিলেন,—"স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা" ইত্যাদি। [স্থিত প্রজ্ঞের]—স্বাভাবিক সমাধিতে স্থিত অতএব স্থিতা—নিশ্চলা প্রজ্ঞা—বুদ্ধি যাঁহার, তাঁহার ভাষা কি ? ইহার দ্বারা কথিত বা প্রকাশিত হয়, অতএব ভাষা—লক্ষণ। তিনি কোন্ লক্ষণদ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ? ইহাই অর্থ। আর, স্থিতধী কি এবং কিরূপে ভাষণ, আসন ও গমন করেন, ইহাই অর্থ ॥ ৫৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বশ্লোকে কথিত আত্মতত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া [অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে কেশব ! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কি লক্ষণ ? স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কি কথা প্রকাশ করিয়া বলেন ? তিনি কি প্রকারে অবস্থান করেন এবং তিনি কি প্রকারে বিচরণ করেন ? ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন—), পার্থ! (হে পার্থ!) [জীবঃ—জীব] যদা (যখন) সর্ব্বান্ (সমস্ত) মনোগতান্ (মনোগত) কামান্ (কাম) প্রজহাতি (পরিত্যাগ করেন) তদা (তখন) [সঃ—তিনি] স্থিতপ্রজ্ঞ (স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরঃ—অত্র চ যানি সাধনকস্য জ্ঞানসাধনানি তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষ্যস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেবান্তরঙ্গানি জ্ঞানসাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তি। তত্র প্রথম প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্। শ্রীভগবান্ উবাচ—মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

সুঃ অনুঃ—এস্থলে যাহা সাধকদিগের জ্ঞানের সাধন তাহাই সিদ্ধব্যক্তির স্বাভাবিক লক্ষণ, এই হেতু, লক্ষ্য সিদ্ধব্যক্তির লক্ষণ বর্ণন করিতে করিতে অন্তরঙ্গসাধন-সমূহ এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত বলিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর "প্রজহাতি" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—[মনোগত]—মনে অবস্থিত কামসমূহ যখন প্রকৃষ্টভাবে ত্যাগ করেন। ত্যাগের হেতু বলিতেছেন—"আত্মনি" ইত্যাদি। আত্মাতে নিজ মধ্যে পরমানন্দরূপ বিগ্রহে, 'আত্মনা'—নিজেই তুষ্ট অর্থাৎ আত্মারাম হইয়া যখন ক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করেন, তখন সেই লক্ষণদ্বারা মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দুঃখেষু (দুঃখে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (অক্ষুভিতচিত্ত), সুখেষু (সুখে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাহীন) [চ—এবং] বীতরাগভয়ক্রোধঃ (অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত) [জীবঃ—জীব] স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) মুনিঃ (মুনি বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষ্বপি অনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ, সুখেষু বিগতাস্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুর্বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতিঃ, স মুনিঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "দুঃখেষু" ইত্যাদি। দুঃখরাশি উপস্থিত হইলেও [অনুদ্বিগ্নচিত্ত]—অনুদ্বিগ্ন, অক্ষুভিত চিত্ত যাঁহার। সুখে [বিগতস্পৃহ]—বিগতা স্পৃহা যাঁহার। তদ্বিষয়ে হেতু—[বীতরাগ ভয়-ক্রোধ]—বীত, অপগত রাগভয়ক্রোধ যাহা হইতে। তাহাতে রাগ—প্রীতি। সেই মুনি স্থিতধী স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[এস্থলে যাহা সাধকদিগের জ্ঞানের সাধন, তাহাই সিদ্ধব্যক্তির স্বাভাবিক লক্ষণ, এই হেতু সিদ্ধব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিতে করিতে অন্তরঙ্গ সাধনসমূহ এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত বলিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নের যাহা উত্তর তাহা "প্রজহাতি" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে পার্থ! যে সময় জীব সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন এবং আত্মায় আনন্দস্বরূপ আত্মার স্বরূপদর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলা হয় ॥ ৫৫ ॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (সমস্ত জড়বিষয়ে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্য) তত্তৎ (সেই সেই শুভাশুভং (অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না), ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ বা নিন্দা করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠীতা (স্থিরা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধরঃ—কথং প্রভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

সুঃ অনুঃ—"কথং প্রভাষেত" ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"যঃ" ইত্যাদি। যিনি সর্ব্বত্র অর্থাৎ পুত্রমিত্রাদিতেও অনভিস্নেহ—স্নেহশূন্য। অতএব বাধিত অনুবৃত্তিদ্বারা সেই শুভ—অনুকূল বিষয় লাভ করিয়া অভিনন্দন বা প্রশংসা করেন না, আবার অশুভ—প্রতিকূল বস্তু লাভ করিয়াও দ্বেষ করেন না—নিন্দা করেন না, কিন্তু কেবল উদাসীনভাবেই কথা বলেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ; ইহাই অর্থ ॥ ৫৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[আর] (শারীরিক, মানাসক ও সামাজিক) ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তত্তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না এবং যিনি (স্বকৃতকার্য্যে) অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই 'স্থিতধী' মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[স্থিতপ্রজ্ঞ কি বলেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] যিনি সমস্ত জড়বিষয়ে স্নেহশূন্য এবং জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়াও তাহাতে রাগ-দ্বেষ করেন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা সমাধিতে স্থিতা ॥ ৫৭ ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং, রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯॥

যদা চ (যখন) অয়ং) এই যোগী) কূর্ম্ম ইব (যেমন কচ্ছপ) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ প্রত্যাহৃত করে), [তদ্রূপ] ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল হইতে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) সংহরতে (সম্যগ্রূপে প্রত্যাহার করেন) [তদা—তখন] তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮॥

নিরাহারস্য (আহাররহিত) দেহিনঃ (দেহাভিমানী অজ্ঞ জীবের) বিষয়াঃ (বিষয় সকল) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয়, বটে) [কিন্তু] রসবর্জ্জং (বিষয়রাগ ত্যাগ করে না)। রসঃ অপি (জড়ানুরাগও) পরং (পরমাত্মাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়)॥ ৫৯॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ॥ ৫৮॥

সুঃ অনুঃ—আরও, 'যদা" ইত্যাদি; যখন এই যোগী ইন্দ্রিয়ার্থ—শব্দাদিসমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ সংহার করেন—অনায়াসে প্রত্যাহার করেন। সংহারে (প্রত্যাহারে) দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"কূর্ম্মঃ" ইত্যাদি। কূর্ম্ম যেরূপ অঙ্গ—হস্তপদাদি অঙ্গ স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করে, সেরূপ॥ ৫৮॥

মূঃ অনুঃ—['কিমাসীত' প্রশ্নের উত্তর—] কূর্ম্ম যেরূপ অঙ্গসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বান্তরে (নিজ দেহে) গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়সমূহ হইতে যখন স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়সকলের প্রত্যাহার করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা স্থির॥ ৫৮॥

শ্রীধরঃ—নন্থ নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ানামাহরণং গ্রহণমাহারঃ, নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোহজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোহভিলাষস্তদ্বর্জ্জং অভিলাষশ্চ ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ, রসোহপিরাগোহপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্ত্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাভাবাৎ, কিন্তু রসবর্জ্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৫৯ ॥

সুঃ অনুঃ—ওহে! জড়, আতুর, উপাবাস-পরায়ণদিগেরও বিষয়-সমূহে অপ্রবৃত্তি সমান বলিয়া বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয়সকলের 'অপ্রবৃত্তিই স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ হইতে পারে না। তদুদ্দেশে বলিতেছেন—"বিষয়া" ইত্যাদি। আহার—ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়সকলের গ্রহণ। নিরাহার ব্যক্তির—ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বিষয়-অগ্রহণকারীর। দেহীর—দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির। বিষয়সকল প্রায়ই নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বিষয়ের অনুভব নিবৃত্ত হয়; কিন্তু রস—রাগ অর্থাৎ অভিলাষ ব্যতীত। অভিলাষ কিন্তু, নিবৃত্ত হয় না, ইহাই অর্থ। পর অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেখিয়া, ইঁহার—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির রস—রাগও আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নাশ পায়। অথবা ক্ষুধাসন্তপ্ত ব্যক্তির শব্দ-স্পর্শাদির অপেক্ষাভাবহেতু নিরাহার—উপবাসনিরত ব্যক্তির বিষয়সমূহ প্রায়ই নিবৃত্ত হয়, কিন্তু রসব্যতীত নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ রসাপেক্ষা নিবৃত্ত হয় না। অবশিষ্টাংশ সমান ॥ ৫৯ ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

হে কৌন্তেয়! হি (যেহেতু) যততঃ (মোক্ষের নিমিত্ত যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ অপি পুরুষস্য (বিবেকী ব্যক্তিরও প্রমাথীনি (প্রক্ষোভকারী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রসভং (বলপূর্ব্বক) মনঃ (মন) হরন্তি (আকুল করে) ॥ ৬০ ॥

শ্রীধরঃ—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, **অতঃ** সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—যততোহপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোহপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রক্ষোভকানীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

স্বঃ অনুঃ—ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত স্থিত-প্রজ্ঞতা সম্ভব হয় না, অতএব সাধকাবস্থায় তদ্বিষয়ে মহাযত্ন করা কর্ত্তব্য ইহাই "যততোহপি" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। যত্নকারীর—মোক্ষের নিমিত্ত প্রযত্নশীল ব্যক্তির। বিপশ্চিতের—বিবেকী ব্যক্তিরও মনকে ইন্দ্রিয়সকল 'প্রসভং'—বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে। যেহেতু, উহারা প্রমাথী প্রমথনশীল—প্রক্ষোভক, ইহাই অর্থ ॥ ৬০ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে অপ্রবৃত্তিই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ হইতে পারে না; কেননা জড়, আতুর, উপবাসপরায়ণ ব্যক্তিগণেরও বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তি থাকে না, ইহাতে বলিতেছেন—] তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না, এরূপ জীবের নিকট ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু আসক্তি নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনিই নিবৃত্ত হয় ॥৫৯॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।। ৬১ ॥

যুক্তঃ (ভক্তিযোগী) তানি (সেই) সর্ব্বাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়কে) সংযম্য (সংযত করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ, মদাশ্রিত) [সন্—হইয়া] আসীত (অবস্থান করিবে)। হি (যেহেতু), যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) বশে (বশীভূত আছে), তস্য (তাঁহার প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (নিশ্চলা) ॥ ৬১ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্নাসীত, যস্য বশে বশবর্ত্তীনীন্দ্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরং ভবতি ॥ ৬১ ॥

সুঃ অনুঃ—যেহেতু এরূপ, সেহেতু বলিতেছেন—"তানি" ইত্যাদি। যুক্ত—যোগী সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। যাঁহার বশে—বশবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গণ। ইহার দ্বারা, কিরূপে অবস্থান করিবেন ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—নিগৃহীতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ৬১ ॥

মূঃ অনুঃ—[ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞতা সম্ভব হয় না, অতএব সাধনাবস্থাতে সংযম-বিষয়ে মহাযত্ন করা কর্ত্তব্য, ইহাই দুই শ্লোকে বলিতেছেন—]"হে কৌন্তেয় ! প্রক্ষোভক ইন্দ্রিয়সকল মোক্ষার্থ যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও মন বলপূর্ব্বক হরণ করে ॥ ৬০ ॥

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু এইরূপ, সেইজন্য] যুক্তবৈরাগ্যস্থিত ব্যক্তি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (পুরুষের) তেষু (ঐ সকল বিষয়ে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (জন্মে)। সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (সমুৎপন্ন হয়) ; কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ৬২ ॥

শ্রীধরঃ—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনসংযমাভাবে দোষমাহ —ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেম্বধিকঃ কামো ভবতি, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২ ॥

স্বঃ অনুঃ—বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমাভাবে দোষ প্রদর্শন করিয়া অধুনা "ধ্যায়তঃ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা মনঃসংযমাভাবে দোষ বলিতেছেন। উৎকর্ষবুদ্ধিতে বিষয়-ধ্যানকারী পুরুষের সেই সমস্ত বিষয়ে সঙ্গ—আসক্তি হয়। আসক্তির দ্বারা সেই বিষয়সমূহে অধিক বাসনা জন্মে, কোন কিছু দ্বারা কাম প্রতিহত হইলে, তাহা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় ॥ ৬২ ॥

মূঃ অনুঃ—[বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযমাভাবে যে দোষ ঘটে তাহা বলিয়া এস্থানে দুইটী শ্লোকদ্বারা মনঃসংযমের অভাবজনিত দোষ বলিতেছেন—] বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা এবং কামনা হইতে ক্রোধের উদ্রেক হয় ॥ ৬২ ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাব) ভবতি (উপস্থিত হয়)। সম্মোহাৎ (সম্মোহ হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিলোপ) [ভবতি—হয়]। স্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মৃতিভ্রংশ হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধিনাশ) [ততঃ—তৎপর] বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) [পুমান্—মনুষ্য] প্রণশ্যতি (প্রণষ্ট বা মৃততুল্য হয়) ॥ ৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগদ্বেষ-বিবর্জিত) আত্মবশ্যৈঃ (আত্মবশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সকল) চরন্ (ভোগ করিয়াও) বিধেয়াত্মা তু (কিন্তু, নিগৃহীতচিত্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তি) প্রসাদম্ (চিত্তপ্রসাদ) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৬৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপষ্টার্থস্মৃতের্ব্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ, ততো বুদ্ধেশ্চেতনয়া নাশঃ বৃক্ষাদিম্বিবাভিভবঃ, ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও, "ক্রোধাদ্" ইত্যাদি। ক্রোধ হইতে সম্মোহ—কার্য্যাকার্য্য-বিবেকের অভাব, তারপর শাস্ত্র ও গুরুদেবের উপদিষ্ট বাক্যার্থের স্মরণে বিভ্রম—বিচলন বা ভ্রংশ হয়। তদনন্তর বুদ্ধি বা চেতনার নাশ, যেমন বৃক্ষাদিমধ্যে মোহভাব বর্ত্তমান। অতঃপর (বুদ্ধিনাশ হইলে মানব) প্রণষ্ট—মৃততুল্য হয় ॥ ৬৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[আর] ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্যতা জন্মে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের বিস্মৃতি ঘটে, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইলে (মানব) বিনষ্ট অর্থাৎ মৃততুল্য হয় ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনো যস্যেতি। অনেনৈব কথং ব্রজেত ভুঞ্জীতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ অধিগচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি বল, ইন্দ্রিয়-সকল স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ, তাহাদিগকে নিরোধ করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত দোষ দুষ্পরিহার্য্য। অতএব স্থিতপ্রজ্ঞত্ব কি করিয়া হইবে? এই আশঙ্কার উত্তর "রাগদ্বেষ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। রাগদ্বেষরহিত—বিগতদর্প ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়া অর্থাৎ উহাদিগকে উপভোগ করিয়াও প্রসাদ—শান্তি লাভ করেন। রাগদ্বেষরাহিত্য কিরূপ? তাহা বলিতেছেন,—"আত্ম" ইত্যাদি। আত্মার—মনের বশ্য (অধীন) ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা। বিধেয়াত্মা—বিধেয় অর্থাৎ বশবর্ত্তী আত্মা—মন যাঁহার তিনি। এই বাক্যদ্বারাই 'কিরূপে বিচরণ করিবেন, কিরূপে ভোগ করিবেন?' এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর এই যে—স্বাধীন অর্থাৎ আত্মাধীন ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয় সকল ভোগ করেন ॥ ৬৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বিষয়ের অভিমুখী তাহাদিগকে নিরোধ করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত দোষ পরিহার করা দুষ্কর, অতএব স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকারে হওয়া যায়? এই আশঙ্কার উত্তর দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] রাগদ্বেষ ত্যাগপূর্ব্বক আত্মাধীন ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়সমূহে চালিত করিয়াও বিধেয়াত্মা অর্থাৎ নিগৃহীতচিত্ত ব্যক্তি চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন ॥ ৬৪॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

প্রসাদে [সতি] (চিত্তপ্রসাদ লাভ হইলে) অস্য (ইঁহার—নিগৃহীতচিত্ত ব্যক্তির) সর্ব্বদুঃখানাং (সমস্ত দুঃখের) হানিঃ (নাশ) উপজায়তে (হয়) । হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (প্রসন্নচিত্ত পুরুষের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আশু (শীঘ্রই) পর্য্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হয়) ॥ ৬৫ ॥

অযুক্তস্য (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন অস্তি (নাই) অযুক্তস্য চ (এবং অযুক্তের) ভাবনা (ভাবনা) ন [অস্তি] (নাই), অভাবয়তঃ চ (আত্মচিন্তারহিত ব্যক্তিরও) শান্তিঃ (শান্তি) ন [অস্তি] (নাই), অশান্তস্য (অশান্ত ব্যক্তির) সুখং (আত্মানন্দ) কুতঃ (কোথায় ?) ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধরঃ—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥৬৫॥

সুঃ অনুঃ—চিত্তপ্রসাদ-লাভ হইলে কি হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—"প্রসাদে" ইত্যাদি। প্রসাদ (চিত্তপ্রসাদ) লাভ হইলে সমস্তদুঃখের নাশ হয়, তৎপর প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা হয় ; ইহাই অর্থ ॥ ৬৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[চিত্তপ্রসাদ-লাভের পর কি হয় ? তাহাই বলিতেছেন—] চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইলে সমস্ত দুঃখের নাশ হয় এবং প্রসন্নচিত্তপুরুষের বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে শীঘ্রই স্থিরা হয় ॥ ৬৫ ॥

শ্রীধরঃ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনো-পপাদয়তি নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যো-পদেশাভ্যমাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে, কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠাবার্ত্তা? ইত্যত্রাহ—ন চেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি বুদ্ধিরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিরাত্মনি চিত্তোপরমঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥৬৬॥

সুঃ অনুঃ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ যে স্থিতপ্রজ্ঞতা-সাধক, তাহা ব্যতিরেকভাবে প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—“নাস্তি” ইত্যাদি। অযুক্তের—অবশীকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি হয় না অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশদ্বারা আত্মসম্বন্ধিনী বুদ্ধি—প্রজ্ঞাই উৎপন্ন হয় না। সেই বুদ্ধির আবার স্থিরত্বের প্রসঙ্গ কোথায়? ইহাই এস্থলে বলিতেছেন—“ন চ” ইত্যাদি। অযুক্ত বা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ভাবনা—ধ্যান নাই। ভাবনাদ্বারাই বুদ্ধি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অযুক্ত ব্যক্তির সেই ভাবনা নাই। ভাবনাহীনের অর্থাৎ আত্মধ্যানশূন্য ব্যক্তির আত্মাতে চিত্তের নিবৃত্তিরূপ শান্তি লাভ হয় না। অশান্ত ব্যক্তির সুখ—মোক্ষানন্দ কোথায়? ইহাই অর্থ ॥ ৬৬ ॥

মূঃ অনু—[ইন্দ্রিয়নিগ্রহ স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধন; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না হইলে স্থিতপ্রজ্ঞতা হয় না, ইহা ব্যতিরেকভাবে প্রতিপন্ন করিতেছেন—] অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি হয় না, অযুক্ত ব্যক্তির ভাবনা (আত্মচিন্তা) হয় না, আর আত্মধ্যান-হীনের শান্তি হয় না। শান্তিহীন ব্যক্তির আত্মানন্দরূপ সুখ কোথায়? ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

হি (যেহেতু) বায়ুঃ (বায়ু) অম্ভসি (সমুদ্রে নাবম্ ইব (যেমন কর্ণধারহীন নৌকাকে) [হরতি—বিচলিত করে] [তদ্বৎ] চরতাম্ (স্বেচ্ছাচারী) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) যৎ (যে একটী ইন্দ্রিয়) মনঃ (মনকে) অনুবিধীয়তে (অনুগমন করে) তৎ (সেইটীই) অস্য (অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের) প্রজ্ঞাং (বুদ্ধি) হরতি (হরণ করে) ॥ ৬৭ ॥

শ্রীধরঃ—"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য" ইত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদেবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি তদেবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি। কিমু বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি ॥ ৬৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য" অর্থাৎ 'অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই' বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ বলিতেছেন—"ইন্দ্রিয়াণাম্" ইত্যাদি। বিষয়সকলে স্বেচ্ছায় বিচরণশীল অবশীকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে যে-কোন একটী ইন্দ্রিয়ের প্রতি যদি মন অনুগমন করে অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত ধাবিত হয়, তবে সেই একটী ইন্দ্রিয়ই উহার অর্থাৎ মনের বা ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞা হরণ করে অর্থাৎ বিষয়দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে। ঐরূপ বহু (অসংযত) ইন্দ্রিয় যে প্রজ্ঞা হরণ করিবে তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? বায়ু যেরূপ প্রমাদগ্রস্ত বা দিগ্‌ভ্রান্ত কর্ণধারের নৌকাকে সমুদ্রে সর্ব্বতোভাবে বিচলিত করে তদ্রূপ, ইহাই জ্ঞাতব্য ॥৬৭॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮॥

হে মহাবাহো! তস্মাৎ (সেই হেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিগৃহীত হইয়াছে), তস্য (তাহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিতা)॥ ৬৮॥

শ্রীধরঃ—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থ। লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি॥ ৬৮॥

স্বঃ অনুঃ—ইন্দ্রিয়সংযম যে স্থিত প্রজ্ঞতার উপায় ও লক্ষণ তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার উপসংহারে বলিতেছেন—"তস্মাদ্" ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়সংযমের সাধনত্বাবশেষে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়, ইহাই অর্থ। লক্ষণত্বের উপসংহারে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, ইহাই জ্ঞাতব্য। মহাবাহো!—এইরূপ সম্বোধনের দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, তুমি শত্রুনিগ্রহে সমর্থ, অতএব এবিষয়েও তোমার সামর্থ্য আছে॥ ৬৮॥

মূঃ অনুঃ—[অযুক্ত ব্যক্তির শুদ্ধবুদ্ধি জন্মিতে পারে না কেন? তজ্জন্য বলিতেছেন—]বায়ু যেমন সমুদ্রে (কর্ণধারহীন) নৌকাকে বিচলিত করে, তেমন স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে একটী ইন্দ্রিয়কে মন অনুগমন করে, সেই ইন্দ্রিয়টীই তাহার (অযুক্ত ব্যক্তির) প্রজ্ঞাকে হরণ করে॥ ৬৭॥

মূঃ অনুঃ—[ইন্দ্রিয়সংযম যে স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধন ও লক্ষণ, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার উপসংহার করিতেছেন—] হে মহাবাহো! সেইহেতু যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯॥

যা (যেই আত্মনিষ্ঠা) সর্ব্বভূতানাং (সাধারণ জীবগণের পক্ষে) নিশা (নিশাস্বরূপ) তস্যাং (সেই আত্মনিষ্ঠাতে) সংযমী (নিগৃহীতেন্দ্রিয় ব্যক্তি) জাগর্ত্তি (জাগরিত থাকেন); যস্যাং (যেই বিষয়নিষ্ঠাতে) ভূতানি (প্রাণিগণ) জাগ্রতি (জাগরিত থাকে) সা (তাহাই) পশ্যতঃ (আত্মতত্ত্বদর্শী) মুনেঃ (মুনির নিকট) নিশা (রাত্রিস্বরূপ)॥ ৬৯॥

শ্রীধরঃ—নন্থ ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা নিশেব যা আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ,তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে যস্যান্তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, যথা—দিবান্ধানামুলুকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে, এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু, অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি॥ ৬৯॥

সুঃ অনুঃ—ওহে! ইহলোকে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় দর্শনাদি-ব্যপারশূন্য সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীতেন্দ্রিয় কোনও ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না, অতএব এই প্রকার লক্ষণ অসম্ভব। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"যা নিশা" ইত্যাদি। সর্ব্বভূতগণের পক্ষে যাহা নিশা অর্থাৎ যে আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞান-অন্ধকারাবৃতবুদ্ধি জীবগণের নিশার ন্যায় সেই আত্মনিষ্ঠাতে দর্শনাদি কার্য্যের অভাববশতঃ সেই আত্মনিষ্ঠাতে সংযমী—জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি 'জাগর্ত্তি'—জাগরিত হয়। কিন্তু যেই বিষয়নিষ্ঠাতে ভূতগণ জাগরিত (বিষয় নিষ্ঠায়) থাকেন—প্রবুদ্ধ হন, তাহা আত্মতত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা অর্থাৎ উহাতে

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

আপূর্য্যমাণম্ (নদনদীদ্বারানিয়ত পরিপূর্ণ হইলেও) অচলপ্রতিষ্ঠং(অচলভাবে অবস্থিত) সমুদ্রম্ (সমুদ্র-মধ্যে) যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (অন্য জলরাশি) [প্রবিশন্তি—প্রবেশ করে] তদ্বৎ (তেমন) সর্ব্বেকামাঃ (সমস্ত কাম্য বিষয়) যং (যেই মুনিতে) প্রবিশন্তি(প্রবেশ করে) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন , কামকামী(ভোগকামনাশীল ব্যক্তি, তাহা) ন [আপ্নোতি] (প্রাপ্ত হন না) ॥ ৭০ ॥

শ্রীধরঃ—ননু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি। নানানদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচল-প্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপো যথা প্রবিশন্তি, তথা কামা বিষয়া যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি, সশান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি, ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০ ॥

তাঁহার দর্শনাদি ব্যপার নাই, ইহাই অর্থ। ইহা সত্যই উক্ত হইয়াছে। যেরূপ দিবান্ধ পেচকদিগের রাত্রিতেই দর্শনকার্য্য হয়, কিন্তু দিবসে হয় না, তদ্রূপ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মেই দৃষ্টি থাকে, কিন্তু বিষয়ে নহে। অতএব এই লক্ষণটী অসম্ভব নহে ॥ ৬৯ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় দর্শনাদি-ব্যাপারশূন্য সম্যক্ নিগৃহীতেন্দ্রিয় এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, অতএব এইরূপ লক্ষণ অসম্ভব, ইহাই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] যে আত্মনিষ্ঠা সাধারণ প্রাণিগণের নিকট নিশাস্বরূপ, সংযমী ব্যক্তি তাহাতে প্রবুদ্ধ থাকেন ; যে বিষয়নিষ্ঠাতে প্রাণিগণ জাগরিত থাকে, তাহাই আত্মতত্ত্বদর্শী মুনিগণের রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ তদ্বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন ॥ ৬৯ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনা) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) নিস্পৃহঃ (নিস্পৃহ), নিরহঙ্কারঃ (নিরহঙ্কার) নির্ম্মমঃ (ও মমতাশূন্য হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (তিনিই) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭১ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগ সাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্তর্দৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

স্বঃ অনুঃ—ওহে! বিষয়সমূহে দৃষ্টির অভাবে কিরূপে তিনি তাহা-দিগকে উপভোগ করেন? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—"আপূর্য্যমাণম্" ইত্যাদি। [আপূর্য্যমাণ]—নানা নদনদীসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও অচল প্রতিষ্ঠ—অনতিক্রান্তমর্য্যাদ (বেলাতিক্রমহীন) সমুদ্রের অভিমুখে, আবার অন্য জলরাশি যেমন প্রবেশ করে, তদ্রূপ কামসকল—বিষয়সকল অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ও ভোগ্যবস্তুর দ্বারা অবিক্রিয়মাণ যেই মুনিতে প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহদ্বারা অবিক্ষিপ্ত হইয়া প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি শান্তি—কৈবল্য লাভ করেন, কিন্তু ভোগকামনাশীল কামকামী তাহা লাভ করে না ॥ ৭০ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, বিষয়-সমূহে দৃষ্টি থাকে না বলিয়া কি করিয়া সেই যোগী ব্যক্তি বিষয়সমূহ ভোগ করিতে পারেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] নানা নদনদীদ্বারা নিয়ত পরিপূর্ণ হইলেও অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রমধ্যে যেমন অন্য জলরাশি প্রবেশ করে, তদ্রূপ কাম্যবিষয়-সকল যেই যোগিপুরুষে প্রারব্ধবশতঃ প্রবেশ করে, তিনি শান্তি লাভ করেন। ভোগ-কামনাশীল ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হন না ॥ ৭০ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পার্থ ! (হে পার্থ ( ) এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই প্রকার) এনাং (ইহাকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) [নরঃ—মানব] ন বিমুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হয় না)। অন্তকালে অপি (মৃত্যু সময়েও) অস্যাং (ইহাতে) স্থিত্বা (অবস্থিত হইয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা জড়মুক্তি) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭২ ॥

শ্রীধরঃ—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতিঃ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কিং পুনর্ব্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২ ॥

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং **সাংখ্যযোগো** নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—যেহেতু এরূপ, সে-হেতু বলিতেছেন—"বিহায়" ইত্যাদি। প্রাপ্ত কাম্যবস্তুসকল 'বিহায়'—ত্যাগ করিয়া—উপেক্ষা করিয়া এবং অপ্রাপ্ত বস্তুসমূহে নিস্পৃহ হইয়া, যেহেতু নিরহঙ্কার অতএব বিষয়-ভোগসাধনসমূহে নির্ম্মম হইয়া, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া যে প্রারব্ধবশে বিষয়ে বিচরণ করে অর্থাৎ বিষয় ভোগ করে বা যে সে-স্থানে গমন করে, সে শান্তি লাভ করে ॥ ৭১ ॥

স্বঃ অনুঃ—পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাননিষ্ঠাকে প্রশংসা করিতে করিতে উপসংহার করিতেছেন—"এষা" ইত্যাদি। ব্রাহ্মী—স্থিতি—ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এইটী—এবম্বিধা। পরমেশ্বরের আরাধনাদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ এই ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতি লাভ করিয়া বিমুগ্ধ হন না অর্থাৎ পুনরায় সংসারে মোহপ্রাপ্ত হন না। যেহেতু অন্তকালে—মৃত্যুসময়েও ইহাতে ক্ষণকালমাত্র অবস্থান করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ—ব্রহ্মে লয় 'ঋচ্ছতি'—প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতে ইহাতে অবস্থান করিলে যে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ৭২ ॥

যিনি শোকরূপ পঙ্কে নিমগ্ন ভক্ত অর্জ্জুনকে সাংখ্যযোগ উপদেশদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার আশ্রয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধর-স্বামিকৃত টীকা 'সুবোধিনী'তে
সাংখ্যযোগনামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু এইরূপ, সেহেতু বলিতেছেন—] যে পুরুষসকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও নির্ম্মম হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তি লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

মূঃ অনুঃ—[উক্ত জ্ঞাননিষ্ঠার উৎকর্ষের স্তুতি করিতে করিতে উপসংহার করিতেছেন—] হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই প্রকার, ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া মানব সংসারে মুগ্ধ হয় না এবং মৃত্যুসময়ে ক্ষণকালও ইহাতে অবস্থিতি হইলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন ॥ ৭২ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতাখ্য শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে 'সাংখ্যযোগ' নামক দ্বিতীয়াধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

মধুসূদন—"সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ। ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈর্ভিন্নার্থমীপ্সিতম্ ॥ মধু ক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্ম-শুভাশুভে। ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনম্ ॥ পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু। করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ॥" বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের অন্যতম মধুবনে শ্রীকৃষ্ণ মধু দৈত্যকে বিনাশ করেন ॥ ৪ ॥

কার্পণ্য—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি,স কৃপণঃ।"(বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০)—যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মবস্তুকে না জানিয়াই এই জগৎ হইতে প্রস্থান করেন, তিনি কৃপণ। ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবই কার্পণ্য ॥৭

মাত্রাস্পর্শ—'মাত্রা' বিষয়সকল ইহাদের দ্বারা পরিমিত হয়—এই ব্যুৎপত্তি হইতে 'মাত্রা' শব্দে ত্বক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ জ্ঞাতব্য। স্পর্শ—ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা বিষয়গুলির অনুভব (ক্রিয়া)। সেই সকল স্পর্শই শৈত্য উষ্ণতা, সুখ-দুঃখাদি বিরুদ্ধধর্ম্মসমূহের বোধ করায় ॥ ১৪ ॥

সাংখ্য—"সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়া ইতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানম্ আত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্।" 'সংখ্যা' শব্দে সম্যক্ জ্ঞান, তাহাতে প্রকাশমান আত্মতত্ত্বই সাংখ্য ॥ ৩৯ ॥

গীতাসূত্রাধ্যায়—"দ্বিতীয় অধ্যায়কে গীতাসূত্রাধ্যায় বলা যায়; যে-হেতু ইহাতে বিস্পষ্টরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূপে তদুদ্দিষ্ট ভক্তি উক্ত হইয়াছে। ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত প্রশ্নকর্ত্তার স্বভাব-পরিচয়, ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মানাত্মবিবেক, ৩১ শ্লোক হইতে ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মান্তর্গত পাপ-পুণ্য-বিচার এবং ৩৯ শ্লোক হইতে অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের সংযোজকরূপ আত্মাযাথাত্ম্য-সাধক নিষ্কামকর্ম্মযোগ এবং সেই যোগস্থিত পুরুষের জীবন ও আচার প্রদর্শিত হইয়াছে।"—(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

পরিপ্রশ্নমালা

১। হৃদয়দৌর্ব্বল্য কাহাকে বলে? হৃদ্-দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অভিনয় করিয়া অর্জ্জুন কি কি যুক্তি প্রদান করিয়াছেন ও তাহাতে কি শিক্ষা নিহিত আছে? (গীতা ২।৩-৮)।

২। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন-গীতায় কাহাকে পণ্ডিত বলিয়াছেন? গীতার ৫।১৭ শ্লোকে যে পণ্ডিতের লক্ষণ আছে ও উদ্ধব-গীতায় (ভাঃ ১১।১৯। ৪১) যে পণ্ডিতের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? (গীতা ২।১১, ৫।১৭ ও ভাঃ ১১।১৯।৪১ শ্রীধর-স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য)।

৩। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে যুক্তিগুলি কি? দেহ ও দেহীতে পার্থক্য কি? (গীতা ২।২০-২৪)।

৪। পরমেশ্বরের সেবারূপ ধর্ম্মের বিফলতা আছে কি? (গীতা ২।৪০)।

৫। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কাহাকে বলে? যাহারা বহুশাখাবলম্বী, তাহাদিগকে গীতা কি বলিয়াছেন? (গীতা ২।৪১-৪৬)।

৬। কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ কি নির্গুণ? (গীতা ২।৪৫)।

৭। জীবের কর্ম্মফলে অধিকার নাই কেন? (গীতা ২।৪৭-৫১)।

৮। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নচতুষ্টয় কি ও শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছেন? (গীতা ২।৫৪-৬৪)।

৯। সংযমী ও বহির্ম্মুখগণের পরস্পর স্বভাবের পার্থক্য কি? (গীতা ২।৬৯)।

১০। ব্রাহ্মী স্থিতি কাহাকে বলে? (গীতা ২।৭১-৭২)।

———

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্মসাধন ও তৎসাধ্য জ্ঞানের সগুণত্ব কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের কথা শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুন তৃতীয় অধ্যায়ে প্রশ্ন করিতেছেন যে, 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হইলে তাঁহাকে কর্ম্মে প্রবোচিত করিবার কারণ কি?" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, সাধন-বিষয়ে নিষ্ঠা দুই প্রকার। যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ, তাঁহাদের সাংখ্য-জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, আর যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, তাঁহারা ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়া অবশেষে ভক্তির দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ জ্ঞান লাভ হয় না। কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণসমূহের দ্বারা অবশ হইয়া তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হয়। বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া মনে মনে যাহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ স্মরণ করে, তাহারা মিথ্যাচারী। অতএব অনধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম-সাধনই শ্রেষ্ঠ। সেই কর্ম্ম একমাত্র বিষ্ণুর আরাধনার জন্য না হইলে বন্ধনের কারণ হয়। অতএব নিষ্কাম হইয়া বিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যেই সকল চেষ্টা কর্ত্তব্য। যদি নিষ্কাম কর্ম্ম আচরণ করিতেও কোন ব্যক্তির শক্তি না হয়, তিনি সকাম হইয়াও ভগবদর্পিত কর্ম্ম আচরণ করিবেন। যিনি পঞ্চমহাযজ্ঞাদিদ্বারা দেবতাদিগকে তাঁহাদের প্রদত্ত অন্নাদি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হন। যাঁহারা যজ্ঞের অবশেষ গ্রহণ করেন,

তাঁহারাই পাপ হইতে মুক্ত হন। কাম্য কর্ম্মাধিকারিগণের মধ্যে যে-ব্যক্তি জগচ্চক্র-প্রবর্ত্তকরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করেন, সে-ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সেবক হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে। জনকাদি জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণ কর্ম্মের দ্বারা সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদর্শই অনুসরণ করিয়া থাকেন। অতএব লোকশিক্ষার্থও নিষ্কাম কর্ম্ম করা আবশ্যক। অজ্ঞান কর্ম্ম-সঙ্গীদিগের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া বিদ্বান্ তাহাদিগকে বিষ্ণুসেবাপর অখিল কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। অহঙ্কার-বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণই আপনাদিগকে কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে। কৃষ্ণে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহারই অভীষ্ট কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-বিচারে বিগুণ স্বধর্ম্মও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম ভাল নহে।

এই অধ্যায়ে অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কে জীবকে পাপে প্ররোচিত করে? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়, কামই জীবের অবিদ্যা ও নিত্য শত্রু; তাহা দুর্ব্বারিত অগ্নির ন্যায় জীবচৈতন্যকে আবৃত করে। যিনি আত্মা, তিনিই জীব। জড়বদ্ধাবস্থায় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া ভ্রান্তি হয়। জড় হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয়-অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধির অতীত আত্মাকে অবগত হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করিয়া কামকে বিনাশ করিতে হইবে।

শিক্ষা—কপটাচারী কর্ম্মসন্ন্যাসী না হইয়া একমাত্র বিষ্ণুর সেবার জন্য নিষ্কামভাবে অখিল-চেষ্টাদ্বারাই দুর্ব্বার কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কামনাই সকল অনর্থের মূল। কৃষ্ণকামের সেবার দ্বারা তাহা অনায়াসে বিনষ্ট হয়।

———

অর্জ্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—জনার্দ্দন ! (হে জনার্দ্দন !) কেশব ! (হে কেশব !) কর্ম্মণঃ (কর্ম্ম হইতে) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধিযোগ) শ্রেষ্ঠা (শ্রেষ্ঠ বলিয়া) তে (তোমার) মতা চেৎ (যদি অভিমত হয়), তৎ (তবে) কিং (কি নিমিত্ত) ঘোরে (হিংসাত্মক) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) মাং (আমাকে) নিয়োজয়সি (নিযুক্ত করিতেছ ?) ॥১॥

ব্যামিশ্রেণ ইব (যেন সন্দেহজনক) বাক্যেন (বাক্যদ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (বিমোহিতপ্রায় করিতেছ); [অতঃ—অতএব] যেন (যাহার দ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়, মঙ্গল) আপ্নুয়াং (লাভ করিতে পারি) তৎ একং (সেই একটী) নিশ্চিত্য বদ (তুমি নিশ্চয় করিয়া উপদেশ কর) ॥ ২ ॥

অত্রোপায়ঃ কর্ম্মযোগঃ প্রাধান্যেনোপসংহৃতঃ।

হরিণা জ্ঞানযোগশ্চ তদ্গুণত্বেন কীর্ত্তিতঃ ॥

শ্রীধরঃ—এবং তাবৎ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা, তদনন্তরং "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদিনা কর্ম্ম চোক্তং, ন চ তয়োর্গুণ-প্রধান ভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ, তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্কামত্বনিয়তে-ন্দ্রিয়ত্বনিরহঙ্কারত্বাদ্যভিধানাৎ "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ।" ইতি সপ্রশংসমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽ-ভিপ্রেতং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ জ্যায়সী চেদিতি। কর্ম্মণঃ সকাশান্মোক্ষান্ত-রঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেৎ তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং "তস্মাদ্ যুধ্যস্ব" ইতি "তস্মাদুত্তিষ্ঠ" ইতি চ বারং বারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি ॥ ১ ॥

শ্রীহরিকর্ত্তৃক এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগই প্রধানতঃ উপসংহৃত এবং জ্ঞানযোগও তদ্‌গুণরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সুঃ অনুঃ—এপর্য্যন্ত "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদিদ্বারা প্রথমতঃ দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিকে মোক্ষের সাধন বলা হইয়াছে। তদনন্তর "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদিদ্বারা কর্ম্মের সাধনত্বের কথাও উক্ত হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী অপ্রধান ও কোন্‌টী প্রধান, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হয় নাই। পূর্ব্বাধ্যায়ে বুদ্ধিযোগযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্কামত্ব, নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব ও নিরহঙ্কারত্বাদি গুণ কথিত হওয়ায় এবং "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ!" ইত্যাদি প্রশংসাসূচক বাক্যদ্বারা উপসংহার করায় বুদ্ধি ও কর্ম্মের মধ্যে বুদ্ধি কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় মনে করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন—জ্যায়সী চেৎ" ইত্যাদি। যদি তোমার মতে মোক্ষের অন্তরঙ্গতাহেতু কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি জ্যায়সী—অধিকতর শ্রেষ্ঠা হয়, তবে কি জন্য "তস্মাদ্‌ যুধ্যস্ব"—'অতএব যুদ্ধ কর', "তস্মাদুত্তিষ্ঠ"—'অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হও।' ইত্যাদি বারংবার বলিয়া ঘোরহিংসাত্মক কর্ম্মে আমাকে প্রবৃত্ত বা নিযুক্ত করিতেছ? ॥১॥

মূঃ অনুঃ—[এপর্য্যন্ত প্রথমতঃ দেহাত্ম-বিবেকবুদ্ধিকে মোক্ষের সাধন বলা হইয়াছে। তৎপর কর্ম্মের সাধনত্বের কথাও বলা হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী অপ্রধান কোন্‌টী প্রধান, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হয় নাই। পূর্ব্বাধ্যায়ে বুদ্ধিযুক্ত স্থিত প্রজ্ঞের নিষ্কামত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও নিরহঙ্কারত্বাদি গুণ কথিত হওয়ায় এবং "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ!" —এই প্রসংসাসূচক বাক্যদ্বারা উপসংহার করায় বুদ্ধি ও কর্ম্মের মধ্যে বুদ্ধিযোগ কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় মনে করিয়া] অর্জ্জুন কহিলেন— হে জনার্দ্দন! হে কেশব! যদি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কেন এই ঘোর অর্থাৎ হিংসাত্মক কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ? ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—অনঘ ! (হে নিষ্পাপ !) অস্মিন্ লোকে (ইহ লোকে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকার নিষ্ঠা) ময়া (মৎ কর্ত্তৃক) পুরা উক্তা (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)। সাংখ্যানাং (সাংখ্যবাদিগণের) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগদ্বারা) যোগিনাং (এবং যোগিগণের) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মযোগদ্বারা) [নিষ্ঠা ভবতি—নিষ্ঠা হয়] ॥৩॥

শ্রীধরঃ—নন্থ "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা, ক্বচিজ্ জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং, তেন মে বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব পরম-কারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি ইতীব শব্দেনোক্তম্। অত উভয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা ইদমেব শ্রেয়ঃ সাধনমিতি নিশ্চিতা যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি, তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ॥ ২॥

সুঃ অনুঃ—ওহে। "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" —'ধর্ম্মসম্মত যুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের অন্য মঙ্গল নাই" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কর্ম্মেরও শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন— "ব্যামিশ্রেণ" ইত্যাদি। কখনও কর্ম্মপ্রশংসা, কখনও জ্ঞানপ্রশংসা— এইরূপ ব্যামিশ্র অর্থাৎ যেন সন্দেহোৎপাদক বাক্য বলিতেছ, তদ্দ্বারা আমার বুদ্ধিকে উভয়দিকে দোলায়িত অর্থাৎ আন্দোলিত করিয়া যেন আমাকে মোহগ্রস্ত করিতেছ। তুমি পরমকরুণাময়, তুমি জীবকে কখনও মুগ্ধ কর না। তথাপি ভ্রান্তিবশতঃ আমার নিকট এইপ্রকার

শ্রীধরঃ—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞান-যোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়-মুক্তং স্যাৎ, তর্হি দ্বয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাৎ তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছেত ; ন তু ময়াতথোক্তম্ ; কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা গুণ প্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্র-মধিকারিভেদেনোক্তমিতি ; অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা, প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি, সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরি-পাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা। সাংখ্যভূমিকামারুরুক্ষূণাস্ত্ব অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূতকর্ম্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। অতএব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি ॥ ৩ ॥

প্রতিভাত হইতেছে ; ইহাই "ইব" শব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে। অতএব কর্ম্ম ও বুদ্ধিযোগের মধ্যে যেটী শুভদায়ক, তাহা নিশ্চিত করিয়া বল। অথবা যে অনুষ্ঠানদ্বারা 'ইহাই মঙ্গলের উপায়' এই নিশ্চয়পূর্ব্বক আমি শ্রেয়ঃ—মোক্ষ লাভ করিতে পারি, তাহার একটি উপায় নিশ্চিত করিয়া বল, ইহাই অর্থ ॥ ২ ॥ (স্বঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ" ইত্যাদিদ্বারা কর্ম্মেরও শ্রেষ্ঠত্বই উক্ত হইয়াছে, এই আশঙ্কায় অর্জ্জুন বলিতেছেন—] (কথনও কর্ম্ম-প্রশংসা, কথনও জ্ঞান-প্রশংসা) এইরূপ সন্দেহজনক বাক্যে আমার বুদ্ধিকে তুমি বিমোহিত প্রায় করিতেছ। এই দুইটীর মধ্যে আমি যাহাতে শ্রেয় লাভ করিতে পারি, সেই একটি তুমি নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২ ॥

সুঃ অনুঃ—এস্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"লোকেঽস্মিন্" ইত্যাদি। বাক্যার্থ এই—যদি আমি বলিতাম, মোক্ষ-সাধনে পরস্পর নিরপেক্ষ কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগরূপ দুইটী নিষ্ঠা আছে, তাহা হইলে "ঐ দুইটীর মধ্যে কোন্‌টি শুভ, তাহা বল" তোমার এরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হইত ; কিন্তু আমি ত' সেরূপ বলি নাই। ঐ দুইটী দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠাই উক্ত হইয়াছে ; কারণ, গুণ ও প্রকৃতিস্বরূপ তদুভয়ের (ঐ দুইটীর) স্বতন্ত্রতার অবসর নাই। একটীমাত্র নিষ্ঠারই অধিকারিভেদে প্রকার কথিত হইয়াছে। এই লোকে অর্থাৎ শুদ্ধাশুদ্ধচিত্ততাহেতু দ্বিবিধ লোকে—অধিকারী জনের মধ্যে দুইটী বিধা—প্রকার যাহাতে, সেইরূপ দ্বিবিধা নিষ্ঠা—মোক্ষপরতা, পুরা—পূর্ব্ব অধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞ মৎকর্তৃক স্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে। এখন তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) প্রকার দুইটী নির্দ্দেশ করিতেছেন—সাংখ্য-বাদিগণের—শুদ্ধান্তঃকরণ অথবা জ্ঞানভূমিকায় আরূঢ়গণের জ্ঞানের পরিপাকের (সিদ্ধির) জন্য জ্ঞানযোগ অর্থাৎ ধ্যানাদিদ্বারা নিষ্ঠা—ব্রহ্মপরতা "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিদ্বারা কথিত হইয়াছে। সাংখ্যভূমিকায় আরোহণেচ্ছু জনগণের পক্ষে "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিদ্বারা অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তথায় আরোহণের নিমিত্ত কর্ম্মযোগাধিকারী যোগি-গণের পক্ষে তাহার উপায়-স্বরূপ কর্ম্মযোগ-দ্বারা নিষ্ঠা কথিতা হইয়াছে। অতএব "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদি দ্বারা তোমার চিত্তের শুদ্ধি ও অশুদ্ধিরূপ অবস্থা-ভেদেই দ্বিবিধা নিষ্ঠা কথিতা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[ইহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন] হে অনঘ! ইহলোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা দৃষ্ট হয় ; পূর্ব্বে আমি ইহা বলিয়াছি। সাংখ্যবাদী বা জ্ঞানীদিগের জ্ঞানযোগদ্বারা এবং যোগিগণের কর্ম্মযোগদ্বারা নিষ্ঠা হয় ॥৩॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

পুরুষঃ (পুরুষ) কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ (কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান ব্যতীত) নৈষ্কর্ম্ম্যং (নৈষ্কর্ম্ম্য) ন অশ্নুতে (লাভ করিতে পারে না) ; সন্ন্যাসনাৎ এব (কেবল সন্ন্যাস দ্বারা) সিদ্ধিং চ (সিদ্ধিও) ন সমধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারে না) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি, অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। ননু চ "এবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি শ্রুত্যা সন্ন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি কিং কর্ম্মভিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং—ন চেতি। ন চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সন্ন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব, সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এবং জ্ঞানোৎপত্তি-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসকল করা কর্তব্য, অন্যথা চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানোদয় হয় না। তদুদ্দেশে বলিতেছেন—"ন কর্ম্মণাম্" ইত্যাদি। মানব কর্ম্মসমূহের অনারম্ভ—অননুষ্ঠানদ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য—জ্ঞান 'ন অশ্নুতে' লাভ করিতে পারে না। ওহে! "এবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" অর্থাৎ 'এইরূপেই পরিব্রাজকগণ (ব্রহ্ম) লোক লাভের নিমিত্ত প্রব্রজ্যা করেন', ইত্যাদি শ্রুতিবচনানুসারে সন্ন্যাসধর্ম্ম মোক্ষের অঙ্গ, এইরূপ শ্রুতিমর্ম্মদ্বারা প্রশ্ন হইতে পারে—"সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতেই মোক্ষ লাভ হইবে, তবে কর্ম্মসমূহের দ্বারা কি হইবে?" ইহা আশঙ্কাপূর্ব্বক বলিতেছেন—"ন চ" ইত্যাদি। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানরহিত সন্ন্যাসকার্য্যদ্বারাই সিদ্ধি—মোক্ষ কেহ সমধিগত হয় না—লাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

জাতু (কদাচিৎ) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালমাত্রও) কশ্চিৎ (কেহ) অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেই পারে না) । সর্ব্বঃ হি (সকলেই) প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত গুণসমূহদ্বারা) অবশঃ (বাধ্য হইয়া) কার্য্যতে (কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়) ॥৫॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মণাঞ্চ সন্ন্যাসস্তেম্বনাসক্তিমাত্রং, ন তু স্বরূপেণাশক্যত্বাদিত্যাহ—ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি। অত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—কর্ম্মসকলের সন্ন্যাস বলিতে কর্ম্মে অনাসক্তি বুঝিতে হইবে ; কিন্তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে। তাহাই বলিতেছেন—"ন হি কশ্চিৎ" ইত্যাদি। জাতু (কদাচিৎ)—কোনও অবস্থায়, ক্ষণমাত্রও ; কেহও—জ্ঞানী বা অজ্ঞান ব্যক্তি অকর্ম্মকৃৎ—কর্ম্ম না করিয়া অবস্থান করিতে পারে না—এ বিষয়ে হেতু এই যে, সকল ব্যক্তিই প্রকৃতিজ অর্থাৎ স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদিগুণদ্বারা অবশ—অস্বতন্ত্র হইয়া কর্ম্ম করে—কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[অতএব সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসকল কর্ত্তব্য, নচেৎ চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—] পুরুষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না এবং কেবল সন্ন্যাস অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানশূন্য কর্ম্মপরিত্যাগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬॥

যঃ (যে ব্যক্তি) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনসা (মনে মনে) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে) স্মরন্ আস্তে (স্মরণপূর্ব্বক অবস্থান করে), সঃ বিমূঢ়াত্মা (সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (কপটাচার বলিয়া) কথ্যতে (উক্ত হয়)॥ ৬॥

শ্রীধরঃ—অতোঽজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তেঽবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব অজ্ঞ—কর্ম্মত্যাগীকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি। বাক্-পাণিপ্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল সংযত—নিগৃহীত করিয়া যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ স্মরণ করিতে থাকে এবং চিত্তের অশুদ্ধতার দরুণ যাহার আত্মতত্ত্ববিষয়ে স্থিরতা নাই, সে ব্যক্তি মিথ্যাচার, কপটাচার বা দাম্ভিক বলিয়া কথিত হয়। ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৬॥

মূঃ অনুঃ—[কর্ম্মসকলের সন্ন্যাস বলিতে কর্ম্মে অনাসক্তি বুঝিতে হইবে; কিন্তু স্বরূপতঃ কর্ম্মের ত্যাগ নহে, যেহেতু তাহা অসম্ভব, ইহাই বলিতেছেন—] কোনও অবস্থায় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহ ক্ষণমাত্রকাল কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজাত গুণসমূহ সকলকেই বাধ্য করিয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া থাকে॥ ৫॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) মনসা (মনদ্বারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) নিয়ম্য (নিয়ত বা সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত)[সন্—হইয়া] কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহদ্বারা) কর্ম্মযোগম্ (কর্ম্মযোগ) আরভতে (অনুষ্ঠান করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হন) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতেঽনুতিষ্ঠতি, অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—উক্তপ্রকার ব্যক্তির বিপরীত কর্ম্মকর্ত্তা যে শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি। যে ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরসেবাপর করিয়া, অসক্ত—ফলাভিলাষরহিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহদ্বারা কর্ম্মরূপ যোগ-সাধন আরম্ভ করেন—অনুষ্ঠান করেন,, তিনি 'বিশিষ্যতে'—বিশিষ্ট (শ্রেষ্ঠ) হন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানবান্ হন ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইজন্য অজ্ঞ কর্ম্মত্যাগীকে নিন্দা করিতেছেন—যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে মনে মনে বিষয়-সকল স্মরণপূর্ব্বক অবস্থান করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি কপটাচারী বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[কিন্তু উক্ত প্রকারের বিপরীত কর্ম্মকর্ত্তা শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—] হে অর্জ্জুন! কিন্তু যে ব্যক্তি মনদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া ফলাভিলাষশূন্য হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ হন ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮॥

ত্বং (তুমি) নিয়তং কর্ম্ম (নিত্যকর্ম্ম) কুরু (কর) ; হি (যেহেতু) অকর্ম্মণঃ (অকর্ম্ম হইতে) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ)। অকর্ম্মণঃ চ (এমন কি, অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম-রহিত হইলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রাপি (দেহযাত্র ৺ও ন প্রসিধ্যোৎ (নির্ব্বাহ হইবে না)॥ ৮॥

শ্রীধরঃ—নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সন্ধ্যো-পাসনাদি কুরু, হি যস্মাদকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম। অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীর-নির্ব্বাহোঽপি ন ভবেৎ॥ ৮॥

স্বঃ অনুঃ—"নিয়তম্" ইত্যাদি। যেহেতু এরূপ সেহেতু নিয়ত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম কর, 'হি'—যেহেতু অকর্ম্ম—সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা কর্ম্ম করা 'জ্যায়ঃ'—শ্রেষ্ঠতর। অন্যথা কর্ম্মরহিত—সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহও সম্ভব হইবে না॥ ৮॥

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু এইরূপ, সেইহেতু কি কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছেন—] তুমি শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যেহেতু, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই ভাল। সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না॥ ৮॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) যজ্ঞার্থাৎ (বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (কর্ম্ম ব্যতীত) অয়ং লোকঃ (এই জীবলোক) কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মবদ্ধ) ; [অতঃ—অতএব] তদর্থং (বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে) মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কাম হইয়া) কর্ম্ম সমাচর (কর্ম্মের সম্যক্ আচরণ কর) ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুস্তান্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ ; তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা, লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্বধ্যতে, ন তু ঈশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণাঃ ; অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥ ৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—সাংখ্যবাদীরা বলেন—সকল কর্ম্মই বন্ধনের হেতু, অতএব কর্ম্ম করা উচিত নহে। এই মত নিরসনপূর্ব্বক বলিতেছেন—"যজ্ঞার্থাৎ" ইত্যাদি। যজ্ঞ—বিষ্ণু। যেহেতু শ্রুতি বলেন—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।" [যজ্ঞার্থ]—সেই বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্তই কর্ম্মসকল বিহিত হইয়াছে ; নতুবা একমাত্র বিষ্ণু ব্যতীত এই মনুষ্যলোক কর্ম্মবন্ধনযুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হয়, কিন্তু ঈশ্বরারাধনমূলক কর্ম্মদ্বারা বন্ধন হয় না। অতএব তদর্থে—বিষ্ণুর প্রীতির জন্য, মুক্তসঙ্গ—নিষ্কাম হইয়া সম্যগ্‌রূপে কর্ম্ম আচরণ কর ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[সাংখ্যবাদী বলেন—সকল কর্ম্মই বন্ধনের হেতু, অতএব কর্ম্ম করা উচিত নহে। এই মত নিরাকরণ করিয়া বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিয়া এই মনুষ্যগণ বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্মের সম্যগ্ আচরণ কর ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

পুরা (সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (ব্রাহ্মণাদি যজ্ঞাধিকারী) প্রজাঃ (প্রজাসমূহ) সৃষ্ট্বা (সৃষ্ট করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর), এষঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদ) অস্তু (হউক)। ১০ ॥

শ্রীধরঃ—প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞা যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসূয়ধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ ; তত্র হেতুঃ এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যক-কর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ॥ ১০ ॥

স্বঃ অনুঃ—প্রজাপতির বাক্য হইতেও কর্ম্মিগণ অকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই "সহযজ্ঞাঃ" ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়ে বলিতেছেন—সহযজ্ঞগণ —যাঁহারা যজ্ঞপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। [সহযজ্ঞগণ]— যজ্ঞাধিকারী ব্রহ্মাণাদি প্রজা, পূর্ব্বে—সৃষ্টির আদিতে, সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং" অর্থাৎ এই 'যজ্ঞদ্বারা তোমরা বৃদ্ধি লাভ কর' 'প্রসব' অর্থে—বৃদ্ধি। 'প্রসবিষ্যধ্বং' অর্থাৎ উত্তরোত্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি লাভ কর। এস্থলে কারণ এই,—এই যজ্ঞ 'বঃ'—তোমাদিগের 'ইষ্টকামধুক্'—অভিলষিত কামদোহনকারী অর্থাৎ অভীষ্টভোগপ্রদ হউক। এস্থলে যজ্ঞের কথা আবশ্যক-কর্ম্মোপলক্ষেই উক্তা হইয়াছে। কাম্যকর্ম্মের প্রশংসা এই প্রকরণে অসঙ্গত হইলেও সামান্যতঃ অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, ইহা বলাতে দোষ নাই ॥ ১০ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) [যূয়ং—তোমরা] দেবান্ (দেবগণকে) ভাবয়ত (ঘৃতাহুতি দ্বারা পোষণ কর) তে দেবাঃ (সেই দেবগণও) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু (পোষণ করুন); [এবং—এইরূপে] পরস্পরং (পরস্পর) ভাবয়ন্তঃ (পরিপোষণপূর্ব্বক) পরং শ্রেয়ঃ (পরমমঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত, তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনান্নোৎপত্তিদ্বারেণ। এবমন্যোঽন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুঃ—যজ্ঞ কিরূপে ইষ্টফল প্রদান করে? তাহাই বলিতেছেন—"দেবান্" ইত্যাদি। ইহাদ্বারা—যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে প্রীত কর অর্থাৎ ঘৃতাহুতিদ্বারা তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধন কর, সেই দেবতাগণও বৃষ্টিফলে অন্নাদি উৎপাদনের সুযোগ দিয়া 'বঃ'—তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করুন। এরূপে পরস্পরের পোষণদ্বারা দেবগণ ও তোমরা পরস্পর শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবে ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—[প্রজাপতির বাক্য হইতেও কর্ম্মিগণ অকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই "সহযজ্ঞাঃ" ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে বলিতেছেন—] সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা সহযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রজাসমূহের সৃষ্টি করিয়া এই বলিয়াছিলেন—'তোমরা যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর। কারণ, এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ভোগসকল প্রদান করিবে' ॥ ১০ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

দেবাঃ (দেবগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞে সম্বৰ্দ্ধিত হইয়া) বঃ (তোমাদিগকে) ইষ্টান্ ভোগান্ (বাঞ্ছিত ভোগ্যপদার্থসকল) দাস্যন্তে (প্রদান করিবেন)। হি (অতএব) তৈঃ দত্তান্ (তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তুসকল) এভ্যঃ (তাঁহাদিগকে অপ্রদায় প্রদান না করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) ভুঙ্ক্তে (স্বয়ং ভোগ করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) স্তেনঃ এব (চোরমাত্র) ॥১২॥

শ্রীধরঃ—এতদেব স্পষ্টিকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতা সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তে হি, অতো দেবৈর্দত্তানন্নাদীনেভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্ক্তে, স তু চৌর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

স্বঃ অনুঃ—এই কথাই স্পষ্ট করত কর্ম্ম না করিলে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—“ইষ্টান্” ইত্যাদি। দেবগণ যজ্ঞদ্বারা তুষ্ট হইয়া বৃষ্টিপ্রভৃতিদ্বারা ‘বঃ’ তোমাদিগকে ভোগ্যবস্তুসমূহ দান করিবেন। ‘হি’— অতএব দেবপ্রদত্ত অন্নাদি এই সকল দেবতাকে পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রদান না করিয়া যে ভোগ করে, তাহাকে চোর বলিয়াই জানিবে ॥১২ ॥

মূঃ অনুঃ—[যজ্ঞ কি করিয়া অভীষ্ট কাম্যফল প্রদান করে, তাহাই বলিতেছেন—] এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে ঘৃতাহুতিদানে পোষণ কর এবং দেবগণও তোমাদিগকে বৃষ্ট্যাদিদ্বারা পোষণ করুন ; এইরূপে পরস্পর পরিপোষণদ্বারা তোমরা পরমমঙ্গল লাভ কর ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—[উক্ত কথাই স্পষ্ট করিয়া কর্ম্ম না করিলে, কি দোষ হয়, তাহা বলিতেছেন—] যজ্ঞে সম্বৰ্দ্ধিত দেবগণ তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন। তাঁহাদের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসকল তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে চোর ॥ ১২ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশিষ্টভোজী) সন্তঃ (সাধুগণ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সর্ব্ববিধ পাপ হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)। যে তু (পক্ষান্তরে, যাহারা), আত্মকারণাৎ (নিজের ভোজনের নিমিত্ত) পচন্তি) পাক করে, তে পাপাঃ (সেই দুরাচারগণ) অঘং (পাপই) ভুঞ্জতে (ভক্ষণ করে) ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—ইতশ্চ যজন্ত এব শ্রেষ্ঠা নেতরা ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি ॥" ইতি যে তু আত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি, ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুঃ—অতএব যজ্ঞকারিগণই শ্রেষ্ঠ, অন্যে নহে—ইহাই বলিতেছেন—"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ" ইত্যাদি। যাঁহারা বৈশ্বদেবাদির যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা পঞ্চসূনাদিকৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। স্মৃতিতে পঞ্চসূনাও এরূপ কথিত আছে—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি ॥" অর্থাৎ গৃহস্থের পক্ষে মুসল, জাতা, চুল্লী, কুম্ভাধার ও মার্জ্জনী—এই পাঁচটী জীব-বধস্থান বা পাপস্থান, ইহাদের ফলে গৃহস্থ স্বর্গ লাভ করিতে পারে না। অতএব যাহারা নিজের ভোজনের জন্যই রন্ধন করে কিন্তু বৈশ্বদেবাদির নিমিত্ত করে না, সে সকল পাপী—দুরাচার ব্যক্তি কেবল পাপ ভক্ষণ করে ॥ ১৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[অতএব যজ্ঞকারীরাই শ্রেষ্ঠ, অন্যে নহে, ইহাই বলিতেছেন—] যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারী সাধুগণ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন ; যাহারা কেবল আপনার জন্যই অন্ন পাক করে, সে-সকল দুরাচার পাপই ভোজন করে ॥ ১৩ ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥

ভূতানি (প্রাণিগণ) অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), পর্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টি হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের উৎপত্তি হয়), পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি (যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়) যজ্ঞঃ চ (এবং যজ্ঞ) কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়)॥ ১৪॥

শ্রীধরঃ—জগচ্চক্র প্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ভূতান্যুৎপদ্যন্তে, অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নন্ততঃ প্রজাঃ" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৪॥

সুঃ অনুঃ—সংসারচক্রপ্রবর্ত্তনের হেতু বলিয়াও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য—ইহাই "অন্নাৎ" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। শুক্রশোণিতরূপে পরিণত অন্ন হইতে প্রাণিগণ উদ্ভূত হয়। মেঘ হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে অন্নের সৃষ্টি হয়। সেই মেঘ যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত হয়। আবার, সেই যজ্ঞ, কর্ম্ম হইতে জাত হয়। উহা কর্ম্মসমুদ্ভব—কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ যজমানাদির ব্যাপারদ্বারা সম্যক্ সম্পন্ন হয়। যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে, আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নন্ততঃ প্রজাঃ।" অর্থাৎ অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যের নিকট পৌঁছে, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন (শস্য), অন্ন হইতে প্রজা (প্রাণী) উদ্ভূত হয়॥ ১৪॥

মূঃ অনুঃ—[সংসারচক্র-প্রবর্ত্তনের কারণ বলিয়াও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহাই "অন্নাৎ" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন—] প্রাণিগণ শুক্র-শোণিতরূপে পরিণত অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয় ; বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়॥ ১৪॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ম্ম (কর্ম্ম) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদ হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিও), ব্রহ্ম (বেদ অক্ষরসমুদ্ভবম্ (পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন), তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বগতং (সর্ব্বব্যাপী) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) নিত্যং (সর্ব্বদা) যজ্ঞে (যজ্ঞে) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছেন) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—তথা কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি, "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ" ইতি শ্রুতেঃ, যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞ প্রবৃত্তেরত্যন্তমভিপ্রেতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে ইতি প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি, "উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ" ইতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম্ম, তস্মাৎ সর্ব্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু সিদ্ধার্থ-প্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যেণ প্রতিষ্ঠিতং, অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও "কর্ম্ম" ইত্যাদি। সেই যজমানাদিব্যাপাররূপ কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে জাত বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম যে বেদ, তাহা হইতে প্রবৃত্ত বলিয়া জানিবে, আবার সেই বেদনামক ব্রহ্ম অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবান্ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিবে। এস্থলে শ্রুতি প্রমাণ এই—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ" অর্থাৎ "এই যে ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ—ইঁহারা এই মহাপুরুষের নিঃশ্বাস-স্বরূপ।" যেহেতু, এরূপে অক্ষর (বেদ) হইতেই যজ্ঞের প্রবৃত্তি এবং যজ্ঞ অত্যন্ত অভিলষিত, সেহেতু 'সর্ব্বব্যাপী অক্ষর পরব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

পার্থ ! (হে পার্থ !) এবং প্রবর্ত্তিতং (এইরূপ প্রবর্ত্তিত) চক্রং (চক্রকে) যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (এই জীবনে) ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুবর্ত্তন করে না), সঃ (সেই) অঘায়ুঃ (পাপাত্মা) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ) মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবন ধারণ করে) ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদি-চক্রং প্রবর্ত্তিতং, তস্মাৎ তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ—এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্বেদাখ্যব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ, ততঃ কর্ম্ম-নিষ্পত্তিঃ, ততঃ পর্জন্যঃ, ততোঽন্নং ততো ভূতানি ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ, যত ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েষ্বেবারমতি, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি, অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬ ॥

প্রতিষ্ঠিত আছেন।' উপায়স্বরূপ যজ্ঞের দ্বারা পরব্রহ্মকে লাভ করা যায় এবং তিনি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত এইরূপ কথিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ যেমন বলা হয়—"উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ" অর্থাৎ "লক্ষ্মী সর্ব্বদা উদ্যমে বাস করেন।" অথবা যেহেতু কর্ম্মই জগচ্চক্রের মূল, সে-হেতু সর্ব্বগত—মন্ত্রার্থবাক্যদ্বারা সকল সিদ্ধার্থ-প্রতিপাদক ভূতার্থাখ্যানাদিতে নিহিত বা স্থিত, তাৎপর্য্যক্রমে বেদনামক ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, ইহা বুঝিতে হইবে ; অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্ম করা উচিত, ইহাই অর্থ ॥ ১৫ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[আর—] কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্ম বা বেদ অক্ষর (পরব্রহ্ম) হইতে উদ্ভূত। অতএব সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫ ॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে মানব) আত্মরতিঃ (আত্মাতে প্রীতিবিশিষ্ট), আত্মতৃপ্তঃ এব চ (ও আত্মাতেই পরিতৃপ্ত), আত্মনি এব (আত্মাতেই) সন্তুষ্টশ্চ (সন্তুষ্ট) স্যাৎ (থাকেন), তস্য (তাঁহার) কার্য্যং (কোন কার্য্য) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ১৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—যেহেতু এইপ্রকারে পরমেশ্বর-কর্তৃকই ভূতগণের পুরুষার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মাদিচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেহেতু ঐ কর্ম্ম যে অনুষ্ঠান করে না, তাহার জীবনই বৃথা। ইহাই বলিতেছেন—"এবম্" ইত্যাদি। পরমেশ্বরের বাক্যস্বরূপ বেদাখ্য ব্রহ্ম হইতে জীবগণের কর্ম্মে প্রবৃত্তি, তাহা হইতে কর্ম্মসম্পাদন, অতঃপর (যাগাদি) কর্ম্ম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন (শস্য), অন্ন হইতে জীবগণের উৎপত্তি, পুনরায় (জীবগণের) পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি—এইরূপে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্র যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন না করে—অনুষ্ঠান না করে, সে অঘায়ুঃ—অঘ অর্থাৎ পাপরূপ আয়ুঃ যাহার তদ্রূপ ; যেহেতু সে [ইন্দ্রিয়ারাম]—ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয়সমূহেই সম্যগ্ রত হয়, কিন্তু ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মে রত হয় না, অতএব সে মোঘ—ব্যর্থ জীবন ধারণ করে ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু এই প্রকারে পরমেশ্বরকর্তৃক জীবগণের পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য কর্ম্মাদিচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইহেতু যে কর্ম্ম করে না, তাহার জীবনই বৃথা, ইহাই বলিতেছেন—] হে পার্থ ! যে ব্যক্তি এইরূপে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন করে না, সেই পাপাত্মা ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ বৃথাই জীবন ধারণ করে ॥ ১৬ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ইহ (ইহলোকে) কৃতেন (কৃতকর্ম্ম দ্বারা) তস্য (তাঁহার) অর্থঃ ন এব (পুণ্য হয় না), ন চ অকৃতেন কশ্চন (কর্ম্মের অকরণ দ্বারাও কোন পাপ হয় না), সর্ব্বভূতেষু চ (সর্ব্বভূতেও) অস্য (ইহার) কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (মোক্ষ বা পরাভক্তি লাভের নিমিত্ত কোন আশ্রয়ণীয় বস্তু) ন [বিদ্যতে] (নাই) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃ-করণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ অতএবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি ॥ ১৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহাই এইরূপে "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ", ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মযোগের কথা বলিয়া জ্ঞানীর পক্ষে যে কর্ম্মের কোন আবশ্যকতা নাই, ইহাই "যস্ত" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। [আত্মরতি]—আত্মাতেই (পরমাত্মাতেই) রতি—প্রীতি যাঁহার তিনি। অতঃপর [আত্মতৃপ্ত]—আত্মাতেই তৃপ্ত অর্থাৎ আত্মানন্দানুভবদ্বারা সুখী অতএব আত্মাতেই সন্তুষ্ট—ভোগাকাঙ্খারহিত যিনি তাঁহার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইরূপে "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা অজ্ঞানীর অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য কর্ম্মযোগের কথা বলিয়া জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম অনুপযোগী ইহাই "যস্ত" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] পরন্তু যে মানব আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে না ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি "তস্মাৎ তদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" ইতি শ্রুতেঃ মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাত্তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদপ্যর্থব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয় এব ব্যপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ, বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ; তথা চ শ্রুতিঃ—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যৈ ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" ইতি, হ নেত্যব্যয়মপ্যর্থে, দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবৈষাং দেবানাং ন প্রিয়ম্" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্ত্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনু—তাহার কারণ বলিতেছেন—"নৈব" ইত্যাদি। কৃতকর্ম্ম-দ্বারা তাঁহার প্রয়োজন অর্থাৎ পুণ্য নাই, আর, কর্ম্ম না করার দরুণ তাঁহার কোন প্রত্যবায় (পাপ) নাই, যেহেতু তিনি নিরহঙ্কার বলিয়া বিধিনিষেধের অতীত। তথাপি "তস্মাৎ তদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" অর্থাৎ 'যেহেতু এই দেবগণের ইহা প্রিয় নয় যে, মনুষ্যগণ এই ব্রহ্মকে জানুক।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে মোক্ষে দেবকৃত বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, অতএব বিঘ্ননিবারণের নিমিত্ত কর্মের দ্বারা দেবগণের সেবা করা উচিত—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিয়াছেন—ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে তাহার কোন অর্থব্যপাশ্রয় নাই। আশ্রয়ই ব্যপাশ্রয়, অর্থে —মোক্ষবিষয়ে ব্যপাশ্রয় নাই অর্থাৎ আশ্রয়ণীয় (কোন প্রাণী) নাই, যেহেতু উহার বিঘ্নের অভাব শ্রুতি কর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯॥

তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (কর্ম্মফলে অনাসক্ত) [সন্—হইয়া] সততং (সর্ব্বদা) কার্য্যং কর্ম্ম (বিহিত কর্ম্ম) সমাচর (সম্যগ্ আচরণ কর), হি (যেহেতু), অসক্তঃ [সন্] (অসক্ত হইয়া) কর্ম্ম (কর্ম্ম) আচরন্ (সম্পন্ন করিলে) পুরুষঃ (পুরুষ) পরম্ (মোক্ষ, পরমভক্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবন্তু তস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগো নান্যস্য, তস্মাৎ ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্য-কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিও বলেন—"তস্যহ ন দেবাশ্চ নাভূত্যৈ ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি," অর্থাৎ 'দেবগণও তাঁহার অমঙ্গল করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু আত্মাই ইহাদের রক্ষাকর্ত্তা।' 'হ ন' এই অব্যয় পদটী 'অপি' অর্থে ব্যবহৃত। দেবগণও সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অভূতি—ব্রহ্মভাবের (ঈশ্বরারাধনের) প্রতিবন্ধক হইতে 'ন ঈশতে'—সমর্থ হয় না—ইহাই শ্রুতির অর্থ। দেবকৃত বিঘ্নসকল সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই ঘটিয়া থাকে। "যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবৈষাং দেবানাং ন প্রিয়ম্" এই শ্রুতিদ্বারা দেবগণের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানেরই অপ্রিয়ত্ব-উক্তিদ্বারা তদ্বিষয়েই বিঘ্নকারকত্ব সূচিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[এক্ষণে তাহার কারণ বলিতেছেন—] ইহলোকে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার (আত্মরতিবিশিষ্ট ব্যক্তির) পুণ্য হয় না এবং কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলেও (নিরহঙ্কারত্বহেতু) কোন পাপ হয় না ; আর সর্ব্বভূতের মধ্যে মোক্ষের নিমিত্ত তাঁহাকে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৮ ॥

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২ ॥

জনকাদয়ঃ (জনকাদি মহাত্মগণ) কর্ম্মণা এব হি (কর্ম্মদ্বারাই) সংসিদ্ধিম্) সম্যগ্-জ্ঞান) আস্থিতাঃ (লাভ করিয়াছিলেন)। লোকসংগ্রহম্ অপি (লোকসংগ্রহও) সংপশ্যন্ (সম্যগ্ আলোচনা করিয়া) [কর্ম্ম] কর্ত্তুম্ এব (করাই) অর্হসি (তোমার উচিত) ॥২০॥

শ্রীধরঃ—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব **শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ** সংসিদ্ধিং সম্যগ্ জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি **ত্বং** সম্যগ্ জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে, তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ—লোক-সংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং "ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি, অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেদি"ত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুঃ—যেহেতু এইরূপ জ্ঞানীর পক্ষেই কর্ম্মের অনুপযোগিতা, কিন্তু অন্যের নহে, সেইজন্য 'তুমি কর্ম্ম কর' ইহাই বলিতেছেন—"তস্মাৎ" ইত্যাদি। অসক্ত—ফলাকাঙ্খারহিত হইয়া কার্য্য—অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্যগ্ আচরণ কর। 'হি—যেহেতু অসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীব চিত্তশুদ্ধিদ্বারা পরমমোক্ষ লাভ করে ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু উক্ত আত্মরতি জ্ঞানীর পক্ষেই কর্ম্মের উপযোগিতা নাই, অপরের পক্ষে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই হেতু তুমি সেইরূপ জ্ঞানী নহ বলিয়া কর্ম্ম কর, ইহাই বলিতেছেন—] অতএব অসক্ত অর্থাৎ ফলাকাঙ্খাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সর্ব্বদা আচরণ কর। যেহেতু পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম্ম আচরণ করিলে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ১৯ ॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন), ইতরঃ জনঃ (সাধারণ ব্যক্তি) তৎ তৎ এব (সেই সেই কর্ম্ম) [আচরতি—আচরণ করে]। সঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহা) প্রমাণং (প্রমাণ বলিয়া) কুরুতে (স্বীকার করেন), লোকঃ (সাধারণ লোকও) তৎ (তাহাই) অনুবর্ত্ততে (অনুসরণ করে)॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাৎ তদাহ—যদ্‌যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি, স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে, তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুঃ—এস্থলে সদাচারের প্রমাণ দিতেছেন—"কর্ম্মণৈব" ইত্যাদি। কর্ম্মদ্বারাই (জনকাদি) শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া সংসিদ্ধি—সম্যগ্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই অর্থ। যদিও তুমি নিজকে সম্যগ্ জ্ঞানী বলিয়া মনে কর, তথাপি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা মঙ্গলজনকই, ইহাই বলিতেছেন—"লোকসংগ্রহম্" ইত্যাদি। [লোকসংগ্রহ]—লোকের সংগ্রহ—স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তন অর্থাৎ 'আমি কর্ম্ম করিলে সকল লোকই কর্ম্ম করিবে, অন্যথা পণ্ডিতের দৃষ্টান্তে মূর্খ নিজধর্ম্ম—নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতিত হইবে।' এইরূপ বিচারপূর্ব্বক লোকরক্ষাও অবশ্য প্রয়োজন মনে করিয়া কর্ম্ম করাই তোমার উচিত, কিন্তু ত্যাগ করা উচিত নহে, ইহাই মর্ম্ম ॥২০॥

মূঃ অনুঃ—[এস্থলে সদাচারের প্রমাণ দেখাইতেছেন—] জনকাদি মহাত্মগণ কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধি (সম্যগ্ জ্ঞান) লাভ করিয়াছিলেন। অতএব লোকসকলকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিবার সম্বন্ধে সম্যগ্ আলোচনা করিয়া তুমি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও ॥ ২০ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

পার্থ! (হে পার্থ!) মে (আমার) কর্ত্তব্যং নাস্তি (কোন কর্ত্তব্য নাই); [যতঃ—যেহেতু] ত্রিষু লোকেষু (ত্রিভুবনে) [মম—আমার] অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) [বা] অবাপ্তব্যং (পাইবার যোগ্য) কিঞ্চন (কিছুমাত্র বস্তু) ন [অস্তি] (নাই), [তথাপি] কর্ম্মণি (কর্ম্মে) বর্ত্তে এব চ (আমি প্রবৃত্ত হইয়া আছি) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—ত্রিভিঃ ন মে পার্থ। হে পার্থ! মে কর্ত্তব্যং নাস্তি যতস্ত্রিষ্বপি লোকেষনবাপ্তমপ্রাপ্তং সং অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং কিঞ্চন নাস্তি, তথাপি কর্ম্মণ্যহং বর্ত্ত এব কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুঃ—(শ্রেষ্ঠলোকের) কর্ম্মদ্বারা কিরূপে সাধারণ লোকও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন—"যদ্ যদ্" ইত্যাদি। ইতর—প্রাকৃত বা অজ্ঞজন, সেই সেই কর্ম্ম আচরণ করে। তিনি—শ্রেষ্ঠব্যক্তি কর্ম্মশাস্ত্র অথবা কর্ম্মনিবৃত্তিপর জ্ঞানশাস্ত্র, যাহাই প্রমাণ মনে করেন, অন্য লোকও তাহাই অনুসরণ করে ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুঃ—তদ্বিষয়ে 'আমিই দৃষ্টান্ত' ইহাই—"ন মে পার্থ!" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—হে পার্থ! আমার কোন কর্ত্তব্য নাই। যেহেতু, ত্রিলোকেও আমার অনবাপ্ত—অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, আর অবাপ্তব্য—প্রাপ্যও কিছু নাই। তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

মূঃ অনুঃ—[শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কর্ম্ম করিলে অজ্ঞগণও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহাই বলিতেছেন—]শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকও তাহাই আচরণ করে। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, সাধারণ লোকও তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

পার্থ! (হে পার্থ!) যদি অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ [সন্] (আলস্যশূন্য হইয়া) কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং (কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করি), [তর্হি—তবে] হি (নিশ্চয়ই) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বথা) মম (আমার) বর্ত্ম (পথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুকরণ করিবে) ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি,—যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং, তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তেঽনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুঃ—নিজে কর্ম্ম না করিলে যে লোকের নাশ হয়, তাহা প্রদর্শন-পূর্ব্বক ভগবান্ বলিতেছেন—"যদি হ্যহম্" ইত্যাদি। জাতু—কদাচিৎ, অতন্দ্রিত—অনলস হইয়া যদি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, অর্থাৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করি, তবে মানবগণ আমারই বর্ত্ম—পথ 'অনুবর্ত্তন্তে'—অনুসরণ করিবে, ইহাই অর্থ ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—['এ বিষয়ে আমিই দৃষ্টান্ত'—ইহাই শ্রীভগবান্ তিনটী শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন—] হে পার্থ! আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই, যেহেতু তিন লোকে আমার অপ্রাপ্ত বা পাইবার যোগ্য কোন বস্তুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥

মূঃ অনুঃ—[কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে লোকের নাশ ঘটিয়া থাকে, তাহাই দেখাইতেছেন—] হে পার্থ! যদি আমি কখনও আলস্যশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে মনুষ্যগণ আমারই পথ সর্ব্বপ্রকারে অনুকরণ করিবে ॥ ২৩ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

চেৎ (যদি) অহং (আমি) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন কুর্য্যাম্ (না করি), [তর্হি—তবে] ইমে লোকাঃ (এই সকল লোকই) উৎসীদেয়ুঃ (বিনষ্ট হইবে), চ (এবং) [অহং—আমি] সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করের) কর্ত্তা (কর্ত্তা) স্যাম্ (হইব), [এবম্ অহমেব—এরূপে আমিই] ইমাঃ প্রজাঃ (এই সকল প্রজা) উপহন্যাম্ (বিনষ্ট করিব) ॥ ২৪ ॥

ভারত (হে ভারত!) কর্ম্মণি সক্তাঃ (কর্ম্মে আসক্ত) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞগণ) যথা (যেরূপ) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্তি (করিয়া থাকে), বিদ্বান্ (জ্ঞানীও) অসক্তঃ (অনাসক্ত) [সন্—হইয়া] লোকসংগ্রহং (লোকসংগ্রহ) চিকীর্ষুঃ (করিতে ইচ্ছুক হইয়া) তথা (সেইরূপ কার্য্য) কুর্য্যাৎ (করিবেন) ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ং, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি অসক্তঃ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহাতে কি হয়, তাহাই বলিতেছেন—"উৎসীদেয়ুঃ" ইত্যাদি। উৎসন্ন হইবে অর্থাৎ ধর্ম্মলোপবশতঃ লোকসকল বিনষ্ট হইবে। অতঃপর যে বর্ণসঙ্কর হইবে তাহারও আমিই কর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক হইয়া পড়িব। এইরূপে আমিই প্রজাগণকে উপহত অর্থাৎ পাপমলিন করিব ॥২৪॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাতে কি ঘটে, তাহাই বলিতেছেন—] যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে নিশ্চয়ই সকল লোক উৎসন্ন (বিনষ্ট) হইয়া যাইবে, আর আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা এবং এই প্রজাসকলের বিনাশকারী হইব ॥২৪॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥

অজ্ঞানাং (অজ্ঞ) কর্ম্মসঙ্গিনাং (কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিভেদ) ন জনয়েৎ (উৎপাদন করিবে না)। [অপিতু] বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) যুক্তঃ (অনাসক্ত) [সন্—হইয়া] সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) সমাচরন্ (সম্যগ্ অনুষ্ঠান করিয়া) [অজ্ঞান্—অজ্ঞগণকে] জোষয়েৎ (কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন) ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামতএব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মসক্তানামকর্ত্তাত্মোপ-দেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ কর্ম্মণঃ সকাশদ্বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ। অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথং যুক্তোঽবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুঃ—সেই নিমিত্ত আত্মবিৎ পুরুষও লোকশিক্ষার্থ জনসমাজের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন—"সক্তাঃ" ইত্যাদি। কর্ম্মে সক্ত—অভিনিবিষ্ট হইয়া যেরূপ অজ্ঞজনগণ কর্ম্মসকল করে, অনাসক্ত বিদ্বান্ বা জ্ঞানী পুরুষও লোকদিগের স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই নিমিত্ত আত্মজ্ঞ পুরুষও লোকশিক্ষার্থ জনসমাজের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন—] হে ভারত! কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানিগণ যেমন কর্ম্ম করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণও কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া লোকদিগকে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কর্ম্ম করেন ॥ ২৫ ॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণৈঃ (গুণসমূহদ্বারা) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) কর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত হয়), [কিন্তু] অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি) 'অহং কর্ত্তা' (আমিই কর্ত্তা) ইতি (এইরূপ) মন্যতে (মনে করে) ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ বিদুষাপি চেৎ কর্ম্মকর্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতে-র্গুণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। অত্র হেতুঃ অহমিতি। অহংকারেণেন্দ্রি-য়াদিষ্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ় আত্মা বুদ্ধির্যস্য সঃ ॥ ২৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, কৃপাপূর্ব্বক (অজ্ঞদিগকে) তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত, তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—না, তাহা নহে, যথা—"ন বুদ্ধিভেদং" ইত্যাদি। অজ্ঞ অতএব কর্ম্মসঙ্গীদিগের—কর্ম্মসক্তদিগের অকর্ত্তৃভাবের আত্মোপদেশদ্বারা বুদ্ধির ভেদ—অন্যথাত্ব জন্মাইবে না অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে উহাদের বুদ্ধি-চাঞ্চল্য ঘটাইবে না। অপিতু তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবে অর্থাৎ অজ্ঞদিগের দ্বারা সেবা করাইবে—কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে, ইহাই অর্থ। কিরূপে ? (তদুত্তরে বলিতেছেন—) যুক্ত—অবহিত অর্থাৎ নিবিষ্ট হইয়া স্বয়ং আচরণ করিয়া অজ্ঞগণের বুদ্ধিকে বিচলিতা করিলে কর্ম্মসমূহে শ্রদ্ধা হ্রাস পাইবে, আবার জ্ঞানেরও উৎপত্তি হইবে না, অতএব উভয়তঃ তাহারা ভ্রষ্ট হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল কৃপা করিয়া অজ্ঞদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন,—না, তাহা নহে—] অজ্ঞ কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। পরন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি অবহিত হইয়া সকল কর্ম্ম স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক অজ্ঞদিগকে কর্ম্ম করাইবেন ॥ ২৬ ॥

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

মহাবাহো ! (হে মহাবীর অর্জ্জুন !) গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মার পার্থক্য) তত্ত্ববিৎ (যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তিনি), গুণাঃ (ইন্দ্রিয়গণই) গুণেষু (বিষয়সমূহে) বর্ত্তন্তে (প্রবৃত্ত হইয়া থাকে), ইতি (ইহা) মত্বা (মনে করিয়া) তু ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিমান করে না) ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মেভ্যোহপ্যাত্মনো বিভাগঃ। তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্যস্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুঃ—ওহে ! যদি জ্ঞানীরও কর্ম্ম করিতে হয়, তবে অজ্ঞ ও বিজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য কি ? ইহা আশঙ্কা করিয়া "প্রকৃতেঃ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছেন। প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা—প্রকৃতির কার্য্যভূত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা। [বদ্ধজীব] সর্ব্বশঃ—সর্ব্বপ্রকারে, ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহের 'আমিই কর্ত্তা,—'আমিই করি' ইহা মনে করে। তদ্বিষয়ে কারণ "অহম্" ইত্যাদি। [অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা] অহঙ্কার—ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি বা আসক্তিহেতু বিমূঢ় আত্মা বুদ্ধি যাহার ॥ ২৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল জ্ঞানিগণেরও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বিশেষত্ব কি ? ইহা আশঙ্কা করিয়া উভয়ের পার্থক্য দেখাইতেছেন—"প্রকৃতেঃ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা—] প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা কর্ম্মসকল সম্পাদিত হয় ; কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি 'আমিই কর্ত্তা এইরূপ মনে করিয়া থাকে ॥২৭॥

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণসংমূঢ়াঃ (গুণসমূহদ্বারা সম্যগ্‌রূপে মুগ্ধ ব্যক্তিগণ) গুণকর্ম্মসু (ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়ক কর্ম্মসমূহে) সজ্জন্তে (আসক্ত হ:) ; কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি) তান্ (সেইসকল), অকৃৎস্নবিদঃ (অজ্ঞ) মন্দান্ (মন্দমতিগণকে) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করিবেন না) ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—"ন বুদ্ধিভেদম্" ইত্যুপসংহরতি—প্রকৃতেরিতি। যৈঃ প্রকৃতেগু'ণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কুর্ম্ম ইতি তানকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুঃ—বিদ্বান্ ব্যক্তি সেরূপ মনে করেন না, ইহাই বলিতেছেন—"তত্ত্ববিৎ" ইত্যাদি। 'আমি গুণাত্মক নহি', অর্থাৎ গুণসমূহ হইতে আমার ভেদ আছে, 'আমার কর্ম্ম নাই' অর্থাৎ কর্ম্মসকল হইতেও আত্মার ভেদ আছে, যে ব্যক্তি গুণকর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্ব জানে, সে কর্ম্মে আসক্ত হয় না অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ করে না। তদ্বিষয়ে কারণ—"গুণাঃ" ইত্যাদি। 'গুণসমূহ—ইন্দ্রিয়সমূহ গুণসকলে—বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু আমি নহি' ইহা মনে করিয়া ॥ ২৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[কিন্তু জ্ঞানীরা সেইরূপ মনে করেন না, ইহাই বলিতেছেন—] হে মহাবাহো! গুণ ও কর্ম্মের সহিত আত্মার পার্থক্য যিনি যথার্থতঃ জানেন, তিনি, গুণই (ইন্দ্রিয়গণই) গুণে (বিষয়ে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—ইহা জানিয়া কর্ত্তাভিমান করেন না ॥ ২৮ ॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) অধ্যাত্ম-চেতসা (অধ্যাত্মচিত্তদ্বারা অর্থাৎ 'অন্তর্যামীর অধীনে আমি কর্ম্ম করিতেছি' এরূপ বুদ্ধিতে) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্ম্মমঃ (ও মমতাশূন্য হইয়া) বিগতজ্বরঃ ভূত্বা (শোকরহিত হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩০ ॥

যে (যে সকল) মানবাঃ (মনুষ্য) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনসূয়ন্তঃ (ও অসূয়াশূন্য হইয়া) মে (আমার) ইদং (এই) মতং (মতের) নিত্যং (সর্ব্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুবর্ত্তন করেন) তে অপি (তাঁহারাও) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মবন্ধন হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন) ॥ ৩১॥

শ্রীধরঃ—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিৎ, অতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসান্তর্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামোঽত এব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরস্ত্যক্ত শোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুঃ—"ন বুদ্ধিভেদম্" ইত্যাদির উপসংহারে বলিতেছেন—"প্রকৃতেঃ" ইত্যাদি। যে সকল প্রাকৃত গুণদ্বারা—সত্ত্বাদিগুণদ্বারা সংমূঢ় হইয়া গুণসমূহে ইন্দ্রিয়সকলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ কর্ম্মসমূহে যাহারা আসক্ত হয়, তাহারা 'আমরা কর্ত্তা' এই বুদ্ধিযুক্ত, অল্পজ্ঞ ও মন্দমতি। তাহাদিগকে কৃৎস্নবিৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

মূঃ অনুঃ—["ন বুদ্ধিভেদং" বাক্যের উপসংহারে বলিতেছেন—] প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ-সমূহ দ্বারা সম্যগ্‌রূপে মুগ্ধ ব্যক্তিগণ গুণ ও কর্ম্মে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও দুর্ম্মতিগণকে বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে মে মতমিতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ্‌ জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে তত্ত্ববিদেরও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তুমি কিন্তু অদ্যপর্য্যন্ত তত্ত্ববিৎ নহ, অতএব 'তুমি কর্ম্মই কর'। তাহাই বলিতেছেন—"ময়ি" ইত্যাদি। সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ সমর্পণপূর্ব্বক 'অধ্যাত্মচিত্ত হইয়া' অর্থাৎ 'অন্তর্যামীর অধীন হইয়া আমি কর্ম্ম করি' এই বুদ্ধি রাখিয়া 'নিরাশীঃ'—নিষ্কাম হইয়া, অতএব আমার প্রাপ্যফলের সাধক, আমার জন্যই এই কর্ম্ম—এবম্বিধ মমতাশূন্য হইয়া 'বিগতজ্বর'—শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুঃ—উক্তরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণ বলিতেছেন, "যে মে মতম্" ইত্যাদি। আমার বাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এবং আমার প্রতি অসূয়া না করিয়া অর্থাৎ 'ভগবান্ আমাকে দুঃখাত্মক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন'—এরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া যাঁহারা আমার এই মতের (ইচ্ছার) অনুবর্ত্তন করেন তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম করিয়া সম্যগ্‌ জ্ঞানীর ন্যায় কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হন॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—[অতএব উক্ত প্রকারে জ্ঞানী ব্যক্তিরও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তুমি কিন্তু এখনও তত্ত্ববিৎ হও নাই, অতএব তুমি কর্ম্মই কর, ইহাই বলিতেছেন—] সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ 'আমি অন্তর্যামীর অধীন থাকিয়া কর্ম্ম করিতেছি'—এইরূপ অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা নিষ্কাম, মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর॥ ৩০ ॥]

মূঃ অনুঃ—[উক্তরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের গুণ বলিতেছেন—] শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া যে মনুষ্যগণ আমার এই মতের নিত্য অনুবর্ত্তন করে, তাহারাও কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩॥

যে তু (পরন্তু, যাহারা) মম এতৎ মতম্ (আমার এই মত) অভ্যসূয়ন্তঃ (অসূয়া-পরবশ হইয়া) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করে না), তান্ (সেই) অচেতসঃ (বিবেকশূন্য জনগণকে) সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সর্ব্ববিধ জ্ঞানে বিমূঢ় ও) নষ্টান্ (বিনাশপ্রাপ্ত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে)॥ ৩২॥

জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ স্বীয় প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য করে), ভূতানি (প্রাণিগণ) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতি বা নিসর্গের অনুসরণ করে), নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে?)॥ ৩৩॥

শ্রীধরঃ—বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি। যে তু মে মতম্ ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি তান্ চেতসা বিবেকশূন্যান্ অতএব সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্‌জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি॥ ৩২॥

স্বঃ অনুঃ—অন্যথাচরণে দোষ বলিতেছেন—"যে ত্বেতদ্" ইত্যাদি। কিন্তু যাহারা আমার মত—ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, এই যে অনুশাসন, ইহাকে যাহারা অসূয়া করিয়া—দ্বেষ করিয়া তৎকার্য্য অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে হৃদয়হীন—বিবেকশূন্য, অতএব সর্ব্বকর্ম্মে ও ব্রহ্মবিষয়ে যে জ্ঞান তাহাতে মূঢ় ও বিনাশপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে॥৩২॥

মূঃ অনুঃ—[অন্যথাচরণে দোষ বলিতেছেন—] পরন্তু যাহারা আমার এই মত, অসূয়াপরবশ হইয়া অনুষ্ঠান করে না, সেই বিবেকশূন্য জনগণ এবং সর্ব্বকর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানে বিমূঢ় ব্যক্তিগণকে নষ্ট বলিয়া জানিবে॥ ৩২॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪॥

ইন্দ্রিয়স্য (প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের) ইন্দ্রিয়স্য অর্থে (সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিরাগ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবী)। [তথাপি] তয়োঃ (তাহাদের—রাগদ্বেষের) বশং ন আগচ্ছেৎ (বশবর্ত্তী হইবে না)। হি (যেহেতু) তৌ (তাহারা) অস্য (এই মুমুক্ষু ব্যক্তির) পরিপন্থিনৌ (পরম শত্রু) ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি? তত্রাহ—সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনঃ স্বভাবঃ, স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি। যস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে, এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্ব্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—তবে কেন সেই মহাফল লাভ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহপূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া সকলেই স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না? ইহাতে বলিতেছেন—"সদৃশম্" ইত্যাদি। প্রকৃতি—পুর্ব্বকর্ম্মের সংস্কারজাত স্বভাব। নিজ স্বকীয়া প্রকৃতির স্বভাবের সদৃশ—অনুরূপই গুণদোষজ্ঞ ব্যক্তিও কার্য্য করে, অজ্ঞ যে তদনুরূপ কার্য্য করে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? যেহেতু ভূতগণ—সকল প্রাণীই প্রকৃতির অনুগমন করে—অনুবর্ত্তন করে। যদি প্রাণিগণের এরূপ স্বভাব হয়, তবে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে? অর্থাৎ প্রকৃতির প্রবলা শক্তিই ইহার কারণ ॥ ৩৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[তবে কেন সেই মহাফল লাভ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহপূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া সকলেই স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না? ইহাতে বলিতেছেন—] জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও পূর্ব্বসংস্কারজাত স্বভাবানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন ; প্রাণিগণ প্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি আর করিতে পারে? ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রিয়স্যেতি। (ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি-বীপ্সয়া সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকং ইত্যুক্তং) অর্থে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে রাগঃ, প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে। হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্যানবহিতং পুরুষমনর্থেঽতিগম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি, শাস্ত্রন্তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষ প্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্ত্তয়তি, ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতীতি। তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্ ॥৩৪॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, পুরুষের প্রবৃত্তি তাহার প্রকৃতিরই অধীন, তবে বিধিনিষেধমূলক শাস্ত্র ব্যর্থই হয়—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"ইন্দ্রিয়স্য" ইত্যাদি। ('ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য'—এই বীপ্সা বা ব্যাপনেচ্ছা দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটীর কথাই উক্ত হইয়াছে) অর্থে—স্ব স্ব বিষয়ে; অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ—এই প্রকারে রাগদ্বেষ ব্যবস্থিত—অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইতেই তদনুরূপা প্রবৃত্তি—জীবগণের প্রকৃতি তথাপি তদুভয়ের (রাগদ্বেষের) বশবর্ত্তী হইবে না, ইহাই শাস্ত্রের শাসন, 'হি' যেহেতু ঐ দুইটী ইহার—মুমুক্ষু-ব্যক্তির পক্ষে পরিপন্থী—প্রতিপক্ষ। তাৎপর্য্য এই যে—প্রকৃতি বিষয়স্মরণাদি দ্বারা রাগদ্বেষ উৎপাদন করিয়া অনবহিত (অসাবধান) পুরুষকে বলপূর্ব্বক অতি গভীর স্রোতের ন্যায় অনর্থরাশিতে নিক্ষিপ্ত করে, শাস্ত্র কিন্তু উহার (অনর্থপাতের) পূর্ব্বে বিষয়সকলে রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধক পরমেশ্বর-ভজনাদিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করে, তাহার পর গভীর স্রোতে পতনের পূর্ব্বে নৌকায় আশ্রিত জনের ন্যায় সে অনর্থে পতিত হয় না। অতএব

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম অপেক্ষা) বিগুণঃ (কিঞ্চিদঙ্গহীন হইলেও) স্বধর্ম্মঃ (স্বকীয় ধর্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। স্বধর্ম্মে (যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মে) নিধনং (নিধনও) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলপ্রদ) পরধর্ম্মঃ (পরধর্ম্ম) ভয়াবহ (ভয়ঙ্কর) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রকৃতিং ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্। তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদি প্রাপকত্বাৎ পরধর্ম্মস্তু স্বস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরক প্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে পশ্বাদির মত স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, ইহাই কথিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পশু প্রভৃতির ন্যায় স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য—ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে ক্ষাত্রধর্ম্ম যুদ্ধাদি দুঃখকর বলিয়া যথাবিধি তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম, আর পরধর্ম্ম অহিংসাদি সুখকর এবং তাহার ধর্ম্মত্বে কোনরূপ বিশেষত্ব না থাকায় তাহাতে প্রবর্ত্তিত হইতে ইচ্ছুক অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"শ্রেয়ান্" ইত্যাদি। কিঞ্চিদঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম্ম স্বনুষ্ঠিত—সর্ব্বাঙ্গীনভাবে কৃত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেয়ান্—প্রশস্ততর। এস্থলে কারণ বলিতেছেন—স্বধর্ম্মে—যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিধন— মরণও স্বর্গাদিপ্রাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পরধর্ম্ম নিজের পক্ষে ভয়াবহ ; যেহেতু উহা নিষিদ্ধ ও নরক প্রাপক ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন,—) বার্ষ্ণেয় ! (হে বৃষ্ণিবংশজাত কৃষ্ণ !) অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা না করিলেও) কেন (কাহাকর্ত্তৃক) প্রযুক্তঃ [সন্] (প্রেরিত হইয়া) অয়ং পুরুষঃ (এই পুরুষ) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) নিয়োজিতঃ ইব (যেন নিয়োজিত হইয়া) পাপং চরতি (পাপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ?) ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—"তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" ইত্যুক্তং, তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ অথেতি। বৃষ্ণের্বংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ, হে বার্ষ্ণেয় ! অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি, কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুন্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ ॥ ৩৬ ॥

সুঃ অনুঃ—"তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" অর্থাৎ 'তদুভয়ের বশীভূত হইবে না,' ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কিন্তু তাহা অসম্ভব, মনে করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—"অথ" ইত্যাদি। বার্ষ্ণেয়—যিনি বৃষ্ণির বংশে অবতীর্ণ। হে বার্ষ্ণেয় ! (হে কৃষ্ণ !) এবম্বিধ পুরুষ কাহাকর্ত্তৃক প্রযুক্ত—প্রেরিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে অনর্থরূপ পাপ আচরণ করে? কারণ, বিবেকবলে কাম-ক্রোধ-নিরোধকারী পুরুষেরও পাপে পুনঃপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় বলিয়া তদুভয়ের মূলস্বরূপ অন্য কোন প্রবর্ত্তক থাকিবে, এই সম্ভাবনায় উক্ত প্রশ্ন হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল—পুরুষের প্রবৃত্তি তাহার প্রকৃতিরই অধীন হয়, তবে তজ্জন্য বিধিনিষেধমূলক শাস্ত্র ব্যর্থ হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ অবশ্যম্ভাবী ; তথাপি ঐ রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবে না. কারণ উহারা মুমুক্ষু ব্যক্তির একান্ত বিরোধী ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণসম্ভূত) মহাশনঃ (দুঃষ্পূরণীয়) মহাপাপ্মা (অত্যুগ্র) এষঃ কামঃ (এই কাম), এষঃ ক্রোধঃ (এই ক্রোধই) [হেতুঃ—কারণ], ইহ (এই মোক্ষপথে) এনং (ইহাকে) বৈরিণং বিদ্ধি (শত্রু বলিয়া জানিবে) ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরঃ—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যস্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব ; নন্থু ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং ত্বয়োক্তঃ, "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" ইত্যত্র ? সত্যং, নাসৌ ততঃ পৃথক্, কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ এব কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে অতঃ পূর্ব্বং পৃথকৃত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এবেত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামোঽপি ক্ষীয়ত ইতি সূচিতম্, এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি. অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব, যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনো মহদশনং যস্য দুষ্পূর ইত্যর্থঃ। ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্র ॥ ৩৭ ॥

সুঃ অনুঃ—ইহার (অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের) উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"কাম এষ ক্রোধ এষঃ" ইত্যাদি। তুমি যে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই হেতুটী—এই কাম। ওহে ! তুমি পূর্ব্বে ক্রোধের কথাও বলিয়াছ। "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" এস্থলে, সত্যই ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু এই কামও ক্রোধই বটে, এই কামই কোন কিছুদ্বারা প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। অতএব পূর্ব্বে পৃথক্-রূপে কথিত হইলেও ক্রোধ কাম হইতেই জাত—এই অভিপ্রায়ে কামের

সহিত ক্রোধের ঐক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত হইতেছে যে, ইহা রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হয় এবং এইহেতু সত্ত্ববৃদ্ধিদ্বারা রজোগুণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কামও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,ইহাই সূচিত হইয়াছে। এই কামকে ইহাতে—মোক্ষমার্গে বৈরী বলিয়া জানিবে, এই কামও বক্ষ্যমাণক্রমে হন্তব্য, যে-হেতু ইহাকে দান-নীতিদ্বারাশান্ত করা অসম্ভব, এই কথাই বলিতেছেন—মহাশন—মহৎ ভোজন যাহার অর্থাৎ দুষ্পূর। সামনীতিদ্বারাও ইহার সহিত সন্ধি হইতে পারে না, যেহেতু ইহা মহাপাপ্মা—অত্যন্ত উগ্র ॥ ৩৭॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[পশু প্রভৃতির ন্যায় পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য—ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে ক্ষাত্রধর্ম যুদ্ধাদি দুঃখকর বলিয়া যথাবিধি তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম, আর পরধর্ম্ম অহিংসাদি সুখকর এবং তাহার ধর্ম্মত্বে কোনরূপ বিশেষত্ব না থাকায় তাহাতে প্রবর্ত্তিত হইতে ইচ্ছুক অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—] উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর ॥ ৩৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না, ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা অসম্ভব—ইহা মনে করিয়া] অর্জ্জুন কহিলেন—হে বৃষ্ণিবংশাবতার! অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বলপূর্ব্বক নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় এই পুরুষ পাপ আচরণ করে ॥ ৩৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত দুষ্পূরণীয় অত্যুগ্র এই কাম, এই ক্রোধই মোক্ষ-মার্গের শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যথা (যেমন) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমদ্বারা) আব্রিয়তে (আবৃত থাকে), যথা (যেমন) আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন (আগন্তুক ময়লাদ্বারা) [আব্রিয়তে—আবৃত থাকে], যথা চ (এবং যেমন) উল্বেন (গর্ভবেষ্টন-চর্ম্মদ্বারা)গর্ভঃ (গর্ভ) আবৃতঃ (আবৃত থাকে), তথা (তেমন) তেন (সেই কামদ্বারা) ইদম্ (এই জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত থাকে)॥৩৮॥

শ্রীধরঃ—কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। যথা ধূমেন সহজেন বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা চাদর্শো মলেন আগন্তুকেন,যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্ব্বতো নিরুদ্ধ আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮ ॥

সুঃ অনুঃ—কামের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—"ধূমেন" ইত্যাদি। যেমন সহজাত (প্রাকৃত) ধূমদ্বারা বহ্নি আবৃত—আচ্ছাদিত হয়, যেমন দর্পণ আগন্তুক মল বা ধূলিরাশিদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, এবং যেমন উল্বদ্বারা—গর্ভবেষ্টনচর্ম্মদ্বারা গর্ভ (গর্ভস্থ জীব) সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ—আবৃত থাকে, তেমন ত্রিবিধ প্রকারে কামদ্বারা এই (বহির্ম্মুখ) জগৎ আচ্ছন্ন আছে ॥ ৩৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[কামের শত্রুভাবটী দেখাইতেছেন—] যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ময়লাদ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ কামদ্বারা এই জ্ঞান আবৃত হয়॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন !) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণের) নিত্য-বৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়) কামরূপেণ চ (এবং কামরূপ) অনলেন (অনলদ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেকজ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হয়) ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—ইদংশব্দানির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানং এতেনাবৃতং, অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব, পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানা-দ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ অপূর্য্যমাণঃ শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্ব্বান্ প্রতি বৈরিত্বমুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

সুঃ অনুঃ—পূর্ব্বশ্লোকে যাহাকে "ইদম্" শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক কামের বৈরিত্ব প্রস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—'আবৃতম্" ইত্যাদি। এই বিবেকজ্ঞান ইহার দ্বারা আবৃত। অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ভোগকালে কাম অতিশয় সুখের হেতু বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে উহা শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানীর নিকট কিন্তু তৎকালেও অনর্থবোধ থাকার দরুণ দুঃখের কারণ বলিয়াই মনে হয়। এই জন্যই 'নিত্যবৈরিণা' এরূপ উক্ত হইয়াছে। আরও বিষয় সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও যাহা দুষ্পূর—অপূর্য্যমাণই থাকে। [কাম] শোক ও সন্তাপের হেতু বলিয়া অগ্নিসদৃশ ; ইহার দ্বারা সকলের প্রতিই কামের বৈরিতা কথিত হইল ॥৩৯॥

মূঃ অনুঃ—[কামের বৈরিত্ব পরিস্ফুট করিতেছেন—] হে কৌন্তেয় ! জ্ঞানীর চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনলসদৃশ কামদ্বারা এই বিবেকজ্ঞান আবৃত ॥ ৩৯ ॥

**ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥**

ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ), মনঃ বুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি) অস্য (এই কামের) অধিষ্ঠানম্ (অধিষ্ঠান বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (দর্শনাদি-ব্যাপার দ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেকজ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছন্ন রাখিয়া) দেহিনং (জীবকে) বিমোহয়তি (বিমোহিত করে) ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদি-ন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ; এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যা-পারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

স্বঃ অনুঃ—এক্ষণে সেই কামের অধিষ্ঠানের কথা বলিয়া তাহাকে জয় করিবার উপায় "ইন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। বিষয় সমূহের দর্শন-শ্রবণাদিদ্বারা এবং সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় (চেষ্টা) দ্বারা কামের উদয় হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে কামের অধিষ্ঠান বলে। দর্শনাদি-ব্যাপারযুক্ত আশ্রয়স্বরূপ এই সকল ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা কাম বিবেকজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহী জীবকে বিমুগ্ধ করে ॥ ৪০ ॥

মূঃ অনুঃ—[এক্ষণে সেই কামের অধিষ্ঠানের কথা বলিয়া তাহাকে জয় করিবার উপায় "ইন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—] ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে এই কামের অধিষ্ঠান বলা হয়। এই কাম দর্শনাদি-ব্যাপারের আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা এই বিবেকজ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে নানা প্রকারে বিমোহিত করে ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্॥ ৪১ ॥

তস্মাৎ (অতএব) ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন !) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (অগ্রেই) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্ (আত্মজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিনাশক) পাপ্মানং (পাপরূপ) এনং (এই কামকে) প্রজহি (বিনষ্ট কর) ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়। যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশনং, যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

স্বঃ অনুঃ—যেহেতু কাম এই প্রকার, সেহেতু বলিতেছেন—"তস্মাদ্" ইত্যাদি। অতএব মোহপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়সমূহ, মনঃ ও বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া 'পাপ্মা' পাপরূপ এই কামকে 'হি'—সম্যগ্‌রূপে 'প্রজহি' —বিনাশ কর ; অথবা ইহাকে 'প্রজহি'—পরিত্যাগ কর। [জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশন]—(জ্ঞান) আত্মবিষয়কজ্ঞান, বিজ্ঞান—শাস্ত্রীয়জ্ঞান ; তদুভয়ের নাশক, অথবা [জ্ঞান] শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশজনিত জ্ঞান, নিদিধ্যাসনজনিত বিজ্ঞান। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত। অর্থাৎ 'ধীর ব্যক্তি তাঁহাকেই জানিয়া প্রজ্ঞা লাভ করিবেন' ॥ ৪১ ॥

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু কাম এই প্রকার, সেই হেতু বলিতেছেন—]হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! অতএব তুমি প্রথমতঃ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক পাপরূপ এই কামকে সংহার কর ॥৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২॥

ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (বলা হয়), ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়-সকল হইতে) মনঃ (মন) পরং (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন অপেক্ষাও) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠা)। যঃ তু (আর যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি অপেক্ষা) পরতঃ (শ্রেষ্ঠ) সঃ [এব আত্মা] (তিনিই আত্মা) ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরঃ—যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে, তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ; অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি, ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা, নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সঙ্কল্পস্য; যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তং সাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা, তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি, দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥৪২॥

সুঃ অনুঃ—যাহাতে চিত্তপ্রণিধানদ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য দেহাদি হইতে আত্মস্বরূপকে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"ইন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি। সূক্ষ্মত্ব ও প্রকাশকত্বহেতু ইন্দ্রিয়-সকলকে দেহাদিগ্রহণযোগ্য হইতে পর—শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্ব গুণও প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তকহেতু সঙ্কল্পাত্মক মন শ্রেষ্ঠ। সঙ্কল্পের পূর্ব্বনিশ্চয়-কারিণী বলিয়া মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা। কিন্তু যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যিনি সাক্ষিস্বরূপে সর্ব্বান্তর্যামী তিনিই আত্মা। (কাম) তাহাকে বিমোহিত করে অর্থাৎ দেহি জীবকে মুগ্ধ করে। দেহি-শব্দোক্ত আত্মাই সেই বস্তু, ইহা বিচিন্তনীয় ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎস্ব ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ পরং (বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (মনকে) সংস্তভ্য (নিশ্চল করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুরধিগম্য) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (বিনাশ কর)॥ ৪৩॥

শ্রীধরঃ—উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যা কামাদিবিক্রিয়াঃ, আত্মা তু নির্ব্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধ্বা আত্মনা এবম্ভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয় দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতিমিত্যর্থঃ॥ ৪৩॥

স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—উপসংহারে বলিতেছেন—"এবম্" ইত্যাদি। 'বুদ্ধিরই বিষয়াদিজাত কামাদি বিকার; আত্মা নির্ব্বিকার ও উহার সাক্ষী মাত্র' এরূপজ্ঞানে বুদ্ধি হইতে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া আত্মদ্বারা—এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা আত্মা—মনকে 'সংস্তভ্য' নিশ্চল করিয়া কামরূপী শত্রুকে 'জহি'—বধ কর। উহা দুরাসদ—দুঃখের সহিত প্রাপ্তিযোগ্য অর্থাৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতি॥ ৪৩॥

পণ্ডিতগণ স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ভক্তির সহিত যাঁহার আরাধনা করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সর্ব্বকর্ম্মদ্বারা সেই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা 'সুবোধিনী'তে
'কর্ম্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[যে স্থানে চিত্তপ্রণিধান করিলে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারা যায়, সেই আত্মার স্বরূপ দেহাদি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছেন—] স্থূল দেহাদি হইতে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। যাহা বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তাহাই সেই আত্মা ॥ ৪২ ॥

মূঃ অনুঃ— [এক্ষণে উপসংহার করিতেছেন—] হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে (পরমাত্মাকে) জানিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুরধিগম্য শত্রুকে বিনাশ কর ॥ ৪৩ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ
স্মৃতিগ্রন্থে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যায়
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে **'কর্ম্মযোগ'** নামক
তৃতীয় অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

কিল্বিষ—পাপ ; পঞ্চসূনা পাপ যথা—"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যপস্করম্। কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাশ্চ বাহয়ন্॥" গৃহস্থের গৃহস্থিত পাঁচটী বধস্থান—উনুন, শিল-নোড়া, ঝাঁটা, ঢেঁকির গড়. কলসীপিড়ি। "কণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥"

বুদ্ধি ও কর্ম্মযোগ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের মনে এই সংশয় হইল যে, যদি কর্ম্ম উপায়মাত্র হইয়া উপেয়স্বরূপ আত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধি উৎপাদন করে, তবে একবারেই সেই বুদ্ধি অবলম্বন করাই ভাল। এই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে এই অধ্যায়ে জড়দেহ-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা, যুক্তকর্ম্মের আবশ্যকতা, আত্মরতি-সাধকতা, স্বধর্ম্মাকারতা, অকর্ম্ম-বিকর্ম্মোৎপাদক প্রবল ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামকত্তা ও প্রাকৃত-কামজয়ের একমাত্র উপায়তা প্রদর্শন-পূর্ব্বক, ভগবদর্পিতরূপে কর্ম্মযোগেরই সাধন কর্ত্তব্য, ইহা স্থির হইল। অপক্কাবস্থায় কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও শমদমাদির পৃথক্ চেষ্টার নিষ্ফলতার বিচারও হইয়াছে।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

———

পরিপ্রশ্নমালা

১। কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ হইলে জীবকে কর্ম্মযোগে প্রেরণা দিবার উদ্দেশ্য কি? (গীঃ ৩।৩-৩১)

২। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের যথাক্রমে অধিকারী কাহারা? (গীঃ ৩।৩)

৩। কেবল কর্ম্মত্যাগের দ্বারাই কি সিদ্ধিলাভ হয়? (গীঃ ৩।৪)

৪। জীবের পক্ষে কর্ম্ম অপরিহার্য্য কেন? (গীঃ ৩।৫-৮)

৫। কপটাচারী কে? (গীঃ ৩।৬)

৬। কিরূপ কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন-মোচন হয়? (গীঃ ৩।৯)

৭। পরস্বাপহরণকারী—চোর কে? (গীঃ ৩।১২)

৮। কাহারা পাপ ভোজন করে? (গীঃ ৩।১৩)

৯। কর্ম্ম সংসারচক্র-প্রবর্ত্তনের কারণ কিরূপে? (গীঃ ৩।১৪)

১০। যজ্ঞাদি কর্ম্ম করণীয় কেন? (গীঃ ৩।১৫)

১১। লোকশিক্ষক কিরূপ কর্ম্ম করিয়া আদর্শ প্রদর্শন করিবেন? (গীঃ ৩।৯, ২১, ২৬, ২৭)

১২। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্ম্মাচরণের মধ্যে বিশেষত্ব কি? (গীঃ ৩।২৭)

১৩। সাধন পথে শত্রু কি? (গীঃ ৩।৩৭)

———

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাবের রহস্য, লীলার নিত্যত্ব এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগের মূল উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে।

নিষ্কাম-কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগ ভগবান্ হইতে পরম্পরায় জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যকে, সূর্য্য মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ বলিয়াছিলেন। ক্রমে রাজর্ষিগণ এই যোগের কথা অবগত হন। তাহা গুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই পুনরায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় তাঁহার স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই জগতে নিজ সচ্চিদানন্দতনু প্রকট করেন। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই ভগবান্ সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন। তাঁহার এই জন্মলীলা ও জগতে প্রকাশিত তাঁহার কর্ম্মাবলী সকলই অতিমর্ত্ত্য। ইহা যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের সেবা লাভ করেন। ইতর বিষয়ে রাগ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করেন, তাঁহারাই সম্বন্ধজ্ঞান ও ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হন। যিনি যেরূপভাবে যতটা শরণাগত হ'ন কৃষ্ণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই ততটা কৃপা করেন। কর্ম্মের ফলাকাঙ্খীগণ শীঘ্র শীঘ্র ফললাভের জন্য অন্য দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ ইহার কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই ইহার কারণ। কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম।

যাঁহার কর্ম্ম কামসঙ্কল্পশূন্য, তিনিই জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা পণ্ডিত। যিনি ফলের আশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করেন, তিনি পাপ ও পুণ্য হইতে মুক্ত থাকেন অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা ও ফল—এই পাঁচটি যজ্ঞের অঙ্গ। এই পাঁচটি যখন ব্রহ্মভাবময় হয়, তখনই যথার্থ যজ্ঞ হয়। এইরূপ যজ্ঞকারী ব্যক্তিই যোগী। দ্রব্যময় যজ্ঞ—চান্দ্রায়ণ, চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি, তপোযজ্ঞ—অষ্টাঙ্গযোগাদি, যোগযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ এই চারি প্রকার যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে। সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত অভিগমন করিলে তত্ত্বদর্শী গুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করেন। অত্যন্ত পাপীও জ্ঞানপোতে আরোহণ করিয়া দুঃখসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নিও সেইরূপ কর্ম্মকে দগ্ধ করে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্, হরিসেবায় তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। অজ্ঞ অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মার বিনাশ হয়। অতএব সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা সংশয়কে ছেদন করিয়া ভগবানের অভিপ্রেত কর্ম্মের জন্য উত্থিত হওয়াই বিনীত শিষ্যের কর্ত্তব্য।

শিক্ষা—ভগবানের আবির্ভাব, তিরোভাব ও তাঁহার যাবতীয় লীলা ভগবদিচ্ছায় প্রকাশিত হন, তাহা সকলই অতিমর্ত্ত্য। তাঁহার দেহদেহীতে ভেদ নাই, তাহা পূর্ণ সচ্চিদানন্দবস্তু। অবতারবাদ ও আম্নায়-স্বীকারের দ্বারাই মঙ্গল লাভ হয়। জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই তাহার বদ্ধদশার কারণ। সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্যই সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শিগণের নিকট জ্ঞান লাভ হয়। শ্রদ্ধাবান্ই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) অহম্ (আমি) ইমম্ (এই) অব্যয়ং যোগং (অব্যয় যোগ) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) প্রোক্তবান্ (পুরাকালে বলিয়াছিলাম)। বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে (স্বীয় পুত্র মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন)। মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে (স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ১ ॥

আবির্ভাবতিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বম্পদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি ॥

শ্রীধরঃ—এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়ক-জ্ঞানযোগো মোক্ষ-সাধনত্বেনোক্তঃ, তমেব ব্রহ্মার্পণাদি গুণবিধানেন তত্ত্বংপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ, ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ং ইমং যোগং পুরাহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ, স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীহরি স্বয়ং আবির্ভাব-তিরোভাবের রহস্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ও 'তৎ-ত্বং'-জ্ঞান নির্ণয়ার্থ কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন।

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে দুই অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগোপায়যুক্ত জ্ঞানযোগ মোক্ষের সাধনরূপে কথিত হইয়াছে। তাহাই ব্রহ্মার্পণাদি গুণবিধানদ্বারা ও তত্ত্ববস্তুর বিচারাদির দ্বারা প্রসঙ্গতঃ অবতারণপূর্ব্বক প্রথমে সেই তত্ত্বজ্ঞান যে পরম্পরাপ্রাপ্ত ইহা বলিয়া প্রশংসা করত "ইমম্" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিয়াছেন। অব্যয়ফলত্বহেতু এই অব্যয় যোগ পুরাকালে আমি বিবস্বান্‌কে—আদিত্যকে কহিয়াছিলাম, তিনিও স্বীয় পুত্র শ্রাদ্ধদেবনামক মনুকে বলিয়াছেন, সেই মনু আবার স্বীয়পুত্র ইক্ষ্বাকুকে তাহা বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরা-প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

এবং (এইরূপে) পরম্পরাপ্রাপ্তম্ (পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত) ইমং (এই জ্ঞানযোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (অবগত হইয়াছিলেন)। পরন্তপ! (হে পরন্তপ!) ইহ (ইহলোকে) স যোগঃ (সেই জ্ঞানযোগ) মহতা কালেন (কালবশে) নষ্টঃ (বিনষ্ট হইয়াছে) ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—এবমিতি। এবং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরন্তপ, শত্রুতাপন! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুঃ—"এবম্" ইত্যাদি। এইরূপে রাজগণ ও প্রসিদ্ধ ঋষিগণ নিমিপ্রমুখ অন্য রাজর্ষিগণও ইক্ষ্বাকুপ্রমুখ স্বীয় পিতৃপিতামহাদি-কর্ত্তৃক প্রোক্ত এই যোগ 'বিদুঃ' অবগত হইয়াছিলেন। অধুনাতন ব্যক্তিগণের সেই তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞানের কারণ বলিতেছেন—হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! সেই যোগ কালবশে ইহলোকে নষ্ট—বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইরূপে পূর্ব্ব দুইটী অধ্যায়দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগরূপ উপায়দ্বারা লব্ধ জ্ঞানযোগই মোক্ষের সাধন ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে "তাহাই ব্রহ্মার্পণাদি" শ্লোকোক্ত যে ব্রহ্মভাবনা তাহাদ্বারা সেই জ্ঞান-যোগের গুণবিধান এবং 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তৎ ও ত্বং পদার্থের বিচারদ্বারা বিস্তারিত বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ইহা যেরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত তাহার উল্লেখদ্বারা ইহার প্রশংসা করিয়া "ইমং" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে] শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি এই অব্যয়-যোগ পুরাকালে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য আপন পুত্র মনুকে বলিয়াছেন এবং মনুও নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুর নিকট ইহা বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৩॥

[ত্বং—তুমি] মে (আমার) ভক্তঃ সখা চ (ভক্ত ও সখা) ; ইতি [হেতোঃ] (এইজন্য) অয়ং স এব (এই সেই) পুরাতনঃ (পুরাতন) যোগঃ (যোগ) অদ্য (অদ্য) ময়া (মৎকর্তৃক) তে (তোমার নিকট) প্রোক্তঃ (কথিত হইল)। হি (কারণ), এতৎ (ইহা) উত্তমম্ (উত্তম) রহস্যম্ (রহস্য) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগোঽদ্য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ, যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চেতি অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে, হি যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—"স এবায়ম্" ইত্যাদি। সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও সেই যোগ অদ্য আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি। যেহেতু, তুমি আমার ভক্ত ও সখা। ইহা উত্তম রহস্য বলিয়া অন্য কাহারও নিকট আমি ইহা বলি নাই ॥ ৩ ॥

মূঃ অনুঃ—হে পরন্তপ ! নিমি, জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ অবগত হইয়াছিলেন। ইহলোকে কালক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—তুমি আমার ভক্ত ও সখা ; এজন্য আমি সেই পুরাতন জ্ঞান যাগ অদ্য তোমাকে উপদেশ করিতেছি ; কারণ ইহা উত্তম রহস্য॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) ভবতঃ (তোমার) জন্ম (জন্ম) অপরং (অর্ব্বাচীন, পরবর্ত্তী), বিবস্বতঃ (সূর্য্যের) জন্ম (জন্ম) পরং (পূর্ব্বতন, পূর্ব্ববর্ত্তী), [তস্মাৎ—অতএব] ত্বম্ (তুমি) আদৌ (পুরাকালে) [ইমং যোগং—এই যোগ] প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলে) ইতি (এই যে কথা,) এতৎ (ইহা) [অহং—আমি] কথং (কিরূপে) বিজানীয়াম্ (বুঝিতে পারি?) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ অপরমিতি। অপরং অর্ব্বাচীনং তব জন্ম, পরং প্রাক্‌কালীনং বিবস্বতো জন্ম; তস্মাৎ তবাধুনিকত্বাচ্চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিত্যেতৎ কথমহং বিজানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্ ॥ ৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—সূর্য্যের প্রতি ভগবানের যোগোপদেশ অসম্ভব মনে করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—"অপরম্" ইত্যাদি। তোমার জন্ম 'অপর'—নূতন, পরবর্ত্তী। সূর্য্যের জন্ম 'পর—প্রাচীন, পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব, তুমি আধুনিক, আর সূর্য্যদেব প্রাচীন। তুমি সেই বিবস্বান্‌কে প্রথমে ইহা বলিয়াছিলে, ইহা আমি কিরূপে জ্ঞাত হইব—জানিতে সমর্থ হইব? ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[শ্রীভগবানের পক্ষে সূর্য্যদেবের প্রতি যোগ-উপদেশ অসম্ভব মনে করিয়া] অর্জ্জুন বলিতেছেন—আপনার জন্ম পরবর্ত্তী, কিন্তু সূর্য্যদেবের জন্ম পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব, আপনি তাঁহাকে যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন—ইহা কি করিয়া সম্ভবপর বলিয়া জানিতে পারি? ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) [হে] পরন্তপ অর্জ্জুন! মে তব চ (আমার ও তোমার) বহূনি (বহু) জন্মানি (জন্ম) ব্যতীতানি (বিগত হইয়াছে): অহং (আমি) তানি (সেই) সর্ব্বাণি (সমস্তই) বেদ (অবগত আছি), ত্বং (তুমি কিন্তু) [তানি—সে সকল] ন বেত্থ (জান না) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—ইতি পৃষ্টবন্তমর্জ্জুনং রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—বহূনীতি। মম বহূনি জন্মানি তব চ ব্যতীতানি; তান্যহং সর্ব্বানি বেদ জানামি অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ, ত্বন্তু ন বেত্থ ন বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপ জিজ্ঞাসাকারী অর্জ্জুনের প্রতি "অন্যরূপে আমি তোমাকে উপদেশ করিয়াছিলাম" এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"বহূনি" ইত্যাদি। আমার ও তোমার বহু জন্ম বিগত হইয়াছে, সেই সকল জন্মের কথা আমি 'বেদ'—জানি, যেহেতু আমার জ্ঞানশক্তি সদাই অলুপ্ত থাকে। তুমি কিন্তু 'ন বেত্থ'—জান না, যেহেতু তুমি অবিদ্যায় আবৃত আছ ॥ ৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইরূপ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কথিত হইয়া "অন্য যুগে আমি উপদেশ করিয়াছিলাম" উত্তরে এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল জানি, তুমি কিন্তু তাহা জান না ॥ ৫ ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬॥

[অহং—আমি] অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও) অব্যয়াত্মা (অব্যয়স্বরূপ) সন্ অপি—হইয়াও], ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বভূতেশ্বর) সন্ অপি (হইয়াও) স্বাং প্রকৃতিম্ (নিজ শুদ্ধা প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (স্বীকারপূর্ব্বক) আত্মমায়য়া (আত্মমায়া বা যোগমায়ার আশ্রয়ে) সম্ভবামি (আবির্ভূত হইয়া থাকি) ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ অনাদেস্তব কুতো জন্ম ? অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জন্ম ? যেন "বহূনি মে ব্যতীতানি" ইত্যুচ্যতে ? ঈশ্বরস্য তব পুণ্য-পাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ—অজোঽপীতি। সত্যমেবং তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাঽব্যয়াত্মাপি অনশ্বর-স্বভাবোঽপি সন্, তথা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া স্বাত্মমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুত-জ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। নন্থ তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তম্—স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—ওহে ! তুমি অনাদি, তোমার আবার জন্ম কিরূপে সম্ভব ? তুমি অবিনাশী, তোমার পুনর্জ্জন্মের কথা যে "বহূনি মে ব্যতীতানি" ইত্যাদি বাক্যে বলিলে, তাহাই বা কিরূপ ? তুমি পুণ্যপাপ-বিহীন ঈশ্বর, তোমার জীবের ন্যায় জন্মই বা কি করিয়া হয় ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"অজোঽপি" ইত্যাদি। যাহা বলিতেছ, সত্য। তথাপি অজ হইয়াও—জন্মশূন্য হইয়াও, অব্যয়াত্মা হইয়াও—কর্ম্মপরতন্ত্রতারহিত হইয়াও 'আত্মমায়য়া'—স্বরূপশক্তি দ্বারা সম্ভূত হই—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

ভারত ! (হে ভারত !) যদা যদাহি (যখন যখনই) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) গ্লানিঃ (গ্লানি) অধর্ম্মস্য চ (এবং অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানং (প্রাদুর্ভাব) ভবতি (হয়), তদা (তখন) আত্মানং সৃজামি (আমি আবির্ভূত হই) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি। গ্লানির্হানিঃ ধর্ম্মস্য। অধর্ম্মস্য চ অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭ ॥

সম্যক্ অবিকল জ্ঞান-বল-বীর্য্যাদি শক্তিদ্বারাই অবতীর্ণ হই। ওহে! তথাপি ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহশূন্য তোমার জন্ম কিরূপে সম্ভব? এতদর্থে বলিতেছেন—স্বীয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া—স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ অত্যুজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তির আশ্রয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই, ইহাই অর্থ ॥ ৬ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—কখন আবির্ভূত হও ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"যদা যদা" ইত্যাদি। [যখন] ধর্ম্মের গ্লানি—হানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান—আধিক্য হয় ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, তুমি অনাদি, তোমার আবার জন্ম কি ? আর তুমি অবিনাশী, অতএব তোমার পুনঃ পুনঃ জন্মের কথা যে "বহূনি মে ব্যতীতানি" ইত্যাদি বাক্যে বলিলে, তাহাই বা কিরূপ ? এই কারণে পাপপুণ্যবিহীন যে ঈশ্বর তুমি, তোমার জীবের ন্যায় জন্মই বা কি করিয়া হয় ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] আমি জন্মশূন্য, অবিনাশী ও সর্ব্বভূতেশ্বর হইয়াও নিজ প্রকৃতির আশ্রয়ে আত্মমায়াদ্বারা আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[কখন জন্মগ্রহণ করি, তাহাই বলিতেছেন—] হে ভারত ! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

সাধূনাং (সাধুগণের) পরিত্রাণায় (রক্ষণার্থ), দুষ্কৃতাং (দুষ্টগণের) বিনাশায় (বিনাশের জন্য) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য) [অহং—আমি] যুগে যুগে (প্রতি যুগে) সম্ভবামি (অবতীর্ণ হইয়া থাকি) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিমর্থমিতপেক্ষায়ামাহ—পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়, দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ, এবং ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্; যথাহুঃ,—"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে; তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ ॥" ইতি ॥ ৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—কি নিমিত্ত আবির্ভূত হন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"পরিত্রাণায়" ইত্যাদি। সাধুদিগের—স্বধর্ম্মাচরণকারিগণের রক্ষণের নিমিত্ত এবং যাহারা দুষ্ট কর্ম্ম করে, সেই দুষ্কৃতগণের বধের নিমিত্ত। এইভাবে ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত—সাধুরক্ষণ ও দুষ্টবধদ্বারা ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি যুগে যুগে—সেই সেই সময়ে সম্ভূত হই, ইহাই অর্থ। দুষ্টনিগ্রহ করি বলিয়া আমার নিষ্ঠুরতা আশঙ্কা করিও না। যথা, উক্ত হইয়াছে—যেরূপ শিশুপুত্রের লালন ও তাড়নে মাতার দয়াহীনতা প্রকাশ পায় না, সেরূপ গুণদোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেরও নির্দ্দয়তা নাই ॥ ৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[কেন আবির্ভূত হন, তাহাই বলিতেছেন—সাধুদিগের রক্ষার জন্য ও দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৮ ॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এইরূপ—স্বেচ্ছাকৃত) দিব্যং (অপ্রাকৃত) জন্ম কর্ম্ম চ (জন্ম ও কর্ম্ম) তত্ত্বতঃ (তত্ত্ববিচারক্রমে) বেত্তি (অবগত হন), সঃ (তিনি) দেহং (দেহ) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মরণান্তে) পুনঃ (পুনর্ব্বার) জন্ম (জন্ম) ন এতি (লাভ করেন না), [কিন্তু] মাম্ এব (আমাকেই) এতি (প্রাপ্ত হন)॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—জন্মেতি। এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম, কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম সংসারং নৈতি ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—"জন্ম" ইত্যাদি। ঈশ্বরের এবম্বিধ জন্মকর্ম্মসমূহের জ্ঞানে ফল বলিতেছেন—'জন্ম' ইত্যাদি। স্বেচ্ছাকৃত মদীয় জন্ম ও ধর্ম্মপালনরূপ আমার কর্ম্ম, উহা দিব্য—অলৌকিক অর্থাৎ বস্তুতঃ অপরের প্রতি অনুগ্রহনিমিত্তই, ইহা যিনি জানেন, তিনি দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম—সংসার 'ন এতি'—লাভ করেন না, কিন্তু আমাকেই লাভ করেন ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[এবম্বিধ ঈশ্বরের জন্ম ও কর্ম্ম জানিলে কি ফল তাহা বলিতেছেন—] হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থতঃ জানেন, তিনি দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না, পরন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্ময়াঃ (আমাকেই সর্ব্বত্র দর্শনকারী) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমাকে সম্যক্ আশ্রয়কারী) জ্ঞান-তপসা (সম্বন্ধজ্ঞান ও তদভ্যাসরূপ তপোদ্বারা) পূতাঃ (শুদ্ধ) [সন্তঃ—হইয়া] বহবঃ (অনেকেই) মদ্ভাবম্ (আমার প্রেম) আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১০ ॥

যে (যাহারা) যথা (যেভাবে) মাং (আমার প্রতি) প্রপদ্যন্তে (প্রপত্তি স্বীকার করে), অহং (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথৈব (সেই ভাবেই) ভজামি (ভজন করি)। পার্থ! (হে পার্থ!)মনুষ্যাঃ (মানবগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (ভজনমার্গ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—কথং জন্মকর্ম্মজ্ঞানেন ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ—বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈর্ধর্ম্মপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলভ্যং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ (দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ) তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধা নিরস্তাঽজ্ঞানতৎকার্য্যমলাঃ সন্তো মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং "তান্যহং বেদ সর্ব্বাণী"ত্যাদিনা বিদ্যাবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বর প্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ তর্হি কিং ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তিতানহং তথৈব তদপেক্ষিত-ফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্লামি; ন তু যে সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্ত ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুঃ—জন্মকর্ম্ম-জ্ঞান হইলেই কিরূপে তোমার প্রাপ্তি ঘটে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"বীতরাগ" ইত্যাদি। 'আমি শুদ্ধসত্ত্বাবতারসমূহদ্বারা ধর্ম্ম পালন করি' এইরূপে আমার পরমকারুণিকত্ব অবগত হইয়া [বীতরাগভয়ক্রোধ]—বীত—বিগত রাগ-ভয় ক্রোধ যাঁহাদিগের নিকট হইতে তাঁহারা, চিত্তবিক্ষেপের অভাবহেতু মন্ময়—মদেকচিত্ত হইয়া আমাকেই আশ্রয় করত আমার কৃপায় লভ্য যে আত্মজ্ঞান ও তপস্যা, তাহার পরিপাকের নিমিত্ত স্বধর্ম্ম (দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাব) সেই জ্ঞান-তপের দ্বারা পূত—শুদ্ধ—নিরস্ত হইয়াছে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যরূপ মালিন্য যাহা হইতে তাদৃশ হইয়া মদ্ভাব—মৎসাযুজ্য-লাভকারী বহু ব্যক্তি ছিলেন, কেবল অধুনা যে এই মদ্ভক্তিমার্গ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। তাহাই "তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি" ইত্যাদিদ্বারা—বিদ্যাবিদ্যোপাধিদ্বারা 'তত্ত্বং'পদার্থ যে ঈশ্বর ও জীব, তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক ঈশ্বরের অবিদ্যার অভাব, নিত্যশুদ্ধজীবের ঈশ্বর-প্রসাদলব্ধজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তির পর শুদ্ধ ও স্বতঃ চিদংশদ্বারা তদৈক্য উক্ত হইয়াছে, ইহা দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

কর্ম্মনাং (কর্ম্মসমূহে) সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (ফলাকাঙ্ক্ষিগণ) ইহ (এই নশ্বর) মানুষে লোকে (মর্ত্ত্যলোকে) দেবতাঃ (ইন্দ্রাদি দেবগণকে) যজন্তে (ভজনা করিয়া থাকে) হি (যেহেতু) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রই) কর্ম্মজা (কর্ম্মজনিত) সিদ্ধিঃ (ফল) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

সুঃ অনুঃ—ওহে ! তবে কি তোমারও বৈষম্য-দৃষ্টি আছে ? যেহেতু, এইরূপে তুমি তোমার শরণাগতকেই আত্মজ্ঞান দিয়া থাক, অন্য সকাম ব্যক্তিগণকে দেও না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"যে" ইত্যাদি। যথা—যে-প্রকারে—সকামভাবে বা নিষ্কামভাবে যাহারা আমাকে ভজন করে, তাহাদিগকে আমি তৎপ্রার্থিত ফল প্রদান করিয়া ভজন করি—অনুগ্রহ করি ; ইহাও মনে করিও না যে, যাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া সকামভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভজন করে, আমি তাহা-দিগকে উপেক্ষা করি। যেহেতু, সর্ব্বশঃ—সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রাদিদেব-সেবকগণও আমারই বর্ত্ম—ভজনপথ অনুবর্ত্তন করে, কারণ ইন্দ্রাদিরূপেও আমিই সেব্য ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—[ঈশ্বরের জন্ম কর্ম্ম জানিলে কিরূপে ঈশ্বর-লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন—] আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন অনেক মহাত্মা জ্ঞানে ও তপস্যায় পবিত্র হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১০ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহা হইলে তোমারও কি বৈষম্যদৃষ্টি আছে ? যেহেতু এইরূপে তুমি তোমার শরণাগতকে আত্মজ্ঞান দিয়া থাক, অন্য সকাম ব্যক্তিগণকে দেও না ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] যাঁহারা যেরূপে আমাকে ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করি ; হে পার্থ ! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া স্বষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩ ॥

ময়া (মৎকর্ত্তৃকই) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণকর্ম্ম বিধান-পূর্ব্বক) চাতুর্ব্বর্ণ্যং (বর্ণচতুষ্টয়) স্বষ্টং (স্বষ্ট হইয়াছে)। তস্য (সেই বর্ণধর্ম্মের) কর্ত্তারম্ অপি (কর্ত্তা হইলেও) অব্যয়ম্ (অব্যয়, সনাতন) মাং (আমাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥১৩॥

শ্রীধরঃ—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত আহ—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়েণেহ মনুষ্যলোক ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে ন তু সাক্ষান্মামেব, হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি, ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং দুস্প্রাপ্যত্বাজ্ জ্ঞানস্য ॥ ১২ ॥

স্বঃ অনুঃ—তবে মোক্ষের নিমিত্তই সকলে কেন তোমাকে ভজন করে না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"কাঙ্ক্ষন্তঃ" ইত্যাদি। ইহ—এই মনুষ্যলোকে [মানবগণ] প্রায়ই কর্ম্মের সিদ্ধি—কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে, কিন্তু সাক্ষাৎ আমার উপাসনা করে না ; 'হি'—যেহেতু কর্ম্মজা সিদ্ধি—কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু (শুদ্ধ) জ্ঞানের দুষ্প্রাপ্যত্ববশতঃ কৈবল্যরূপ জ্ঞানফল শীঘ্র ঘটে না ॥ ১২ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহা হইলে মুক্তির নিমিত্ত সকলেই কেন তোমাকে ভজনা করে না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষিগণ প্রায়ই এই মনুষ্যলোকে অন্য দেবতাসকলের পূজা করে ; কেন না, কর্ম্মজাত ফল শীঘ্র লব্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং তৎকর্ত্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বণ্যং স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি; সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি; রজস্তমপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি; তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ং আসক্তি-রাহিত্যেন শ্রমরহিতম্ ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি বল, কেহ সকামভাবে, কেহ বা নিষ্কামভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়—ইহাতে কর্ম্মের বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে; তাহাও আবার ব্রাহ্মণাদি কর্ম্মকর্ত্তার উত্তম-মধ্যমাদি গুণবশতঃ বিচিত্র হয়, এই বৈচিত্র্যের কারক যে তুমি, সেই তোমাতে যে বৈষম্য নাই—ইহা কেমন করিয়া বলিব? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং" ইত্যাদি। চারিবর্ণই—চাতুর্ব্বণ্য। চতুর্ব্বর্ণ+(স্বার্থে) ষ্যঞ্ প্রত্যয়—চাতুর্ব্বর্ণ্য। অর্থ এই যে—ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বপ্রধান, শমদমাদি তাঁহাদের কর্ম্ম। ক্ষত্রিয়গণ সত্ত্বরজঃপ্রধান, শৌর্য্য ও যুদ্ধাদি তাহাদের কর্ম্ম। বৈশ্যগণ রজস্তমঃ প্রধান, কৃষিবাণিজ্যাদি তাহাদের কর্ম্ম। আর শূদ্রগণ তমঃপ্রধান, ত্রৈবর্ণিক (ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণস্থিত) ব্যক্তিগণের শুশ্রূষাদিই তাহাদিগের কর্ম্ম। এইরূপে গুণ ও কর্ম্মসমূহের বিভাগানুসারে মৎকর্ত্তৃকই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, সত্য। তথাপি, বস্তুতঃ উহার (বর্ণবিভাগের) কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে, কারণ, আমাকে অব্যয়-আসক্তিশূন্যতাহেতু শ্রমশূন্য জানিবে ॥ ১৩ ॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (লিপ্ত করিতে পারে না), কর্ম্মফলে (কর্ম্মফলেও) মে (আমার) স্পৃহা (স্পৃহা) ন [অস্তি] (নাই). ইতি (এইরূপে) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (অব্যয়তত্ত্বরূপে জানেন) সঃ (তিনি) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মসমূহদ্বারা) ন বধ্যতে (বদ্ধ হন না) ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি ; নিরহঙ্কারত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যং, যতঃ কর্ম্মফলে স্পৃহারাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি, সোঽপি কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, মম নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্ব-নিস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহঙ্কারাদি-শৈথিল্যাৎ ॥ ১৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—সেই অকর্ত্তৃত্ব স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'ন মাম্', ইত্যাদি। কর্ম্মসকল—বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্যেও আমাকে লিপ্ত আসক্ত করে না, আমি নিরহঙ্কার, লব্ধকাম এবং কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই, সেইজন্যই (কর্ম্ম) আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? কারণ, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই, এরূপভাবে যে আমাকে জানে, সেও কর্ম্মসমূহদ্বারা আবদ্ধ হয় না ; আমার নির্লেপের কারণ ও নিরহঙ্কারত্ব এবং নিস্পৃহত্বাদি যে অবগত আছে, তাহারও অহঙ্কারাদির হ্রাস হয় ॥ ১৪॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, কেহ সকামভাবে, কেহ বা নিষ্কামভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়—ইহাতে কর্ম্মের বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে ; এই বৈচিত্র্যের কারক যে তুমি সেই তোমাতে বৈষম্য নাই—ইহা কেমন করিয়া বলিব? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] আমাকর্ত্তৃক গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে চারিবর্ণ সৃষ্ট অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার কর্ত্তা হইয়াও অব্যয় আমাকে অকর্ত্তা বলিয়াই জানিবে ॥ ১৩ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫

পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণও) এবং (এই তত্ত্ব) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) কর্ম্ম (মদর্পিত কর্ম্ম) কৃতম্ (করিয়াছেন)। তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনকর্ত্তৃক) পূর্ব্বতরং (পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে) কৃতং (অনুষ্ঠিত) কর্ম্ম এব (নিষ্কাম কর্ম্মযোগই) কুরু (অবলম্বন কর) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—"যে যথা মাম্" ইত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি—এবমিতি। অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবংজ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈর্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেষপি কৃতং তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—"যে যথা মাম্" ইত্যাদি ৪টী শ্লোকদ্বারা প্রসঙ্গক্রমে আপাততঃ ঈশ্বরের বৈষম্য পরিহার করিয়া এক্ষণে বিস্তারিতভাবে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগ বলিবার জন্য প্রাচীন কথা স্মরণ করাইতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'অহঙ্কারাদিরহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না, এরূপ অবগত হইয়া জনকাদি পূর্ব্ববর্ত্তী মুমুক্ষুগণ সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগান্তরসমূহেও কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও প্রথমে কর্ম্মই অনুষ্ঠান কর ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই অকর্ত্তৃত্বকেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন—] বিশ্বসৃষ্টিরূপ কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, যেহেতু আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। এই প্রকারে যিনি আমাকে জানেন তিনিও কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হন না ॥১৪ ॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কিং কর্ম্ম (কর্ম্ম কি ?), কিম্ অকর্ম্ম (অকর্ম্মই বা কি ?) ইতি (এই তত্ত্বনিরূপণে) কবয়ঃ (জ্ঞানিগণও) মুহ্যন্তি (মোহগ্রস্ত হন), [অতঃ—অতএব] যৎ (যে বিষয়) জ্ঞাত্বা (অবগত হইলে) অশুভাৎ (অশুভ, অনর্থ হইতে) মোক্ষ্যসে (মোক্ষলাভ করিতে পার), তৎকর্ম্ম (সেই কর্ম্ম) তে (তোমার নিকট) প্রবক্ষ্যামি (উপদেশ করিতেছি) ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং ন লোকপরম্পরা-মাত্রেণেত্যাহ—কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মকরণং, কিমকর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মাকরণং, ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ, যতো যজ্‌ জ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কর্ম্মাকর্ম্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুঃ—সেই কর্ম্মও তত্ত্ববিদ্‌গণের সহিত বিচার করিয়া করা কর্ত্তব্য, কেবল লোকপরম্পরাগত বলিয়া করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাই বলিতেছেন—'কিং কর্ম্ম' ইত্যাদি। কোন্‌টী কর্ম্ম ? অর্থাৎ কীদৃশ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ? কোন্‌টী অকর্ম্ম ? অর্থাৎ কীদৃশ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য ? এতদ্বিষয়ে ানিগণও মোহিত হন। সেইজন্য যাহা জানিলে অর্থাৎ যাহার অনুষ্ঠান করিলে অমঙ্গল—সংসার হইতে 'মোক্ষ্যসে' মুক্ত হইবে সেই কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিষয় তোমাকে আমি উত্তমরূপে বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—["যে যথা, মাম্" ইত্যাদ ৪টী শ্লোকদ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টি-বৈষম্য পরিহার করিয়া এক্ষণে বিস্তারিতভাবে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগ বলিবার জন্য প্রাচীন প্রথা স্মরণ করাইতেছেন—] এইরূপে (নিষ্কাম কর্ম্মে বন্ধন হয় না) ইহা জানিয়া প্রাচীন মুমুক্ষুগণও চিত্তশুদ্ধ্যর্থ কর্ম্ম করিয়াছেন। সেইহেতু তুমিও প্রাচীনগণের পূর্ব্বযুগে আচরিত কর্ম্মই প্রথমতঃ অনুষ্ঠান কর ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মণঃ অপি (কর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্যতত্ত্ব) বিকর্ম্মনঃ চ (বিকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যম্ (জ্ঞাতব্যতত্ত্ব) অকর্ম্মণঃ চ (অকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্যবিষয়) [অস্তি—আছে] ; হি (যেহেতু) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) গতিঃ (যথার্থতত্ত্ব) গহনা (অতিশয় দুর্ব্বিজ্ঞেয়) ॥১৭॥

শ্রীধরঃ—নন্থ লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম্ম দেহাদি-ব্যাপারাত্মকং, অকর্ম্ম চ তদব্যাপারাত্মকং, অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি তত্রাহ—কর্ম্মণি ইতি। কর্ম্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব, অকর্ম্মণোঽবিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, বিকর্ম্মণো নিষিদ্ধব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, যতঃ কর্ম্মণো গতির্গহনা, কর্ম্ম ইত্যুপলক্ষণার্থং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং তত্ত্বং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি বল, ইহা ত' লোকপ্রসিদ্ধ যে, দেহব্যাপারস্বরূপই কর্ম্ম আর দেহব্যাপারশূন্যতাই অকর্ম্ম, তবে কেন বলিতেছ যে, "জ্ঞানীরাও ঐ বিষয়ে মোহিত ?" ইহাতে বলিতেছেন—'কর্ম্মণঃ' ইত্যাদি। কর্ম্মের—বিহিতব্যাপারেরও তত্ত্ব জানা আবশ্যক ; কিন্তু, কেবল লোকপ্রসিদ্ধ কর্ম্মের নহে। অকর্ম্মের—অবিহিতব্যাপারেরও তত্ত্ব জানা আবশ্যক, বিকর্ম্মের—নিষিদ্ধব্যাপারেরও তত্ত্ব জানা আবশ্যক ; যেহেতু কর্ম্মের গতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়া, কর্ম্ম—ইহা উপলক্ষণার্থ। কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম সকলের তত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয়, ইহাই অর্থ ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই কর্ম্মানুষ্ঠানও তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সহিত বিচার করিয়া করা কর্ত্তব্য, কেবল লোকপরম্পরাগত বলিয়া করা উচিত নহে, তাহাই বলিতেছেন—] কোন্‌টী কর্ম্ম, কোন্‌টী অকর্ম্ম,—এ বিষয়ে বিবেকিগণও বিমোহিত। অতএব যাহা জানিয়া তুমি অশুভ সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, সেই কর্ম্ম আমি তোমাকে বলিতেছি ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যঃ (যিনি) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) অকর্ম্ম (অকর্ম্ম), অকর্ম্মণি চ (এবং অকর্ম্মে) কর্ম্ম (কর্ম্ম) পশ্যেৎ (দর্শন করেন) সঃ (তিনিই) মনুষ্যেষু (মনুষ্যদিগের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান), সঃ (তিনিই) যুক্তঃ (যুক্ত) [চ—ও] কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সম্পূর্ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব কর্ম্মাদীনাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ—কর্ম্মণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ, তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ ; অকর্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ, প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ ; মনুষ্যেষু কর্ম্ম কুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ, তং প্রস্তৌতি—স যুক্তো যোগী তেন কর্ম্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ, স এব কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা চ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক-স্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ। তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়াং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনোক্ত এব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎ প্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা যঃ কর্ম্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ, কৃতো বেদিতব্যঃ ; যদারুরুক্ষোরপি কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্বা, কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদিব্যতিরেকানুভবেন অকর্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং ত্যাগে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ, তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ,—তদুক্তং, "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম," ইত্যাদিনা ; য এবম্ভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান পণ্ডিতঃ, তত্র হেতুর্যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি

যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্ত্তাত্ম-জ্ঞানেন সমাবিষ্ট এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জ-ভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্য রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্ম্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—সেই কর্ম্ম সকলের তত্ত্ব যে দুর্ব্বিজ্ঞেয়, তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন—'কর্ম্মণি' ইত্যাদি। পরমেশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম্মে—কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্ম—'ইহা কর্ম্ম নহে' এরূপ যিনি জ্ঞান করেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম জ্ঞানের হেতু হওয়ায় এবং বন্ধনের অভাববশতঃ অকর্ম্মে—বিহিত কার্যের অকরণে, যিনি কর্ম্ম দর্শন করেন অর্থাৎ যিনি উহাকে প্রত্যবায়োৎ-পাদক ও বন্ধনের কারণ জানিয়া কর্ম্ম করেন, তিনি কর্মী মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ এবংনিশ্চয়াত্মকবুদ্ধি আছে বলিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ। ঐ কর্ম্মকর্ত্তাকে প্রশংসা করিতেছেন—তিনি যুক্ত—যোগী, কারণ সেই কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানযোগ-প্রাপ্তি ঘটে। আর, তিনিই কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা; কেন না, সর্ব্বতোভাবে সংপ্লুতোদকস্থানীয় সেই কর্ম্মে সর্ব্বকর্ম্মফলের অন্তর্ভুক্তি আছে। এরূপে আরুরুক্ষুর কর্ম্মযোগাধিকারাবস্থায় 'ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ' ইত্যাদি দ্বারা উক্ত কর্ম্মযোগই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তদ্বিস্তাররূপে এই প্রকরণের পুনরুক্তি কিছু দোষ নহে। ইহা দ্বারাই যোগারূঢ়াবস্থায় "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদি দ্বারা যে কর্ম্মের অনাবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে, তদর্থেও প্রকরণ-বিস্তার হইয়াছে, ইহাই জ্ঞাতব্য। যখন আরুরুক্ষু ব্যক্তির পক্ষেও কর্ম্ম বন্ধনস্বরূপ হয় না, তখন আরূঢ় ব্যক্তির কিরূপে উহা বন্ধন হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক সঙ্গত হয়। অথবা, কর্ম্মে—দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারে বর্ত্তমান থাকিলেও আত্মারও দেহাদিব্যতিরিক্ত অনুভবহেতু অকর্ম্ম—স্বাভাবিক নৈষ্কর্ম্যই যিনি দর্শন করেন এবং জ্ঞানরহিত অকর্ম্মে

—দুঃখজনক-জ্ঞানে কর্ম্মত্যাগে, যিনি কর্ম্ম দর্শন করেন ; কারণ, প্রযত্ন-সাধ্য বলিয়া কর্ম্মত্যাগ মিথ্যাচারমাত্র, তাহাই—"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" ইত্যাদি দ্বারা উক্ত হইয়াছে ; যিনি এবম্ভূত (অকর্ম্মে কর্ম্ম ও কর্ম্মে অকর্ম্ম-দর্শনকারী) ব্যক্তি, তিনি সর্ব্বমনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্—পণ্ডিত, তদ্বিষয়ে কারণ এই যে, তিনি [কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ] কৃৎস্ন—সমস্ত, যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত আহারাদি কর্ম্ম করিয়াও যুক্তই থাকেন অর্থাৎ নিজকে 'অকর্ত্তা' জ্ঞানে সমাধিস্থ থাকেন। এই জন্যই জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে স্বভাববশতঃ কৃত্য কলঞ্জাদি (তাম্রকূটাদি) পানও দোষের নিমিত্ত হয় না। অজ্ঞব্যক্তি বিষয়ে রাগবশতঃ কার্য্য করে বলিয়া তাহাতে দোষের উদয় হয়, বিকর্ম্মের তত্ত্বও নিরূপিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, ইহা ত' লোকপ্রসিদ্ধই যে দেহব্যাপারস্বরূপই কর্ম্ম, আর দেহব্যাপারশূন্যতাই অকর্ম্ম, তবে কেন বলিতেছ যে 'জ্ঞানীরাও ঐ বিষয়ে বিমোহিত?" ইহাতে বলিতেছেন—] কর্ম্মের অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের তত্ত্ব জানা আবশ্যক, বিকর্ম্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্মের তত্ত্বও জানা প্রয়োজন এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগের তত্ত্বও জ্ঞাতব্য, যেহেতু, কর্ম্মের স্বরূপ অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই কর্ম্মসকলের তত্ত্ব যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন—] যিনি পরমেশ্বরারাধনারূপ কর্ম্মকে অকর্ম্ম অর্থাৎ বন্ধহেতু নয় এবং বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানই কর্ম্ম—এইরূপ দেখেন, তিনি মনুষ্যগণ-মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী ও সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। অথবা যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ম্মে আত্মার স্বাভাবিক নৈষ্কর্ম্মভাব দর্শন করেন এবং দুঃখভয়ে কর্ম্মত্যাগরূপ অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, তিনিই যুক্ত (যোগী) এবং সর্ব্বকর্ম্মকারী ॥ ১৮ ॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯॥

যস্য (যাঁহার) সর্ব্বে (সমস্ত) সমারম্ভাঃ (কর্ম্ম) কাম-সঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ (কাম-সংকল্পশূন্য) বুধাঃ (সুধীগণ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং (জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্ম্মা) তং (সেই ব্যক্তিকে) পণ্ডিতং (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ইত্যনেন শ্রুত্যর্থার্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি—কাম্যত ইতি কামঃ ফলং তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতা যস্য ভবন্তি, তং পণ্ডিতমাহুঃ, তত্র হেতুর্যতস্তৈ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্ম্মতাং নীতানি কর্ম্মাণি যস্য তং, আরূঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ। শেষং স্পষ্টম্॥ ১৯॥

সুঃ অনুঃ—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" এই পূর্ব্ব শ্লোকের শ্রুতির অর্থ ও অর্থাপত্তিদ্বারা যে অর্থদ্বয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই পাঁচটী শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—"যস্য" ইত্যাদি। [সমারম্ভ সকল]সম্যগ্ আরব্ধ হয় ইহারা, অতএব সমারম্ভ অর্থাৎ কর্ম্ম সকল। [কাম] কামনা করা হয় ইহাকে অর্থাৎ ফল। যাঁহার কর্ম্মসকল [কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত]—ফল-সঙ্কল্পদ্বারা বর্জ্জিত তাঁহাকে পণ্ডিত বলা হয়। সেস্থলে কারণ এই যে, সেই সকল সমারম্ভদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে [জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাকে]—উদিত-জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ—অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে কর্ম্মসমূহ যাঁহার তাহাকে [বুধগণ পণ্ডিত বলেন।] যোগারূঢ়বস্থায় কাম অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তিবিষয়ক কামনা, সেই ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত 'ইহা কর্ত্তব্য' এই জ্ঞানে কর্ত্তব্যবিষয়ক সঙ্কল্প, তদুভয়দ্বারা বর্জ্জিত। শেষাংশ স্পষ্ট॥ ১৯॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০ ॥

[যঃ—যিনি] কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্ম ও ফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্যানন্দে পরিতৃপ্ত) [অতএব] নিরাশ্রয়ঃ [সন্] (যোগক্ষেমের আশ্রয় শূন্য হইয়া) সঃ (তিনি) কর্ম্মণি (সমস্তকর্ম্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম্য) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগ-ক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ এবম্ভূতো যঃ সঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি, তস্য কর্ম্ম অকর্ম্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "ত্যক্ত্বা" ইত্যাদি। [কর্ম্মফলাসঙ্গ] কর্ম্মে ও তৎফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া [নিত্যতৃপ্ত]—নিত্য নিজানন্দে তৃপ্ত, অতএব [নিরাশ্রয়]—যোগক্ষেমের নিমিত্ত আশ্রয়ণীয় বস্তুরহিত, যিনি এবম্ভূত তিনি স্বাভাবিক—বিহিতকর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না। তাঁহার কর্ম্ম অকর্ম্মত্ব লাভ করে, ইহাই অর্থ ॥ ২০ ॥

মূঃ অনুঃ—["কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" এই পূর্ব্ব শ্লোকের, শ্রুতির অর্থ ও অর্থাপত্তিদ্বারা সে অর্থদ্বয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই পাঁচটী শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—] যাহার সকল কর্ম্মই কাম ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত সেই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্ম্মা ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্গণ পণ্ডিত বলেন ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও বলিতেছেন—] যিনি কর্ম্মে ও তাহার ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় অর্থাৎ যোগক্ষেমার্থচেষ্টারহিত তিনি সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

[সঃ—তিনি] নিরাশীঃ (নিষ্কাম), ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (সমস্তপরিগ্রহশূন্য), কেবলং (কেবল) শারীরং (শরীরযাত্রার নিমিত্ত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ অপি (করিয়াও) কিল্বিষং (পাপ অথবা বন্ধন) ন আপ্নোতি (লাভ করেন না) ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ, যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন সঃ, শরীরং শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদিকর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "নিরাশীঃ" ইত্যাদি। [নিরাশীঃ]—যাহা হইতে আশিস্‌সকল—কামনাসকল নির্গত (বিগত) হইয়াছে, [যতচিত্তাত্মা) যত—সংযত চিত্ত ও আত্মা—শরীর যাঁহার, [ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহ]—যৎকর্ত্তৃক সমস্ত পরিগ্রহ ত্যক্ত হইয়াছে তিনি; শারীর—শরীরযাত্রা-নিষ্পাদ্য; (তাদৃশ ব্যক্তি) কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিত কর্ম্ম করিয়াও কিল্বিষ—বন্ধন প্রাপ্ত হন না। যোগারূঢ় ব্যক্তি কেবল শরীরযাত্রা নির্বাহের উপযোগী স্বাভাবিক ভিক্ষাটনাদি কার্য্য করিয়াও কিল্বিষ—বিহিত কর্ম্মের অকরণনিমিত্ত দোষ লাভ করেন না ॥ ২১ ॥

মুঃ অনুঃ—[আরও] তিনি কেবলমাত্র শরীররক্ষার্থে কর্ম্ম করিয়াও কামনাশূন্য, সংযতচিত্ত ও সংযতশরীর হইয়া এবং সকলপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধন বা দোষপ্রাপ্ত হন না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (বিনা প্রার্থনায় লব্ধদ্রব্যে সন্তুষ্ট), দ্বন্দ্বাতীতঃ (সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের অবশীভূত), বিমৎসরঃ (মৎসরতারহিত) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ (কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ (সমবুদ্ধিবিশিষ্ট) [জনঃ—ব্যক্তি] [কর্ম্ম—কর্ম্ম] কৃত্বা অপি (অনুষ্ঠান করিলেও) ন নিবধ্যতে (বন্ধনপ্রাপ্ত হন না) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতোঽতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্ব্বৈরঃ, যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, য এবম্ভূতঃ স পূর্ব্বোক্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও. বলিতেছেন—"যদৃচ্ছালাভ" ইত্যাদি [যদৃচ্ছা-লাভসন্তুষ্ট] অপ্রার্থিতভাবে উপস্থিত লাভ—যদৃচ্ছালাভ, তদ্দ্বারা সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বাতীত] দ্বন্দ্বসকল—শীতোষ্ণাদির অতীত অর্থাৎ তাহাদিগকে অতি-ক্রমকারী—তাহাদিগের সহনশীল। বিমৎসর—নির্ব্বৈর, যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুর ও সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম—হর্ষ-বিষাদরহিত। যিনি এরূপ তিনি পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তিনী অবস্থাদ্বয়ের (আরুরুক্ষু ও আরূঢ়) যথাযথভাবে বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও বলিতেছেন যে,] যিনি আনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন তাহাতে সন্তুষ্ট হন, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না, মাৎসর্য্যকে দূর করেন এবং কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন, তিনি যে কর্ম্মই করুন তাহাতে স্বয়ং বদ্ধ হন না ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

গতসঙ্গস্য (নিঃসঙ্গ), মুক্তস্য (মুক্ত), জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত পুরুষের) যজ্ঞায় (পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) আচরতঃ (আচরণকারীর) সমগ্রং (সমুদয়) কর্ম্ম (কর্ম্ম) প্রবিলীয়তে (প্রকৃষ্টরূপে লয়প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৩ ॥

অর্পণং ব্রহ্ম (অর্পণ ব্রহ্ম), হবিঃ ব্রহ্ম (ঘৃতাদি ও ব্রহ্ম), ব্রহ্মণা (যজ্ঞকর্ত্তা হোতৃকর্ত্তৃক) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) হুতং (হোমও) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), তেন (সেই ব্যক্তিকর্ত্তৃক) ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা (কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা যাঁহার তৎকর্ত্তৃক) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যং (প্রাপ্য) ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তস্য জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে, আরূঢ়যোগপক্ষে যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থং ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "গত" ইত্যাদি। গতসঙ্গ ব্যক্তির—নিষ্কাম পুরুষের, [মুক্তের]—রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্তজনের, [জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত]—জ্ঞানে অবস্থিত চিত্ত যাঁহার, যজ্ঞের নিমিত্ত—পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য, কর্ম্ম-আচরণকারীর সমগ্র বাসনা সহিত কর্ম্ম প্রলীন হয়—অকর্ম্মভাব লাভ করে, আরূঢ়যোগীর পক্ষে যজ্ঞের নিমিত্ত—যজ্ঞরক্ষণের জন্য [কর্ম্মাচারীর]—লোকের স্বধর্ম্ম-শিক্ষা-দানের জন্য কর্ম্ম-আচরণকারীর, ইহাই অর্থ ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] নিঃসঙ্গ, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত পুরুষ যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম আচরণ করেন তাহা প্রকৃষ্টরূপে লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংস্কার-জনিত ফলের হেতু হয় না ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞান হেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্ম্মৈব ; আরূঢ়াবস্থায়ান্ত অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম্ম অকর্ম্মৈবেতি "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যনেনোক্তঃ কর্ম্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ. ইদানীং কর্ম্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্ম্মপ্রবিলয়মাহ—ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং স্রুবাদি তদপি ব্রহ্মৈব অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হোমোঽগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুঃ—সেইরূপে পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যে কর্ম্ম, তাহা জ্ঞান জন্মাইবার কারণ বলিয়া তাহাতে বন্ধন হয় না, অতএব তাহা অকর্ম্মই হইল। জ্ঞানারূঢ় অবস্থায় আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই—এই বোধে কর্ত্তৃত্বাভিমান বাধিত হওয়ায় তাঁহার দেহরক্ষার্থ স্বাভাবিক নিত্য কর্ম্মসকলও অকর্ম্মই হয় ইহাই "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে (আরূঢ়াবস্থায়) কর্ম্মে ও তাহার অঙ্গে ব্রহ্মই অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা দেখিতে পাইয়া তাঁহার সকলপ্রকার কর্ম্মই বিলীন হইয়া যায়, তাহাই জ্ঞাপন করিতেছেন—"ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদি। অর্পিত হয় ইহার দ্বারা, অতএব অর্পণ, যথা—স্রুবাদি, তাহাও ব্রহ্মই, অর্প্যমাণ হবিঃ—ঘৃতাদিও ব্রহ্মই, ব্রহ্মই অগ্নি, তাহাতে ব্রহ্মরূপ হোতৃকর্ত্তৃ হুত হইতেছে, অর্থাৎ হোম ও অগ্নি, কর্ত্তা ও ক্রিয়া সকলই ব্রহ্ম। এরূপে কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি, তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মই গন্তব্য—প্রাপ্য, কিন্তু অন্যফল প্রাপ্য নহে, ইহাই অর্থ ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অপরে (অন্য) যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং (দৈবযজ্ঞই) পর্য্যুপাসতে (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন) ; অপরে [যোগিনঃ] (অন্য জ্ঞানযোগীরা) ব্রহ্মাগ্নৌ এব (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতেই) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারাই) যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি (যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্মের বিলয় সাধন করেন) ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্ব্বযজ্ঞোপায় প্রাপ্যত্বাৎ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন যজ্ঞানাহ,—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতং। তং দৈবং যজ্ঞমপরে কর্ম্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেইরূপে পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যে কর্ম্ম তাহা জ্ঞানের হেতু বলিয়া তাহাতে বন্ধন হয় না, অতএব তাহা অকর্ম্ম হইল। জ্ঞানারূঢ় অবস্থায় আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই—এই বোধে কর্ত্তৃত্বাভিমান বাধিত হওয়ায় তাঁহার নিত্য দেহরক্ষার্থ কর্ম্মসকলও অকর্ম্মই হয়, ইহাই "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম য পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে আরূঢ় অবস্থায় কর্ম্মে ও তাহার অঙ্গে ব্রহ্মই সতত অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেত, ইহা দেখিতে পাইয়া তাঁহার সকলপ্রকার কর্ম্মই বিলীন হইয়া যায়, তাহাই জ্ঞাপন করিতেছেন—] অর্পণ (স্রুবপ্রভৃতি) ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোমও ব্রহ্ম অর্থাৎ এই সকলে যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয় তখন যথার্থ যজ্ঞ হয়। এবম্বিধ ব্রহ্মাত্মক কর্ম্মে যাঁহার চিত্ত একাগ্রতাবিশিষ্ট তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্যে (অন্য কেহ কেহ—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিগণ) সংযমাগ্নিষু (সংযমরূপ অগ্নিতে) শ্রোত্রাদীনি (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে) জুহ্বতি (হোম করেন) ; অন্যে (অপর কেহ কেহ—স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহিসকল) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান (বিষয়সকলকে) জুহ্বতি (আহুতি দান করিয়া থাকেন) ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুঃ—এই প্রকারে যজ্ঞরূপে সম্পাদিত সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান সকলপ্রকার যজ্ঞাদি উপায়েই লভ্য, সেই হেতু সকল যজ্ঞ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ইহাই বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত অধিকারিভেদে জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ বহু যজ্ঞের কথা "দৈবম্" ইত্যাদি ৮টী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। [দৈব]—ইন্দ্র-বরুণাদি দেবতা পূজিত হন যাহাতে। 'এব' কারে (শব্দে) ইন্দ্রাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধিশূন্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে এইরূপ অপর—কর্ম্মযোগিগণ দৈবযজ্ঞের প্রকৃষ্ট উপাসনা করেন—শ্রদ্ধার সহিত উহা অনুষ্ঠান করেন। অন্য কেহ কেহ—জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে কেবল যজ্ঞরূপ উপায়দ্বারা "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদি কথিত প্রকারে যজ্ঞে আহুতি দান করেন অর্থাৎ যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে লুপ্ত করেন। ইহাই সেই জ্ঞানযজ্ঞ ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[এই প্রকারে যজ্ঞরূপে সম্পাদিত সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান, সকলপ্রকার যজ্ঞাদি উপায়েই লভ্য, সেইহেতু সকল যজ্ঞ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ইহাই বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত অধিকারিভেদে জ্ঞানলাভে উপায়স্বরূপ বহু যজ্ঞের কথা "দৈবম্" ইত্যাদি ৮টী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] অপর কর্ম্মযোগিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজারূপ দৈবযজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন ; কিন্তু অপর কতিপয় জ্ঞানযোগী—ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদি যজ্ঞরূপ উপায়দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মসকলের আহুতি প্রদান করেন ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অপরে (অন্য কেহ কেহ—ধ্যানযোগিগণ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানপ্রদীপ্ত) আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ (পরমাত্মধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে) সর্ব্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়কর্ম্মণি (ইন্দ্রিয়কর্ম্ম) প্রাণকর্ম্মাণি চ (এবং প্রাণকর্ম্ম) জুহ্বতি (হোম করেন) ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযম-রূপেষগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযম-প্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ভোগ-সময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুঃ—"শ্রোত্রাদীনি" ইত্যাদি। অন্য কেহ কেহ—নৈষ্ঠিকব্রহ্ম-চারিগণ সেই সেই ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে আহুতি দান করেন—প্রলীন করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলকে নিরোধ করিয়া সংযম-প্রধান হইয়া অবস্থান করেন। অপরে—গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়গণরূপ অগ্নিসমূহে শব্দাদি আহুতি দান করেন অর্থাৎ বিষয়ভোগসময়েও অনাসক্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক অগ্নিরূপে চিন্তিত ইন্দ্রিয়সকলে ঘৃতরূপে ভাবিত শব্দাদি বিষয়সমূহ আহুতিরূপে নিক্ষেপ করেন, ইহাই অর্থ ॥ ২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—অন্য কেহ কেহ—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল আহুতি প্রদান করেন। অপরে (গৃহস্থগণ) শব্দাদি বিষয়সকল ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্পাণ্যাদীনাং কর্ম্মাণি বচনোপাদানাদীনি চ, প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্ম্মাণি—প্রাণস্য বহির্গমনং, অপানস্যাধোনয়নং, ব্যানস্য ব্যানয়নাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি, সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নং, উদানস্যোর্দ্ধনয়নং, "উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে॥ ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ।" ইত্যেবংরূপাণি জুহ্বতি ; আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা তস্মিন্ মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ॥ ২৭॥

স্বঃ অনুঃ—আরও, "সর্ব্বাণি" ইত্যাদি। অপরে—ধ্যাননিষ্ঠগণ, [ইন্দ্রিয়কর্ম্মসকল]—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের—শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম—শ্রবণ-দর্শনাদি এবং বাক্পাণিপ্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের বচন-উপাদানাদি কর্ম্মসকল, [প্রাণ-কর্ম্মসকল]—দশ প্রাণের কর্ম্ম সকল, যথা-প্রাণের বহির্গমন, অপানের অধোগমন, ব্যানের—আকুঞ্চন-প্রসারণাদি (শ্বাস-প্রশ্বাসাদি), সমানের ভক্ষিত ও পীত পদার্থের সমুন্নয়ন, উদানের উর্দ্ধ-নয়ন। "উদ্গারে নাগ নামক বায়ু প্রসিদ্ধ, উন্মীলনে কূর্ম্ম কথিত, ক্ষুৎকর বায়ুকে কৃকর বলিয়া জানিবে, বিজৃম্ভণে (হাইতোলাকালে) বায়ু দেবদত্ত নামে কথিত। সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়নামক বায়ু মৃতব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে না।" এবম্বিধ প্রাণবায়ুসকলকে আহুতি দান করে। [আত্মসংযমযোগাগ্নিতে]—আত্মাতে সংযম—ধ্যানে একাগ্রতা, তাহাই যোগ তদ্রূপ অগ্নি তাহাতে, [জ্ঞানদীপিত]—জ্ঞানদ্বারা ধ্যেয়বিষয়দ্বারা দীপিত প্রজ্বলিত হইলে তাহাতে ধ্যেয় বস্তুকে সম্যক্ অবগত হইয়া তাহাতে মনঃ সংযত করিয়া সকল কর্ম্ম উপরত করেন, ইহাই অর্থ॥ ২৭॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮॥

[কেচিৎ—কেহ কেহ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞশীল), [কেচিৎ—কেহ কেহ] তপোযজ্ঞাঃ (তপোরূপ যজ্ঞশীল), [কেচিৎ—কেহ কেহ। যোগযজ্ঞাঃ (যোগরূপ যজ্ঞকারী তথা (এবং) অপরে (অন্য কেহ কেহ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃচ (বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞপরায়ণ) [এতে—এই চতুর্ব্বিধ] যতয়ঃ (যতিগণ) সংশিতব্রতাঃ (তীক্ষ্ণব্রত) ॥ ২৮॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ, যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে, যদ্বা—বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি, দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণ কৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও, "দ্রব্যযজ্ঞাঃ" ইত্যাদি। দ্রব্যদানই যজ্ঞ যাহাদের তাহারা দ্রব্যযজ্ঞ; কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপঃই যজ্ঞ যাঁহাদের, তাঁহারা তপোযজ্ঞ; চিত্তনিরোধলক্ষণ-সমাধিরূপ যে যোগ, তাহাই যজ্ঞ যাঁহাদের তাঁহারা যোগযজ্ঞ; স্বাধ্যায়—বেদশ্রবণমননাদিদ্বারা যে বেদার্থজ্ঞান তাহাই যজ্ঞ যাঁহাদের,তাঁহারা (স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ), অথবা বেদপাঠযজ্ঞ ও বেদার্থ-জ্ঞানযজ্ঞ দুইপ্রকার। যতিগণ—প্রযত্নশীলগণ। [সংশিতব্রত] সম্যক্ শিত—নিশিত তীক্ষ্ণীকৃত ব্রত যাহাদের তাহারা ॥ ২৮ ॥

মূঃ অনুঃ—অপর ধ্যাননিষ্ঠগণ ধ্যেয় বিষয় সম্যগ্ জানিয়া আত্মাতে *চিত্তসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সকল ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আহুতি দেন॥২৭॥*

মূঃ অনুঃ—কোন কোন ব্যক্তি দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞশীল, কেহ কেহ *তপোরূপ যজ্ঞশীল, কেহ বা যোগরূপ যজ্ঞকারী, কেহ বা বেদাভ্যাসরূপ* যজ্ঞপরায়ণ; কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞানুষ্ঠাতা—ইহারা সকলে তীক্ষ্ণব্রত যতি ॥২৮॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

তথা (তদ্রূপ) অপরে (অপর কেহ কেহ) অপানে (অপান বায়ুতে) [পূরকেণ—পূরককালে] প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) জুহ্বতি (হোম করে), প্রাণাপানগতীঃ (প্রাণাপানের গতি) [কুম্ভকেন—কুম্ভকদ্বারা] রুদ্ধ্বা (রোধ করিয়া) আপানং (অপানবায়ুকে) প্রাণে (প্রাণে) জুহ্বতি (হোম করেন), [অনেন—এরূপে] প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন) অপরে (আর কেহ কেহ) নিয়তাহারাঃ (আহার সঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া) প্রাণেষু (প্রাণে) প্রাণান্ (প্রাণসকলকে) জুহ্বতি (আহুতি দান করেন) ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অপানে ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি, তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধ্বা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি, এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরে ত্বাহারসঙ্কোচমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেম্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে" ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্ত্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানেনাজপামন্ত্রেণ তত্ত্বম্পদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহমহং স ইতি চিন্তয়েৎ ॥" ইতি 'প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা' ইত্যনেন শ্লোকেন ; প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যন্তে, তস্যায়মর্থঃ—"দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জ্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥" ইত্যেবমাদি-বচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা

প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি ; কুম্ভকেন হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তি তত্রৈব লীয়মানেষ্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে "যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুবাক্কায়দৃষ্টিনাং স্থিরতা চ তথা তথা" ইতি ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "অপানে" ইত্যাদি। [যোগী] অপানে—অধো-বৃত্তিতে, প্রাণকে উর্দ্ধ্ববৃত্তিকে পূরকদ্বারা হোম করেন; পূরককালে প্রাণকে অপানের সহিত একীভূত করেন, আবার কুম্ভকদ্বারা প্রাণ ও অপানের উর্দ্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করিয়া রেচককালে প্রাণে অপানকে হোম করেন। এইরূপে অপর ব্যক্তিগণ পূরক-কুম্ভক-রেচক দ্বারা প্রাণায়ামপরায়ণ হন, ইহাই অর্থ। আরও "অপরে" ইত্যাদি। অন্য কেহ কেহ [নিয়তাহার]—আহার সঙ্কোচন অভ্যাস করিতে করিতে স্বয়ংই জীর্ণ হইতেছে এমন ইন্দ্রিয়সমূহে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয়কে আহুতি কল্পনা করেন, ইহাই অর্থ। অথবা "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে" ইহাদ্বারা পূরক ও রেচককালে "হংসঃ সোঽহম্" অর্থাৎ 'আমি সেই' ও 'তিনিই আমি' এইরূপ অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে অভিব্যক্ত হইতেছেন এমন অজপামন্ত্রদ্বারা 'তত্ত্বং' পদার্থের ঐক্য, পরস্পর ব্যতীহারদ্বারা ভাবনা করেন। যোগ শাস্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে—"প্রাণ সকারদ্বারা বাহিরে যায়, পুনরায় হকারদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করে। 'আমিই তিনি' ও 'তিনিই আমি' এরূপ চিন্তা করিবে।" এইরূপে "প্রাণাপানগতী রুদ্ধা" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা প্রাণায়ামযজ্ঞ অপর ব্যক্তির কথা উক্ত হইয়াছে। তাহার এই অর্থ—'দেহের দুইভাগ অন্নদ্বারা ও একভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিবে। চতুর্থভাগ বায়ুর সঞ্চরণের নিমিত্ত রাখিয়া দিবে—ইত্যাদি বচনানুসারে [নিয়তাহার]—নিয়ত হইয়াছে আহার (গ্রহণ) যাঁহাদের তাঁহারা কুম্ভকদ্বারা প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করত প্রাণসংযমনপরায়ণ হইয়া প্রাণসকলকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলকে প্রাণে আহুতি দেন। কুম্ভকদ্বারা

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষা।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩০॥
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১॥

এতে সর্ব্বে অপি (ইহারা সকলেই) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞতত্ত্ববিৎ), যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞদ্বারা ক্ষীণপাপ), যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করত) সনাতনং (সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকেই) যান্তি (লাভ করেন)॥ ৩৫॥

কুরুসত্তম! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞানুষ্ঠানবিহীন ব্যক্তির) অয়ং (ইহ) লোকঃ (লোক) ন [অস্তি] (নাই); অন্যঃ [লোকঃ] (অপর স্বর্গলোক) কুতঃ (কিরূপে লাভ হইবে?)॥ ৩১॥

শ্রীধরঃ—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব্বেঽপ্যেত ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মশং যৈঃ তে, যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি॥ ৩০॥

সমস্ত প্রাণবায়ু একীভূত হয়। (যোগী) তাহাতেই অর্থাৎ লীয়মান ইন্দ্রিয়সমূহে হোম করিয়া থাকেন। যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ যেই পরিমাণে মনের স্থিরতা সাধিত হয়, সেই পরিমাণে বায়ু, বাক্, কায়ও দৃষ্টীর স্থিরতা লাভ হয়"॥ ২৯॥ সুঃ অঃ

মূঃ অনুঃ—[আরও] কেহ কেহ [পূরকদ্বারা] অপান বায়ুতে প্রাণের হোম করেন অর্থাৎ প্রাণকে অপানের সহিত একীভূত করেন [কুম্ভকদ্বারা] প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া [রেচককালে] প্রাণে অপানের হোম করেন; এইরূপে উহারা প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন। কেহ কেহ আহার সঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া প্রাণসকলকে প্রাণেই হোম করেন অর্থাৎ স্বয়ংই জীর্ণ ইন্দ্রিয়গুলিতে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিসকল আহুতি দেন॥ ২৯॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২॥

ব্রহ্মণঃ মুখে (বেদমুখে) এবং (এই প্রকার) বহুবিধাঃ (বহুবিধ) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞ) বিততাঃ (বর্ণিত হইয়াছে); [ত্বং—তুমি] তান্ সর্ব্বান্ (তৎসমস্ত) কর্ম্মজান্ (কর্ম্মজনিত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে), এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে) ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্য-লোকঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি, কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ? অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুঃ—এক্ষণে সেই উক্ত দ্বাদশপ্রকার যজ্ঞবিদ্‌গণের ফল বলিতেছেন—"সর্ব্বেঽপ্যেতে" ইত্যাদি। যজ্ঞসমূহ 'বিন্দন্তি' লাভ করেন, অতএব যজ্ঞবিদগণ—যজ্ঞজ্ঞগণ। অথবা। [যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষা]—যজ্ঞদ্বারা ক্ষয়িত—নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে কল্মষ যাঁহাদিগকর্ত্তৃক তাঁহারা; [যজ্ঞশিষ্টামৃতভুক্] যাঁহারা যজ্ঞ করিয়া অবশেষে অমৃতরূপ অনিষিদ্ধ অন্ন ভক্ষণ করেন। এইরূপ আচরণকারিগণ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বার-মধ্য দিয়া সনাতন —নিত্য তত্ত্বকে লাভ করেন। যজ্ঞ না করিলে যে দোষ হয়, তাহা বলিতেছেন—"নায়ম্" ইত্যাদি। অযজ্ঞের—যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীর অল্পসুখদায়ক এই মনুষ্যলোকই নাই, বহু সুখদায়ক পরলোক কিরূপে লাভ হইবে? অতএব, সর্ব্বপ্রকারে যজ্ঞসকল কর্ত্তব্য, ইহাই অর্থ ॥ ৩০-৩১॥

মূঃ অনুঃ—[এক্ষণে উক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞবিদ্‌গণের ফল বলিতেছেন—] ইহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ। ইঁহারা যজ্ঞদ্বারা ক্ষীণপাপ হইয়া যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করত অবশেষে পূর্ব্বোক্ত সনাতন ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩॥

পরন্তপ পার্থ! (হে পরন্তপ! পার্থ!) দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যময়) যজ্ঞাৎ (কর্ম্মযজ্ঞ হইতে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানযজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)! [যতঃ—যেহেতু] অখিলং (ফলসহিত) সর্ব্বং কর্ম্ম (সমুদয় কর্ম্ম) জ্ঞানে (জ্ঞানে) পরিসমাপ্যতে (অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে) ॥৩৩॥

শ্রীধরঃ—জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবং বহুবিধা ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ, তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মজনিতানাত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি আত্মনঃ কর্ম্মণোঽগোচরত্বাৎ, এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২ ॥

স্বঃ অনুঃ—জ্ঞানযজ্ঞের প্রশংসা করিবার নিমিত্ত "এবং বহুবিধাঃ" ইত্যাদিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞসকলের উপসংহার করিতেছেন। ব্রহ্মের—বেদের মুখে বিতত অর্থাৎ বেদকর্তৃক সাক্ষাৎ বিহিত। তথাপি সেই সমুদয়কে বাক্ মনঃ-কায়-কর্ম্ম হইতে জাত ও আত্মস্বরূপস্পর্শরহিত বলিয়া 'বিদ্ধি'—অবগত হও; যেহেতু আত্মা কর্ম্মের অগোচর অর্থাৎ কর্ম্মাধান নহে। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সংসার হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইবে ॥ ৩২ ॥

মূঃ অনুঃ—[যজ্ঞ না করিলে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—হে কুরুসত্তম অর্জ্জুন! অযজ্ঞকৃৎ ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকই সম্ভব হয় না, তখন পরলোক কিরূপে সম্ভব হইবে? ॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—[জ্ঞানের প্রশংসার নিমিত্ত যে যজ্ঞসকলের কথা বলা হইয়াছে, তাহার উপসংহার করিতেছেন—] এই সমস্ত প্রকার যজ্ঞই বেদে বিহিত হইয়াছে। ইহাদের সকলকেই কর্ম্মজ (বাক্য, মনঃ, কায় ও কর্ম্ম হইতে জাত) বলিয়া জানিবে। এইরূপে কর্ম্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার ॥ ৩২ ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রণিপাতেন (তত্ত্ববিদ্ গুরুদেবের নিকট প্রণতি), পরিপ্রশ্নেন (পরিপ্রশ্ন), সেবয়া (ও শুশ্রূষাদ্বারা) তৎ (সেই তত্ত্বজ্ঞান) বিদ্ধি (অবগত হও), তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ দিবেন)॥৩৪॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মযজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াৎ অনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদিযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ ; যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব, তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ ; শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ —সর্ব্বং তদভি সমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি" ইতি শ্রুতেঃ॥৩৩॥

সুঃ অনুঃ—কর্ম্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—"শ্রেয়ান্" ইত্যাদি। দ্রব্যময়—অনাত্মব্যাপারের হেতুরূপ দৈবাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ 'শ্রেয়ান্'—শ্রেষ্ঠ ; যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞের মনোব্যাপারাধীনত্ব আছে, তথাপি তাহা আত্মস্বরূপসম্বন্ধি জ্ঞানের ফলে অভিব্যক্তি লাভ করে, অতএব তাহা কেবল অনাত্মব্যাপারের হেতুরূপ নহে, ইহাই —দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে বিশেষত্ব। শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই—সমস্ত কর্ম্ম অখিল—ফলসহিত জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রুতি বলেন—"প্রজাগণ যাহা কিছু সৎ কার্য্য করেন, তাহা সম বা ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখী হয়।" ॥ ৩৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[কর্ম্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ তাহাই বলিতেছেন—] হে পরন্তপ ! হে পার্থ ! দ্রব্যময় যজ্ঞ (কর্ম্মযজ্ঞ) অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, ফলসহিত সমুদয় কর্ম্মই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ॥ ৩৩ ॥

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

পাণ্ডব ! (হে পাণ্ডব !) যৎ (যে তত্ত্বজ্ঞান) জ্ঞাত্বা (লাভ করিলে) পুনঃ (পুনরায়) এবং (এরূপ) মোহং (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না) ; যেন (যদ্দ্বারা) অশেষাণি (নিখিল) ভূতানি (ভূতগণকে) আত্মনি (স্বীয় আত্মাতে) অথ (পরে) ময়ি (আমাতে—পরমাত্মাতে) দ্রক্ষ্যসি (দর্শন করিবে) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি। তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ, জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবৎ নমস্কারেণ ততঃ পরিপ্রশ্নেন "কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ত্ততে" ইতি মনঃপরিপ্রশ্নেন সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—এবম্ভূত আত্মজ্ঞানের সাধন বলিতেছেন—'তদ্' ইত্যাদি। তাহা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান 'বিদ্ধি' জান অর্থাৎ প্রাপ্ত হও। কি উপায়ে তাহা বলিতেছেন—জ্ঞানিগণের নিকট প্রণিপাত—দণ্ডবৎনমস্কার দ্বারা, অতঃপর পরিপ্রশ্নদ্বারা, যথা—কেন আমার সংসারবন্ধন হইল ? কিরূপে ইহা দূর হইবে ? এরূপ আন্তরিক পরিপ্রশ্নদ্বারা এবং সেবাদ্বারা —গুরুশুশ্রূষাদ্বারা। জ্ঞানিগণ—শাস্ত্রজ্ঞগণ, তত্ত্বদর্শিগণ অপরোক্ষানুভবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 'তে'—তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন ॥ ৩৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[উক্ত প্রকার আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন—] তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিমভাবে সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তাঁহারা তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬॥

চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপী হইতেও) পাপকৃত্তমঃ (অধিকতর পাপী) অসি (হও), [তথাপি] সর্ব্বং (সমস্ত) বৃজিনং (পাপরূপ সমুদ্র) জ্ঞানপ্লবেন (জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা) সন্তরিষ্যসি (আনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে) ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—জ্ঞানফলমাহ—যজ্জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্ব্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি ; তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি ; অথো অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অপি চেদিতি। সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপকারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি সর্ব্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

সুঃ অনুঃ—"যজ্ জ্ঞাত্বা" ইত্যাদি সাড়ে তিনটী শ্লোকদ্বারা জ্ঞানফল বলিতেছেন—সেই জ্ঞান জানিলে—লাভ করিলে পুনর্ব্বার বন্ধুবধাদি-নিমিত্ত মোহ প্রাপ্ত হইবে না ; তদ্বিষয়ে কারণ এই—যেই জ্ঞান লাভ করিলে স্বীয় অবিদ্যাজনিত পিতৃপুত্রাদি অশেষ জীবগণকে অভেদরূপে আত্মাতেই দর্শন করিবে ; অথো—অনন্তর, আত্মাকে আমাতে—পরমাত্মাতে অভেদরূপে দর্শন করিবে,—ইহাই অর্থ ॥ ৩৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[জ্ঞানের ফল বলিতেছেন—] হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান লাভ করিলে আর বন্ধুবান্ধবাদির জন্য মোহে অভিভূত হইতে হইবে না এবং যদ্দ্বারা ভূতসমূহকে অভিন্নভাবে স্বীয় আত্মাতে ও পরে অভিন্নরূপে আমাতে দর্শন করিবে ॥ ৩৫ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

অর্জ্জুন ! (হে অর্জ্জুন !) যথা (যেরূপ) সমিদ্ধঃ ((প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠসমূহ) ভস্মসাৎ (ভস্মসাৎ) কুরুতে (করে), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানাগ্নি) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্মকে) ভস্মসাৎ (ভস্মসাৎ) কুরুতে (করিয়া থাকে) ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরঃ—সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্রং, ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ—যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধ-কর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "অপিচেৎ" ইত্যাদি। সকল পাপকারিগণ হইতে যদিও তুমি অত্যন্ত পাপকারী হও, তথাপি সমস্ত পাপরূপ সমুদ্র জ্ঞানপ্লব —জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা সম্যগ্‌ভাবে—অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে ॥ ৩৬ ॥

সুঃ অনুঃ—[জ্ঞানদ্বারা]—সমুদ্ররূপে কল্পিত পাপের অতিক্রম হয়, কিন্তু তাহার নাশ হয় না—এইরূপ ভ্রম দৃষ্টান্তদ্বারা বারণপূর্ব্বক বলিতেছেন —"যথৈধাংসি" ইত্যাদি যেরূপ প্রদীপ্ত অগ্নিঃ 'এধঃ'—কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করে, সেরূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি প্রারব্ধকর্ম্মফল ব্যতীত সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত করে, ইহাই অর্থ ॥ ৩৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা সেই পাপসমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮॥

ইহ (ইহলোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের তুল্য] পবিত্রং (শুদ্ধিকর) ন হি বিদ্যতে (আর কিছু নাই)। তৎ (সেই তত্ত্বজ্ঞান) কালেন (কালক্রমে) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) আত্মনি (স্বীয় অন্তঃকরণে) স্বয়ং (আপনিই) বিন্দতি (লাভ করেন) ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ—নহীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব, তর্হি সর্ব্বেঽপি কিমিতি আত্ম-জ্ঞানমেব কিংনাভ্যস্যন্তীত্যত আহ—তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্ম-বিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধ যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে, ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

সুঃ অনুঃ—তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"নহি" ইত্যাদি। ইহাতে —তপোযোগাদিমধ্যে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র—শুদ্ধিকর বস্তু নাই। তাহা হইলে সকল লোকই কেন আত্মজ্ঞানেরই অভ্যাস করেন না? তদুত্তরে "তৎ স্বয়ং" ইত্যাদি দেড়টী শ্লোকে বলিতেছেন। দীর্ঘকালে কর্ম্মযোগদ্বারা সংসিদ্ধ—যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহা—আত্মবিষয়ে জ্ঞান স্বয়ং অনায়াসে লাভ করেন। কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত নহে, ইহা জ্ঞাতব্য ॥ ৩৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বশ্লোকে যে বলা হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞানরূপ ভেলাদ্বারা পাপসমুদ্র পার হওয়া যায়, তাহাতে পাপের নাশ হয় না—এইরূপ ভ্রান্তির নিরাস করিবার জন্য এক্ষণে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বলিতেছেন—] হে অর্জ্জুন! যেরূপ প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশি ভস্ম করে, সেইরূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্ম্মই ভস্মীভূত করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সংযতেন্দ্রিয়) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন)। জ্ঞানং (জ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভকারী) অচিরেণ (অতিশীঘ্র) পরাং শান্তিম্ (পরা শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্য-বুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ, শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ জ্ঞানলাভানন্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ জ্ঞানং লব্ধ্বা তু অচিরেণ পরাং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও "শ্রদ্ধাবান্" ইত্যাদি। শ্রদ্ধাবান্—গুরূপদিষ্ট বিষয়ে আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত, তৎপর—তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই জ্ঞান লাভ করেন, অন্যে নহে। অতএব শ্রদ্ধাদিসম্পত্তিদ্বারা জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মযোগই অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানলাভের পর কর্ম্ম-যোগের কোনও আবশ্যকতা নাই, তজ্জন্য বলিতেছেন—জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরা শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৩৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার হেতু বলিতেছেন—] ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র (চিত্তশুদ্ধিকর) আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথাসময়ে স্বীয় অন্তঃকরণে আপনিই তাহা লাভ করিয়া থাকেন॥৩৮॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা অচিরেই মোক্ষরূপ পরা শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অজ্ঞঃ (অজ্ঞ), অশ্রদ্দধান (অশ্রদ্দধান) সংশয়াত্মা চ (ও সংশয়াত্মা) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়)। সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মা ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ (ইহলোক) ন [অস্তি] (নাই), ন চ পরঃ (পরলোকও নাই), ন চ সুখম্ অস্তি (বৈষয়িক সুখও নাই) ॥৪০॥

শ্রীধরঃ—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্‌জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং 'মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি' সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি, স্বার্থাদ্‌ ভ্রশ্যতি এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ, ন চ পরলোকো ধর্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ, ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ॥৪০॥

সুঃ অনুঃ—জ্ঞানাধিকারীর কথা বলিয়া তদ্বিপরীত অনধিকারীর কথা বলিতেছেন—"অজ্ঞশ্চ" ইত্যাদি। অজ্ঞ—গুরুদেবের উপদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ, কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান-লাভ হইলেও তাহাতে অশ্রদ্দধান অর্থাৎ শ্রদ্ধা-উৎপন্ন হইলেও 'আমার ইহা সিদ্ধ হইবে কিনা'? এরূপ সংশয়াক্রান্ত-চিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়—স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। এই তিন জনের মধ্যে সংশয়াত্মা সর্ব্বথা বিনষ্ট হয়, কারণ, উহার ইহলোক নাই, যেহেতু সে ধনার্জ্জন ও বিবাহাদি করিতে পারে না। আবার তাহার পরলোকও নাই; কারণ, সে ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই সম্পন্ন করিতে পারিল না। আর সে সুখও লাভ করিতে পারে না যেহেতু সংশয়বশতঃ ভোগও অসম্ভব ॥ ৪০ ॥

সুঃ অনুঃ—[জ্ঞানের অধিকারীর কথা বলিয়া এক্ষণে তাহাদের বিপরীত অনধিকারীর বিষয় বলিতেছে] অজ্ঞ (গুরূপদেশানভিজ্ঞ), শ্রদ্ধাশূন্য ও সংশয়াত্মার বিনাশ হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পর-লোক নাই, এমন কি বৈষয়িক সুখও নাই ॥ ৪০ ॥

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয় !) যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (যিনি যোগদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরকে অর্পণ করিয়াছেন) জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ (এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে) আত্মবন্তং (এরূপ আত্মবান্—অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকল) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম্। যোগেন পরমেশ্বরা-রাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং পুরুষং কর্ম্মাণি স্বফলৈর্ন নিবধ্নন্তি, অতশ্চ জ্ঞানেন আত্মবোধেন কর্ত্তা সংচ্ছিন্নঃ সংশয়ো দেহাত্মভিমানলক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

সুঃ অনুঃ—দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্ব ও পর ভূমিকাভেদে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ যে দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই "যোগ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা উপসংহার করিতেছেন। [যোগসংন্যস্তকর্ম্মাকে] —পরমেশ্বরারাধনরূপ যোগদ্বারা তাঁহাতে (পরমেশ্বরে) সংন্যস্ত—সমর্পিত হইয়াছে কর্ম্মসকল যৎকর্ত্তৃক, সেই পুরুষকে কর্ম্মসমূহ স্ব-স্ব ফলদ্বারা আসক্ত করে না। অতএব [জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়]—আত্মবোধরূপ জ্ঞানদ্বারা সম্যক্ ছিন্ন হইয়াছে দেহাদিতে অহংবুদ্ধিরূপ সংশয় যাঁহার, সেই আত্মবান্—প্রমাদহীন ব্যক্তিকে লোকসংগ্রহার্থক ও স্বাভাবিক কর্ম্ম, সমূহ বদ্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ভারত! (হে ভারত!) তস্মাৎ (অতএব) আত্মনঃ (আত্মার) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানসম্ভূত) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিত) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানাসি দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছিন্ন করিয়া) যোগম্ (নিষ্কামকর্ম্ম-যোগ) আতিষ্ঠ (অবলম্বন কর), উত্তিষ্ঠ [চ] (এবং যুদ্ধে উদ্যোগী হও) ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরঃ—তস্মাদজ্ঞানেতি। যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মাবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত ইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন, যুদ্ধস্য ধর্ম্মাত্মত্বং দর্শিতম্।

পুমবস্থাদিভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্ ॥ ৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্ব ও পর ভূমিকাভেদে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ যে দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই দুইটী শ্লোকদ্বারা উপসংহার করিতেছেন—] হে ধনঞ্জয়। যিনি নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরকে অর্পণ করেন, জ্ঞানদ্বারা সংশয় নাশ করেন এরূপ আত্মবান্ অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে কোন কর্ম্মই বদ্ধ করে না ॥৪১ ॥

স্বঃ অনুঃ—"তস্মাদজ্ঞান" ইত্যাদি। যেহেতু এরূপ, সেহেতু নিজের অজ্ঞান হইতে সম্ভূত হৃদয়স্থিত শোকাদিজনিত এই সংশয়কে দেহাত্ম-বিবেকজ্ঞানরূপ খড়্গাদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক কর্ম্মযোগ 'আতিষ্ঠ'—আশ্রয় কর। তাহাতে প্রথমে প্রস্তাবিত যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থান কর। 'হে ভারত!' ইহাদ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব-নির্দ্দেশ হয় বলিয়া যুদ্ধের ধর্ম্মসঙ্গতত্ব দর্শিত হইল ॥৪২॥

যিনি জীবের অধিকারাদিভেদে কর্ম্ম ও জ্ঞানময়ী দ্বিবিধা নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, সংশয়চ্ছেদনকারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা সুবোধিনীতে
'জ্ঞানযোগ' নাম চতুর্থ অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[সেই হেতু বলিতেছেন—] হে ভারত! আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গাদ্বারা হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়কে ছেদন কর এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ
সংহিতা গ্রন্থে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষদ বা
ব্রহ্মবিদ্যায় যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
'জ্ঞানযোগ' নামক চতুর্থ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

মনু—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষ-সাবর্ণি (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্ম-সাবর্ণি. (১২) রুদ্রপুত্র (সাবর্ণি), (১৩) রৌচ্য (দেবসাবর্ণি), (১৪) ভৌত্যক (ইন্দ্রসাবর্ণি)—এই চতুর্দ্দশ মনু। ইঁহাদিগের মধ্যে ছয়জন মনু অতীত হইয়াছেন। 'বৈবস্বত' নামক সপ্তম মনু এখন বর্ত্তমান। এই বৈবস্বত মনু 'সূর্য্যের পুত্র'। প্রত্যেক মনুর ভোগকাল একাত্তর মহাযুগ। ৪৩২০০০ সৌরবর্ষে কলিযুগ। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণবর্ষ-সংখ্যা—দ্বাপর, তিন গুণ—ত্রেতা এবং চতুর্গুণ—সত্য। সুতরাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। এই মহাযুগকে দিব্যযুগ-সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাদৃশ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর ; চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টি সত্যযুগ-কালপরিমিত সন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিবস ॥ ১ ॥

ইক্ষ্বাকু—বৈবস্বত মনুর পুত্র. শ্রদ্ধার গর্ভসম্ভূত। ইনি 'সূর্য্যবংশী'র প্রথম রাজা বলিয়া প্রথিত। 'বিষ্ণুপুরাণে'র মতে ইনি মনুর নাসিকা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অবতার—প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রাকৃত বৈভবে অবতরণকে 'অবতার' বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে বাইশটী অবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন কারিকাতে অবতারগণের সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,—(১) নৃসিংহ, জামদগ্ন্য, কল্কি—ইঁহারা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশক অবতার ; (২) নারদ, ব্যাস ও বুদ্ধ—ইঁহারা ধর্ম্মসমূহের প্রকাশক অবতার ; (৩) রাম, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ, পৃথু, বলরাম, মোহিনী ও বামন—ইঁহারা 'শ্রী' অর্থাৎ সৌন্দর্য-প্রধান অবতার ; (৪) দত্তাত্রেয়, মৎস্য, চতুঃসন ও কপিল—ইঁহারা জ্ঞান-

প্রদর্শক অবতার ; (৫) নারায়ণ, নর ও ঋষভ—ইহারা বৈরাগ্য-প্রদর্শক অবতার। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মহানিধি এবং তাঁহাতেই নিখিল অবতারাবলী ও শক্তিনিচয় অন্তর্ভূ্ত আছে। অবতারী কৃষ্ণের অসংখ্যপ্রকার অবতার হইলেও তাহা প্রাধানতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত (১) পুরুষাবতার, (২) গুণাবতার, (৩) লীলাবতার, (৪) মন্বন্তরাবতার, (৫) যুগাবতার ও (৬) শক্ত্যাবেশাবতার।

অবতারসমূহের সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ—শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৮।১।২-১০) মৎস্যাবতার ; তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১।২৩।১) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (৭।৪।৩।৫) কূর্ম্মাবতার ; তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭।১।৫।১), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪।১।২।১১) বরাহাবতার ঃ ঋক্‌সংহিতা (১।২২।১৭) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১।২।৫।১-৭) বামনাবতার ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রাম-ভার্গবেয় ; ছান্দোগ্য (৩।১৭) দেবকীপুত্র ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১০।১।৬) বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ।

চতুর্ব্বেদশিখায়াম্—বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নৃসিংহো বামনো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহং ইতোঽহমনন্তোঽহং নৈবৈতে জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে নৈতেষামজ্ঞান-বন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এষ হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরানন্দা ইতি। তস্য হ বা এতস্য পরমস্য ত্রীণি রূপাণি কৃষ্ণো রামঃ কপিল ইতি, তস্য হ বা এতাণি সর্ব্বাণি পূর্ণানিসর্ব্বাণ্যমিতানি সর্ব্বাণ্যসংমিতান্যথাবরাঃ সর্ব্বঃ এবাপূর্ণাঃ সর্ব্ব এব বধ্যন্তে চাথ মুচ্যন্তে চ কেচনেতি।

ঋগ্বেদের মন্ত্রে ত্রিবিক্রম অবতারের কথা কথিত হইয়াছে—"ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।" ত্রীণি পদাঃ বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্য অতো ধর্ম্মাণি ধার্য্যন্ ॥ ৭-৮ ॥

পরিপ্রশ্নমালা

১। ভগবান্ অজ হইলে তাঁহার জন্মলীলা সম্ভব কিরূপে ? (গীঃ ৪।৬)

২। ভগবানের জন্মলীলা কি মায়িক ? (গীঃ ৪।৭)

৩। যুগাবতারের হেতু কি ? (গীঃ ৪।৭-৮)

৪। ভগবানের জন্মে অপ্রাকৃত-বুদ্ধিকারীর গতি কি ? (গীঃ ৪।৯)

৫। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ? (গীঃ ৪।১১-১২)

৬। দেবতান্তর-ভজনকারী ব্যক্তি ও ভগবানের ভক্তের মধ্যে তারতম্য কি ? (গীঃ ৪।১২)

৭। কিভাবে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে ? (গীঃ ৪।১৩)

৮। ভগবান্ কি চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ত্তা ? (গীঃ ৪।১৩)

৯। পণ্ডিত কে ? (গীঃ ৪।১৯)

১০। নিষ্কাম কর্ম্মী কি পাপে লিপ্ত হন ? (গীঃ ৪।২১)

১১। কি ভাবে যথার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় এবং কিরূপ কর্ম্মের দ্বারাই বা ব্রহ্মগতি হয় ? (গীঃ ৪।২৪)

১২। কর্ম্ম-যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ কেন ? (গীঃ ৪।৩৩)

১৩। তত্ত্বদর্শীর নিকট জ্ঞান-লাভের পদ্ধতি কি ? (গীঃ ৪।৩৪)

১৪। পাপ-সমুদ্র হইতে সহজে উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি ? (গীঃ ৪।৩৬)

১৫। জ্ঞান-লাভের অধিকারী কে ? (গীঃ ৪।৩৯)

১৬। অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মার গতি কি ? (গীঃ ৪।৪০)

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে অর্জ্জুনের কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও যোগ-সম্বন্ধে সংশয় ছেদনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ জিতেন্দ্রিয় যতির মুক্তির কথা বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম-ত্যাগের প্রশংসা করিয়া আবার কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিলে অর্জ্জুন কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন্‌টী কর্ত্তব্য, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মে আসক্তি-ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলা যায়। যিনি কর্ম্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও দ্বেষরহিত, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ নহে। যোগযুক্ত জ্ঞানী অনাসক্তভাবে সমস্ত কর্ম্ম করেন। আর সকাম কর্ম্মী ফলাসক্তিদ্বারা কর্ম্মবদ্ধ হন। জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। জীবের স্বাভাবিক স্বরূপ-জ্ঞান অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হওয়ায় জীব আপনাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। পরমেশ্বরে নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ করেন। সমদর্শিগণই —'পণ্ডিত'। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ—'স্থিরবুদ্ধি' এবং প্রিয় ও অপ্রিয়লাভে অনুদ্বিগ্ন। জড়শরীর-ত্যাগপর্য্যন্ত যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা কামক্রোধাদির বেগ সহ্য করিয়া যিনি আত্মসমাধিযুক্ত হন, তিনি প্রকৃত সুখী। তিনি অন্তর্জ্জগতের সুখ, ক্রীড়া ও জ্যোতির্যুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন। প্রকৃতির অতীত সদ্‌বস্তু ব্রহ্মে অবস্থান-হেতু জড়-দুঃখরূপ ক্লেশের নির্ব্বাণকে 'ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ' বলে। কর্ম্মযোগিগণ সকল যজ্ঞ ও তপস্যার পালক সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ বিষ্ণুকে অবগত হইয়া শান্তি লাভ করেন।

শিক্ষা—কর্ম্মাসক্তিত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। যোগযুক্ত পুরুষ অনাসক্তভাবে বিষ্ণুসেবাপর কর্ম্ম করেন। বিষ্ণুকে অবগত হইলেই পরা শান্তিলাভ হয়।

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) [ত্বং—তুমি] কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস, উপদেশ করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) যোগঞ্চ (কর্ম্ম-যোগ) শংসসি (কহিতেছ) ; এতয়োঃ (এতদুভয়ের মধ্যে) যৎ (যাহা) (শ্রেয়ঃ মঙ্গলপ্রদ) তৎ (সেই) একং (একটী) সুনিশ্চিতং (সুনিশ্চয় করিয়া) মে (আমাকে) ব্রূহি (বল) ॥ ১ ॥

নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ ॥

শ্রীধরঃ—অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠে-ত্যুক্তম্, তত্র পূর্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—সন্ন্যাসমিতি। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসন্ন্যাসং কথয়সি ; 'জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠ' ইতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি ; ন চ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকস্যৈকদৈব সম্ভবতো বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্মাদেতয়োর্মধ্যে একস্মিন্ননুষ্ঠাতব্যে সতি মম যচ্ছ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুনের কর্ম্মসন্ন্যাস ও যোগসম্বন্ধে সংশয় দূর করিয়া শ্রীভগবান্ পঞ্চম অধ্যায়ে জিতেন্দ্রিয় যতির মুক্তির কথা বলিয়াছেন।

সুঃ অনুঃ—অজ্ঞানসম্ভূত সংশয় জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, ইহা ভগবৎকর্তৃক উক্ত হইয়াছে, ইহাতে পূর্ব্বাপর বিরোধ রহিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন—"সন্ন্যাসম্" ইত্যাদি। [হে কৃষ্ণ !] 'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ ইত্যাদি

শ্রীভগবান্ উবাচ—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন—) সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ (সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভৌ (উভয়ই) নিঃশ্রেয়সকরৌ (পরমমঙ্গলপ্রদ) ! তু (পরন্তু) তয়োঃ (তদুভয়ের মধ্যে) কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ (কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে) কর্ম্মযোগঃ (কর্ম্মযোগই) বিশিষ্যতে (অধিকতর প্রশংসনীয়) ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাস ইতি। অয়ম্ভাবঃ—ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি, যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্ত-শোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্ম-জ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি, কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ, এবঞ্চ সত্যঙ্গপ্রধানয়োর্বিকল্পাযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ, তথাপি তয়োর্ম্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥ ২ ॥

এবং "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ!" ইত্যাদিদ্বারা জ্ঞানিগণের পক্ষে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা বলিতেছ, "জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠ।" ইত্যাদিদ্বারা পুনরায় যোগের কথাও বলিতেছ। অথচ বিরুদ্ধস্বরূপহেতু একই সময় একই ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ সম্ভব হইতে পারে না। অতএব এতদুভয়ের মধ্যে যদি একটীই অনুষ্ঠেয় হয়, তবে যেটী আমার পক্ষে সুনিশ্চিত মঙ্গলজনক সেটী আমাকে বল ॥ ১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

স্বঃ অনুঃ—ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—"সন্ন্যাসঃ" ইত্যাদি। আমার মনোগত ভাব এই যে—আমি বেদান্তবেদ্য আত্মবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি কর্ম্মযোগ উপদেশ করি না, যেহেতু পূর্ব্বকথিত সন্ন্যাসের কথার সহিত ইহার বিরোধ হয়। কিন্তু তুমি দেহাত্মাভিমানী; তোমার বন্ধুবধাদিনিমিত্ত শোক ও মোহাদিজনিত এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তোমাকে বলিতেছি—তুমি দেহাত্মবিবেকজ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ইহা ছেদন করিয়া পরমাত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর। কর্ম্মযোগদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সেই জ্ঞানের পরিপাকের (পরিপূর্ণতার) নিমিত্ত জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গরূপে পূর্ব্বেই সন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে; এরূপ হইলে অঙ্গ ও অঙ্গীর সন্দেহের অভাবে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ—এই দুইটীই ভূমিকাভেদে সংগৃহীত হইয়া মঙ্গল সাধন করে, তথাপি তদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ জানিবে ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—[অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়, জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, ইহা ভগবৎকর্তৃক উক্ত হইয়াছে; ইহাতে পূর্ব্বাপরের বিরোধ রহিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া] অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্ব্বে কর্ম্মসন্ন্যাসের কথা বলিয়াছ, পুনরায় কর্ম্মযোগের কথাও বলিয়াছ, এই উভয়ের মধ্যে যাহা সুনিশ্চিত শ্রেয়ঃ, সেই একটী আমাকে বল ॥ ১ ॥

মূঃ অনুঃ—[অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে—] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—কর্ম্মত্যাগ এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই জ্ঞানোৎপত্তির হেতুরূপে মোক্ষজনক; তথাপি কিন্তু কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

মহাবাহো ! (হে মহাবাহো !) যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষও করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সঃ (তিনি) নিত্যসন্ন্যাসী (নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া) জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য)। হি (যেহেতু), নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বরহিত ব্যক্তি) বন্ধাৎ (সংসারবন্ধন হইতে) সুখং (অনায়াসে) প্রমুচ্যতে (প্রমুক্ত হন) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যপেক্ষায়াং সন্ন্যাসিত্বেন কর্ম্মযোগিনং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মানি যোঽনুতিষ্ঠতি, স নিত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো হি শুদ্ধচিত্তো জ্ঞান-দ্বারা সুখমনায়াসেনৈব সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—কেন শ্রেষ্ঠ ? ইহাই আশঙ্কা করিয়া সন্ন্যাসীর ভাবযুক্ত কর্ম্মযোগীর প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন—"জ্ঞেয়ঃ" ইত্যাদি। রাগদ্বেষাদিরহিত হইয়া পরমেশ্বরের নিমিত্ত যিনি কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। তদ্বিষয়ে কারণ, নির্দ্বন্দ্ব—রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞানদ্বারা সুখে—অনায়াসেই [বন্ধন] সংসার হইতে প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হন ॥ ৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[কেন শ্রেষ্ঠ ? ইহা আশঙ্কা করিয়া সন্ন্যাসীর ভাবযুক্ত কর্ম্মযোগীর প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন—] হে মহাবাহো ! যিনি দ্বেষ করেন না ও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাকে নিত্য অর্থাৎ কর্ম্মকালেও সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে কেন না রাগদ্বেষাদি-দ্বন্দ্বশূন্য ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

বালাঃ (বালকবৎ অজ্ঞগণ) সাংখ্যযোগৌ (সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে) পৃথক্ (পৃথক্) প্রবদন্তি (বলে), তু (কিন্তু) পণ্ডিতাঃ (বিজ্ঞগণ) ন (বলেন না)। একম্ অপি (একটীও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যগ্ রূপে অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি উভয়োঃ (তদুভয়ের) ফলং (ফল) বিন্দতে (লাভ করেন) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবমঙ্গ প্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়োঽতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্যোভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানামেবোচিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি, সন্ন্যাসকর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ। তত্র হেতুঃ অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি তথা হি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং, তদ্বিন্দতীতি সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুঃ—যেহেতু এই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ ও অবস্থাভেদে তাহাদের ক্রমসমুচ্চয় নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব ইহাদের বিকল্প (ভেদ) অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ—এই প্রকার প্রশ্ন-কার্য্য অজ্ঞানীরই উচিত, বিবেকীর উচিত নয়—ইহাই জানাইবার জন্য বলিতেছেন—"সাংখ্যযোগৌ" ইত্যাদি। জ্ঞাননিষ্ঠবাচক সাংখ্যশব্দে কর্ম্মযোগের অঙ্গস্বরূপ দ্বারা সন্ন্যাস লক্ষিত হইতেছে। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ একফলদায়ক অথচ—পৃথক্—স্বতন্ত্র, ইহা বালকগণের—অজ্ঞগণেরই উক্তি, কিন্তু পণ্ডিতগণের নহে। তদ্বিষয়ে হেতু এই যে, তদুভয়ের

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

সাংখ্যৈঃ (সাংখ্যগণ, সন্ন্যাসিগণ) যৎ (যেই) স্থানং (স্থান) প্রাপ্যতে (লাভ করেন), যোগৈঃ অপি (কর্ম্মযোগিগণও) তৎ (সেই স্থান) গম্যতে (লাভ করেন) । যঃ (যিনি) সাংখ্যং যোগং চ (সাংখ্য ও যোগকে) একং (অভিন্ন) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনিই) পশ্যতি (সম্যগ্‌দর্শী) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—এতদেব স্ফুটয়তি—যৎ সাঙ্খ্যৈরিতি। সাঙ্খ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে। (যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ) তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চৈক-ফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

একটীকেও সম্যগ্ আস্থিত—আশ্রয়কারী ব্যক্তি উভয়ের ফল লাভ করেন। আরও, তিনি কর্ম্মযোগ সম্যগ্ অনুষ্ঠান করত শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা উভয়ের ফল যে কৈবল্য তাহা লাভ করেন, সম্যগ্ রূপে সন্ন্যাসকে আশ্রয় করিয়াও পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগের ও পরম্পরাক্রমে জ্ঞানদ্বারা উভয়ের যে ফল তাহার লাভ হয়. অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ের ফল যে কৈবল্য, তাহা লাভ করেন, এই দুইটী ফল পৃথক্ নহে ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু এই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ এবং অবস্থাভেদে তাহাদের ক্রমসমুচ্চয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব ইহাদের বিকল্প অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, এই প্রকার প্রশ্ন-কার্য্যটী অজ্ঞানীরই উচিত, বিবেকীর উচিত নয়—ইহাই বলিতেছেন —] অজ্ঞ ব্যক্তিরাই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। (কেন না) উভয়ের মধ্যে একটীকে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় বা অবলম্বন করিলেই উভয়ের ফল লাভ হয় ॥ ৪ ॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) অযোগতঃ (কর্ম্মযোগ ব্যতীত) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস) আপ্তুং (পাইতে) দুঃখং (কষ্টকর) তু (কিন্তু) যোগযুক্তঃ (কর্ম্মযোগযুক্ত) মুনিঃ (মুনি) ন চিরেণ (অচিরেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) অধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারেন) ॥৬॥

শ্রীধরঃ—যদি কর্ম্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা, তর্হি আদিত এব সন্ন্যাসং কর্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্যমানং প্রত্যাহ—সন্ন্যাসস্ত্বিতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সন্ন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ, চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্ বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ—"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসন্দূষিতাশয়াঃ॥" ইতি ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুঃ—ইহাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"যৎ সাংখ্যৈঃ" ইত্যাদি। সাংখ্যগণকর্ত্তৃক—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণকর্ত্তৃক যে স্থান —মোক্ষনামক পদ প্রকৃষ্টভাবে সাক্ষাৎ লব্ধ হয়। ('যোগৈঃ' এস্থলে 'অর্শ আদিভ্যোঽচ্ প্রত্যয়ো' দ্রষ্টব্য) অতএব কর্ম্মযোগিগণও জ্ঞানদ্বারে তাহাই 'গম্যতে' লাভ করে, ইহাই অর্থ। অতএব সাংখ্য ও যোগকে একফলদায়ক বলিয়া যে ব্যক্তি এবরূপ দর্শন করে, সেই সম্যগ্ দর্শন করে ॥ ৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—] সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে মোক্ষপদ লাভ করেন, কর্ম্মযোগিগণও সেই স্থানই জ্ঞানদ্বারা লাভ করেন। যিনি সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে অভিন্ন দেখেন তিনি সম্যক্‌দর্শী। ৫ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

যোগযুক্তঃ (যিনি কর্ম্মযোগে যুক্ত), বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত), বিজিতাত্মা (সংযত-দেহ), জিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা [চ] (এবং সর্ব্বভূতের আত্মাই যাঁহার আত্মা—ঈদৃশ ব্যক্তি) কুর্ব্বন্ অপি (কর্ম্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (তাহাতে লিপ্ত হন না) ॥ ৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি কর্ম্মযোগীরও সর্ব্বশেষে সন্ন্যাসদ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠালাভ হয়, তবে প্রথমতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত, এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—'সন্ন্যাসস্তু' ইত্যাদি। 'অযোগদ্বারা'—কর্ম্মযোগ ব্যতীত (অন্য কর্ম্মদ্বারা) সন্ন্যাস লাভ করা দুঃখজনক অর্থাৎ দুঃখবশতঃ অলভ্য, কারণ চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু যোগযুক্ত ব্যক্তি শুদ্ধচিত্ততাহেতু মুনি—সন্ন্যাসী হইয়া অচিরে ব্রহ্ম লাভ করেন—অপরোক্ষতত্ত্ব অবগত হন। অতএব চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ—এই পূর্ব্বোক্ত বাক্য প্রমাণীকৃত হইল। বার্ত্তিককারগণ বলিয়াছেন, যথা—"অনবহিত, অস্থিরচিত্ত, খল ও কলহোৎসুক ইত্যাদি প্রকার দৈবকর্ত্তৃক সম্যগ্ দূষিতচিত্ত সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইয়া থাকে।" ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদিও কর্ম্মযোগীর সর্ব্বশেষে সন্ন্যাসদ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠালাভ হয়, তথাপি প্রথমতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—] হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখপ্রাপ্তিরই হেতু হয়; কিন্তু কর্ম্মযোগযুক্ত মুনি (সন্ন্যাসী হইয়া) অচিরেই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥ ৬ ॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

যুক্তঃ (কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি) পশ্যন্ (দর্শন), শৃন্বন্ (শ্রবণ), স্পৃশন্ (স্পর্শ), জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ), অশ্নন্ (আহার) গচ্ছন্ (গমন), স্বপন্ (শয়ন), শ্বসন্ (নিশ্বাসগ্রহণ), প্রলপন্ (কথন), বিসৃজন্ (ত্যাগ), গৃহ্নন্ (গ্রহণ) উন্মিষন্ (উন্মেষ), নিমিষন্ অপি (ও নিমেষ করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণই; ইন্দ্রিয়ার্থেষু (স্ব-স্ব বিষয়ে) বর্ত্তন্তে (প্রবর্ত্তিত আছে), ইতি (ইহা) ধারয়ন্ (ধারণা করিয়া) কিঞ্চিৎ (কিছুই) নৈব করোমি (আমি করি না) ইতি (এরূপ) মন্যতে (মনে করেন) ॥ ৮-৯ ॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মযোগাদক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপারতনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ, অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য, অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য, স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে॥৭॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ইত্যেতাদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্তৃত্বাভিমানাভাবান্নেত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপীন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যতে। তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ,—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমেষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে। তথাচপারমর্ষং সূত্রং "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ"ইতি॥ ৮-৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—কর্ম্মযোগাদিক্রমে ব্রহ্মলাভ হইলেও তৎপরে আচরিত কর্ম্মযোগদ্বারা বন্ধন হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন —"যোগযুক্তঃ" ইত্যাদি। [যোগযুক্ত]—যোগদ্বারা যুক্ত। অতএব [বিশুদ্ধাত্মা]—বিশুদ্ধ আত্মা—চিত্ত যাঁহার, অতএব [বিজিতাত্মা]—বিজিত আত্মা—শরীর যৎকর্ত্তৃক, অতএব [জিতেন্দ্রিয়]—বিজিত হইয়াছে ইন্দ্রিয়সকল যৎকর্ত্তৃক, অতঃপর [সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা—সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ আত্মা যাঁহার তিনি লোকসংগ্রহার্থ বা স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—'কর্ম্ম করিলেও লিপ্ত হন না,—ইহা বিরুদ্ধ নয় কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কর্ত্তৃত্বাভিমানের অভাবহেতু বিরুদ্ধ নয়, ইহাই দুই শ্লোকে বলিতেছেন,—"নৈব" ইত্যাদি। [যুক্ত] কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ তত্ত্ববিৎ হইয়া দর্শন-শ্রবণাদি কার্য্য করিয়াও 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয়সকল অবস্থান করে, এরূপ ধারণা করিয়া—বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়া 'আমি কিছুই করি না'—এরূপ 'মন্যতে'—মনে করেন। তন্মধ্যে দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শন-ঘ্রাণ-ভক্ষণাদি চক্ষুরাদিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারসমূহ —পাদদ্বয়ের গতি, বুদ্ধির অবসাদ, প্রাণের শ্বাস, বাগিন্দ্রিয়ের প্রলাপ বা কথন, পায়ু ও উপস্থের বিসর্জ্জনকার্য্যে হস্তদ্বয়ের গ্রহণ, কূর্ম্মাখ্য প্রাণের উন্মেষণ ও নিমেষণ ইত্যাদি জ্ঞান। অভিমানশূন্যতাহেতু ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি এসকল কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না। যথা পারমর্ষ-সূত্রে—'তদধিগমে উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ' ইতি ॥ ৮-৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[কর্ম্মযোগাদিক্রমে ব্রহ্মলাভ হইলেও তৎপরে আচরিত কর্ম্মযোগদ্বারা বন্ধন হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন —] যোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, বিজিতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ যাঁহার আত্মা, তাদৃশ ব্যক্তি লোকশিক্ষার্থ কর্ম্ম বা স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০॥

যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং (ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগপূর্ব্বক) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকল) করোতি (অনুষ্ঠান করেন), সঃ (তিনি) অম্ভসা (জলে) পদ্মপত্রম্ ইব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন [কর্ম্ম করিয়াও] (পাপে) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)॥ ১০॥

শ্রীধরঃ—তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপো দুর্ব্বারঃ, তথা অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি, অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে, যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ॥ ১০॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—কর্ম্ম করিলেও লিপ্ত হয় না, ইহা বিরুদ্ধ নয় কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কর্ত্তৃত্বাভিমানের অভাবহেতু বিরুদ্ধ নয়, ইহাই দুই শ্লোকে বলিতেছেন—] যুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মযোগদ্বারা সমাহিত ব্যক্তি ক্রমে তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ আত্মদর্শী হইয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও ভোজন, বুদ্ধির কর্ম্ম—নিদ্রা, প্রাণের কর্ম্ম—শ্বাস-প্রশ্বাস ও চক্ষুর উন্মীলন, নিমীলন, (পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম—) গমন, কথোপকথন, মলমূত্রত্যাগ ও গ্রহণ করিয়াও ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হইতেছে—এইরূপ ধারণা করিয়া "আমি কিছুই করি না।" এইরূপ মনে করেন, সুতরাং অভিমান থাকে না বলিয়া ব্রহ্মবিৎ কর্ম্মে লিপ্ত হন না॥ ৮-৯॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) সঙ্গং (কর্ম্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগপূর্ব্বক) কায়েন (কায়), মনসা (মন), বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) কেবলৈঃ (আসক্তিরহিত) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারাও) আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্তি (করিয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি—কায়নেতি। কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্ম ফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্মযোগিনঃ কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহা হইলে যাহার "আমি করি" এইরূপ অভিমান আছে, তাহার কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া দুর্নিবার, তাহার আবার চিত্ত অবিশুদ্ধ থাকিলে সন্ন্যাসও হইতে পারে না, এই হেতু তাহার মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়। এতদুত্তরে বলিতেছেন—"ব্রহ্মণি" ইত্যাদি। [কর্ম্মকে] ব্রহ্মে স্থাপন করিয়া—পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া, তাহার ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্মসমূহ করে, সে ব্যক্তি পাপ দ্বারা—বন্ধনের কারণ বলিয়া পুণ্যপাপাত্মক পাপিষ্ঠ কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয় না। পদ্মপত্র যেরূপ জলে থাকিয়াও সেই জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ। ১০ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহা হইলে যাহার "আমি করি" এইরূপ অভিমান আছে, তাহার কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া দুর্নিবার, তাহার আবার চিত্ত অবিশুদ্ধ থাকিলে সন্ন্যাসও হইতে পারে না, এই হেতু তাহার মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়। এতদুত্তরে বলিতেছেন—] যিনি কর্ম্মসমূহ ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া এবং তৎফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন—জল যেমন পদ্মপত্রকে লিপ্ত করে না—সেইরূপ পাপও তাঁহাকে লিপ্ত করে না ॥ ১০ ॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

যুক্তঃ (পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠ কর্ম্মযোগী) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগপূর্ব্বক) নৈষ্ঠিকীং (ঐকান্তিকী) শান্তিং (শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ) আপ্নোতি (লাভ করেন), [কিন্তু] অযুক্তঃ (অযুক্ত—সকাম ব্যক্তি) কামকারেণ (কামনাবশতঃ) ফলে (ফলে) সক্তঃ (আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (অতিশয় বন্ধনপ্রাপ্ত হন) ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যত ইতি ব্যবস্থা ? অত আহ—যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ; অযুক্তস্তু বহির্ম্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

সুঃ অনুঃ—[অনাসক্তের] বন্ধকত্বাভাব বলিয়া সদাচারেও মোক্ষের হেতুতা প্রদর্শন করিতেছেন "কায়েন" ইত্যাদি। শরীরদ্বারা স্নানাদি, মনের দ্বারা ধ্যানাদি, বুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবল—কর্ম্মাভিনিবেশরহিত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণ কর্ম্ম [সঙ্গ]—ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুঃ—ওহে, এ কেমন ব্যবস্থা হয় যে, একই কর্ম্মদ্বারা কেহ মুক্ত আর কেহ বা বদ্ধ হইতেছে? এরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"যুক্তঃ" ইত্যাদি। [নিষ্কামকর্ম্মযোগী] যুক্ত—পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্মের ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া [নৈষ্ঠিকী]—আত্যন্তিকী শান্তি মোক্ষ লাভ করেন ; কিন্তু অযুক্ত—বহির্ম্মুখ ব্যক্তি কামকারদ্বারা—কামজাত প্রবৃত্তিবশতঃ ফলে [সক্ত]—আসক্ত হইয়া নিতান্ত বন্ধন-প্রাপ্ত হয় ॥১২॥

মূঃ অনুঃ—কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কায়, মনঃ, বুদ্ধি ও কেবলমাত্র (কর্ম্মাভিনিবেশরহিত) ইন্দ্রিয়-সহায়ে কর্ম্ম করেন ॥ ১১ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (দেহী জীব) মনসা (বিবেকযুক্ত মনদ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমুদয় কর্ম্ম) সংন্যস্য (ত্যাগ করিয়া) নবদ্বারে (নবদ্বারবিশিষ্ট) পুরে (পুরবৎ দেহে) ন এব কুর্ব্বন্ (স্বয়ং কোন কার্য্য না করিয়া) [এবং] ন কারয়ন্ (অন্যকেও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত না করাইয়া) সুখং (সুখে) আস্তে (অবস্থান করেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্ ; ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। বশী জিতচিত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সন্ন্যস্য সুখং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে, ক্বাস্তে ? ইত্যত আহ—নবদ্বারে নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোগতানি অধোগতে দ্বে পায়ূপস্থরূপে ইত্যেবং নবদ্বারাণি যস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে ; অহঙ্কারাভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্ব্বন্, মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ন্নিতি অশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা ; অশুদ্ধচিত্তো হি সন্ন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ, ন ত্বয়ং তথা অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুঃ—চিত্তশুদ্ধিশূন্য ব্যক্তির কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই যে কর্ত্তব্য তাহা এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, এক্ষণে শুদ্ধচিত্তব্যক্তির কর্ম্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—"সর্ব্বকর্ম্মাণি" ইত্যাদি। বশী—জিতচিত্ত ব্যক্তি বিবেকযুক্ত মনদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিক্ষেপকর কর্ম্ম সম্যক্ ন্যাসপূর্ব্বক যেরূপে সুখ-লাভ হয়, সেরূপ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন। কোথায় অবস্থান করেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—নবদ্বারে—নেত্রদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও মুখ— শিরঃস্থ এই সাতটী, আর পায়ু ও উপস্থরূপ অধোদেশস্থ দুইটী—এই নয়টী দ্বার আছে যাহাতে, এরূপ পুরে (গৃহে)

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য (জীবগণের) কর্তৃত্বং (কর্তৃত্ব) ন [সৃজতি] (উৎপাদন করেন না), কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ন সৃজতি(সৃষ্টি করেন না), কর্ম্মফলসংযোগং (কর্ম্মফল-সংযোগও) ন [সৃজতি] (সৃষ্টি করেন না) ; তু (পরন্ত) স্বভাবঃ (স্বভাব—অবিদ্যাই) প্রবর্ত্ততে (কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৪ ॥

অর্থাৎ গৃহের ন্যায় অহঙ্কারশূন্য দেহে দেহী (জীব) অবস্থান করেন, অহংকারাভাববশতঃই স্বয়ং সেই দেহদ্বারা কর্ম্ম করেন না, মমত্ব-ভাবের অভাবহেতু অপরকেও কর্ম্ম করান না, এস্থলে অশুদ্ধচিত্ত হইতে পার্থক্য কথিত হইয়াছে ; অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিয়াও পুনঃ কর্ম্ম করে ও করায়, কিন্তু [বশী ব্যক্তি] সেরূপ নহেন অতএব সুখে অবস্থান করেন, ইহাই অর্থ ॥ ১৩ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[এ কেমন ব্যবস্থা যে, একই কর্ম্মদ্বারা কেহ মুক্ত, আর কেহ বা বদ্ধ হইতেছে ? এরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াও আত্যন্তিক শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। অযুক্ত (বহির্ম্মুখ) ব্যক্তি কামনাবশতঃ কর্ম্মফলে আসক্ত থাকায় অত্যন্ত বন্ধন প্রাপ্ত হন ॥ ১২ ॥

মূঃ অনুঃ—[চিত্তশুদ্ধিশূন্য ব্যক্তির কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই যে কর্ত্তব্য তাহা এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ—ইহাই বলিতেছেন—] সংযতচিত্ত ব্যক্তি বিবেকবুদ্ধিদ্বারা সর্ব্ব প্রকার বিক্ষেপকর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া প্রসন্নচিত্তে নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহপুরে স্বয়ং অহঙ্কারশূন্য হইয়া দেহী দেহদ্বারা কোন কর্ম্ম করেন না এবং অন্যকেও করান না—এইরূপে সুখে অবস্থান করেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—নহু "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ, ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চেৎ?—এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রযোজককর্ত্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ—ন কর্ত্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি, কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ, প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্‌ক্তে, ন তু স্বয়মেব কর্ত্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

সুঃ অনুঃ—যদি বল "এই পরমেশ্বরই যাহাকে এই লোক হইতে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা সাধুকর্ম্ম, আর যাহাকে এই লোক হইতে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা অসাধু কর্ম্ম করান"—এইরূপ শ্রুতি থাকায় পরমেশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত শুভাশুভফলপ্রদ কর্ম্মে প্রেরিত পুরুষের স্বাধীনতা নাই, অতএব কি করিয়া পুরুষ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে? ইহাতে যদি আবার বল যে, ঈশ্বরই জ্ঞানমার্গে নিযুক্ত করিয়া তাহার শুভাশুভ কর্ম্মফল ত্যাগ করান, ইত্যাদি। যদি এরূপ হয়, তবে বৈষম্যদৃষ্টি ও নিষ্ঠুরতাদোষনিবন্ধন প্রেরণকর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরেরও পুণ্য ও পাপসম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কার নিরাস জন্য দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—"ন কর্ত্তৃত্বম্" ইত্যাদি। প্রভু—ঈশ্বর [লোকের]—জীবলোকের কর্ত্তৃত্বাদি সৃষ্টি করেন না, কিন্তু জীবের স্বভাব অবিদ্যাই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হয়। জীবের অনাদি অবিদ্যা ও কামের অধীনতা-হেতু প্রবৃত্তিস্বভাবযুক্ত লোককেই ঈশ্বর কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, কিন্তু ঈশ্বর নিজে জীবের কর্ত্তৃত্বাদি উৎপাদন করেন না॥ ১৪॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

বিভুঃ (পূর্ণকাম পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং সুকৃতং চ (পাপ ও পুণ্য—কোনটাই) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না ; অজ্ঞানেন (অজ্ঞানদ্বারা) জ্ঞানং (জীবের জ্ঞান) আবৃতং (আবৃত), তেন (তজ্জন্য) জন্তবঃ (জীবগণ) মুহ্যন্তি (মোহপ্রাপ্ত হয়) ॥১৫॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ নাদত্ত ইতি। প্রয়োজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে, তত্র হেতুঃ বিভুঃ পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ ; যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েৎ তর্হি তথা স্যাৎ ; ন ত্বেতদস্তি, আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্তৎপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। নন্বু ভক্তাননুগৃহ্নতোঽভক্তান্ নিগৃহ্ণতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ

মূঃ অনুঃ—[যদি বল “এই পরমেশ্বরই যাহাকে এই লোক হইতে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদ্বারা সাধুকর্ম্ম, আর যাহাকে এই লোক হইতে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান”—এইরূপ শ্রুতি থাকায় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত শুভাশুভফলপ্রদ কর্ম্মে প্রেরিত পুরুষের স্বাধীনতা নাই, অতএব কি করিয়া পুরুষ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ? ইহাতে যদি আবার বল যে, ঈশ্বরই জ্ঞানমার্গে নিযুক্ত করিয়া তাহার শুভাশুভ কর্ম্মফল ত্যাগ করান ; তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাহা হইলে প্রযোজক-কর্ত্তৃত্বহেতু ঈশ্বরের বৈষম্যদৃষ্টি ও নিষ্ঠুরতা দোষনিবন্ধন পুণ্য ও পাপসম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া পড়ে, তজ্জন্য বলিতেছেন —] প্রভু (পরমেশ্বর) লোকের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, বা কর্ম্মফলসম্বন্ধ কিছুই সৃষ্টি করেন না। কিন্তু (জীবের) স্বভাব (অনাদি অবিদ্যাই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে) প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥

তু (কিন্তু) আত্মনঃ (ভগবানের) জ্ঞানেন (জ্ঞানদ্বারা) যেষাং (যাঁহাদিগের) তৎ (সেই—বৈষম্যোপলম্ভক) অজ্ঞানং (অজ্ঞান) নাশিতং (বিনষ্ট হইয়াছে), তেষাং (তাঁহাদিগের) জ্ঞানং (জ্ঞান) আদিত্যবৎ (তমোনাশকারী সূর্য্যের ন্যায়) তৎপরং পরিপূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ॥ ১৬ ॥

এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতং ; তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু বলিতেছেন—"নাদত্তে" ইত্যাদি। প্রযোজক হইলেও ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না—পাপপুণ্যের জন্য ভাগী হন না। এ বিষয়ে হেতু এই যে, ঈশ্বর বিভু—পরিপূর্ণ ও লব্ধকাম। যদি তিনি স্বার্থ-কামনায় কর্ম্ম করাইতেন তবে তিনি ঐরূপ হইতেন, কিন্তু এরূপ নহেন, যেহেতু আপ্তকাম ঈশ্বরেরই অচিন্ত্যনিজমায়াদ্বারা সেই সেই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে প্রবর্ত্তকত্ব আছে। ওহে, ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও অভক্তগণকে নিগ্রহকারী ঈশ্বরের বৈষম্য-উপলব্ধি-হেতু কিরূপে আপ্তকামত্ব থাকে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"অজ্ঞানেন" ইত্যাদি। 'ঈশ্বরের নিগ্রহ ও দণ্ডরূপ অনুগ্রহই', এরূপ বিষয়ে যে অজ্ঞতা তদ্দ্বারা "পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সমদর্শী" এরূপ জ্ঞান আবৃত আছে, সেই কারণে জন্তুগণ—জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভগবানে বৈষম্য আছে, মনে করে ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—বিভু অর্থাৎ পূর্ণকাম ঈশ্বর কাহারও পাপ বা সুকৃতি গ্রহণ করেন না অর্থাৎ সুকৃতি বা দুষ্কৃতি দান করেন না ও তজ্জন্য দোষভাগীও হন না। অজ্ঞানদ্বারা (জীবের) জ্ঞান আবৃত, সেই নিমিত্ত জন্তুসকল মুগ্ধ হয় অর্থাৎ পরমেশ্বরের বৈষম্য দেখে ॥ ১৫ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

[যাঁহাদের] তদ্বুদ্ধয়ঃ (তাঁহাতেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি), তদাত্মনঃ (তাঁহাতেই যাঁহাদের মন), তন্নিষ্ঠাঃ (যাঁহারা তাঁহাতেই নিষ্ঠাযুক্ত), তৎপরায়ণাঃ (যাঁহাদের তিনিই একমাত্র আশ্রয়), জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ [এবং] (জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ বা অনর্থ দূরীভূত হইয়াছে) [তাঁহারা] অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তি) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলম্ভকমজ্ঞানং নাশিতং তজ্জ্ঞানং তেষাম-জ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—এবংভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদিতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং, তস্মিন্নেব আত্মা প্রযত্নো যেষাং, তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাম্, তদেব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাম্; ততশ্চ তৎ-প্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি ॥ ১৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—জ্ঞানিগণ মোহপ্রাপ্ত হন না, তাহাই বলিতেছেন—"জ্ঞানেন" ইত্যাদি। আত্মার ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের সেই অর্থাৎ বৈষম্য বা জড়ভেদ-উৎপাদক অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের 'তজ্জ্ঞানে'—সেই জ্ঞান অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া সেই পরম—পরিপূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপের জ্ঞান প্রকাশিত করে, আদিত্য যেমন সমুদয় অন্ধকার বিনাশ করিয়া সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করে তেমন ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—জ্ঞানিগণ মোহপ্রাপ্ত হন না, তাহাই বলিতেছেন—কিন্তু যাঁহাদের আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞানদ্বারা সেই বৈষম্যজনক অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের সেই জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় অজ্ঞানতমো বিনাশপূর্ব্বক পূর্ণ পরমেশ্বর স্বরূপকে প্রকাশ করে ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন) ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণে) [ও] শ্বপাকে (চণ্ডালে), গবি (গো), হস্তিনি (হস্তী) শুনি চ (ও কুকুরে) পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিগণ) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্ম্মণো বৈষম্যং, গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে ঈশ্বরোপাসনাকারিগণের কি ফললাভ হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন—"তদ্" ইত্যাদি। [তদ্বুদ্ধিগণ]—তাঁহাতেই (ঈশ্বরেই) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যাঁহাদের [তদাত্মগণ]—তাঁহাতেই আত্মা আত্মা—প্রযত্ন যাঁহাদের, [তন্নিষ্ঠগণ]—তাঁহাতেই নিষ্ঠা—তৎপরতা যাঁহাদের, [তৎপরায়ণগণ]—তিনি পরম অয়ন বা আশ্রয় যাঁহাদের [জ্ঞাননির্ধূতকল্মষগণ]—তাঁহার কৃপালব্ধ জ্ঞানদ্বারা নির্ধূত—নিরস্ত হইয়াছে কল্মষ যাঁহাদের, তাঁহারা অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইভাবে ঈশ্বরের উপাসনাকারিগণের কি ফললাভ হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন—] তাঁহাতেই (পরমেশ্বরেই) যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহাতেই যাঁহাদের মন, তাঁহাতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা, তিনিই যাঁহাদের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ বিধৌত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিগণ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯॥

যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (সমতায়) স্থিতম্ (অবস্থিত), ইহ এব (ইহলোকে থাকিয়াই) তৈঃ (তাঁহাদিগকর্ত্তৃক) সর্গঃ (সংসার) জিতঃ (জিত হইয়াছে) হি (যেহেতু) ব্রহ্ম সমং (সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন) নির্দ্দোষং চ (ও নির্দ্দোষ) ; তস্মাৎ (অতএব) তে (তাঁহারা) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মেই) স্থিতাঃ (অবস্থিত আছেন) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—নম্ন বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোহপি কথং তে পণ্ডিতাঃ, যথাহ গৌতমঃ,—"সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি ; অস্যার্থঃ—সমায় পূজয়া বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি তত্রাহ —ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সৃজ্যতেইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ ? যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতং, তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্‌ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ, তস্মাৎ তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গৌতমোক্তস্তু দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব 'পূজাতঃ' ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ ॥ ১৯ ॥

স্থূঃ অনুঃ—যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন সেই জ্ঞানিগণ কিরূপ ? এই উদ্দেশে বলিতেছেন—"বিদ্যা" ইত্যাদি। [সমদর্শিগণ]—বিষম বস্তু-সমূহে।সম—ব্রহ্মকেই যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহারা পণ্ডিত অর্থাৎ জ্ঞানী। সমদর্শন যথা—বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং যে শ্ব (কুক্কুর) ভোজী চণ্ডালে, এস্থলে পরস্পর কর্ম্মের বৈষম্য। গো, হস্তী ও কুক্কুরে জাতিগত ভেদ দর্শিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন, সেই জ্ঞানিগণ কিরূপ ? এই মর্ম্মে বলিতেছেন—] বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও কুকুরভোজী চণ্ডালে ; গো, হস্তী এবং কুকুরে পণ্ডিতেরা অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সমদর্শী ॥ ১৮ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মবিৎ হইয়া) ব্রহ্মণি [এব] (ব্রহ্মেই) [যঃ] (যিনি) স্থিতঃ (অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (স্থিরবুদ্ধি) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীন) [সঃ—তিনি] প্রিয়ং প্রাপ্য (ইষ্টবস্তু লাভ করিয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (অতিশয় আহ্লাদযুক্ত হন না) অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ (এবং অনিষ্টকর বস্তু লাভ করিয়াও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ, স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টো হর্ষবান্ স্যাৎ, অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ ন বিষীদতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য, তৎ কুতঃ? যতোঽসংমূঢ়ঃ নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০ ॥

স্বঃ অনুঃ—ওহে! বিষমে সম দর্শন করা নিষিদ্ধ, অতএব তাহা যাঁহারা করেন, তাঁহারা কি করিয়া পণ্ডিত হইলেন? গৌতমসূত্রে কথিত আছে—'সমাসমাভ্যাং…পূজাতঃ' ইহার অর্থ—সমতা-প্রাপ্তির নিমিত্ত বিষমপ্রকার পূজা, আর বিষমতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত সমপ্রকার পূজা অনুষ্ঠান করিলে পূজক ঐ পূজাজনিত পাপে ইহলোকে ও পরলোকে হীনতা লাভ করে। এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"ইহৈব" ইত্যাদি। ইহলোকেই অর্থাৎ জীবিতকালেই তাঁহাদিগকর্ত্তৃক সর্গ—যাহা সৃষ্ট হয় অর্থাৎ সংসার জিত হয়। তাঁহাদের আর সংসারক্লেশ থাকে না। কাঁহাদিগের? না—যাঁহাদের মন সাম্যে—সমত্বে স্থিত। তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—যেহেতু ব্রহ্ম সম ও নির্দ্দোষ, সে-হেতু সেই সমদর্শিগণ ব্রহ্মেই অবস্থান করেন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব লাভ করেন। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই অসমদর্শীর গৌতমকথিত দোষ উপস্থিত হয়, যেহেতু "পূজাতঃ" শব্দদ্বারা পূজকাবস্থা কথিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যবিষয়সকলে) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি) আত্মনি (অন্তঃকরণে] যৎ সুখম্ (যে সুখ), বিন্দতি (তাহা লাভ করেন) । ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (যোগদ্বারা ব্রহ্মে যুক্তচিত্ত হইয়া) সঃ (তিনি) অক্ষয়ং (অক্ষয়) সুখম্ (সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যে হেতুমাহ, বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়া বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষ্বসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং, তদ্বিন্দতি লভতে। স চোপশমসুখং লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছেন—"ন প্রহৃষ্যেৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মবিৎ হইয়া যিনি ব্রহ্মেই অবস্থিত, তিনি প্রিয়বস্তুর প্রাপ্তিতে "ন প্রহৃষ্যেৎ" প্রহৃষ্ট—হর্ষবান্ হন না, অপ্রিয় বস্তুর লাভেও উদ্বিগ্ন হন না অর্থাৎ বিষণ্ণ হন না। যেহেতু তিনি স্থিরবুদ্ধি—স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধিবিশিষ্ট কিরূপে ? না,—যেহেতু তিনি অসংমূঢ়—নিবৃত্তমোহ ॥ ২০ ॥

মূঃ অনুঃ—[বিষমে সমদর্শন করা নিষিদ্ধ, অতএব তাহা যাঁহারা করেন, তাঁহারা কি করিয়া পণ্ডিত হইলেন ? গৌতমসূত্রে কথিত আছে সমতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষমপ্রকার পূজা, আর বিষমতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত সমপ্রকার পূজা অনুষ্ঠান করিলে পূজক পূজাজনিত পাপে ইহলোকে এবং পরলোকে হীনতায় লিপ্ত হন। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন], যাঁহাদের মন সমত্বে অবস্থিত জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা সংসার জয় করিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রহ্মই সম ও নির্দ্দোষ, সেই হেতু সমদর্শিগণ ব্রহ্মভাবে অবস্থিত থাকেন ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[ব্রহ্মলাভ হইলে কি কি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা বলিতেছেন।] ব্রহ্মে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয়বস্তুলাভে প্রহৃষ্ট বা অপ্রিয়লাভে বিষণ্ণ হন না ॥ ২০ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) যে ভোগাঃ (যে সকল সুখ) সংস্পর্শজাঃ (বিষয়সম্বন্ধজনিত) তে হি (তাহারা) দুঃখযোনয়ঃ এব (দুঃখেরই হেতুমাত্র) আদ্যন্তবন্তঃ (এবং উৎপত্তি ও নাশ বিশিষ্ট) ; বুধঃ (বিবেকী ব্যক্তি) তেষু (ঐ সকলে) ন রমতে (প্রীতি অনুভব করেন না) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাৎ তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি, তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ। অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২ ॥

স্বঃ অনুঃ—মোহনিবৃত্তিদ্বারা বুদ্ধির স্থিরতা কেমন করিয়া লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন—"বাহ্য" ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা স্পৃষ্ট হয় অতএব 'স্পর্শ'-শব্দে বিষয় জানিতে হইবে। [বাহ্যস্পর্শসকলে]—বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে অসক্তাত্মা—অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মায়—অন্তঃকরণে, সুখ—উপশমাত্মক যে সাত্ত্বিক সুখ, তাহা লাভ করেন, তিনি উপশমসুখ লাভ করিয়া ব্রহ্মে সমাধিযোগে যুক্ত—তদৈক্যপ্রাপ্ত আত্মা যাঁহার তাদৃশ [ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা] হইয়া অক্ষয় সুখ 'অশ্নুতে'—লাভ করেন ॥ ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[মোহনিবৃত্তিদ্বারা বুদ্ধির স্থিরতা কেমন করিয়া লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন—] ইন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণে উপশমাত্মক যে সাত্ত্বিকসুখ, তাহা লাভ করেন। তৎপরে তিনি ব্রহ্মে সমাধিযোগদ্বারা অক্ষয় সুখ লাভ করেন ॥ ২১ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) ইহ (এই লোকে অবস্থান-কালে) কামক্রোধোদ্ভবং (কামক্রোধাদিজাত) বেগং (বেগ) সোঢ়ুং (সহ্য করিতে) শক্নোতি (সমর্থ হন), সঃ (তিনি) যুক্তঃ (সমাহিত), সঃ নরঃ (সেই মনুষ্যই) সুখী (সুখী) ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—তস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতি-প্রতিপক্ষোঽতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যাহ—শক্নোতীহৈবেতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি, তদপি ন ক্ষণ-মাত্রম্ কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাগ্দেহপাতাদিত্যর্থঃ। য এবম্ভূতঃ, স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি, নান্যঃ। যদ্বা, মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তী-ভির্যুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে, স এব যুক্তঃ, সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন, "প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥" ইতি ॥২৩॥

সুঃ অনুঃ—প্রিয়বিষয় (সুখ সকলের ভোগ) নিবৃত্তির ফলে মোক্ষ কি করিয়া হইতে পারে? এতদুত্তরে বলিতেছেন—"যে হি" ইত্যাদি। সম্যক্ স্পৃষ্ট হয় বলিয়া বিষয়সমূহ সংস্পর্শ বলিয়া অভিহিত। [সংস্পর্শজ]—বিষয় হইতে জাত যে ভোগসমূহ—সুখসকল। তাহারা বর্ত্তমানকালেও স্পর্দ্ধা, অসূয়া প্রভৃতিদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া দুঃখেরই যোনি বা কারণস্বরূপ। উহারা আদি ও অন্তযুক্ত অর্থাৎ আগমাপায়ী, অতএব [বুধ]—বিবেকী তাহাদিগেতে আনন্দ লাভ করেন না ॥ ২২ ॥

স্বঃ অনুঃ—সেই হেতু মোক্ষই পরম পুরুষার্থ এবং কাম ও ক্রোধ তাহার প্রবল শত্রু হইয়া থাকে, অতএব এই উভয়কে যিনি সহ্য করেন, তিনি মোক্ষের অধিকারী, ইহাই বলিতেছেন—"শক্নোতীহৈব" ইত্যাদি। [কামক্রোধোদ্ভব]—কাম ও ক্রোধ হইতে মনোনেত্রাদিক্ষোভের লক্ষণরূপ যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তৎক্ষণাৎই অর্থাৎ উদিত হওয়া মাত্রই যে মানব সহ্য বা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়, তাহাও ক্ষণমাত্র কালের জন্য নহে, কিন্তু শরীরবিমোক্ষণ বা দেহপাতের পূর্ব্বপর্য্যন্ত, এবংভূত যুক্ত—সমাহিত ব্যক্তি সুখী হন, অপরে নহে। অথবা মৃত্যুর পর যুবতী স্ত্রীগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গ্যমান হইয়াও, পুত্রাদিকর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়াও যেমন মৃত-ব্যক্তি কামক্রোধবেগ বোধ করে না, তদ্রূপ মৃত্যুর পূর্ব্বেও জীবিত থাকিয়াই যিনি ঐ সকলের বেগ সহ্য করেন তিনিই যুক্ত অর্থাৎ সুখী। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, যথা—"প্রাণ গত হইলে দেহ যেরূপ সুখদুঃখ জানে না, প্রাণযুক্ত হইয়াও যিনি তদ্রূপ থাকেন, তিনি কৈবল্যধামে বাস করেন" ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[প্রিয়বিষয়সকলের ভোগনিবৃত্তিকেই যদি মোক্ষ বলা তাহা হইলে তাহা মোক্ষ কি করিয়া হইতে পারে? এতদুত্তরে বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! বিষয়জাত যে সুখ তাহা দুঃখেরই হেতু। কেননা তাহা আদি ও অন্তযুক্ত অর্থাৎ অনিত্য। অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে তৃপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই হেতু মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। কাম ও ক্রোধের বেগ তাহার প্রবল শত্রু হইয়া থাকে, অতএব এই উভয়কে যিনি সহ্য করেন, তিনি মোক্ষের অধিকারী, ইহাই বলিতেছেন—] যিনি শরীরত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ সহ্য করিতে সমর্থ, তিনিই যোগযুক্ত এবং তিনিই যথার্থ সুখী ॥ ২৩ ॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

যঃ অন্তঃসুখঃ (যাঁহার আত্মাতেই সুখ), অন্তরারামঃ (আত্মাতেই প্রীতি) তথা (এবং) যঃ (যিনি) অন্তর্জ্যোতিঃ (আত্মাতেই দৃষ্টিবিশিষ্ট) সঃ যোগী (সেই যোগী) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (ব্রহ্মলয়) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংবরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপি তু যোঽন্তরিতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন গীতনৃত্যাদিষু, স এবং ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুঃ—কেবলমাত্র কাম ও ক্রোধের বেগসম্বরণদ্বারাই মোক্ষলাভ হয়—এমন নহে, আরও কিছু আবশ্যক। তজ্জন্য বলিতেছেন—"যোঽন্ত" ইত্যাদি। যিনি [অন্তঃসুখ]—অন্তঃকরণে—আত্মাতেই যাঁহার সুখ কিন্তু বিষয়সকলে নহে, [অন্তরারাম]—আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া বা আনন্দ, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে নহে। [অন্তর্জ্যোতিঃ]—অন্তঃস্থলে জ্যোতিঃ—দৃষ্টি যাঁহার, কিন্তু গীতনৃত্যাদিতে নহে, তিনি এইরূপে ব্রহ্মে ভূত—স্থিত হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ—লয় অধিগত হন—প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

মুঃ অনুঃ—[কেবলমাত্র কাম ও ক্রোধের বেগ সম্বরণদ্বারাই মোক্ষলাভ হয় না, আরও কিছুর প্রয়োজন—] যিনি আত্মাতেই সুখী, আত্মাতেই প্রীত, এবং আত্মাতেই যাহার দৃষ্টি সেই যোগী ব্রহ্মে স্থিত হইয়া ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ), ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়বিহীন), যতাত্মানঃ (সংযতচিত্ত), সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (সর্ব্বভূতের হিতে রত) ঋষয়ঃ (মুনিগণ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষ) লভন্তে (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং (কামক্রোধশূন্য), যতচেতসাং (সংযতচিত্ত), বিদিতাত্মনাং (আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞগণের) যতীনাং (যতিগণের) অভিতঃ (জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়ই) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মলয়) বর্ত্ততে (লাভ হইয়া থাকে) ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্ দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাম্, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাম্, যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাম্, সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সন্ন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ন দেহান্ত এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ, অপি তু জীবতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুঃ—আর কি? "লভন্তে" ইত্যাদি। ঋষিগণ—সম্যগ্ দর্শিগণ [ক্ষীণকল্মষ]—ক্ষীণ হইয়াছে কল্মষ বা পাপ যাঁহাদের, [ছিন্নদ্বৈধ]—ছিন্ন হইয়াছে দ্বৈধ—সংশয় যাহাদের, [যতাত্মা]—সংযত আত্মা—চিত্ত যাঁহাদের, [সর্ব্বভূতহিতে রত]—সর্ব্বভূতের হিতে রত অর্থাৎ কৃপালু যাঁহারা, তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ—মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[আর কি?] ক্ষীণপাপ, ছিন্নসংশয়, সংযতচিত্ত, সর্ব্বভূতহিতে রত ও কৃপালু ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

বাহ্যান্ (বাহ্য) স্পর্শান্ (বিষয়সকলকে) বহিঃ (মন হইতে বাহিরে), চক্ষুঃ চ এব (চক্ষুকেও) ভ্রুবোঃ (ভ্রূদ্বয়ের) অন্তরে (মধ্যবর্ত্তী) কৃত্বা (করিয়া), নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসারন্ধ্রদ্বয়ে বিচরণশীল) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ (সমান) কৃত্বা (করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-সংযমকারী) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষ-পরায়ণ), বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ যাঁহার দূরীভূত হইয়াছে) যঃ মুনিঃ (এমন যে মুনিঃ) সঃ (তিনি) সদা (সর্ব্বদা জীবিতাবস্থায়ই) মুক্তঃ এব (মুক্ত) ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীধরঃ—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমবাপ্নোতীত্যুক্তং তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম্। বাহ্যা এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুর্ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্যে এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়ো-নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি তদুভয়-দোষ-পরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতি-

---

সুঃ অনুঃ—আরও, "কাম" ইত্যাদি। [কামক্রোধবিযুক্ত] কামক্রোধ-রহিত যতিগণের—সন্ন্যাসীদিগের, [যতচেতোগণের]—সংযতচিত্তগণের, [বিদিতাত্মগণের]—আত্মতত্ত্বজ্ঞদিগের, অভিতঃ—উভয়প্রকারে অর্থাৎ কি জীবিত, কি মৃতাবস্থায়, দেহান্তেই যে ব্রহ্মে লয় হয়, তাহা নহে; এমন কি জীবিতকালেও হয়, ইহাই অর্থ ॥ ২৬ ॥

রোধেন সমৌ কৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণোঽয়ং যথা ন বহির্নির্যাতি যথা বাপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি। যতেতি অনেনো-পায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য, এবম্ভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৭-২৮ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—"স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণম্" ইত্যাদিদ্বারা যোগী ব্যক্তি মোক্ষ প্রাপ্ত হন, বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই যোগের কথা সংক্ষেপে এই দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—"স্পর্শান্" ইত্যাদি। বহিঃস্থিত হইয়াই রূপ-রসাদি স্পর্শ বা বিষয়সকল চিন্তিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে, তাহা-দিগকে তচ্চিন্তা-ত্যাগদ্বারা বহির্ভাগে বর্জ্জন করত ভ্রূযুগলের অন্তরে—ভ্রূমধ্যে চক্ষুর দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক, কারণ নেত্রদ্বয়ের অত্যন্ত নিমীলন হইলে নিদ্রাবশতঃ মন লয়প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত উন্মীলিত থাকিলেও বহির্দ্দিকে প্রসৃত হয়, অতএব তদুভয় দোষ পরিহারের নিমিত্ত অর্দ্ধনিমীলন দ্বারা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করত, ইহাই অর্থ। উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপে নাসিকা-দ্বয়ের অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণাপানের ঊর্দ্ধ্ব ও অধোগতি রোধদ্বারা তাহাদিগকে সমান করিয়া—অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া। অথবা এই প্রাণবায়ু যাহাতে বহির্গত না হয় এবং যাহাতে অপান অন্তরে প্রবেশ না করে কিন্তু উভয়েই যাহাতে নাসামধ্যে গমনাগমন করে যেরূপ মন্দগতি উচ্ছ্বাস নিশ্বাসদ্বারা সম করত। "যত" ইত্যাদি। এই উপায়দ্বারা [যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি]—যত, সংযত ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি যাঁহার তাদৃশ, [মোক্ষপরায়ণ]

মূঃ অনুঃ—[আর কি ?] কামক্রোধ হইতে বিমুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ-যতিগণ কি জীবিতাবস্থায়, কি দেহান্তে উভয়তঃই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্ম-সংন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যাসমুদয়ের) ভোক্তারং (ভোক্তা), সর্ব্বলোকমহেশ্বরং (সর্ব্ব লোকের মহান্ ঈশ্বর), সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বজীবের) সুহৃদং (উপকারক মিত্র) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [মানবঃ—মনুষ্য] শান্তিম্ (মোক্ষ) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ২৯ ॥

মোক্ষই পরম আশ্রয় বা প্রাপ্যবস্তু যাঁহার, অতএব [বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ] —বিগত হইয়াছে ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ যাঁহা হইতে এরূপ যে মুনি, তিনি জীবিত হইয়াও সর্ব্বদা মুক্তই থাকেন, ইহাই অর্থ ॥ ২৭-২৮॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[এই অধ্যায়ে "স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণম্" ইত্যাদিদ্বারা যোগিব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্ত হন, বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই যোগের কথা সংক্ষেপে এই দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন] যিনি রূপরস প্রভৃতি বাহ্য বিষয়সমূহকে মন হইতে বাহিরে রাখিয়া চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিবিষ্ট করত প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্দ্ধ্ব ও অধোগতি নিরোধদ্বারা সমান করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমকারী, মোক্ষপরায়ণ এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূর করিতে পারিয়াছেন সেই মুনি জীবিত থাকিয়াও নির্ম্মুক্ত ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যাৎ? ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্যামিনং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং যোগসাঙ্খ্যয়োঃ।
সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং নৌমি তং গুরুম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
কর্ম্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াদির সংযমদ্বারা কি করিয়া মুক্তিলাভ হইতে পারে? বস্তুতঃ কেবল তাহার দ্বারাই মুক্তি হয় না, কিন্তু জ্ঞানদ্বারাই তাহা হয়, ইহাই বলিতেছেন,—"ভোক্তারম্" ইত্যাদি। যজ্ঞ ও তপস্যার সময়ে মদ্ভক্তগণকর্ত্তৃক সমর্পিত দ্রব্যসকলের যদৃচ্ছভাবে ভোগকর্ত্তা অথবা পালক অথবা [সর্ব্বলোকমহেশ্বর]—সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর; সর্ব্বভূতের সুহৃৎ—নিরপেক্ষ উপকারক অন্তর্যামিরূপে আমাকে জানিলে মৎকৃপায় মানব শান্তি—মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৯ ॥

যিনি বিকল্পরূপ আশঙ্কা নাশ করেন, যৎকর্ত্তৃক ক্রমাবলম্বনে সাংখ্যযোগের সমুচ্চয় বা সংগ্রহ উক্ত হইয়াছে, সেই গুরুবরকে আমি নমস্কার করি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃতা 'সুবোধিনী' নাম্নী
টীকায় 'কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ' নামক পঞ্চম অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ অর্থাৎ অন্তর্যামী আমাকে জানিয়া আমার প্রসাদে মানব শান্তিপ্রাপ্ত হন ॥ ২২ ॥

কতিপয় তথ্য

নবদ্বার—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—দেহস্থ এই নয় দ্বার ॥ ১৩ ॥

নির্ব্বাণ—জড়নির্ব্বাণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) একজন্মগত জড়-নির্ব্বাণবাদ, (২) বহুজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ। বৌদ্ধ ও জৈনমত দ্বিতীয় শ্রেণীগত। উভয় মতেই বহু জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করত শাক্যসিংহ প্রথমে 'বোধিসত্ত্ব' ও অবশেষে 'বুদ্ধ' হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্ব্বাণ লাভ করে। পরিনির্ব্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্ব্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—"অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে নির্ব্বাণগত ভগবত্ত্ব লাভ হয়।" উভয় মতেই জড় জগৎ নিত্য। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু অন্তবিশিষ্ট। অস্তিত্বই ক্লেশ; পরি-নির্ব্বাণই সুখ। জৈমিনি-প্রকাশিত বৈদিক কর্ম্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল। পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্ম্মবাদীর প্রভু বটে কিন্তু নির্ব্বাণবাদীর সেবক। শপেনহুয়ার (Schopenhauer) এবং হার্টম্যান (Hartmaun) ইঁহারা প্রথম শ্রেণীর জড়নির্ব্বাণবাদী। শপেনহুয়ারের মতে অস্তিত্ব-বাসনাত্যাগ, উপবাস, স্বেচ্ছাধীন ত্যাগ ও দৈন্য, শরীরক্লেশ স্বীকার, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে নির্ব্বাণ লাভ হয়। হার্টম্যানের মতে কোন ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। মরণান্তে নির্ব্বাণ সহজেই সম্ভব। হার বেন্‌সান্ নামক এক ব্যক্তি ক্লেশকে নিত্য বলিয়া নির্ব্বাণের অসম্ভবতা দেখাইয়াছেন। প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর

মধ্যে অনেকেই জড়নির্ব্বাণবাদী। যাঁহারা নির্ব্বাণান্তে অস্তিত্বের লোপ মানিয়া আর কোন প্রকার আনন্দ মাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে জড়নির্ব্বাণবাদী বলিয়া উক্তি করিলাম। জড় নির্ব্বাণবাদ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, যেহেতু তাহাতে জীবের সত্তা যে কি তাহা অনিশ্চিত থাকে। যদি জীব জড়োদ্ভূত হয়, তবে ঐ মত জড়ানন্দবাদীদিগের মধ্যান্তর্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা নাস্তিকতা মাত্র ॥ ২৪ ॥

('তত্ত্ববিবেক'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

পরিপ্রশ্নমালা

১। কর্ম্ম-ত্যাগ ও কর্ম্ম-যোগের মধ্যে কোন্‌টি কর্ত্তব্য ? (গীঃ ৫।২)

২। কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও কর্ম্ম-যোগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ? (গীঃ ৫।২)

৩। নিত্য সন্ন্যাসী কে ? (গীঃ ৫।৩)

৪। সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ কি পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি ? (গীঃ ৫।৪-৫)

৫। অনাসক্ত কর্ম্মযোগীর স্বরূপ কিরূপ ? (গীঃ ৫।৭-১৩)

৬। জীবের কর্ম্ম-কর্ত্তা বলিয়া অভিমানের কারণ কি ? (গীঃ ৫।১০)

৭। পরমেশ্বর কি জীবের পাপ ও পুণ্যের ভাগী ? (গীঃ ৫।১৫)

৮। পণ্ডিত কে ? (গীঃ ৫।১৮)

৯। ব্রহ্মে অবস্থিত কাহারা ? (গীঃ ৫।১৯)

১০। ব্রহ্মবিৎ পুরুষের লক্ষণ কি ? (গীঃ ৫।২০-২১)

১১। সুখী মনুষ্য কে ? (গীঃ ৫।২৩)

১২। কাহারা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের অধিকারী ? (গীঃ ৫।২৫)

১৩। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ কাহাকে বলে ? (গী. ৫।২৬)

১৪। কর্ম্মযোগিগণ কাহাকে জানিলে শান্তি লাভ করিতে পারেন ? (গীঃ ৫।২৯)

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগ

কথাসার

শুদ্ধচিত্তে অধোক্ষজ-তত্ত্বের ধ্যান ব্যতীত কেবল সন্ন্যাসের দ্বারা মুক্তি হয় না ; এইজন্য এই অধ্যায়ে ধ্যানযোগের কথা বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সন্ন্যাসী ও যোগীর লক্ষণ-বর্ণনমুখে বলিতেছেন যে, যিনি কর্ম্মফল-ত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহের আচরণ করেন, তিনি —'সন্ন্যাসী' ও 'যোগী'। সন্ন্যাস ও যোগ একতাৎপর্য্যপর। কামসঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে জীব কখনও যোগি-পদবাচ্য হয় না। যোগারুরুক্ষু ও যোগারূঢ়গণের যথাক্রমে কর্ম্ম ও অবিক্ষেপক কর্ম্মই উপরতি-সাধক। ইন্দ্রিয়ার্থ ও কর্ম্মসমূহে অনাসক্ত ব্যক্তি—'যোগারূঢ়'। মনই অবস্থাভেদে বন্ধু ও শত্রু। যোগারূঢ় ব্যক্তির মন সমাধিযুক্ত। একান্তে মনকে বিষ্ণুপাদপদ্মে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়। যুক্ত আহার ও যুক্ত বিহারশীল ব্যক্তিরই যোগ সম্ভব। বায়ুশূন্য গৃহে অবস্থিত অচঞ্চল দীপের ন্যায় যোগীর চিত্ত নিশ্চল। যোগফল-লাভ-সম্বন্ধে অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। মনকে ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া আত্ম-সমাধি লাভ করিতে হইবে। স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির মনকে যত্নপূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে। যোগযুক্তাত্মা ব্যক্তি পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে পরমাত্মায় দর্শন করেন। ক্রিয়া-ব্যবহারে তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা অত্যন্ত দুষ্কর। উহা কিরূপে নিগৃহীত

হইতে পারে ?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, একমাত্র আত্মানন্দস্বাদাভ্যাস ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। তখন অর্জ্জুন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে সকল ব্যক্তির মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে বিষয়প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হয়, তাহাদের কি গতি হয় ? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—কল্যাণকামী ব্যক্তির কোন দুর্গতি হয় না। অষ্টাঙ্গ-যোগ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা স্বর্গাদি লোকসমূহে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারী ব্রাহ্মণের গৃহে অথবা ধনী বণিগাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং কেহবা জ্ঞানী যোগীদিগের গৃহে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানী, যোগীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা নৈসর্গিক রুচিক্রমে যোগসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান্ হন। পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা যোগশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষও বেদোক্ত সকাম কর্ম্মমার্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। অনেক জন্ম পর্য্যন্ত যোগাভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে সমস্তকষায়-শূন্য হইয়া যোগী পরমা গতি লাভ করেন। সকাম কর্ম্মগত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

শিক্ষা—কামসঙ্কল্প-পরিত্যাগী ব্যক্তিই যোগী। শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভজনাকারী ব্যক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—), যঃ (যিনি) কর্ম্মফলম্ (কর্ম্মফলের) অনাশ্রিতঃ (অপেক্ষা না রাখিয়া) কার্য্যং (অবশ্য কর্ত্তব্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম) করোতি (সম্পাদন করেন), সঃ (তিনিই) সন্ন্যাসী চ (সন্ন্যাসী) যোগী চ (এবং তিনিই যোগী) ; ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিদ্বারা সম্পাদ্য ইষ্ট কর্ম্মত্যাগী) ন চ অক্রিয়ঃ (অথবা পূর্ত্তকর্ম্মত্যাগী কেহই সন্ন্যাসী বা যোগী নহেন) ॥ ১ ॥

চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং সন্ন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে ॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভস্তত্র তাবৎ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য" ইত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকায়াঃ জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ সন্নবশ্যং কার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, নতু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্ট্যাখ্যকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্যকর্ম্মত্যাগী চ ॥ ১ ॥

শুদ্ধচিত্তে ধ্যান ব্যতীত কেবল সন্ন্যাসদ্বারা মুক্তি হয় না। এইজন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ বিস্তার করিতেছেন।

স্বঃ অনুঃ—পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষভাগে সংক্ষেপে কথিত যোগের বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতে ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভ। পঞ্চম অধ্যায়ে "সমস্ত কর্ম্ম মনে মনে ত্যাগ করিয়া" ইত্যাদি বাক্য আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাসের

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

পাণ্ডব ! (হে পাণ্ডব !) [পণ্ডিতগণ] যং (যাহাকে) সন্ন্যাসম্ ইতি (সন্ন্যাস বলিয়া) প্রাহুঃ (কহিয়া থাকেন) তং (তাহাই) যোগং (যোগ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে)। অসংন্যস্তসংকল্পঃ (অপরিত্যক্তসংকল্প) কশ্চন (কোনও ব্যক্তি) যোগী (যোগী) ন হি ভবতি (হইতে পারেন না) ॥ ২ ॥

সহিত জ্ঞানে নিষ্ঠার বিষয় তাৎপর্য্যক্রমে বলিয়াছেন। আবার কর্ম্ম দুঃখস্বরূপ হওয়ায় সহসা সন্ন্যাসের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। তাহা বারণ করিতে 'অনাশ্রিত' ইত্যাদি দুই শ্লোকদ্বারা সন্ন্যাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠরূপে কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন। কর্ম্মের ফল অপেক্ষা না করিয়াই নিশ্চয়ই কর্ত্তব্যরূপে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম যিনি করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। কিন্তু যিনি অগ্নিতে সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগী বা বিনা অগ্নিতে করণীয় সাধারণের হিতকর জলাশয়াদি দানরূপ কর্ম্মত্যাগী তিনি প্রকৃত ত্যাগী বা যোগী নহেন ॥ ১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষভাগে সংক্ষেপে কথিত ধ্যানযোগের বিস্তার করিবার জন্য ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। পঞ্চমাধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্ত" ইত্যাদিদ্বারা সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠাই তাৎপর্য্য—ইহা বুঝান যাইতেছে এবং কর্ম্ম দুঃখজনক বলিয়া সহসা লোকে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে, ইহা বারণার্থ সন্ন্যাস হইতেও কর্ম্মযোগ,—ইহা জানাইবার জন্য] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন —যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও তিনিই যোগী ; কিন্তু নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তি সন্ন্যাসী নহেন ॥ ১ ॥

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি। যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ "সন্ন্যাস এবেত্যরেচয়ৎ" ইত্যাদি শ্রুতয় ইতি। কেবলাৎ ফলসন্ন্যাসাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি, কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি—শব্দোক্তো হেতুর্যোগেঽপ্যস্তীত্যাহ—ন হীতি। ন সন্ন্যস্তঃ ফলসঙ্কল্পো যেন, স কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসামান্যাৎ সন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসী চ, ফলসঙ্কল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীঃ অনুঃ—কিরূপে জিজ্ঞাসার উত্তরে কর্ম্মযোগেরই সন্ন্যাসভাব প্রমাণিত করিয়া বলিতেছেন,—"যম্" ইত্যাদি। পণ্ডিতেরা যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া শ্রেষ্ঠরূপে বলিয়া থাকেন, যেহেতু শ্রুতিতে আছে—"সন্ন্যাস এব অত্যরেচয়ৎ" কেবল ফলত্যাগহেতু তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে; কিরূপে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ইতি-শব্দদ্বারা কথিত হেতু-যোগেও আছে, ইহা বলিলেন "নহি" ইতি। কর্ম্মনিষ্ঠই হউন বা জ্ঞাননিষ্ঠই হউন, তিনি যদি ফলের কামনা ত্যাগ না করিয়া থাকেন, তবে কখনও যোগী হন না। অতএব ফলের বাসনা-ত্যাগবিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় ত্যাগহেতু তিনি সন্ন্যাসী এবং ফলের বাসনা-ত্যাগহেতু চিত্তের বিক্ষেপ না হওয়ায় তিনিই যোগী হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—[কি প্রকারে তিনি সন্ন্যাসী? এই অপেক্ষায় কর্ম্মযোগের ভিতরই সন্ন্যাস রহিয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—] হে পাণ্ডব! পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন, তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে; কেন না, যিনি ফল কামনা করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের কেহই যোগী নহেন ॥ ২ ॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যোগম্ (জ্ঞানযোগে) আরুরুক্ষোঃ (আরূঢ় হইতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (সাধকের পক্ষে) কর্ম্ম (কর্ম্মই) কারণম্ উচ্যতে (কারণরূপে কথিত হয়)। [যিনি] যোগারূঢ়স্য (যোগারূঢ়) তস্য এব (তাঁহার পক্ষে) শমঃ (কর্ম্মসন্ন্যাসই) কারণম্ উচ্যতে (পরম সাধন বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমঃ সমাধিশ্চিত্ত-বিক্ষেপককর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—তবে কি যাবজ্জীবন কর্ম্মযোগই অবলম্বনীয়? ইহা আশঙ্কা করিয়া সেই কর্ম্মের সীমা বলিতেছেন—"আরুরুক্ষোঃ" ইত্যাদি। যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণের—জ্ঞানযোগপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাদৃশ পুরুষের কর্ম্ম চিত্তের শুদ্ধিকারক হওয়ায়, জ্ঞানযোগে আরোহণ-বিষয়ে উহা কারণ বলিয়া কথিত হয়। আবার যিনি আরূঢ় হইয়াছেন, অর্থাৎ জ্ঞানযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে চিত্তবিক্ষেপজনক কর্ম্ম হইতে বিরতিরূপ শম বা সমাধি জ্ঞানের পক্বতা-বিষয়ে কারণ বলা হয় ॥ ৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[যাবজ্জীবনই কি তবে কর্ম্মযোগ করিতে হইবে? এই আশঙ্কায় কর্ম্মের সীমা বলিতেছেন—] জ্ঞানযোগপ্রাপ্তীচ্ছু মুনির কর্ম্ম জ্ঞানলাভের কারণ উক্ত হইয়াছে। তিনিই আবার জ্ঞানযোগারূঢ় হইলে, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ জ্ঞানপরিপাকের কারণ বলিয়া কথিত আছে ॥৩॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

[মানবঃ—মানব] যদা হি (যখন) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে) [এবং] ন কর্ম্মসু অনুষজ্জতে (তৎসাধ্যকর্ম্মসমূহে আসক্ত হয় না), সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী (এইরূপে সর্ব্ববিধ সঙ্কল্পত্যাগী হয়,) তদা (তখন), সঃ—[তিনি] যোগারূঢ়ঃ (যোগারূঢ় নামে) উচ্যতে (অভিহিত হন) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—কীদৃশোহয়ং যোগারূঢ়ো যস্য শমঃ কারণমুচ্যত ইত্যত্রাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেম্বিন্দ্রিয়-ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি ; অত্র হেতুঃ ;—আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যাসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য স তদা যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ ৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—সেই জ্ঞানযোগে সিদ্ধ পুরুষ কীদৃশ, যাঁহার পক্ষে শমই সাধন ? তাহাতে বলিলেন "যদা" ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ার্থ—ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ্য শব্দাদি বিষয়গুলিতে এবং তাহার উপায়স্বরূপ কর্ম্মগুলিতে যখন তিনি আসক্তি না করেন ; সেই বিষয়ে কারণ এই যে, আসক্তির প্রধান কারণ সমস্ত ভোগবিষয়ক ও কর্ম্মবিষয়ক বাসনা পরিত্যাগ করিতে যখন তাহার স্বভাব দৃঢ় হয়, তখন তিনি যোগারূঢ় কথিত হন ॥ ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই যোগারূঢ় ব্যক্তি কিরূপ, যাঁহার শমতাই কারণ বলা হইল ? ইহাতে বলিতেছেন—] ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগে এবং তৎসাধন কর্ম্মসমূহে যখন তিনি আসক্তই নহেন, তখন তিনি সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

আত্মনা (বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (সংসার হইতে উদ্ধার করিবে), আত্মানং (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (কখনও অধঃপাতিত করিবে না)। আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধুঃ (বন্ধু, উপকারক), আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শত্রু, অপকারক) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ, ন ত্ববসাদয়েদধো ন নয়েৎ। হি যত আত্মৈব মনসঃ সঙ্গাদ্ব্যপরত আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ॥৫॥

সুঃ অনুঃ—অতএব বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগে মোক্ষ ও তাহাতে আসক্তিক্রমে বন্ধন আলোচনা করিয়া তাহাতে অনুরাগাদি স্বভাব ত্যাগ করিবে। ইহাই বলিলেন—"উদ্ধরেৎ" ইত্যাদি। বিচারবুদ্ধিদ্বারা মনকে সংসার হইতে উদ্ধার—অনাসক্ত করিবে, কিন্তু অবসন্ন —অধঃপাতিত করিবে না। কারণ, আসক্তিহীন মনই নিজের বন্ধু— উপকারক, আবার আসক্তিযুক্ত মনই অপকারক ॥ ৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু বিষয়াসক্তির ত্যাগেই মোক্ষ, আর বিষয়ের আসক্তিতেই বন্ধন—এরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া বিষয়ে অনুরাগ ত্যাগ করিবে, ইহাই বলিতেছেন—] বিবেকযুক্ত মনোদ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, কিন্তু আপনাকে অধোনয়ন করিবে না। কেন না, আত্মাই আপনার বন্ধু, আর আত্মাই আপনার শত্রু ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

যেন (যৎকর্ত্তৃক) আত্মনা এব (আত্মদ্বারাই) আত্মা (আত্মা—মন) জিতঃ (বশীকৃত হইয়াছে), তস্য (তাঁহার) আত্মা (আত্মা) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধুঃ (বন্ধু), অনাত্মনঃ তু (কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির) আত্মা (আত্মা) শত্রুত্বে (অপকারকরণে) শত্রুবৎ এব (শত্রুর ন্যায়ই) বর্ত্তেত (প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে) ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্য-পেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকারণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ, অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুঃ—কিরূপ পুরুষের পক্ষে মন উপকারক এবং কিরূপ পুরুষের বা অপকারক ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন—"বন্ধুঃ" ইত্যাদি। যিনি বিবেকদ্বারা কার্য্যকারণের মিলনরূপ মনকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই প্রকার পুরুষের পক্ষে মনই তাঁহার বন্ধু। যিনি মনকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার মনই নিজের শত্রুর ন্যায় অপকারকার্য্যে নিযুক্ত থাকে ॥ ৬ ॥

মুঃ অনুঃ—[কি প্রকার ব্যক্তির আত্মা বন্ধু, আর কি প্রকার ব্যক্তির আত্মা শত্রু, এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—] যে (বিজ্ঞানময়) আত্মকর্ত্তৃক আত্মা বশীভূত হইয়াছেন, সেই জীবের আত্মা বন্ধু। আর অজিত আত্মার আত্মা (মন) শত্রুর ন্যায় অপকারী হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

জিতাত্মনঃ (জিতেন্দ্রিয়), প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষাদিরহিত প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তিরই) পরম্ (কেবল) আত্মা (আ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি) তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) সমাহিতঃ (পরমাত্মাতে সমাধিস্থ) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্পষ্টয়তি ; জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি, নান্যস্য ; যদ্বা, তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—যিনি চিত্ত জয় করিয়াছেন, তাঁহার আপনাতে বন্ধুত্ব স্পষ্ট করিতেছেন—"জিতাত্মনঃ" ইত্যাদি। যিনি মনকে জয় করিয়াছেন, অতএব প্রশান্ত—রাগদ্বেষহীন, তাঁহারই মন কেবল শীতোষ্ণাদি-সত্ত্বেও সমাহিত—পরমাত্মনিষ্ঠ হয়, অন্যের হয় না। অথবা তাঁহারই হৃদয়ে পরমাত্মা সমাহিত—স্থিত হন ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[আত্মাই জিতাত্মজনের বন্ধু, ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—] যাঁহার দেহমন প্রভৃতি জিত এবং চিত্ত প্রশান্ত, তাঁহারই আত্মা শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ এবং মানাপমানে আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ পরমাত্মায় সমাহিত থাকেন, অন্যের নহে ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত), কূটস্থঃ (নির্ব্বিকার), বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (যিনি বিজিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ) [সঃ—তিনিই] যুক্তঃ (যোগারূঢ়) যোগী (যোগী বলিয়া) উচ্যতে (কথিত) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চোক্তমুপসংহরতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য, অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়-বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—যোগারূঢ়ের লক্ষণ ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণপূর্ব্বক উপসংহার করিতেছেন—"জ্ঞান" ইত্যাদি। উপদেশপ্রাপ্ত জ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভূতিরূপ বিজ্ঞান, এই উভয়দ্বারা সন্তুষ্ট, অতএব যাঁহার চিত্ত আকাঙ্ক্ষা-হীন, অতএব তিনি নির্ব্বিকার হওয়ায় ইন্দ্রিয়গুলি জয় করিতে পারিয়া-ছেন। তাঁহার নিকট মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ সমান আদরের পাত্র হইয়াছে। তিনি কোনটী অবজ্ঞাযোগ্য এবং অন্যটী আদরযোগ্য বিচার করেন না। তাঁহাকেই যোগারূঢ় বলা হয়।

মূঃ অনুঃ—[যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার উপসংহার করিতেছেন—] উপদেশলব্ধ জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভবরূপ বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার আত্মা তৃপ্ত অতএব যিনি কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার, বিজিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, পাষাণ ও কাঞ্চনে যাঁহার সমদৃষ্টি সেই যোগী যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থ-দ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষপাত্র ও বন্ধুজনগণের), সাধুষু (সাধুসকলের) পাপেষু (এবং পাপিগণের প্রতি) সমবুদ্ধিঃ, অপি (সমবুদ্ধিশালী ব্যক্তিও) বিশিষ্যতে (প্রশংসনীয়) ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরির্ঘাতকঃ, উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ, মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী, দ্বেষ্যো দ্বেষবিষয়ঃ, বন্ধু সম্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারাঃ, পাপাঃ দুরাচারাঃ, এতেষু সমা রাগদ্বেষশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুঃ—সুহৃৎ প্রভৃতিতে তুল্যাদরযুক্ত পুরুষ তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—"সুহৃৎ" ইত্যাদি। যিনি স্বভাবতঃ মঙ্গলকামনা করেন, তিনি সুহৃৎ। স্নেহবশতঃ যিনি উপকার করেন, তিনি মিত্র। অরি—ঘাতক, বিবাদকারী উভয় পক্ষের যিনি অনাদর করেন, তিনি উদাসীন এবং বিবাদকারী পক্ষদ্বয়ের যিনি হিতকামনা করেন তিনি মধ্যস্থ। শত্রুতার যোগ্য জীব দ্বেষ্য, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ আছে তিনি বন্ধু। সাধু—সদাচার পুরুষ, পাপ—দুরাচার পুরুষ। এই সমস্তগুলিতে আসক্তি বা বিরক্তির ভাবশূন্য সমান দৃষ্টি যাঁহার হইয়াছে তিনিই

মূঃ অনুঃ—[সুহৃন্মিত্রাদিতে যিনি সমবুদ্ধিযুক্ত, তিনি তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—] সুহৃৎ, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিদ্বেষভাজন, বন্ধু, সাধু ও পাপী—এই সকলে যাঁহার সমবুদ্ধি তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০॥

যোগী (যোগী) একাকী (একাকী) সততং (সতত) রহসি স্থিতঃ (নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া) যতচিত্তাত্মা (সংযতচিত্ত হইয়া), নিরাশীঃ (আকাঙ্ক্ষা-শূন্য) [ও] অপরিগ্রহং (পরিগ্রহরহিত হইয়া) আত্মানং (মনকে) যুঞ্জীত (সমাহিত বা একাগ্র করিবেন)॥ ১০॥

শ্রীধরঃ—এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্তেদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে—যোগীত্যাদিনা "স যোগী পরমো মতঃ" (৩২) ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ; সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্ একাকী সঙ্গশূন্যঃ, যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষঃ, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ॥১০॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে যোগারূঢ় পুরুষের লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে সমস্ত অঙ্গের সহিত যোগের বিষয় বলিতেছেন—"যোগী" ইত্যাদি হইতে 'সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত' এই পর্য্যন্ত শ্লোকগুলিদ্বারা। যোগী —যোগারূঢ় পুরুষ, সর্ব্বদা একাকী গোপনে নিঃসঙ্গভাবে থাকিয়া মনকে সমাধিযুক্ত (একাগ্র) করিবেন। তিনি চিত্ত ও দেহকে ভোগ্যবিষয় হইতে সংযত করিবেন। তাঁহার কোনপ্রকার আকাঙ্ক্ষা বা বিষয়গ্রহণের বাসনা থাকিবে না, এবং তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না॥ ১০॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে তাঁহার যোগ অঙ্গসহ "যোগী" ইত্যাদি হইতে "স যোগী পরমো মতঃ" ৩২ শ্লোক পর্য্যন্ত বলিতেছেন—] যোগী ব্যক্তি একাকী নিরন্তর নির্জ্জনে থাকিয়া সংযত অন্তঃকরণ ও সংযত দেহে আকাঙ্ক্ষা ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া মনকে সমাহিত করিবেন॥ ১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২॥

শুচৌ দেশে (পবিত্র স্থানে) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অতি উচ্চ নয়) ন অতিনীচং (এবং অতি নিম্ন না হয়, এরূপ) চেলাজিনকুশোত্তরম্ (কুশোপরিস্থ ব্যাঘ্রচর্ম্মাদির আসনের উপর বস্ত্রাচ্ছাদন করত) আত্মনঃ (নিজের) স্থিরম্ আসনং (আসন স্থিরভাবে) প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপন পূর্ব্বক) তত্র (তাহাতে) উপবিশ্য (উপবেশন করত) মনঃ (মনকে) একাগ্রং (একাগ্র) কৃত্বা (করিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করত) আত্মবিশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (যোগাভ্যাস করিবেন)॥ ১১-১২॥

শ্রীধরঃ—আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতিদ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্যাসনং স্থাপয়িত্বা, কীদৃশং? স্থিরমচঞ্চলং নাত্যুচ্ছ্রিতং ন চাতিনীচং চেলং বস্ত্রং, অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্য, কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাদভ্যসেৎ। যতা সংযতা চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য, আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে॥ ১১-১২॥

স্বঃ অনুঃ—আসনের নিয়ম দেখাইয়া বলিতেছেন—"শুচৌ" প্রভৃতি দুই শ্লোক। শুদ্ধ স্থানে নিজের আসন রাখিয়া। কিরূপ আসন? নিশ্চল, অধিক উচ্চও নহে, নিতান্ত নিম্নও নহে, চেল—বস্ত্র, অজিন—ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম এই দুইটী কুশের উপর রাখিয়া, অর্থাৎ কুশাসনের উপর চর্ম্ম, তাহার উপরে বস্ত্রের আচ্ছাদন দিয়া সেই আসনে বসিয়া মনকে বিক্ষেপশূন্য করত যোগ অভ্যাস করিবেন। তাঁহার মনের ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলি নিয়মিত হইবে আত্মবিশুদ্ধি—মনের বিশুদ্ধি—মনের উপশমের জন্য॥ ১১-১২॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪॥

কায়শিরোগ্রীবং (দেহমধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবা) সমম্ (সরল) [ও] অচলং (স্থির) ধারয়ন্ (করিয়া), স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া) স্বং (নিজ) নাসিকাগ্রং (নাসাগ্রভাগে) সংপ্রেক্ষ্য (দৃষ্টিনিবদ্ধ করত), দিশঃ চ (চতুর্দ্দিকে) অনবলোকয়ন্ (দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত), বিগতভীঃ (নির্ভীক), ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থিত হইয়া), মনঃ সংযম্য (চিত্ত-সংযমনপূর্ব্বক) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) যুক্তঃ আসীত (যোগযুক্ত থাকিবে) ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীধরঃ—চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ, স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চার্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ, ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। প্রশান্তেতি—প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য, বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য, ময্যেব চিত্তং যস্য, অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ, এবং যুক্তো ভূত্বা আসীত তিষ্ঠেৎ ॥ ১৩-১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[এক্ষণে দুইটী শ্লোকদ্বারা আসনের নিয়ম বলিতেছেন—] শুদ্ধস্থানে, অতি উচ্চ ও অতি নীচ নয়, এইভাবে কুশ, তদুপরি ব্যাঘ্র-চর্ম্মাদির আসন ও তদুপরি বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া স্থির আসন স্থাপনপূর্ব্বক সেই আসনে উপবেশন করত মনকে একাগ্র করিয়া সংযতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় যোগী চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

এবং (এইরূপে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানং (চিত্তকে) যুঞ্জন্ (সমাহিত করিয়া) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী (যোগী) নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণপ্রাপক) মৎসংস্থাং (মদ্রূপে অবস্থিত) শান্তিম্ (পরমশান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ১৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—চিত্তের একাগ্রতা বিষয়ে উপযোগী দেহাদির অবস্থান দেখাইয়া বলিতেছেন—"সমং" ইত্যাদি দুই শ্লোক। কায়শব্দে দেহের মধ্যভাগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [কায়শিরোগ্রীব] কায়, মস্তক ও গ্রীবা—মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগপর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর। সম—না বাঁকাইয়া। (এইরূপে সংস্থাপন করিয়া) স্থির—দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া। নিজের নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক অর্থাৎ চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া, ইতস্ততঃ দিক্‌গুলিতে চক্ষু না পাতিত করিয়া উপবেশন করিবে। ইহা পরের শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। "প্রশান্ত" ইত্যাদি—[প্রশান্তাত্মা] —যাঁহার চিত্ত বেগশূন্য হইয়াছে, [বিগতভীঃ]—যাঁহার ভয় চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য আচারে অবস্থানপূর্ব্বক মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া [মচ্চিত্ত]—আমাতেই যাহার চিত্ত স্থির হইয়াছে। মৎপর—যিনি আমাকেই পুরুষের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। এইরূপে আমার সহিত যোগ স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট থাকিবে ॥ ১৩-১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[চিত্তের একাগ্রতা-লাভের অনুকূলদেহাদির অবস্থান, দুই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন—] শরীরের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবা সরল ও অচলভাবে রাখিয়া স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া প্রশান্তচিত্ত, বিগতভয়, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থিতি-পূর্ব্বক মনঃসংযমানন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ও আমাকেই পরমপুরুষার্থ-জ্ঞানে যুক্ত হইয়া থাকিবে ॥ ১৩-১৪ ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) অত্যশ্নতঃ ন (অতিভোজনপরায়ণের যোগ হয় না), একান্তম্ অনশ্নতঃ (আবার, একান্ত অনাহারীরও) ন চ (যোগ হয় না), অতিস্বপ্নশীলস্য ন চ (অতিশয় নিদ্রা পরায়ণেরও নহে) জাগ্রতঃ এব (অতি জাগরণশীলেরও) যোগঃ ন অস্তি (যোগ হয় না) ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—যোগাভ্যাসফলমাহ—যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্ নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য স শান্তিং সংসারোপরমং প্রাপ্নোতি; কথম্ভুতাং? নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং, মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতিম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ—নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধির্ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি ॥১৬॥

সুঃ অনুঃ—যোগাভ্যাসের ফল বলিলেন—"যুঞ্জন্নেবম্" ইত্যাদি। উক্তপ্রকারে সর্ব্বদা মনকে সমাধিস্থ করিয়া যাঁহার চিত্ত নিয়ত নিরুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই জন্মমরণরূপ সংসার হইতে নিবৃত্তি লাভ করেন। সেই শান্তি কীদৃশী, যে শান্তিতে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য বিষয় হয়? মৎসংস্থা—আমার ন্যায় অবস্থিতি, আমার সারূপ্য ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[যোগাভ্যাসের ফল বলিতেছেন—] এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে সমাহিত করিয়া নিরুদ্ধচিত্ত যোগী পরমনির্ব্বাণরূপ আমার স্বরূপে অবস্থিতিপ্রদ যে শান্তি তাহাই প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

যুক্তাহারবিহারস্য (যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন), কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্ম্মসমূহে যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা থাকে), যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন) [তাঁহারই] যোগঃ (যোগ) দুঃখহা (দুঃখনিবারক) ভবতি (হয়) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ—যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেযু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখ-নিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—যোগের অভ্যাসে যাঁহার নিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহার আহারাদির নিয়ম বলিতেছেন—"নাত্যশ্নতঃ" ইত্যাদি। যিনি অত্যধিক ভোজন করেন, অথবা একবারে অত্যন্ত অল্পভেজন করেন, তাঁহাদের সমাধি হয় না। সেইরূপ অধিক নিদ্রাশীল ও সর্ব্বদা জাগরণশীল পুরুষের যোগ হয়ই না ॥ ১৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—তবে কিরূপ পুরুষের যোগ হয়, তাহাতে বলিতেছেন—"যুক্তাহার" ইত্যাদি। [যুক্তাহার-বিহার]- যাহার ভোজন ও গমন নিয়মিত হইয়াছে, [যুক্তচেষ্ট]—কার্য্যগুলিতে যাঁহার চেষ্টা সংযতা [যুক্তস্বপ্নাববোধ] যিনি নিদ্রা ও জাগরণকে অধীন করিয়াছেন, তাঁহারই সর্ব্বদুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয় ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[যোগাভ্যাসকারীর আহারাদির নিয়ম এক্ষণে দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] হে অর্জ্জুন! অতি ভোজনপরায়ণের যোগ হয় না ; আবার একান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না। অতিনিদ্রালু ও অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না ॥ ১৬ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮॥

যদা (যখন) বিনিয়তং (বিশেষরূপে সংযত হইয়া) চিত্তং (চিত্ত) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলভাবে অবস্থান করে); তদা (তখন) সর্ব্বকামেভ্যঃ (ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বভোগ হইতে) নিস্পৃহঃ (কামনাপরিত্যাগী ব্যক্তি) যুক্তঃ ইতি (যুক্ত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন)॥ ১৮॥

শ্রীধরঃ—কদা নিস্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ, চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি। কিঞ্চ, সর্ব্বকামেভ্য ঐহিকামুষ্মিকভোগেভ্যঃ নিস্পৃহঃ বিগততৃষ্ণো ভবতি, তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে॥ ১৮॥

স্বঃ অনুঃ—কখন পুরুষ যোগসিদ্ধ হন? এই প্রশ্নে বলিলেন—"যদা" ইত্যাদি। যখন কাহারও চিত্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মতেই নিশ্চলভাব ধারণ করে, আরও যিনি ইহলোকের ও পরলোকের যাবতীয় ভোগ হইতে নিস্পৃহ—তৃষ্ণাশূন্য হন, তখন তাঁহাকে যুক্ত—প্রাপ্তযোগ বা যোগসিদ্ধ বলা হয়॥ ১৮॥

মূঃ অনুঃ—[তাহা হইলে কি প্রকার ব্যক্তির যোগ হয়? তাহাই বলিতেছেন—] যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন, কর্ম্মসমূহে যাঁহার নিয়মিতা চেষ্টা থাকে, যিনি পরিমিতভাবে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহারই যোগ দুঃখনিবারক হয়॥ ১৭॥

মূঃ অনুঃ—[কখন পুরুষ যোগসিদ্ধ হয়? এই অপেক্ষায় বলিতে-ছেন—] যখন চিত্ত বিশেষরূপে সংযত হইয়া আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থান করে তখন ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বভোগ হইতে কামনা-পরিত্যাগী ব্যক্তি 'যুক্ত' বলিয়া কথিত হন॥ ১৮॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মানাত্মনং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

নিবাতস্থঃ (বায়ুশূন্য প্রদেশে অবস্থিত) দীপঃ (দীপ) যথা (যেরূপ) ন ইঙ্গতে (বিচলিত হয় না), আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগং যুঞ্জতঃ (যোগাভ্যাসকারী) যতচিত্তস্য (নিরুদ্ধচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর) সা (তাহাই) উপমা (তুলনা) স্মৃতা (জানিবে) ॥১৯॥

যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসদ্বারা) নিরুদ্ধং (নিরুদ্ধ) চিত্তং (চিত্ত) উপরমতে (উপশম প্রাপ্ত হয়), যত্র চ এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (বিশুদ্ধচিত্তদ্বারা) আত্মানং পশ্যন্ (আত্মাকে দর্শন করত) আত্মনি এব (আত্মাতেই) তুষ্যতি (তুষ্টি লাভ করা যায়) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ—তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে] ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি, সা উপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য? আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যস্যতো যোগিনো যতং নিয়তং চিত্তং যস্য নিষ্কম্পতয়া প্রকাশকতয়া চাচঞ্চলং তচ্চিত্তং তদ্বভতিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

স্বঃ অনুঃ—আত্মার সহিত একাকারভাবে অবস্থিত চিত্তের উপমা বলিলেন—"যথা" ইত্যাদি। বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, তাহাই উহার দৃষ্টান্ত। কাহার? আত্মবিষয়ে যোগ-অভ্যাসশীল যোগীর। [যতচিত্ত]—যাহার চিত্ত সংযত। যাঁহার চিত্ত কম্পহীন ও প্রকাশকভাবে অচঞ্চল তাঁহার চিত্ত দীপশিখার ন্যায় অবস্থান করে ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—আত্মার সহিত একীভূত অবস্থাপ্রাপ্ত চিত্তের উপমা বলিতেছেন—] যেমন বায়ুশূন্য প্রদেশে অবস্থিত দীপ বিচলিত হয় না, তেমন আত্মবিষয়ে যোগাভ্যাসকারী নিরুদ্ধচিত্ত যোগীর তাহাই উপমা জানিবে ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদৌ কর্ম্মৈব যোগ শব্দেনোক্তম্, "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তঃ, তত্র মুখ্যো যোগঃ কঃ? ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—"যত্রেতি" সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন স্বরূপলক্ষণমুক্তম্। তথা চ পাতঞ্জলসূত্রম্ " যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণে নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য ফলেন তমেব লক্ষয়তি যত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি, ন তু দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি, ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

স্বঃ অনুঃ—'হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়াছেন, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে যোগশব্দে কর্ম্মকেই বলা হইল; আবার 'অতিভোজীর যোগ হয় না' ইত্যাদি বাক্যে যোগশব্দে সমাধি কথিত হইল। এই উভয়ের মধ্যে প্রধান যোগ কি? এই প্রশ্নোত্তরে স্বরূপে ও ফলবিষয়ে সমাধিকেই লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই মুখ্য যোগ বলিতেছেন—"যত্র" ইত্যাদি সাড়ে তিন শ্লোক। যে অবস্থাবিশেষে যোগের অভ্যাসদ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত শান্তভাব ধারণ করে, ইহাকে যোগের স্বরূপ লক্ষণ বলিলেন। পাতঞ্জল সূত্রেও আছে—"চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ।" ইষ্টপ্রাপ্তিরূপ ফল দ্বারা তাহাকে (যোগনিরুদ্ধ চিত্ত শান্ত হয়, ইত্যাদিকেই) লক্ষ্য করিতেছেন এবং যে অবস্থা-বিশেষে শুদ্ধমনদ্বারা জীব আত্মার দর্শন করেন দেহাদিকে নহে। তাহা দেখিতে দেখিতে আত্মাতেই তুষ্ট থাকেন, বিষয়াদিতে নহে। 'যত্র' ইত্যাদিতে যদ্ শব্দগুলির 'তাহাকে যোগ নামে জানিবে' এই চতুর্থ শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ জানিবে ॥ ২০ ॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১॥

যত্র (যে অবস্থায়) অয়ং (এই যোগী) যৎ তৎ (নিরতিশয়) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (কেবল বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়), অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়াতীত) আত্যন্তিকং (নিত্য) সুখং (সুখ) বেত্তি (অনুভব করেন), [যত্র—যে অবস্থায়] স্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (বিচলিত হন না) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ—তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে]॥ ২১॥

শ্রীধরঃ—আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যৎ তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাৎ তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অতএব চ যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি॥ ২১॥

সুঃ অনুঃ—আত্মাতেই সন্তোষের কারণ বলিতেছেন্—"সুখম্" ইত্যাদি [যত্র]—যে অবস্থাবিশেষে কোনও নিরতিশয় নিত্যসুখ জানিতে পারেন। যদি বল, তখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের অভাবে কিরূপে সুখ হয়? তাহাতে বলিতেছেন—অতীন্দ্রিয়—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে অতীত, কেবল আত্মার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়। অতএব যে অবস্থায় থাকিয়া যোগী আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিতই হন না॥ ২১॥

মূঃ অনুঃ—["যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদি শ্লোকে কর্ম্মই যোগশব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে, আবার "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদি শ্লোকে সমাধিই যোগশব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক্ষণে মুখ্যযোগ কোন্‌টীকে বুঝিব? এই অপেক্ষায় সমাধিই যোগশব্দের স্বরূপতঃ ও ফলতঃ মুখ্য অর্থ—ইহাই সাড়ে তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন—] যে অবস্থায় যোগাভ্যাসদ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপশম প্রাপ্ত হয় এবং যে অবস্থায় বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা আত্মাকে দর্শন করত আত্মাতেই তুষ্টি লাভ করা যায়, তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে॥ ২০॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

যং (যেই আত্মসুখস্বরূপকে) লব্ধ্বা (লাভ করিলে) অপরং (অন্য লাভকে) ততঃ অধিকং (তদপেক্ষা অধিক) ন মন্যতে (মনে করেন না) যস্মিন্ চ (এবং যাহাতে) স্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) গুরুণা দুঃখেন অপি (গুরুতর দুঃখেও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত (হন না) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ—তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে] ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যমাত্মসুখস্বরূপং লব্ধ্বা ততোঽধিকং অপরং লাভং ন মন্যতে, তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ, যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে। এতেনা-নিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুঃ—যোগের অচলতাই প্রমাণ করিতেছেন—'যম্" ইত্যাদি দ্বারা। যে আত্মানন্দরূপ লাভ পাইয়া অপর লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না, কারণ তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখস্বরূপ এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কঠোর শীত ও উষ্ণাদির ক্লেশেও অভিভূত হন না। এই অনিষ্টনিবৃত্তিরূপ ফলদ্বারাও যোগের লক্ষণ বলা হইল, তাহা দ্রষ্টব্য ॥২২॥

মূঃ অনুঃ—[যোগী আত্মাতে কেন তুষ্ট থাকেন ? তাহার হেতু বলিতেছেন—] যে অবস্থায় যোগী নিরতিশয়, কেবল বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়, ইন্দ্রিয়াতীত নিত্য সুখ অনুভব করেন, যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে ॥২১॥

মূঃ অনুঃ—[যোগের অচঞ্চলত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—] যে আত্ম-সুখস্বরূপকে লাভ করিয়া অন্য লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না এবং যাহাতে অবস্থিত হইয়া [জীব] গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হন না, তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে ॥ ২২ ॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা॥ ২৩॥
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪॥

তং (সেইরূপ অবস্থাবিশেষকে) দুঃখসংযোগবিয়োগং (সুখদুঃখ-সম্পর্কশূন্য) যোগসংজ্ঞিতং (যোগ বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে), অনির্ব্বিণ্নচেতসা (নির্ব্বেদশূন্য চিত্তদ্বারা) সঙ্কল্পপ্রভবান্ (সংকল্পজাত) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনাকে) অশেষতঃ (নিঃশেষে ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) সমন্ততঃ (সর্ব্বতোবিক্ষিপ্ত) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বিনিয়ম্য (নিয়ন্ত্রিত করিয়া) নিশ্চয়েন (শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ জাত নিশ্চয়দ্বারা) যোক্তব্যঃ (সেই যোগ অভ্যাস করিবে)॥ ২৩-২৪॥

শ্রীধরঃ—য এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষস্তমাহ—তমিত্যর্দ্ধেন। দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিংস্তমবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ, 'পরমাত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ'। যদ্বা, দুঃখস্য সংযোগেন বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপ্যনির্ব্বিণ্নেন নির্ব্বেদরহিতেন, চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ। কিঞ্চ, সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগ-প্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগো যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ২৩-২৪॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপ অবস্থার বিষয় বলিতেছেন—"তম্" ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোক। দুঃখের সংস্পর্শরাহিত্যকে যোগ বলিয়া জানিবে। দুঃখশব্দ-দ্বারা দুঃখমিশ্রিত বৈষয়িক সুখকেও গ্রহণ করা হইতেছে। দুঃখের সংযোগে—সংস্পর্শমাত্রেই তাহার নাশ যে অবস্থাবিশেষে হইয়া থাকে, তাহাই 'যোগ' শব্দদ্বারা কথিত হয়, জানিবে। পরমাত্মাতে জীবাত্মার যোজনই যোগ। অথবা বীর পুরুষে 'কাতর' শব্দের সংযোগের ন্যায় দুঃখের সংযোগ দ্বারা বিয়োগকেই বিরুদ্ধ লক্ষণদ্বারা 'যোগ' বলা হয়। তাহার উপায়স্বরূপ হওয়ায় কর্ম্মে যোগশব্দ কেবল ঔপচারিক। যোগ এইরূপ মহাফলদাতা হওয়ায় সেই যোগ যত্নের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাই বলিলেন "সঃ" ইত্যাদি সার্দ্ধশ্লোক। শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশজনিত স্থিরসংকল্পদ্বারা সেই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। যদি শীঘ্র সিদ্ধ না হয়, তথাপি নির্ব্বেদশূন্য-চিত্তে অভ্যাস করিতে হইবে। ক্লেশকর বিবেচনায় যত্নবিষয়ে শিথিলতাই নির্ব্বেদ। আরও "সঙ্কল্প" ইত্যাদি। অভিলাষ হইতে যাহাদের উৎপত্তি, যোগের প্রতিকূল সেই সমস্ত ভোগগুলি বাসনার সহিত ত্যাগ করিয়া এবং বিষয়ের দোষ-দর্শনকারী মনদ্বারা সর্ব্বদিকে বিস্তারশীল ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশেষরূপে সংযত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। এস্থলে পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ২৩-২৪ ॥

মুঃ অনুঃ—[যেহেতু যোগ এইরূপ মহাফলদাতা সেই নিমিত্ত সার্দ্ধ শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] সেইরূপ অবস্থাবিশেষকে সুখদুঃখসম্পর্ক-শূন্য 'যোগ' বলিয়া জানিবে, নির্ব্বেদশূন্য চিত্তদ্বারা সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনাকে নিঃশেষভাবে পরিত্যাগ করিয়া মনের দ্বারাই সর্ব্বতো বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশজাত নিশ্চয়দ্বারা সেই যোগ অভ্যাস করিবে ॥ ২৩-২৪ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

ধৃতিগৃহীতয়া (ধারণাবশীভূত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মাতে সংস্থিত) কৃত্বা (করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (বিরতি অভ্যাস করিবে) : কিঞ্চিৎ অপি (অন্য কিছুমাত্র) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না) ॥২৫॥

শ্রীধরঃ—যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ—শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থমাত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ, তত্তু শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ—"ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দস্বরূপো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসংস্কারবশে মন বিচলিত হয়, তাহা হইলে ধারণাদ্বারা নিশ্চল করিবে। ইহা বলিতেছেন—"শনৈঃ শনৈঃ" ইত্যাদি। ধৃতিগৃহীতা—ধারণাকর্ত্তৃক বশীকৃতা বুদ্ধিদ্বারা মনকে আত্মাতেই সম্যক্‌রূপে নিশ্চল করিয়া শান্ত হইবে। তাহাও ধীরে ধীরে অভ্যাসক্রমে, সহসা নহে। বিরতির স্বরূপ বলিতেছেন—"কিছুই চিন্তা করিবে না" নিশ্চলমনে স্বয়ংপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ হইয়া আত্মধ্যান হইতেও নিবৃত্ত হইবে না ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[কিন্তু যদি প্রাক্তন সংস্কারবশে মন বিচলিত হয়, তবে ধারণাদ্বারা মন স্থির করিবে, ইহাই বলিতেছেন—] ধারণাবশীভূতা বুদ্ধিদ্বারা মনকে আত্মাতে সংস্থিত করিয়া ধীরে ধীরে বিরতি অভ্যাস করিবে। অন্য কিছুমাত্র বিষয় চিন্তা করিবে না ॥ ২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

চঞ্চলম্ (চঞ্চল) [ও] অস্থিরং (অস্থির) মনঃ (মন) যতঃ যতঃ (যে যে বিষয়ের প্রতি) নিশ্চলতি (ধাবিত হইবে), ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) এতৎ (ইহাকে) নিয়ম্য (প্রত্যাহৃত করিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (স্থিরভাবে রাখিতে হইবে) ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেৎ, তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্যাদিত্যাহ—যতো যত ইতি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি, ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপ হইলেও যদি রজোগুণবশতঃ মন চঞ্চল হয় তাহা হইলে পুনর্ব্বার প্রত্যাহারদ্বারা উহাকে বশীভূত করিবে। ইহাই বলিতেছেন—"যতো যত" ইত্যাদি। স্বভাবতঃ চঞ্চল, স্থির করিলেও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি নির্গত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে সমাকর্ষণ করিয়া উহাকে আত্মাতেই নিশ্চল করিবে ॥ ২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[আবার রজোগুণবশতঃ যদি মন চঞ্চল হয়, তবে পুনর্ব্বার তাহাকে প্রত্যাহারদ্বারা বশীভূত করিবে, ইহাই বলিতেছেন—] চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতেই স্থিরভাবে রাখিতে হইবে ॥২৬॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

শান্তরজসং (রজোগুণহীন) প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষং (নিষ্পাপ) [ও] ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত) এনং (এই) যোগিনং হি (যোগীকে) উত্তমং সুখম্ (সমাধিজন্য উত্তম সুখ) উপৈতি (স্বয়ংই আশ্রয় করে) ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃপুনর্মনো বশীকুর্ব্বন্তং রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তেতি। (এবমুক্তপ্রকারেণ) ; শান্তং রজো যস্য তম্, অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তমেনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনমুত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে প্রত্যাহার প্রভৃতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ মনকে বশীভূত করিলে রজোগুণের বিনাশে যোগসুখ লাভ করেন ; ইহা বলিতেছেন —"প্রশান্ত" ইত্যাদি। এই প্রকারে যাঁহার পক্ষে রজোগুণ দূরীভূত হইয়াছে, অতএব যাঁহার মন নিশ্চল হইয়াছে, এরূপ পাপহীন ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যোগীর নিকট উত্তম সমাধিজনিত সুখ স্বয়ংই আগমন করে ॥ ২৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইরূপে প্রত্যাহারাদিদ্বারা পুনঃ পুনঃ মনকে যিনি বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার রজোগুণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সমাধিসুখ লাভ হয়, ইহাই বলিতেছেন—] যেহেতু, রজোগুণহীন, প্রশান্তচিত্ত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত এই যোগীকে সমাধিজনিত উত্তম সুখ স্বয়ংই আশ্রয় করে ॥ ২৭ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

এবং (এইরূপে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানং (মনকে) যুঞ্জন্ (বশীভূত করিয়া) বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী (যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাররূপ) অত্যন্তং সুখম্ (পরমসুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন বা জীবন্মুক্ত হন) ॥ ২৮॥

যোগযুক্তাত্মা (যোগে সমাহিতচিত্ত) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী) [স যোগী—সেই যোগী] আত্মানং (আমাকে) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বভূতে) সর্ব্বভূতানি চ (এবং সর্ব্বভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য স যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যা-নিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুঃ—তদনন্তর কৃতার্থ হন, ইহা বলিতেছেন—"যুঞ্জন্" ইত্যাদি। এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে বশ করিয়া বিশেষভাবে সর্ব্বপ্রকারে যাঁহার কল্মষ (পাপ) ধ্বংস পাইয়াছে, সেই যোগী অনায়াসে অবিদ্যানাশক ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ সর্ব্বোত্তম সুখ ভোগ করেন—জীবন্মুক্ত হন ॥ ২৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[সমাধিলাভের পর যোগী কৃতার্থতা লাভ করে, ইহা বলিতেছেন—] এইরূপে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিয়া সকল পাপপরিশূন্য যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্বরূপ সর্ব্বোত্তম সুখ লাভ করেন ॥ ২৮ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) পশ্যতি (দর্শন করেন), সর্ব্বং চ (এবং সর্ব্বভূতকে) ময়ি (আমাতে) পশ্যতি (দেখিতে পান), অহং (আমি) তস্য (তাঁহার নিকট) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না), স চ (তিনিও) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (পরোক্ষ হন না) ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্ব্বভূতস্থমিতি যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ তথা স স্বমাত্মনমবিদ্যাকৃতদেহাদি পরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষ্ববস্থিতং পশ্যতি, তানি চ আত্মন্যভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্ব্বভূতাত্মতয়ামদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ—যো মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সর্ব্বঞ্চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি, তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি, স চ মমাদৃশ্যো ন ভবতি—প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্লামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

স্বঃ অনুঃ—ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারই দেখাইতেছেন "সর্ব্বভূতস্থম্" ইত্যাদি যোগ অভ্যাস করিতে করিতে তদ্দ্বারা তিনি চিত্ত সমাহিত করিয়া সর্ব্বস্থানে সম—ব্রহ্মই দর্শন করেন। তাঁহার সমদর্শন হইলে অবিদ্যাজনিত দেহাদিসীমাশূন্য আত্মাকে ব্রহ্মাদি স্থাবরপর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে দেখিতে পান, এবং সেই ভূতগুলিকে আত্মাতে ভেদশূন্যভাবেই দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বর্ণন করিতেছেন—] যোগে সমাহিতচিত্ত, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্ব্বভূতে অবস্থিত) মাং (আমাকে) একত্বম্ (দ্বৈত-বুদ্ধিরহিত হইয়া (শ্যামসুন্দরমূর্ত্তিগত একত্ববুদ্ধি) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া) ভজতি (ভজন করেন), সঃ যোগী (সেই যোগী) সর্ব্বথা (সর্ব্বাবস্থায়) বর্ত্তমানঃ অপি (বর্ত্তমান থাকিয়াও) ময়ি (আমাতেই) বর্ত্ততে (অবস্থিতি করেন) ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—ন চৈবম্ভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদমাস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি, স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে—মুচ্যতে, ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুঃ—এইরূপ আত্মজ্ঞানেও সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ আমার উপাসনাই প্রধান কারণ। ইহা বলিতেছেন—"যো মাং" ইত্যাদি। পরমেশ্বর আমাকে যিনি ভূতমাত্রে দেখেন এবং সমস্ত প্রাণিমাত্রকে আমাতে দেখেন, তাঁহার পক্ষে আমি অদৃশ্য হই না। তিনিও আমার পক্ষে অদৃশ্য হন না। আমি প্রত্যক্ষ হইয়া কৃপাদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন-পূর্ব্বক অনুগ্রহ করিয়া থাকি ॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুঃ—এই প্রকার পুরুষ কদাপি বিধির অধীন হন না, ইহাই বলিতেছেন—"সর্ব্বভূতস্থিতং" ইত্যাদি। সকল ভূতে অবস্থিত আমাকে অভিন্নভাবে আশ্রয় করিয়া যিনি ভজন করেন, সেই যোগী জ্ঞানবান্ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান থাকিলেও আমাতেই থাকেন, মুক্ত হন, কদাপি ভ্রষ্ট হন না ॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—[উক্তরূপ আত্মজ্ঞানে সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ যে আমার (ভগবানের) উপাসনাই কারণ, ইহা বলিতেছেন—] যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আমাতে দর্শন করেন, আমি তাঁহার নিকট অগোচর হই না। তিনিও আমার অগোচর হন না ॥ ৩০ ॥

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন ! (হে অর্জ্জুনঃ) যঃ (যিনি) আত্মৌপম্যেন (স্বসাদৃশ্যদ্বারা) সর্ব্বত্র (সর্ব্বজীবে) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ অথবা দুঃখকে) সমং (আপনার সহিত সমান) পশ্যতি (দেখেন' সঃ যোগী (সেই যোগী) পরমঃ (শ্রেষ্ঠ বলিয়া) মতঃ (আমার অভিমত) ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন 'যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথান্যেষামপী'তি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যে বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখং, স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ॥৩২॥

সুঃ অনুঃ—এইরূপ আমার ভজনকারী যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বভূতে দয়ালু পুরুষই শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিতেছেন—"আত্মৌপম্যেন" ইত্যাদি। নিজের সাদৃশ্যে—"যেরূপ আমার পক্ষে সুখ প্রিয় ও দুঃখ অপ্রিয়, সেইরূপ অন্যের প্রতিও"; এইরূপ—সর্ব্বত্র সমানভাবে দৃষ্টি করিয়া যিনি সকলের সুখই বাঞ্ছা করেন কাহারও দুঃখ আকাঙ্খা করেন না, সেই যোগী শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার অভিমত ॥ ৩২ ॥

মূঃ অনুঃ—[এই প্রকার ব্যক্তি বিধির দাস নহে, ইহাই বলিতেছেন —] যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে দ্বৈতবুদ্ধিরহিত হইয়া শ্যাম-সুন্দর মূর্ত্তিগত একত্ববুদ্ধি আশ্রয় করিয়া ভজন করেন সেই যোগী সর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও আমাতেই অবস্থিতি করেন ॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—[তথাপি আমার ভজনকারী যোগীদিগের মধ্যে সর্ব্বভূতে দয়াশীলগণই শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—] হে অর্জ্জুন। যিনি নিজের অনুরূপে সর্ব্বজীবে সুখ অথবা দুঃখকে আপনার সহিত সমানভাবে দেখেন সেই যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥৩৩॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) মধুসূদন ! (হে মধুসূদন !) ত্বয়া (তুমি) সাম্যেন (লয় ও বিক্ষেপাভাববশতঃ) অয়ং (এই) যঃ যোগঃ (যে যোগ) প্রোক্তঃ (বলিয়াছ), [মনসঃ—মনের] চঞ্চলত্বাৎ (চাঞ্চল্যবশতঃ) অহং (আমি) এতস্য (ইহার) স্থিরাং (দীর্ঘকালব্যাপিনী) স্থিতিং (স্থিতি) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি, সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ, এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালীনাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—উক্তপ্রকার যোগের অসম্ভাবনা চিন্তা করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন—"যোঽয়ং" ইত্যাদি। সাম্যদ্বারা—মনের লয় ও বিক্ষেপদ্বারা বিহীন, কেবল আত্মার আকারে অবস্থানের স্বরূপ যে যোগ তুমি বলিয়াছ, এই যোগের স্থিরা—দীর্ঘকালব্যাপিনী, স্থিতি নিশ্চলাবস্থা দেখিতেছি না। কারণ, মন চঞ্চল ॥ ৩৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[উক্ত যোগ অসম্ভব ভাবিয়া] অর্জ্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন ! তুমি লয় ও বিক্ষেপশূন্য এই যে যোগ বলিয়াছ, মন চঞ্চল বলিয়া ইহার দীর্ঘকালব্যাপিনী স্থিতি আমি দেখিতেছি না ॥ ৩৩ ॥

**চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥**

কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) মনঃ (মন) চঞ্চলং হি (স্বভাবতঃ চঞ্চল), প্রমাথি (দেহেন্দ্রিয়-ক্ষোভকর) বলবৎ (অজেয়) [ও] দৃঢ়ং (দৃঢ়)। অহং (আমি) বায়োঃ ইব (বায়ুর ন্যায়) তস্য (তাহার) নিগ্রহং (নিগ্রহ) সুদুষ্করং (অত্যন্ত কঠিন) মন্যে (মনে করি) ॥৩৪॥

শ্রীধরঃ—এতৎস্ফুটয়তি চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলম্, কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যম্, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবন্ধতয়া দুর্ভেদ্যম্, অতো যথাকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যম্, তথাহং তস্য মনসো নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

সুঃ অনুঃ—উহাই স্পষ্ট করিতেছেন—"চঞ্চলং" ইত্যাদি। চঞ্চল—স্বভাবতঃই অস্থির; আরও প্রমাথি—দেহও ইন্দ্রিয়ের উদ্বেগজনক, অধিকন্তু বলবৎ (প্রবল)—বিচারদ্বারাও জয় করা যায় না। আরও দৃঢ়—বিষয়বাসনার সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় দুর্ভেদ্য। অতএব যেরূপ আকাশে সর্ব্বক্ষণ প্রবাহিত বায়ুকে কলস প্রভৃতিতে আবদ্ধ করা অসম্ভব, সেইরূপ আমি সেই মনকে সংযত করাও অতীব দুষ্কর—সর্ব্বপ্রকারে কষ্টসাধ্য মনে করি ॥ ৩৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—] হে কৃষ্ণ! যেহেতু মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও প্রমাথি অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকারক, বলবান্ ও দৃঢ়, সেই হেতু আমি বায়ুর নিরোধের ন্যায় তাহার নিরোধ দুষ্কর মনে করি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) মহাবাহো ! (হে মহাবীর অর্জ্জুন !), মনঃ (মন) দুর্নিগ্রহং (দুর্বিনীত) [ও] চলম্ (চঞ্চল) [ইতি—ইহাতে] অসংশয়ম্ (সন্দেহ নাই)। তু (কিন্তু) কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীনন্দন !) অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ (পরমাত্মসেবায় অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্যদ্বারা) [তৎ—তাহা] গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়) ॥৩৫॥

শ্রীধরঃ—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি এতন্নিঃসংশয়মেব, তথাপি তু বিষয়চিন্তনপূর্ব্বকম্ অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে; অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যাঽসংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে।" ইতি ॥ ৩৫ ॥

সুঃ অনুঃ—অতএব কথিত চাঞ্চল্যাদি স্বীকার করিয়াই শ্রীভগবান্ মনঃসংযমের উপায় বলিতেছেন—"অসংশয়ম্" ইত্যাদি। অস্থিরস্বভাব হওয়ায় মনকে নিয়মিত করা অসাধ্য বলিয়া যাহা বলিতেছ, তাহা সত্যই। কিন্তু তথাপি বিষয়ের চিন্তা না করিয়া অভ্যাসদ্বারা—পরমাত্মার আকারে বিশ্বাসরূপ ব্যাপার এবং বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাদ্বারা মনকে নিগ্রহ করা যায়। অভ্যাসহেতু মনের লয়ে বাধা এবং বৈরাগ্যদ্বারা মনের সঞ্চলনে বিঘ্ন হওয়ায় মনের বৃত্তি নিবৃত্ত হইলে তাহা পরমাত্মার আকারে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব যোগশাস্ত্রে কথিত আছে—"বৃত্তিশূন্য মনের যে ব্রহ্মের আকারে অবস্থান, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়।" ॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

—অসংযতাত্মনা (অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে) যোগঃ (যোগ) দুষ্প্রাপঃ (দুর্ল্লভ), ইতি (ইহাই) মে (আমার) মতিঃ (বিশ্বাস)। তু (কিন্তু) বশ্যাত্মনা (বশীভূতচিত্ত) [ও] যততা (যত্নশীল ব্যক্তি) উপায়তঃ (উক্ত উপায়দ্বারাও) [যোগঃ—যোগ] অবাপ্তুং শক্যঃ (লাভ করিতে সমর্থ হন) ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—এতাবাংস্থিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি। উক্ত-প্রকারেণ-ভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য, তেন যোগো দুষ্প্রাপ্যঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ ; অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য ; তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—এই পর্য্যন্ত এই বিষয় স্থির, ইহা বলিতেছেন—"অসংযত" ইত্যাদি। উক্তপ্রকার অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যিনি চিত্তকে সংযত করিতে পারেন নাই, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে এই যোগ-প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভ—পাইতেই পারেন না। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের বলে যাঁহার চিত্ত বশীভূত, সেই পুরুষ পুনর্ব্বার এই উপায়েই যত্ন করিয়া যোগ পাইতে সমর্থ ॥ ৩৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[অর্জ্জুনের কথিত মনের চঞ্চলতাদি স্বীকার করিয়াই তাহার নিগ্রহের উপায়] শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো অর্জ্জুন! মন দুর্ব্বিনীত ও চঞ্চল, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! পরমাত্মসেবার অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্যদ্বারা তাহা নিগৃহীত হয় ॥ ৩৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[এই সমাধির কথাই যে ঠিক তাহাই বলিতেছেন—] অসংযতচিত্ত-ব্যক্তির যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহা আমার বিশ্বাস ; কিন্তু বশীভূত-চিত্ত, যত্নশীল ব্যক্তি উক্ত উপায়দ্বারা যোগ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥৩৬॥

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ? ৩৭ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) শ্রদ্ধয়া উপেত (প্রথমে শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রবৃত্ত) অযতিঃ (পরে অযত্নবান্ হওয়ায়) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (বিচলিতচিত্ত ব্যক্তি) যোগসংসিদ্ধিম্ (যোগসিদ্ধি) অপ্রাপ্য (লাভ না করিয়া) কাং গতিং (কীদৃশী গতি) গচ্ছতি (লাভ করেন ?) ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরঃ—অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্‌জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ, ন তু মিথ্যাচারতয়া, ততঃ পরন্তু অযতিঃ সম্যক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ, তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ, এবমভ্যাসবৈরাগ্যশৈথিল্যাদযোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ? ৩৭ ॥

সুঃ অনুঃ—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে যদি কোনপ্রকার সম্যগ্‌-জ্ঞান লাভ কাহারও না হয়, তবে তিনি কি ফল পাইবেন ? এই বাক্য জিজ্ঞাসা করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—"অযতিঃ" ইত্যাদি। প্রথমে যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—কপট করিয়া নহে ; কিন্তু তাহার পরে তিনি সম্যক্ যত্ন করিতে পারিলেন না, অভ্যাস শিথিল হইয়া গেল, অতএব তাঁহার চিত্ত যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিষয়প্রবণ হওয়ায় তিনি মন্দবৈরাগ্য হইলেন, এইরূপে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের শিথিলতায় যোগের সম্যক্ ফল—জ্ঞান না পাইয়া তিনি কি গতি প্রাপ্ত হন ? ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি। ৩৮ ॥

মহাবাহো ! (হে মহাবাহো !) উভয়বিভ্রষ্টঃ (কর্ম্ম ও যোগফল হইতে ভ্রষ্ট), [অতএব] অপ্রতিষ্ঠঃ (আশ্রয়বিহীন ব্যক্তি), ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে) বিমূঢ়ঃ (বিমূঢ় হইয়া (ছিন্নাভ্রম্ ইব) ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায় ন নশ্যতি কচ্চিৎ (বিনষ্ট হয় না কি ?) ॥৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্ম্মণামীশ্বরেঽর্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন প্রাপ্নোতি, যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি ; এবমুভয়স্মাদ্ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং ন নশ্যতি কিং বা নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্ত সন্মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—প্রশ্নের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন—"কচ্চিৎ" ইত্যাদি। কর্ম্মগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হওয়ায় এবং তাহার অনুষ্ঠান না করায় তিনিও কর্ম্মফল স্বর্গাদি পান না। আবার যোগও পূর্ণ না হওয়ায় মুক্তি লাভ করেন না। এইরূপে উভয় ফল হইতে চ্যুত হইয়া প্রতিষ্ঠা (স্থিতি, মর্য্যাদা) না পাইয়া, নিরাশ্রয় হইয়া অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি কি বিনাশপ্রাপ্ত হন না অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হন ? নাশবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিলেন,—যেমন ছিন্ন মেঘখণ্ড পূর্ব্বমেঘমণ্ডল হইতে চ্যুত হইয়া অন্যমেঘমণ্ডল না পাইয়া মধ্যপথে লয় পায়, সেইরূপই কি বিনষ্ট হন ? ৩৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে যদি কেহ সম্যগ্ জ্ঞান না লাভ করিতে পারেন, তবে কি ফল পান ? তাহাই] অর্জ্জুন বলিতেছেন—প্রথমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রবৃত্ত, পরে অযত্নবান্ হওয়ায় যোগ হইতে বিচলিতচিত্ত ব্যক্তি যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া কীদৃশী গতি লাভ করেন ? ॥ ৩৭ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

[হে] কৃষ্ণ ! [ত্বং—তুমি] মে (আমার) এতৎ সংশয়ম্ (এই সংশয়) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) ছেত্তুম্ (ছেদন করিতে) অর্হসি (সমর্থ)। ত্বদন্যঃ (তুমি ব্যতীত অন্য কেহ) অস্য সংশয়স্য (এই সংশয়ের) ছেত্তা (ছেদনকারী বলিয়া) ন হি উপপদ্যতে (যোগ্য বোধ হয় না) ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিঃসনীয়ঃ, ত্বত্তোঽন্যস্তু এতৎসন্দেহনিবর্ত্তকো নাস্তীত্যাহ—এতদিতি। এতৎ মে ইতি এতৎ এনং চ্ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—তুমি সর্ব্বজ্ঞ,—তোমারই দ্বারা আমার এই সন্দেহ নিরসনযোগ্য, তোমা ব্যতীত এই সন্দেহ দূর করিবার যোগ্য অন্য কেহ নাই,—ইহা বলিতেছেন—“এতৎ” ইত্যাদি। এই সন্দেহের ছেত্তা—নিরাসক। অন্যগুলি স্পষ্ট ॥ ৩৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[প্রশ্নের অভিপ্রায় বিবৃত করিতেছেন—হে মহাবাহো ! কর্ম্ম ও যোগফল হইতে ভ্রষ্ট ; অতএব আশ্রয়বিহীন ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে বিমূঢ় হইয়া ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয় না কি ? ॥৩৮॥

মূঃ অনুঃ—[তুমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আমার এই সন্দেহ নিবৃত্ত করিতে পার, তোমা ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় নাশ করিতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—] হে কৃষ্ণ ! তুমি আমার এই সংশয় সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিতে সমর্থ। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয়ের ছেদনকারী বলিয়া যোগ্য বোধ হয় না ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) পার্থ! (হে পার্থ!) ন এব ইহ (না ইহলোক), ন অমুত্র (ন পরলোক) তস্য (তাহার) বিনাশঃ (বিনাশ) বিদ্যতে (আছে)। হি (যেহেতু) হে তাত ! (হে বৎস !) কল্যাণকৃৎ (শুভ-কার্য্যানুষ্ঠানকারী) কশ্চিৎ (কোন ব্যক্তিই) দুর্গতিং (দুর্গতি) ন গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন না) ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরঃ—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে নাশ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্, অমুত্র পরলোকে নাশো নরক-প্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব, যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি, অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

স্বঃ অনুঃ—এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন—"পার্থ" ইত্যাদি সাড়ে চারি শ্লোকে। তাঁহার পক্ষে এই পার্থিবজীবনে উভয় হইতে ভ্রংশ হওয়ায় পাতিত্য ও পরলোকে নরকপ্রাপ্তি হইতেই পারে না, যেহেতু কোনও শুভকারী পুরুষ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হন না ; ইনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং শুভকারী। 'তাত' শব্দ প্রয়োগ করায় লৌকিক-রীতিক্রমে আদরপূর্ব্বক সম্বোধন করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

মূঃ অনুঃ—[সার্দ্ধ চারিটি শ্লোকে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে পার্থ ! ইহলোকে বা পরলোকে তাহার বিনাশ নাই। যেহেতু হে বৎস ! শুভকার্য্যানুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২ ॥

যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিগণের) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) [তত্র—তথায়] শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বর্ষকাল) উষিত্বা (বাসপূর্ব্বক) শুচীনাং (সদাচারপরায়ণ) শ্রীমতাং (ধনিগণের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্ম গ্রহণ করেন) ॥ ৪১ ॥

অথবা যোগিনাং (যোগনিষ্ঠ) ধীমতাম্ এব (জ্ঞানিগণের) কুলে (গৃহে বা বংশে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন) ; যৎ (যেহেতু) ঈদৃশং জন্ম (এইরূপ জন্ম), এতৎ হি (ইহাতো) লোকে (জগতে) দুর্ল্লভতরম্ (অতি দুর্ল্লভ) ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা বহূন্ সংবৎসরানুষিত্বা বাসসুখমনুভূয়। শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহা হইলে তিনি কি প্রাপ্ত হন? এই অপেক্ষার উত্তরে বলিলেন—"প্রাপ্য" ইত্যাদি। পুণ্যকারী অশ্বমেধাদি যজ্ঞসম্পাদক পুরুষদিগের যোগ্য স্থানসমূহ পাইয়া তথায় বহুসংবৎসর বাসের সুখ অনুভবের পর সদাচারপরায়ণ ধনীর গৃহে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মপ্রাপ্ত হন ॥ ৪১ ॥

মূঃ অনুঃ—[তবে কি প্রাপ্ত হন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—] যোগভ্রষ্টব্যক্তি পুণ্যকারিগণের লোকসমূহ লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষকাল বাস করিয়া সদাচারপরায়ণ ধনিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

কুরুনন্দন ! (হে কুরুনন্দন !) তত্র (দুইপ্রকার জন্মেই) পৌর্ব্বদেহিকং (পূর্ব্বদেহজাত) তং (সেই ব্রহ্মবিষয়ক) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিযোগ) লভতে (লাভ করেন) ; ততঃ চ (তাহার পর) ভূয়ঃ (অধিকতরভাবে) সংসিদ্ধৌ (সংসিদ্ধি বা মোক্ষলাভের জন্য) যততে (চেষ্টা করেন) ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরঃ—অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিবিশেষমুক্ত্বা চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, ন তু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে। এতজ্জন্ম স্তৌতি ঈদৃশং জন্ম এতদ্ধি লোকে দুর্ল্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি সার্দ্ধেন। স তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি, পূর্ব্বদেহভবং পৌর্ব্বদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি ॥ ৪৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—যিনি অল্পকাল মাত্র যোগের অভ্যাস করিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে বিশিষ্ট প্রাপ্যফলের কথা বলিয়া বহুকাল ধরিয়া অভ্যস্ত যোগের ভ্রংশে অন্য পক্ষের কথা বলিতেছেন—"অথবা" ইত্যাদি। সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগে নিষ্ঠাবান্ জ্ঞানিগণের বংশেই জন্মপ্রাপ্ত হন, কিন্তু পূর্ব্বকথিত অনারূঢ়যোগ-পুরুষের বংশে নহে। এইরূপ জন্মের প্রশংসা করিলেন। এই প্রকার যে জন্ম তাহা মোক্ষের জনক বলিয়া পৃথিবীতে অধিকতর দুর্ল্লভ ॥ ৪২ ॥

মূঃ অনুঃ—[অল্পকাল অভ্যাসের পর যোগভ্রষ্টগণের গতির কথা বলিয়া দীর্ঘকাল অভ্যস্ত যোগভ্রষ্টদিগের গতি কি হয়, তাহাই বলিতেছেন —] অথবা জ্ঞানী যোগনিষ্ঠগণের গৃহে বা বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জন্ম জগতে দুর্ল্লভ ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

হি (যেহেতু) তেন (সেই) পূর্ব্বাভ্যাসেন এব (পূর্ব্বদেহসম্ভূত অভ্যাসই) অবশঃ অপি (কোনও অন্তরায়বশতঃ অনিচ্ছুক হইলেও) সঃ হ্রিয়তে (তাহাকে বিষয়বাসনা হইতে দূরে লইয়া যায়)। জিজ্ঞাসুঃ অপি (তিনি যোগবিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলেও) শব্দব্রহ্ম (বেদোক্তকর্ম্মফল) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন অর্থাৎ তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করেন) ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুঃ—পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহ-কৃতাভ্যাসেনাবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি স হ্রিয়তে, বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্ শনৈর্মুচ্যত ইত্যমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্পষ্টয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলম্; ন তু প্রাপ্তযোগঃ, এবম্ভূতো যোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্‌যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে, বেদোক্ত-কর্ম্মফলান্যতিক্রামতি, তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহার পর কি হয়? অতএব "তত্র" ইত্যাদি দেড় শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—তিনি সেই দুইপ্রকার জন্মেই পূর্ব্বদেহে জাত সেই ব্রহ্মবিষয়ক-বুদ্ধির সহিত সংযোগ লাভ করেন। তদনন্তর পুনরায় মোক্ষবিষয়ে অধিকতর প্রয়াস করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার পর কি হয়? তাহাই সার্দ্ধশ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] হে কুরুনন্দন! দুই প্রকার জন্মেই পূর্ব্বদেহজাত সেই ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিযোগ লাভ করেন। তাহার পর অধিকতরভাবে মোক্ষলাভের জন্য চেষ্টা করেন ॥ ৪৩ ॥

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রযত্নাৎ (যত্নসহকারে) যতমানঃ (যোগবিষয়ে প্রযত্নশীল) যোগী তু (যোগী) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ) [এবং] অনেকজন্ম-সংসিদ্ধঃ (বহুজন্মার্জ্জিত যোগদ্বারা জ্ঞানী হইয়া) ততঃ (অনন্তর) পরাং গতিং (পরমগতি বা মুক্তি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ৪৫॥

শ্রীধরঃ—যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি, তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ, সোঽনেকেষু জন্মসূপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্ জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহাতে কারণ বলিতেছেন—"পূর্ব্ব" ইত্যাদি। সেই পূর্ব্ব-দেহের অনুষ্ঠিত অভ্যাসহেতু অবশভাবেই—কোনও বিঘ্নহেতু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বিষয় হইতে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করা হয়। অতএব এইরূপে তিনি পূর্ব্বের অভ্যাসবলে যত্ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে মুক্ত হন। এই ভাবই, কৈমুত্য ন্যায়দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন—"জিজ্ঞাসুঃ" ইত্যাদি সার্দ্ধশ্লোকদ্বারা। যিনি যোগে নিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহার কথা কি? কেবলমাত্র যিনি যোগের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক—এইরূপ যোগে কেবলমাত্র প্রবিষ্টব্যক্তিও—পাপের বশে যোগভ্রষ্ট হইলেও শব্দব্রহ্ম—বেদকে অতিক্রম করেন—বেদে কথিত কর্ম্মফলগুলি অতিক্রম করেন, তাহা অপেক্ষা অধিক ফল পাইয়া মুক্তি লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার হেতু বলিতেছেন—] যেহেতু সেই পূর্ব্বাভ্যাসই, কোনও অন্তরায়বশতঃ অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহাকে বিষয়-বাসনা হইতে দূরে লইয়া যায়। তিনি যোগবিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্ম্মফল অতিক্রম করেন অর্থাৎ তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

যোগী (যোগী) তপস্বিভ্যঃ (তপোনৈষ্ঠিকগণের অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানিভ্যঃ অপি (শাস্ত্রজ্ঞগণের) কর্ম্মিভ্যঃ চ (এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ)। [ইতি—ইহাই] মতঃ (আমার অভিমত)। তস্মাৎ (অতএব) অর্জ্জুন ! (হে অর্জ্জুন !) ত্বং (তুমি) যোগী ভব (যোগী হও) ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্য ইতি। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি-তপোনিষ্ঠেভ্যোঽপি, জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রবিজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি, কর্ম্মিভ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারিভ্যোঽপি, যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ; তস্মাৎ ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—যখন এইরূপ অল্পযত্নশীল যোগী শ্রেষ্ঠ ফল পান, তখন যে যোগী উত্তরোত্তর অধিকরূপে যোগবিষয়ে যত্ন করেন, তিনি যোগদ্বারা পাপসমূহ দূরীভূত করিয়া অনেক জন্মের সঞ্চিত যোগের বলে সম্যগ্‌ জ্ঞানী হইয়া তাহা অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ গতি—ফল লাভ করেন, তাহা আর কি বলিব ? ॥ ৪৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—যেহেতু বিষয়টী এইরূপ, সেহেতু বলিতেছেন—"তপস্বিভ্যোঽপি" ইত্যাদি। যাঁহারা কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে নিষ্ঠাবান্‌ তাঁহাদের অপেক্ষা, যাঁহারা শাস্ত্রবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা এবং যাঁহারা যজ্ঞাদি ও কূপ দেবালয়াদি নির্ম্মাণরূপ কর্ম্মনিপুণ, তাঁহাদের অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ ; ইহাই আমার অভিমত। অতএব তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

মূঃ অনুঃ—কিন্তু অধিক যত্নবান্‌ যোগী নিষ্পাপ ও অনেকজন্মার্জ্জিত যোগদ্বারা সিদ্ধ হইয়া তদপেক্ষা পরা গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৫ ॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) মদ্গতেন (আমাতে আসক্ত) অন্তরাত্মনা (অন্তঃকরণদ্বারা) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজন করেন), সঃ (তিনি) সর্ব্বেষাং (সকলপ্রকার) যোগিনাম্ অপি (যোগিগণ হইতেও) যুক্ততমঃ (শ্রেষ্ঠ), [ইতি—ইহাই] মে (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরঃ—যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ, অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগশিরোমণিম্।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিম্।
ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং 'সুবোধিন্যাম্'
ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু] যোগী তপোনিষ্ঠগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার অভিমত। অতএব হে অর্জ্জুন। তুমি যোগী হও॥৪৬॥

সুঃ অনুঃ—যোগীদিগের —যম-নিয়মাদিতে নিপুণ পুরুষগণের মধ্যে আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—"যোগিনাম্" ইত্যাদি। মদ্গত— আমাতে আসক্ত মনদ্বারা যিনি পরমেশ্বর বাসুদেব আমাকে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রেত। অতএব আমার ভক্ত হও ॥ ৪৭ ॥

যিনি আত্মযোগ বলিয়াছেন, সেই ভক্তিযোগের মুকুটমণিস্বরূপ ভক্তগণের পরমনিধি পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃতা 'সুবোধিনী' নাম্নী টীকায় 'ধ্যানযোগ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[যম ও নিয়মাদিপরায়ণ যোগীদিগের মধ্যে আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—] যিনি আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন, তিনি সকলপ্রকার যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত ॥ ৪৭ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতি-গ্রন্থে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যায় যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে **'ধ্যানযোগ'** নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

—

কতিপয় তথ্য

আসন—যোগশাস্ত্রোক্ত বিবিধ অঙ্গ সন্নিবেশকে 'আসন' বলে। 'আসন' বহুপ্রকার। কেহ কেহ চৌরাশী লক্ষ পর্য্যন্ত আসনে'র সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন। কেহ চৌরাশীটী আসনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ দুই চারিটী 'আসন'কে শ্রেষ্ঠতম বলিয়াছেন। কেহবা 'পদ্মাসন', 'স্বস্তিকাসন', 'ভদ্রাসন', 'বজ্রাসন' ও 'বীরাসন' এই পঞ্চপ্রকার আসনের কথা বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেহ কেহ 'সিদ্ধাসন' ও 'পদ্মাসন'কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বিভিন্ন আসনের বিভিন্ন প্রকার বিধি শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা—(১) পদ্মাসনের বিধি—"ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ তলে উভে। অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াৎ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্তথা। পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্।" (২) স্বস্তিকাসনের বিধি—"জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে।" (৩) ভদ্রাসনের বিধি—"সীমন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্যেদ্‌গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চলম্। বৃষণাধঃ পাদপার্ষ্ণি পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ। ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ সারক স্নতম্।" (৪) বজ্রাসনের নিয়ম; যথা—"ঊর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্যেৎ কৃত্বা প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলী। করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্।" (৫) বীরাসনের বিধি; যথা—"একপাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরম্। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী বীরাসনমিতীরিতম্।" (তন্ত্রসার) ॥ ১১—১২ ॥

পরিপ্রশ্নমালা

১। সন্ন্যাস ও যোগের পার্থক্য কি ? (গীঃ ৬।২)

২। কিরূপে যোগী হওয়া যায় ? (ঐ)

৩। যোগারূঢ় পুরুষের লক্ষণ কি ? (গীঃ ৬।৭)

৪। 'যুক্ত' কাহাকে বলে ? (গীঃ ৬।৮)

৫। যোগারূঢ় ব্যক্তি কি প্রণালীতে মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন ? (গীঃ ৬।১০)

৬। যোগাভ্যাসের নিয়ম কি ? (গীঃ ৬।১১—১৪)

৭। কাহার পক্ষে 'যোগ' সম্ভব হয় ? (গীঃ ৬।১৭)

৮। অতি চঞ্চল 'মন'কে নিগ্রহ করিবার উপায় কি ? (গীঃ ৬।৩৫-৩৬)

৯। যোগভ্রষ্টের গতি কি ? (গীঃ ৬।৪১—৪৫)

১০। তপস্বী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? (গীঃ ৬।৪৬)

১১। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'যোগী' কে ? (গীঃ ৬।৪৭)



সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

বিজ্ঞানযোগ

কথাসার

অনুভূতির বিষয় আত্মতত্ত্বই সংযোগনামে অভিহিত হইয়া এখন ভজনযোগ্য ঐশ্বররূপ কথিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণে আসক্তচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়-যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যেরূপে নিশ্চিতভাবে ও সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়া বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানের নামই 'বিজ্ঞান' যাহা জানিলে অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকে না। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে জানিতে পারেন। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পাঁচটী স্থূল প্রকৃতি ; আর মন, বুদ্ধি অহঙ্কার সূক্ষ্ম প্রকৃতি। এই আটটি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আর একটি প্রকৃতি আছে, তাহাই 'তটস্থা জীবশক্তি।' ভগবানই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল। তিনি পুরুষোত্তম। সমস্ত বিশ্বই তাঁহাতে অবস্থান করে। তিনি সকল বস্তুর প্রাণ, তাঁহার শক্তির দ্বারাই প্রকৃতি পরিচালিতা। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ তাঁহারই প্রকৃতির গুণকার্য্য। তিনি সেই সকল গুণ হইতে স্বতন্ত্র। গুণময়ী মায়া তাঁহারই শক্তি। একমাত্র তাঁহাতে শরণাগতির দ্বারাই সেই মায়া অতিক্রম করা যায়। মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা হৃতজ্ঞান ও আসুর-ভাবাশ্রিত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রপন্ন হয় না। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার সুকৃতী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা

করেন ; তন্মধ্যে জ্ঞানী শুদ্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। প্রত্যেক বস্তুতে যাঁহার বাসুদেব-সম্বন্ধ অনুভূত হয়, সেইরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ। কামী ব্যক্তিগণ দেবতান্তরের উপাসনা করে এবং অন্তর্যামী স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের শ্রদ্ধানুযায়ী দেবতান্তরে অচলা শ্রদ্ধা বিধান ও তদ্দ্বারা কাম পূরণ করাইয়া থাকেন। ঐ সকল দেবতান্তরভক্তগণের আরাধনার ফল অনিত্য ; কিন্তু ভগবানের ভক্তগণ নিত্যফল লাভ করেন। যোগমায়াদ্বারা আবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মূঢ় লোকের নিকট অপ্রকাশিত থাকেন। মহৎ-সেবারূপ সুকৃতির দ্বারা ভগবানের নিত্যস্বরূপের উপলব্ধি হয়। যাঁহারা অধিভূততত্ত্ব ও অধিদৈবতত্ত্ব ও অধিযজ্ঞতত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের অংশ পরমাত্মার সালোক্য লাভ করেন।

শিক্ষা—শরণাগতি ব্যতীত জীব দৈবী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। দেবতান্তরের আরাধনার দ্বারা নিত্য চরম-মঙ্গল লাভ হয় না। অতএব একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে' কেবলাভক্তিই জীবের সাধ্যসার।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) পার্থ! (হে পার্থ!) ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (আসক্তচিত্ত) [ও] মদাশ্রয়ঃ (আমার শরণাপন্ন হইয়া) যোগং (ভক্তিযোগ) যুঞ্জন্ (অবলম্বনপূর্ব্বক) যথা (যেরূপভাবে) অসংশয়ং (নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া) মাং (আমাকে)সমগ্র (সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদিসহ) জ্ঞাস্যসি (জানিতে পারিবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ১॥

বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সংযোগং সমুদাহৃতম্।
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে, স মে যুক্ততমো মতঃ" ইত্যুক্তম্, তত্র কীদৃশস্ত্বম্, যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা? ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ– ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ, মদাশ্রয়ঃ অহমেবাশ্রয়ো যস্য অনন্যশরণঃ সন যোগং যুঞ্জন্নভ্যসন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু॥ ১॥

অনুভূতির বিষয় আত্মতত্ত্বই সংযোগনামে অভিহিত হইল। এক্ষণে ভজনযোগ্য ঐশ্বররূপ কথিত হইতেছে।

সুঃ অনুঃ—ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে 'আমাতে একাগ্রচিত্ত দ্বারা যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনিই অধিকতম যুক্ত (যোগিশ্রেষ্ঠ) বলিয়া অভিহিত' ইহা, বলা হইল। তাহাতে 'তুমি কীদৃশ যে, তোমাতে ভক্তি করিতে হইবে ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজের স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া ভগবান্ বলিতেছেন—"ময়ি" ইত্যাদি। যাঁহার মন পরমেশ্বর আমাতে [আসক্ত]—অভিনিবিষ্ট, [মদাশ্রয়]—আমিই যাঁহার আশ্রয়, অন্য কেহ যাঁহার আশ্রয়যোগ্য নাই, তাদৃশ তুমি, যোগ অভ্যাস করিতে করিতে নিঃসন্দেহরূপে যেরূপ আমাকে সমস্ত বিভূতি, বল ও

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (অনুভবের সহিত) ইদং জ্ঞানং (এই শাস্ত্রীয় জ্ঞান (অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে) ইহ [তব] (এই শ্রেয়ঃপথে অবস্থিত তোমার) ভূয়ঃ (পুনরায়) অন্যৎ (অন্য) জ্ঞাতব্যং (জ্ঞাতব্য বিষয়) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকিবে না) ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—বক্ষ্যমাণং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞান মনুভবস্তৎসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি, যজ্‌জ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি, তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ঐশ্বর্য্যাদির সহিত জানিতে পারিবে, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—যে জ্ঞান বলিবেন, তাহার প্রশংসা করিতেছেন—"জ্ঞানম্" ইত্যাদি। জ্ঞান—শাস্ত্রে কথিত জ্ঞান, বিজ্ঞান—ঐ জ্ঞানের অনুভূতি ; ইহার (অনুভূতির) সহিত আমার সম্বন্ধে জ্ঞান অশেষভাবে সমগ্রভাবে বলিব। তাহা জানিলে এই কল্যাণপথে অবস্থিত পুরুষগণের আর অপর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, তিনি ঐ জ্ঞানদ্বারাই কৃতার্থ হন ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ "মদ্গতচিত্তে যে আমাকে ভজন করে, সে-ই যোগিশ্রেষ্ঠ" ইহা বলিয়াছেন ; অতএব সেই তুমি কিরূপ, যাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে ? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় নিজের স্বরূপ নিরূপণ করিবার জন্য] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত ও আমার শরণাপন্ন হইয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক অর্থাৎ তাহা অভ্যাস করিতে করিতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে মৎসম্বন্ধীয় সমগ্র জ্ঞান যেরূপভাবে লাভ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে) কশ্চিৎ [পুণ্যবশতঃ] (কোন ব্যক্তি) সিদ্ধয়ে (আত্মজ্ঞান লাভার্থ) যততি (যত্ন করেন) যততাং (বহু যত্নকারী) সিদ্ধানাং অপি (সিদ্ধগণের মধ্যেও) কশ্চিৎ (প্রাক্তন পুণ্যবশতঃ কেহ) মাং (আমার ভগবৎ স্বরূপকে) তত্ত্বতঃ (বস্তুতঃ) বেত্তি (অবগত হন) ॥৩॥

শ্রীধরঃ— মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্ল্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণামিতি অসঙ্খ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেবেহ নাস্তি মনুষ্যাণান্তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে; প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রাক্তনপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি; তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি, তদেবমতিদুর্ল্লভমপ্যাত্মতত্ত্বমপি তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥৩॥

স্বঃ অনুঃ—আমার ভক্তি ব্যতীত আমার বিষয়ে জ্ঞান দুর্ল্লভ, ইহা বলিতেছেন—"মনুষ্যাণাম্" ইত্যাদি। মনুষ্য ব্যতিরিক্ত অসংখ্য প্রাণিগণের মধ্যে এই পৃথিবীতে কল্যাণ বিষয়ে প্রবৃত্তিই কাহারও নাই। সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যেও প্রচুর পুণ্যের বলে কেহ সিদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে প্রকৃষ্টরূপে যত্ন করেন। এতাদৃশ যত্নশীল সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের ফলে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন। ঐরূপ আত্মজ্ঞানে সিদ্ধ সহস্র সহস্র পুরুষের মধ্যে আবার কেহ বা পরমাত্মা আমাকে আমার কৃপায় যথার্থরূপে জানিতে পারেন। অতএব এইরূপ আত্মজ্ঞান অতি দুর্ল্লভ হইলেও সেই মদ্বিষয়ক জ্ঞান তোমাকে বলিব ॥৩॥

মূঃ অনুঃ—[বক্তব্য বিষয়ের প্রশংসা করিতেছেন—] আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহিত এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর যাহা অবগত হইলে শ্রেয়ঃপথে অবস্থিত তোমার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকিবে না ॥ ২ ॥

**ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥**

ভূমিঃ (ক্ষিতি), আপঃ (জল), অনলঃ (অগ্নি), বায়ুঃ (মরুৎ , খং (আকাশ), মনঃ (মন), বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), অহঙ্কারঃ এব চ (ও অহঙ্কার) ইতি (এই কয়টি) ইয়ং [অর্থাৎ] (এইটী) মে (আমার) অষ্টধা ভিন্না (অষ্টপ্রকারে বিভক্তা (প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি বা মায়া) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বেনেশ্বরতত্ত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ —ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদীনি পঞ্চ ভূতসূক্ষ্মাণি, [ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চ-গন্ধাদিতন্মাত্রাণি উচ্যন্তে] মনঃশব্দেন তৎকারণভূতোঽহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা—ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না ; যদ্বা, ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে, অহঙ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারস্তেনৈব তৎকার্য্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে, বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং, মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্তস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা ; চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্। তথা চ বক্ষ্যমাণক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চ-য়িষ্যতি,—

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।" ইতি ॥ ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[কিন্তু আমাতে ভক্তিব্যতীত আমার জ্ঞান লাভ করা দুর্ল্লভ, ইহাই বলিতেছেন—] সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ আত্মজ্ঞানলাভার্থ যত্ন করেন। বহু যত্নপরায়ণ সিদ্ধদিগের মধ্যেও কেহ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হন ॥ ৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে শ্রোতাকে শ্রবণোন্মুখ করিয়া এক্ষণে প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্টিপ্রভৃতির কর্ত্তৃত্বফলে অঙ্গীকৃত ঈশ্বরতত্ত্বের নিরূপণার্থ 'পর' ও 'অপর' ভেদে দুইটী প্রকৃতির কথা বলিতেছেন—"ভূমিঃ" ইত্যাদি দুই শ্লোকে। ভূমি প্রভৃতি পাঁচটী সূক্ষ্মভূত (ভূমি প্রভৃতি শব্দদ্বারা গন্ধাদি পঞ্চ তন্মাত্রাকেও বলা হইল), মনঃশব্দদ্বারা তাহার কারণস্বরূপ অহঙ্কার, বুদ্ধিশব্দে তাহার জনক মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারশব্দে তাহার মূল অবিদ্যা,—প্রকৃতি এই আটপ্রকারে পৃথক্। অথবা ভূমি প্রভৃতি শব্দদ্বারা পঞ্চমহাভূতকে সূক্ষ্মের সহিত একসঙ্গে গ্রহণ করা হইয়াছে। অহঙ্কারশব্দেই অহঙ্কার ও তাহার বিকার ইন্দ্রিয়গুলিকেও গ্রহণ করা হইল বুদ্ধি—মহত্তত্ত্ব মনঃশব্দদ্বারা মনেই অনুমিত অব্যক্তরূপ প্রধান, এইপ্রকারে আমার মায়ানাম্নী প্রকৃতি অষ্ট প্রকারে ভিন্না—বিভক্তা। যদিও চতুর্ব্বিংশতি প্রকারে বিভক্ত, তাহা ঐ অষ্ট বিভাগের অন্তর্ভূত হওয়ায় অষ্টপ্রকারে বিভক্ত বলা হইল। পরে কথিত ক্ষেত্রাধ্যায়ে এই প্রকৃতিকেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বরূপে বিস্তারিত করিবেন—(১৩।৫) "পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।" ॥ ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইপ্রকারে শ্রোতা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতিকে দ্বার করিয়া সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বদ্বারা প্রতিজ্ঞাত ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করিয়া পরা ও অপরা-ভেদে সেই প্রকৃতিদ্বয়ের বিষয় দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই কয়টী অষ্টপ্রকারে বিভক্তা আমার প্রকৃতি বা মায়া ॥ ৪ ॥

**অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥**

ইয়ং তু (কিন্তু, ইহা) অপরা (নিকৃষ্টা প্রকৃতি), ইতঃ (ইহা হইতে) পরাম্ (শ্রেষ্ঠা) অন্যাং (অন্য একটী) জীবভূতাং (জীবস্বরূপা) মে (মদীয়া) প্রকৃতিং (প্রকৃতি বা শক্তি) বিদ্ধি (অবগত হও) । [হে] মহাবাহো ! (মহাবীর অর্জ্জুন !) যয়া (যৎকর্ত্তৃক) ইদং জগৎ (এই জীব-জগৎ) ধার্য্যতে (ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি । অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা, ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি । পরত্বে হেতুঃ যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—এই নিকৃষ্টা প্রকৃতির বিষয় উপসংহার করিয়া শ্রেষ্ঠা প্রকৃতির বিষয়ে বলিতেছেন—"অপরেয়ম্" ইত্যাদি । যে আট প্রকার প্রকৃতির বিষয় কথিত হইল তাহা জড় ও পরাধীন হওয়ায় নিকৃষ্টা । ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা অপর একটী আমার জীবস্বরূপ প্রকৃতিকে জানিও ; শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে হেতু এই যে সেই চেতনা ও ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপা প্রকৃতি নিজকর্ম্মদ্বারা এই সমগ্র জগৎ ধারণ করিতেছে ॥ ৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[অপরা প্রকৃতির কথা বলিয়া এক্ষণে পরা প্রকৃতির কথা বলিতেছেন—] হে মহাবাহো ! এই যে অষ্টপ্রকার প্রকৃতির কথা বলা হইল, ইহা কিন্তু নিকৃষ্টা । ইহা হইতে পরা—শ্রেষ্ঠা অন্য একটি জীবস্বরূপা মদীয়া প্রকৃতি আছে, জানিবে । যৎকর্ত্তৃক এই জীবজগৎ ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬॥

সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূত) এতদ্‌যোনীনি (এই দ্বিবিধা প্রকৃতি হইতে জাত), ইতি উপধারয় (ইহা অবগত হও) ! অহং (আমি) কৃৎস্নস্য (সমগ্র) জগতঃ (জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা (ও) প্রলয়ঃ (সংহারের কারণ) ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ—এতদিতি। এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রকৃতি যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্‌যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব ; তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে, চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি ; তে চ মদীয়ে প্রকৃতি মত্তঃ সম্ভূতে ; অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরমকারণমহমিত্যর্থঃ, তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থ ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুঃ—এই উভয়ের প্রকৃতিত্ব দেখাইয়া তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে নিজের কারণত্ব বলিতেছেন—"এতৎ" ইত্যাদি। এই উভয়—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ প্রকৃতিদ্বয় যাহাদের কারণস্বরূপ, সেই স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত ভূতগুলিকে এই প্রকৃতিজাত জানিবে। তাহাতে জড়া প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়। কিন্তু আমার অংশ চেতনা ভোক্তৃরূপে দেহসকলে প্রবেশ করিয়া আপন কর্ম্মদ্বারা সেইগুলিকে ধারণ করে। ঐ উভয়ই আমারই প্রকৃতি—আমা হইতেই উৎপন্ন। অতএব আমিই প্রকৃতির সহিত সমগ্র জগতের পরম কারণ। প্রভব—যাহা হইতে প্রকৃষ্টরূপে জন্মে। আরও যাহা উত্তমরূপে লয় করে, তাহা প্রলয় অর্থাৎ সংহার-কর্ত্তাও আমিই ॥ ৬ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭॥

ধনঞ্জয় (হে অর্জ্জুন !) মত্তঃ (আমা অপেক্ষা) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ (আর) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অস্তি (নাই) ; সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে মণিগণের ন্যায়) ময়ি (আমাতে) ইদং সর্ব্বং (এই সমুদয় জগৎ) প্রোতম্ (গ্রথিত আছে) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মান্মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি। ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুঃ—যেহেতু এইরূপ, সেহেতু বলিতেছেন—"মত্তঃ" ইত্যাদি। আমা অপেক্ষা পরতর—শ্রেষ্ঠ, জগতের সৃষ্টিসংহারের স্বতন্ত্র কারণ কিছুই নাই। স্থিতির কারণও আমি, তজ্জন্য বলিতেছেন—"ময়ি" ইত্যাদি। আমাতেই এই সমগ্র জগৎ প্রোত—গ্রথিত (আশ্রিত) আছে। এস্থলে দৃষ্টান্তটী সরল ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[উক্তপ্রকার দুইটীর প্রকৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তদ্দ্বারা সৃষ্টি প্রভৃতিতে নিজের কারণত্ব বলিতেছেন—] চিৎ ও জড় সমস্ত জগৎ এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত এরূপ জানিবে। ভগবৎস্বরূপ আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[যে হেতু এইরূপ সেই হেতু] হে ধনঞ্জয় ! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই সমুদয় জগৎ বিষ্ণুরূপী আমাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥

কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) অহম্ (আমি) অপ্সু রসঃ (জলের রস) শশিসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্রসূর্য্যের) প্রভা (জ্যোতি), সর্ব্ববেদেষু (সমস্ত বেদের) প্রণবঃ (প্রণব) খে শব্দঃ নৃষু (নরগণের) পৌরুষম্ (পুরুষকাররূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥৮॥

শ্রীধরঃ—জগৎস্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি, রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্রস্বরূপয়া বিভূত্যা আশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। তথা শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভাস্মি, চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। অন্যত্রাপ্যেবং দ্রষ্টব্যম্॥ সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণব ওঙ্কারোঽস্মি, খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি; নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি, উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি ॥৮॥

সুঃ অনুঃ—জগতের স্থিতির কারণতা স্পষ্ট করিতেছেন—"রসোঽহম্" ইত্যাদি পঞ্চশ্লোক দ্বারা। জলের মধ্যে 'আমিই রস'—আমিই রসতন্মাত্ররূপ বিভূতিক্রমে রসের আশ্রয় ভাবে জলেই আছি। সেইরূপ চন্দ্র ও সূর্য্যে প্রকাশরূপ বিভূতিক্রমে তাহাদের আশ্রয়রূপে আমিই বর্ত্তমান আছি। অন্য বিষয়গুলিতেও এইরূপ দেখিবে। সমগ্র বৈখরীরূপ বেদে আমিই তাহার মূলস্বরূপ প্রণব—ওঙ্কার। আকাশে আমিই শব্দতন্মাত্র। পুরুষসমূহে আমিই উদ্যম। উদ্যমেই পুরুষগণ বর্ত্তমান থাকেন ॥৮॥

মূঃ অনুঃ—[জগৎ স্থিতির হেতুত্ব এই পাঁচটী শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! আমি জলের রস, চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদের সার প্রণব, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষরূপে আছি ॥৮॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯॥

[অহং—আমি] পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীর) পুণ্যঃ গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ), বিভাবসৌ চ (এবং অগ্নির) তেজঃ (তেজোরূপে) অস্মি (অবস্থান করিতেছি)। সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতের) জীবনং (জীবন), তপস্বিষু চ (এবং তপস্বিগণের মধ্যে) তপঃ (তপোরূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ— কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রং পৃথিব্যামাশ্রয়ভূতোঽহমিত্যর্থঃ; যদ্বা, বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যৈবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্, তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজো দুঃসহা দীপ্তিস্তদহম্, সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণবায়ুরহ-মিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽস্মি ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "পুণ্য" ইত্যাদি। আমি পৃথিবীর আশ্রয়স্বরূপ পুণ্য—অবিকৃত গন্ধতন্মাত্র। অথবা বিভূতিরূপে আশ্রয়ত্ব বলিতে ইচ্ছা করায়, মনোহর গন্ধেরই উৎকৃষ্টতা হেতু তাহা ভগবদ্বিভূতি বলিয়া 'পুণ্য গন্ধ' এইরূপ বলা হইল। সেইরূপ অগ্নিতে যে দুঃসহা দীপ্তি, তাহাও আমি। আমি সর্ব্বপ্রাণীতে জীবন—প্রাণধারণবায়ু। তপস্বী বানপ্রস্থাদিতে শীতোষ্ণাদি বিপরীত ক্লেশসহনরূপ তপঃও আমি ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও,] আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ, অগ্নির তেজঃ সর্ব্বভূতের জীবন ও তপস্বিগণের তপোরূপে বর্ত্তমান আছি ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০॥

পার্থ! (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) সনাতনং (নিত্য) বীজং (বীজ বলিয়া) বিদ্ধি (জান)। অহম্ (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমদ্গণের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), তেজস্বিনাং (তেজস্বিগণের) তেজঃ (তেজোরূপে) অস্মি (অবস্থান করি)॥ ১০॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং সনাতনং নিত্যম্ উত্তরোত্তরসর্ব্বকার্যেষ্বনুস্যূতম্, তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, ন তু প্রকৃতিব্যক্তিরিব নশ্যৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাঽহমস্মি, তেজস্বিনাং প্রগল্ভানাং তেজঃ প্রাগল্ভ্যমহম্॥ ১০॥

সুঃ অনুঃ—আরও "বীজম্" ইত্যাদি। [সর্ব্বভূতের] সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম ভূতসমূহের বীজ—সমানজাতীয় কার্য্যের উৎপাদনশক্তি, সনাতন—নিত্য, উত্তরোত্তর সকল কার্য্যেই ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ কারণকে আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে। তাহা কিন্তু প্রকৃতির প্রকাশবৎ বিনাশশীল নহে। আরও, আমি বুদ্ধিমান পুরুষগণের বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞা—সম্যগ্ জ্ঞান। আমি তেজস্বীদিগেরও তেজ অর্থাৎ সাহস (প্রতিভাশালীদিগের প্রতিভা)॥ ১০॥

মূঃ অনুঃ—[আরও,] হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জান। আমি বুদ্ধিমদ্গণের বুদ্ধি ও তেজস্বিগণের তেজোরূপে অবস্থান করি॥ ১০॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

ভরতর্ষভ ; (হে অর্জ্জুন !) অহং (আমি) বলবতাং (বলবান্‌দিগের) কামরাগ-বিবর্জ্জিত (কাম ও রাগশূন্য) বলং (বল) চ (এবং) ভূতেষু (ভূতগণের মধ্যে) ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মসঙ্গত) কামঃ (পুত্রোৎপত্তিহেতু কামরূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তেষু বস্তুষ্বভিলাষো রাজসঃ, রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণা-পর্যায়স্তামসঃ, তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং, বলবতাং বলমস্মি—সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদন-মাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "বলম্" ইত্যাদি। কাম—অপ্রাপ্ত বস্তুসমূহে রাজস অভিলাষ, রাগ—অভিলষিত বিষয় পাইয়াও পুনর্ব্বার অধিক পাইতে চিত্তের প্রীতিজনক তৃষ্ণানাম্নী তামসী আসক্তি,—এই উভয় কর্ত্তৃক বর্জ্জিত। বলবান্ পুরুষগণের বল, অর্থাৎ আমি সাত্ত্বিক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান সামর্থ্য। আমি ধর্ম্মের অবিরোধী স্বপত্নীতে পুত্রোৎপাদনমাত্রের উপ-যোগী কাম ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—[আবার] হে ভরতর্ষভ ! আমি বলবান্‌দিগের কামরাগ-বিবর্জ্জিত বল এবং প্রাণিগণের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
॥ মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

যে এব (যে সকল) ভাবাঃ (ভাব) সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ চ (সাত্ত্বিক ও রাজসিক) ; যে চ (এবং যাহারা) তামসাঃ (তামসিক), তান্ সর্ব্বান্ (সেই সকলকে) মত্তঃ এব (আমা হইতেই জাত), ইতি (এরূপ) বিদ্ধি (জানিবে) তেষু (তাহাদিগের মধ্যে) অহং ন [বর্ত্তে] (আমি অবস্থান করি না), তু (কিন্তু) তে (তাহারা) ময়ি [বর্ত্তন্তে] আমাতে অবস্থান করে) ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ তামসাশ্চ যে শোকমোহাদয়ঃ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে, তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এব জাতানিতি বিদ্ধি, মদীয়প্রকৃতি-গুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ। এবমপি তেম্বহং ন বর্ত্তে—জীববত্ তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ ; তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও "যে চৈব" ইত্যাদি। অন্য যে সকল শম-দমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষ দর্পাদি রাজস ভাব ও শোকমোহাদি তামস ভাব প্রাণি-গণের নিজ নিজ কর্ম্মবশে জন্মিয়া থাকে, সেই সমস্তই আমার প্রকৃতির গুণের কার্য্যহেতু আমা হইতেই জাত বলিয়া জানিবে। এইরূপ হইলেও তাহাদিগেতে আমি নাই অর্থাৎ জীবগণের ন্যায় আমি তাহাদের অধীন নহি ; কিন্তু সেইগুলি আমার অধীনভাবে আমাতে বিদ্যমান থাকে ॥ ১২॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যতপ্রকার ভাব আছে, সে সমুদয়ই আমা হইতে অর্থাৎ আমার প্রকৃতির গুণ হইতে জাত —ইহা জানিবে। সেই সমস্ত গুণ হইতে আমি স্বাধীন, কিন্তু তাহারা আমার শক্তির অধীন ॥ ১২ ॥

ত্রিভিগু´ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥

এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (ত্রিবিধ) গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (গুণময় ভাবদ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বং (সমুদয়) জগৎ (প্রাণিজগৎ) মোহিতং (বিমোহিত রহিয়াছে)। [অতএব] এভ্যঃ পরম্ (এই ত্রিগুণের অতীত) অব্যয়ং (নির্ব্বিকার) মাং (কৃষ্ণস্বরূপ আমাকে) ন অভিজানাতি (কেহ জানে না) ॥১৩॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতি? ইত্যত আহ—ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ব্বোক্তৈগু´ণময়ৈঃ কাম-লোভাদিভিগু´ণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্মো´হিতমিদং জগৎ, অতো মাং নাভিজানাতি। কথম্ভূতম্? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরং এভিরসংস্পৃষ্টম্, এতেষাং নিয়ন্তারম্ অতএবাব্যয়ং নির্ব্বিকারমিত্যর্থঃ ॥১৩॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপ পরমেশ্বর, তোমাকে লোকেরা কেন জানিতে পারে না? তাহাতে বলিতেছেন—"ত্রিভিঃ" ইত্যাদি। পূর্ব্বকথিত এই তিন-প্রকার গুণময় কামলোভাদি গুণের বিকাররূপ স্বভাবদ্বারা এই জগৎ মোহিত আছে। অতএব আমাকে জানিতে পারিতেছে না। কিরূপ? [আমি] এই সমস্ত ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাদিগদ্বারা সংস্পর্শরহিত, ইহাদের নিয়ন্তা অতএব অব্যয়—বিকারহীন ॥১৩॥

মুঃ অনুঃ—[এবম্ভূত ঈশ্বররূপী তোমাকে লোকে কেন জানিতে পারে না? এজন্য তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—] এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব-দ্বারা এই সমস্ত জগৎ বিমোহিত আছে। অতএব এই সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র নির্বিকার কৃষ্ণস্বরূপ আমাকে কেহ জানিতে পারে না ॥১৩॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

এষা (এই) দৈবী (অলৌকিকী) গুণময়ী (গুণময়ী) মম মায়া (আমার মায়া) দুরত্যয়া হি (দুস্তরা), [তথাপি] যে (যাঁহারা) মাম্ এব (একমাত্র আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করেন অর্থাৎ আমাতে শরণাগত হন) তে (তাঁহারা (এতাং (এই দুস্তরা) মায়াং (মায়াকে) তরন্তি (অতিক্রম করিতে পারেন) ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—কে তর্হি ত্বাং জানন্তি ? ইত্যত আহ—দৈবীতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা, হি প্রসিদ্ধমেতৎ, তথাপি যে মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা প্রপদ্যন্তে ভজন্তি তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি, ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহা হইলে কাহারা তোমাকে জানিতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"দৈবী" ইত্যাদি। দৈবী—অলৌকিকী অত্যাশ্চর্য্যা, গুণময়ী—সত্ত্বাদি-গুণের বিকাররূপা, পরমেশ্বর আমার শক্তি মায়াকে উত্তীর্ণ হওয়া অতীব দুষ্কর, ইহা প্রসিদ্ধ। তথাপি যাঁহারা আমাতেই প্রপন্ন হন—অব্যভিচারিণী—অনন্যা ভক্তির যোগে ভজন করেন, এই মায়া দুস্তরা হইলেও ইহা হইতে তাঁহারা উত্তীর্ণ হন, তদনন্তর আমাকে জানিতে পারেন—ইহাই অর্থ ॥ ১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[কে তবে তোমাকে জানিতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই দৈবী গুণময়ী আমারই শক্তি মায়া দুরতিক্রমা, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাতেই শরণাগত হন, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ), নরাধমাঃ (নরাধমগণ) মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ (মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ), [এবং] আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ আসুরিক স্বভাবযুক্ত) দুষ্কৃতিনঃ (দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ) মাং (আমাতে) ন প্রপদ্যন্তে (প্রপন্ন হয় না) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—যদ্যেবং কিমিতি তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব ন ভজন্তি ? ইত্যত আহ - ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ—মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ ; তৎ কুতঃ ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ অতো মায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা, অতএব "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥১৫॥

সুঃ অনুঃ—যদি তাহাই হয়, তবে সকলে কেন তোমাকে ভজন করে না ? তাহাতে বলিতেছেন—"ন মাম্" ইত্যাদি। মানুষদিগের মধ্যে যাহারা অধম, তাহারা আমার শরণাগত হয় না—আমাকে ভজন করে না। অধমতার কারণ ? তাহারা মূঢ়—বিচারহীন। তাহা কোথা হইতে ? দুষ্কৃতি—পাপশীল, অতএব [মায়াপহৃতজ্ঞান]—শাস্ত্রের ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে জাত তাহাদের জ্ঞান মায়াকর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়া থাকে। অতএব (১৬।৪) 'দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পরুষতা' ইত্যাদি বাক্যে কথিত আসুরিক স্বভাব পাইয়া আমার ভজন করে না ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কেন সকলে তোমাকে ভজন করে না ? তজ্জন্য বলিতেছেন—] মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা অপহৃত জ্ঞান ও আসুরিক ভাবাশ্রিত—(চারি প্রকারের) দুষ্কৃতিগণ আমাতে প্রপন্ন হয় না ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) আর্ত্তঃ (পীড়িত। জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজিজ্ঞাসাপর), অর্থার্থী (ভোগসাধনেচ্ছু) জ্ঞানী চ (এবং আত্মবিৎ) [ইতি—এই] চতুর্ব্বিধাঃ (চারিপ্রকার] সুকৃতিনঃ [সুকৃতিশালী] জনাঃ [ব্যক্তিগণ] মাং [আমাকে] ভজন্তে [ভজন করে] ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব ; তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্ব্বিধা ইত্যাহ—চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি, তে চতুর্ব্বিধা —আর্ত্তো রোগগ্রস্তভিভূতঃ ; স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি, এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্ ; জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ, অর্থার্থী অত্র পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থপ্রেপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুঃ—কিন্তু সুকৃতিগণ আমাকেই ভজন করেন। তাঁহারা পুণ্যের তারতম্যে চারি-প্রকার। তজ্জন্য বলিতেছেন—"চতুর্ব্বিধাঃ" ইত্যাদি। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে পুণ্য করিয়াছেন, তাঁহারা আমার ভজন করেন। তাঁহারা চারিপ্রকার, যথা—আর্ত্ত—রোগাদিতে পীড়িত ; তিনি যদি পূর্ব্বে পুণ্য করিয়া থাকেন, তবেই আমার ভজন করেন, নতুবা ক্ষুদ্র দেবতার ভজন করিয়া পুনঃপুনঃ জন্ম মরণরূপ সংসার লাভ করেন। পরবর্ত্তী বাক্যগুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞান পাইতে উৎসুক। অর্থার্থী—ইহলোকে বা পরলোকে ভোগের উপায়স্বরূপ অর্থাকাঙ্খাযুক্ত, জ্ঞানী—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[সুকৃতিগণ আমাকে ভজন করেন। তাঁহারা সুকৃতির তারতম্যানুসারে চারিপ্রকার, তাহাই বলিতেছেন—] হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী অর্থাৎ স্বর্গাদিলোককামী ও আত্মবিৎ—এই চারিপ্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজন করে ॥ ১৬ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তেষাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (নিত্য মন্নিষ্ঠ) একভক্তিঃ (আমাতে একান্ত অনুরক্ত) জ্ঞানী (তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ)। হি (যেহেতু) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (তত্ত্বজ্ঞানীর) অত্যর্থং প্রিয়ঃ (অত্যন্ত প্রিয়), সঃ চ (এবং তিনিও) মম (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ তত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ মধ্যেব ভক্তির্যস্য সঃ, জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি, নান্যস্য ; অতএব তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ, স চ মম, তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তমঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুঃ—ইঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিতেছেন—"তেষাম্" ইত্যাদি। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানীই বিশিষ্ট, তাহাতে হেতু—নিত্যযুক্ত—সর্ব্বদা আমাতেই তাঁহার নিষ্ঠা, একমাত্র আমাতেই তাঁহার ভক্তি। জ্ঞানীর দেহাদিতে অভিমানের অভাবহেতু চিত্তবিক্ষেপ হয় না। অতএব তাঁহার পক্ষেই নিত্যযুক্তভাব ও একান্তভক্তি সম্ভব হয়, অন্যের হয় না। অতএব আমি তাঁহারই অত্যন্ত প্রেমাস্পদ, তিনিও আমার প্রিয়। অতএব এই নিত্যযুক্তত্বাদি চারিটি নিমিত্ত দ্বারা তিনি উত্তম। ইহাই অর্থ ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, এই কথা বলিতেছেন—] তাঁহাদিগের মধ্যে নিত্য মন্নিষ্ঠ, আমাতে একান্ত অনুরক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, আমি তত্ত্বজ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮॥

এতে সর্ব্বে এব (ইঁহারা সকলেই) উদারাঃ (মহান্ বা মোক্ষভাক্), তু (কিন্তু) জ্ঞানী (শুদ্ধজ্ঞানবান্ ব্যক্তি) আত্মা এব (আত্মস্বরূপ), মে মতম্ (ইহা আমার অভিমত)। হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) যুক্তাত্মা (মদ্গতচিত্ত হইয়া) অনুত্তমাং (সর্ব্বোৎকৃষ্টগতিস্বরূপ) মাম্ এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া অবস্থিত) ॥১৮॥

শ্রীধরঃ—তর্হি ইতরে ত্রয়স্ত্বদ্ভক্তাঃ কিং সংসরন্তি ? নহি নহীত্যাহ—উদারা ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ। জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ, হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্, ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিত আশ্রিতবান্, মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যত ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

স্বঃ অনুঃ—তাহা হইলে তোমার অন্য তিনপ্রকার ভক্ত কি সংসার লাভ করেন ? না, না, তাহা নহে। ইহা বলিতেছেন—"উদারাঃ" ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই উদার—মহান্ অর্থাৎ মোক্ষভাগী। কিন্তু জ্ঞানী আবার আমার আত্মস্বরূপ, ইহাই আমার নিশ্চিত অভিপ্রায়। যেহেতু সেই জ্ঞানী যুক্তাত্মা—একমাত্র আমাতেই আসক্তচিত্ত হইয়া, যাহা অপেক্ষা উত্তমা গতি নাই, সেই সর্ব্বোত্তম প্রাপ্য আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, আমা ব্যতীত অন্য ফল তিনি আকাঙ্খা করেন না॥ ১৮॥

মূঃ অনুঃ—[তাহা হইলে কি অপর তিনপ্রকারের ভক্ত সংসারে বদ্ধ হন ? না, নিশ্চয়ই না—ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন—] ইঁহারা সকলেই পরম উদার, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আমার আত্মস্বরূপ—ইহাই আমার মত। যেহেতু, তিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টগতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিত॥ ১৮॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

বহূনাং (বহু) জন্মনাম্ অন্তে (জন্মের পর) জ্ঞানবান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) সর্ব্বং (চরাচর বিশ্ব) বাসুদেবম্ (বাসুদেবময়) ইতি (এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া) মাং প্রপদ্যতে (আমাতে শরণাগত হন)। সঃ মহাত্মা (সেই মহাত্মা) সুদুর্ল্লভঃ (অত্যন্ত দুর্লভ) ॥১৯॥

তৈঃ তৈঃ (সেই সেই) কামৈঃ (কামনাদ্বারা) অপহৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তি) তং তং (সেই সেই) নিয়মম্ (উপবাসাদি নিয়ম) আস্থায় (স্বীকারপুর্ব্বক) স্বয়া প্রকৃত্যা (স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ (অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার) প্রপদ্যন্তে (ভজন করে) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্ল্লভ ইত্যাহ—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎপুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব ইতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি, অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুঃ—আমার এইপ্রকার ভক্ত অতি দুর্ল্লভ। তজ্জন্য বলিতেছেন —"বহূনাম্" ইত্যাদি। অনেক জন্মের কিছু কিছু সঞ্চিত পুণ্যের ফলে শেষজন্মে জ্ঞানবান্ হইয়া 'এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব বাসুদেবই' এইরূপ সর্ব্বাত্মদর্শনে আমার ভজন করেন, অতএব সেই অনাচ্ছাদিত দর্শন মহাত্মা সুদুর্ল্লভ ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[আমার এইরূপ ভক্ত অতীব দুর্ল্লভ, ইহাই বলিতেছেন] বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি 'চরাচর বিশ্ব বাসুদেবময়', এইরূপভাবে আমাতে শরণাগত হন। সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্ল্লভ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কাম প্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং মামেব যে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্ত ইত্যুক্তম্। যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে, তে সংসরন্তীত্যাহ কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদিদেবতা ভজন্তি, কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য, তত্রাপি চ স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তো দেবতাবিশেষং ভজন্তি ॥ ২০ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে কামিগণও অভিলাষ প্রাপ্তির আশায় পরমেশ্বর আমাকেই ভজন করে, তাহারা অভিলষিত বস্তু পাইয়া ধীরে ধীরে মুক্ত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা অত্যন্ত রাজস বা তামস স্বভাবের লোক, তাহারা ইতরাভিলাষের বশীভূত হইয়া ক্ষুদ্রদেবতাগণের সেবা করে, তাহারা সংসার লাভ করে, ইহাই "কামৈঃ" ইত্যাদি চারি শ্লোকে বলিতেছেন—কিন্তু যাহাদের সেই সেই পুত্র, যশঃ, শত্রুজয় প্রভৃতি বাঞ্ছাপূর্ত্তি বিষয়দ্বারা বিবেক অপহৃত হইয়াছে, তাহারা অপর ক্ষুদ্র, ভূত, প্রেত, যক্ষাদি দেবতার পূজা করে ; কি করিয়া ? সেই সকল দেবতার আরাধন-বিষয়ে যে-সকল উপবাসাদি নিয়ম রহিয়াছে, সেই নিয়ম স্বীকার করিয়া ; তাহাতেও নিজ প্রকৃতিক্রমে —পূর্ব্বের অভ্যস্ত বাসনাহেতু বশীকৃত হইয়া দেবতাবিশেষকে ভজন করে ॥ ২০ ॥

মূঃ অনুঃ—[কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কাম্যবস্তুলাভের জন্য যাহারা পরমেশ্বরকে ভজন করে, তাহারা কাম্যবস্তু লাভ করিয়া ক্রমশঃ মুক্ত হয়—ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা অত্যন্ত রজঃ ও তমোগুণী তাহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার সেবা করে, তাহারা সংসারে আবদ্ধ হয়—ইহাই চারিটী শ্লোকে বলিতেছেন—] বহির্ম্মুখগণ সেই সেই কামনাদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া এবং সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়মস্বীকারপূর্ব্বক স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তদনুরূপ অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

যঃ যঃ (যেই যেই) ভক্তঃ (ভক্ত) যাং যাং (যেই যেই) তনুং (দেবতারূপ মদীয়া মূর্ত্তিকে) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) অর্চিতুম্ (অর্চ্চন করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে), অহং (অন্তর্যামী আমি) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই মূর্ত্তিবিষয়িণী) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধাকে) অচলাং (বিদধামি (করিয়া থাকি) ॥ ২১ ॥

সঃ (সেই ব্যক্তি) যুতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সেই দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) তস্যাঃ (সেই দেবতা-মূর্ত্তির) আরাধনম্ (আরাধনা) ঈহতে (করেন)। ময়া এব (অন্তর্যামী মৎকর্ত্তৃকই) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ কামান্ (সেই কাম্যবিষয়সকল) ততঃ (তাঁহা হইতে) লভতে হি (লাভ করেন) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—যো যো যামিতি। তেষাং মধ্যে যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে, তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১ ॥

স্বঃ অনুঃ—"যো যো যাম্" ইত্যাদি। তাহাদের মধ্যে যে যে ভক্ত দেবতারূপা আমার যে যে মূর্ত্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চন করিতে ইচ্ছা করে—প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের অন্তর্যামী আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই মূর্ত্তিতে সেই শ্রদ্ধা দৃঢ়া করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[যাহারা দেবতাবিশেষকে ভজন করে, তাহাদের মধ্যে—যেই যেই ভক্ত যেই যেই দেবতারূপ মদীয়া মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্য্যামি আমি সেই সেই ভক্তের সেই মূর্ত্তিবিষয়িণী শ্রদ্ধাকে দৃঢ়া করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং (অল্পমতিগণের) তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ (বিনাশী হয়)। দেবযজঃ (দেবতার উপাসকগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) মদ্ভক্তাঃ অপি (আর আমার ভক্তগণ) মাং যান্তি (আমাকেই প্রাপ্ত হন) ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরারাধনমীহতে করোতি, ততশ্চ যে সঙ্কল্পিতাঃ কামা স্তাংস্ততো দেবতাবিশেষাল্লভন্তে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্যামিণা বিহিতান্ নির্ম্মিতান্ হি স্ফুটমেতৎ তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মন্মূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতা মমৈব তনবোঽতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব। তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টিনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি, তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে দেবানন্তবতো যান্তি, মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যনন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুঃ—তারপর "স তয়া" ইত্যাদি। সেই ভক্ত সেই দৃঢ়শ্রদ্ধাদ্বারা সেই মূর্ত্তির আরাধনা করে, তদনন্তর তাহাদের ঈপ্সিত ভোগসমূহ সেই সেই দেবতা হইতে লাভ করে ; কিন্তু সেই সেই দেবতা আমার অধীন হওয়ায় এবং তাহারা আমারই মূর্ত্তিবিশেষ হওয়ায় আমিই সেই সেই দেবতার অন্তর্যামিরূপে তাহাদের কামনা পূরণ করিয়া থাকি। ইহাই স্পষ্ট ॥ ২২ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার পর—] সেই ব্যক্তি দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতামূর্ত্তির আরাধনা করিলে অন্তর্যামী মৎকর্ত্তৃক বিহিত সেই কাম্যবিষয় সকল তাঁহা হইতে লাভ করেন ॥ ২২ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত) মাং (আমাকে) ব্যক্তিম্ আপন্নং (সামান্য মনুষ্যাদি জন্মপ্রাপ্ত) মন্যন্তে (মনে করে)। [যতঃ—যেহেতু] (তাহারা) মম (আমার) অব্যয়ং (অব্যয়) অনুত্তমং (সর্ব্বোত্তম) পরং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ভাবং (স্বরূপকে) অজানন্তঃ (অবগত হয় নাই) ॥ ২৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে যদিও সকল দেবতাই আমারই মূর্ত্তি, সুতরাং তাহাদের আরাধনাও বস্তুতঃ আমারই পূজা ; সেই সেই ফলের প্রদাতাও আমিই ; তথাপি সাক্ষাৎ আমার ভক্তদিগের সহিত অন্যদেব-ভক্তের ফলবিষয়ে বৈষম্য হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—"অন্তবৎ" ইত্যাদি। সেইসকল পুরুষ অল্পমেধা—খণ্ডদৃষ্টি। আমি দিলেও সেই ফলগুলি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [দেবযাজিগণ]—দেবভক্তেরা বিনাশশীল দেবগণকে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আমার ভক্তেরা অনাদি অনন্ত পরমানন্দস্বরূপ আমাকে লাভ করেন ॥ ২৩ ॥

গূঃ অনুঃ—[আর যদি এইরূপে সকল দেবতাই আমার মূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের আরাধনাও আমারই আরাধনা এবং তাঁহাদের কাম্যবিষয়ের ফলদাতাও আমিই, তথাপি সাক্ষাদ্ভাবে যাঁহারা আমার ভজন করেন, তাঁহাদের কিছু বৈষম্য আছে, তাহাই বলিতেছেন—] কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের সেই ফল বিনাশি। দেবতার উপাসকগণ দেবতা-গণকে লাভ করিয়া অন্ত লাভ করেন। আর, আমার ভক্তগণ নিত্য-ফলস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—ননু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি? তত্রাহ—অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। তত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ। কথম্ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যম্, ন বিদ্যতে উত্তমো ভাবে যস্মাৎ তং ভাবম্, অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিস্কৃতনানাবিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিং মাং পরমেশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিত ভৌতিকদেহং দেবতান্তরসমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্ত প্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, সমান যত্ন করিয়াও সুমহৎ ও বিশিষ্ট ফলের প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইলে, সকলেই কেন অন্য দেবতা ত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজন করে না? তাহাতে বলিতেছেন—"অব্যক্তম্" ইত্যাদি। অব্যক্ত—প্রপঞ্চের অতীত, আমাকে ব্যক্তি—মনুষ্য, মৎস্য, কূর্ম্মাদির ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া বুদ্ধিহীন—অল্পবুদ্ধি মানবগণ মনে করে। তাহাতে কারণ—তাহারা আমার পরম-ভাব—স্বরূপ জানে না। তাহা কিরূপ? অব্যয়—নিত্য, [অনুত্তম]—যাহা অপেক্ষা উত্তম ভাব আর নাই, এরূপ। জগতের পালনার্থ লীলাক্রমে আমি নানাবিধ বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকি। অতএব মন্দবুদ্ধি মানবগণ তাদৃশ আমাকেও নিজকর্ম্মবশে ভৌতিক-দেহপ্রাপ্ত অপর দেবতার তুল্য দেখিয়া অধিক আদর করে না, বরং দ্রুতফলদাতা অন্যদেবেরই অর্চ্চনা করে এবং তাহারা উক্তপ্রকারে নশ্বর ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল, সমান পরিশ্রমের যখন মহৎফলবৈষম্য ঘটিতে দেখা যায়, তখন লোকে অন্য দেবতার অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া তোমারই ভজন করে না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ প্রপঞ্চাতীত আমাকে সামান্য মনুষ্যাদি জন্মপ্রাপ্ত মনে করে, যেহেতু তাহারা আমার 'অব্যয় সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপকে অবগত হয় নাই ॥ ২৪ ॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫॥

অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সকলের নিকট) প্রকাশঃ ন (প্রকট হই না); যোগমায়া-সমাবৃতঃ (আমি যোগমায়ায় আচ্ছাদিত)। [অতঃ—এইজন্য] অয়ং (এই) মূঢ়ঃ লোকঃ (মূঢ় জগৎ) মাং (আমাকে) অজং (অজ) [ও] অব্যয়ং (অব্যয়) ন অভিজানাতি (বলিয়া জানিতে পারে না)॥ ২৫॥

শ্রীধরঃ—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ- নাহমিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মদ্ভক্তানামেব; যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ; যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ, স এব মায়া অঘটন-ঘটনাপটীয়স্ত্বাৎ, তয়া সংচ্ছন্নঃ অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি॥ ২৫॥

সুঃ অনুঃ—তাহাদের নিজ অজ্ঞানবিষয়ে কারণ বলিতেছেন—"নাহম্" ইত্যাদি। আমি সকল লোকের সম্বন্ধে প্রকাশ—প্রকট হই না। কিন্তু আমার ভক্তের নিকটই প্রকট হই। যেহেতু আমি যোগমায়া-কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন থাকি। যোগ—যুক্তি, আমার কোনরূপ অচিন্ত্য জ্ঞানের প্রভাব। তাহাই মায়া—যাহা ঘটে না, তাহা ঘটাইতে নৈপুণ্য যাহার; তাহার দ্বারা সম্যগ্‌রূপে আবৃত। অতএব আমার স্বরূপজ্ঞানে মূঢ় হইয়া মানবগণ জন্মরহিত ও অবিনশ্বর আমাকে জানিতে পারে না॥ ২৫॥

মূঃ অনুঃ—[অবোধ ব্যক্তিগণের অজ্ঞানের হেতু বলিতেছেন—] আমি সকল লোকের নিকট প্রকট হই না। আমি যোগমায়া-সমাবৃত। এইজন্য মূঢ়লোকেরা অজ ও অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না॥২৫॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) অহং চ (আমি) সমতীতানি (ভূত), বর্ত্তমানানি (বর্ত্তমান) ভবিষ্যাণি চ (ও ভবিষ্যৎ) ভূতানি (স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় প্রাণীকে) বেদ (জানি)। তু (কিন্তু) কশ্চন (কেহই) মাং (আমাকে) ন বেদ (জানে না) ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—সর্ব্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তম্, তদেব স্বস্য সর্ব্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষামজ্ঞানমেবাহ—বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত্তমানানি ভাবীনি চ ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবর-জঙ্গমানি সর্ব্বাণ্যহং বেদ জানামি ; মায়াশ্রয়ত্বান্মম তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহ-কত্বাভাবাৎ ইতি প্রসিদ্ধং, মাস্তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বঞ্চেতি ॥ ২৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম স্বরূপ জানে না, ইহা বলা হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানশক্তি আবরণশূন্য হওয়ায় নিজের সেই সর্ব্বোত্ত-মতা দেখাইয়া অন্যের অজ্ঞানবিষয়ে বলিতেছেন—"বেদাহম্" ইত্যাদি। আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালবর্ত্তী সমস্ত স্থাবর জঙ্গম ভূতসমূহকে জানি। আমি মায়ার আশ্রয়। অতএব সেই মায়া নিজের আশ্রয়কে মোহিত করিতে পারে না বলিয়া আমার জ্ঞান প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমার মায়াকর্ত্তৃক মোহিত থাকায় আমাকে কেহ জানিতে পারে না। ভুবনে প্রসিদ্ধ আছে যে, মায়া নিজাশ্রয়ের অধীন থাকিয়া অন্যের অজ্ঞান জন্মায় ॥ ২৬ ॥

মুঃ অনুঃ—[আমার সর্ব্বোত্তম স্বরূপ অজ্ঞেরা জানে না, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই নিজ সর্ব্বোত্তমত্ব অনাবৃত-জ্ঞানশক্তিসহকারে প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্যের তদ্বিষয়ক অজ্ঞতার বিষয় বলিতেছেন—] হে অর্জ্জুন! আমি ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় প্রাণীকে জানি। কিন্তু, কেহই আমাকে জানে না ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭॥

পরন্তপ ভারত ! (হে পরন্তপ অর্জ্জুন !) সর্গে (স্থূলদেহোৎপত্তিকালে) সর্ব্বভূতানি (যাবতীয় প্রাণী) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইচ্ছা ও দ্বেষজনিত) দ্বন্দ্বমোহেন (সুখদুঃখাদিতে) সম্মোহং (সম্যক্ মোহ) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তম্, তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ—ইচ্ছেতি। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ, সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা, তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেক-ভ্রংশস্তেন সর্ব্বাণি ভূতানি সম্মোহং, যান্তি 'অহমেব সুখী দুঃখী চেতি' গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জ্ঞানাভাবান্মাং ন ভজন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে মায়ার অধীন হওয়ায় জীবগণের পক্ষে পরমেশ্বর-বিষয়ে অজ্ঞান কথিত হইল। সেই অজ্ঞানের দৃঢ়তা-সম্বন্ধে কারণ বলিতেছেন—"ইচ্ছা" ইত্যাদি। যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা সর্গ। সর্গে স্থূলদেহের উৎপত্তি হইলে তাহার অনুকূল-বিষয়ে ইচ্ছা এবং প্রতিকূল-বিষয়ে দ্বেষ জন্মে। এই উভয় হইতে জাত শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি পরস্পর বিপরীত ভাবগুলি জীবের মোহ—বুদ্ধিভ্রংশ উৎপাদন করে। তাহাদ্বারাই সমস্ত জীব সম্মোহ প্রাপ্ত হয়—'আমি সুখী দুঃখী, ইত্যাদিরূপে গাঢ়তর অভিনিবেশ লাভ করে। অতএব মদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাবহেতু তাহারা আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইরূপে মায়ার বিষয়ত্ব আছে বলিয়া জীবগণের পরমেশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান হয় না, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই অজ্ঞানের

যেষান্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

তু (কিন্তু) যেষাং (যে সকল) পুণ্যকর্ম্মণাং (পুণ্যাচরণকারী) জনানাং (জনগণের) পাপম্ (পাপ) অন্তগতং (নষ্ট হইয়াছে), তে (তাঁহারা) দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ (সুখদুঃখাদির মোহনির্মুক্ত হইয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ (একান্তভাবে , মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করেন) ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে ? তত্রাহ—যেষামিতি। যেষান্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্ব্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টম্, তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—তবে কেন কাহাকে কাহাকেও তোমার ভজন করিতে দেখা যায় ? তাহাতে বলিতেছেন—"যেষাম্' ইত্যাদি। যেসকল পুণ্যাচারপরায়ণ মানবের সর্ব্ব প্রকারে প্রতিবন্ধক পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ঐ বিপরীত ভাবসমূহ হইতে জাত অজ্ঞান-কর্ত্তৃক নিঃশেষে মুক্ত হওয়ায় একান্তচিত্তে আমারই ভজন করেন ॥ ২৮ ॥

দৃঢ়ত্বের কারণ বলিতেছেন—] হে পরন্তপ অর্জ্জুন ! স্থূলদেহোৎপত্তিকালে যাবতীয় প্রাণী ইচ্ছা ও দ্বেষজনিত সুখদুঃখাদিতে সম্যক্ মোহ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭ ॥ (মূঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[কেন তবে কেহ কেহ তোমাকে ভজন করিতেছে, দেখিতে পাই ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু যেসকল পুণ্যাচরণকারী জনগণের পাপ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, তাহারা সুখদুঃখাদির মোহনির্ম্মুক্ত হইয়া একান্তভাবে আমাকে ভজন করেন ॥ ২৮ ॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

জরা-মরণমোক্ষায় (জরা-মরণ হইতে মুক্তিলাভার্থ) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) যে (যাঁহারা) যতন্তি (প্রযত্নশীল হন), তে (তাঁহারা) তৎ ব্রহ্ম (সেই পরব্রহ্ম), কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ (দেহাদির অতীত শুদ্ধ আত্মা) অখিলং কর্ম্ম চ (এবং সরহস্য সমুদয় কর্ম্ম) বিদুঃ (অবগত হন) ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—জরেতি। জরামরণয়োর্নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ, যেন তৎ প্রাপ্তব্যম্, তং দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূতমখিলং সরহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে আমার ভজন করিতে করিতে তাঁহারা সমস্ত জানিবার বিষয়গুলি অবগত হইয়া কৃতার্থ হন ; ইহাই বলিতেছেন—"জরা' ইত্যাদি। জরা ও মরণের নিবারণার্থ আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা প্রযত্ন করেন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে জানেন, সমগ্র অধ্যাত্মবিষয় জানেন, যিনি তাহা পাইতে পারেন, সেই দেহাদিব্যতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মাকেও জানেন এবং তাহার উপায়স্বরূপ সরহস্য সমস্ত কর্ম্মও জানিতে পারেন ॥ ২৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[এই প্রকারে তাঁহারা আমাকে ভজন করিতে করিতে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া কৃতার্থ হন, ইহাই বলিতেছেন —] জরা-মরণ হইতে মোক্ষলাভার্থ আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা যত্নশীল, তাঁহারা সেই পরব্রহ্ম, সমগ্র আত্মতত্ত্ব এবং সরহস্য সমুদয় কর্ম্ম অবগত হন ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

যে চ (এবং যাঁহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবসহ) সাধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞ সহিত) মাং বিদুঃ (আমাকে জানেন) তে (সেই সকল) যুক্তচেতসঃ (আমাতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি) প্রয়াণ কালে অপি (মরণকালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানিতে পারেন অর্থাৎ মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না) ॥৩০॥

শ্রীধরঃ—ন চৈবম্ভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ—সাধিভূতেতি। অধিভূতাদিশব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি। অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে জানন্তি, তে যুক্তচেতসো ময্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েঽপি মাং বিদুর্বিজানন্তি, ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি, অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ ॥৩০

কৃষ্ণভক্তেরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্ ॥
ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—এইপ্রকার পুরুষগণের যোগনাশের শঙ্কাও নাই, এজন্য বলিতেছেন—"সাধিভূত" ইত্যাদি। অধিভূত প্রভৃতি শব্দের অর্থ ভগবান্ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিবেন। অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত যাঁহারা আমার ভজন করেন, তাঁহারা যুক্তচিত্ত হওয়ায়, আমাতে মন

অভিনিবিষ্ট করায়, প্রয়াণকালে অর্থাৎ মরণসময়েও আমাকে বিশেষভাবে জানিতে পারেন ; তখনও ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না। অতএব আমার ভক্তগণের যোগভ্রংশের আশঙ্কা নাই—ইহাই ভাব ॥ ৩০ ॥

বিজ্ঞানযোগ নামক এই সপ্তম অধ্যায়ে প্রকাশিত হইল যে, কৃষ্ণ-ভক্তগণ বিনা যত্নেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা 'সুবোধিনী'তে জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তম অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[উক্তপ্রকার ভক্তগণের যোগচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই, ইহাই বলিতেছেন—] যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞসহ আমাকে জানেন, সেই সকল যুক্তচিত্তব্যক্তি মরণকালেও আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যায় যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে **'জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ'** নামক

সপ্তম অধ্যায়

তথ্য

প্রলয়—কল্পান্ত, ব্রহ্মাণ্ডের নাশ। প্রলয় চারিপ্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। "নিত্যো যথা—'যোঽয়ং সংদৃশ্যতে নূনং নিত্যং লোকে ক্ষয়স্ত্বিহ। নিত্যং সংকীর্ত্ত্যতে নাম্না মুনিভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥' নৈমিত্তিকো যথা—'ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো নাম কল্পান্তে যো ভবিষ্যতি। ত্রৈলোক্যস্যাস্য কথিতঃ প্রতিসর্গো মনীষিভিঃ॥' প্রাকৃতো যথা—'মহদাদ্যং বিশেষান্তং যদা সংযাতি সংক্ষয়ম্। প্রাকৃতঃ প্রতিসর্গোঽয়ং প্রোচ্যতে কালচিন্তকৈঃ॥' আত্যন্তিকো যথা—'জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি। প্রলয়ঃ প্রতিসর্গোঽয়ং কালচিন্তাপরৈর্দ্বিজৈঃ॥'" ॥ ৬ ॥

পরিপ্রশ্নমালা

১। কোন্ যোগের দ্বারা ভগবজ্জ্ঞান লাভ হয়?—(গীঃ ৭।১)

২। কোন্ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত বিষয় সম্যগ্রূপে অবগত হওয়া যায়?—(গীঃ ৭।২)

৩। কাঁহারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন?—(গীঃ ৭।৩)

৪। পরা ও অপরা প্রকৃতি কাহাকে বলে?—(গীঃ ৭।৪-৫)

৫। কাঁহারা দুরত্যয়া মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন?—(গীঃ ৭।১৪)

৬। কাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয় না?—(গীঃ ৭।১৫)

৭। কতপ্রকার লোক ভগবানের ভজন করে?—(গীঃ ৭।১৬)

৮। ভজনশীল চারিপ্রকার সুকৃতির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এবং তাহার লক্ষণ কি?—(গীঃ ৭।১৭-১৯)

৯। দেবতান্তর উপাসনার মূলে কি উদ্দেশ্য ?—(গীঃ ৭।২০-২২)

১০। দেবতান্তর-উপাসনার দ্বারা কিরূপ ফল লাভ হয় ?—(গীঃ ৭।২৩)

১১। কি কারণে ভগবৎস্বরূপ মূঢ়লোকের নিকট অপ্রকাশিত থাকেন ?—(গীঃ ৭।২৫)

১২। কাঁহারা দৃঢ়ভাবে ভগবদ্ভজন করেন ?—(গীঃ ৭।২৮)

১৩। মৃত্যু-কালে কাঁহারা ভগবান্‌কে জানিতে পারেন ?—(গীঃ ৭।৩০)

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

তারকব্রহ্মযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত পুরুষগণ ব্রহ্ম, কর্ম্ম ও অধিভূতাদি তত্ত্বকে জানিতে পারেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ 'অক্ষরতত্ত্ব'কে ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম শব্দে 'ভগবৎস্বরূপ', অধ্যাত্ম-শব্দে 'জীব', কর্ম্মশব্দে 'ভূতোদ্ভবকর বিসর্গ, অধিভূত শব্দে 'ক্ষর-ভাব', অধিদৈবশব্দে 'ইন্দ্রিয়জ্ঞানাধিষ্ঠিত পুরুষ, অধিযজ্ঞশব্দে দেহীদিগের অন্তর্যামী পুরুষের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যিনি অন্তকালে ভগবৎস্বরূপকে স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার পরকালে নিশ্চিতই ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাব-ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন। পরমপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, সকলের বিধাতা, জড়বুদ্ধির অচিন্ত্য

যাঁহারা অনন্য চিত্ত হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকেই স্মরণ করেন, সেইরূপ নিত্যযুক্ত ভক্তিযোগীদের সম্বন্ধে ভগবান্ সুলভ। সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই অনিত্য। সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব, কিন্তু ভগবদাশ্রিত জনের পুনর্জ্জন্ম হয় না। মনুষ্যমানের চতুঃসহস্র যুগ ব্রহ্মার একদিন ও চতুঃসহস্রযুগ তাঁহার একরাত্রি। ঐপ্রকার একশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মার পতন হয়। যে ব্রহ্মা ভগবৎপরায়ণ হন, তাঁহার মুক্তি হয়। ব্রহ্মার রাত্রি-অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত ও রাত্রি-আগমে অব্যক্তে (প্রধানে) সমস্ত লয় হয়। এই অব্যক্তভাব হইতে অন্য যে সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে, তাহাই 'অক্ষর' ও ভূতসমূহের পরমা গতি। ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ ও উত্তরায়ণকালে দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মকে লাভ করেন। ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মে কর্ম্মযোগিগণ ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন-রূপ ছয়মাস ও চন্দ্রজ্যোতিঃ অর্থাৎ তত্তদভিমানী দেবতা ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-দ্বারা পুনরাবৃত্তি-মার্গ প্রাপ্ত হন। শুক্ল-গতির দ্বারা অনাবৃত্তি ও কৃষ্ণ মার্গে গতির দ্বারা আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। বেদ-পাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদির যে ফল, তাহাও ভক্তিযোগের দ্বারা অতিক্রম করিয়া অনাদি ও পরম স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিক্ষা — অনন্যভজনকারী নিত্যভক্তিযোগীর পক্ষে ভগবান্ সুলভ। ঊর্দ্ধ্ব ও অধোলোকসমূহ অনিত্য। ধূম্রমার্গ ও অর্চ্চিরাদিমার্গে আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হয়। কিন্তু কৃষ্ণে শরণাগত ভক্তিযোগীর ফলাকাঙ্খা নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বোত্তম-গতিস্বরূপ তদীয় পাদপদ্ম লাভ করেন। তাঁহার আর পতন হয় না।

অর্জ্জুন উবাচ—

কিন্তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) পুরুষোত্তম ! (হে পুরুষোত্তম !) তৎ (সেই) ব্রহ্ম কিম্ ? (ব্রহ্ম কে ?), অধ্যাত্মং কিম্ ? (অধ্যাত্ম কি ?), কর্ম্ম কিম্ ? (কর্ম্ম কি ?) অধিভূতং চ (এবং অধিভূত) কিং প্রোক্তম্ ? (কাহাকে বলে ?) কিং চ (কাহাকেই বা) অধিদৈবম্ উচ্যতে ? (অধিদৈব বলে ?) ॥১॥

ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে ॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্ত-পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ— কিং তদ্‌ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥১॥

কৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত পুরুষগণ ব্রহ্ম, কর্ম্ম, অধিভূতাদি জানিতে পারেন। এই অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্ম ও কর্ম্মাদি স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে।

স্বঃ অনুঃ—পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষভাগে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক উল্লিখিত ব্রহ্ম, অধ্যাত্মাদি সপ্ত পদার্থের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন,—"কিং তদ্ ব্রহ্ম" ইত্যাদি দুই শ্লোক। এস্থলে অর্থ স্পষ্ট ॥১॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষভাগে যে ব্রহ্ম, অধ্যাত্মাদি সাতটী পদার্থের বিষয় শ্রীভগবান্ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া দুই শ্লোকে] অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম কি ? কর্ম্ম কি ? অধিভূত কাহাকে বলে ? আর অধিদৈবই বা কি ? ॥১॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

মধুসূদন ! (হে মধুসূদন !) অত্র (এই দেহে) কঃ অধিযজ্ঞঃ ? (যজ্ঞরূপ কর্ম্মের প্রযোজক বা ফলদাতা কে ?) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কথং [সঃ] ? (তিনি কিরূপে অবস্থিত আছেন ?) প্রয়াণকালে (অন্তিম সময়ে) নিয়তাত্মভিঃ (সংযতচিত্ত পুরুষগণ-কর্ত্তৃক) [ত্বং—তুমি] কথং (কি উপায়ে) জ্ঞেয়ঃ অসি ? (জ্ঞেয় হও ?) ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ত্ততে, তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রয়োজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ ; স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারে অসাবস্মিন্ দেহে স্থিতঃ যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থম্। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি ? ॥ ২ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "অধিযজ্ঞঃ" ইত্যাদি। এই দেহে যে যজ্ঞ আছে, তাহাতে অধিষ্ঠাতা বা প্রয়োজক ও ফলদাতা কে ? স্বরূপ-জিজ্ঞাসার পর অধিষ্ঠানের প্রকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—কথং—কি প্রকারে তিনি এই দেহে থাকেন— যজ্ঞে অধিষ্ঠান করেন ? 'যজ্ঞ'শব্দ সমস্ত কর্ম্মের সূচনার নিমিত্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্তিমসময়েও সংযতচিত্ত পুরুষগণ কিরূপে তোমাকে জানিতে পারিবেন ? ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও বলিতেছেন—] হে মধুসূদন ! এই দেহে অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা, প্রযোজক ও ফলদাতা কে ? কি প্রকারে তিনি দেহে অবস্থিত আছেন ? এবং নিয়তাত্ম পুরুষগণ তোমাকে কি-প্রকারে প্রয়াণকালে জানিতে পারেন ? ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ বলিলেন—) পরমম্ অক্ষরং (যাহা পরম অক্ষর অর্থাৎ মূলকারণ) ব্রহ্ম (তাহাই ব্রহ্ম), স্বভাবঃ (জীব) অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হয়।) ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির উদ্দেশে) বিসর্গঃ (দান ও যজ্ঞাদি) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্মনামে অভিহিত) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরম্ ; ননু জীবোঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্‌ব্রহ্ম, "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ ; স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ" ইতি ক্রমেণ বৃদ্ধিঃ, তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ, সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ, স চ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুঃ – প্রশ্নের ক্রমানুসারে শ্রীভগবান্ উত্তর দিতেছেন—'অক্ষরম্' ইত্যাদি শ্লোকত্রয়। যাহা বিনষ্ট হয় না বা চলে না, তাহা 'অক্ষর'। যদি বল, 'জীবও অক্ষর', তাহাতে বলিতেছেন,—যাহা পরম অক্ষর, জগতের মূলকারণ, তাহাই ব্রহ্ম। শ্রুতিতেও আছে "হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন।" স্বভাব—ব্রহ্মের আপনারই অংশরূপে জীবভাবে অবস্থান। সেই জীবই আত্মা—দেহকে আশ্রয় করিয়া ভোক্তার আকারে বর্ত্তমান হওয়ায় অধ্যাত্ম শব্দদ্বারা কথিত হয়। জরায়ুজ প্রভৃতি ভূতগণের ভাব—অবস্থান, উৎপত্তি ; উদ্ভব—উৎকৃষ্টরূপে উৎপত্তি, "আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে" ইত্যাদিক্রমে বৃদ্ধি। যাহা এই উভয়কে সম্পন্ন করে, সেই দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যদানরূপ

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর ॥ ৪ ॥

দেহভৃতাং বর ! (হে জীবশ্রেষ্ঠ !) ক্ষরঃ ভাবঃ (ক্ষণভঙ্গুর দেহাদি পদার্থ) অধিভূতং (অধিভূত), পুরুষঃ চ (এবং বিরাট্ পুরুষ) অধিদৈবতম্ (দেবতাগণের অধিপতি), অত্র দেহে (এই দেহে) অহম্ এব (আমিই) অধিযজ্ঞঃ (অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত—যজ্ঞাধিষ্ঠাতা পুরুষ) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো দেহাদি-পদার্থঃ, ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে, পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে, অধি-দৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥" ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাস্মিন্ দেহে অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতোঽহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্ম প্রবর্ত্তকস্তৎফলদাতা চ, 'কথমি'ত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্। অন্তর্যামিণোঽসঙ্গত্বাদিভির্গুণৈঃ জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্ব্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ, তথা চ শ্রুতিঃ,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" ইতি। দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ ত্বমপ্যেবম্ভূতমন্তর্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪ ॥

যজ্ঞই কর্ম্মশব্দের বাচ্য। ইহা দ্বারা সমস্ত কর্ম্মই উদ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনু—["অক্ষরম্" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকদ্বারা অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যাহা পরম অক্ষর, তাহাই ব্রহ্ম। অধ্যাত্মশব্দে চিদ্বস্তুর নিত্য স্বভাব বুঝায়। ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এই ভাবের উদ্দেশ্যে যে বিসর্গ (যজ্ঞাদি) তাহাই কর্ম্ম ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "অধিভূতম্" ইত্যাদি। ক্ষরভাব—বিনাশশীল দেহাদি পদার্থ, ভূত—প্রাণিমাত্রকে অবলম্বন করিয়া থাকে, এইজন্য তাঁহাকে অধিভূত বলা হয়। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী বিরাট্ পুরুষ স্বাংশ-রূপ সকল দেবতার অধিপতি বলিয়া 'অধিদৈবত' শব্দে উল্লিখিত হন। অধিদৈবত—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রুতিতেও আছে—'সেই শরীরীই প্রথম, তিনিই পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। তিনি সমস্ত প্রাণীর আদিকর্ত্তা, ব্রহ্মাগ্রে অবস্থিত ছিলেন।' এই দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমি অধিযজ্ঞ—যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও তাহার ফলদাতা। ২য় শ্লোকস্থ 'কিরূপে ?' এই প্রশ্নেরও উত্তর এই বাক্যদ্বারা কথিত হইল, বুঝিতে হইবে। অন্তর্য্যামীর অসঙ্গত্ব বা আসক্তিরাহিত্য প্রভৃতি গুণহেতু জীব হইতে পৃথগ্ভাবে দেহের মধ্যে তাঁহার অবস্থান প্রসিদ্ধ। ইহাতে শ্রুতি প্রমাণ (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)—"সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্য-ভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ; অন্যজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন।" 'দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', এই বাক্যে সম্বোধন করিয়া 'তুমিও এইরূপ অন্তর্য্যামীকে পরাধীন নিজ প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবদ্বয়ে বুঝিতে যোগ্য হও, ইহাই সূচনা করিলেন ॥৪॥

মূঃ অনুঃ—[আর—] হে দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! ক্ষণভঙ্গুর দেহাদি পদার্থ অধিভূত ; 'অধিদৈবত' শব্দ দেবগণের অধিপতি বিরাট্ পুরুষ। এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা পুরুষ ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্‌ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫॥

অন্তকালে চ (আর মরণসময়ে) যঃ (যিনি) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরন্ (স্মরণ করিতে করিতে) কলেবরং মুক্ত্বা (শরীর পরিত্যাগ করিয়া) প্রয়াতি (উত্তরায়ণপথে প্রস্থান করেন), সঃ (তিনি) মদ্ভাবং (আমারই ভাব) যাতি (প্রাপ্ত হন)। অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) নাস্তি (নাই) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—'প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি' ইত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্য্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণপথা যাতি, স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি ; অত্র সংশয়ো নাস্তি, স্মরণং জ্ঞানোপায়ো মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—মৃত্যুকালেও কিরূপে তুমি জ্ঞাতব্য ? এই বাক্যদ্বারা জিজ্ঞাসিত অন্তকালে জ্ঞানের উপায় ও তাহার ফল দেখাইতেছেন—"অন্তকালে" ইত্যাদি। উক্ত লক্ষণে পরিচিত অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগান্তে যিনি উত্তমরূপে অর্চ্চিরাদি পথে—উত্তরায়ণমার্গে গমন করেন, তিনিই আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হন। ইহাতে সংশয় নাই। স্মরণই জ্ঞানের উপায়, আমার ভাবপ্রাপ্তিই ফল ॥৫॥

মূঃ অনুঃ—[আর তুমি মৃত্যুকালে কিরূপে জ্ঞেয় হও ? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অন্তকালে জ্ঞানলাভের উপায় ও তাহার ফল দেখাইতেছেন—] আর মরণসময়ে যিনি আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে শরীর পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণপথে প্রস্থান করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) [যঃ—যে ব্যক্তি] যং যম্ অপি (যেই যেই) ভাবং (বিষয়) স্মরন্ (স্মরণ করিতে করিতে) অন্তে (মৃত্যুকালে) কলেবরং (দেহ) ত্যজতি (ত্যাগ করেন), সদা (সর্ব্বদা) তদ্ভাবভাবিতঃ (সেই সেইভাবে নিমগ্নচিত্ত থাকায়) তং তম্ এব (সেই সেই তত্ত্ব) এতি (লাভ করেন) ॥৬॥

শ্রীধরঃ—ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি?—যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব স্মর্য্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি—সর্ব্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনং, তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—কেবল আমাকে স্মরণ করিলে আমার ভাবপ্রাপ্ত হন, এরূপ নিয়ম নহে। তবে কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, "যং যম্" ইত্যাদি। যে যে ভাব—অন্য দেবতা বা অপর কিছুকে স্মরণ করিতে করিতে যদি দেহ ত্যাগ করেন, তবে সেই সেই স্মৃতির অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হন। অন্তকালে বিশেষভাবের স্মৃতিবিষয়ে কারণ—সর্ব্বদা সেই ভাবনায় নিযুক্ত থাকায়, সর্ব্বদা তাহার ভাব, ভাবনা বা অনুচিন্তনদ্বারা যাঁহার চিত্ত [তদ্ভাবভাবিত] তৎপ্রবণ হইয়াছে ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া কেবল যে মদ্ভাব প্রাপ্ত হন, এমন নহে, আরও কি হন, তাহাই বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! অন্তকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই সেইভাবে নিবিষ্ট থাকায় সেই সেই তত্ত্বকে লাভ করেন

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বেষু কালেষু (সর্ব্বকালে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মর (নিরন্তর চিন্তা কর), যুধ্য চ (এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও)। ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি অর্পণপূর্ব্বক) অসংশয়ঃ (নিঃসন্দিগ্ধভাবে) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (লাভ করিবে) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—তস্মাদিতি। যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি তস্মাৎ সর্ব্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়, তৎস্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি ; অতো যুধ্যস্ব চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ ; এবং মযার্পিতং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া, স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্স্যসি ; অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি ॥ ৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—"তস্মাৎ" ইত্যাদি। যেহেতু পূর্ব্ববাসনাই অন্তকালে স্মৃতির হেতু, তখন বিবশ পুরুষের স্মরণের যত্ন সম্ভব নহে, অতএব সর্ব্বক্ষণ আমার অনুচিন্তন কর , নিরন্তর স্মৃতি চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত হয় না, সুতরাং যুদ্ধ কর, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এইরূপে আমাতেই অভিলাষময় মন এবং নিশ্চয়ময়ী বুদ্ধি অর্পিতা থাকিলে তুমি অনায়াসেই আমাকে পাইবে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু পূর্ব্বের বাসনাই অন্তকালে স্মরণের হেতু হয় ও সে সময়ে অবশ অবস্থায় লোকের স্মরণোদ্যম সম্ভব হয় না—] অতএব, তুমি সর্ব্বকালে আমাকে নিরন্তর চিন্তা কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণপূর্ব্বক নিঃসন্দিগ্ধভাবে আমাকেই লাভ করিবে ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

পার্থ! (হে পার্থ!) অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসযোগযুক্ত) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (চিত্তদ্বারা) দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়) পরমং পুরুষং (পরমপুরুষকে) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিতে করিতে) [তমেব—সেই পদই] যাতি (লাভ করেন) ॥ ৮

শ্রীধরঃ—সন্ততস্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ—সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ, অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন চেতসা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ! তমেব যাতীতি ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুঃ—'নিরন্তর স্মরণের অভ্যাসই অন্তরঙ্গ সাধন' ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন—"অভ্যাসযোগ" ইত্যাদি। অভ্যাস—একইপ্রকার বিশ্বাসের প্রবাহ, তাহাই যোগ—উপায়, তাহাদ্বারা যুক্ত—একাগ্র, অতএব যাহা অন্য বিষয়ে যাইতে 'অভ্যস্ত নহে, এতাদৃশ চিত্তদ্বারা দিব্য—দ্যোতনশীল পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে হে পার্থ! তাঁহাকেই লাভ করে ॥ ৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[সতত স্মরণের অন্তরঙ্গ সাধনই অভ্যাস, তাহাই দেখাইয়া বলিতেছেন—] হে পার্থ! [জীব] অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তদ্বারা জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥

কবিং (সর্ব্বজ্ঞ), পুরাণম্ (সনাতন), অনুশাসিতারম্ (নিখিল নিয়ন্তা) অণোঃ অণীয়াংসম্ (অতি সূক্ষ্ম) সর্ব্বস্য ধাতারম্ (সকলের বিধাতা), অচিন্ত্যরূপম্ (জড়বুদ্ধির অচিন্ত্যরূপ), আদিত্যবর্ণং (প্রভাকরের ন্যায় স্বপ্রকাশ), তমসঃ পরস্তাৎ (প্রকৃতির অতীত) [পুরুষং—পুরুষকে] প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) অচলেন মনসা (একাগ্রচিত্তে) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তিসহকারে) যোগবলেন চ এব (যোগবলে) সম্যক্ (স্থিরভাবে) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রূদ্বয়মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আবেশ্য (স্থাপনপূর্ব্বক) যঃ (যিনি) অনুস্মরেৎ (চিন্তা করেন), সঃ (তিনি) তং (সেই) দিব্যং (দিব্য) পরং (পরম পুরুষম্ (পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥৯-১০॥

শ্রীধরঃ—পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবিমিতি দ্বাভ্যাম্। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতারং, পুরাণমনাদিসিদ্ধম্, অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্ অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মম্-আকাশকালদিগ্ভ্যোঽপ্যতিসূক্ষ্মতরম্, সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকম্, অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপম্ মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্, আদিত্যবৎ স্বরূপপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং, তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানম্, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুতেঃ; স প্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যস্তিষ্ঠতি এবম্ভূতং পুরুষং অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা

যোঽনুস্মরেৎ ; মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইতি, স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ৯-১০ ॥ (শ্রীধরঃ)

স্বঃ অনুঃ—পুনর্ব্বার অনুচিন্তনের যোগ্য পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিতেছেন—"কবিম্" ইত্যাদি দুই শ্লোক। কবি—সর্ব্বজ্ঞ, সকল বিদ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা ; পুরাণ—অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ। অনুশাসিতা—নিয়মনকর্ত্তা অণু—সূক্ষ্ম অপেক্ষাও অণীয়ান্—অতিসূক্ষ্ম অর্থাৎ আকাশ, কাল, দিক্ হইতেও অধিকতর সূক্ষ্ম ; সকলের ধাতা—পোষক ; তাঁহার মাহাত্ম্য চিন্তার অগোচর হওয়ায় তিনি অচিন্ত্যরূপ, তিনি মলিন মন ও বুদ্ধির অগোচর ; তিনি [আদিত্যবর্ণ]—সূর্য্যের ন্যায় স্বরূপ-প্রকাশশীল স্বভাবযুক্ত ; তমঃ—প্রকৃতির পরস্তাৎ—অতীত হইয়া বর্ত্তমান ; কেননা, শ্রুতিতে কথিত আছে—"আমি এই আদিত্যবর্ণ প্রকৃত্যাতীত মহাপুরুষকে জানি।" যিনি প্রপঞ্চের সহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া অবস্থান করেন, এইরূপ পুরুষকে অন্তিমসময়ে অভিযুক্ত হইয়া বিক্ষেপশূন্য মনে যিনি অনুস্মরণ করেন ; মনের নিশ্চলতা-বিষয়ে কারণ,—যোগবলে সুষুম্নামার্গে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে আবেশ করেন, তিনিই সেই পরমাত্মস্বরূপ দিব্য—দ্যোতনাত্মক পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯-১০ ॥

মূঃ অনুঃ—[পুনর্ব্বার সেই অনুচিন্তনীয় পুরুষের বিষয় বিশেষ করিয়া দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—] সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, নিখিল-নিয়ন্তা, অতি সূক্ষ্ম, জগদ্‌বিধাতা, জড়বুদ্ধির অচিন্ত্যরূপ, প্রভাকরের ন্যায় স্ব-প্রকাশ ও প্রকৃতির অতীত পুরুষকে মৃত্যুকালে একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে, যোগবলে স্থিরভাবে ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণকে স্থাপনপূর্ব্বক যিনি চিন্তা করেন, তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯-১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

বেদবিদঃ (বেদবিৎ পণ্ডিতেরা) যৎ (যাহাকে) অক্ষরং (অক্ষর বলিয়া) বদন্তি (উক্তি করেন), বীতরাগাঃ (বিষয়বাসনাহীন) যতয়ঃ (যতিসকল) যৎ (যাহাতে) বিশন্তি (প্রবিষ্ট হন), যৎ (যাহাকে) ইচ্ছন্তঃ (লাভ করিবার ইচ্ছায়) [ব্রহ্মচারিণঃ ব্রহ্মচারিগণ] ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) চরন্তি (পালন করেন), তৎপদং (সেই প্রাপ্য বস্তুর কথা) তে (তোমার নিকট) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—কেবলাভ্যাসযোগাদপি প্রণবাভ্যাসমন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি শ্রুতেঃ; বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগা যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি, যচ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে তুভ্যং পদ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যম্ সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥১১ ॥

সুঃ অনুঃ—কেবল অভ্যাসযোগ অপেক্ষাও প্রণবের অভ্যাসকে অন্তরঙ্গ করিবার ইচ্ছায় অঙ্গীকার করিতেছেন—"যদক্ষরম্" ইত্যাদি। বেদার্থবিদ্গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, শ্রুতিতে আছে—"হে গার্গি ; এই অক্ষরের অধীনতায় সূর্য্য ও চন্দ্র নিয়মিত হইয়া রহিয়াছেন", যাঁহাদের আসক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ প্রযত্নশীল যতি পুরুষগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন ; যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া [ব্রহ্মচারিগণ] গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, সেই 'পদ' বা প্রাপ্য বিষয় আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিব অর্থাৎ তাঁহার প্রাপ্তির উপায় বলিব ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি (সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার) সংযম্য (সংযত করিয়া), মনঃ (মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য (নিরোধ করিয়া). মূর্দ্ধ্নি (ভ্রূদ্বয়-মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আধায় (স্থাপন পূর্ব্বক), আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগধারণাম্ আস্থিতঃ (সমাধি অবলম্বন করত) ওম্ ইতি (ওঁ এই) একাক্ষরং ব্রহ্ম (ব্রহ্মবাচক একাক্ষর) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ পূর্ব্বক) মাম্ (আমাকে) অনুস্মরন্ (ধ্যান করিতে করিতে) দেহং ত্যজন্ (দেহত্যাগ করিয়া) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (উত্তরায়ণপথে গমন করেন), সঃ (তিনি) পরমাং গতিং (পরমা গতি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ১২-১৩ ॥

শ্রীধরঃ—প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ—সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভির্ব্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়স্মরণমপ্যকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণং স্থৈর্য্যমাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্ ওমিতি ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ, ব্রহ্মপ্রতিমাদিবদ্ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহরন্নুচ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চ্চিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদ্গতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১২-১৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[কেবলমাত্র অভ্যাসযোগ হইতে প্রণবমূলক অভ্যাসকে অন্তরঙ্গ সাধনরূপে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—] বেদবিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া উক্তি করেন, বিষয়বাসনাহীন যতিসকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, সেই প্রাপ্য বস্তুর কথা তোমার নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি ॥ ১১ ॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

পার্থ! (হে পার্থ!) অনন্যচেতাঃ (একাগ্রচিত্ত হইয়া) যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (সর্ব্বক্ষণ) স্ম রতি (স্মরণ করেন), তস্য (সেই) নিত্যযুক্তস্য (নিত্য সমাহিত) যোগিনঃ (ভক্তিযোগীর পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুলভ) ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—এবঞ্চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাভ্যাসবশত এব ভবতি, নান্যস্যেতি পূর্ব্বোক্তমেবানুস্মারয়তি— অনন্যেতি। নাস্ত্যন্যস্মিন্ চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি,তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি, নান্যস্যেতি ॥১৪॥

স্বঃ অনুঃ—অঙ্গীকৃত উপায় অঙ্গগুলির সহিত বলিতেছেন—"সর্ব্ব" ইত্যাদি দুই শ্লোক। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি সংযত করিয়া, প্রত্যাহার করিয়া, চক্ষুরাদি দ্বারা বাহ্যবিষয় গ্রহণ না করিয়া ; মনকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া, বাহ্যবিষয়ের স্মরণও না করিয়া ; মস্তকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপনপূর্ব্বক যোগের ধারণা—স্থিরতা আশ্রয় করিয়া ; "ওম্" ইত্যাদি— 'ওম্' এই যে একমাত্র অক্ষর, তাহাই ব্রহ্মের বাচক হওয়ায় অথবা প্রতিমাদির ন্যায় ব্রহ্মের প্রতীক হওয়ায় যে ব্রহ্ম, তাহা উচ্চারণ করিতে করিতে এবং তাহার বাচ্য আমাকে অনুস্মরণ করিতে করিতে দেহ-ত্যাগ করিয়া যিনি অর্চ্চিরাদি উত্তরায়ণ-পথে গমন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠা আমার গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১২-১৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[প্রতিশ্রুত উপায় ও তাহার অঙ্গ এক্ষণে ২ শ্লোকে বলিতেছেন] সমুদয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণকে স্থাপনপূর্ব্বক আত্মবিষয়ক সমাধি অবলম্বন করত 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক, উচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া যিনি উত্তরায়ণপথে গমন করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করেন ॥ ১২-১৩ ॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

মহাত্মানঃ (মহাত্মগণ) মাম্ উপেত্য (আমাকে লাভ করিয়া) পুনঃ (পুনর্ব্বার) দুঃখালয়ম্ (দুঃখের নিলয়রূপ) অশাশ্বতং (অনিত্য) জন্ম (জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (পরিগ্রহ করেন না), [যতঃ—যেহেতু] [তাঁহারা] পরমাং সংসিদ্ধিং (পরমসিদ্ধি) গতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১৫॥

শ্রীধরঃ—যদ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি, ততঃ কিমত আহ—মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখাশ্রয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে পরমাং সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ, পুনর্জন্মনো দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুঃ—এইরূপে অন্তকালে ধারণাদ্বারা আমার প্রাপ্তি নিত্য অভ্যাসবলেই হইয়া থাকে, অন্যের নহে,—এই পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করাইতেছেন—"অনন্য" ইত্যাদি। [অনন্যচেতাঃ]— যাঁহার অন্যবিষয়ে মন সংযুক্ত নাই, এইরূপ হইয়া যিনি আমাকে সর্ব্বদা প্রতিদিনই স্মরণ করেন, অতএব নিত্যকাল সমাহিতচিত্ত সেই পুরুষের পক্ষে আমি বিনা শ্রমেই লভ্য, অন্যের পক্ষে নহি ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি তুমি এইরূপ সুলভই হও তাহাতে কি ফল? ইহাতে বলিতেছেন—মাম্" ইত্যাদি। উক্তপ্রকারের আমার ভক্ত মহাশয়গণ আমাকে পাইয়া আবার দুঃখের আধার অনিত্য জন্ম লাভ করেন না; কারণ, তাঁহারা সম্যক্ সিদ্ধি মোক্ষই পাইয়াছেন; অথবা আমাকে পাইয়া পুনর্জন্মের দুঃখের আশ্রয়স্থান পান না ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[আর অন্তকালে এইরূপে ধারণাদ্বারা নিত্য অভ্যাসবশতঃই মৎপ্রাপ্তি হয়, অন্যের হয় না—এই পূর্ব্বোক্ত বাক্য পুনর্ব্বার স্মরণ করাইতেছেন—] হে পার্থ! একাগ্রচিত্ত হইয়া যিনি আমাকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তিযোগীর পক্ষে আমি সুলভ ॥ ১৪॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

অর্জ্জুন ! (হে অর্জ্জুন !) আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ (ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোক বা লোকবাসীই) পুনঃ-আবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীল অর্থাৎ সেই সমস্ত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব,) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (আশ্রয় করিলে) পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে (পুনর্জ্জন্ম হয় না।) ॥১৬॥

শ্রীধরঃ—এতদেবং সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্দ্ধারয়তি—আব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমাভিব্যাপ্য সর্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ, তৎপ্রাপ্তানাম-নুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবি পুনর্জন্ম ; য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপা-সনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। তথা চ, —"ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি-সঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥" ইত্যত্র পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোহন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ; কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতঃ। মামুপেত্য বর্ত্তমানানান্তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেবেতি ॥১৬॥

স্বঃ অনুঃ—এই বিষয়ই এইরূপে সমস্ত লোকেও পুনঃ আবর্তন দেখাইয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন—"আব্রহ্মভুবনাৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মার ভুবন—বাসস্থান ব্রহ্মলোক। সেস্থান পর্যান্ত সমস্ত লোক পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করে, কারণ ব্রহ্মলোকও বিনাশী। সুতরাং সেই সমস্ত লোকপ্রাপ্ত

মূঃ অনুঃ—[তুমি যদি এরূপ সুলভ হও, তাহা হইলে কি লাভ ? ইহাতে বলিতেছেন—] মহাত্মা ভক্তগণ আমাকে লাভ করিয়া পুনর্বার দুঃখের নিলয়রূপ অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না। যেহেতু, তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥১৫॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ
রাত্রিং যুগসহস্র্যান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তং (চতুঃসহস্রযুগ পর্য্যন্ত) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহঃ (একদিন), যুগসহস্রান্তাং (এবং চতুঃসহস্রযুগপরিমিতা) রাত্রিং (রাত্রি) [যে—যাঁহারা] বিদুঃ (অবগত আছেন), তে (সেই সকল) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) অহোরাত্রবিদঃ (অহোরাত্রবেত্তা) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বু চ "তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরিস্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতম্ ॥" ইত্যাদি পুরাণবাক্যৈস্ত্রিলোক্যাঃ সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে, বিনাশিত্বে চ সর্ব্বেষামবৈশিষ্ট্যে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায়িত্ব-

---

জনগণের জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়ায় পুনর্জন্ম অবশ্য হইবেই। যাঁহারা এইরূপে ক্রমমুক্তিফল উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই তদ্বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ হয়, অন্যের হয় না। প্রমাণ—"তাঁহারা সকলে প্রতি সৃষ্টিকাল আসলে উৎপত্তি লাভ করেন এবং ব্রহ্মার পরমায়ু অবসানে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রবেশ করেন।" —এস্থলে 'পরের অন্তে' পদে—ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে, কৃতাত্মা—যাঁহাদের মন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্ম্মদ্বারা যাঁহাদের ব্রহ্মলোক লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের মোক্ষ নাই, ইহাই মীমাংসা। কিন্তু আমাকে পাইয়া যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম নাই ॥ ১৬ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[এইরূপে সকল লোকেই পুনরাবৃত্তি (পতনের) সম্ভাবনা আছে—ইহা প্রদর্শনপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতেছেন—] হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোক বা লোকবাসীই পুনরাবর্ত্তনশীল অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে আশ্রয় করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥

নিমিত্তোহসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোহহ্ন্যহনি ত্রিলোক্যা উৎপত্তির্নিশিনিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণো-হহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোহবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো যদহস্তদ্ যে বিদুঃ, যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন যে বিদুস্ত এব সর্ব্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ, যেষাস্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং, তে তথাহহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতং "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামুপলক্ষণার্থম্। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং, তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশাভর্ব্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি, চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং, তাবৎপ্রমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, 'তপস্বী, দানশীল, বিরাগী ও সহনশীল পুরুষগণ ত্রিলোকের উর্দ্ধস্থিত শোকশূন্য স্থান লাভ করেন' ইত্যাদি পুরাণবাক্য দ্বারা ত্রিভুবন অপেক্ষা মহর্লোক প্রভৃতির উৎকর্ষ জানা যায়, বিনাশ-শীলতাবিষয়ে সকলেরই পার্থক্য না থাকায় কিপ্রকারে ঐ বৈশিষ্ট্য থাকে? এই আশঙ্কায় বহুকল্পকালস্থায়িত্বই উহার বিশেষত্ব, ইহা জ্ঞাপনার্থ নিজের পরিমাণে ব্রহ্মার আয়ু শত বৎসর, তাঁহার প্রতিদিবসে ত্রিলোকের উৎপত্তি এবং প্রতি রজনীতে প্রলয় হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মার অহোরাত্রের পরিমাণ বলিতেছেন—"সহস্র" ইত্যাদি। এক সহস্র যুগে যাহার সমাপ্তি, তাহাই ব্রহ্মার দিবাভাগ, ইহা যাঁহারা জানেন ; এক সহস্র যুগে যাহার অবসান, তাহাই ব্রহ্মার রাত্রিভাগ, ইহা যাঁহারা যোগ-বলে জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষগণই আহোরাত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞ। যাঁহাদের কেবল চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিদ্বারা দিবারাত্রির জ্ঞান, তাঁহারা সেরূপ

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

অহরাগমে (ব্রহ্মার দিন সমুপস্থিত হইলে) অব্যক্তাৎ (কারণরূপ অব্যক্ত হইতে) সর্ব্বাঃ (সমুদয়) ব্যক্তয়ঃ (চরাচর ভূতসকল) প্রভবন্তি (প্রকাশ পায়), রাত্র্যাগমে (পুনরায় রাত্রির আগমে) তত্র (সেই) অব্যক্তসংজ্ঞকে এব (অব্যক্ত নামক তত্ত্বেই) প্রলীয়ন্তে (লয়প্রাপ্ত হয়)। ১৮ ॥

অহোরাত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন, কারণ তাঁহারা অল্পজ্ঞ। যুগশব্দদ্বারা এস্থানে চতুর্যুগ অভিপ্রেত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—"এক-সহস্র চতুর্যুগ ব্রহ্মার দিবাভাগ বলিয়া কথিত হয়।" 'ব্রহ্মার' শব্দদ্বারা মহর্লোকাদিবাসিগণও লক্ষিত হইয়াছেন। তাহাতে কালগণনার ইহাই রীতি—মানুষদিগের একবর্ষ দেবগণের অহোরাত্র, সেইপ্রকার অহোরাত্র দ্বারা পক্ষ ও মাসাদি কল্পনা করিয়া দ্বাদশসহস্র বর্ষে চতুর্যুগ হইয়া থাকে। এই চতুর্যুগের একসহস্রবার আবৃত্তির কাল ব্রহ্মার দিন। আবার সেই পরিমাণ রাত্রি। তাদৃশ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষ ও মাসাদিক্রমে একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু ॥ ১৭ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—['তপস্বী, দানশীল, বিগতরাগ ও তিতিক্ষাশীল ব্যক্তি-গণ ত্রিলোকের উপরি লোকশূন্য স্থান লাভ করেন'—ইত্যাদি পুরাণোক্ত বাক্যদ্বারা ত্রিলোক অপেক্ষা মহর্লোকাদির উৎকৃষ্টত্ব জানা যায়। বিনাশী বলিয়া সকলই ত' সমান, তবে আর তাহাদের বিশেষত্ব কি? এই আশঙ্কায় অল্পকালস্থায়ী অন্য লোকাদি হইতে মহর্লোকাদি দীর্ঘকালস্থায়ী, এই বিশেষত্ব বলিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মার স্বীয় পরিমিত শতবর্ষ আয়ুর প্রত্যেক দিনে ত্রিলোকের উৎপত্তি এবং প্রত্যেক রাত্রিতে ত্রিলোকের প্রলয় হয়—ইহাই দেখাইবার জন্য ব্রহ্মার অহোরাত্রের পরিমাণ

শ্রীধরঃ—ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিত্যাদি। কার্য্যস্যাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি, কদা অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্যোপক্রমে, তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে; কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্বিদুস্তস্যাহ্ন আগমেঽব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি, যাঞ্চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্ত ইতি দ্বয়োরন্বয়॥১৮॥

স্বঃ অনুঃ—তাহাতে কি ফল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অব্যক্তাদ্" ইত্যাদি। অব্যক্ত কার্য্যের অপ্রকাশিত অবস্থা, কারণস্বরূপ। সেই অব্যক্ত—কারণ হইতে যাহা অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ চরাচর ভূতসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। কখন? ব্রহ্মার দিবসের আরম্ভে। সেইরূপ ব্রহ্মশয়নে রাত্রিভাগের আরম্ভে সেই কারণরূপ অব্যক্তে ভূতসমূহ লীন হয়। অথবা তাহারা অহোরাত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া বিহিত হয় না। কিন্তু প্রসিদ্ধ অহোরাত্রজ্ঞ মানবগণ ব্রহ্মার যে দিবার বিষয় জানেন, সেই দিবার আগমনে কারণ হইতে কার্য্যসমূহ প্রকাশিত হয় এবং যাহাকে রাত্রি বলিয়া জানেন, তাহার আরম্ভে প্রলয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে উভয় শ্লোকের অন্বয়॥ ১৮॥

বলিতেছেন—]সহস্র চতুর্যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার একদিন এবং চতুঃসহস্র যুগপরিমিতা রাত্রি যাঁহারা অবগত আছেন, সেই সকল ব্যক্তিগণ অহোরাত্রবেত্তা॥১৭॥ মূঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[তাহাতে কি ফল? তাহাই বলিতেছেন—] ব্রহ্মার দিন সমুপস্থিত হইলে কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদয় চরাচর ভূতসকল প্রকাশ পায়। পুনরায় রাত্রির আগমে সেই অব্যক্ত নামক তত্ত্বেই লয়-প্রাপ্ত হয়॥ ১৮॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

পার্থ! (হে পার্থ!) অয়ং সঃ এব (সেই সমুদয়) ভূতগ্রামঃ (ভূতগণই) অহরাগমে (দিবাগমে) ভূত্বা ভূত্বা (বারবার উৎপন্ন হইয়া) রাত্র্যাগমে (রাত্রির উপস্থিতিতে) প্রলীয়তে (লয়প্রাপ্ত হয়), [পুনরায়] অবশঃ (কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া) প্রভবতি (উদ্ভূত হয়) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচর-প্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহো যঃ প্রাগাসীৎ, স এবায়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে, প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি, নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীঃ অনুঃ—তাহাতে কৃত কর্ম্মের ফলের বিনাশ ও অকৃত কর্ম্মের ফলের উপস্থিতির আশঙ্কা বারণ করিয়া বৈরাগ্যের নিমিত্ত সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রবাহের অবিচ্ছেদ দেখাইতেছেন—"ভূতগ্রামঃ" ইত্যাদি। ভূতগ্রাম—স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিসমূহ, যাহারা পূর্ব্বকল্পে ছিল, তাহারাই দিবাভাগের আরম্ভে প্রকাশিত হইয়া রাত্রির আগমনে লীন হয় ; প্রলীন হইয়া আবার দিবাভাগের আগমনে কর্ম্মাদির অধীন হইয়া জন্মলাভ করে, অন্যে নহে ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[ইহাতে কৃতকর্ম্মের ফলনাশ এবং অকৃত কর্ম্মের ফলাগম—এই দুই দোষের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া বৈরাগ্য উৎপন্ন করিবার জন্য সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহ যে অবিরাম চলিতেছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—] হে পার্থ! পূর্ব্বকল্পের সেই সমুদয় ভূতগণ দিবাগমে বার বার উৎপন্ন হইয়া রাত্রির উপস্থিতিতে লয়প্রাপ্ত হয়, পুনরায় কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া উদ্ভূত হয় ॥ ১৯ ॥

পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০॥
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

তু (পরন্ত) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ (উক্ত অব্যক্তভাব হইতে) পরঃ অন্যঃ (অন্য শ্রেষ্ঠ) সনাতনঃ (সনাতন) অব্যক্তঃ (অব্যক্ত) যঃ ভাবঃ (যে ভাব আছে), সঃ (তাহা সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতের) নশ্যৎসু (নাশ হইলেও) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় না) ॥২০॥

অব্যক্তঃ (সেই অব্যক্তকে) অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ (অক্ষর বলে), [শ্রুতিগণ] তং (তাঁহাকে) [ভূতানাং—ভূতগণের] পরমাং গতিম্ (পরমা গতি) আহুঃ (বলেন)। যং (যাঁহাকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইলে) [জীবাঃ—জীবগণ] ন নিবর্ত্তন্তে (সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে না), তৎ (সেই অব্যক্ত) মম (আমার) পরমং ধাম (পরম ধাম) ॥২১॥

শ্রীধরঃ—লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাম্। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতো যোহন্যস্তদ্বিলক্ষণোহব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ, সনাতনোহনাদিঃ, স তু সর্ব্বেষু কার্য্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোহব্যক্তোহতীন্দ্রিয়ঃ অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি উক্তস্তথা "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (মু ১।১।৭) ইত্যাদি শ্রুতিষ্বক্ষর ইত্যুক্তম্। তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহুঃ—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ। পরমগতিত্বমেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি, তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপম্। মমেত্যুপচারে ষষ্ঠি, রাহোঃ শিরঃ ইতিবৎ। অতোহহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

স্বঃ অনুঃ—সমস্ত লোকের অনিত্যতা দেখাইয়া পরমেশ্বর-স্বরূপের নিত্যতা বিবৃত করিতেছেন—"পরঃ" ইত্যাদি দুই শ্লোক। সেই চরাচরের কারণস্বরূপ অব্যক্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহারও কারণভূত যে, অপর—তাহা হইতে বিশিষ্ট অব্যক্ত—চক্ষুরাদির অগোচর ভাব আছে, তাহা সনাতন—অনাদি। সেই ভাব সমগ্র কার্য্যকারণভাবগুলি নাশ পাইলেও বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

স্বঃ অনুঃ—অবিনাশিতা-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইয়া বলিতেছেন—"অব্যক্তঃ" ইত্যাদি। যে ভাব (বস্তু বা পদার্থ)—অব্যক্ত—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অক্ষর—প্রবেশ (সৃষ্টি) ও নাশহীন ইত্যাদি কথিত হইয়াছে এবং শ্রুতিতেও আছে—"অক্ষর হইতে এই বিশ্ব সম্ভূত হয়, সেই ভাব (বস্তু বা পদার্থ) অক্ষরনামে কথিত হয়। তাহাকেই শ্রেষ্ঠ গতি—প্রাপ্য পুরুষার্থ বলিয়াছেন। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনিই শেষসীমা, তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য।" তাঁহার পরমগতিত্ব বলিতেছেন—যাঁহাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন নাই, তাহা আমারই ধাম—স্বরূপ। 'আমার' এই শব্দে উপচারে (অভেদে) ষষ্ঠি,—যেমন 'রাহুর মস্তক' (মস্তকাংশই 'রাহু' নামে পরিচিত)। অতএব আমিই অন্তিম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য ॥ ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[লোকসমূহের অনিত্যত্ব বর্ণন করিয়া পরমেশ্বর-স্বরূপের নিত্যত্ব এক্ষণে দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—] পরন্তু, উক্ত অব্যক্ত ভাব হইতে পৃথক শ্রেষ্ঠ, সনাতন, অব্যক্ত যে ভাব আছে, তাহা সর্ব্বভূতের নাশ হইলেও বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

মূঃ অনুঃ—[পরমেশ্বরের অবিনাশ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইয়া বলিতেছেন—] সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে। শ্রুতিগণ তাঁহাকে ভূতসমূহের পরমা গতি বলেন। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবগণ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, সেই অব্যক্ত আমার পরম ধাম ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২॥
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

পার্থ ! (হে পার্থ !) ভূতানি (ভূতগণ) যস্য (যাঁহার) অন্তঃস্থানি (অন্তঃস্থ হইয়া বর্ত্তমান). যেন (যিনি) ইদং সর্ব্বং (এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড) ততম্ (ব্যাপিয়া আছেন), সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষ) [অহং—আমি] অনন্যয়া (ঐকান্তিকী) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) লভ্যঃ (লভ্য) ॥ ২২ ॥

ভরতর্ষভ ! (হে ভরতর্ষভ !) যত্র কালে (যে কালে) প্রয়াতাঃ (গমন করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলে) যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাবৃত্তিম্ (অনাবৃত্তি) আবৃত্তিং চ (ও আবৃত্তি) যান্তি (লাভ করেন), [অহং—আমি] তং কালং (সেই কালের কথা) বক্ষ্যামি বলিতেছি ॥ ২৩॥

শ্রীধরঃ—তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি ; স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া—ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একান্তভক্ত্যৈব লভ্যো, নান্যথা ; পরত্বমেবাহ—যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেনেদং সর্ব্বং জগত্ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২২॥

শ্রীধরঃ—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎ পদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, অন্যে ত্বাবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্ত্তন্তে, কেন বা গতাশ্চাবর্ত্তন্ত ইত্যপেক্ষয়ামাহ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি, যস্মিংশ্চ কালে প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি, তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ "রশ্ম্যনুসারী", "অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে" ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষমরণস্য ত্ববিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীর্দ্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ—যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিনঃ উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিঞ্চ

যান্তি, তং কালাভিমানি-দেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদি-শব্দোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ "সাহচর্য্যাদাম্রবনম্" ইত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ॥ ২৩ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ— তাহার প্রাপ্তিবিষয়ে ভক্তিই অন্তরঙ্গ উপায়, ইহা বলিতেছেন—"পুরুষ" ইত্যাদি। সেই পরমপুরুষ আমাকে অনন্যা—যাহার অন্য কোন আশ্রয় নাই ঈদৃশী ঐকান্তিকা ভক্তি দ্বারা লাভ করিতে হইবে, অন্য প্রকারে নহে। তাঁহার শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন—কারণস্বরূপ যাঁহার মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিত এবং যিনি কারণরূপে থাকিয়া এই সমগ্র জগতে তত—ব্যাপ্ত আছেন ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে পরমেশ্বরের উপাসকগণ তাঁহার লোক প্রাপ্ত হইয়া আর প্রত্যাবৃত্ত হন না, তদ্ব্যতীত অপরে প্রত্যাবৃত্ত হন,—ইহা বলা হইল। তাহাতে কোন্ পথে গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন না ? আর কোন্ পথে গিয়া আবার প্রত্যাবর্ত্তন করেন ? এই প্রশ্নোত্তরে বলিলেন—"যত্র কালে" ইত্যাদি। 'যত্র' যে সময়ে গমন করিয়া যোগিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, আবার যে সময়ে গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, সেই সময় বলিতেছি। এই বিষয়ে 'রশ্মির অনুসারী' (গমনাগমন) বুঝিতে হইবে। অতএব 'দক্ষিণায়নেও" এইপ্রকার সূত্রগত নির্দ্দেশ থাকায় উত্তরায়ণ প্রভৃতি বিশেষকালে মরণ অভিপ্রেত নহে। অতএব কালশব্দদ্বারা কালের অভিমানী (অধিষ্ঠাতা) দেবগণকর্ত্তৃক প্রাপ্য পথ লক্ষিত হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ এইরূপ—যে কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপলক্ষিত পথে গমন করিয়া যোগিগণ—উপাসক ও কর্ম্মিগণ যথাক্রমে পুনর্ব্বার সংসারের জন্মশূন্যতা ও জন্ম লাভ করেন, সেই কালের অভিমানী দেব-

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪॥

অগ্নিঃ (অগ্নি), জ্যোতিঃ (জ্যোতি), অহঃ (শুভদিন), ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ (ষণ্মাসরূপ উত্তরায়ণকালে)—(ঐরূপ সময়ে) প্রয়াতাঃ (দেহত্যাগকারী) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্ম লাভ করেন) ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—অত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ—অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ

গণের উপলক্ষিত পথ আমি বলিব। অগ্নি ও জ্যোতির পক্ষে কালের অভিমানিত্বের অভাবেও দিবাদি বহুবিষয়ের কালাভিমানিত্ব ও তাহাদের সহিত একসঙ্গে প্রযুক্ত হওয়ায় কালশব্দদ্বারা লক্ষ্য করায় কিছুই বিরুদ্ধ হয় নাই, যেমন আম্রবন বলিলে তাহার, মধ্যস্থিত অন্যান্য অল্পসংখ্যক বৃক্ষও অবিরোধে লক্ষিত হয় ॥ ২৩ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[সেই পরমেশ্বর-প্রাপ্তির পক্ষে ভক্তিই অন্তরঙ্গ উপায়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন—] হে পার্থ! ভূতগণ যাঁহার অন্তঃস্থ হইয়া বর্ত্তমান, যিনি এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরমপুরুষ আমি ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা লভ্য ॥ ২২ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেইজন্য এইরূপ পরমেশ্বরের উপাসকেরা সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া আর সংসারে ফিরিয়া আসেন না। অন্যেরা ফিরিয়া আসে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ পথে গমন করিলে ফিরিয়া আসে না, কোন্ পথে গেলে ফিরিয়া আসে, ইহাই বলিতেছেন—] হে ভরতর্ষভ! যে কালে গমন করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি লাভ করেন, আমি সেই কালের কথা বলিতেছি ॥ ২৩॥

ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সম্বৎসর-দেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্ ; এবম্ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথা চ শ্রুতিঃ,—"তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যামাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকম্" ইতি। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ দর্শননিষ্ঠানাং গতির্ব্বা ক্বচিদস্তি, "ন তস্মৈ প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ॥ ২৪॥ (শ্রীধরঃ)

স্বঃ অনুঃ—তাহার মধ্যে অনাবৃত্তির পথ বলিতেছেন—"অগ্নিঃ" ইত্যাদি। অগ্নি ও জ্যোতিঃশব্দদ্বারা বেদোক্ত অর্চ্চির অভিমানী দেবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রুতি—"তাঁহারা অর্চ্চি দেবতার চালিত পথে শ্রীহরির ধামে উপস্থিত হন।" অহঃ-শব্দে দিবসের অভিমানী, শুক্লশব্দে শুক্লপক্ষের অধিষ্ঠাতা; 'উত্তরায়ণরূপ ছয়মাস' ইহাতে উত্তরায়ণের অভিমানিনী দেবতা, ইহাও বেদোক্ত সংবৎসর, দেবলোকাদি অন্যান্য দেবেরও উপলক্ষণ। এইপ্রকার যে পথ, তাহাতে প্রস্থিত ভগবানের উপাসক পুরুষেরা ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ; কারণ, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ। শ্রুতির প্রমাণ যথা—"তাঁহারা অর্চ্চি-অভিমানিনী দেবতার সহিত মিলিত হন, তথা হইতে দিবসাভিমানিনী, শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণাভিমানিনী ও দেবলোকাভিমানিনী দেবতার সহিত ক্রমশঃ সংযুক্ত হন।" যাহারা সম্যগ্-দর্শনে নিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, এইরূপ সদ্যোমুক্তির অধিকারী মানবগণের কোনও দিকে প্রয়াণ নাই ; কারণ, এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ আছে—"প্রাণসমূহ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না" ॥ ২৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[যে পথে যাইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই অনাবৃত্তি-মার্গের কথা বলিতেছেন—] অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন, শুক্লপক্ষ, ষন্মাসরূপ উত্তরায়ণকাল—এইরূপ সময়ে দেহত্যাগকারী ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

ধূমঃ (ধূম), রাত্রিঃ (রাত্রি), কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ) তথা (এবং) দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়ন) ষণ্মাসাঃ (ছয় মাস)—তত্র (ইহাদের উপলক্ষিত পথে) [প্রয়াতঃ—গমনকারী] যোগী (কর্ম্মযোগী) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (চন্দ্রজ্যোতিঃ বা চন্দ্রলোক , প্রাপ্য (লাভ করিয়া) নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্তন করেন) ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—আবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপ-ষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভির্দ্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে। অত্রাপি শ্রুতিঃ,—'তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং, তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি" ইত্যাদি। তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তি নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রকর্ম্মণাস্তু জন্তূনাং অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম ॥ ২৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ বলিতেছেন—"ধূমঃ" ইত্যাদি। ধূম—ধূমাভিমানিনী দেবতা। রাত্র্যাদি শব্দ দ্বারা পূর্ব্বের মতই রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নরূপ ষণ্মাসের অভিমানিনী তিন দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই দেবতাগণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে গমনকারী কর্ম্মযোগী চন্দ্রের জ্যোতির দ্বারা উপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় যজ্ঞাদি ও কূপাদিদানের ফলের ভোগান্তে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন। এ বিষয়েও শ্রুতি বলেন—"তাঁহারা ধূমাভিমানিনী দেবতার সহিত মিলিত হন। তাহা হইতে ক্রমে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ষণ্মাস,

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

জগতঃ (জগতের) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) এতে (এই) গতী হি (দুইটী গতি) শাশ্বতে (সনাতনী বলিয়া) মতে (প্রসিদ্ধা)। একয়া (একটি দ্বারা অর্থাৎ শুক্লমার্গদ্বারা অনাবৃত্তিং (অনাবৃত্তি) যাতি (লাভ করে), অন্যয়া (অন্যটীদ্বারা, কৃষ্ণমার্গদ্বারা) পুনঃ (পুনরায়) আবর্ত্ততে (আবর্ত্তন করে) ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লেতি। শুক্লার্চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ, এতে গতী মার্গৌ জ্ঞান-কর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদিসম্মতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ, তয়ো-রেকয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে ॥২৬॥

পিতৃলোক এবং চন্দ্রের অভিমানিনী দেবতার সহিত মিলিত হন ; সেই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হইয়া যান।” ইত্যাদি। অতএব, এইরূপে নিবৃত্তিমার্গের কর্ম্মসহিত উপাসনাদ্বারা ক্রম-মুক্তি, কাম্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গভোগের পর পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন, নিষিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা নরক-ভোগান্তে পুনর্জন্ম। কিন্তু ক্ষুদ্রকর্ম্মকারী জীবগণের এস্থানেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে। ইহাই দ্রষ্টব্য ॥ ২৫ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—উক্ত পথ দুইটীর উপসংহার করিতেছেন—“শুক্ল” ইত্যাদি। শুক্ল—প্রকাশময়ত্বহেতু অর্চ্চিরাদি পথ। কৃষ্ণ—তমোময় বলিয়া ধূমাদিপথ। এই মার্গদ্বয় যথাক্রমে জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিকারীর পক্ষে। সংসার অনাদি হওয়ায় এই মার্গদ্বয়ও অনাদি। তন্মধ্যে একটী—শুক্লা গতিতে মোক্ষপ্রাপ্তি ও অন্যটী—কৃষ্ণা গতিতে পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে ॥২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[এক্ষণে আবৃত্তিমার্গের কথা বলিতেছেন—] ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন ছয়মাস—ইহাদের উপলক্ষিত পথে গমনকারী কর্ম্মযোগী চন্দ্রালোক লাভ করিয়া পুনরাবর্ত্তন করেন ॥ ২৫ ॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তোভবার্জ্জুন॥ ২৭॥

পার্থ! (হে পার্থ!) এতে (এই) সৃতী (গতিদ্বয়) জানন্ (অবগত হইয়া) কশ্চন যোগী (কোনও ভক্তিযোগী) ন মুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হন না)। তস্মাৎ (অতএব) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) সর্ব্বেষু কালেষু (সর্ব্বদা) যোগযুক্তঃ ভব (যোগসম্পন্ন হও) ॥২৭॥

শ্রীধরঃ—মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি—নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ, হে পার্থ! মোক্ষসংসার-প্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি—সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥ ২৭॥

স্বঃ অনুঃ—ঐ পথের জ্ঞান-বিষয়ে ফল নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তিযোগের সমাপ্তি করিতেছেন—"নৈতে" ইত্যাদি। হে পার্থ! এই মার্গদ্বয় ক্রমে মোক্ষ ও সংসারের প্রাপক জানিয়া কোনও ভক্তিযোগী মোহ লাভ করেন না—সুখবোধে স্বর্গাদিফল কামনা করেন না, কিন্তু পরমেশ্বরেই নিষ্ঠাবান্ হইয়া থাকেন। অন্য কথাগুলি স্পষ্ট॥ ২৭॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বোক্ত পথ দুইটীর কথা উপসংহার করিতেছেন—] জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই দুইটী গতি সনাতনী বলিয়া প্রসিদ্ধা। একটী দ্বারা (শুক্লমার্গদ্বারা) অনাবৃত্তি-লাভ হয়, অন্যটীদ্বারা (কৃষ্ণমার্গদ্বারা) পুনরাবর্ত্তন হয়॥ ২৬॥

মূঃ অনুঃ—[জ্ঞানমার্গের ফল দেখাইয়া ভক্তিযোগের উপসংহার করিতেছেন—] হে পার্থ! এই গতিদ্বয় অবগত হইয়া কোনও ভক্তিযোগী মোহপ্রাপ্ত হন না। অতএব হে অর্জ্জুন! সর্ব্বদা যোগসম্পন্ন হও॥ ২৭॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে তারকব্রহ্ম-যোগ নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

বেদেষু (বেদ), যজ্ঞেষু (যজ্ঞ), তপঃসু (তপঃ) দানেষু চ এব) (এবং দানসমূহেও) যৎ (যেই) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে), ইদং (ইহা), বিদিত্বা (অবগত হইয়া) যোগী (ভক্তিযোগী) তৎ সর্ব্বম্ (সেই সমস্ত ফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন) চ (এবং) আদ্যং (আদিকারণরূপ) পরং স্থান (পরম অপ্রাকৃত স্থান) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥২৮॥

শ্রীধরঃ—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেষ্বিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ,যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু সৎপাত্রেঽর্পণাদিভিঃ, যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু, তৎসর্ব-মত্যেতি, ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা ? ইদমষ্ট-প্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা, ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টম্ আদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রাপ্নোতি ॥২৮॥

অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টেষ্টসংপৃষ্টার্থবিনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমষ্টধামাপ্তিঃ[১] স্পষ্টিতোৎকৃষ্টবর্ত্মনা ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়ং সুবোধিন্যাং
তারকব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

১। 'অক্লিষ্টমষ্টধাপ্রাপ্তিঃ' ইত্যপি পাঠঃ।

স্বঃ অনুঃ—এই অধ্যায়ে আটটি প্রশ্নের অর্থ নিশ্চয়ফলের সহিত উপসংহার করিলেন—"বেদেষু" ইত্যাদি। বেদসমূহে—অধ্যয়নাদি দ্বারা, যজ্ঞসমূহে—অনুষ্ঠানদ্বারা, তপস্যাগুলিতে—শরীর-শোষণাদিদ্বারা, দানসকলে—সৎপাত্রে বিতরণ দ্বারা যে সমস্ত পুণ্যফল শাস্ত্রসমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে, যোগী সেই সমস্তকে অতিক্রম করেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। কি করিয়া? এই অষ্ট প্রশ্নার্থের তত্ত্ব জানিয়া। তাহার পর যোগী (শুদ্ধ) জ্ঞানী হইয়া উৎকৃষ্ট আদ্য—জগতের মূল কারণ বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হন ॥২৮॥

এই অষ্টম অধ্যায়ে আটটি বিশেষ বিশেষ অভীষ্ট প্রশ্নের উত্তর-নির্ণয়দ্বারা অক্লেশে অষ্টপ্রকার স্থান প্রাপ্তির তত্ত্ব স্পষ্টিকৃত হইল।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা 'সুবোধিনী'তে

তারকব্রহ্ম-যোগ-নামক অষ্টম অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[অধ্যায়ের অভিপ্রায় যে অষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়, তাহা এবং তাহার ফল দেখাইয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন—] বেদ, যজ্ঞ, তপঃ ও দানসমূহে যেই পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া ভক্তিযোগী সেই সমস্ত ফল অতিক্রম করেন এবং 'আদিকারণ-স্বরূপ পরম অপ্রাকৃত স্থান প্রাপ্ত হন ॥২৮॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণা-র্জ্জুন-সংবাদে 'তারকব্রহ্ম-যোগ' নামক অষ্টম অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

ব্রহ্ম—'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম', পরম আত্মাই ব্রহ্ম। "বৃহত্ত্বাদ বৃহংণত্বাচ্চ 'ব্রহ্ম' ইতি নিগদ্যতে।" অর্থাৎ বৃহত্ত্ব ও পালকত্বহেতু ঈশবস্তুই ব্রহ্ম; "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ" (গীঃ ১৪।২৭)। ভগবান্ বলিলেন, —'আমিই অমৃত ও অব্যয়স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়'। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে 'ব্রহ্মসংহিতা'র উক্তি—

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অর্থাৎ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভাহইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ভগবানের অসম্যক্ নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব-বিশেষই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-শব্দে বেদ, তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদিও বুঝায়।

অধ্যাত্ম—স্বভাব অর্থাৎ দেহকে অধিষ্ঠানজ্ঞানে ভোক্তৃভাবে যে অবস্থান তাহাই অধ্যাত্ম।

কর্ম্ম—দেবতার উদ্দেশে দান বা যজ্ঞাদি।

অধিভূত—ক্ষর ভাব অর্থাৎ দেহাদি পদার্থ।

অধিদৈবত—নিজ অংশভূত সর্ব্ব দেবতার অধিপতি সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী যে বৈরাজপুরুষ তিনিই অধিদৈবত।

অধিযজ্ঞ—দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত অন্তর্য্যামী পুরুষ,—যিনি যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞপ্রবর্ত্তক ও যজ্ঞফলদাতা।

অক্ষর—ভগবান্, ব্রহ্ম, পরমাত্মা। "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (মুণ্ড উঃ ১।১।৭)

পরিপ্রশ্নমালা

১। ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ কাহাকে বলে ? (গীঃ ৮।৩-৪)

২। দেহান্তকালে ভগবৎস্মৃতি ও প্রণবোচ্চারণের কি ফল ? (গীঃ ৮।৫, ১৩)

৩। জন্মান্তরে বিভিন্ন দেহ ও লোকপ্রাপ্তির হেতু কি ? (গীঃ ৮।৬)

৪। ভগবান্ কাহার সুলভ এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির ফল কি ? (গীঃ ৮।১৪-১৫, ২২)

৫। অহোরাত্রবিৎ কাহারা ? (গীঃ ৮-১৭)

৬। অর্চ্চিরাদিমার্গ ও ধুমাদিমার্গের পার্থক্য কি (গীঃ ৮।২৪-২৫)

৭। ভক্তিযোগীর কি সাধনান্তর আবশ্যক হয় ? তাঁহার প্রাপ্য স্থান কিরূপ ? (গীঃ ৮।২৮)

নবমোঽধ্যায়ঃ

রাজগুহ্যযোগ

কথাসার

সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে শুদ্ধভক্তির দ্বারাই পরতত্ত্ব লাভ হয়, অন্য উপায়ে হয় না; ইহা উক্ত হইয়াছে। এখন স্বীয় অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ও ভক্তির অসাধারণ প্রভাব এই অধ্যায়ে উক্ত হইতেছে।

অসূয়ারহিত পুরুষই সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরমবিজ্ঞানযুক্ত উপদেশ লাভ করিয়া সমস্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে মুক্ত হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা গুহ্য, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে কথিত ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান গুহ্যতর, আর কেবল ভক্তি-লক্ষণ-জ্ঞান গুহ্যতম। এই জ্ঞানই রাজবিদ্যা ও সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষাও গুহ্য। শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ অন্য উপায়ে ভগবান্‌কে পাইতে যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসারে ভ্রমণ করে। ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবের মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিত আছে। ভগবান্‌কে 'ভূতভৃৎ' 'ভূতস্থ' ও 'ভূতভাবন' বলা হয়। তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ না থাকায় তিনি সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ। কল্প সমাপ্ত হইলে সমস্ত ভূতই ভগবানের প্রকৃতিতে প্রবেশ করে ও পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতির দ্বারা ভগবৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। ভগবানের কটাক্ষের দ্বারা চালিত হইয়াই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করে। মূঢ় ব্যক্তিগণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানব-দেহ মনে করে এবং ভগবানের দেহ মনুষ্যদেহের ন্যায় ঔপাধিক ও জন্ম-মৃত্যুর অধীন—এরূপ কল্পনা করিয়া নরকপথের পথিক হয় ও নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করে। যাঁহারা প্রকৃত মহাত্মা, তাঁহারাই দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক সর্ব্বদা ভগবানের কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তির সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভগবানের

উপাসনা করেন। অহংগ্রহোপাসক, প্রতীকোপাসক ও বিশ্বরূপোপাসকগণ সকলেই মন্দবুদ্ধি। প্রতীকোপাসকগণ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ কামনা করে এবং স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্য-ক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে। এইরূপে তাহাদের পুনঃ পুনঃ গতায়াত হইয়া থাকে।

যাঁহারা অন্যাভিলাষরহিত হইয়া একমাত্র ভগবানের ভজনা করেন, সেই সকল শরণাগত ব্যক্তিরই সমস্ত ভার ভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহাদের পূজা অবৈধ। তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করে। অন্য দেবতা ও পিতৃগণের উপাসকগণ ক্ষয়িষ্ণু লোকে গমন করিয়া থাকে; কিন্তু কৃষ্ণের উপাসকগণ নিত্য মঙ্গল লাভ করেন। কৃষ্ণ একমাত্র ভক্তির বশ। তাঁহাতেই সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করা কর্ত্তব্য। ভগবানের একনিষ্ঠ ভজনকারী ব্যক্তি স্থূল দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুরাচার প্রতীত হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবানের ভজনকারীর প্রাকৃত কোন দুরাচার থাকে না। ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নাই। অতিশয় পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবদ্ভজনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিতে পারেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহার অনুশীলন করিলে নিশ্চয়ই তাহার সেবা লাভ করা যাইবে।

শিক্ষা—একমাত্র শুদ্ধভক্তির দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। শুদ্ধভক্তিযোগই 'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ।' প্রকৃতি মূল কারণ নহে। ভগবানের ঈক্ষণেই তাহার সৃষ্টিসামর্থ্য। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ নিত্য। তাঁহার দেহদেহীতে ভেদ নাই। আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তি। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। অন্যদেবতার স্বতন্ত্র-পূজা অবৈধ। ভগবদ্ভক্তের কখনও বিনাশ নাই। সকল শুদ্ধ জীবাত্মাই ভক্তির অধিকারী।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) ইদং (এই) গুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয়) বিজ্ঞানসহিতং তু (পরম বিজ্ঞান বা ভক্তিযুক্ত) জ্ঞানং (জ্ঞান) অনসূয়বে (অসূয়ারহিত) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি)। যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে) অশুভাৎ (সমস্ত অমঙ্গল হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে)॥ ১॥

পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।

নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে॥

শ্রীধরঃ—এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বকীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং নান্যথেত্যুক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনম্, তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়মিদং তু তেঽনসূয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তুভ্যং বক্ষ্যামি। তু-শব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং, ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং, ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্ গুহ্যতমম্; যজ্‌জ্ঞাত্বা অশুভাৎ সংসারবন্ধনান্মোক্ষ্যসে স মুক্তো ভবিষ্যসি॥ ১॥

শুদ্ধভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা অষ্টমে বর্ণিত আছে। এই নবম অধ্যায়ে অতীব অদ্ভুত সেই পরেশের ঐশ্বর্য্য বিস্তৃত-ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

সুঃ অনুঃ—এইরূপে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে নিজের পরমেশ্বর-তত্ত্ব ভক্তিদ্বারাই সহজে লভ্য, অন্য উপায়ে নহে; ইহা কথিত হইয়াছে।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

ইদং (এই জ্ঞান) রাজবিদ্যা (সকল বিদ্যার রাজা), রাজগুহ্যং (সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য), উত্তমং (অতিশয়) পবিত্রং (পবিত্র), প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষানুভব-স্বরূপ), ধর্ম্ম্যং (সমস্ত ধর্ম্মসাধক), কর্ত্তুং সুসুখং (সুখসাধ্য) [চ -- এবং] অব্যয়ম্ (অক্ষয়ফলপ্রদ বা নির্গুণ) ॥ ২ ॥

এক্ষণে মানবচিন্তার অতীত আপন ঐশ্বর্য্য ও ভক্তির অসামান্য প্রভাব বিস্তৃত করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—ইদম্” ইত্যাদি। বিশেষভাবে জানা যায় যাহা দ্বারা, তাহাই বিজ্ঞান—উপাসনা। তাহার সহিত ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান আমি তোমাকে বলিব। কারণ, তুমি অসূয়ারহিত, আমি পুনঃ পুনঃ নিজ মাহাত্ম্যই উপদেশ করিতেছি, এইরূপ ভাবিয়া পরম দয়ালু আমাতে তোমার দোষ-দর্শন নাই। 'তু' শব্দটি বৈশিষ্ট্য-অর্থে ব্যবহৃত। তাহাই বলিতেছেন—“গুহ্যতমম্” ইত্যাদি। গোপনীয় তত্ত্ব—ধর্ম্মজ্ঞান। তাহা অপেক্ষা দেহাদি হইতে বিলক্ষণ আত্মবিষয়ক জ্ঞান—গুহ্যতর। তাহা অপেক্ষাও অতি রহস্য বলিয়া পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান—গুহ্যতম। যাহা জানিয়া তুমি অশুভ—সংসারবন্ধন হইতে সত্বই মুক্ত হইবে ॥ ১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[এ পর্য্যন্ত সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে নিজ পরমেশ্বরতত্ত্ব যে ভক্তিদ্বারাই সুলভ হয়, অন্যথা হয় না—ইহা বলিয়াছেন, এক্ষণে আপন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ও ভক্তির আসাধারণ প্রভাব বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত] শ্রীভগবান্ কহিলেন—এই সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় পরম বিজ্ঞান বা ভক্তিযুক্ত জ্ঞান অসূয়ারহিত তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিলে সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা—বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যং—গুহ্যানাঞ্চ রাজা; বিদ্যাসু গোপ্যাসু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জ্জনস্যাপি পরত্বম্। রাজ্ঞাং বিদ্যা রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনম্, জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমোঽববোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলং ইত্যর্থঃ। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বেদোক্ত-সর্ব্বধর্ম্ম-ফলত্বাৎ, 'কর্ত্তুঞ্চ সুসুখং' সুখেন কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ অব্যয়ঞ্চাক্ষয়ফলত্বাৎ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "রাজবিদ্যা" ইত্যাদি। এই জ্ঞান রাজবিদ্যা—বিদ্যাসমূহের রাজা, রাজগুহ্য—গোপনীয় বিষয় সমূহেরও রাজা; বিদ্যা-সকলেরও গোপনীয় বিষয়সকলের মধ্যে অতি রহস্য—শ্রেষ্ঠ। এই শব্দদ্বয় 'রাজদন্তাদি গণের' অন্তর্গত হওয়ায় উপসর্জ্জন রাজন্ শব্দের পরে যুক্ত হইল; অথবা, [রাজবিদ্যা]—রাজগণের বিদ্যা বা রাজগণের গোপনীয়। উত্তম পবিত্র—ইহা অত্যন্ত পাবন। জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। [প্রত্যক্ষাবগম]—প্রত্যক্ষ—স্পষ্ট, অবগম—অববোধ যাহার, তাহাই প্রত্যক্ষাবগম—যাহার ফল দৃষ্ট হইয়াছে; আবার বেদে কথিত সমস্ত ধর্ম্ম-কার্য্যের ফলস্বরূপ হওয়ায়, ইহা ধর্ম্ম্য—ধর্ম্মের বহির্ভূত নহে; [কর্ত্তুঞ্চ সুসুখং]—সুসুখ—সহজে করিবার যোগ্য; ইহার ফল ক্ষয়রহিত হওয়ায় ইহা অব্যয় ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—[আর] এই জ্ঞান রাজবিদ্যা রাজগুহ্য (সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য), অতিশয় পবিত্র প্রত্যক্ষানুভবস্বরূপ, সমস্তধর্ম্মসাধক, সুখসাধ্য এবং অক্ষয়ফলপ্রদ বা নির্গুণ ॥ ২ ॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

পরন্তপ ! (হে পরন্তপ !) অস্য ধর্ম্মস্য (এই পরমধর্ম্মরূপ জ্ঞানকে) অশ্রদ্দধানাঃ (অশ্রদ্ধাকারী) পুরুষাঃ (পুরুষগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (লাভ করিতে না পারিয়া) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারমার্গে) নিবর্ত্তন্তে (পতিত থাকে) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবমপ্যতিসুকরত্বেন কে নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিত-জ্ঞানলক্ষণস্য ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্দধানা আস্তিক্যেনাস্বীকুর্ব্বন্ত উপায়ান্তরৈর্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃত-প্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে—মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, ইহা এইরূপে অতীব সুখকর হওয়ায় কাহারা সংসারী হইয়া থাকে ? তাহাতে বলিতেছেন—"অশ্রদ্দধানাঃ" ইত্যাদি। এই ধর্ম্মের—ভক্তির সহিত জ্ঞানরূপ ধর্ম্মের ; এস্থলে 'কর্ম্মে ৬ষ্ঠী' ; ইহাকে সত্য বিশ্বাসের সহিত যাহারা স্বীকার করে না, তাহারা অন্য উপায়ে আমাকে পাইবার নিমিত্ত যত্ন করিলেও আমাকে না পাইয়া মৃত্যুযুক্ত সংসারের পথে প্রত্যাবৃত্ত হয় অর্থাৎ মরণধর্ম্মশীল সংসার পথে পরিভ্রমণ করে ॥ ৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি জ্ঞান বা ধর্ম্ম অতি সহজসাধ্যই হইল, তবে কে এমন আছে, যে পুনঃ পুনঃ সংসার ভোগ করিবে ? তাহাতে বলিতেছেন—] হে পরন্তপ ! এই পরমধর্ম্মরূপ জ্ঞানকে অশ্রদ্ধাকারী, পুরুষগণ আমাকে লাভ করিতে না পারিয়া মৃত্যুব্যাপ্ত-সংসারমার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ৩ ॥

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) ইদং (এই) সর্ব্বং জগৎ (সমস্ত জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত) ; সর্ব্বভূতানি (সমস্ত ভূত) মৎস্থানি (চৈতন্যস্বরূপ আমাতে অবস্থিত)। অহং চ (কিন্তু, আমি) তেষু (তাহাদিগেতে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি ॥৪॥

শ্রীধরঃ—তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি—ময়েতি দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি ; এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুঃ এইরূপে বক্তব্য প্রস্তাবিত জ্ঞানের প্রশংসাদ্বারা শ্রোতাকে আগ্রহযুক্ত করিয়া সেই জ্ঞানই বলিতেছেন—"ময়া" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়। [অব্যক্তমূর্ত্তি]—অব্যক্ত—ইন্দ্রিয়াতীত মূর্ত্তি—স্বরূপ যাঁহার, তাদৃশ আমা-দ্বারা কারণরূপে এই সমগ্র জগৎ তত - ব্যাপ্ত। শ্রুতি যথা—'তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি। অতএব স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতই [মৎস্থ]—কারণস্বরূপ আমাতেই অবস্থিত। এইরূপ হইলেও ঘটাদিকার্য্যে মৃত্তিকাদির ন্যায় সেই সমস্ত ভূতে আমি অবস্থিত নহি। কারণ, আমি আকাশতুল্য অসঙ্গ ॥ ৪ ॥

মুঃ অনুঃ—[অতএব বক্তব্যরূপে প্রস্তাবিত জ্ঞানের উক্তরূপ প্রশংসা করত শ্রোতাকে উন্মুখ করিয়া সেই জ্ঞানই দুই শ্লোকে বলিতেছেন—] অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ আমা কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। সমস্ত ভূত চৈতন্যস্বরূপ আমাতে অবস্থিত। কিন্তু আমি তাহাদিগেতে অবস্থিত নহি ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

ভূতানি চ (ভূতগণ) ন মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত নহে), মে (আমার) ঐশ্বরং যোগং (ঐশ্বরিক অঘটন-ঘটনাচাতুর্য্য) পশ্য (দর্শন কর)। মম (আমার) আত্মা (পরমস্বরূপ] ভূতভৃৎ (ভূতগণের ধারক) ভূতভাবনঃ চ (এবং ভূতগণের পালক), [কিন্তু] ন ভূতস্থঃ (ভূতস্থ নহে) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম ; ননু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধম্ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি। মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিম্ অঘটন-ঘটনাচাতুর্য্যমিদং পশ্য মদীয়যোগমায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্য-দপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতেতি। ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ, ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ ; এবম্ভূতোহপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ যথা,—দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোহহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫ ।

স্বঃ অনুঃ—আরও "ন চ" ইত্যাদি। আমার আসক্তি-হীনতাহেতু ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে। যদি বল, তবে তোমার পূর্ব্বোক্ত একাধারে ব্যাপকত্ব ধর্ম্ম ও আশ্রয়তা পরস্পর বিরোধী হয়। তাহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"পশ্য" ইত্যাদি। আমার ঐশ্বর—অসাধারণ, যোগ—যুক্তি, অঘটনঘটনায় চাতুর্য্য দেখ। আমার যোগমায়ার বৈভব মানবচিন্তার অতীত হওয়ায় একটুও বিরুদ্ধ নহে। আরও আশ্চর্য্য দেখ—"ভূত" ইত্যাদি। যিনি ভূতদিগকে ভরণ—ধারণ করেন, তিনি ভূতভৃৎ; যিনি ভূতসমূহের ভাবন—পালন করেন, তিনি ভূতভাবন। এইরূপ হইলেও

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

বায়ুঃ (বায়ু) সর্বত্রগঃ মহান্ [অপি] (সর্ব্বব্যাপী ও মহান্ হইলেও) যথা (যেরূপ) নিত্যম্ (নিয়ত) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থান করে), [কিন্তু আকাশ তাহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না], তথা (সেরূপ) সর্বাণি ভূতানি (ভূতসকলও) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) [কিন্তু আমি তাহাতে সংশ্লিষ্ট হই না] ইতি (ইহা) উপধারয় (জানিও) ॥৬॥

শ্রীধরঃ—অসংশ্লিষ্টয়োরপি আধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। অবকাশং বিনাবস্থানানুপপত্তের্নিত্যমাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬ ॥

আমার আত্মা—পরমস্বরূপ, ভূতস্থ নহে। ভাবার্থ এই—যেরূপ জীব দেহ ধারণ ও পোষণ করিয়া অহঙ্কারের আশ্রয়ে তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে, এইরূপে কিন্তু আমি সমগ্র ভূতগ্রাম ধারণ ও পালন করিয়াও অহঙ্কার না থাকায় সেই সকল ভূতে সংশ্লিষ্ট নহি ॥ ৫ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—অনাসক্ত উভয়ের আধার ও আধেয় ভাব দৃষ্টান্ত-দ্বারা বলিতেছেন—"যথা" ইত্যাদি। অবকাশ ব্যতীত কোন বস্তুর অবস্থান হইতে পারে না বলিয়া যেমন বায়ু সর্ব্বদা আকাশে থাকিয়াও, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াও, বিপুল-পরিমাণ হইলেও, অবয়ববিহীন হওয়ায় সংযোগের অভাবে আকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, সেইরূপে সমস্ত ভূতই আমাতে অবস্থিত বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও—তাহা হইলে পূর্বোক্ত সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব বিরুদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] ভূতগণ আমাতে অবস্থিত নহে। আমার ঐশ্বরযোগ অর্থাৎ ঐশ্বরিক অঘটন ঘটনাচাতুর্য্য দর্শন কর। আমার পরমস্বরূপ ভূতগণের ধারক ও ভূতগণেব পালক হইয়াও ভূতস্থ নহে ॥৫॥

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়সময়ে) সর্বাণি ভূতানি (এই সমুদয় ভূত) মামিকাং প্রকৃতিং (আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়াতে) যান্তি (লয়প্রাপ্ত হয়), পুনঃ (পুনরায়) কল্পাদৌ (কল্পারম্ভে) [অহং—আমি] তানি (তাহাদিগকে) বিসৃজামি (বিশেষভাবে সৃষ্টি করি) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তম্, তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বঞ্চাহ—সর্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে, পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে যোগমায়া-কর্ত্তৃক অসঙ্গ আমার স্থিতির কারণ বলা হইল। সেই যোগমায়া কর্তৃক সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণতাও বলিতেছেন—"সর্ব" ইত্যাদি। কল্পের অবসানে প্রলয়কালে সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে গমন করে, ত্রিগুণময়ী মায়াতে লীন হয়। পুনর্বার কল্পের আরম্ভে সৃষ্টিকালে সেই ভূতসমূহ আমি বিশেষপ্রকারে সৃজন করি ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[অসংশ্লিষ্ট দুইটী বস্তুরও যে আধার-আধেয়ভাব থাকিতে পারে, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—] বায়ু সর্বব্যাপী ও মহান্ হইলেও যেরূপ নিয়ত আকাশে অবস্থান করে (কিন্তু আকাশ তাহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না) সেরূপ ভূতসকলও আমাতে অবস্থিত (কিন্তু আমি তাহাতে সংশ্লিষ্ট হই না) ইহা জানিও ॥ ৬ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

[অহং—আমি] স্বাং প্রকৃতিম্ (স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (মায়ার প্রভাবে) অবশম্ (কর্মাদিপরবশ) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) ভূতগ্রামং (ভূতসমষ্টিকে) পুনঃ পুনঃ (বার বার) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—নম্বসঙ্গো নির্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসি ? ইত্যপেক্ষায়া-মাহ—প্রকৃতিমিত্যাদি। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমং সর্বং ভূতগ্রামং কর্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথম্ ? প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীনকর্ম্ম-নিমিত্ত-তত্তৎস্বভাববশাৎ ॥ ৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, তুমি সঙ্গহীন, নির্বিকার হইয়াও কিরূপে সৃজন কর ? তাহাতে বলিতেছেন—"প্রকৃতিম্" ইত্যাদি। নিজ স্বাধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রলয়ে লীন চতুর্বিধ কর্মাদির অধীন এই সমস্ত ভূত পুনঃ পুনঃ বিশেষভাবে সৃজন করি বা নানা ভাবে সৃজন করি। কিরূপে ? প্রকৃতির বশে—পূর্বকৃত কর্ম্মের হেতু সেই সেই স্বভাবের বলে ॥ ৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইরূপে অসঙ্গ ভগবানেরই যোগমায়ার দ্বারা স্থিতি-হেতুত্ব কথিত হইল। সেই মায়ার দ্বারাই আবার তাঁহার সৃষ্টি ও প্রলয়ের হেতুতা বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়। প্রলয়সময়ে এই সমুদয় ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়াতে লয়প্রাপ্ত হয়, পুনরায় কল্পারম্ভে আমি তাহাদিগকে বিবিধভাবে সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[তুমি অসঙ্গ ও নির্ব্বিকার, অতএব কি প্রকারে সৃষ্টি কর ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—] আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া মায়ার প্রভাবে বশীভূত এই সমগ্র ভূতসমষ্টিকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯॥

ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) তেষু কর্মসু (সেই কার্য্যসকলে) আসক্তম্ (অনাসক্ত) [ও] উদাসীনবৎ আসীনং চ (ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি কর্মাণি (সেই কর্ম্মসকল) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৯॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাৎ? ইত্যত আহ—ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্মাসক্তিহি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি; অতস্তানি উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধং নোপপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ, কর্ত্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, এইরূপে নানাবিধ কর্ম করিলেও কেন জীবের ন্যায় তোমার বন্ধন হয় না? তাহাতে বলিতেছেন—"ন চ মাম্" ইত্যাদি। সেই বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। কর্মে আসক্তিই বন্ধনের কারণ। আমি আপ্তকাম বলিয়া আমার কর্মে আসক্তি নাই। অতএব আমি উদাসীনের তুল্য বর্তমান থাকায় সেই কর্মসমূহ আমার বন্ধন দিতে পারে না। উদাসীন ভাবে কর্তৃত্বের প্রমাণ হয় না, আবার কর্তৃত্বে উদাসীনতার অসঙ্গতি হয়। এই জন্য উদাসীনবৎ অবস্থিত, এইরূপ কথিত হইল ॥ ৯॥

মূঃ অনুঃ—[এইরূপে নানাবিধ কর্ম করিয়াও তোমার জীববৎ কেন বন্ধন ঘটে না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] হে ধনঞ্জয়! সেই কার্য্যসকলে অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত আমাকে সেই কর্মসকল আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৯॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) ময়া অধ্যক্ষেণ (আমাকে অধ্যক্ষ বা নিমিত্তস্বরূপে লাভ করিয়া) প্রকৃতিঃ (মায়া) সচরাচরং (চরাচরসহিত) [বিশ্বং—বিশ্বকে] সূয়তে (প্রসব করে) [এবং] অনেন হেতুনা (এই হেতু) জগৎ (জগৎ) বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়) ॥ ১০ ॥

ভূতমহেশ্বরং (সর্ব্বভূত মহেশ্বররূপ) মম (আমার) পরং ভাবম্ (পরম ভাব) অজানন্তঃ (জানিতে না পারিয়া) মূঢ়াঃ (মূর্খগণ) মানুষীং তনুম্ (মানবতনু) আশ্রিতং (গ্রহণকারী) মাম্ (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা অর্থাৎ প্রাকৃতবুদ্ধি করে) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি। ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে; সন্নিধি-মাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ।। ১০ ।।

স্বঃ অনুঃ—তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—"ময়া" ইত্যাদি। আমি অধ্যক্ষ—অধিষ্ঠাতা, নিমিত্তকারণ। প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃজন করে। এই আমার অধিষ্ঠান-হেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন—জন্ম লাভ করে। কেবল নিকট-স্থিতি দ্বারা অধ্যক্ষতা করায় কর্ত্তৃত্ব ও ঔদাসীন্য বিরুদ্ধ নহে ॥ ১০ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—] হে কৌন্তেয় ! আমাকে অধ্যক্ষ বা নিমিত্তরূপে লাভ করিয়া মায়া চরাচরসহিত বিশ্বকে প্রসব করে এবং এইহেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় ।। ১০ ।।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

(তে—তাহারা) মোঘাশাঃ (নিষ্ফলাশা বিশিষ্ট), মোঘকর্মাণঃ (নিষ্ফলকর্মা), মোঘজ্ঞানাঃ (বৃথাজ্ঞানী) [ও] বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া) রাক্ষসীম্ (রাক্ষসী বা তামসী) আসুরীং (আসুরী বা রাজসী) মোহিনীং চৈব (এবং বুদ্ধিভ্রংশকারিণী) প্রকৃতিং (প্রকৃতি বা স্বভাবকে) শ্রিতাঃ (আশ্রয় করত) [মাম্ অবজানন্তি—আমাকে অবজ্ঞা করে] ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে; অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাকে কেন কেহ কেহ আদর করে না? তাহাতে বলিতেছেন—"অবজানন্তি" ইত্যাদি দুই শ্লোক দ্বারা। সকল ভূতের মহেশ্বররূপ আমার পরম তত্ত্ব না জানিয়া মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। অবজ্ঞার কারণ এই—আমার দেহ শুদ্ধসত্ত্বময় হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমে তাহা মনুষ্যাকারে প্রকট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—[এবম্ভূত পরমেশ্বর যে তুমি, সেই তোমাকে কেহ কেহ কেন আদর করে না? এতদুত্তরে দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—] সর্বভূতং মহেশ্বররূপ আমার পরমভাব জানিতে না পারিয়া মূর্খগণ আমাকে মানবতনু গ্রহণকারী বলিয়া প্রাকৃতবুদ্ধি করে ॥ ১১ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

পার্থ! (হে পার্থ!) তু (কিন্তু) (দৈবী) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করত) মহাত্মানঃ (মহাত্মগণ) অনন্যমনসঃ (মদেকচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (সর্বভূতের কারণ) [ও] অব্যয়ং (অবিনশ্বর) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজন করেন) ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবম্ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে, অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে, মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ সর্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আসুরীঞ্চ রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও "মোঘাশাঃ" ইত্যাদি। [মোঘাশা]—আমা অপেক্ষা অন্য দেবতা দ্রুত ফল দান করিবেন, এইরূপ নিষ্ফল আশা যাহাদের, এই জন্য আমার প্রতি বিমুখ হওয়ায় [মোঘকর্মা]—যাহাদের কর্মগুলি নিষ্ফল হইয়া যায়। [মোঘজ্ঞান]—যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানও নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়ায় ব্যর্থ, সুতরাং [বিচেতাঃ]—যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত। এইসকল বিষয়ের কারণ—তাহারা রাক্ষসী—তমোগুণময়ী হিংসাদিবহুলা ও আসুরী—রাজসী কামদর্পাদিপূর্ণা, মোহিনী—বুদ্ধিনাশকারিণী, প্রকৃতি—স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; পূর্বের সহিত অন্বয় ॥ ১২ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] তাহারা নিষ্ফলাশাবিশিষ্ট, নিষ্ফলকর্মা, বৃথাজ্ঞানী ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া বুদ্ধিভ্রংশকারিণী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি-আশ্রয় করত আমাকে অবজ্ঞা করে ॥ ১২ ॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪॥

[তে—তাঁহারা] সততং (সর্বদা) মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ (আমার নামরূপাদি কীর্ত্তন করত) দৃঢ়ব্রতাঃ যতন্তশ্চ (দৃঢ়ব্রতভাবে আমার ভক্তি অনুশীলন করিয়া) ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ (এবং ভক্তিসহকারে আমাতে শরণাগতিপূর্ব্বক) নিত্যযুক্তাঃ (সতত যুক্ত হইয়া) মাম্ উপাসতে (আমার ভজন্ করে) ॥ ১৪॥

শ্রীধরঃ — কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তি ? ইত্যত আহ — মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ, অতএব "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" (১৬।১) ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ, অতএব মদ্‌ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যস্মিন্মনো যেষাং তে তু ভূতাদিং জগৎকারণম্ অব্যয়ং-নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩ ॥

স্বঃ অনুঃ — তাহা হইলে কাহারা তোমার আরাধনা করে ? ইহাতে বলিতেছেন — "মহাত্মানঃ" ইত্যাদি। মহাত্মগণ — যাঁহাদের চিত্ত কামাদি-দ্বারা বশীভূত নহে, অতএব তাঁহারা 'অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি' ইত্যাদি (১৬।১) লক্ষণ দ্বারা পরে কথিত দৈবস্বভাব অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং [অনন্যমনাঃ] — তাঁহাদের চিত্ত আমা ব্যতীত অন্য কোথাও সংলগ্ন নহে। তাঁহারা আমাকে ভূতাদি — জগতের কারণ, অব্যয় — নিত্য জানিয়া আমার ভজন করেন ॥ ১৩ ॥

মূঃ অনুঃ — [তবে কাহারা তোমাকে আরাধনা করে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন —] হে পার্থ ! কিন্তু দৈবী প্রকৃতি বা স্বভাবপ্রাপ্ত মহাত্মগণ আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনশ্বর জানিয়া মদেকচিত্ত হইয়া ভজন করেন ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অন্যেঽপি চ। অপর কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন (তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা) একত্বেন (আপনাকে আমার সহিত অভেদভাবে), পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ বুদ্ধিতে), বহুধা (নানা দেবরূপে) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বাত্মক) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥১৫॥

শ্রীধরঃ—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে; দৃঢ়াণি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তশ্চ ঐশ্বরজ্ঞানাদিষু[১] ইন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু চ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতং অবহিতাঃ সর্ব্বে সেবন্তে; ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্ত ইতি চ কীর্ত্তনাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুঃ—তাঁহাদের ভজনের বিধান বলিতেছেন,—"সততম্" ইত্যাদি দুই শ্লোক। কেহ কেহ সতত—সর্ব্বদা স্তোত্র-মন্ত্রাদি-দ্বারা আমার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে আমার উপাসনা—সেবা করেন। কেহ কেহ [দৃঢ়ব্রত]—ব্রতনিয়ম-বিষয়ে সুদৃঢ় হইয়া ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানে ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রযত্নশীল হইয়া ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক আমার সেবা করেন। অন্য সকলে [নিত্যযুক্ত]—অনবরত আমাতে মনোনিবেশ করিয়া সেবা করেন। কীর্ত্তনাদিতেও ভক্তি-সহকারে ও নিত্যযোগের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাঁহাদের ভজনপ্রকার দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—] তাঁহারা সর্ব্বদা আমার নামরূপাদি কীর্ত্তন করত, দৃঢ়ব্রত হইয়া, আমার ভক্তির অনুশীলন করিয়া, ভক্তিসহকারে আমাতে শরণাগত হইয়াও সতত যুক্তভাবে আমার ভজন করেন ॥ ১৪ ॥

১। "ঈশ্বর-পূজাদিষু" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

অহং (আমি) ক্রতুঃ (অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ), অহং (আমি) যজ্ঞঃ (স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞ), অহং (আমি) স্বধা (স্বধা), অহম্ (আমি) ঔষধম্ (ওষধিজাত অন্ন), অহং (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র), অহম্ (আমি) আজ্যম্ (ঘৃত), অহম্ (আমি) অগ্নিঃ (অগ্নি) [এবং] অহং (আমি) হুতম্ (হোম) ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ জ্ঞানেতি। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং" সর্ব্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং, তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে; তত্রাপি কেচিদেকত্বেন 'একমেব পরং ব্রহ্মে'তি পরমার্থদর্শনরূপাভেদ-ভাবনয়া, কেচিৎ পৃথক্ত্বেন পৃথগ্ভাবনয়া দাসোঽহমিতি, কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "জ্ঞান" ইত্যাদি। [জ্ঞানযজ্ঞ]—'বাসুদেবই সর্ব্ব' এইরূপে সর্ব্বাত্মদর্শনকে জ্ঞান বলে ; তাহাই যজ্ঞ। সেই জ্ঞানরূপ যজ্ঞ-দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া কেহ কেহ উপাসনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ 'একমাত্র পরব্রহ্ম' এইরূপ পরমার্থদর্শনরূপ অভেদ-চিন্তা-দ্বারা, কেহ কেহ বা 'আমি দাস' এইরূপ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ সর্ব্বরূপী আমাকে নানাভাবে ব্রহ্মরুদ্রাদির আকারে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] অন্য কেহ কেহ আমার সহিত অভেদভাবনা-পূর্ব্বক, কেহ কেহ বা দাস্যবুদ্ধিতে পৃথগ্ ভাবনাপূর্ব্বক এবং কেহ বা সর্ব্বাত্মস্বরূপ আমাকে নানাদেবতা ভাবনাপূর্ব্বক জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া উপাসনা করেন ॥ ১৫ ॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

অহম্ (আমি) অস্য জগতঃ (এই জগতের) পিতা (পিতা), মাতা (মাতা), ধাতা (কর্ম্মফলবিধাতা), পিতামহঃ (পিতামহ), বেদ্যং (জ্ঞেয় বস্তু), পবিত্রম্ (শুদ্ধিসম্পাদক) ওঙ্কারঃ (ওঁকার), ঋক্ (ঋক্), সাম (সাম), যজুঃ এব চ (এবং যজুর্ব্বেদ) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—সর্ব্বাত্মতাং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিত্র্যর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধং ওষধিপ্রভবমন্নং ভেষজম্বা, মন্ত্রো যাজ্যাপুরোঽনুবাক্যাদিঃ *। আজ্যং হোমাদিসাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমঃ, এতৎ সর্ব্বমহমেব ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ পিতাহমস্যেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগাদয়ো বেদাশ্চাহমেব ; স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুঃ—সর্ব্বাত্মতা স্পষ্ট করিতেছেন,—"অহং ক্রতুঃ" ইত্যাদি চারি শ্লোক। ক্রতু—শ্রুতিবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি, যজ্ঞ—স্মার্ত্ত পঞ্চযজ্ঞাদি, স্বধা—পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি, ঔষধ—ওষধিজাত অন্ন বা রোগনিবারক ভেষজ, মন্ত্র—যাজ্যা, পুরোঽনুবাক্যা প্রভৃতি, আজ্য—হোমাদির উপকরণ (ঘৃত) ; অগ্নি—আহবনীয়াদি, হুত—হোম ; এই সমস্তই আমি ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[ভগবান্ সেই সর্ব্বাত্মতা চারি শ্লোকদ্বারা বিস্তার করিতেছেন—] আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম ॥ ১৬ ॥

* পাঠান্তরে—"যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ"

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮॥

[অহং—আমি] গতিঃ (সকলের গতি), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভুঃ (নিয়ন্তা), সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা), নিবাসঃ (আশ্রয়), শরণং (রক্ষক), সুহৃৎ (হিতকর্ত্তা) প্রভবঃ (স্রষ্টা), প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা), স্থানং (আধার), নিধানং (লয়স্থান) এবং অব্যয়ং বীজম্ (অব্যয় বীজ) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলম্, ভর্ত্তা পোষণ-কর্ত্তা, প্রভুর্নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা; তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানম্, বীজং কারণম্, তথাপ্যব্যয়ম-বিনাশি, ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও "পিতাহমস্য" ইত্যাদি। ধাতা—কর্ম্মফলের বিধানকর্ত্তা, বেদ্য—জানিবার বিষয়, পবিত্র—শোধক প্রায়শ্চিত্তময়, ওঙ্কার—প্রণব, ঋগাদি বেদসমূহও আমিই ॥ ১৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও "গতিঃ" ইত্যাদি। লাভ করা যায় ইঁহাকে, অতএব গতি—ফল, ভর্ত্তা—পোষণকর্ত্তা, প্রভু—নিয়মনকর্ত্তা, সাক্ষী—শুভ ও অশুভের দ্রষ্টা, নিবাস—ভোগের স্থান, শরণ—রক্ষক, সুহৃৎ—মঙ্গলকারী, প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্ট হয় ইঁহা কর্ত্তৃক, অতএব প্রভব—সৃষ্টিকর্ত্তা, ইঁহা কর্ত্তৃক প্রলীন হয়, সুতরাং প্রলয়—নাশক, ইঁহাতে অবস্থান করে, সুতরাং স্থান— আধার, ইঁহাতে নিহিত করা যায় তাহা নিধান—লয়ের স্থান, বীজ—কারণ। তথাপি অব্যয়—বিনাশহীন; ব্রীহি প্রভৃতি বীজের ন্যায় নাশশীল নহি ॥ ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতা-মহ, জ্ঞেয়বস্তু, শুদ্ধিসম্পাদক, ওঁকার এবং ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ ॥ ১৭ ॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯॥

অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন) অহং (আমি) তপামি (তাপ দান করি), অহং (আমি) বর্ষং উৎসৃজামি (বারিবর্ষণ করিয়া থাকি), নিগৃহ্ণামি চ (উহা আকর্ষণ করিয়া থাকি)। অহম্ (আমি) অমৃতং (অমৃত) মৃত্যুঃ চৈব (এবং মৃত্যু) সৎ অসৎ চ (স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় বস্তু)॥ ১৯॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিত্বা নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষণমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনম্, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সৎ স্থূলং দৃশ্যম্, অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্; এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি; এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ॥ ১৯॥

সুঃ অনুঃ—আরও "তপাম্যহম্" ইত্যাদি। আমি আদিত্যরূপে থাকিয়া গ্রীষ্মকালে তাপ দিই—জগতের তাপ উৎপাদন করি, বৃষ্টির সময়ে বর্ষণ করাই, আবার কখনও বর্ষ নিয়মিত করি, অমৃত—জীবন, মৃত্যু—নাশ, সৎ—স্থূল দৃশ্য বস্তু, অসৎ—সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্তু, এই সমস্তই আমি। এইরূপ মনে করিয়া নানাপ্রকারে আমারই উপাসনা করে। পূর্ব্বের সহিত অন্বয়॥ ১৯॥

মূঃ অনুঃ—[আরও] আমিই সকলের গতি, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, সাক্ষী, আশ্রয়, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং অব্যয় বীজ॥ ১৮॥

মূঃ অনুঃ—[আর] হে অর্জ্জুন! আমি তাপ দান করি, আমি বারি বর্ষণ করিয়া থাকি এবং আমি উহা আকর্ষণ করি। আমি অমৃত ও মৃত্যু, আমি সৎ ও অসৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদয় বস্তু॥ ১৯॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ) যজ্ঞৈঃ (বেদবিহিত যজ্ঞসমূহদ্বারা) মাম্ (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষ সোমপানপূর্ব্বক) পূতপাপাঃ (পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গলোক) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করে) । তে (তাহারা) পুণ্যং (পুণ্যফল-স্বরূপ) সুরেন্দ্রলোকম্ (ইন্দ্রলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (দিব্য) দেবভোগান্ (দেবোচিত ভোগসকল) অশ্নন্তি (ভোগ করিয়া থাকে) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং যজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ। 'মহাত্মানস্তু মাং পার্থে'ত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তাস্তত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহো দুর্ব্বার ইত্যাহ— ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাম্। ঋগ্-যজুঃ-সাম-লক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাস্ত্রি-বিদ্যা এব ত্রৈবিদ্যাঃ স্বার্থেঽণ্, তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যা বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্ট্বা সংপূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফলরূপ সুরেন্দ্র-লোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগানশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুঃ—'আমাকে মূঢ়েরা অবজ্ঞা করে' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে দ্রুতফলের আকাঙ্ক্ষায় অন্যদেবতার ভজনকারিগণ আমাকে অনাদর করে, এইরূপে

অভক্তস্বরূপ দেখাইয়াছেন। 'হে পার্থ! মহাত্মগণ আমাকে' ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তের বিষয় বলিয়াছেন। তাহাতে 'একই পরব্রহ্ম' এইরূপ পারমার্থিক দর্শনে, অথবা 'আমি দাস' এইরূপ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা যাহারা পরমেশ্বরের ভজন করে না, তাহাদের জন্মমৃত্যুর প্রবাহ অনিবার্য্য। ইহাই বলিতেছেন, "ত্রৈবিদ্যাঃ" ইত্যাদি দুই শ্লোক। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বিদ্যা। 'ত্রিবিদ্যা'-শব্দে স্বার্থে অণ্-প্রত্যয়ে 'ত্রৈবিদ্যা' শব্দ সিদ্ধ হয়। যাঁহারা ত্রিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন বা জানেন, বেদত্রয়ে কথিত কর্ম্মে নিপুণ মানবগণ ত্রৈবিদ্য। তাঁহারা বেদত্রয়ে বিহিত যজ্ঞ-দ্বারা আমার যজন করিয়া 'আমার রূপই অন্য দেবতা' ইহা না জানিয়াও বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপে আমাকেই পূজা করিয়া যজ্ঞের অবশেষ সোমরস পান করিয়া থাকেন। তাহাদ্বারা পাপ নিরাস করিয়া স্বর্গের প্রতি গতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা পুণ্যের ফলে ইন্দ্রলোক (স্বর্গ) প্রাপ্ত হইয়া তথায় অত্যুৎকৃষ্ট দেবগণের ভোগ্যবিষয়গুলি ভোগ করেন ॥ ২০ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[এইরূপে "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা শীঘ্র ফললাভাশায় অন্য দেবতার উপাসকেরা আমাকে আদর করে না ; এই হেতু ইহারা যে অভক্ত, তাহা দেখাইয়াছেন। আর "মহাত্মানস্ত" এই শ্লোকদ্বারা ভক্তের কথা বলা হইয়াছে ; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একত্ব বা পৃথক্ত্বভাবে পরমেশ্বরকে ভজন করেন না, তাঁহাদের জন্মমৃত্যু-প্রবাহ অনিবার্য্য ; ইহাই দুইটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞসমূহদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোম পান করে এবং পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোক কামনা করে। তাহারা পুণ্যফল-স্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য ভোগসকল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

তে (তাহারা) তং (সেই) বিশালং (বিশাল) স্বর্গলোকং (স্বর্গলোকসুখ) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্যক্ষয়ে) মর্ত্ত্যলোকে (মর্ত্ত্যলোকে) বিশন্তি (জন্মগ্রহণ করে) ; এবং (এইরূপে) ত্রয়ীধর্ম্মম্ (বেদবিহিত ধর্ম্মের) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুসরণকারী) কামকামাঃ (কামকামিগণ) গতাগতং (গতায়াত বা জন্মমৃত্যু) লভন্তে (লাভ করিয়া থাকে) ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা ভোগ-প্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাং কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুঃ—তদনন্তর "তে তম্" ইত্যাদি। সেই স্বর্গকাম মানবগণ প্রার্থিত সেই বিপুল স্বর্গলোকের সুখ ভোগ করিয়া ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় পাইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। আবার এইরূপেই বেদত্রয়ের বিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া ভোগ-কামনা করায় যাতায়াত (জন্মমৃত্যু) লাভ করেন ॥ ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহার পর] তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোকসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্তলোকে জন্ম গ্রহণ করে। এরূপে বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে ॥ ২১ ।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২ ॥

অনন্যাঃ (অনন্যভাবে) যে জনাঃ (যে সকল ব্যক্তি) মাং চিন্তয়ন্তঃ (আমাকে চিন্তা-পূর্ব্বক) পর্য্যুপাসতে (আমার আরাধনা করে), অহং (আমি) তেষাং (সেই সকল) নিত্যাভিযুক্তানাং (সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠগণের) যোগক্ষেমং (ধনাদিলাভ ও উহার সংরক্ষণ) বহামি (বিধান করি) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যা ইতি। অনন্যা নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কাম্যং যেষাং তে তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে; তেষান্তু নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং মোক্ষং বা তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২ ॥

স্বঃ অনুঃ—কিন্তু আমার ভক্তগণ আমার অনুগ্রহে কৃতার্থ হয়েন, ইহা বলিতেছেন,—"অনন্যাঃ" ইত্যাদি। যাহাদের আমা ব্যতীত অন্য কাম্য ভজনযোগ্য অপর দেবতা নাই, তাঁহারা অনন্য ; এইরূপ লোকেরা আমার চিন্তা করিতে করিতে সেবা করেন। সেই সকল নিত্যযুক্ত—সর্ব্বপ্রকারে আমার প্রতি একনিষ্ঠ পুরুষগণের যোগ—ধনাদি-লাভ ও ক্ষেম—তাহার রক্ষা বা মোক্ষ, তাঁহারা প্রার্থনা না করিলেও আমিই উহা পাওয়াইয়া থাকি ॥ ২২ ॥

মূঃ অনুঃ—[কিন্তু আমার ভক্তেরা আমার প্রসাদেই কৃতার্থ হন, ইহাই বলিতেছেন—] অনন্যভাবযুক্ত যে সকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার আরাধনা করেন, আমি সেই সকল সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠগণের যোগ ও ক্ষেম বহন করি অর্থাৎ ধনাদিপ্রাপ্তি ও উহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি ॥ ২২ ॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) যে (যে সকল ব্যক্তি) অন্যদেবতাভক্তাঃ অপি (অন্যদেবতা-ভক্ত হইয়াও) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধা-সহকারে) যজন্তে (উপাসনা করে), তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্ব্বকং (অবিধিপূর্ব্বক) মাম্ এব (আমারই) যজন্তি (পূজা করে) ॥২৩॥

শ্রীধরঃ—নন্থ চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যাভাবাদিন্দ্রাদি-সেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি. কথং তে গতাগতং লভেরন্? তত্রাহ—যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো যে জনা যজ্ঞে অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যং, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকম্, মোক্ষ-প্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি, অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, তুমি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে অন্য দেবতাও নাই। অতএব ইন্দ্রাদির সেবকেরাও তোমার ভক্তই, তবে কেন তাহারা যাতায়াত লাভ করিবে ? তাহাতে বলিতেছেন—"যেঽপি" ইত্যাদি। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে লোকেরা যজ্ঞে ইন্দ্রাদি অপর দেবতার যাজন করে, তাহারাও আমারই সেবা করে, ইহা সত্য। কিন্তু অবিধির সহিত—মোক্ষের প্রাপক বিধি ছাড়িয়া যজ্ঞ করে, এইজন্য তাহারা পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি বল,—তুমি ব্যতিরেকে বস্তুতঃ অন্য দেবতা নাই, অতএব ইন্দ্রাদির উপাসকেরাও তোমারই ভক্ত, তাহা হইলে তাঁহারা কেন সংসারে গতাগতি লাভ করেন ? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয় ! যে-সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারাও অবিধি-পূর্ব্বক আমারই পূজা করেন ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪ ॥

হি (যেহেতু) অহম্ এব (আমিই) সর্ব্বযজ্ঞানাং (সর্ব্বযজ্ঞের) ভোক্তা চ (ভোক্তা) প্রভুঃ চ (এবং প্রভু)। তে তু (কিন্তু তাহারা) মাং (আমাকে) তত্ত্বেন (তত্ত্বতঃ) ন অভিজানন্তি (জানিতে পারে না), অতঃ (অতএব) পুনঃ চ্যবন্তি (পুনরায় জন্মগ্রহণ করে) ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা, প্রভুশ্চ স্বামী, ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ, এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন্নাভিজানন্তি অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্ত্তন্তে; যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামন্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি, তে তু নাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুঃ—ইহাই বিবৃত করিতেছেন,—"অহং" ইত্যাদি। সমস্ত যজ্ঞের সেই সেই দেবতারূপে আমিই ভোক্তা, প্রভু—স্বামী, ফলদাতাও আমিই—ইহাই অর্থ। এইরূপ আমাকে পরমার্থস্বরূপে যেহেতু তাহারা জানে না, অতএব চ্যুত হয়—পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা সকল দেবতাতে আমাকেই অন্তর্য্যামিরূপে দেখিয়া যজন করেন, তাঁহারা পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন না ॥ ২৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্ব কথাই বিস্তার করিতেছেন—] যেহেতু আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। কিন্তু তাহারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে না। অতএব পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে ॥ ২৪ ॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

দেবব্রতাঃ (দেবযাজিগণ) দেবান্ যান্তি (দেবতাগণকে লাভ করেন), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃব্রত অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণগণ) পিতৃন্ যান্তি (পিতৃলোকে গমন করেন), ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকগণ) ভূতানি যান্তি (ভূতলোক প্রাপ্ত হন), মদ্‌যাজিনঃ (আর আমার উপাসকগণ) মাম্ অপি (আমাকেই) [যান্তি—লাভ করেন] ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবোপপাদয়তি—যান্তীতি। দেবেষ্বিন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে দেবব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাণাং তে পিতৃন্ যান্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি ; মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং যান্তি ॥ ২৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহাই প্রমাণিত করিতেছেন,—'যান্তি" ইত্যাদি। [দেবব্রত]—ইন্দ্রাদি দেবগণে যাঁহাদের ব্রত—নিয়ম, তাঁহারা দেবগণের নিকট যান, অতএব পুনঃ আবর্ত্তন করেন। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াদ্বারা [পিতৃব্রত]—পিতৃলোকের প্রতি যাঁহারা নিষ্ঠাবান্, তাঁহারা পিতৃগণের সমীপে যান। [ভূতেজ্য]—ভূত—বিনায়ক ও মাতৃগণাদিতে ইজ্যা—পূজা যাঁহাদের, তাঁহারা ভূতপূজক। তাঁহারা ভূতসমীপে যান, আমার পূজা করিতে যাঁহাদের অভ্যাস, সেই সকল আমার পূজক অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই পাইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বোক্ত কথা প্রতিপাদন করিতেছেন—] দেবযাজিগণ দেবতাগণকে লাভ করেন, পিতৃব্রতগণ পিতৃলোকে গমন করেন, ভূত-পূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন। আর, আমার উপাসকগণ আমাকেই লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬॥

যঃ (যিনি) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) মে (আমাকে) পত্রং (পত্র), পুষ্পং (পুষ্প), ফলং (ফল) [ও] তোয়ং (জল) প্রযচ্ছতি (প্রদান করেন), অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত) তৎ (তাহাই) অশ্নামি (গ্রহণ করিয়া থাকি)॥ ২৬॥

শ্রীধরঃ—তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্ত্বা অনায়াসত্বঞ্চ স্বভক্তে-র্দর্শয়তি—পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা যঃ প্রযচ্ছতি, তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কামভক্তস্য তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রাপ্নোমি প্রীত্যা গৃহ্ণামি ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমে-শ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ, কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ; অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামাতি ভাবঃ॥ ২৬॥

সুঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে আপন ভক্তগণের অবিনশ্বর ফল বলিয়া আপনার প্রতি ভক্তিরও সহজভাব প্রদর্শন করিতেছেন—"পত্রম্" ইত্যাদি। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে কেবল পত্রপুষ্পাদি প্রদান করেন সেই প্রযতাত্ম শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের ভক্তির সহিত উপহৃত সেই পত্রপুষ্পাদি আমিই পাইয়া থাকি—প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। আমি মহাবিভূতির অধিপতি, ক্ষুদ্রদেবগণের ন্যায় আমার বহুবিত্তসাধ্য যজ্ঞাদি-দ্বারা পরিতোষ হয় না, কিন্তু কেবল ভক্তিতে সন্তোষ। অতএব ভক্তের প্রদত্ত অত্যল্পপত্রাদিও তাহার প্রতি অনুগ্রহের জন্য আমি গ্রহণ করি॥২৬॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বে নিজ ভক্তগণের অক্ষয় ফললাভের বিষয় বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহা যে অনায়াসে লাভ করা যায়, তাহাই বলিতেছেন—] যিনি ভক্তি-সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি॥ ২৬॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮॥

কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন)!) [ত্বং—তুমি] যৎ (যাহা কিছু কর্ম্ম) করোষি (কর), যৎ (যাহা কিছু ভক্ষ্য) অশ্নাসি (আহার কর), যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর), যৎ (যাহা কিছু দ্রব্য) দদাসি (দান কর), যৎ (যাহা) তপস্যসি (তপস্যা কর), তৎ (তাহা সমস্তই) মদর্পণং কুরুষ্ব (আমাতে সমর্পণ কর)॥ ২৭॥

এবং (এরূপ) [কুর্ব্বন্—করিলে] শুভাশুভফলৈঃ (শুভাশুভফল-জনিত) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মবন্ধনসমূহ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে)। বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হইয়া) সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (উক্ত অর্পণযোগদ্বারা যুক্তচিত্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপৈষ্যসি (লাভ করিবে)॥ ২৮।

শ্রীধরঃ—ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশু-সোমাদিদ্রব্যবন্মদর্থমেবোদ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ম্, কিন্তর্হি?—যৎ করোষীতি। স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, যদ্দদাসি, যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি, এবং কুরুষ্ব॥২৭॥

শ্রীধরঃ—এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি, তচ্ছৃণু ইত্যাহ—শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন্ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি; কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং স এব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ॥ ২৮॥

সুঃ অনুঃ—যজ্ঞের নিমিত্ত পশু ও সোমাদি দ্রব্য যেরূপ অতীব যত্ন-সহকারে আহরণ করিয়া সমর্পণ করিতে হয়, এই ফল ও পুষ্পাদি-আহরণে

সেইরূপ উদ্যমের আবশ্যকতা নাই। তবে কি? তাহাতে বলিতেছেন,—"যৎ করোষি" ইত্যাদি। স্বভাব-অনুসারে বা শাস্ত্রবিধানমতে যে কিছু কর্ম্ম সম্পাদন কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা বা ব্রতাদি কর, সেই সমস্ত যাহাতে আমাতে অর্পিত হয়, এইরূপই আচরণ কর ॥ ২৭ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—এইরূপ করিলে যে ফল পাইবে, তাহা শ্রবণ কর। তাহাই বলিতেছেন—"শুভাশুভ" ইত্যাদি। এইরূপ আচরণ করিলে কর্ম্মনিমিত্ত ইষ্ট বা অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইবে, তুমি আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ করায় উহার ফলের সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকিবে না। অতএব সেই কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসযোগ-যুক্তাত্মা অর্থাৎ সন্ন্যাসযোগে—আমাতে কর্ম্মের অর্পণরূপ যোগে যুক্তাত্মা—যুক্তচিত্ত হওয়ায় আমাকেই পাইবে ॥ ২৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[যজ্ঞার্থ পশু, সোমলতাদি দ্রব্যের ন্যায় আমার জন্যই কেবল যে ফল-পুষ্পাদি উদ্যম-সহকারে সংগ্রহ করিয়া আমাকে সমর্পণ করিতে হইবে, এমন নহে, আরও কি করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন —] হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম কর, যাহা কিছু দ্রব্য আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে সমর্পণ কর ॥ ২৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[এরূপ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন—] এইরূপ করিলে শুভাশুভ-ফল-জনিত কর্ম্মবন্ধন-সমূহ হইতে মুক্ত হইবে। বিমুক্ত হইয়া সন্ন্যাস-যোগদ্বারা যুক্তচিত্ত হওয়ার ফলে আমাকে লাভ করিবে ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

অহং (আমি) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমঃ (সমভাবাপন্ন), [অতএব] মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (শত্রু) প্রিয়ঃ চ (এবং মিত্র) ন অস্তি (নাই) ; যে তু (পরন্তু যাঁহারা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) ভজন্তি (ভজন করেন), তে (তাঁহারা) ময়ি (আমাতে) [বর্ত্তন্তে—থাকেন], অহম্ অপি চ (এবং আমিও) তেষু (তাঁহাদিগেতেই) [বর্ত্তে—অবস্থান করি]॥২৯॥

শ্রীধরঃ—যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি, নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি ? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষহং সমঃ, অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব ; এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি, তে ভক্তা ময়ি বর্ত্তন্তে, অহমপি তেষনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে। অয়ং ভাবঃ —যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্যম্, যথা বা কল্পবৃক্ষস্য, তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—কিন্তু যদি তুমি ভক্তদিগকেই মোক্ষ দিয়া থাক, অভক্তকে না দাও, তবে কি তোমারও অনুরাগ ও দ্বেষাদি-জনিত বৈষম্য আছে? তাহাতে বলিতেছেন, না। ইহা বলিতেছেন—"সমোঽহম্" ইত্যাদি। সমস্ত ভূতেই আমি সমদর্শী। অতএব কেহ আমার প্রিয়ও নাই শত্রুও নাই, এইরূপ হইলেও যাঁহারা আমার ভজন করেন, সেই ভক্তেরা আমাতেই থাকেন এবং আমিও অনুগ্রাহকরূপে তাঁহাদিগেতে বর্ত্তমান থাকি। ভাবার্থ এই—যেরূপ যাহারা অগ্নি সেবন করে, অগ্নি তাহাদেরই অন্ধকার বা শীতাদি-দুঃখ নাশ করিয়া থাকে। এই কার্য্যে অগ্নির কোনরূপ বৈষম্য নাই। অথবা যাহারা কল্পবৃক্ষের নিকট যে প্রকার বাসনা করে, কল্পবৃক্ষ তাহাদের তাদৃশ বাসনা পূরণ করিলেও তাহার যেরূপ বৈষম্য নাই, সেইরূপ ভক্তের পক্ষপাতী হইলেও আমার কোন বৈষম্য নাই, কিন্তু ইহা আমার ভক্তিরই মহিমা ॥ ২৯ ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

[যঃ—যিনি] মাম্ (আমাকে) অনন্যভাক্ [সন্] (অনন্যচিত্ত হইয়া) ভজতে (ভজন করেন), [সঃ—তিনি] চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি (সুদুরাচারও হন) [তথাপি] সাধুঃ এব (সাধু বলিয়াই) মন্তব্যঃ (মান্য)। হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) সম্যগ্ ব্যবসিতঃ (সুষ্ঠু নিশ্চয়বিশিষ্ট) ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—অপিচ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—অপি চেদিতি। অত্যন্তদুরাচারোঽপি যদ্যপ্যপৃথক্‌ত্বেন পৃথগ্‌দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ; যতোঽসৌ সম্যগ্‌ব্যবসিতঃ 'পরমেশ্বর-ভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও আমার ভক্তিরই ইহা অচিন্ত্য প্রভাব, ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন—"অপি চেৎ" ইত্যাদি। অত্যন্ত দুরাচার হইলেও অভিন্নভাবে পৃথক্ দেবতাও বাসুদেবই (শ্রীকৃষ্ণ), এইরূপ বুদ্ধিতে যদি মানব অন্য দেবতার প্রতি ভক্তি না করিয়া পরমেশ্বর আমাকেই ভজন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকেই সাধু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে; যেহেতু তাঁহার উদ্যম উত্তম—'পরমেশ্বরের সেবাদ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব,' তিনি এই প্রকার সুন্দর অধ্যবসায় করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

মূঃ অনুঃ—[যদি তুমি ভক্তদিগকেই কেবল মোক্ষ দিয়া থাক অভক্তকে দাও না, তাহা হইলে কি তোমাতেও রাগ-দ্বেষাদি-বৈষম্য-দোষ আছে? না, তাহা নাই, ইহাই বলিতেছেন—] আমি সর্ব্বভূতে সম-ভাবাপন্ন, অতএব আমার শত্রু ও মিত্র কেহ নাই। পরন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তি-সহকারে ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও তাঁহাদিগেতেই অবস্থান করি ॥ ২৯ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

[মদ্ভজনকারী] ক্ষিপ্রং (অবিলম্বে) ধর্ম্মাত্মা (ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া) শশ্বচ্ছান্তিং (নিত্য শান্তি) নিগচ্ছতি (লাভ করেন)। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) প্রতিজানীহি (তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে), মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (কদাপি বিনষ্ট হয় না) ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যঃ? তত্রাহ—ক্ষিপ্রমিতি। সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ভবতি, ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয়! পটহকাহলাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভাৎ বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—[আরও, আমার ভক্তিরই যে এইরূপ অচিন্তনীয় প্রভাব, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—] যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি যদি সুদুরাচারও হন, তথাপি সাধু বলিয়াই মান্য। যেহেতু তিনি উত্তম নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

পার্থ! (হে পার্থ!) যে অপি (যাহারা) পাপযোনয়ঃ (অন্ত্যজাদি নিকৃষ্টজন্মা) স্যুঃ (হইয়াছে), স্ত্রীয়ঃ (স্ত্রী), বৈশ্যাঃ (বৈশ্য), তথা (এবং) শূদ্রাঃ (শূদ্র), তে অপি (তাহারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) পরাং গতিং (পরমগতি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩২ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, কেবল সমীচীন অধ্যবসায়-দ্বারাই তাঁহাকে কেন সাধু বলিয়া ধরিতে হইবে? তাহাতে বলিতেছেন,—"ক্ষিপ্রম্" ইত্যাদি। অতি দুরাচার হইয়াও তিনি আমার ভজন করিতে করিতে শীঘ্রই ধার্ম্মিক হন, তদনন্তর চিরস্থায়িনী শান্তি—চিত্তের অস্থিরতার নিবৃত্তিরূপা পরমেশ্বরে নিষ্ঠা নিশ্চিতই 'গচ্ছতি'—পাইয়া থাকেন। 'কুতর্ক-দ্বারা যাহারা কর্কশবাদী, তাহারা এরূপ মনে করিতে পারে না'—এইরূপ শঙ্কায় আকুল অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করিলেন—হে কুন্তীনন্দন! ঢক্কা ও কাহল প্রভৃতির উচ্চধ্বনি-সহকারে বিবাদকারিগণের সভায় গিয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক নিঃসন্দেহে 'প্রতিজানীহি'—প্রতিজ্ঞা কর ; কিরূপ? "পরমেশ্বর—আমার ভক্ত অতীব দুরাচার হইলেও বিনাশ পান না, কিন্তু কৃতার্থ হন" ; তাহা হইলে তোমার সেই বাগ্মিতার বিস্তারে তাহাদের কুতর্কগুলি বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা নিশ্চিতই তোমাকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবে ॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—[কেবল সমীচীন নিশ্চয়-দ্বারাই কি করিয়া সাধু বলিয়া বিবেচিত হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—] মদ্ভজনকারী অবিলম্বে ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া নিত্য শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার ভক্ত কদাপি বিনষ্ট হন না ॥ ৩১ ॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩॥

পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ (পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ) তথা (এবং) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) ভক্তাঃ [সন্তঃ] (ভক্ত হইয়া) [পরাং গতিং যান্তি—পরমা গতি প্রাপ্ত হইবেন] কিং পুনঃ (ইহাতে আর বক্তব্য কি ?); [অতঃ—অতএব] অনিত্যম্ (অনিত্য) অসুখম্ (দুঃখপূর্ণ) ইমং (এই) লোকং (মর্ত্ত্যলোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) মাং (আমাকে) ভজস্ব (আরাধনা কর) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—স্বাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রম্। যতো মদ্ভক্তির্দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, অতঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপ্যধ্যয়নাদিরহিতা-স্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি হি নিশ্চিতম্॥ ৩২ ॥

স্বঃ অনুঃ—আমার প্রতি ভক্তি সদাচারচ্যুত মানবকে পবিত্র করে, এই বিষয়ে আশ্চর্য্য কি ? যেহেতু আমার প্রতি ভক্তি হেয় বংশে জাত অনধিকারীকেও জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে মুক্ত করে ; ইহা বলিতেছেন —"মাং হি" ইত্যাদি। যাহারা পাপযোনি—নিকৃষ্টকুলে জাত অন্ত্যজাদি, যাহারা বৈশ্য—কেবল কৃষ্যাদি-কার্য্যে নিরত, অথবা যাহারা স্ত্রীলোক বা বেদাদি-পাঠশূন্য শূদ্র, তাহারাও আমার আশ্রয় লাভ করিয়া—আমার সেবা করিয়া নিশ্চিতই শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২ ॥

মূঃ অনুঃ—[আমার প্রতি ভক্তি আচারভ্রষ্টকে পবিত্র করে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কেননা, আমার প্রতি ভক্তি দুষ্কুলজাত ও অনধিকারী ব্যক্তিকেও সংসার হইতে মুক্ত করে, ইহাই বলিতেছেন—] হে পার্থ! যাহারা অন্ত্যজাদি নিকৃষ্টজন্মা হইয়াছে, স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি, এবম্ভূতাশ্চ, পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্তং ইমং রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং ভজস্ব, কিঞ্চ অনিত্যমধ্রুবম্, অসুখং সুখরহিতঞ্চেমং মর্ত্ত্যলোকং প্রাপ্য অনিত্যত্বাদ্বিলম্বমকুর্ব্বন্ অসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি এইরূপ হয়, তবে যাঁহারা সদ্বংশে জাত, সদাচারযুক্ত ও আমার ভক্ত, তাঁহারা যে শ্রেষ্ঠ-গতি লাভ করেন, তাহা আর কি বলিব? ইহাই বলিতেছেন—"কিং পুনঃ" ইত্যাদি। পুণ্য—সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ, সেইরূপ যাঁহারা রাজা অথচ ঋষি—এইরূপ ব্যক্তিগণ যে শ্রেষ্ঠা গতি প্রাপ্ত হন, তাহা আর বক্তব্য কি? অতএব তুমি এই রাজর্ষির দেহ পাইয়া আমার ভজন কর। আরও অনিত্য—অস্থায়ী, অসুখ—সুখশূন্য এই মর্ত্ত্যলোক পাইয়া ইহার অনিত্যতাপ্রযুক্ত বিলম্ব না করিয়া এবং সুখ না থাকায় সুখের নিমিত্ত উদ্যম ত্যাগ করিয়া আমারই ভজন কর ॥৩৩॥

মূঃ অনুঃ—[যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে যে সৎকুলজাত ও সদাচারী আমার ভক্তগণ পরা গতি লাভ করিবে, তাহাতে আর কি কথা আছে? ইহাই বলিতেছেন—] পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ ভক্ত হইয়া যে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব অনিত্য দুঃখপূর্ণ এই মর্ত্ত্যলোক লাভ করিয়া আমার আরাধনা কর ॥ ৩৩ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজগুহ্য-যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

মন্মনাঃ (আমাতে দত্তচিত্ত), মদ্ভক্তঃ (আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ) [ও] (মদ্‌যাজী) (আমার অর্চ্চননিরত) ভব (হও) মাং [এব চ] (এবং আমাকেই) নমস্কুরু (নমস্কার কর)। এবং (এই প্রকারে) মৎপরায়ণঃ [সন্] (আমাকেই আশ্রয় করত) আত্মানং (মনকে) [ময়ি—আমাতে] যুক্ত্বা (নিবেশিত করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি—মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মনাস্ত্বং ভবা তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব মদ্‌যাজী মৎ-পূজনশীলো ভব, মামেব চ নমস্কুরু ; এবমেভিঃপ্রকারৈর্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ৪৩ ॥

নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—ভজনের প্রণালী দেখাইয়া সমাপ্তি করিতেছেন—'মন্মনাঃ' ইত্যাদি। আমাতেই যাঁহার চিত্ত, তিনিই—মন্মনা ; তুমি তাদৃশ হও। আরও, [মদ্ভক্ত]—আমারই ভক্ত—সেবক হও। মদ্‌যাজী—আমার পূজায় রত থাক। আমাকেই নমস্কার কর ; এই সমস্ত প্রণালীতে

আমাতে নিষ্ঠাবান্ হইয়া মনকে আমাতে যুক্ত—সমাহিত করিয়া পরমানন্দরূপ আমাকেই পাইবে ॥ ৩৪ ॥ (সুঃ অনুঃ)

ভগবান্ অচ্যুত কৃপাপূর্ব্বক আপনার অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য এবং ভক্তির আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য এই রাজগুহ্যনামক নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা সুবোধিনী'তে
'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ' নামক নবম অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[যেরূপভাবে ভজন করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন-পূর্ব্বক অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন—] আমাতে অর্পিতচিত্ত, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও আমার অর্চ্চননিরত হও এবং আমাকেই নমস্কার কর। এই প্রকারে আমাকে আশ্রয় করতঃ আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধস্মৃতিগ্রন্থে
ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায়।



কতিপয় তথ্য

বিজ্ঞান—যাহাদ্বারা বিশেষরূপে জানা যায়, তাহা 'বিজ্ঞান' বা উপাসনা (শ্রীধর, শ্রীরামানুজ); 'ভগবদনুভূতি' (শ্রীবলদেব, শ্রীবিশ্বনাথ); তত্ত্ববস্তুর চিদ্‌বিলাস বা বিশেষ বা ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞান (শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী)।

জ্ঞান—বিলাসরহিত বা নির্ব্বিশেষ তত্ত্ববস্তুর জ্ঞান। 'ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান' (শ্রীধর); 'ভক্তি—যাহাদ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায়' (শ্রীবলদেব, বিশ্বনাথ)।

গুহ্যতম—ধর্ম্মজ্ঞান—গুহ্য, দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান—গুহ্যতর, পরমাত্মা বা ভগবানের জ্ঞান—গুহ্যতম (শ্রীধর)। গীতার দ্বিতীয়-তৃতীয় অধ্যায়ে কথিত মোক্ষোপযোগী জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান—গুহ্য, সপ্তম-অষ্টমে কথিত ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান বা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান—গুহ্যতর, নবমে কথিত শুদ্ধভক্তিরূপ জ্ঞান—গুহ্যতম (শ্রীবিশ্বনাথ)। দ্বিতীয়-তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান—গুহ্য, সপ্তম-অষ্টমে উপদিষ্ট ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞান—গুহ্যতর, নবমে উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিরূপ জ্ঞান—গুহ্যতম (শ্রীবলদেব)।

ঐশ্বর যোগ—ভগবানের স্বরূপশক্তি যোগমায়ার বৈভব—যাহাদ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয় (শ্রীধর); ভগবানের সত্যসঙ্কল্পতারূপ ধর্ম (শ্রীবলদেব)।

কল্পক্ষয়—মহাপ্রলয়, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অবসান।

মানুষী তনু—ভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ—যাহা জড়-দৃষ্টিতে মানব-দেহের ন্যায় প্রতীত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ তাঁহার নিত্য বাস্তব শুদ্ধ স্বরূপে ঐরূপ মধ্যমাকার মনুষ্যদেহের ন্যায় অপ্রাকৃতদেহ-বিশিষ্ট। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নর-লীলা, **নরবপু তাঁহার স্বরূপ**"—(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১০১) ভগবান্ 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম'। ভগবানের

দেহকে প্রাকৃত নরদেহ-বুদ্ধি করাই প্রকৃত নাস্তিকতা। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥" (চৈঃ চঃ আ ৭।১১৫)

প্রকৃতি—স্বভাব। উহা দৈবী (সাত্ত্বিকী), আসুরী (রাজসী) ও রাক্ষসী (তামসী) ভেদে ত্রিবিধ। দৈব বা সাত্ত্বিক স্বভাবে চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধ আস্তিক্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণ প্রকাশ পায়; আসুর বা রাজস স্বভাবে নানা কামনা, অহঙ্কারাদি লক্ষিত হয়; রাক্ষস বা তামস স্বভাবে হিংসাদির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। গীতা ১৬শ অধ্যায়ে ইহা সবিস্তার দ্রষ্টব্য।

মহাত্মা—ভগবানের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহে ও চিদ্‌বিলাসে দৃঢ়বিশ্বাসী, দেব-স্বভাব ও অনন্যভাবে ভজনকারী ব্যক্তি। "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স **মহাত্মা** সুদুর্ল্লভঃ ॥" (গীঃ ৭।১৯)।

জ্ঞানযজ্ঞ—সমস্ত চরাচর জগৎ বাসুদেবই—সর্ব্বত্র এইরূপ আত্ম-দর্শনই জ্ঞান; তাদৃশজ্ঞানরূপ যজ্ঞ।

সন্ন্যাসযোগ—এই অধ্যায়ের ২৬ ও ২৭ শ্লোকের উপদেশানুসারে ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্পণরূপ যোগ বা কর্ম্মফলত্যাগরূপ যোগ। এই যোগানুষ্ঠানের ফলে ভগবানে 'যুক্তাত্মা' বা সমর্পিতচিত্ত হওয়া যায়।

পরিপ্রশ্নমালা

১। 'বিজ্ঞান' কি ? বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান কি ? (গীঃ ৯।১)

২। রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য যোগ কি ? (গীঃ ৯।২)

৩। জগতের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির কারণ কি ? (গীঃ ৯।১০)

৪। কাহারা ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করে এবং কেন ? (গীঃ ৯।১১,১২)

৫। মহাত্মা কে এবং তাঁহার পরিচয় বা লক্ষণ কি ? (গীঃ ৯।১৩,১৪)

৬। বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্মের অনুসরণকারী ব্যক্তির গতি কিরূপ ? (গীঃ ৯।২০,২১ ; ২।৪২-৪৪)

৭। যোগ ও ক্ষেম কি ? ভগবান্ কাঁহার যোগ-ক্ষেম বহন করেন ? (গীঃ ৯।২২)

৮। অন্যদেবতাযাজীর ভজনের স্বরূপ ও গতি কি ? (গীঃ ৯।২৩-২৫)

৯। ভগবান্ কাহার কি গ্রহণ করেন ? (গীঃ ৯।২৬)

১০। ভগবানে বাস্তবিক কোনরূপ বৈষম্য আছে কি ? (গীঃ ৯।২৯)

১১। সুদুরাচার অথচ অনন্যভজনকারীর সম্বন্ধে কিরূপ বিচার কর্ত্তব্য ? ভগবদ্ভক্তের পতন হয় কি ? (গীঃ ৯।৩০-৩১)

১২। হীনজাতি, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র—ইহাদের মঙ্গল লাভ হইতে পারে কি ? এবং উপায় বা কি ? (গীঃ ৯।৩২)

১৩। শুদ্ধভক্তিসাধন ও উহার ফল কি ? (গীঃ ৯।৩৪)

দশমোঽধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগ

কথাসার

পূর্ব্বে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে ভগবদ্বিভূতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র ভগবদ্-দর্শনের উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ে তাহার বিস্তার করা হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের আদি, অতএব দেব-ঋষি-প্রভৃতি কেহই তাঁহার আবির্ভাবের বিষয় অবগত নহেন। কিন্তু তাঁহাকে অনাদি, অজ ও সর্ব্বজগতের সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া জানিতে পারিলে জীব মোহ ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তাঁহার বিভূতি ও যোগ সম্যক্ অবগত হইয়া জীব অবিচলিত দর্শন বা জ্ঞান লাভ করেন এবং ভগবানে দেহমন সমর্পণপূর্ব্বক পরস্পর ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা ও কীর্ত্তন-দ্বারা প্রীতিভরে ভগবানের ভজন করেন। ভগবান্ তখন তাঁহাদিগকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপযোগিনী বুদ্ধি প্রদান করিয়া সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকের দ্বারা সকল অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সকল বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভগবচ্চিন্তার সৌকর্য্যের জন্য তাঁহার বিভূতিসকল জানাইতে প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনন্ত বিভূতির মধ্যে মুখ্য মুখ্য বিভূতিসকল বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন যে, যেখানে যেখানে যে যে বস্তুতে কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য বা আতিশয্য দেখা যায়, তৎসমস্তই তাঁহার তেজের অংশ হইতে প্রকাশিত ; অধিক কি ? —তিনিই একাংশে মাত্র সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন।

"এই অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্লোকে শুদ্ধ-ভজন ও ভজন-ফল বলিয়াছেন। সমস্ত বিভূতির আকর-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই জীবের

নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেমের প্রাপক,—ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ।” (-- শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শিক্ষা—শ্রীভগবানের শক্তি ও বিভূতি অনন্ত। এই অনন্ত বিশ্ব তাঁহার অনন্ত বিভূতির আংশিক (একচতুর্থাংশ) প্রকাশমাত্র। এই বিভূতি-জ্ঞান হইতে জগতের সকল বস্তুতে ভগবৎসম্বন্ধ—অর্থাৎ সকল বস্তুর একমাত্র কারণ তিনি এবং তাঁহারই সকল বস্তু—ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়। ইহার ফলে শ্রীভগবানে অবিচলিত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তিযোগ লভ্য হয়। এইরূপ ভক্তিযোগসম্পন্ন পণ্ডিতগণ সর্ব্বক্ষণ ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা ও ভগবৎকথা-কীর্ত্তনে পরমানন্দ অনুভব করেন এবং ভগবান্‌ও তাঁহাদের অজ্ঞানবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—), [হে] মহাবাহো! (মহাবাহো!) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে (আমার) পরমং বচঃ (পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর)। যৎ (যেহেতু) প্রীয়মাণায় (তুমি আমার প্রিয়), [তৎ—সেহেতু] অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (তোমার মঙ্গল কামনা করিয়া) তে (তোমাকে) বক্ষ্যামি (ইহা বলিব)॥ ১॥

উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বর-দৃষ্টয়ে॥

শ্রীধরঃ—এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বর-তত্ত্বং নিরূপিতম্; তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে “রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়” ইত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ, অষ্টমে চ অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র”

ইত্যাদিনা, নবমে চ "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদিনা। অথেদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চাবশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্য্যায়াং বা কুশলৌ বাহূ যস্য তথা, হে মহাবাহো! ভূয় এব পুনঃপি মে বচঃ শৃণু। কথম্ভূতম্? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্। মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি, তৎ॥ ১॥

পূর্ব্বে সপ্তমাদি অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিভূতিসমূহের সর্ব্বত্র বর্ণন হইয়াছে। এই দশমাধ্যায়ে সেই বিভূতিসমূহ সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টির নিমিত্ত বিস্তারিত হইতেছে।

সুঃ অনুঃ—এইরূপে সপ্তমাদি তিন অধ্যায়ে ভজনীয় পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিভূতিসকলও 'কৌন্তেয়! আমি জলের রস' ইত্যাদি বাক্যে সপ্তমে, 'আমিই ইহাতে অধিযজ্ঞ' ইত্যাদি বাক্যে অষ্টমে এবং 'আমিই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ' ইত্যাদি বাক্যে নবমে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর এক্ষণে সেই বিভূতিগুলি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া এবং নিজভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিবৃত করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—"ভূয় এব" ইত্যাদি। মহাবাহো!—যুদ্ধাদি-স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অথবা মহতের পরিচর্য্যাবিষয়ে যাঁহার বাহুদ্বয় কুশল। তুমি পুনর্ব্বার আমার বাক্য শ্রবণ কর। কিরূপ? পরম—পরমাত্মনিষ্ঠ। আমার বাক্য-সুধায় তুমি প্রীতি অনুভব করিতেছ। অতএব তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় আমি যাহা বলিব, তাহা শুন॥ ১॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বে সপ্তম, অষ্টম ও নবম এই তিন অধ্যায়ে ভজনীয় পরমেশ্বরতত্ত্ব ও তাঁহার বিভূতি নিরূপিত করিয়াছেন, যথা "রসোঽহমপ্সু,

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

সুরগণাঃ (দেবগণ) মে (আমার) প্রভবং (আবির্ভাবের বিষয়) ন বিদুঃ (জানেন না), মহর্ষয়ঃ ন (মহর্ষিগণও জানেন না)। হি (যেহেতু) অহং (আমি) দেবানাং (দেবগণ) মহর্ষীণাঞ্চ (ও মহর্ষিগণের) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেই) আদিঃ (আদিকারণস্বরূপ) ॥২॥

শ্রীধরঃ—উক্তস্যাপি পুনর্ব্বচনে দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ—ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়োঽপি ভৃগ্বাদয়ো ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ,—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চাদিঃ কারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ, অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুঃ—যাহা একবার কথিত হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি-বিষয়ে দুজ্ঞেয়তাই কারণ, বলিলেন—"ন মে বিদুঃ" ইত্যাদি। আমার প্রভব—প্রকৃষ্ট ভব, আমি জন্মরহিত হইলেও নানা বিভূতি-দ্বারা যে আবিভূত হই, তাহা—দেবগণ কিংবা ভৃগুপ্রমুখ মহর্ষিগণও জানেন না। তাহাতে হেতু—আমিই দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকারে উৎপাদকরূপে ও বুদ্ধ্যাদির প্রবর্ত্তকরূপে আদি অর্থাৎ কারণ। অতএব আমার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাকে কেহ জানিতে পারেন না, ইহাই অর্থ ॥ ২ ॥

কৌন্তেয়!" ইত্যাদি, "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইত্যাদি এবং "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি। ইদানীং সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্ট-প্রাপ্তির জন্য সেই বিভুতির সবিস্তার বর্ণন এবং ভগবদ্ভক্তির অবশ্যকরণীয়তা বর্ণন করিবার উদ্দেশ্যে—] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে মহাবাহো! পুনরায় আমার পরমবাক্য শুন ; আমার বাক্যে তুমি প্রীতিযুক্ত বলিয়া তোমার মঙ্গলকামনায় ইহা তোমাকে বলিতেছি ॥১॥ (মৃঃ অনুঃ)

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩॥

যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অনাদিম্ (অনাদি) অজম্ (জন্মরহিত) লোকমহেশ্বরং চ (ও লোকসমূহের মহেশ্বর) [বলিয়া] বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) মর্ত্ত্যেষু (মনুষ্য-গণের মধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য হইয়া) সর্ব্বপাপৈঃ (সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হন) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি। সর্ব্বকারণত্বা-দেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিম্, অতএবাজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি, স মনুষ্যেষু সম্মোহরহিতঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—এই প্রকার আত্মজ্ঞান-বিষয়ে ফল বলিলেন,—"যো মাম্" ইত্যাদি। আমিই সকলের কারণ বলিয়া আমার কারণ নাই, অতএব আমি অনাদি ও অজ—জন্মরহিত, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর। এইরূপ ভাবে যিনি আমাকে জানেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে অজ্ঞানশূন্য হইয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[পুনরুক্তির কারণস্বরূপ বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়তা-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার আবির্ভাবের বিষয় জানেন না। কেন না, আমি সর্ব্ববিষয়ে দেবতা ও মহর্ষিগণের কারণবস্তু ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বশ্লোকনির্দ্দিষ্ট ভগবৎস্বরূপের জ্ঞানের ফলরূপে বলিতেছেন—] যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বকারণরহিত, জন্মরহিত ও লোক-সমূহের পরম ঈশ্বর বলিয়া জানেন, মনুষ্যগণমধ্যে তিনিই মোহরহিত এবং সর্ব্বপাপ হইতে প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হন ॥ ৩ ॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), জ্ঞানং (আত্মবিষয়ক জ্ঞান), অসংমোহঃ (অব্যাকুলতা), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), সত্যং (যথার্থভাষণ), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম), শমঃ (অন্তঃকরণসংযম), সুখং (সুখ), দুঃখং (দুঃখ), ভাবঃ (জন্ম), অভাবঃ (নাশ), ভয়ং চ (ত্রাস), অভয়ম্ এব চ (ও অভয়), অহিংসা (অহিংসা), সমতা (সমভাব), তুষ্টিঃ (সন্তোষ), তপঃ (তপস্যা), দানং (দান), যশঃ (সুখ্যাতি) [এবং] অযশঃ (অখ্যাতি)—ভূতানাং (প্রাণিগণের) পৃথগ্‌বিধা ভাবাঃ (এইসকল নানাপ্রকার ভাব) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ৪-৫ ॥

শ্রীধরঃ—লোকমহেশ্বরতাং স্ফুটয়তি—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেক-নৈপুণ্যং, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং, অসংমোহঃ ব্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্ষমা সহিষ্ণুত্বং, সত্যং যথার্থভাষণং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ, সুখমনুকুল-সংবেদনীয়ং, দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতং, ভব উদ্ভবঃ অভাবস্তদ্বিপরীতঃ, ভয়ং ত্রাসঃ, অভয়ং তদ্বিপরীতম্,—অস্য লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ, সমতা রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং মিত্রামিত্রতুল্যতা চ, তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদিবক্ষ্যমাণং, দানং ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ পাত্রেঽর্পণং, যশঃ সংকীর্ত্তিঃ, অযশোঽপকীর্ত্তিঃ,—এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি ॥ ৪-৫ ॥

সুঃ অনুঃ—সর্ব্বলোকের পরমেশ্বরতা স্পষ্ট করিলেন—"বুদ্ধিঃ" ইত্যাদি তিন শ্লোক-দ্বারা। বুদ্ধি—সার ও অসারের বিচারে নিপুণতা, জ্ঞান—আত্ম-বিষয়ক, অসম্মোহ—ব্যস্ততার অভাব, ক্ষমা—সহনশীলতা,

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষি), পূর্ব্বে (তৎপূর্ব্বে) চত্বারঃ (সনকাদি চারিজন) তথা মনবঃ (ও স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ) মদ্ভাবাঃ (আমার প্রভাবসম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (আমার সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন), লোকে (পৃথিবীতে) যেষাং ইমাঃ প্রজাঃ (তাঁহাদিগ হইতে এই সকল প্রজা হইয়াছে) ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ, "সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ" ইত্যাদি—পুরাণপ্রসিদ্ধাস্তেভ্যোঽপি পূর্ব্বে ইন্যে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো মদ্ভাবা মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে হিরণ্যগর্ভাত্মনো মমৈব মনসঃ সঙ্কল্পমাত্রা-জ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদি-রূপাশ্চ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। ৬ ॥

সত্য—যথার্থকথন, দম—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, শম—অন্তঃকরণের সংযম, সুখ—অনুকূল বিষয়ের অনুভূতি, দুঃখ—তাহার বিপরীত, ভব—উৎপত্তি, অভাব—তাহার বিপরীত, ভয়—ত্রাস, অভয়—ত্রাসশূন্যতা,—এই ভুবনসমূহের এই সমস্ত বিষয় আমা হইতেই হইয়া থাকে—এই পরবর্ত্তী অংশের সহিত অন্বয়। আরও "অহিংসা" ইত্যাদি। অহিংসা—অপরকে ক্লেশপ্রদান হইতে বিরাম, সমতা—আসক্তি ও দ্বেষ না করা এবং মিত্র ও শত্রুতে সমভাব, তুষ্টি—দৈবলব্ধ বস্তুতে সন্তোষ, তপ—শারীরাদি নিয়মন (পরে বক্তব্য), দান—সদুপায়ে অর্জ্জিত ধনাদি উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ, যশঃ—অযশঃ—দুর্নাম; এই বুদ্ধি-জ্ঞানাদি ও তাহার বিপরীত অজ্ঞানাদি প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাবগুলি আমা হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৪-৫ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[নিজের সর্ব্বলোক-মহেশ্বরত্ব তিনটী শ্লোকে সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—]বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যাকুলতা, সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা,

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥

যঃ মম এতাং (যিনি আমার এই) বিভূতিং যোগং চ (বিভূতি ও যোগ) তত্ত্বতঃ (সম্যগ্ভাবে) বেত্তি (জ্ঞাত আছেন), সঃ (তিনি) অবিকল্পেন (নিঃসংশয়িত) যোগেন (তত্ত্বজ্ঞান) যুজ্যতে (যুক্ত হন) ; অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ ন (সন্দেহ নাই) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং যোগকৈশ্বর্য্যলক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি, সঃ অবিকল্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্দর্শনেন যুক্তো ভবতি, নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "মহর্ষয়ঃ" ইত্যাদি। সপ্তমহর্ষি ভৃগু-প্রভৃতি সপ্ত ব্রাহ্মণ, ইঁহারা পুরাণে নিশ্চিত আছেন। ইঁহারা পুরাণপ্রসিদ্ধ, ইঁহাদের হইতেও পূর্ব্বতন অপর চারিজন সনকাদি এবং স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ। ইহাদিগেতে আমারই প্রভাব আছে। তাঁহারা হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই মন—সঙ্কল্পমাত্র হইতে জাত। কেবল প্রভাবকে বর্ণন করিতেছেন—"যেষাম্" ইত্যাদি। যে ভৃগু প্রভৃতির ও সনকাদির পৃথিবীতে পুত্রপৌত্রাদিরূপে ও শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপে সম্যক্ বর্দ্ধমান এই ব্রাহ্মণাদি সন্ততিগণ জন্মিয়াছেন ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুঃ—পূর্ব্বোক্ত বিভূতি-প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানের ফল বলিলেন,—"এতাম্" ইত্যাদি। যিনি এই ভৃগুপ্রভৃতি আমার যোগৈশ্বর্য্যরূপ বিভূতি যথার্থরূপে অবগত হন, তিনি অবিকল্প নিঃসংশয়িত যোগ—সম্যগ্দর্শনের সহিত যুক্ত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমভাব, সন্তোষ, তপস্যা, দান, সুখ্যাতি, অখ্যাতি—প্রাণিগণের এই সকল বিবিধ ভাব আমা হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৪-৫ । (মূঃ অনুঃ)

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সমগ্র বিশ্বের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ), মত্তঃ (আমা হইতে) সর্ব্বং (সমস্ত কিছু) প্রবর্ত্ততে (উৎপন্ন হইয়া থাকে), ইতি (ইহা) মত্বা (চিন্তা করিয়া) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিপূর্ব্বক) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করে) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—যথা চ বিভূতি-যোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্‌ জ্ঞানাবাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি—অহমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদিমন্বাদিরূপ-বিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ মত্ত এব চ সর্ব্বস্য "বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ" ইত্যাদি সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ইত্যেবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাব-সমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—যেরূপে বিভূতি ও যোগের জ্ঞানে সম্যগ্‌জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়, তাহা দেখাইতেছেন—"অহম্‌" ইত্যাদি চারি শ্লোকে। আমি ভৃগু-প্রভৃতি, মনুপ্রভৃতি বিভূতিক্রমে সর্ব্বজগতের প্রভব—উৎপত্তির কারণ। আমা হইতেই এই সকলের বুদ্ধি, জ্ঞান, অজ্ঞানহীনতা ইত্যাদি সমস্তই প্রবৃত্ত হইতেছে। বিচারশীল পণ্ডিতগণ এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন ॥ ৮ ।

মূঃ অনুঃ—ভৃগু-প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, পূর্ব্বতন সনকাদি চারিজন মহর্ষি, তদ্রূপ স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনুগণ,—সকলে আমার মন হইতে সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন এবং আমার প্রভাববিশিষ্ট। জগতে এই সকল প্রজা তাঁহাদিগ হইতে বিস্তার লাভ করিয়াছে ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[ভগবদ্বিভূতিজ্ঞানের ফল বলিতেছেন —] যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ সম্যক্‌ জানেন, তিনি অবিচলিত সম্যক্‌ দর্শন লাভ করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯॥

[তে—তাঁহারা] মচ্চিত্তাঃ (আমাতে অর্পিতচিত্ত) [ও] মদ্গতপ্রাণাঃ (আমাতে সমর্পিত-প্রাণ হইয়া) নিত্যং (সর্ব্বদা) পরস্পরং (পরস্পর) মাং বোধয়ন্তঃ (আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া) চ (এবং) কথয়ন্তঃ (কীর্ত্তন করিয়া) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (পরিতোষ ও সুখ প্রাপ্ত হন) ॥৯॥

শ্রীধরঃ—প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমাহ—মচ্চিত্তা ইতি। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ ময্যর্পিতজীবনা ইতি বা, এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোঽন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্ব্বোধয়ন্তো বুদ্ধ্বা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি অনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি ॥ ৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—প্রণয়ের সহিত ভজনটী বলিলেন—"মচ্চিত্তা" ইত্যাদি। আমাতেই যাঁহাদের চিত্ত সংলগ্ন, তাঁহারা মচ্চিত্ত; যাঁহাদের প্রাণ—ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে বা যাঁহারা আমাতেই জীবন অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা মদ্গতপ্রাণ; এই প্রকার সেই পণ্ডিতবর্গ পরস্পর বিচার-যুক্তিপ্রাপ্ত বেদাদি প্রমাণ-দ্বারা বুঝাইয়া এবং বুঝিয়া আমার নামরূপাদির সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বদা আনন্দ পা'ন অর্থাৎ অনুমোদন-দ্বারা তুষ্টি লাভ করেন এবং পরমশান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[ভগবানের বিভূতি ও যোগের জ্ঞান হইতে সম্যগ্ জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দেখাইতেছেন—] আমি সমগ্র বিশ্বের কারণ, আমা হইতেই সকল কিছুর প্রবর্ত্তন হয়—ইহা চিন্তা করিয়া পণ্ডিতগণ প্রীতি-সহকারে আমাকে ভজন করেন ॥ ৮ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০॥

[অহং—আমি] সততযুক্তানাং (আমাতে আসক্তচিত্ত) প্রীতিপূর্ব্বকং (প্রীতিপূর্ব্বক) ভজতাং (আমার ভজনকারী) তেষাং (সেই সকল ব্যক্তিকে) তং (সেই প্রকার) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিরূপ উপায়) দদামি (দান করি), যেন (যদ্দ্বারা) তে (তাঁহারা) মাং (আমাকে) উপযান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্ জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি। তমিতি কম্? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০ ॥

স্বঃ অনুঃ—এই প্রকার পণ্ডিতগণের উৎকৃষ্ট জ্ঞান আমিই প্রদান করি, ইহা বলিলেন—"তেষাম্" ইত্যাদি। এইরূপে সততযুক্ত—আমাতে আসক্তচিত্ত, প্রণয়ের সহিত ভজনশীল পুরুষগণের সেই বুদ্ধিরূপ যোগ—উপায় আমিই দান করি। সেই বুদ্ধিযোগটী কি? যাহার অবলম্বনে আমার সেই ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই প্রীতিপূর্ব্বক ভজনের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন—] উক্ত পণ্ডিতগণ মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পর আমার তত্ত্ববিচার-পূর্ব্বক এবং আমার কথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[ভগবান্ই তাদৃশ ভজনশীলগণের জ্ঞান বিধান করেন, তাহা বলিতেছেন—] আমাতে নিত্যযুক্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারিগণের তাদৃশ বুদ্ধিযোগ আমি প্রদান করি, যাহাদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

তেষাম্ (তাঁহাদিগের প্রতি) অনুকম্পার্থম্ এব (অনুকম্পার বা দয়ার নিমিত্তই) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া) ভাস্বতা (প্রদীপ্ত) জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানরূপ প্রদীপদ্বারা) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানজনিত) তমঃ (অন্ধকাররূপ সংসার) নাশয়ামি (বিনাশ করি) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তজ্জানুভবপর্য্যন্তং তমাবিষ্কৃত্যাবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবা-জ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি। কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন, তমো নাশয়সীত্যত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১ ॥

স্বঃ অনুঃ—বুদ্ধিযোগ দান করিয়া তাহার অনুভূতি পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া তাহার অবিদ্যাজনিত সংসার বিনাশ করি; ইহা বলিলেন—"তেষাম্" ইত্যাদি। তাঁহাদিগের অনুগ্রহের নিমিত্তই অজ্ঞান হইতে জাত সংসারনামক তমঃ নাশ করি। কোথায় থাকিয়া, কি উপায়ে বা তমঃ নাশ কর ? তাহাতে বলিলেন—আত্মভাবস্থ—বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থানপূর্ব্বক দীপ্তিমান্ জ্ঞানরূপ দীপের সাহায্যে উহা বিনাশ করি ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—[বুদ্ধিযোগ-প্রদানানন্তর নিজানুভূতি দান করিয়া তাঁহাদের সংসার নাশ করেন, তাহা বলিতেছেন—] তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পাপ্রকাশার্থই আমি তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থানপূর্ব্বক প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার (সংসার) বিনাশ করি ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) ভবান্ (তুমি) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম), পরং ধাম (পরমধাম), পরমং পবিত্রং (পরম পবিত্র)। সর্ব্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষি), দেবর্ষিঃ নারদঃ (দেবর্ষি নারদ), তথা অসিতঃ (অসিত), দেবলঃ (দেবল), ব্যাসঃ চ (ও মহর্ষি ব্যাস) ত্বাং (তোমাকে) শাশ্বতঃ (নিত্য) দিব্যম্ (স্বয়ংপ্রকাশ) আদিদেবম্ (আদিদেব) অজং (জন্মহীন) বিভুং চ (ও বিভু) পুরুষঃ (পুরুষ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। স্বয়ং চ এব (এবং স্বয়ংই—) [তুমি] মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছ)॥ ১২-১৩॥

শ্রীধরঃ—সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ পরমং পবিত্রং ভবানেব, কুত ইত্যত আহ—যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং, তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ং প্রকাশং, আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানমাদিভূতমিত্যর্থঃ, তথা অজম্ অজন্মানং বিভুঞ্চ ব্যাপকং ত্বামেবাহুঃ। কে ত আহুরিত্যাহ—আহুরিতি। ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বে, দেবর্ষিশ্চ নারদঃ, অসিতশ্চ দেবলশ্চ ব্যাসশ্চ, স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি॥ ১২-১৩॥

সুঃ অনুঃ—ভগবান্ সংক্ষেপে যে বিভূতিগুলি বর্ণন করিলেন, অর্জ্জুন তাহা বিস্তারিতরূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবানের প্রশংসাপূর্ব্বক বলিলেন—"পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি সপ্তশ্লোকে। তুমিই পরমব্রহ্ম, পরমাশ্রয় ও পরমপবিত্র। কিরূপে ? ইহাতে বলিলেন—যেহেতু [শাস্ত্র] তোমাকে নিত্যপুরুষ, দিব্য—দ্যোতনাত্মক, স্বয়ংপ্রকাশ, [আদিদেব]—দেবগণের

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

কেশব (হে কেশব !) যৎ মাং (আমাকে যাহা) বদসি (বলিতেছ), এতৎ সর্ব্বং (এই সমস্তই) [আমি] ঋতং (সত্য) মন্যে (মনে করি)। হি (যেহেতু) ভগবন্ (হে ভগবন্ !) ন দেবাঃ ন দানবাঃ চ (কি দেবগণ, কি দানবগণ কেহই) তে (তোমার) ব্যক্তিং (তত্ত্ব বা প্রকাশ) বিদুঃ (জানেন না) ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—অতো মমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্যেঽসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ—সর্ব্বমেতদিতি। এতত্ত্ববানেব 'পরং ব্রহ্মে'ত্যাদি সর্ব্বমপি ঋতং সত্যং মন্যে, যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ," ইত্যাদি, তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবংস্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ, অস্মদনুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি, দানবাশ্চ অস্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি ॥ ১৪ ॥

আদি-স্বরূপ, অজ—জন্মরহিত ও বিভু—ব্যাপক বলিয়া কহিয়া থাকেন। কে তাঁহারা ? তাহাতে বলিলেন—"আহুঃ" ইত্যাদি। ভৃগু-প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস ; স্বয়ং তুমিও স্বমুখে আমাকে বলিতেছ ॥ ১২-১৩ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[সংক্ষেপে কথিত বিভূতি সবিস্তারে জানিবার জন্য অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন—] তুমি পরব্রহ্ম, পরমধাম, পরম-পবিত্র। ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও মহর্ষি ব্যাস তোমাকে শাশ্বত, স্বয়ংপ্রকাশ, আদিদেব, জন্মরহিত ও বিভুপুরুষ বলিয়া থাকেন এবং তুমি স্বয়ংই আমাকে বলিতেছ ॥ ১২-১৩ ॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! (হে জগৎপালক) ত্বং (তুমি) স্বয়ম্ এব (স্বয়ংই) আত্মনা [এব] (নিজজ্ঞান বা চিচ্ছক্তিদ্বারাই) আত্মানং (নিজকে) বেত্থ (জান) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি, নান্যঃ; তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভসম্বোধনানি—হে ভূতভাবন—ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ—নিয়ন্তঃ! দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব—প্রকাশক! জগৎপতে—বিশ্বপালক! ॥ ১৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব এক্ষণে তোমার ঐশ্বর্য্য-বিষয়ে আমার সন্দেহ দূরীকৃত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন,—"সর্ব্বমেতদ্" ইত্যাদি। 'তুমিই পরব্রহ্ম' প্রভৃতি এই সমস্ত বিষয় আমি সত্য বলিয়া মনে করি। তুমি যে আমার নিকট বলিতেছ—'দেবগণ আমাকে জানেন না' ইত্যাদি তাহাও সত্যই মনে করি, ইহাতে বলিলেন—"ন হি" ইত্যাদি। হে ভগবন্! তোমার প্রকাশ অর্থাৎ 'আমাদের অনুগ্রহার্থ ভগবান্ আপনার এই প্রকাশ, ইহা দেবগণ জানেন না, এবং 'আমাদের নিগ্রহের নিমিত্ত ভগবান্ আপনার এই প্রকাশ' এইভাবে দানবেরাও তোমাকে জানে না ॥ ১৪ ॥

মুঃ অনুঃ—[অতএব তোমার ঐশ্বর্য্যে আমার সন্দেহ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন—] হে কেশব! আমাকে যাহা বলিতেছ, তৎসমস্তই আমি সত্য মনে করি। কারণ, হে ভগবন্! কি দেবগণ, কি দানবগণ, কেহই তোমার তত্ত্ব বা প্রকাশ জানেন না ॥ ১৪ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

দিব্যাঃ (তোমার অলৌকিক) বিভূতয়ঃ (বিভূতিসকল) অশেষেণ (সবিশেষভাবে) ত্বং হি বক্তুম্ অর্হসি (তুমিই বলিবার যোগ্য), যাভিঃ বিভূতিভিঃ (যে সকল বিভূতিদ্বারা) ইমান্ (এই সকল) লোকান্ (জগৎ) ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত করিয়া) [তুমি] তিষ্ঠসি (আছ) ॥১৬॥

শ্রীধরঃ—যস্মাত্তবাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি, ন দেবাদয়স্তস্মাদ্বক্তুমর্হসীতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্ব্বা বক্তুং ত্বমেবাহসি যোগ্যোঽর্হসি। যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥১৬॥

সুঃ অনুঃ—তবে কি ? "স্বয়ম্" ইত্যাদি। তুমি নিজেই নিজেকে জান, আর কেহ নহে ; তাহাও তুমি আপনা হইতেই জান, উপায়ান্তর দ্বারা নহে। অত্যন্ত আদর-পূর্ব্বক নানাভাবে সম্বোধন করিলেন—হে পুরুষোত্তম ! পুরুষোত্তমত্বে কারণসঙ্গত সম্বোধনসমূহ যথা—হে ভূত-ভাবন—প্রাণীর উৎপাদক ! ভূতগণের ঈশ্বর—নিয়মনকর্ত্তা ! দেবগণেরও দেব—আদিত্যাদিরও প্রকাশক ! জগৎপতে—বিশ্বপালক ! ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুঃ—যেহেতু তোমার প্রকাশ একমাত্র তুমিই জ্ঞান, দেবাদি কেহ জানেন না, অতএব তুমিই বলিবার যোগ্য। তোমার নিজের যে সকল দিব্যা—অত্যদ্ভুতা বিভূতিগুলি আছে, সেই সমস্ত বলিতে তুমিই যোগ্য। 'যেগুলি-দ্বারা' এই কথায় বিভূতিসকলের বিশেষণই স্পষ্টভাবে বুঝাইতেছে ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—হে পুরুষোত্তম ! হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে জগৎপতে ! তুমি স্বয়ংই নিজ চিচ্ছক্তিদ্বারাই নিজকে জান ॥ ১৫ ॥

**কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥**

হে যোগিন্ ! (হে যোগমায়াধিপতি !) কথং (কিরূপে) সদা (সর্ব্বদা) পরিচিন্তয়ন্ (চিন্তা অর্থাৎ স্মরণ করিয়া) অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) বিদ্যাম্ (জানিতে পারিব) ? হে ভগবন্ ! কেষু কেষু চ (এবং কোন্ কোন্) ভাবেষু (পদার্থসমূহে) ময়া (আমি) চিন্ত্যঃ অসি (তোমার চিন্তা বা ধ্যান করিব ?) ? ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে - কথমিতি দ্বাভ্যাম। হে যোগিন্ ! কথং কৈর্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্ ? বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽসি, ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি ? ॥ ১৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—বলিবার প্রয়োজন দেখাইয়া প্রার্থনা করিতেছেন— কথম্" ইত্যাদি দুই শ্লোকে। কিরূপে কোন্ কোন্ বিশেষ বিভূতিদ্বারা সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে আমি তোমাকে বিদিত হইব—জানিতে পারিব ? বিশেষ বিভূতিদ্বারা তুমি চিন্তনীয়, আবার কোন্ কোন্ পদার্থে আমি তোমাকে চিন্তা করিতে পারি ? ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[তোমার প্রকাশ তুমিই জান, অতএব –] তোমার দিব্য-বিভূতিসমূহ তুমিই সবিস্তারে বলিবার যোগ্য,—যে-সকল বিভূতি-দ্বারা তুমি এই লোকসকল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[বিভূতিসকল বর্ণনা করার প্রয়োজন বলিতেছেন—] হে যোগমায়াধীশ ভগবন্ ! সর্ব্বদা কিরূপে চিন্তা বা স্মরণ করিলে তোমাকে জানিতে পারিব ? এবং কোন্ কোন্ পদার্থসমূহে আমি তোমার চিন্তা করিব ? ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃন্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ (তোমার নিজের) যোগং (যোগৈশ্বর্য্য) বিভূতিং চ (ও বিভূতি) বিস্তরেণ (সবিস্তারে) ভূয়ঃ (আবার) কথয় (বল)। অমৃতং (তোমার অমৃতময় বাক্য) শৃন্বতঃ (শুনিয়া শুনিয়া) মে (আমার) তৃপ্তিঃ নাস্তি হি (সত্যই তৃপ্তি হইতেছে না) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং বহির্ম্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়, যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধির্নাস্তি ॥ ১৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব এইরূপ বহির্ম্মুখ-চিত্তেও সেই সেই বিষয়ে বিভূতিবিশেষদ্বারা তোমারই চিন্তা যে প্রকারে হইতে পারে, তাহা বিস্তৃতভাবে বল, ইহা বলিলেন—"বিস্তরেণ" ইত্যাদি। তোমার নিজের যোগ—সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তাদিরূপ যোগবল ও বিভূতি বিস্তারপূর্ব্বক পুনরায় বল। যেহেতু তোমার অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি অর্থাৎ যথেষ্ট শুনিয়াছি, আর প্রয়োজন নাই—এরূপ বুদ্ধি হয় না। ॥ ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[অতএব বহির্ম্মুখ চিত্তেও নানা বিভূতিভেদে তোমার চিন্তা যাহাতে সম্ভব হয়, সেইরূপ বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রার্থনা করিতেছেন—] হে জনার্দ্দন! তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি আবার সবিস্তারে বর্ণন কর। তোমার অমৃতস্বরূপ বাক্য শুনিয়া শুনিয়া আমার সত্যই তৃপ্তি হইতেছে না। ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ ! (আহা কুরুশ্রেষ্ঠ !) দিব্যাঃ (অলৌকিক) আত্মবিভূতয়ঃ (নিজ বিভূতিসকলের) প্রাধান্যতঃ (প্রধান প্রধানগুলি) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি হি (অবশ্যই বলিব) মে (আমার) বিস্তরস্য (অবান্তর বিভূতির) অন্তঃ নাস্তি (অবধি নাই) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পাসম্বোধনে, দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোঽবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপ প্রার্থিত হইয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"হন্ত" ইত্যাদি। হন্ত-শব্দ অনুকম্পার সহিত সম্বোধনে প্রযুক্ত। আমার যে দিব্য বিভূতিসকল আছে, তাহা প্রধানভাবে তোমাকে বলিব, যেহেতু আমার অবান্তর বিভূতিসমূহের সীমা নাই; অতএব প্রধান প্রধান কতকগুলি বর্ণন করিব ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[অর্জ্জুনের প্রার্থনায় ভগবান্ বলিতেছেন—] আহা ! কুরুশ্রেষ্ঠ। আমার অলৌকিক বিভূতিসমূহ প্রাধান্যানুসারে তোমাকে অবশ্যই বলিব—আমার অবান্তর বিভূতি অনন্ত ॥ ১৯ ॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০॥

হে গুড়াকেশ! (হে জিতনিদ্র!) অহং (আমি) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত) আত্মা (অন্তর্য্যামী পরমাত্মা)। অহম্ এব (আমিই) ভূতানাং (জীবগণের) আদিঃ চ (উৎপত্তির কারণ), মধ্যং চ (স্থিতির হেতু) অন্তঃ চ (এবং সংহারের হেতু)॥ ২০॥

শ্রীধরঃ তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েষন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহং আদির্জন্ম, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ॥ ২০॥

স্বঃ অনুঃ—তাহাতে প্রথমতঃ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় রূপ বলিতেছেন—"অহম্" ইত্যাদি। হে গুড়াকেশ!—জিতনিদ্র! সমস্ত ভূতেরই আশয়ে—অন্তঃকরণমধ্যে সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রভৃতি গুণদ্বারা নিয়ামকরূপে অবস্থিত পরমাত্মাই আমি। আমিই সকল ভূতের আদি—জন্ম, মধ্য—স্থিতি, অন্ত—সংহার। জন্মাদির হেতু আমিই, ইহাই অর্থ॥ ২০॥

মূঃ অনুঃ—[তন্মধ্যে প্রথম ঐশ্বররূপ বলিতেছেন—]হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্ব-জীবহৃদয়ে বিরাজমান অন্তর্যামী পরমাত্মা; আমিই সকল জীবের আদি বা উৎপত্তি-কারণ, মধ্য বা স্থিতি কারণ এবং অন্ত বা সংহার-কারণ॥ ২০॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

আদিত্যানাং (দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে) অহং (আমি) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু-নামক আদিত্য), জ্যোতিষাং (জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে) অংশুমান্ (প্রচুর কিরণশালী) রবিঃ (সূর্য্য), মরুতাং (মরুদ্গণ-মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচি-নামক মরুৎ), নক্ষত্রাণাং (নক্ষত্র-মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্র) ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিতি যাবদধ্যায়-সমাপ্তি। আদিত্যানাঞ্চ দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহং, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহং, মরুতাং দেববিশেষাণাং (বায়ূনাং) মধ্যে মরীচিনামাঽহমস্মি, যদ্বা সপ্ত মরুদ্গণাঃ—তে চ আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ পরাবহঃ, উদ্বহঃ, সংবহঃ, পরিবহঃ ইতি মরুদ্গণাঃ বায়বস্তেষাং মধ্যে, নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহম্। অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠি, ক্বচিচ্চ 'ভূতানামস্মি চেতনা' ইত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী, তচ্চ তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ। বিষ্ণুরিত্যাদিরবতারোঽপি প্রভাবাতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে। অতঃপরঞ্চাধ্যায়স্য স্পষ্টার্থত্বেঽপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ২১॥

স্বঃ অনুঃ—এক্ষণে বিভূতিসমূহ বলিতেছেন—"আদিত্যানাম্" ইত্যাদি হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু—বামন, জ্যোতিষ্ক—প্রকাশক পদার্থগুলির মধ্যে আমি অংশুমান্—বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্ত সূর্য্য, 'মরুৎ' (বায়ু) নামক দেবগণের মধ্যে আমি মরীচি, অথবা সপ্ত মরুদ্গণ বায়ুসমূহ, তাহাদের মধ্যে ; সেই মরুদ্গণ—আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, উদ্বহ, সংবহ, পরিবহ ; নক্ষত্রসমূহের মধ্যে আমি চন্দ্র, 'আদিত্যসকলের মধ্যে আমি বিষ্ণু' ইত্যাদি বাক্য-

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২॥

[আমি] বেদানাং (বেদসকলের মধ্যে) সামবেদঃ অস্মি (সামবেদ), দেবানাং (দেবতাগণ-মধ্যে) বাসবঃ অস্মি (ইন্দ্র), ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে) মনঃ অস্মি (মন), ভূতানাং চ (এবং প্রাণিগণের) চেতনা অস্মি (জ্ঞানশক্তি)॥ ২২॥

শ্রীধরঃ—বেদানামিতি। বাসব ইন্দ্রঃ ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি॥ ২২॥

গুলিতে প্রায়ই নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, কোথাও কোথাও সম্বন্ধে ষষ্ঠী, যেমন—'আমি ভূতগণের চেতনা', তাহা সেই স্থানে প্রদর্শিত হইবে। "বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি অবতার হইলেও কেবল প্রভাবের আতিশয্য বলিতে ইচ্ছা করায় বিভূতিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহার পরেও অধ্যায়ের অর্থ স্পষ্ট করিতে কোন কোন স্থলে কিছু ব্যাখ্যা করিব॥ ২১॥ (স্বঃ অনুঃ)

স্বঃ অনুঃ—"বেদানাম্" ইত্যাদি। বাসব—ইন্দ্র, আমিই প্রাণিগণের সম্বন্ধিনী চেতনা—জ্ঞানশক্তি॥ ২২॥

মূঃ অনুঃ—[এক্ষণে এই শ্লোক হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিভূতি-সকল বর্ণনা করিতেছেন—] দ্বাদশ-আদিত্যমধ্যে আমি বিষ্ণু-নামক আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণমধ্যে অংশুমালী সূর্য্য, মরুদ্গণমধ্যে মরীচি-নামক মরুৎ, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র॥ ২১॥

মূঃ অনুঃ—বেদসকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণমধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং আমি প্রাণিগণের চেতনা॥ ২২॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

[আমি] রুদ্রাণাং (রুদ্রগণমধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি (শঙ্কর), যক্ষরক্ষসাং চ (এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের), বসূনাং (অষ্টবসুমধ্যে) পাবকঃ অস্মি (অগ্নি), শিখরিণাং চ (এবং পর্ব্বতগণমধ্যে) মেরুঃ (মেরু-পর্ব্বত) ॥ ২৩ ॥

হে পার্থ ! মাং (আমাকে) পুরোধসাং (পুরোহিতগণের) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং (বৃহস্পতি বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও)। অহং (আমি) সেনানীনাং (সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়), সরসাং (জলাশয়মধ্যে) সাগরঃ অস্মি (সমুদ্র) ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—রুদ্রাণামিতি। রক্ষসামপি ক্রূরত্বাদিসাম্যাদ্ যক্ষৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দ্দেশঃ, তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽহস্মি পাবকোঽগ্নিঃ শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি, সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি, সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুঃ—রুদ্রাণাম্ ইত্যাদি। রাক্ষসগণেরও নিষ্ঠুরতাদি-বিষয়ে তুল্যতা-হেতু যক্ষগণের সহিত একত্র নির্দ্দেশ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আমি বিত্তাধিপ—কুবের। পাবক—অগ্নি। শিখরশালী—অত্যুচ্চ শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতগুলির মধ্যে আমি মেরু ॥ ২৩ ॥

মুঃ অনুঃ—আমি রুদ্রগণমধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণ-মধ্যে কুবের, বসুগণ-মধ্যে অগ্নি, উচ্চশৃঙ্গসকলমধ্যে মেরু ॥ ২৩ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু), গিরাং (শব্দসমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ অস্মি (একাক্ষর ওঁকার) যজ্ঞানাং (যজ্ঞসকলের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ অস্মি (জপরূপ যজ্ঞ), স্থাবরাণাং (স্থাবরগণমধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয়-পর্ব্বত) ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি। যজ্ঞানাং শ্রৌতস্মার্ত্তানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোঽস্মি ॥ ২৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—"পুরোধসাম্" ইত্যাদি। পুরোহিতগণের মধ্যে দেবগণের পুরোহিত হওয়ায় প্রধান পুরোহিত বৃহস্পতি বলিয়া আমাকে জানিবে। সেনানীগণের—সেনাপতিগণের মধ্যে আমি দেব-সেনানী কার্ত্তিকেয়। সরঃসমূহের—স্থির জলাশয়সকলের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—"মহর্ষীণাম্" ইত্যাদি। গীঃ—বাক্য, পদসমুচ্চয়। তন্মধ্যে এক অক্ষর 'ওঁঙ্কার'-নামক পদ। শ্রৌত বা স্মার্ত্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপ-যজ্ঞ ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—হে পার্থ! আমাতে পুরোহিতগণের অগ্রণী বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, জলাশয়গণমধ্যে সাগর ॥ ২৪ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি মহর্ষিগণমধ্যে ভৃগু, শব্দসমূহের মধ্যে একাক্ষর প্রণব, যজ্ঞমধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণমধ্যে হিমালয় ॥ ২৫ ॥

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

[আমি] সর্ব্ববৃক্ষাণাং (বৃক্ষগণমধ্যে) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থ), দেবর্ষীণাং চ (এবং দেবর্ষিগণমধ্যে) নারদঃ (নারদ), গন্ধর্ব্বাণাং (গন্ধর্ব্বগণমধ্যে) চিত্ররথঃ (চিত্ররথ), সিদ্ধানাং (সিদ্ধিবিশিষ্টগণমধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (কপিল-মুনি) ॥ ২৬ ॥

মাং (আমাকে) অশ্বানাং (অশ্বগণমধ্যে) অমৃতোদ্ভবং (অমৃতমন্থনে উত্থিত) উচ্চৈঃশ্রবসং (উচ্চৈঃশ্রবা), গজেন্দ্রাণাং (গজেন্দ্রগণমধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত), নরাণাং চ (এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে) নরাধিপং (নরাধিপতি বলিয়া) বিদ্ধি (অবগত হও) ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—অশ্বত্থ ইতি। দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি, সিদ্ধানামুৎপত্তিত এবাধিগত-পরমার্থ-তত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থং ক্ষীরোদধি-মথনোদ্ভূতম্ উচ্চৈঃশ্রবসনামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেঽপি সংবধ্যতে, নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুঃ—"অশ্বত্থঃ" ইত্যাদি। দেবতাই থাকিয়া যাঁহারা মন্ত্রদর্শন-হেতু ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমি নারদ। সিদ্ধ—যাঁহারা জন্মাবধিই পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের মধ্যে আমি কপিল-নামক মুনি ॥ ২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি সকল বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণ মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব-মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণ-মধ্যে কপিল-মুনি ॥ ২৬ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

আয়ুধানাং (অস্ত্রগণমধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং (বজ্র), ধেনূনাং (ধেনুসকলের মধ্যে) কামধুক্ (কামধেনু), প্রজনঃ (সন্তানোৎপাদক) কন্দর্পঃ চ অস্মি (কন্দর্পও আমি), সর্পাণাং (বিষধর সর্পগণের রাজা) বাসুকিঃ অস্মি (বাসুকি) ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রম্, কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্, প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽস্মি। ন কেবলং সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ, সর্পাণাং সবিষাণাং রাজা বাসুকিরস্মি ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুঃ—"উচ্চৈঃশ্রবসম্" ইত্যাদি। অমৃতের জন্য ক্ষীর-সমুদ্রের মন্থন হইতে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বকে আমার বিভূতি জানিবে। 'অমৃতোদ্ভব' শব্দটী ঐরাবতের সহিতও সম্বন্ধযুক্ত ; আমাকে নরাধিপ—রাজা বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুঃ—'আয়ুধানাম্' ইত্যাদি। অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র। [ধেনুগণের মধ্যে] কামধুক্—যাহা কামসমূহ দুগ্ধরূপে প্রদান করে। [আমি] প্রজন—প্রজাগণের উৎপত্তিহেতু কন্দর্প—কামদেব। অশাস্ত্রীয় হওয়ায় কেবল সম্ভোগমাত্র-প্রধান কাম আমার বিভূতি নহে। বিষাক্ত সর্পগুলির মধ্যে [আমি] তাহাদের রাজা বাসুকি ॥ ২৮ ॥

মূঃ অনুঃ—আমাকে অশ্বগণমধ্যে অমৃতমথনকালে উত্থিত উচ্চৈঃশ্রবাঃ, গজেন্দ্রগণমধ্যে (অমৃতমথনকালে উত্থিত) ঐরাবত এবং মনুষ্যগণমধ্যে নরপতি বলিয়া জানিও ॥ ২৭ ॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

[আমি] নাগানাং (বিষহীন নাগগণের রাজা) অনন্তঃ চ অস্মি (অনন্তনাগ), অহং (আমি) যাদসাং (জলচরগণের রাজা) বরুণঃ (বরুণ), পিতৃণাং (পিতৃগণের মধ্যে) অর্য্যমা চ অস্মি (অর্য্যমা), সংযমতাং (দণ্ডকারিগণের মধ্যে) যমঃ (ন্যায্যদণ্ডবিধাতা যম) ॥২৯॥

[আমি] দৈত্যানাং চ (দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অস্মি (প্রহ্লাদ), কলয়তাং (বশীকারকদিগের মধ্যে) অহং (আমি) কালঃ (কাল, মৃগাণাং চ (পশুগণমধ্যে) অহং (আমি) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ), পক্ষিগণের মধ্যে) বৈনতেয়ঃ (গরুড়) ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—অনন্ত ইতি। নাগানাং নির্ব্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেষোঽস্মি, যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা বরুণোঽস্মি, পিতৃণাং রাজা অর্য্যমাস্মি, সংযমতাং নিয়মং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—প্রহ্লাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহমস্মি, মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ, পক্ষিণাং মধ্যে গরুড়োঽস্মি ॥ ৩০ ॥

স্বঃ অনুঃ—"অনন্তঃ" ইত্যাদি। বিষহীন নাগদিগের রাজা অনন্ত—শেষই আমি। যাদঃ—জলচরগণের মধ্যে রাজা বরুণ আমি। পিতৃগণের রাজা অর্য্যমা আমি। সংযমশীল—নিয়মনকারী পুরুষগণের মধ্যে আমিই যম ॥ ২৯ ॥

মূঃ অনুঃ—অস্ত্রসকলের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণমধ্যে কামধেনু, সন্তানোৎপাদক কামদেবও আমি; আমি বিষধর সর্পগণের রাজা বাসুকি ॥ ২৮ ॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

[আমি] পবতাং (বেগবান্ ও পবিত্রকারী বস্তুগণের মধ্যে) পবনঃ অস্মি (বায়ু), শস্ত্রভৃতাং (শস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে) রামঃ (দশরথপুত্র রামচন্দ্র বা পরশুরাম), ঝষাণাং চ (মৎস্যগণমধ্যে) মকরঃ অস্মি (মকর), স্রোতসাং (নদীগণমধ্যে) জাহ্নবী অস্মি (গঙ্গা) ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি, শস্ত্রভৃতাং বীরাণাং রামো দাশরথিঃ পরশুরামঃ, ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরনামা মৎস্যজাতিবিশেষোঽহং, স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১ ॥

স্বঃ অনুঃ—"প্রহ্লাদঃ" ইত্যাদি। কলনকারী—যাহারা বশীভূত বা গণনা করে, তাহাদের মধ্যে আমি কাল। [মৃগ বা পশুগণের মধ্যে] মৃগেন্দ্র—সিংহ। পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড় ॥ ৩০ ॥

স্বঃ অনুঃ—"পবনঃ" ইত্যাদি। পবিত্রকারী বা বেগশালী পদার্থগণের মধ্যে আমি বায়ু; শস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে আমি দশরথপুত্র রামচন্দ্র, অথবা পরশুরাম; ঝষ—মৎস্যদিগের মধ্যে আমি 'মকর' নামক মৎস্যবিশেষ অর্থাৎ তিমিঙ্গিল; স্রোতোগণের জলপ্রবাহের মধ্যে আমি ভাগীরথী ॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি বিষহীন নাগগণের রাজা অনন্ত-নাগ, জলচরগণের রাজা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, দণ্ডকারিগণমধ্যে যম ॥ ২৯ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি দৈত্যগণমধ্যে প্রহ্লাদ, কলনকারিগণমধ্যে কাল, পশুগণমধ্যে সিংহ, পক্ষিগণমধ্যে গরুড় ॥ ৩০ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি বেগবান্ ও পবিত্রতাবিধায়কগণের মধ্যে বায়ু, শস্ত্রধারিগণমধ্যে দাশরথি বা জামদগ্ন্য রাম, মৎস্যগণমধ্যে মকর, নদীগণমধ্যে গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

হে অর্জ্জুন! অহম্ এব (আমিই) সর্গাণাং (আকাশাদি সৃষ্টবস্তুসকলের) আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ (আদি, অন্ত ও মধ্য), বিদ্যানাং (সমস্ত বিদ্যার মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মবিদ্যা), অহং (আমি) প্রবদতাং (তর্ক বা বিচারকারিগণের) বাদঃ (তত্ত্বনির্ণায়ক বিচার) ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহং—"অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ" ইত্যত্র সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বং পারমৈশ্বর্য্যমুক্তম্; অত্র তে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিন্যো বাদজল্প-বিতণ্ডাখ্যাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোঽহম্; যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতস্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈর্দূষ্যতে, স 'জল্পো' নাম, যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি, অন্যস্তু ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি—ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি, সা 'বিতণ্ডা' নাম কথা; তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্ব্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্ব্বা তত্ত্বনিরূপণফলঃ, অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সুঃ অনুঃ—"সর্গাণাম্" ইত্যাদি। যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাই সর্গ—আকাশাদি, তাহাদের আদি, অন্ত ও মধ্য আমিই। "আমিই আদি ও মধ্য" ইত্যাদি বাক্যে সৃষ্ট্যাদির কর্তৃত্বরূপ পরমেশ্বরত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কে আমার বিভূতিরূপে ধ্যান করিবে, ইহা বলা হইল—ইহাই বিশেষত্ব; ইহাই উভয়ের পার্থক্য। [বিদ্যাসকলের মধ্যে] অধ্যাত্মবিদ্যা—আত্মজ্ঞান। বাদিগণের সম্বন্ধে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক তিনপ্রকার কথা প্রসিদ্ধ;—তন্মধ্যে আমি বাদস্বরূপ;

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

[আমি] অক্ষরাণাং (অক্ষর বা বর্ণসকলের মধ্যে) অকারঃ অস্মি (অ-কার), সামাসিকস্য চ (সমাসসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্ব-সমাস), অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ (প্রবাহস্বরূপ) কালঃ (অনন্ত কাল), অহং (আমি) বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বকর্ম্মফল-বিধান-কারী) ধাতা (বিধাতা) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি, তস্য সর্ব্ববাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাং, তথা চ শ্রুতিঃ—"অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্, সৈবা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি" ইতি স্তূয়ত ইতি শ্রেষ্ঠং, সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোঽস্মি উভয়পদ-প্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমস্মি, 'কালঃ কলয়তা-মহমি'ত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সম্বৎসর-শতাদ্যায়ুঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ

যাহাতে উভয় পক্ষদ্বারা প্রমাণ-প্রয়োগে ও বিচারদ্বারা স্বপক্ষ স্থাপিত হয় এবং ছল, জাতি ও নিগ্রহদ্বারা পরপক্ষ দূষিত হয়, তাহার নাম জল্প; যাহাতে একজন স্বপক্ষ স্থাপন করে, অপর জন ছল, জাতি বা নিগ্রহস্থান দ্বারা সেইপক্ষে দোষারোপ করে কিন্তু স্বপক্ষ স্থাপন করে না, তাহার নাম বিতণ্ডা; তাহাতে জল্প ও বিতণ্ডা পরস্পর জয়েচ্ছুক পক্ষদ্বয়ের কেবল শক্তি-পরীক্ষামাত্র ফল উৎপাদন করে। কিন্তু বাদদ্বারা আসক্তিশূন্য শিষ্য ও আচার্য্যের অথবা অপরের তত্ত্বনির্ণয়রূপ ফল উৎপন্ন হয়। অতএব বাদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাই আমার বিভূতি ॥ ৩২ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—হে অর্জ্জুন! আমিই সৃষ্ট-পদার্থ সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত; সকল বিদ্যার মধ্যে আত্মবিদ্যা, বিচারকারিগণের বাদ-স্বরূপ ॥৩২॥

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

অহং (আমি) [সংহারকগণ-মধ্যে] সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ (সর্ব্বসংহারক মৃত্যু), ভবিষ্যতাং (ভাবিবস্তুগণের মধ্যে) উদ্ভবঃ (উদ্ভব), নারীণাং (নারীশ্রেণী-মধ্যে) কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ (কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী) [তথা] স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা (স্মৃতি, মেধা, ধৈর্য্য ও ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে ; অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যত ইতি বিশেষঃ। কর্ম্মফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ। ৩৩ ॥

সুঃ অনুঃ—"অক্ষরাণাম্" ইত্যাদি। অক্ষরগুলির—বর্ণগুলির মধ্যে আমি 'অ'কার ; কারণ, সর্ব্ববাক্যে ব্যাপ্তি-হেতু তাহারই শ্রেষ্ঠতা ; যথা শ্রুতিতে—"অকারই সমস্ত বাক্য, তাহাই স্পর্শ ও উষ্মা প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশমান হইয়া নানা রূপ ধারণ করে", এইরূপে প্রশংসিত হয় বলিয়া উহার শ্রেষ্ঠতা। সামাসিকের মধ্যে—সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব ; 'রামকৃষ্ণ' ইত্যাদি সমাস,—উভয়পদপ্রধান হওয়ায় ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। অক্ষয়—প্রবাহরূপ কালই আমি ; "বশকারকদিগের মধ্যে আমি কাল", এই বাক্যে আয়ুর্গণনার উপায় সম্বৎসর শতবর্ষাদি আয়ুঃস্বরূপ কাল কথিত হইয়াছে, তাহা আয়ুঃ ক্ষয় পাইলে ক্ষয় পায় ; কিন্তু এখানে প্রবাহরূপ ক্ষয়শূন্য কালের বিষয়ে বলা হইতেছে ;—ইহাই উভয় বাক্যের পার্থক্য। কর্ম্মফলের বিধানকর্ত্তাদিগের মধ্যে বিশ্বতোমুখ ধাতা—সর্ব্বকর্ম্মফলের বিধানকর্ত্তাও আমি ॥ ৩৩ ॥

মুঃ অনুঃ—সকল বর্ণমধ্যে আমি অ-কার, সমাসমধ্যে দ্বন্দ্বসমাস, আমিই প্রবহমান কাল, আমি সর্ব্ব কর্ম্মফলদাতা বিধাতা ॥ ৩৩ ॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী চ্ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

[আমি] সাম্নাং (সাম-মন্ত্রসকলের মধ্যে) বৃহৎ সাম, ছন্দসাং (ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগণের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী মন্ত্র), মাসানাং (মাসগণের মধ্যে) অহং (আমি) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ), ঋতুনাং (সকল ঋতু-মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মধ্যে সর্ব্বহরো মৃত্যুরহম্, ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহম্, নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্তদেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহম্ ; যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—বৃহদিতি। "ত্বাং ইন্দ্রং হবামহে" ইত্যস্যাং ঋচি গীয়মানং বৃহৎ সামাহম্, তেন চেন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যম্ ; ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহং দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ ; কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—"মৃত্যুঃ" ইত্যাদি। সংহারকদিগের মধ্যে আমি সকলের বিনাশক মৃত্যু। ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত পরবর্ত্তী কল্পের প্রাণিগণের অভ্যুদয়ও আমি ; নারীদিগের মধ্যে কীর্ত্তিপ্রভৃতি সপ্ত স্ত্রীদেবী আমি ; যাঁহাদের আভাসমাত্রে প্রাণিগণ কৃতার্থ হয়, সেই কীর্ত্তিপ্রভৃতি স্ত্রীগণ আমারই বিভূতি ॥ ৩৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—"বৃহৎ" ইত্যাদি। "ইন্দ্ররূপী তোমাকে হোম করি"—এই ঋঙ্‌মন্ত্রে গানের বিষয় 'বৃহৎ সাম' আমি ; তাহা দ্বারা ইন্দ্র সর্ব্বেশ্বররূপে স্তুত হন, এইজন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ছন্দোযুক্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রীমন্ত্র, দ্বিজত্ব পাওয়াইবার ও সোমাহরণজন্য ঐ মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা। [ঋতুসমূহের মধ্যে আমি] কুসুমাকর—বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভবিষ্যদ্বস্তুগণের মধ্যে উদ্ভব, নারীজাতির মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭॥

[আমি] ছলয়তাং (ছলনাকারিগণের) দ্যূতং (দ্যূতক্রীড়া), অহং (আমি) তেজস্বিনাং (তেজস্বিগণের) তেজঃ (তেজঃস্বরূপ) জয়ঃ অস্মি (বিজয়িগণের জয়স্বরূপ), ব্যবসায়ঃ অস্মি (উদ্যমশীলগণের উদ্যমস্বরূপ), অহং (আমি) সত্ত্ববতাং (বলবদ্গণের) সত্ত্বং (বলস্বরূপ)॥ ৩৬॥

[আমি] বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিদিগের মধ্যে) বাসুদেবঃ অস্মি (শ্রীবাসুদেব), পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণমধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (শ্রীঅর্জ্জুন), মুনীনাম্ অপি (মুনিদিগেরও মধ্যে) অহং (আমি) ব্যাসঃ (শ্রীব্যাসদেব), কবিনাং (শাস্ত্রজ্ঞগণমধ্যে) উশনাঃ কবিঃ (পণ্ডিত শুক্রাচার্য্য)॥ ৩৭॥

শ্রীধরঃ—দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোঽন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি, তেজস্বিনাং প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবোঽস্মি; জেতৃণাং জয়োঽস্মি; ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি; সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহম্॥ ৩৬॥

সুঃ অনুঃ—"দ্যূতম্" ইত্যাদি। আমি ছলনাকারী—পরস্পর বঞ্চনপর লোকগণের সম্বন্ধীয় দ্যূত (ক্রীড়া)। আমি তেজস্বীদিগের—প্রভাবশালী-দিগের মধ্যে প্রভাব। জয়শীল নরগণের আমি জয়। ব্যবসায়ী—উদ্যম-শীল লোকগণের আমিই উদ্যম। সত্ত্ববান্ সাত্ত্বিকগণের আমি সত্ত্ব॥ ৩৬॥

মূঃ অনুঃ—আমি সামমন্ত্র-সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দঃসকলের মধ্যে গায়ত্রী, মাসসকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুসকলের মধ্যে বসন্ত॥ ৩৫॥

মূঃ অনুঃ—আমি ছলনাকারিগণের দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বিগণের তেজঃ, আমি জয় ও ব্যবসায়, আমি বলবান্গণের বল॥ ৩৬॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

[আমি] দময়তাং (শাসনকারিগণের) দণ্ডঃ (দণ্ড), জিগীষতাং (জয়েচ্ছুগণের) নীতিঃ অস্মি (সামাদি নীতি), গুহ্যানাং চ (গোপ্য ধর্ম্মের মধ্যে) মৌনং অস্মি (মৌনভাব), অহং (আমি) জ্ঞানবতাং (জ্ঞানিগণের) জ্ঞানং (জ্ঞান) ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—বৃষ্ণীনামিতি । বাসুদেবো যোঽহং ত্বামুপদিশামি, ধনঞ্জয়-স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ, মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽস্মি, কবীনাং শাস্ত্রদর্শিনামুশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরঃ—দণ্ড ইতি। দময়তাং দমনকর্ত্তৄণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি, যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি, স দণ্ডো মদ্বিভূতিঃ, জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যুপায়রূপা নীতিরস্মি, গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতু-র্মৌনবচনমস্মি, নহি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে, জ্ঞানবতাং তত্ত্ব-জ্ঞানিনাং যৎ জ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮ ॥

সুঃ অনুঃ—"বৃষ্ণীনাম্" ইত্যাদি । [বৃষ্ণিদিগের মধ্যে] বাসুদেব—যে আমি তোমায় উপদেশ দিতেছি। [পাণ্ডবগণের মধ্যে] ধনঞ্জয় তুমিই আমার বিভূতি । মুনিগণের—বেদের অর্থ-চিন্তাপরায়ণ পুরুষগণের মধ্যে আমি বেদব্যাস, শাস্ত্রদর্শনকারিগণের মধ্যে আমি উশনা—শুক্র-নামক কবি ॥ ৩৭ ॥

সুঃ অনুঃ—"দণ্ডঃ ইত্যাদি । দমনকারকগণের সম্বন্ধীয় আমি দণ্ড, যাহা দ্বারা অসংযতগণও সংযত হয়, সেই দণ্ড আমার বিভূতি ; আমি

মুঃ অনুঃ—বৃষ্ণিগণমধ্যে আমি বাসুদেব (বসুদেবপুত্র), পাণ্ডবগণ-মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণমধ্যে ব্যাস, কবি বা পণ্ডিতগণমধ্যে পণ্ডিত-শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭ ॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

হে অর্জ্জুন! যৎ চ অপি (যাহাই) সর্ব্বভূতানাং (সকল ভূতের) বীজং (উৎপত্তি-কারণ) তৎ (তাহা) অহং (আমি); ময়া বিনা (আমাকে পরিত্যাগ করিয়া) যৎ স্যাৎ (যাহা হইতে পারে), তৎ (তাদৃশ) চরাচরং (স্থাবর ও জঙ্গম) [কোন] ভূতং (বস্তু বা জীব) ন অস্তি (নাই) ॥ ৩৯ ॥

হে পরন্তপ! মম (আমার) দিব্যানাং (অলৌকিক) বিভূতীনাং (বিভূতিসকলের) অন্তঃ (অবধি) নাস্তি (নাই) এষ তু (কিন্তু এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বিস্তার) ময়া (আমি) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (বলিলাম) ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরঃ—যচ্চাপীতি। যদপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহম্, তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যং স্যাদ্ ভবেৎ তচ্চরমচরং বা ভূতং নাস্ত্যেবেতি ॥ ৩৯।

জয় করিতে অভিলাষী জনগণের সম্বন্ধীয় সামাদি উপায়স্বরূপ নীতি; গুহ্য—গোপনীয় বিষয়গুলির মধ্যে আমি গোপনের কারণস্বরূপ মৌনবাক্; যিনি বাক্‌শূন্য থাকেন, তাঁহার অভিপ্রায় কেহ জানিতে পারেন না; আমি জ্ঞানবান্—তত্ত্বজ্ঞানীদিগের যে জ্ঞান, তাহাই ॥ ৩৮ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—"যচ্চাপি" ইত্যাদি। যাহা যাহা সকল ভূতের বীজ—উদ্ভবকারণ, তাহাই আমি; তাহাতে কারণ—আমার ছাড়া যাহা জন্মিতে পারে, এরূপ স্থাবর ও জঙ্গম ভূত কিছুই নাই ॥ ৩৯ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি শাসকগণের দণ্ড, বিজিগীষুগণের নীতি, গোপ্য-সকলের মধ্যে মৌন, জ্ঞানিগণের জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

মূঃ অনুঃ—হে অর্জ্জুন! সকল ভূতের যাহা বীজ, তাহা আমি; চরাচর জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমা ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে ॥ ৩৯ ॥

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ ॥ ৪১ ॥

যদ্ যৎ (যে যে) সত্ত্বং এব (বস্তুই) বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত) শ্রীমৎ (সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট) ঊর্জিতং বা (অথবা কোন প্রকার প্রাচুর্য্য বা আধিক্যবিশিষ্ট) তৎ তৎ এব (তৎসমস্তই) মম (আমার) তেজোঽংশসম্ভবঃ (তেজ অর্থাৎ শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া) ত্বং অবগচ্ছ (তুমি জানিও) ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—প্রকরণার্থমুপসংহরতি—নান্তোঽস্তীতি। অনন্তত্বাদ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে ; এষ তু বিভূতিবিস্তর উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরঃ—পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যৎ যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তম্, শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্, ঊর্জ্জিতং কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্ যৎ সর্ব্বং বস্তুমাত্রং ভবেত্তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতং অবগচ্ছ জানীহি ॥ ৪১ ॥

সুঃ অনুঃ—এই প্রকরণের বিষয়ের সমাপ্তি করিতেছেন—"নান্তোঽস্তি" ইত্যাদি। আমার বিভূতিগুলির সীমা না থাকায় সমগ্রভাবে ঐগুলি বলা যাইতে পারে না। এই বিভূতির বিস্তার উদ্দেশে অল্পমাত্র দেখাইয়া বলা হইল ॥ ৪০ ॥

সুঃ অনুঃ—আবার শুনিতে অভিলাষী অর্জ্জুনের প্রতি একটু সমগ্রভাবে বলিতেছেন, "যদ্ যদ্" ইত্যাদি। [যাহা যাহা] বিভূতিমৎ—ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীমৎ—সম্পত্তিযুক্ত, ঊর্জ্জিত—কোনও প্রভাব ও বলাদি গুণে শ্রেষ্ঠ যাহা যাহা অর্থাৎ সমস্ত বস্তুমাত্র হইয়া থাকে, তাহাই আমার তেজের প্রভাবের অংশদ্বারা জাত, ইহাই অবগত হও—জানিও ॥ ৪১ ॥

মূঃ অনুঃ—হে পরন্তপ ! আমার দিব্য বিভূতিসকলের অন্ত নাই ; বিভূতির এই বিস্তার কিন্তু সংক্ষেপে কহিলাম ॥ ৪০ ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ?

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

হে অর্জ্জুন ! অথবা [আমার বিভূতির] এতেন (এই) বহুনা (বিস্তৃত) জ্ঞাতেন (জ্ঞানে) তব (তোমার) কিং (কি প্রয়োজন) ? অহং (আমি) একাংশেন (এক অংশমাত্র দ্বারা) ইদং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) বিষ্টভ্য (ধারণ বা ব্যাপ্ত করিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত) ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরঃ—অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন ? সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিমেব কুর্বিত্যাহ—অথবেতি। বহুনা পৃথক্ জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যম্ ? যস্মাদিদং সর্ব্বং জগদেকাংশেনৈবদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেবাবস্থিতঃ, ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি।

ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতির্দশমেঽব্রবীৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সুবোধিন্যাং

বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

মূঃ অনুঃ—যে যে বস্তুই ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট ও আধিক্য-বিশিষ্ট, তৎসমস্তই আমার তেজ বা শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও ॥ ৪১ ॥

স্বঃ অনুঃ—অথবা এই সীমাবদ্ধ বিভূতির দর্শনে কি ফল ? সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি কর, ইহাই বলিলেন,—"অথবা" ইত্যাদি। বহু পৃথগ্‌ভাবে

জানিয়া তোমার কি প্রয়োজন? যেহেতু এই সমগ্র জগৎ আমিই একাংশমাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া বা ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমাকে বাদ দিয়া কিছুই নাই; কেননা, শ্রুতিতে আছে—"সর্ব্বভূতই ইহার অংশ" ॥ ৪২ ॥ (সুঃ অনুঃ)

চিত্ত ইন্দ্রিয়দ্বার-অবলম্বনে বাহ্যবিষয়ে ধাবমান হইলে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিবিধানের নিমিত্ত দশমাধ্যায়ে বিভূতিসমূহের বর্ণন করিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা 'সুবোধিনী'তে
'বিভূতিযোগ' নামক দশম অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—হে অর্জ্জুন! এই বিস্তৃত জ্ঞানে তোমার কি লাভ হইবে? আমি একাংশদ্বারা এই সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি ॥ ৪২ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থে
ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগ-নামক দশম অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

সপ্ত মহর্ষি—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাতজন মহর্ষি স্থূলতঃ ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া পুরাণসকলে বর্ণিত হইলেও মূলতঃ শ্রীভগবান্ই ইঁহাদের কারণের কারণ।

পূর্ব্বতন চারিজন—উক্ত সপ্ত-মহর্ষিরও পূর্ব্বকালীন চারিজন মহর্ষি—সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার। বিষ্ণুপার্ষদ চারি সৎসম্প্রদায়ের অন্যতম নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ইঁহারা মূল প্রবর্ত্তক মহাজন।

মনু—চতুর্থ অধ্যায়ের তথ্য দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধিযোগ—বুদ্ধিরূপ যোগ বা উপায় ; বুদ্ধিতে ভগবৎপ্রেরণা।

আদিত্য—কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে জাত দ্বাদশ আদিত্য, যথা—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম বা অতিতেজা। মতান্তরে—বিধাতা, শক্র, উরুক্রম—এই তিন নামের স্থলে রুদ্র, সূর্য্য ও বিষ্ণু ; বিষ্ণুর (বামনের) নামান্তর—উরুক্রম। ইনি অতিতেজা অর্থাৎ প্রভূত তেজশালী। তাই ভগবান্ আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণু বা বামন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও মহাভারত দ্রষ্টব্য।

সামবেদ—চারিবেদের অন্যতম। যজ্ঞাদিতে যে সকল মন্ত্র উদ্গীত হয়, সেই সকল মন্ত্রসমষ্টিই—সামবেদ।

একাক্ষর—ওঙ্কার, প্রণব। ইহা ব্রহ্মের বাচক ও ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা শ্রীভগবানের বা পরব্রহ্মের নামকলিকা, সম্যক্ বিকশিত অবস্থায়—নাম। ইহা ব্রহ্মের শাব্দিক অবতার—শব্দব্রহ্ম। ইহা সকল বেদের নিদান,—মহাবাক্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—"প্রণব সে মহাবাক্য, বেদের নিদান।" (চৈঃ চঃ, আদি ৭ম)। এই নামকলিকা-কীর্ত্তনের ফল—গীঃ ৮।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কপিল মুনি—ভগবদবতার ভগবান্ শ্রীকপিলদেব। ইনি ত্রেতাযুগে মহর্ষি কর্দ্দম ও তৎপত্নী দেবহূতির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া আবির্ভূত হন। ইনি স্বীয় জননী দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎকে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা "সাংখ্য" (অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান) নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সেশ্বর সাংখ্য,—শুদ্ধা ভক্তি ইহার অভিধেয়। ষড়্দর্শনের অন্তর্গত নিরীশ্বর 'সাংখ্যদর্শন' উক্ত "সাংখ্য" হইতে ভিন্ন জড়দর্শনমাত্র। সেশ্বর-সাংখ্যোক্ত তত্ত্বসংগ্রহই পরবর্ত্তী নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনের তত্ত্বসংখ্যার ভিত্তি। ভাঃ ৩য় স্কন্ধ, ২৪শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

বাদ—তত্ত্বনিরূপণের সরল উদ্দেশ্যে যে বিচার, তাহা "বাদ"। সত্যকে পরিত্যাগ করিয়াও শুধু স্ব-মতস্থাপনের উদ্দেশ্যে পরমত-খণ্ডনের জন্য যে তর্ক, তাহা "জল্প" ; সত্য ও যুক্তিকে পরিহার করিয়া একে অন্যের মত খণ্ডনের জন্য পরস্পর দোষারোপের যে চেষ্টা, তাহা "বিতণ্ডা।"

একাংশ—একপাদ বিভূতি। অনন্ত জড় জগৎ শ্রীভগবানের এক-পাদ বিভূতিমাত্র। তাঁহার অবশিষ্ট ত্রিপাদ বিভূতি—মায়াতীত নিত্য অনন্ত বৈকুণ্ঠধাম। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি।" এই একপাদ বিভূতিকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত করিয়া শ্রীভগবানের "একাংশ" অবস্থিত। এই একাংশই "পরমাত্মা" ; অতএব সর্ব্ববিশ্বব্যাপী "পরমাত্মা" শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশমাত্র—পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে।

পরিপ্রশ্নমালা

১। মোহ ও সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে কে মুক্ত হইতে পারে? (গীঃ ১০।৩)

২। ভগবানের বিভূতি ও যোগের জ্ঞানলাভের ফল কি? (গীঃ ১০।৭)

৩। প্রীতিমান্ ভক্তগণের আচরণ ও কার্য্য কি কি? (গীঃ ১০।৯)

৪। ভগবান্ কাহাকে সদ্বুদ্ধির প্রেরণা দেন? (গীঃ ১০।১০)

৫। ভগবদ্বিভূতিসমূহের উৎপত্তির কারণ কি? (১০।৪১)

৬। ভগবদ্বিভূতির চরম কথা কি? (গীঃ ১০।৪২)

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপদর্শনযোগ

কথাসার

শ্রীহরি পরম কৃপা পূর্ব্বক তদীয় বিভূতির ঐশ্বর্য্য বলিয়া তদ্দর্শনেচ্ছু অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। ইহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন পূর্ব্বাধ্যায়-কথিত বিশ্বাত্মক পরমেশ্বর-রূপের কথা শ্রবণ করিয়া মোহমুক্তের ন্যায় লীলা প্রকাশ করিলেন এবং জগতের সৃষ্টি-লয় ও ঈশ্বরের অব্যয়-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ভগবানের পরম ঐশ্বরিক বিরাট রূপ-দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ঐশ্বর-রূপ-দর্শনোপযোগী প্রজ্ঞানেত্র প্রদান করিলেন। ভগবান্ও অর্জ্জুনকে কৃপা করিবার ছলে সাধককে জানাইলেন, —অপ্রাকৃত দিব্যদৃষ্টি বা দীক্ষা লাভ না করিলে ভগবানের কৃপালাভ ও অপ্রাকৃত-রূপ দর্শন হয় না।

অতঃপর মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি পৃথা-পুত্র অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বর-রূপ প্রদর্শন করিলেন। ভগবানের বিরাট্ রূপটী অনেক নয়নযুক্ত, অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তুযুক্ত, অনেক দিব্য ভূষণযুক্ত, অনেক উদ্যত দিব্যাস্ত্রযুক্ত, দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্রধারী, দিব্যগন্ধময় অনুলেপনযুক্ত, অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়, দীপ্তিশালী, অপরিচ্ছিন্ন এবং সর্ব্বদিকেই মুখবিশিষ্ট।

ধনঞ্জয় দেবদেব হৃষীকেশের শরীরে সমগ্র জগৎকে একত্র অবস্থিত দেখিলেন। সেই বিরাট্ রূপ আদি, মধ্য ও অন্তহীন, অনন্তবীর্য্যশালী, অনন্তবাহুযুক্ত, চন্দ্রসূর্য্যরূপ চক্ষুর্দ্বয়বিশিষ্ট, প্রদীপ্ত হুতাশনপূর্ণ-মুখবিশিষ্ট

এবং স্বীয় তেজোদ্বারা বিশ্বসন্তাপকারী। সর্ব্বব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব্ব সেই ঘোর রূপ দর্শন-পূর্ব্বক লোকত্রয়, এমন কি অর্জ্জুনও ভীত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন দেখিতে পাইলেন—প্রলয়াগ্নিসদৃশ বিরাট্ পুরুষের মুখ-মধ্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, রাজগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও পাণ্ডব-পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা তদীয় দন্তসন্ধিস্থলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছেন। বিরাট্ পুরুষ জ্বলন্ত মুখসমূহদ্বারা সমগ্র লোককে গ্রাস করিতেছেন; অর্জ্জুন সেই উগ্রমূর্ত্তি বিরাট্ পুরুষের স্বরূপ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি লোকক্ষয়কারী অত্যুৎকট কাল। তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত করিলেন এবং বলিলেন— "আমা-কর্ত্তৃক এই সকল (জীবগণ) পূর্ব্বেই নিহতপ্রায় হইয়াছে। হে সব্যসাচিন্! (অর্জ্জুন!) তুমি এই লোকনাশের নিমিত্তমাত্র হও।"

ভগবান্ তাঁহার ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ সংবরণ করিলে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে সর্ব্বকারণ-কারণ, পরমবেদ্য, পরমধাম ও অনন্তরূপ বলিয়া স্তব করিলেন। ভগবানের যোগেশ্বর-রূপে ভীতি ও সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া অর্জ্জুন সখ্যভাবের দরুণ ভগবানের চরণে অপরাধ করিয়াছেন, মনে করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যাঁহার আদি ও অন্ত নাই, যাঁহার সমান ও অধিক কেহই নাই, সেই অতুল-প্রভাব ভগবানের প্রতি সখ্যভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া অর্জ্জুন ভীত ও লজ্জিত হইলেন।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে অভয় প্রদান-পূর্ব্বক প্রীতিভরে বলিলেন যে, তিনি (অর্জ্জুন) ভিন্ন আর কেহ বেদাধ্যয়ন, দান, সৎকর্ম্ম অথবা উগ্র তপস্যদ্বারাও তাঁহার এই রূপ দেখিতে পারেন নাই। অর্জ্জুনের ভীতি-অপনোদনের নিমিত্ত ভগবান্ স্বীয় দ্বিভুজ-রূপ পুনরায় প্রদর্শন করিলেন। অর্জ্জুন তখন ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য মানুষ-রূপ দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন।

ভগবান্ বলিলেন—হে পরন্তপ! অনন্যভক্তি ব্যতীত কেহই কোনও সাধনদ্বারা আমার স্বরূপের দর্শনলাভ করিতে পারেন না। যিনি আমার নিমিত্ত ভক্ত্যনুকূল কর্ম্ম করেন, আমিই যাঁহার পরম-পুরুষার্থ, যিনি আমার ভজনকারী, যিনি দুঃসঙ্গ-বর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতে মদ্ভাবদর্শী তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

শিক্ষা—ভগবান্ তাঁহার বিরাট্ রূপ বা বিশ্বরূপ দ্বারা বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্যপ্রিয় নবীন উপাসকের ভয়, বিস্ময় ও গৌণী শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন। কিন্তু একান্ত শরণাগত অন্তরঙ্গ নিজ-জনকে নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন করেন ও স্বীয় সেবা-দানে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রাকৃত আর তাঁহার স্বরূপ (নররূপ) অপ্রাকৃত।

অর্জ্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

পরমং (অতীব) গুহ্যম্ (রহস্য) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং (অধ্যাত্ম—এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট) যৎ (যেই) বচঃ (বাক্য) ত্বয়া (তুমি) মদনুগ্রহায় (আমাকে অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ) উক্তং (বলিয়াছ), তেন (তাহাতে) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ (জ্ঞানাভাব) বিগতঃ (দূর হইল) ॥ ১ ॥

বিভূতের্বৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ।
দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তম্ ; তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তমভি-

নন্দনর্জ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মদনুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেক বিষয়ং যত্বয়োক্তং বচঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" (২।১১) ইত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়-পর্য্যন্তং যদ্বাক্যং, তেন মমায়ং মোহঃ—'অহং হন্তা, এতে হন্যন্তে' ইত্যাদিলক্ষণভ্রমো বিগতো বিনষ্ট আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভাবোক্তেঃ ॥ ১ ॥ (শ্রীধরঃ)

শ্রীহরি পরম কৃপাপূর্ব্বক তদীয় বিভূতির ঐশ্বর্য্য বলিয়া তদ্দর্শনেচ্ছু অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন।

সুঃ অনুঃ—দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে "আমি একাংশদ্বারা এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি" এই বাক্যে পরমেশ্বরের বিশ্বময় রূপ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা দেখিতে অভিলাষী হইয়া পূর্ব্বকথিত বাক্য সাগ্রহে স্বীকারপূর্ব্বক অর্জ্জুন বলিলেন—"মদনুগ্রহায়" ইত্যাদি চারি শ্লোক। আমার প্রতি অনুগ্রহের—শোকনিবৃত্তির জন্য, পরম—পরমাত্মবিষয়ক, গুহ্য—গোপনীয়, অধ্যাত্মসংজ্ঞিত—আত্মা ও অনাত্মার বিচারবিষয়ে, "তুমি শোকের অযোগ্যে শোক করিতেছ" (২।১১) হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত যে বাক্যগুলি বলিয়াছ, তাহার দ্বারা "আমি ঘাতক ও ইহারা হত হইতেছে" ইত্যাদিরূপ আমার এই মোহ—ভ্রম বিনষ্ট হইয়াছে; কারণ, আত্মার কর্ত্তৃত্বের অভাব কথিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

শ্রীহরি অতিশয় কৃপাপূর্ব্বক বিভূতিবিস্তার বর্ণনা করিয়া অনন্তর দর্শনেচ্ছু অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন।

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তিমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বররূপের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ-দর্শনকামী হইয়া অর্জ্জুন শ্রীভগবদ্বাক্যকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন—] তুমি আমাকে অনুগ্রহ

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

হে কমলপত্রাক্ষ! (হে পদ্মপলাশলোচন!) হি (যেহেতু) ত্বত্তঃ (তোমার নিকট হইতে) ভূতানাং (জীবের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয়) ময়া (আমি) বিস্তরশঃ (সবিস্তারে) শ্রুতৌ (শ্রবণ করিলাম) (এবং) [তোমার] অব্যয়ং (নিত্য) মাহাত্ম্যম্ অপি (মহিমাও) [শুনিলাম] ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ভবেতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবত ইতি শ্রুতৌ ময়া "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়-স্তথা" ইত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ। কমলস্য পত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য তব হে কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ অক্ষয়ং শ্রুতম্। বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বেঽপি সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপি শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বে ঽপি বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্র-ফলদাতৃত্বেঽপি অবিকারাবৈষম্যাসঙ্গৌদাসীন্যাদি লক্ষণমপরিমিতং মহত্ত্বঞ্চ শ্রুতং "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" ইতি, "ময়া ততমিদং সর্ব্বম্" ইতি, "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি" ইতি "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" ইত্যাদিনা চ; অতস্ত্বং পরতন্ত্রাণামপি জীবানামহং কর্ত্তেত্যাদিমদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—আরও "ভব" ইত্যাদি। ভূতগণের ভব ও অপ্যয় অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় তোমার নিকট হইতেই "আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ" (৭।৬) ইত্যাদি বাক্যে বিস্তৃতভাবেই পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছি। পদ্মের পত্রদ্বয়ের ন্যায় সুপ্রসন্ন ও বিশাল নেত্রদ্বয় যাঁহার, এতাদৃশ হে কমলপত্রাক্ষ! তোমার অব্যয়—অক্ষয় মাহাত্ম্যও শুনিয়াছি।

করিবার জন্য অতিরহস্যময় যে অধ্যাত্ম-কথা বলিয়াছ, তাহাতে আমার মোহ বিদূরিত হইল ॥ ১ ॥ (মূঃ অনুঃ)

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

হে পরমেশ্বর! ত্বং (তুমি) আত্মানং (নিজের সম্বন্ধে) যথা (যেরূপ) আত্থ (বলিতেছ), এতৎ (তাহা) এবং (এইরূপই); হে পুরুষোত্তম! [তথাপি] তে (তোমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বর্য্যময়) রূপং (রূপ) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ এবমেতদিতি। "ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামি"ত্যাদি ময়া শ্রুতম্; যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"; ইত্যেবং কথয়সি, হে পরমেশ্বর! এতদেবমেব অত্রাপ্য-বিশ্বাসো মম নাস্তি, তথাপি হে পুরুষোত্তম! তবৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি-বীর্য্যাদিভিঃ সম্পন্নং ত্বদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥ ৩ ॥

তুমি বিশ্বের সৃষ্ট্যাদিতে কর্ত্তা, সকলের পরিচালক, শুভ ও অশুভ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, বন্ধন ও মোক্ষাদি বিচিত্রফলদাতা হইলেও তোমার বিকারাভাব, বৈষম্যাভাব, নিত্য আসক্তিহীনতা ও ঔদাসীন্য প্রভৃতিরূপ অপরিমিত মহত্ত্বও "আমি প্রপঞ্চের অতীত হইলেও মূর্খেরা আমাকে মৎস্য-কূর্ম্মাদির ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে," "আমার অতীন্দ্রিয়স্বরূপ-দ্বারা কারণরূপে আমি সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছি," "সেই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম আমাকে অধীন করিতে পারে না" এবং "আমি সর্ব্বভূতেই সম"— এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তোমারই অধীন হওয়ায় জীবগণের পক্ষে "আমি কর্ত্তা"—আমার এইরূপ ভ্রান্তি বিনাশ পাইয়াছে ॥ ২ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—আরও 'এবমেতদ্' ইত্যাদি। "ভূতসমূহের আমিই জন্ম ও নাশের কারণ" (১১।২) ইত্যাদিও আমি শুনিয়াছি। অধিকন্তু নিজসম্বন্ধে তুমি অধুনা বলিয়াছ— 'আমি একাংশদ্বারা সমগ্র বিশ্বে ব্যাপিয়া আছি"—তুমি এখন এইরূপ যাহা বলিতেছ, হে পরমেশ্বর!

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

হে প্রভো ! তৎ (সেই ঐশ্বর্য্যময় রূপ) ময়া (আমি) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) শক্যং (সক্ষম) ইতি (ইহা) যদি মন্যসে (মনে কর), ততঃ (তাহা হইলে) হে যোগেশ্বর ! (সর্ব্বশক্তিমন্ !) ত্বং (তুমি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (নিত্য) আত্মানং (নিজ-রূপ) দর্শয় (দেখাও) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যং, কিং তর্হি মন্যস ইতি। যোগিন এব যোগাস্তেষামীশ্বর ! ময়ার্জ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে, ততস্তর্হি তদ্রূপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৪ ॥

তাহা যথার্থই,—এই বিষয়েও আমার অবিশ্বাস নাই। তথাপি হে পুরুষোত্তম ! তোমার ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, শক্তি বীর্য্যাদি-দ্বারা যুক্ত সেই ঐশ্বর-রূপ দেখিতে আমার কৌতূহল হইয়াছে ॥ ৩ ॥ (স্বঃ অনুঃ)

স্বঃ অনুঃ—কেবল আমি দেখিতে চাই বলিয়া তোমার সেই রূপ দেখাইতে হইবে, এরূপ নহে ; তাহা হইলে কি মনে কর ? যোগীরাই যোগ, তাঁহাদের ঈশ্বর—যোগেশ্বর ! আমি—অর্জ্জুন, আমার সেইরূপ দর্শন করিতে সামর্থ্য আছে—এইরূপ যদি তুমি মনে কর, তবে সেই পরমাত্মস্বরূপ অব্যয়—নিত্যরূপ আমাকে দেখাও ॥ ৪ ॥

মুঃ অনুঃ—হে পদ্মপলাশলোচন্ ! কারণ, জীবের সৃষ্টি ও বিনাশের বিষয় আমি তোমার নিকট হইতে সবিস্তারে শুনিয়াছি এবং তোমার নিত্য মহিমাও শুনিয়াছি ॥ ২ ॥

মুঃ অনুঃ—হে পরমেশ্বর ! তুমি তোমার নিজের সম্বন্ধে যেরূপ বলিতেছ, তাহা তাই বটে। তথাপি, হে পুরুষোত্তম ! আমি তোমার ঐশ্বর্য্যময় রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

হে পার্থ ! মে (আমার) নানাবিধানি (নানাপ্রকার) নানাবর্ণাকৃতীনি চ (বিবিধ বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট) দিব্যানি (অলৌকিক) শতশঃ (শত শত) অথ (ও) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপসকল অর্থাৎ বিভূতি) পশ্য (দেখ) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানো ভবত্যেবমর্জ্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপ-স্যৈকত্বেহপি নানাবিধত্বাদ্রূপাণীতি বহুবচনং, অপরিমিতানি অনেক-প্রকারাণি দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য ; বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ, আকৃতয়ঃ অবয়বসন্নিবেশবিশেষাঃ, নানা অনেকবর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ অত্যাশ্চর্য্যরূপ দেখাইতে অর্জ্জুনকে 'মনোযোগী হও' এই বলিয়া তাঁহার দিকে উন্মুখ করিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"পশ্য" ইত্যাদি চারি শ্লোক। রূপের একত্ব থাকিলেও নানাবিধ হওয়ায় 'রূপগুলি' এই বহুবচনের প্রয়োগ। অপরি-মিত, অনেক প্রকার অলৌকিক আমার রূপগুলি দেখ। বর্ণ—শুভ্র, কৃষ্ণাদি। আকৃতিসমূহ—অবয়বসমূহের পৃথক্ পৃথক্ বিন্যাসগুলি। [নানাবর্ণাকৃতি]—নানা—অনেক বর্ণ ও আকৃতি যাহাদের, তাহারা নানাবর্ণাকৃতি ॥ ৫ ॥

মূঃ অনুঃ—হে প্রভো ! যদি তুমি মনে কর যে, আমি তোমার সেই ঐশ্বর্য্যময়-রূপ দর্শন করিবার যোগ্য, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর ! তুমি আমাকে তোমার অব্যয়-রূপ দেখাও ॥ ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে অত্যাশ্চর্য্যরূপ প্রদর্শন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে উন্মুখ করিতেছেন—] হে পার্থ ! তুমি আমার নানা-

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥ ৬॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭॥

হে ভারত! আদিত্যান্ (আদিত্যগণ), বসূন্ (বসুগণ), রুদ্রান্ (রুদ্রগণ), অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা (এবং) মরুতঃ (ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুদেবতা) পশ্য (দর্শন কর); অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (পূর্ব্বে অদৃষ্ট) বহূনি (বহুবিধ) আশ্চর্য্যাণি (অদ্ভুত রূপসকল) পশ্য (দর্শন কর)॥ ৬॥

হে গুড়াকেশ! (জিতনিদ্র!) ইহ (এই) মম (আমার) দেহে (দেহমধ্যে) একস্থং (একস্থানেই অবস্থিত) সচরাচরং (স্থাবর-জঙ্গমসহিত) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) অদ্য (এখনই) পশ্য (দেখ), যৎ চ অন্যৎ (এবং অন্য যাহা কিছু) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) [তাহাও দেখ]॥ ৭॥

শ্রীধরঃ—তান্যেবাহ—পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে পশ্য, মরুত একোনপঞ্চাশদ্দেবতাবিশেষান্, অদৃষ্টপূর্ব্বাণি ত্বয়া চান্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি রূপাণি আশ্চর্য্যাণ্যত্যদ্ভুতানি॥ ৬॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেঽবয়বরূপেণৈকত্র স্থিতমদ্যাধুনৈব পশ্য, যচ্চান্যজ্জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যন্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি, তৎ সর্ব্বং পশ্য॥ ৭॥

সুঃ অনুঃ—সেইগুলিই বলিলেন—"পশ্য" ইত্যাদি। সূর্য্যাদিকে আমার দেহে দেখ, মরুদ্গণ—ঊনপঞ্চাশজন দেবতা। অদৃষ্টপূর্ব্ব—তুমি বা অন্য কেহ এইরূপ পূর্ব্বে দেখে নাই। আশ্চর্য্য—অত্যদ্ভুত॥ ৬॥

প্রকার, নানাবর্ণের ও নানা আকৃতির শত শত, সহস্র সহস্র অলৌকিক রূপসকল (বিভূতি) দর্শন কর॥ ৫॥ (মূঃ অনুঃ)

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

অনেন (এই অর্থাৎ বর্ত্তমান) স্ব-চক্ষুষা এব (নিজ-চক্ষুদ্বারাই) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুং (দেখিতে) ন শক্যসে (সমর্থ হইবে না) ; [তাই] তে (তোমাকে) দিব্যং চক্ষুঃ (দিব্য দৃষ্টি) দদামি (দিতেছি), মে (আমার) ঐশ্বরং (ঈশ্বরীয়) যোগং (শক্তি অর্থাৎ শক্তির প্রকাশ) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—যদুক্তমর্জ্জুনেন "মন্যসে যদি তচ্ছক্যম্" ইতি, তত্রাহ—ন তু মামিতি। অনেনৈব তু স্বীয়েন চর্ম্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি ; অতোঽহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তভ্যং দদামি মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটনঘটনসামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "ইহৈকস্থম্" ইত্যাদি। সেই সেই স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া কোটি কোটি বৎসরেও যাহা দেখিতে পাইবে না, সেই চরাচর সহিত সমগ্র জগৎ এই আমার দেহে অবয়বরূপে একসঙ্গে রহিয়াছে তাহা অদ্য—এখনই দেখ ; আরও জগতের আশ্রয়স্বরূপ—কারণস্বরূপ ও অবস্থাবিশেষ—জয়পরাজয়াদি অপর যাহা কিছু দেখিতে অভিলাষ কর, সেই সমস্তই দেখ ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুঃ—অর্জ্জুন যে বলিলেন—"আমি যদি দেখিবার যোগ্য হই", সেই বিষয় বলিলেন—"ন তু মাম্" ইত্যাদি। কিন্তু এই স্বীয় চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারাই তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে না, অতএব আমি

মূঃ অনুঃ—[সেই সকল রূপ বলিতেছেন—] হে ভারত ! আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণকে দর্শন কর। যাহা পূর্ব্বে দেখ নাই, এরূপ বহু অদ্ভুত রূপও দেখ ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—হে গুড়াকেশ ! আমার এই দেহে একই স্থানে অবস্থিত সমগ্র সচরাচর বিশ্বকে এখন দর্শন কর এবং আর যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও দর্শন কর ॥ ৭ ॥

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

হে রাজন্! মহাযোগেশ্বরঃ (সর্ব্বশক্তিমান্) হরিঃ (শ্রীহরি) এবম্ (উক্ত প্রকার) উক্ত্বা (বলিয়া) ততঃ (তারপর) পার্থায় (পার্থকে) পরমম্ (মহা) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপং (রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবাংস্তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বার্জ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্‌ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯ ॥

তোমাকে দিব্য—অলৌকিক জ্ঞানরূপ চক্ষু দিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বর—ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অসাধারণ, যোগ—অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য দেখ ॥ ৮ ॥ (স্বঃ অনুঃ)

স্বঃ অনুঃ—এই বলিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে নিজরূপ দেখাইলেন, সেইরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিলেন, সেই বিষয় ছয়টী শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয় বলিয়াছিলেন—"এবমুক্ত্বা" ইত্যাদি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! [মহাযোগেশ্বর]—মহান্ অথচ যোগেশ্বর শ্রীহরি পরম ঈশ্বর-সম্বন্ধি রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—কিন্তু তোমার এই স্থূলচক্ষু দ্বারা তুমি আমাকে (আমার সেইরূপ) দর্শন করিতে সক্ষম হইবে না। তাই তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, আমার ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন কর ॥ ৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইরূপ বলিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন এবং অর্জ্জুন তাহা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—ইত্যাদি কথা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন—] হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি এইরূপ বলিয়া তারপর অর্জ্জনকে মহা ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

[সেই রূপ] অনেকবক্ত্রনয়নম্ (বহুমুখ ও চক্ষুবিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ (তাহাতে অনেক আশ্চর্য্যবস্তুর দর্শন পাওয়া যায়), অনেকদিব্যাভরণং (বহু দিব্য অলঙ্কারে শোভিত) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং (বহু দিব্যাস্ত্রধারী) দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে শোভিত) দিব্যগন্ধানুলেপনং (দিব্যগন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত) সর্ব্বাশ্চর্যময়ং (সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্যের সমাবেশপূর্ণ) দেবম্ (দ্যুতিশীল) অনন্তং (অসীম) বিশ্বতোমুখম্ (সর্ব্বব্যাপী) ॥ ১০-১১ ॥

শ্রীধরঃ—কথম্ভূতং ? তদিত্যত্রাহ—অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিংস্তং, অনেকৈষামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ; অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তৎ, দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি যস্মিংস্তৎ ; কিঞ্চ দিব্যেতি—দিব্যানি মাল্যান্যম্বরাণি চ ধারয়তীতি তৎ ; তথা দিব্যো গন্ধো যস্য তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ, সর্ব্বাশ্চর্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং, দেবং দ্যোতনাত্মকং, অনন্তমপরিচ্ছিন্নম্ ; বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্মিংস্তৎ ॥ ১০-১১ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহা কি প্রকার ? তাহাতে বলিলেন—"অনেকবক্ত্রনয়নম্" ইত্যাদি। [অনেকবক্ত্রনয়ন]—যাহাতে অনেক বদন ও নয়ন রহিয়াছে, [অনেকাদ্ভুত-দর্শন]—যাহাতে অনেক আশ্চর্য্য বিষয়ের দর্শন,

---

মূঃ অনুঃ—[সেই রূপ কি প্রকার, তাহা বর্ণনা করিতেছেন—] সেই রূপের বহু বহু মুখ ও চক্ষু , তাহাতে বহু আশ্চর্য্যের সমাবেশ, বহু দিব্য অলঙ্কার ও অনেক দিব্য উদ্যত অস্ত্র, তাহা দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে শোভিত, দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত,—সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্যময়, উজ্জ্বল, অসীম ও সর্ব্বব্যাপী ॥ ১০-১১ ॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২॥

দিবি (আকাশে) সূর্য্যসহস্রস্য (সহস্র সূর্য্যের) ভাঃ (প্রভা) যদি যুগপৎ (একই সময়ে) উত্থিতা ভবেৎ (উদিত হয়), [তাহা হইলে] সা (সেই প্রভা) তস্য (সেই) মহাত্মনঃ (বিশ্বরূপের) ভাসঃ (দীপ্তির) সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হইতে পারে) ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ - বিশ্বরূপদীপ্তের্নিরুপমত্বমাহ—দিবি সূর্য্যেতি। দিবি আকাশে সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ, অন্যোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ; তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

[অনেকাদ্‌ভুতাভরণ]—যাহাতে বহুপ্রকার অলৌকিক ভূষণ শোভা পাইতেছিল, [দিব্যানেকোদ্যতায়ুধ]—যাহাতে প্রহারার্থ প্রস্তুত বহু অলৌকিক অস্ত্রাদি ছিল। আরও ' দিব্য" ইত্যাদি। তিনি লোকাতীত মাল্য ও বস্ত্রাদি ধারণ করিয়াছিলেন। দিব্য-গন্ধময় অনুলেপন শ্রীঅঙ্গে রক্ষিত ছিল। সেই আকার অনেক আশ্চর্য্যময়, দেব—দ্যোতনাত্মক (প্রভাশালী), অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন ; সর্ব্বদিকে মুখবিশিষ্ট ছিল ॥ ১০-১১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—বিশ্বরূপের জ্যোতির উপমা ছিল না, ইহাই বলিতেছেন —"দিবি সূর্য্য" ইত্যাদি। একসঙ্গে উদিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি একত্র পতিত হয়, তাহা হইলে তখন মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার সহিত কথঞ্চিৎ তুলিত হইতে পারে; অন্য উপমা নাই,—এই প্রকার রূপ দেখাইলেন। এস্থলে পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ১২ ॥

মুঃ অনুঃ—যদি আকাশে যুগপৎ উদিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা যুগপৎ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রভা সেই বিরাট্‌রূপের দীপ্তির তুল্য হইতে পারে ॥ ১২ ॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুন) দেবদেবস্য (সর্ব্বদেবতার দেবতা কৃষ্ণের) তত্র (সেই বিরাট্) শরীরে (দেহে) অনেকধা (নানাভাবে) প্রবিভক্তং (অবস্থিত) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্বকে) একস্থম্ (একস্থানে অবস্থিত) অপশ্যৎ (দেখিতে পাইলেন) ॥ ১৩ ॥

ততঃ (তদনন্তর) সঃ (সেই) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়ে অভিভূত) হৃষ্টরোমা (পুলকিতদেহ হইয়া) শিরসা (অবনতমস্তকে) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ (অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক) দেবং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) অভাষত (বলিতে লাগিলেন) ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগদ্দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেনৈকত্র ব্যবস্থিতং, তদা পাণ্ডবোঽর্জ্জুনোঽপশ্যৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যত্রাহ—তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টারোমা হৃষ্টান্যুৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়স্তমেব দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃত-হস্তো ভূত্বা অভাষতোক্তবান্ ॥ ১৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহার পর কি ঘটিল ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি। অনেকধা প্রবিভক্ত—নানা বিভাগে অবস্থিত সমগ্র জগৎ সেই দেবদেবের শরীরে তাঁহার অবয়বরূপে একস্থানেই ব্যবস্থিত, এইরূপ আকার পাণ্ডব (অর্জ্জুন) তখন দেখিলেন ॥ ১৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের অবস্থা বলিতেছেন—]তখন অর্জ্জুন পরমদেবতা কৃষ্ণের সেই বিরাট্ দেহে একস্থানে নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র বিশ্বকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৩ ॥

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে, সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥১৫॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) হে দেব! (বিরাট্‌রূপিন্) তব (তোমার) দেহে (শরীরে) সর্ব্বান্ (সকল) দেবান্ (দেবতাকে) ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ (বিবিধ জীবসমূহ) কমলাসনস্থম্ (পদ্মাসনে উপবিষ্ট) ঈশং (প্রভু) ব্রহ্মাণং (ব্রহ্মাকে) সর্ব্বান (সকল) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ চ (ঋষিগণকে) উরগান্ চ (সর্পগণকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—ভীষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব! তব দেহে দেবানাদিত্যাদীন্ পশ্যামি ; তথা সর্ব্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং সংঙ্ঘাংশ্চ তথা দিব্যানৃষীন্ বশিষ্ঠাদীন্ উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্ তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ। কথম্ভূতম্? কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থ., যদ্বা ত্বন্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি ॥ ১৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপ দেখিয়া কি করিলেন? তাহাতে বলিলেন—"ততঃ" ইত্যাদি। তারপর—দর্শনের পর বিস্ময়ে অভিভূত—ব্যাপ্ত হইয়া হৃষ্টরোমা—রোমাঞ্চিতগাত্রে সেই ধনঞ্জয় সেই দেবকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ॥ ১৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—"পশ্যামি" ইত্যাদি সপ্তদশ শ্লোকে ভীষণ রূপের কথা বলিতেছেন—হে দেব, তোমার দেহে আদিত্যাদি দেববৃন্দ, সমস্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ,—প্রভৃতি প্রাণিগণের সঙ্ঘ, বশিষ্ঠাদি দিব্য ঋষিবৃন্দ, তক্ষকাদি সর্পসমূহ এবং সেই দেবাদির ঈশ্বর ব্রহ্মাকেও দেখিতেছি। তিনি কিরূপ? পদ্মাসনে উপবিষ্ট—পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকারূপি মেরুদেশে অবস্থিত অথবা তোমার নাভিরূপ পদ্মে উপবিষ্ট ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—তদ্দর্শনে ধনঞ্জয় বিস্ময়াভিভূত ও রোমাঞ্চিত হইয়া অবনতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্‌কে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং, পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং, পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ, তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা,-দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রেমেয়ম্ ॥১৭॥

হে বিশ্বেশ্বর! (বিশ্বপতি!) হে বিশ্বরূপ! (বিরাটরূপিন্) অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ (বহু হস্ত-উদর-মুখ-নেত্র-বিশিষ্ট) অনন্তরূপং (অনন্তরূপধারী) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বতঃ (সকল দিকে) পশ্যামি (দেখিতেছি), পুনঃ (কিন্তু) তব (তোমার) ন আদিং (না আদি), ন মধ্যং (না মধ্য), ন অন্তং (না শেষ) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৬ ॥

কিরীটিনং (মুকুটশোভিত) গদিনং (গদাধারী) চক্রিণং চ (ও চক্রধারী) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জস্বরূপ) সর্ব্বতো (সকলদিকে) দীপ্তিমন্তং (দীপ্তিবিস্তারী) দীপ্তানলার্কদ্যুতিং (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট) [অতএব] দুর্নিরীক্ষ্যং (দুর্দ্দর্শনীয়) অপ্রমেয় (অনিরূপণীয়) ত্বাং (তোমাকে) সমন্তাৎ (সর্ব্বত্র) পশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি) ॥১৭॥

শ্রীধরঃ- কিঞ্চ অনেকেতি। অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি, অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। মুকুটবন্তং গদিনং গদাবন্তং চক্রিণং চক্রবন্তং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যম্। তত্র হেতুঃ দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তম্, অতএবাপ্রমেয়ম্ এবম্ভূত ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি ॥ ১৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও "অনেক" ইত্যাদি। তোমাকে অনেক বাহু প্রভৃতি-বিশিষ্ট দেখিতেছি। সর্ব্বদিকে তোমাকে অনন্তরূপে দেখিতেছি। তুমি সর্ব্বত্রগত বলিয়া তোমার আদি, অন্ত ও মধ্য দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—হে দেব! তোমার দেহে সকল দেবতা, বিবিধ জীবসমূহ, পদ্মাসনোপবিষ্ট প্রভু ব্রহ্মা, সকল দিব্য ঋষিগণ ও সর্পগণকে দেখিতে পাইতেছি ॥ ১৫ ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

[অতএব] মে (আমি) মতঃ (মনে করি),—ত্বং (তুমি) বেদিতব্যং (জ্ঞেয়) পরমম্ অক্ষরং (পরব্রহ্ম), ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (পরম) নিধানং (আশ্রয়), ত্বম্ (তুমি) অব্যয়ঃ (সর্ব্বপরিবর্ত্তনরহিত) শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (সনাতন ধর্ম্মের পালক), ত্বং (তুমি) সনাতনঃ পুরুষঃ (সনাতন পুরুষ) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাত্ত্বমিতি। ত্বমেব অক্ষরং পরমং পরং ব্রহ্ম, কথম্ভূতম্? বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং, ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ। অতএব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ শাশ্বতস্য নিত্যস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ; সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষো মতো মে মম সম্মতোঽসি ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "কিরীটিনম্" ইত্যাদি। তোমাকে [কিরীটী]—মুকুটশালী, [গদী]—গদাহস্ত, [চক্রী]—চক্রযুক্ত, সর্ব্বদিকে দীপ্তিমান্ তাপ ও আলোকের রাশিস্বরূপ দেখিতেছি। তুমি দুর্নিরীক্ষ্য—তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য, কারণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও সূর্য্যের আলোকের ন্যায় তোমার অঙ্গের প্রভা, অতএব 'এই প্রকার হইবে' ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। এই প্রকারে তোমাকে চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি ॥ ১৭॥

মূঃ অনুঃ—হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! তোমার বহু বহু হস্ত, উদর, বদন ও চক্ষু, তোমার অনন্ত রূপ। সকলদিকেই তোমাকে দেখিতেছি; কিন্তু তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত (কিছুই) দেখিতে পাইতেছি না। ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি চারিদিকে তোমাকে কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্ব্বদিকে দীপ্তিবিস্তারী তেজোরাশিরূপে, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট, দুর্দ্দর্শনীয় ও অনিরূপণীয় দর্শন করিতেছি। ১৭ ॥

অনাদি-মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য,-মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং, স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯॥

[আমি] ত্বাং (তোমাকে) অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্তহীন), অনন্তবীর্য্যম্ (অসীম শক্তিশালী), অনন্তবাহুং (অনন্তহস্তবিশিষ্ট), শশিসূর্য্যনেত্রং (চন্দ্র-সূর্য্যতুল্য নেত্রবিশিষ্ট), দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রদীপ্ত অগ্নিতে পরিপূর্ণ মুখরাশিযুক্ত) স্বতেজসা (নিজ তেজে) ইদং (এই) বিশ্বং (জগতের) তপন্তং (সন্তাপকারী) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্ উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতম্, অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবো যস্য তং, অনন্তবাহুম্ অনন্তা বাহবো যস্য তং, সূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি। তথা দীপ্তো হুতাশোঽগ্নির্বক্ত্রেষু যস্য তং; স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি ॥ ১৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—যেহেতু তোমার ঐশ্বর্য্য এইরূপ চিন্তার অগোচর অতএব "ত্বম্" ইত্যাদি। তুমিই পরম অক্ষর—পরব্রহ্ম। কি প্রকারে জ্ঞাতব্য? বেদিতব্য—মুমুক্ষুগণেরই জ্ঞাতব্য। তুমিই এই বিশ্বের প্রকৃষ্ট আশ্রয়। যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহা নিধান—আশ্রয়। অতএব তুমি অব্যয়—নিত্য, শাশ্বত—নিত্য ধর্ম্মের গোপ্তা—পালক। সনাতন—চিরন্তন পুরুষ; ইহাই আমার মত—সম্মত ॥ ১৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও, "অনাদি" ইত্যাদি। তুমি উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়দ্বারা হীন। তুমি অনন্তবীর্য্য—তোমার প্রভাবের অন্ত নাই, তুমি অনন্তবাহু—তোমার অগণনীয় বাহু, চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্রদ্বয়, তোমার এতাদৃশ রূপ আমি দেখিতেছি। তোমার বদনমধ্যে প্রজ্জ্বলিত

মূঃ অনুঃ—[যেহেতু তোমার এইরূপ ধারণাতীত ঐশ্বর্য্য, অতএব—] আমি মনে করি—তুমি জ্ঞেয় পরব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের পরম আধার, তুমি অব্যয় সনাতনধর্ম্মপালক, তুমি সনাতন পুরুষ ॥ ১৮ ॥

**দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি, ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং, লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং
মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥**

ত্বয়া (তুমি) একেন হি (একাই) দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের) ইদম্ (এই) অন্তরং (মধ্যবর্ত্তী স্থান অন্তরীক্ষকে) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত করিয়াছ), সর্ব্বাঃ (সকল) দিশঃ চ (দিক্ও) [ব্যাপ্ত করিয়াছ]। হে মহাত্মন্ (বিরাট্ পুরুষ!) তব (তোমার) ইদম্ (এই) অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্য) উগ্রং (ভীষণ) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ং (ত্রিলোক) প্রব্যথিতম্ (অতীব ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছে) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং, দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ, অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্ব্বং ত্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্যামীতি পূর্ব্বস্য বানুষঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অগ্নি রহিয়াছে। তুমি নিজের তেজে এই বিশ্বকে সন্তাপ প্রদান করিতেছ, ইহাই দেখিতেছি ॥ ১৯ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—আরও "দ্যাবাপৃথিব্যোঃ" ইত্যাদি। একাকী তোমাদ্বারা এই স্বর্গ, পৃথিবী ও তাহাদের মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ ও দিক্সমূহ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘোররূপ দেখিয়া ত্রিভুবন অতীব ভীত হইতেছে, দেখিতেছি। পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ২০ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি দেখিতেছি—তুমি আদি-মধ্য-অন্তহীন, তোমার অনন্ত শক্তি ও অনন্ত বাহু, চন্দ্র-সূর্য্য তোমার নেত্র, তোমার মুখগহ্বরে প্রদীপ্ত অনল, তুমি নিজ তেজে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছ ॥১৯॥

মূঃ অনুঃ—তুমি একাই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থান, অন্তরীক্ষ ও সকল দিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছ। হে বিরাট্ পুরুষ! তোমার এই অদ্ভুত ভীষণরূপ দর্শন করিয়া ত্রিলোক ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে ॥ ২০ ॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি, কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা, স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা, বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা, বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২॥

হি (কেন না) অমী (এই সকল) সুরসঙ্ঘাঃ (দেবসঙ্ঘ) ত্বাং (তোমার) বিশন্তি (শরণ লইতেছে), [তন্মধ্যে] কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ কৃতাঞ্জলিপুটে) গৃণন্তি (প্রার্থনা করিতেছে), মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ (মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা (স্বস্তি বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক) পুষ্কলাভিঃ (উত্তম) স্তুতিভিঃ (স্তবসমূহের দ্বারা) স্তুবন্তি (স্তব করিতেছেন) ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ (বসুগণ), যে চ (আর যাহারা) সাধ্যাঃ (সাধ্যদেবতা), বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়), মরুতঃ (মরুদ্‌দেবগণ) উষ্মপাঃ চ (পিতৃদেবতাগণ), গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ (গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্ব্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (বিস্মিত হইয়া) ত্বাং (তোমাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছে) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অমী হীতি। অমী সুরসঙ্ঘাঃ ভীতাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি শরণং প্রবিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পূটকরযুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "অমী হি" ইত্যাদি। ঐ সুরগণ ভীত হইয়া তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন—শরণ লইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত ভয় পাইয়া দূরে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক 'তোমার জয় হউক, জয় হউক, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর', এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। অবশিষ্টাংশ স্পষ্ট ॥ ২১ ॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং, মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্‌ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং, দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্‌ ॥২৩॥

হে মহাবাহো ! তে (তোমার) বহুবক্ত্রনেত্রং (বহু মুখ ও নয়নবিশিষ্ট), বহুবাহূরুপাদং (বহু বাহু-উরু-পাদবিশিষ্ট), বহূদরং (অনেক উদরবিশিষ্ট), বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহু দশনহেতু ভীষণ), মহৎ (বিশাল) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (সকল লোক) তথা অহং (এবং আমি) প্রব্যথিতাঃ (অত্যন্ত ভীত হইয়াছি) ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ বসবশ্চ যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ বিশ্বে বিশ্বদেবাঃ অশ্বিনৌ দেবৌ মরুতো মরুদ্গণাশ্চ উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ পিতর—"উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ, স্মৃতিশ্চ "যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং তাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবিগুণাঃ ॥" ইতি গন্ধর্ব্বাশ্চ যক্ষাশ্চ অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ, সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সিদ্ধানাং সঙ্ঘাশ্চ সর্ব্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তস্ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

স্বঃ অনুঃ—আর, "রুদ্র" ইত্যাদি। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্য নামক দেববর্গ, বিশ্বদেবসমূহ, অশ্বিনীকুমারযুগল, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বসকল, যক্ষসমূহ, বিরোচনাদি অসুরদল, সিদ্ধদিগের সঙ্ঘ, ইহারা সকলে বিস্মিতভাবে তোমাকে দেখিতেছেন। উষ্মপ—পিতৃগণ, শ্রুতিতে আছে—'পিতৃগণ উষ্মভাগ গ্রহণ করেন' এবং স্মৃতিতেও আছে —'যতক্ষণ অন্ন উষ্ণ থাকে, যতক্ষণ সংযমীরা ভোজন করেন, যতক্ষণ ঘৃতের গুণ বর্ণিত না হয়, ততক্ষণ পিতৃগণ ভোজন করেন' ॥ ২২ ॥

মূঃ অনুঃ—এই দেব-সঙ্ঘসকল তোমার শরণ লইতেছেন, কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা জানাইতেছেন, মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ স্বস্তি' উচ্চারণ করিয়া উত্তম স্তুতিপূর্ব্বক তোমাকে স্তব করিতেছেন ॥ ২১ ॥

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং, ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা, ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

হে বিষ্ণো (হে বিষ্ণু !) নভস্পৃশং (গগনস্পর্শী) দীপ্তম্ (তেজপূর্ণ) অনেকবর্ণং (অনেক বর্ণবিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিবৃত-মুখসকল-সহিত) দীপ্তবিশালনেত্রং (দীপ্ত বৃহৎ চক্ষুবিশিষ্ট) ত্বাং (তোমাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিতান্তরাত্মা (অতীব ভীতচিত্ত হইয়া) ধৃতিং (ধৈর্য্য) শমং চ (ও শান্তি) ন বিন্দামি হি (লাভ করিতেছি না) ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ রূপমিতি। হে মহাবাহো ! মহদত্যূর্জ্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বে প্রব্যথিতাঃ অতিভীতাঃ, তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোঽস্মি কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি যস্মিংস্তং, বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিংস্তং বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তং বহ্বীভির্দ্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—ন কেবলং ভীতোঽহমেতাবদেব অপি তু নভ ইতি। নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তম্ অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ, দীপ্তং তেজোযুক্তম্, অনেকে বর্ণা যস্য তম্ অনেকবর্ণং, ব্যাত্তানি বিবৃতান্যাননানি যস্য তং, দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তম্, এবম্ভূতং হি ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্যমুপশমঞ্চ ন লভে ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুঃ—আর, "রূপং" ইত্যাদি। হে মহাবাহো ! মহৎ—তোমার অতীব তেজস্বী রূপ দেখিয়া সকল লোকই প্রব্যথিত—অতি ভীত হইয়াছে, আমিও ভীত হইয়াছি। কি প্রকার রূপ দেখিয়া ? যে রূপে বহু বদন ও নেত্র রহিয়াছে, যাহাতে বহু বাহু, উরু, পাদ, উদর রহিয়াছে। আবার সেইরূপ অনেকসংখ্যক দন্তদ্বারা করাল—বিকৃত ভয়ানক হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃদেবগণ, গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধগণ—সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে অবলোকন করিতেছে ॥ ২২ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি, দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দন্তসকলের দ্বারা নিকট) কালানলসন্নিভানি চ (এবং প্রলয়ের অগ্নিতুল্য) মুখানি (বদন সকল) দৃষ্ট্বা এব (দেখিয়াই) দিশঃ (দিক্) ন জানে (নির্ণয় করিতে পারিতেছি না) শর্ম্ম চ (এবং সুখ) ন লভে (পাইতেছি না), হে দেবেশ (হে সর্ব্বদেবেশ্বর!) জগন্নিবাস (জগদাধার!) [ত্বম্—তুমি] প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি। হে দেবেশ! তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি, শর্ম্ম চ সুখং ন লভে, ভো জগন্নিবাস! প্রসন্নো ভব। কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা? দংষ্ট্রাভিঃ করালানি, কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসদৃশানি ॥ ২৫ ॥

সুঃ অনুঃ—আমি কেবল যে ভীত, তাহা নহে; পরন্তু "নভঃ" ইত্যাদি। নভঃস্পৃক্—অন্তরীক্ষব্যাপী, দীপ্ত—তেজোময়, অনেকবর্ণ—অনেক বর্ণ যাহাতে এরূপ, ব্যাত্তানন—বিস্তৃতমুখ, দীপ্তবিশাললোচন তোমার আকার দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা অতীব ক্লেশ পাইতেছে। আমি ধৃতি—ধৈর্য্য বা শান্তি পাইতেছি না ॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুঃ—আর, "দংষ্ট্রা" ইত্যাদি। হে দেবেশ! তোমার মুখগুলি দেখিয়া ভয়ের আবেশে আমি কোন দিক্ই দেখিতেছি না। শর্ম্ম—সুখও পাইতেছি না। হে জগতের আশ্রয়! তুমি প্রসন্ন হও। কীদৃশ মুখ দেখিয়া? ভয়ানক প্রলয়াগ্নির তুল্য দংষ্ট্রাকরাল মুখগুলি দেখিয়া ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—হে মহাবাহো! তোমার বহু মুখ-নয়নবিশিষ্ট, বহু বাহু-উরু-পাদবিশিষ্ট, বহু উদরবিশিষ্ট, বহু দন্তহেতু ভীষণ বিশাল রূপ দেখিয়া সকল লোক ও আমি ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[কেবল যে ভীত হইয়াছি তাহা নহে, আরও—] হে বিষ্ণো! গগনস্পর্শী, তেজোময়, বহুবর্ণবিশিষ্ট, বিকৃতমুখ, প্রদীপ্ত বিশাল

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ, সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি, দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু, সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

অমী (ঐ) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) সর্ব্বে (সকলে) সহ অবনিপালসঙ্ঘৈঃ এব (রাজসমূহ-সহিতই) ভীষ্মঃ (ভীষ্মদেব), দ্রোণঃ (দ্রোণাচার্য্য), তথা (তদ্রূপ) অসৌ (ঐ) সূতপুত্রঃ (কর্ণ) অস্মদীয়ৈঃ (আমাদের পক্ষীয়) যোধমুখ্যৈঃ (মুখ্য যোদ্ধৃগণ) সহ অপি (সহিতই) ত্বরমাণাঃ (ত্বরান্বিত হইয়া) তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দন্তবশতঃ বিকট) ভয়ানকানি (ভয়ঙ্কর) বক্ত্রাণি (মুখসকলের মধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে); কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ (বিচূর্ণিত) উত্তমাঙ্গৈঃ (মস্তকসহিত) দশনান্তরেষু (তোমার দন্তমধ্যে) সংদৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হইতেছে) ॥ ২৬-২৭ ॥

শ্রীধরঃ—যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবিজয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্যেতি। যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্নাহ—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে অবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রশ্চ কর্ণঃ, ন কেবলং ত এব বিশন্তি, অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডিধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ। বক্ত্রাণীতি—এতে সর্ব্বে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতাঃ, দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥২৬-২৭॥

মূঃ অনুঃ—'তুমি আর যাহা কিছু দেখিতে চাও' ইহা-দ্বারা এই যুদ্ধে ভবিষ্যৎ জয়-পরাজয়-প্রভৃতি 'আমার দেহে দেখ', ভগবান্ যে এইগুলি

চক্ষুবিশিষ্ট তোমার রূপ দেখিয়া অতিভীতিবিহ্বলচিত্তে আমি ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥ (মূঃ অনুঃ)

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ, সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা, বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

যথা (যেরূপ) নদীনাং (নদীসকলের) বহবঃ (বহু) অম্বুবেগাঃ (জলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ (সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়া) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে), তথা (তদ্রূপ) অমী (ঐ সকল) নরলোকবীরা (নরলোকের বীরগণ) অভিবিজ্বলন্তি (চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত) তে (তোমার) বক্ত্রাণি (মুখসকলে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥ ২৮ ॥

বলিয়াছিলেন, এখন অর্জ্জুন তাহা দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন—"অমী চ" ইত্যাদি পঞ্চশ্লোক। ঐ দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলে জয়দ্রথাদি রাজগণের দলের সহিত তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পরবর্ত্তী 'বিশন্তি'-পদের সহিত অন্বয়। আরও ভীষ্ম, দ্রোণ, সূতপুত্র কর্ণও প্রবেশ করিতেছেন। কেবল তাঁহারাই নহে, উঁহাদের প্রতিযোদ্ধা আমাদের পক্ষীয় শিখণ্ডি, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি প্রধান যোদ্ধৃগণের সহিত তাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন। "বক্ত্রাণি" ইত্যাদি—ইঁহারা সকলে ত্বরমাণ হইয়া—দৌড়াইতে দৌড়াইতে তোমার দন্তদ্বারা বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখগুলিতে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তকে দন্তের সন্ধিতে লাগিয়া থাকিতে দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ২৬-২৭ ॥ (স্বঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—তোমার দশনভীষণ, প্রলয়াগ্নিতুল্য বদনসকল দর্শন করিয়া আমার দিগ্‌ভ্রান্তি হইয়াছে এবং আমি সুখ পাইতেছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[যুদ্ধের ভাবী ফলাফল শ্রীভগবানের দেহমধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন—] ধৃতরাষ্ট্রের ঐ পুত্রগণ সকলে, সকল রাজন্যবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, আমাদের পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধৃগণ (—সকলে) ত্বরান্বিত হইয়া তোমার দশন-করাল ভয়ঙ্কর মুখসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা, বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

যথা (যেমন) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গসকল) সমৃদ্ধবেগাঃ (বর্দ্ধিতবেগে) নাশায় (মরণের জন্য) প্রদীপ্তং (জ্বলন্ত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবিষ্ট হয়), তথা (তেমনি) লোকাঃ (লোকসকল) সমৃদ্ধবেগাঃ (বেগবান্ হইয়া) নাশায় এব (মরণের জন্যই) তব (তোমার) বক্ত্রাণি অপি (মুখসকলেও) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—প্রবেশনে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। নদীনামনেকমার্গ প্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বুনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তো যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি, তথা অমী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিতো জ্বলন্তি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—অবশত্বেন প্রবেশে নদীবেগ-দৃষ্টান্ত উক্তো, বুদ্ধিপূর্ব্বক-প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। প্রদীপ্তং জ্বলন্তমগ্নিং পতঙ্গাঃ শলভাঃ বুদ্ধিপূর্ব্বকং সমৃদ্ধো বেগো যেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি, তথৈব লোকা এতে জনা অপি ভবন্মুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুঃ—প্রবেশবিষয়ে উদাহরণ বলিলেন,—"যথা" ইত্যাদি। অনেক পথে গতিশীল নদীসমূহের অনেক জল প্রবাহ যেমন সমুদ্রের অভিমুখী হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই মনুষ্যলোকের মধ্যে বীরগণ সর্ব্বদিকে প্রদীপ্ত তোমার বক্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুঃ—অবশভাবে প্রবেশবিষয়ে নদীবেগের দৃষ্টান্ত বলা হইল; বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবেশে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন,—"যথা" ইত্যাদি। জ্বলন্ত অগ্নিতে পতঙ্গগুলি বুদ্ধিপূর্ব্বক মহাবেগের সহিত যেরূপ নাশের—মরণের নিমিত্তই প্রবেশ করে, সেইরূপই এই লোকেরাও তোমার মুখে মৃত্যুর জন্যই প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

**লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি
বিষ্ণো॥ ৩০॥**

[ত্বম্—তুমি] গ্রসমানঃ (গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া) সমগ্রান্ (এই সকল) লোকান্ (বীরগণকে) জ্বলদ্ভিঃ (জ্বলন্ত), বদনৈঃ (মুখসকলের দ্বারা) সমন্তাৎ (সকল দিকে) লেলিহ্যসে (প্রচুরভাবে ভক্ষণ করিতেছ)। হে বিষ্ণো! (বিষ্ণু!) তব (তোমার) উগ্রাঃ (ভীষণ) ভাসঃ (দীপ্তি) তেজোভিঃ (বিস্ফুরণ-দ্বারা) সমগ্রং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্বকে) আপূর্য্য (পূর্ণ করিয়া) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে)॥ ৩০॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিমত আহ—লেলিহ্যসে ইতি। গ্রসমানোঽপি সন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্ব্বানেতান্ বীরান্ সর্ব্বতো লেলিহ্যসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি। কৈঃ? জ্বলদ্ভির্ব্বদনৈঃ; কিঞ্চ হে বিষ্ণো! তব ভাসো দীপ্তয়স্তেজোভির্বিস্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি॥ ৩০॥

সুঃ অনুঃ—তাহার পর কি ঘটিল, তাহাতে বলিতেছেন—'লেলিহ্যসে' ইত্যাদি। গ্রাস করিতে করিতে তুমি এই সমগ্র লোকসমূহ ও এই সমস্ত বীরকে সর্ব্বতোভাবে ভক্ষণ করিতেছ; কিসের সাহায্যে? প্রজ্বলিত মুখসমূহদ্বারা; আরও, হে বিষ্ণো! তোমার দীপ্তিসমূহ তেজের বিস্ফুরণে সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া তীব্রভাবে প্রতপ্ত—সন্তপ্ত করিতেছে॥ ৩০॥

হইতেছে; কেহ কেহ বিচূর্ণিত মস্তকসহিত তোমার দন্তের অবকাশ-মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে॥ ২৬-২৭॥ (মুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[মুখে প্রবেশের অচেতন দৃষ্টান্ত—] যেমন নদীসকলের বহু জলবেগ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তদ্রূপ এই পৃথিবীর বীরগণ তোমার সর্ব্বদিকে প্রদীপ্ত মুখসকলে প্রবেশ করিতেছে॥ ২৮॥

মূঃ অনুঃ—[সচেতন দৃষ্টান্ত—] যেমন পতঙ্গকুল মরণের জন্য বর্দ্ধিতবেগে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ লোকসকলও মরণের জন্যই সমৃদ্ধ বেগশালী হইয়া তোমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে॥ ২৯॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো, নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং, ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

উগ্ররূপঃ (ভীষণরূপধারী) ভবান্ (তুমি) কঃ (কে), [তাহা] মে (আমাকে) আখ্যাহি (বল) ; তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি), হে দেববর ! (দেবশ্রেষ্ঠ !) [তুমি] প্রসীদ (প্রসন্ন হও)। আদ্যং (আদিপুরুষ) ভবন্তং (তোমাকে) বিজ্ঞাতুম্ (বিশেষভাবে জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি), হি (কেন না) তব (তোমার প্রবৃত্তিং (কার্য্যের উদ্দেশ্য) ন প্রজানামি (জানি না) ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি। ভবানুগ্ররূপঃ ক ইত্যাখ্যাহি কথয়, তুভ্যং নমোঽস্তু, হে দেববর! প্রসীদ প্রসন্নো ভব। ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি, যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি, এবম্ভূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুঃ—এইরূপ হওয়ায় অতএব—'আখ্যাহি" ইত্যাদি। এই ঘোররূপী তুমি কে ? ইহা বল ; তোমাকে নমস্কার ; হে দেবশ্রেষ্ঠ ! 'প্রসীদ'—প্রসন্ন হও ; আদিপুরুষ তোমাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি ; কারণ, তোমার চেষ্টা—কিজন্য এরূপ কার্য্যে প্রস্তুত—তাহা জানি না ; অথবা এই প্রকার তোমার প্রবৃত্তি—সংবাদও আমার জানা নাই ॥ ৩১ ॥

মূঃ অনুঃ—[আর তুমি কি করিতেছ ?—] তুমি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া চতুর্দ্দিকে সকল লোককে জ্বলন্ত বদনে যথেষ্ট ভক্ষণ করিতেছ। হে বিষ্ণো! তোমার উগ্র প্রভা সমগ্র বিশ্বকে তেজের দ্বারা পূর্ণ করিয়া উত্তপ্ত করিতেছে ॥ ৩০ ॥

মূঃ অনুঃ—অতএব, এই ভয়ানকরূপী তুমি কে, তাহা আমাকে বল। তোমাকে নমস্কার, হে দেবশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হও। তুমি কারণবস্তু, তোমাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি ; কেন না, তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো, লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে, যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) [অহম্—আমি] লোকক্ষয়কৃৎ (লোক-সংহারকারী) প্রবৃদ্ধঃ (অত্যুগ্র) কালঃ অস্মি (কাল); ইহ (জগতে) লোকান্ (জীবগণের সমাহর্ত্তুং (সংহারোদ্দেশ্যে) প্রবৃত্তঃ (আমার প্রবৃত্তি)। প্রত্যনীকেষু (প্রত্যেক সৈন্য-বাহিনীতে) যে (যে সকল) যোধাঃ (যোদ্ধা) অবস্থিতাঃ (অবস্থান করিতেছে), [তাহারা] সর্ব্বে (সকলে) ত্বাম্ (তুমি) ঋতে অপি (বিনাও) ন ভবিষ্যন্তি (বাঁচিবে না)॥ ৩২॥

শ্রীধরঃ—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—কাল ইতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা প্রবৃদ্ধোঽত্যুৎকটঃ কালোঽস্মি, লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি; অতঃ ঋতে ত্বাং হন্তারং বিনাপি ন ভবিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি। যদ্যপি ত্বয়া ন হন্তব্যাঃ, এতে তথাপি ময়া কালাত্মনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিষ্যন্ত্যেব। কে তে? প্রত্যনীকেষু অনীকানি প্রতি ভীষ্ম দ্রোণাদীনাং সর্ব্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্ব্বেঽপি॥৩২॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে প্রার্থিত হইয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—"কালঃ" ইত্যাদি তিন শ্লোক। আমি লোকসমূহের বিনাশক প্রবৃদ্ধ—অতি ভয়ানক কাল। আমি প্রাণিগণের সংহারের নিমিত্ত ইহজগতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ইহাদিগের ঘাতক না হইলেও ইহারা কেহই থাকিবে না—বাঁচিবে না। যদিই বা তুমি ইহাদিগকে হত্যা না কর, তথাপি ইহারা কালরূপী আমাকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া মরিবেই। তাহারা কে? সৈন্যের দলে দলে—ভীষ্মদ্রোণাদির সমস্ত সেনাদলমধ্যে যে যে যোদ্ধা রহিয়াছে, তাহারা সকলেই মরিবে॥ ৩২ ॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও), যশঃ (কীর্ত্তি) লভস্ব (লাভ কর), শত্রূন্ (শত্রুগণকে) জিত্বা (জয় করিয়া) সমৃদ্ধং (সমৃদ্ধিযুক্ত) রাজ্যং (রাজ্য) ভুঙ্‌ক্ষ্ব (ভোগ কর) ! এতে (এই বীরগণকে) ময়া এব (আমিই) পূর্ব্বম্ এব (পূর্ব্বেই) নিহতাঃ (মারিয়া রাখিয়াছি), হে সব্যসাচিন্) সব্যসাচী অর্জ্জুন !) [ত্বম্—তুমি] নিমিত্তমাত্রং (নিমিত্তমাত্র) ভব (হও) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জুনেন নির্জ্জিতা ইত্যেবম্ভূতং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি; অযত্নতশ্চ শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ; এতে চ তব শত্রবস্ত্বদীয়যুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াস্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব, হে সব্যসাচিন্, সব্যেন বামেন হস্তেন সাচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—"তস্মাৎ" ইত্যাদি। ঘটনা যখন এইরূপ, তখন তুমি যুদ্ধের জন্য প্রবৃত্ত হও ; দেবগণেরও দুর্জেয় ভীষ্মাদি অর্জ্জুনকর্তৃক

মূঃ অনুঃ—আমি লোকসংহারকারী অনাদি কাল, এখন জীবের (রাজন্যবর্গের) সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রত্যেক সৈন্যবাহিনীতে যে-সকল যোদ্ধা রহিয়াছে, তাহারা কেহই তুমি বিনাও (তুমি না মারিলেও) বাঁচিবে না। ৩২ ॥

মূঃ অনুঃ—অতএব তুমি যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও, শত্রুগণকে জয় করিয়া কীর্ত্তি লাভ কর এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। আমি পূর্ব্ব হইতেই ইহাদিগকে মারিয়া রাখিয়াছি ; হে সব্যসাচিন্ ! তুমি কেবল নিমিত্তভাগী হও ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ, কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা, যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

ময়া (আমাকর্ত্তৃক) হতান্ (পূর্ব্বেই নিহত) দ্রোণং চ (দ্রোণাচার্য্য) ভীষ্মং চ (ভীষ্মদেব) জয়দ্রথং চ (জয়দ্রথ) কর্ণং (কর্ণ) তথা (ও) অন্যান্ (অপর) যোধবীরান্ অপি (বীর যোদ্ধৃগণকেও) ত্বং (তুমি) জহি (বধ কর) ; মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হইও না), যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর), রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুগণকে) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে) ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—(২।৬) "ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো, যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ" ইতি যা আশঙ্কা, সাপি ন কার্য্যেত্যাহ—দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে, তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতাংস্ত্বং জহি ঘাতয়, মা ব্যথিষ্ঠা ভয়ং মা কার্ষীঃ, সপত্নান্ শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি ॥৩৪॥

পরাজিত হইয়াছে, এই প্রকারের সুখ্যাতি লাভ কর—প্রাপ্ত হও ; অযত্নেই শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। এই তোমার শত্রুগণ তোমার যুদ্ধের পূর্ব্বেই কালরূপী আমাকর্ত্তৃক নিহতপ্রায় হইয়াছে ; তথাপি তুমি কেবল উপলক্ষণ হও। হে সব্যসাচিন্! (বাম হস্তে শরসন্ধান করিতে যাঁহার অভ্যাস, তিনি সব্যসাচী, অতএব বাম হস্তেও বাণক্ষেপণ করায় অর্জ্জুনকে সব্যসাচী বলা হয়) ॥ ৩৩ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—"এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টীর গৌরব অধিক, তাহাও বুঝিতেছি না" (২।৬) এইরূপ যে আশঙ্কা করিতেছিলে, তাহাও করিও না ; ইহাতে বলিতেছেন—"দ্রোণম্" ইত্যাদি। যাঁহাদিগের হইতে তুমি শঙ্কা করিতেছ, সেই দ্রোণাদি আমাকর্ত্তৃকই নিহত হইয়া আছে ; তুমি তাহাদিগকে বধ কর ; ব্যথিত হইও না—ভয় করিও না ; তুমি শত্রুগণকে যুদ্ধে নিশ্চিতই জয় করিবে ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য, কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভুয় এবাহ কৃষ্ণং, সগদ্গদং-ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন—) কেশবস্য (কেশবের) এতৎ (এই) বচনং (বাক্য) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (অর্জ্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলি হইয়া) নমস্কৃত্বা (নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ এব (অতি ভয়ে ভয়েই) ভূয়ঃ (পুনঃ) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) সগদ্গদং (গদ্গদস্বরে) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) আহ (বলিলেন) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—ততো যদ্বৃত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদিতি। এতৎ পূর্ব্বোক্তশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটি অর্জ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটিকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্; কথমাহ,—ভয়হর্ষাদ্যাবেশবশাৎ গদ্গদেন কণ্ঠ-কম্পনেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্গদং যথা স্যাত্তথা, কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো ভূত্বা আহ ॥ ৩৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—তদনন্তর যাহা ঘটিল, তাহাই ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয় বলিলেন— "এতদ্" ইত্যাদি। এই পূর্ব্বশ্লোকত্রয়ে কেশবের বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড় করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক আবার বলিলেন; কিরূপে বলিলেন? ভয় ও হর্ষাদির আবেশে তাঁহার গদ্গদ—কণ্ঠের কম্পন হইতেছিল, তাহার সহিত, আরও ভীত অপেক্ষাও অধিকতর ভীত ও অবনত হইয়া বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

মূঃ অনুঃ—আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধগণকে তুমি (আবার) বধ কর, ভয় পাইও না, যুদ্ধ কর, যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারিবে ॥ ৩৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[ইহার পরের ঘটনা ধৃতরাষ্ট্রকে] সঞ্জয় বলিতেছেন—কেশবের উপরি উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কাঁপিতে কাঁপিতে কর-

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা, জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি, সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬॥

হে হৃষীকেশ ! তব (তোমার) প্রকীর্ত্ত্যা (মহিমকীর্ত্তনদ্বারা) জগৎ (বিশ্ব) প্রহৃষ্যতি (পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়), অনুরজ্যতে চ (ও আকৃষ্ট হয়), রক্ষাংসি (রাক্ষসসকল) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (চারিদিকে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে), সর্ব্বে চ (এবং সকল) সিদ্ধসঙ্ঘাঃ (সিদ্ধসম্প্রদায়) নমস্যন্তি (প্রণত হয়), [এইসমস্তই] স্থানে (যুক্তিযুক্ত) ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—স্থানে ইত্যেকাদশভিরর্জ্জুনোক্তিঃ। স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে। হে হৃষীকেশ ! যত এবং ত্বমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসল-শ্চাতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি, কিন্তু জগৎ সর্ব্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি, এতত্তু স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ ; তথা জগদনুরজ্যতে চ অনুরাগমুপৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ-সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদি-সিদ্ধানাং সঙ্ঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব, ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ।

সুঃ অনুঃ—"স্থানে" ইত্যাদি একাদশ শ্লোকে অর্জ্জুনের উক্তি। 'স্থানে' এই অব্যয় 'যুক্ত' এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। হে হৃষীকেশ ! যেহেতু তুমি এইরূপ অদ্ভুতপ্রভাবশালী ও ভক্তবৎসল, অতএব তোমার প্রকীর্ত্তিদ্বারা—মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনদ্বারা কেবল যে আমি হৃষ্ট হইতেছি, তাহা নহে, কিন্তু সমগ্র জগৎ প্রহৃষ্ট হইতেছে—আনন্দ পাইতেছে, ইহা উপযুক্তই বটে ; আবার জগৎ যে অনুরাগ লাভ করিতেছে, আরও রাক্ষসগণ ভীত হইয়া যে সর্ব্বদিকে পলায়ন করিতেছে এবং সমস্ত যোগসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধাদি উপদেবগণ যে নমস্কার—প্রণাম করিতেছেন, তাহা উপযুক্তই ; আশ্চর্য্যজনক নহে ॥ ৩৬ ।

যোড়ে নমস্কার করিলেন, অতিশয় ভীতভাবেই আবার প্রণাম করিয়া কৃষ্ণকে গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ (মূঃ অনুঃ)

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্, গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস, ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥ ৩৭॥

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! কস্মাৎ চ (কেনই বা) তে (পূর্ব্বোক্ত সকলে) ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মারও স্রষ্টা) গরীয়সে (ও পূজ্য) (তোমাকে) ন নমেরন্ (নমস্কার করিবে না)? যৎ (যেহেতু) ত্বং (তুমি) সদসৎপরম্ (ব্যক্তাব্যক্তের মূলকারণ) অক্ষরং (ব্রহ্মতত্ত্ব)॥ ৩৭॥

শ্রীধরঃ—অত্র হেতুমাহ—কস্মাদিতি। হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে মহাত্মন্! হে জগন্নিবাস! কস্মাদ্ধেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ? কথম্ভূতায়? ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোঽপি জনকায়। কিঞ্চ সদ্ব্যক্তং, অসদব্যক্তঞ্চ, তাভ্যাং পরং মূল-কারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বমেব; এতৈর্ন্নবভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বে নমস্যন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

স্বঃ অনুঃ—তাহাতে কারণ বলিলেন—"কস্মাৎ" ইত্যাদি। হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে মহাত্মন্! হে জগন্নিবাস! কি হেতু তোমাকে নমস্কার করিবে না? কীদৃশ তোমাকে? ব্রহ্মেরও গুরুতর এবং আদিকর্ত্তা—ব্রহ্মারও জনক তোমাকে। আরও সৎ—ব্যক্ত, অসৎ—অব্যক্ত; এই উভয়ের পর—মূলকারণ যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহা তুমিই,—এই নয়টি কারণে তোমাকে সকলে নমস্কার করিতেছেন,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নহে॥ ৩৭॥

মূঃ অনুঃ—অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে হৃষীকেশ! তোমার মহিমা কীর্ত্তন-দ্বারা জগৎ পরমানন্দ লাভ করে এবং তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়; আর রাক্ষসগণ ভয়ে দিকে দিকে পলায়ন করে; সকল সিদ্ধগণ তোমাতে প্রণত হয়—এতৎসমস্ত যুক্তিযুক্তই॥ ৩৬॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

ত্বম্ (তুমি) আদিদেবঃ (আদিদেব) পুরাণঃ (অনাদি) পুরুষঃ (পুরুষ), ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (পরম) নিধানং (আধার), (তুমি) বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং চ (ও জ্ঞেয়) পরং চ (ও পরম) ধাম (পদ অর্থাৎ গন্তব্য স্থান) ; হে অনন্তরূপ ! ত্বয়া (তুমি) বিশ্বং (বিশ্বকে) ততং (ব্যাপ্ত করিয়া আছ) ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ত্বমাদিদেব ইতি। ত্বম্ আদিদেবো দেবানামাদিঃ, যতঃ পুরোণোঽনাদিঃ পুরুষস্ত্বং ; অতএব ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানং , তথা বিশ্বস্য বেত্তা ত্বং, যচ্চ বেদ্যং বস্তুজাতং, পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি, অতএব হে অনন্তরূপ ! ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্ ; এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও 'ত্বমাদিদেবঃ 'ইত্যাদি। তুমি আদিদেব—দেবগণের আদি ; কারণ, তুমি অনাদি পুরাণ পুরুষ, অতএব তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান—লয়স্থান, আরও তুমি বিশ্বের বেত্তা—জ্ঞাতা, যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বস্তু ও পরমধাম বৈষ্ণবপদ, তাহাও তুমিই ; অতএব হে অনন্তরূপ ! তোমাকর্ত্তৃকই এই বিশ্ব ব্যাপ্ত, এই সপ্ত কারণে তুমিই নমস্কারের যোগ্য ॥ ৩৮ ॥

মূঃ অনুঃ—হে মহাত্মন্ ! হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগদাধার ! তুমি ব্রহ্মারও স্রষ্টিকর্ত্তা, (সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা) পূজ্যতম। কেনই বা পূর্ব্বোক্ত সকলে তোমাকে নমস্কার করিবে না ? কারণ, তুমি ব্যক্তাব্যক্ত সকলের মূল কারণ অক্ষর বস্তু ॥ ৩৭ ॥

মূঃ অনুঃ—তুমি সর্ব্বকারণদেবতা অনাদিপুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম আধার, তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও পরম পদ। হে অনন্তরূপ ! তুমি বিশ্বব্যাপী ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ, পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥

ত্বং (তুমি) বায়ুঃ (বায়ু), যমঃ (যম), অগ্নিঃ (অগ্নি), বরুণঃ (বরুণ), শশাঙ্কঃ (চন্দ্র), প্রজাপতিঃ (লোকপিতামহ ব্রহ্মা), প্রপিতামহঃ চ (ও ব্রহ্মার পিতা)। তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার), সহস্রকৃত্বঃ নমঃ (সহস্রবার নমস্কার), পুনঃ নমঃ (আবার নমস্কার), ভূয়ঃ অপি (আবারও) তে নমঃ (তোমাকে নমস্কার) ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—ইতশ্চ সর্ব্বৈস্ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তুবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি। বায়্বাদিরূপস্ত্বমিতি সর্ব্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তম্,—প্রজাপতিঃ পিতামহস্তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বম্; অতস্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোঽস্তু, পুনঃ সহস্রকৃত্বো নমোঽস্তু, ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমো নম ইতি ॥ ৩৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—'তুমি সর্ব্বদেবময় হওয়ায় সকলেরই প্রণম্য,' এইরূপে তাঁহার স্তব করিয়া নিজেও নমস্কার করিতেছেন—"বায়ুঃ" ইত্যাদি। তুমিই পবনাদিরূপ,—ইহা সর্ব্বদেবময়ত্বের পরিচয়হেতু বলিলেন; প্রজাপতি—পিতামহ, তুমি তাহারও জনক বলিয়া প্রপিতামহ; অতএব তোমার প্রতি সহস্রবার নমস্কার,—এই সহস্রবার প্রণামের পর পুনরায় সহস্রবার নমস্কার নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

মূঃ অনুঃ—তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ ও চন্দ্র, তুমি লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মারও পিতা—প্রপিতামহ। তোমাকে নমস্কার, সহস্রবার নমস্কার, পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং, সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥৪০॥

হে সর্ব্ব! তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (ও) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ দিকে) নমঃ (নমস্কার), তে (তোমাকে) সর্ব্বতঃ এব (সকলদিকেই) নমঃ অস্তু (নমস্কার)। অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ (অনন্ত শক্তি ও অপরিসীম পরাক্রমশালী) ত্বং (তুমি) সর্ব্বং (বিশ্বকে) সমাপ্নোষি (অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ), ততঃ (সেই কারণে) [তুমি] সর্ব্বঃ অসি (বিশ্বরূপ বা সর্ব্বশব্দবাচ্য)॥ ৪০॥

শ্রীধরঃ—ভক্তিশ্রদ্ধাত্যাদরাতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্ পুনঃপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি। হে সর্ব্ব! সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু সর্ব্বাত্মকত্বমুপপাদয়ন্নাহ—অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্য, তথা অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স এবম্ভূতস্ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্ব্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি, সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদি-স্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে; ততঃ সর্ব্বরূপোঽসি॥ ৪০॥

সুঃ অনুঃ—অতিশয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আদরের প্রাবল্যে নমস্কারকার্য্যে তৃপ্তি না পাইয়া (অর্জ্জুন) পুনর্ব্বার অনেকবার প্রণাম করিতেছেন—"নমঃ" ইত্যাদি। হে সর্ব্ব! সর্ব্বাত্মন্! সকল দিকেই তোমার প্রতি নমস্কার; সর্ব্বময়তা প্রমাণ করিয়া বলিতেছেন—তোমার অনন্ত সামর্থ্য অমিত পরাক্রম রহিয়াছে;—এই প্রকার তুমি সমগ্র বিশ্বে সম্যগ্রূপে অভ্যন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছ; সুবর্ণ যেরূপ স্বকার্য্য কুণ্ডলাদিতে থাকে, সেইরূপ; অতএব তুমি সর্ব্বরূপ॥ ৪০॥

মূঃ অনুঃ—হে সর্ব্বস্বরূপ! সম্মুখে, পশ্চাতে, সকলদিকেই তোমাকে নমস্কার। তোমার অনন্ত শক্তি ও অপরিমিত পরাক্রম তুমি সমগ্র বিশ্বকে অন্তর-বাহিরে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্বশব্দবাচ্য॥৪০॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং, হে কৃষ্ণ যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং, ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি, বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং, তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্। ৪২॥

তব (তোমার) মহিমানম্ (মহিমা) ইদং চ (ও এই বিশ্বরূপের বিষয়) অজানতা (না জানিয়া) প্রমাদাৎ (মোহবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (তুমি সখা ইহা মনে করিয়া) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইতি (ইত্যাদি) যৎ (যাহা) ময়া (আমি) প্রসভং (হঠপূর্ব্বক) উক্তং (বলিয়াছি) ; হে অচ্যুত ! বিহারশয্যাসনভোজনেষু (বিবিধ ক্রীড়ায়, শয়নে, উপবেশনে ও আহারে) একঃ (একাকী) অথবা তৎসমক্ষং (বন্ধুগণের সমক্ষে) অবহাসার্থং (পরিহাসচ্ছলে) অসৎকৃতঃ (অনাদৃত) অসি (হইয়াছ), তৎ (সেই সমস্ত) অপ্রমেয়ং (অচিন্ত্যপ্রভাববিশিষ্ট) ত্বাং (তোমার নিকট) ক্ষাময়ে (ক্ষমা চাহিতেছি) ॥ ৪১-৪২ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি—সখেতি দ্বাভ্যাম্। ত্বাং প্রাকৃতঃ সখা সমানবয়া ইতি মত্বা প্রসভং হঠাৎ তিরস্কারেণ যদুক্তং, তৎ ক্ষাময়ে ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিং তৎ ? হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখেতি চ সন্ধিরার্ষঃ। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি। কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত ! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ। অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরস্থিতোঽপি, তৎ সর্ব্বাপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়মচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি ॥ ৪১-৪২ ॥

স্বঃ অনুঃ—এক্ষণে ভগবানের সমীপে ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছেন—"সখা" ইত্যাদি দুই শ্লোক। তোমাকে প্রাকৃত সখা—সমবয়াঃ মনে করিয়া 'প্রসভং' তিরস্কারপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছি, তাহার জন্য তোমার

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতো,-ঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম-
প্রভাব ॥ ৪৩ ॥

হে অপ্রতিমপ্রভাব ! (অতুলনীয় প্রভাবশালিন্ !) ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) চরাচরস্য (চরাচর) লোকস্য (বিশ্বের) পিতা অসি (পিতা) পূজ্যঃ (পূজনীয়), গুরুঃ চ (গুরু), গরীয়ান্ চ (তদপেক্ষাও গুরু) ; লোকত্রয়ে অপি (ত্রিলোকমধ্যেও) ত্বৎসমঃ (তোমার সমতুল্য) অন্যঃ ন (অপর কেহ নাই), অভ্যধিকঃ (তোমা অপেক্ষা বড়) কুতঃ (কোথা হইতে হইবে ?) ॥ ৪৩ ॥

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। (পরবর্ত্তী 'ত্বাম্' এই পদের সহিত অন্বয় হইবে।) তাহা কি ? হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ! ইত্যাদি। হঠ-পূর্ব্বক কথনে হেতু বলিতেছেন—তোমার মহিমা ও এই বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি অনবধানতাবশতঃ অথবা প্রণয়—স্নেহের বশে যাহা বলিয়াছি (সখেতি স্থলে সন্ধি আর্ষ) আরও "যচ্চ" ইত্যাদি। হে অচ্যুত ! তুমি পরিহাসের নিমিত্ত ক্রীড়াদিতে একাকী—অন্য বন্ধুবর্গ ব্যতীত গোপনে থাকিবার কালে অথবা সেই পরিহাসকারী সখাদিগের সম্মুখেও যে-সমস্ত বাক্যদ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছ, অপ্রমেয়—অচিন্ত্য প্রভাব তোমার নিকট সেই সমস্ত অপরাধের জন্য ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ৪১-৪২ ॥
(স্বঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[এখন ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন—] তোমার বিভূতিস্বরূপ এই বিশ্বরূপের বিষয় না জানিয়া তোমাকে সাধারণ সখা মনে করিয়া প্রমাদবশতঃ বা প্রীতিবশতঃ হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া হঠসহকারে যাহা বলিয়াছি ; আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে, একাকী বা সর্ব্বসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমাকে যে অনাদর করিয়াছি, তৎসমস্তের জন্য হে অচ্যুত ! অচিন্ত্য-প্রভাবসম্পন্ন তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি ॥ ৪১-৪২ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥৪৪॥

তস্মাৎ (সেই হেতু) কায়ং (দেহ) প্রণিধায় (ভূতলে পাতিত করিয়া অর্থাৎ দণ্ডবৎ) প্রণম্য (প্রণত হইয়া) ঈড্যম্ (স্তবনীয়) ঈশং (ঈশ্বর) ত্বাং (তোমার) প্রসাদয়ে (প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি)। হে দেব! পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্য (পুত্রের), সখা ইব (বন্ধু যেমন) সখ্যুঃ (বন্ধুর) প্রিয়ঃ (প্রিয়জন যেমন) প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) [অপরাধ ক্ষমা করে, তদ্রূপ তুমি] [আমার অপরাধ-সকল] সোঢ়ুং (ক্ষমা করিতে) অর্হসি (সমর্থ) ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরঃ—অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ—পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি; অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াংশ্চ গুরুতরঃ; অতো লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো নাস্তি, পরমেশ্বরাদন্যস্যাভাবাৎ, ত্বত্তোঽধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

সুঃ অনুঃ—তাঁহার চিন্তাতীত প্রভাব বলিতেছেন—"পিতা ইত্যাদি। যাহার উপমা নাই—তাহা অপ্রতিম, তাদৃশ প্রভাব যাঁহার, তথাবিধ তুমি হে অমিতপ্রভাব! তুমি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক লোকসমূহের পিতা—জনক, অতএব তুমি পূজ্য ও গুরু—গুরু অপেক্ষাও গুরুতর, অতএব পরমেশ্বর (তোমা) ব্যতীত অপর কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভাব-হেতু ত্রিভুবনের মধ্যেও তোমার সমান অপর কেহ নাই; তোমা অপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ আবার কোথায় থাকিবে? ॥ ৪৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[কৃষ্ণের অচিন্ত্য প্রভাব বলিতেছেন—] হে অতুলনীয়-প্রভাবশালিন্! তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, তুমি পূজনীয় গুরু অপেক্ষাও পূজ্যতর। ত্রিলোকে তোমার সমকক্ষই অপর কেহ নাই, অধিক আর কোথা হইতে হইবে? ॥ ৪৩ ॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা, ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বে অদৃষ্ট) [তোমার এইরূপ] দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ অস্মি (আমি হৃষ্ট হইয়াছি), মে (আমার) মনঃ (মন) ভয়েন (ভয়ে) প্রব্যথিতং চ (আবার ব্যাকুলিত)। হে দেব ! তৎ (সেই) রূপম্ এব (রূপই) মে (আমাকে) দর্শয় (দেখাও) ; হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! প্রসীদ (কৃপা কর) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগতঃ স্বামিনম্ ঈড্যং স্তুত্যং প্রসাদয়ামি। কথম্ ? কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপত্য প্রণম্য নত্বা, অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি ; কস্য ক ইব পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যুর্মিত্রস্যাপরাধং সখা নিরুপাধিবন্ধুর্যথা সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়াঃ সন্ধিরার্যঃ অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদ্বৎ ॥৪৪॥

সুঃ অনুঃ—যেহেতু তুমি এইপ্রকার, সেই হেতু "তস্মাৎ" ইত্যাদি। অতএব ঈশ্বর—জগতের প্রভু পূজনীয় তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি ; কিরূপে ? শরীরকে দণ্ডবৎ পাতিত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক, অতএব তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা অবশ্যই করিবে ; কাহার ন্যায় ? পিতা কৃপা করিয়া যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, অকৃত্রিম সখা যেমন সখার অপরাধ সহ্য করেন, পতি যেরূপ প্রিয়ার অপরাধ সহ্য করেন—তাহার প্রিয় কার্য্যের জন্য, সেইরূপ ॥ ৪৪ ॥

মূঃ অনুঃ—অতএব ভূপাতিতদেহে (দণ্ডবৎ) প্রণাম করিয়া তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি,—তুমি স্তবনীয় পরমেশ্বর। হে দেব ! পিতা পুত্রের, সখা সখার (অপরাধ ক্ষমার) ন্যায়, প্রিয় (তুমি) প্রিয়ের (আমার) প্রতি প্রীতিপ্রদর্শনার্থ ক্ষমা করিতে পার ॥ ৪৪ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত,-মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টু মহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন, সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) তথা এব (সেইরূপই) কিরীটিনং (মুকুটধারী) গদিনং (গদাহস্ত) চক্রহস্তং (চক্রধারী) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)। হে সহস্রবাহো ! (সহস্রবাহু !) বিশ্বমূর্ত্তে ! (বিশ্বরূপধারিন্ !) তেন (সেই) চতুর্ভুজেন (চতুর্ভুজ) রূপেন (রূপে) ভব (প্রকাশিত হও) ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরঃ—এবং ক্ষাময়িত্বা প্রার্থয়তে—অদৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্। হে দেব ! পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতো হৃষ্টোঽস্মি, তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং, তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! প্রসন্নো ভব ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ—কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি—যথা পূর্ব্বং দৃষ্টোঽসি তথৈব, অতঃ হে সহস্রবাহো ! বিশ্বমূর্ত্তে ! ইদং বিশ্বরূপম্ উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব আবির্ভব। তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে ; যত্তু পূর্ব্বমুক্তং বিশ্বরূপ-

স্থঃ অনুঃ—এইরূপে ক্ষমা করাইয়া "অদৃষ্ট" ইত্যাদি দুইশ্লোকে প্রার্থনা করিতেছেন—হে দেব ! পূর্ব্বে অদৃষ্ট তোমার রূপ দেখিয়া হৃষিত—হৃষ্ট হইয়াছি, ভয়েও আমার মন অতীব ব্যথিত—প্রচলিত হইয়াছে ; অতএব আমার ক্লেশনিবারণহেতু সেই রূপই দেখাও। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! প্রসন্ন হও ॥ ৪৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[ক্ষমা প্রার্থনার পর পুনঃ প্রার্থনা করিতেছেন—] তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি, আবার আমার মন ভয়ে ব্যাকুলও হইয়াছে। হে দেব ! তোমার সেই (সৌম্য) রূপই আমাকে দেখাও। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! প্রসন্ন হও ॥ ৪৫ ॥

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং, রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং, যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—হে অর্জ্জুন ! ময়া (আমি) প্রসন্নেন (প্রসন্ন হইয়া) আত্মযোগাৎ (নিজ যোগমায়া-বলে) তব (তোমাকে) তেজোময়ং (তেজঃপূর্ণ) বিশ্বম্ (বিশ্বময়) অনন্তম্ (অনন্ত) আদ্যং (কারণস্বরূপ) মে (আমার) ইদং (এই) পরং (বিরাট) রূপং (বিশ্বরূপ) দর্শিতং (দেখাইয়াছি), যৎ (যাহা) ত্বদন্যেন (তুমি ব্যতীত অপর কেহ) ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ (পূর্ব্বে দেখে নাই) ॥ ৪৭ ॥

দর্শনে 'কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামী'তি তদ্বহুকিরীটাদ্যভিপ্রায়েণ ; যদ্বা, এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ সুপ্রসন্নমপশ্যং, তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেবমত্র বহুবচনব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ ॥ ৪৬ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—সেই রূপ বিশেষরূপে বলিতেছেন—'কিরীটিনম্ ইত্যাদি। হে বিশ্বমূর্ত্তে ! এই বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া সেই মুকুটাদিযুক্ত চতুর্ভুজ রূপেই আবির্ভূত হও,—অতএব এই বাক্য-দ্বারা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বেও কিরীটাদিশোভিতই দেখিতেছিলেন, এইরূপ জানা যাইতেছে ; পূর্ব্বে বিশ্বরূপদর্শনের সময় যে "কিরীটী, গদী, চক্রিরূপে তোমাকে দেখিতেছি" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, তাহা বহু কিরীটাদির অভিপ্রায়ে। অথবা, এতদিন পর্য্যন্ত তোমাকে যে কিরীটী, গদী ও চক্রিরূপে সুপ্রসন্ন দেখিতেছিলাম, তাঁহাকেই এখন দুরবলোকনীয় তেজোরাশিরূপে দেখিতেছি,—এইপ্রকারে তথায় বহুবচন-প্রকাশ,—এইরূপে অসমঞ্জস নাই ॥ ৪৬ ॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ,-র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যঃ অহং নৃলোকে, দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥

হে কুরুপ্রবীর (কৌরববীরশ্রেষ্ঠ !) নৃলোকে (নরলোকে) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন আর কেহ) বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (কি বেদবিদ্যা ও যজ্ঞবিদ্যা-অধ্যয়নের দ্বারা), দানৈঃ (কি দানের দ্বারা), ক্রিয়াভিঃ চ (কি যজ্ঞক্রিয়ার দ্বারা), উগ্রৈঃ তপোভিঃ (কি উগ্র তপস্যা-দ্বারা), এবংরূপঃ (এই বিশ্বরূপী) অহং (আমাকে) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) ন শক্যঃ (সমর্থ নহে) ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরঃ—এবং প্রার্থিতঃ সংভ্রমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ। হে অর্জ্জুন ! কিমিতি ত্বং বিভেষি, যতো ময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তদেবং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্ আত্মনো মম যোগাৎ যোগমায়া-সামর্থ্যাৎ। পরত্বমেবাহ—:তেজোময়ং বিশ্বং বিশ্বাত্মকমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপং, ত্বদন্যেন ত্বাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন পূর্ব্বং ন দৃষ্টম্ ॥ ৪৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপভাবে প্রার্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—"ময়া" ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে। হে অর্জ্জুন ! কেন তুমি ভয় পাইতেছ ? কারণ, আমি কৃপাপূর্ব্বক আমার যোগমায়ার বলে তোমাকে এই শ্রেষ্ঠ রূপ প্রদর্শন করিয়াছি। বিশ্বরূপের শ্রেষ্ঠতা বলিলেন —এইরূপ,—তেজোময়, বিশ্বরূপী, অন্তহীন ও আদ্য,—এইপ্রকার আমার রূপ তোমার সদৃশ ভক্ত ব্যতীত আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

মূঃ অনুঃ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি তোমাকে সেইরূপই (পূর্ব্ববৎ) কিরীটশোভী, গদা-হস্ত, চক্রধারী দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো ! বিশ্বরূপিন্ ! তুমি সেই চতুর্ভুজরূপেই প্রকাশিত হও ॥ ৪৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[অর্জ্জুনের তাদৃশ প্রার্থনায় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া] শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন ! আমি প্রসন্ন হইয়া নিজ যোগমায়াবলে

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো, দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং, তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

মম (আমার) ঈদৃক্ ইদং (এই প্রকার) ঘোরং (ভীষণ) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) বিমূঢ়ভাবঃ চ (ও মোহভাব) মা (যেন হয় না)। ব্যপেতভীঃ (ভীতিরহিত) প্রতিমনাঃ (প্রীতচিত্ত হইয়া) ত্বং (তুমি) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ এব (সেই-ই) রূপং (রূপ) পুনঃ (আবার) প্রপশ্য (প্রকৃষ্টভাবে দর্শন কর)॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরঃ—এতদ্দর্শনমতিদুর্ল্লভং লব্ধ্বা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ—ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাদ্‌যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে—বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ ন চ দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভির্ন চোগ্রৈস্তপোভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরেবং-রূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ, অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি ॥ ৪৮ ॥

মূঃ অনুঃ—তুমি অতি দুর্ল্লভ এই দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ, ইহা বলিতেছেন—"ন বেদ" ইত্যাদি। বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে যজ্ঞের অধ্যয়নের অভাব-হেতু যজ্ঞশব্দদ্বারা যজ্ঞবিদ্যা কল্পসূত্রাদি লক্ষিত হয়, অর্থাৎ বেদসমূহের ও যজ্ঞবিদ্যাগুলির পাঠ দ্বারা, দান দ্বারা, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াদ্বারা, চান্দ্রায়ণাদি উগ্রতপস্যা দ্বারা এই প্রকার রূপবিশিষ্ট আমাকে তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই মর্ত্ত্যলোকে দেখিতে সমর্থ নহে; পরন্তু তুমিই কেবল আমার অনুগ্রহে ইহা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছ ॥ ৪৮ ॥

তোমাকে আমার তেজোময়, বিশ্বব্যাপী, অনন্ত ও আদিভূত বিরাট্‌রূপ দেখাইয়াছি—যাহা তুমি ব্যতীত অপর কেহ পূর্ব্বে কখনও দেখিতে পায় নাই ॥ ৪৭ ॥ (মূঃ অনুঃ)

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা, স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং, ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন—) মহাত্মা (পরমকৃপালু) বাসুদেবঃ (কৃষ্ণ) অর্জ্জুনং (অর্জ্জুনকে) ইতি (এই প্রকার) উক্ত্বা (বলিয়া) ভূয়ঃ (আবার) সৌম্যবপুঃ (সৌম্য-দেহ) ভূত্বা (হইয়া) স্বকং (নিজ) রূপং (রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন), ভীতং (ভীত) এনং (অর্জ্জুনকে) পুনঃ (পুনর্ব্বার) আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করিলেন) ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরঃ—এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি, তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা তে ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাঽস্তু, বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়ত্বঞ্চ মাঽস্তু, বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য ॥ ৪৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপ হইলেও যদি তোমার এই ভয়ানক রূপ দেখিয়া ক্লেশ জন্মে, তবে সেই রূপই দেখাইতেছি, ইহাতে বলিতেছেন—"মা তে" ইত্যাদি। আমার এই প্রকার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ব্যথা না হউক, বিমূঢ়তা না হউক, ভয়শূন্য ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার তুমি আমার সেইরূপই উত্তমরূপে দেখ ॥ ৪৯ ॥

মূঃ অনুঃ—হে কৌরববীরাগ্রণী! নরলোকে তুমি ভিন্ন আর কেহ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞক্রিয়া ও উগ্র তপস্যা দ্বারা ঈদৃশ বিশ্বরূপী আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে ॥ ৪৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[আমার এই ঘোর রূপ দেখিয়া যদি তোমার ভয় হয়, তবে সেই সৌম্য রূপই দেখ,—তাহা বলিতেছেন—] আমার এই প্রকার ভীষণ রূপদর্শনে তোমার যেন ভয়ব্যাকুলতা ও অচেতনভাব না হয়। তুমি নির্ভয়ে আনন্দিতচিত্তে আমার এই সেই রূপই আবার যথেষ্ট দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) হে জনার্দ্দন! তব (তোমার) ইদং (এই) সৌম্যং (সৌম্য) মানুষং (মানুষ) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ইদানীং (সম্প্রতি) প্রকৃতিং গতঃ (প্রকৃতিস্থ ও) সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্ত) সংবৃত্তঃ (হইলাম)॥ ৫১॥

শ্রীধরঃ—এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। শ্রীবাসুদেবোঽর্জ্জুনমিত্যুক্ত্বা যথাপূর্ব্বমাসীত্তথৈব কিরীটগদাদি-যুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দ্দর্শয়মাস; এনমর্জ্জুনং ভীতমেবং (দ্বিভুজো) প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্; মহাত্মা বিশ্বরূপঃ কৃপালুরিতি বা॥৫০॥

শ্রীধরঃ—ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেদমিতি। সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তো জাতোঽস্মি; প্রকৃতিং স্বাস্থ্যঞ্চ প্রাপ্তোঽস্মি। শেষং স্পষ্টম্॥ ৫১॥

স্বঃ অনুঃ—এই প্রকার বলিয়া পূর্ব্বেরই রূপ দেখাইলেন, ইহা সঞ্জয় বলিলেন—"ইতি" ইত্যাদি। শ্রীবাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া তিনি পূর্ব্বে যেরূপ আকারবিশিষ্ট ছিলেন, সেই প্রকার আপনার মুকুট গদাদি-শোভিত চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলেন এবং মহাত্মা—কৃপালু বিশ্বরূপ সেই ভীত অর্জ্জুনের প্রতি প্রসন্নমূর্ত্তিতে পুনর্ব্বার আশ্বাস প্রদান করিলেন॥৫০॥

মূঃ অনুঃ—[ঐরূপ বলিয়া কৃষ্ণ আবার পূর্ব্বরূপ দেখাইলেন—ইহা] সঞ্জয় বলিলেন—মহানুভব বাসুদেব অর্জ্জুনকে ঐরূপ বলিয়া পুনরায় সৌম্যবপু প্রকাশপূর্ব্বক স্বকীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন এবং ভীত অর্জ্জুনকে আবার আশ্বস্ত করিলেন॥ ৫০॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) যৎ (যাহা) [ত্বং—তুমি] দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে), মম (আমার) ইদং (এই) রূপং (রূপ) সুদুর্দ্দর্শং (অতীব দুর্লভদর্শন)। দেবাঃ অপি (দেবতারাও) অস্য (এই) রূপস্য (রূপের) নিত্যং (সর্ব্বদা) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাকাঙ্ক্ষী)॥ ৫২॥

শ্রীধরঃ—স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্ল্লভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—সুদুর্দ্দর্শমিতি। যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি ইদং সুদুর্দ্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যম্; অতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং, ন পুনরিদং পশ্যন্তি॥ ৫২॥

স্বঃ অনুঃ—তদনন্তর অর্জ্জুন নির্ভয় হইয়া বলিলেন—"দৃষ্ট্বেদম্" ইত্যাদি। আমি এক্ষণে সচেতা—প্রসন্নচিত্ত হইয়াছি এবং প্রকৃতি—স্বাস্থ্য পাইয়াছি। (অবশিষ্টাংশ সরল)॥ ৫১॥

স্বঃ অনুঃ—স্বকৃত অনুগ্রহের অতিদুর্ল্লভতা দেখাইয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—"সুদুর্দ্দর্শম্" ইত্যাদি। তুমি যে আমার বিশ্বরূপ দেখিলে, ইহার দর্শন অতীব ক্লেশেও অসাধ্য, অতএব দেবগণও সর্ব্বদা এইরূপের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন বটে; কিন্তু আমার এই রূপ দেখিতে পারেন না॥ ৫২॥

মুঃ অনুঃ—[তখন নির্ভয় হইয়া] অর্জ্জুন বলিলেন—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শন করিয়া সম্প্রতি প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্নচিত্ত হইলাম॥ ৫১॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥ ৫৩ ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

[ত্বং—তুমি] মাং (আমাকে) যথা (যেরূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দর্শন করিলে), অহং (আমার) এবংবিধঃ (সেইরূপের) বেদৈঃ (বেদের দ্বারা), তপসা (তপস্যাদ্বারা), দানেন (দানদ্বারা) ইজ্যয়া চ (ও যজ্ঞের দ্বারা) দ্রষ্টুং (দর্শন করা) ন শক্যঃ (সম্ভব নহে) ॥ ৫৩ ॥

হে পরন্তপ! (শত্রুতাপন!) অর্জ্জুন! তু (কিন্তু) অনন্যয়া (ঐকান্তিকী) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) অহং (আমাকে) এবংবিধঃ (আমার এইরূপে) তত্ত্বেন (যথার্থভাবে) জ্ঞাতুং (জানিতে), দ্রষ্টুং (প্রত্যক্ষ করিতে) প্রবেষ্টুং চ (ও আশ্রয় করিতে) শক্যঃ (পাওয়া যায়) ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি। স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্যসে? তত্রাহ—ভক্ত্যা ত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবম্ভূতো বিশ্বরূপোঽহং তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ, শাস্ত্রতো দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈরুপায়ৈঃ ॥ ৫৪ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহাতে কারণ বলিলেন—"নাহম্" ইত্যাদি (অপর অর্থ সরল) ॥ ৫৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[নিজকৃপার সুদুর্লভতা-প্রদর্শনার্থ] শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমার এই রূপ—তুমি যাহা দেখিলে, অতীব দুর্লভদর্শন। দেবতারাও এই রূপের নিত্য দর্শনাভিলাষী ॥ ৫২ ॥

মূঃ অনুঃ—[কারণ,] তুমি আমাকে যেরূপ দেখিলে, আমার সেই-রূপের দর্শন বেদ, তপস্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা সম্ভবপর নহে ॥ ৫৩ ॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-যোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

হে পাণ্ডব! (অর্জ্জুন!) যঃ (যে ব্যক্তি) মৎকর্ম্মকৃৎ (আমারই জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানকারী) মৎপরমঃ (মৎপরায়ণ) মদ্ভক্তঃ (আমার সেবক) সঙ্গবর্জিতঃ (অনাসক্ত) সর্ব্বভূতেষু (সকল জীবের প্রতি) নির্ব্বৈরঃ (শত্রুভাবশূন্য) সঃ (সে) মাং (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হয়) ॥৫৫॥

শ্রীধরঃ—অতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারং পরমরহস্যং শৃণ্বিত্যাহ—মৎকর্ম্ম-কৃদিতি। মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ, অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ, মমৈব ভক্ত আশ্রিতঃ, পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জিতো নির্ব্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু এবম্ভূতো যঃ, স মাং প্রাপ্নোতি, নান্য ইতি ॥ ৫৫ ॥

দেবৈরপি সুদুর্দ্দর্শং তপোযজ্ঞাদি-কোটিভিঃ।
ভক্ত্যায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সুবোধিন্যাং
বিশ্বরূপদর্শন-যোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—তাহা হইলে তুমি কোন্ উপায়ে দর্শনীয় হও। তাহাতে বলিতেছেন—"ভক্ত্যা তু" ইত্যাদি। অনন্যা—আমাতে একমাত্র নিষ্ঠা-ময়ী ভক্তিদ্বারা আমি যে এইপ্রকার বিশ্বরূপ, তাহা যথার্থরূপে জানিতে সমর্থ ; কেবল একনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারা মানব শাস্ত্রানুসারে দর্শন করিতে এবং প্রত্যক্ষভাবে মৎ-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে যোগ্য, অন্য উপায়ে নহে ॥৫৪॥

মূঃ অনুঃ—[দর্শনের উপায় বলিতেছেন—] হে পরন্তপ অর্জ্জুন! কিন্তু অনন্যভক্তিদ্বারাই আমাকে আমার এতাদৃশ রূপে, তাত্ত্বিকভাবে জানিতে, প্রত্যক্ষ করিতে ও আশ্রয় করিতে পারা যায় ॥ ৫৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থের সারভূত পরম-তত্ত্ব শ্রবণ কর, "মৎকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি। আমার জন্য যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি আমার কর্ম্মকারী; আমিই পরম-পুরুষার্থ যাঁহার তিনি মৎপরম; আমারই ভক্ত—আশ্রিত, পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্য, সর্ব্বপ্রাণীতে অজাত-শত্রু, যিনি এতাদৃশ ব্যবহারকারী, তিনিই আমাকে লাভ করেন, অন্যে নহে ॥ ৫৫ ॥

কোটি কোটি তপস্যা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদিদ্বারা দেবগণেরও যে-রূপের দর্শন অতীব ক্লেশকর হয়, এইপ্রকার বিশ্বরূপ ভগবান্ ভক্তকে দেখাইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা 'সুবোধিনী'তে বিশ্বরূপদর্শনযোগ-নামক একাদশ অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ- [অতএব সর্ব্বশাস্ত্রসার পরম রহস্য বলিতেছেন—] হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার (সেবা) কর্ম্মানুষ্ঠানশীল মৎপরায়ণ, আমার ভক্ত, আসক্তিরহিত ও সর্ব্বজীবে শত্রুভাবহীন, সে ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোক-নিবদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগ-নামক একাদশ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

অধ্যাত্ম—আত্মসম্বন্ধীয়। কিন্তু আত্মা-শব্দের নানা অর্থ যথা,—ভগবান্, পরমাত্মা, (নিরাকার) ব্রহ্ম, জীবাত্মা (জীবস্বরূপ), মন, দেহ, স্বভাব ইত্যাদি। অতএব অধ্যাত্ম বা আধ্যাত্মিক শব্দমাত্রেই যে সকল সময়ে শ্রেষ্ঠ অর্থ বা পরতত্ত্ব প্রকাশ করে, তাহা নহে। আধ্যাত্মিক-শব্দে সাধারণতঃ পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের যে সর্ব্ববিশ্বব্যাপী আংশিক প্রকাশ তাহার তত্ত্ব ও বিভূতি এবং মনোজগতের সূক্ষ্ম তত্ত্বাদিকে বুঝায়।

গীতায় এস্থলে অধ্যাত্ম-শব্দে দশমাধ্যায়ে বর্ণিত ভগবদ্বিভূতিবিষয়ক গুহ্যতত্ত্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ঐশ্বর রূপ—জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজঃ প্রভৃতির দ্বারা প্রকটিত ভগবদ্রূপ—(শ্রীধর)। ভগবানের অসাধারণ রূপ যাহা সকলের নিয়ন্তা, পালয়িতা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, ভর্ত্তা, কল্যাণগুণাকর, পরতর, সকল হইতে ভিন্ন মূলজাতীয়—(শ্রীরামানুজ)।

যোগেশ্বর—যোগ-অর্থে ভগবানের নিজ স্বরূপগত শক্তি। যোগেশ্বর—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, যিনি অঘটনঘটনপটীয়ান্।

অপ্রমেয়—ধারণাতীত, যাঁহার কোনরূপ পরিমাণ করা যায় না, অজ্ঞেয়।

অক্ষর—যৌগিকার্থে যাহা ক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়শীল নহে, তাহাই অক্ষর। অবিনাশী, নিত্য পরতত্ত্ব।

শাশ্বতধর্ম্ম—শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীই—অপৌরুষেয় বেদ। যস্য "নিঃশ্বসিতং বেদাঃ" ইত্যাদি। সেই বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মই শাশ্বত বা সনাতন ধর্ম্ম। "ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতং"। অতএব শ্রীভগবৎ-কথিত ও ভগবৎপ্রাপক ধর্ম্মই—শাশ্বতধর্ম্ম। উহাই ভাগবত-ধর্ম্ম।

সনাতন পুরুষ—পরতত্ত্বের সচ্চিদানন্দবিগ্রহবিশিষ্ট স্বরূপ ও রূপ-সকল 'পুরুষ'-পদবাচ্য। পুরুষ-শব্দে পরতত্ত্বের ত্রিগুণাতীত-নিত্য ব্যক্তিত্ব বা eternal transcendental Personality বুঝায়। সনাতন পুরুষ —নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরতত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীভগবান্,—নির্ব্বিশেষ স্বরূপমাত্র নহে।

কাল—কাল-শব্দে জগতের বন্ধন ও ছেদন, জ্ঞান প্রভৃতি সকল ভগবদ্ধর্ম্মকে, বুঝায়। ভগবানের সর্ব্বনিয়ামকতা বা সর্ব্বনিয়ামক স্বরূপই "কাল"।

সর্ব্ব—ভগবান্ বা বিষ্ণুর এক নাম—"সর্ব্ব"; যাঁহা হইতে সমস্ত কিছুর প্রকাশ এবং যিনি সমস্ত কিছুর আধার, তিনি "সর্ব্ব"।

অনন্যভক্তি—ঐকান্তিকী ভক্তি, যাহাতে কোন ব্যভিচার (ব্যতিক্রম) নাই এবং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই (বা বিষ্ণুতত্ত্ব) যাহার একমাত্র বিষয়।

পরিপ্রশ্নমালা

১। প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা ভগবদ্রূপ দর্শনীয় কি না? দিব্যজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে কি না? (গীঃ ১১।৮)

২। সমগ্র বিশ্ব কাঁহার শরীরে অবস্থিত? (গীঃ ১১।১৩)

৩। ভগবানের বিশ্ব বা বিরাট রূপটী কিরূপ? (গীঃ ১১।১৫—৩১)

৪। ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের কিরূপ ভাব হইয়াছিল? (গীঃ ১১।২৪)

৫। জীব হর্ত্তা, কর্ত্তা, পালয়িতা কি না? (গীঃ ১১।৩৩)

৬। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বমূল কেন? (গীঃ ১১।৩৮—৪০)

৭। বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যদর্শনে ভগবৎপ্রীতি বৃদ্ধি পায় কি ? (গীঃ ১১।৪১—৪৪)

৮। ভগবানের স্বয়ংরূপটী কিরূপ ? এবং তর্দ্দর্শনে অর্জ্জুনের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল ? (গীঃ ১১।৫১)

৯। ভগবদ্দর্শন ও তাঁহার তত্ত্বে প্রবেশ-লাভের একমাত্র উপায় কি (গীঃ ১১।৫৪)

১০। দেবতান্তরযাজী বা অন্যকামী ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন কি না ? (গীঃ ১১।৫৫)

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগ

কথাসার

নির্গুণ ও সগুণ উপাসনাদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়োজনক, তাহা দ্বাদশ অধ্যায়ে নির্ণয় করিতে চেষ্টা হইয়াছে।

ভগবদ্ভজন ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ এবং কে-ই বা শ্রেষ্ঠ যোগী ? এই পরিপ্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ বলিলেন যে, যাঁহারা শ্রদ্ধালু হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত, তাহারা অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া নির্ব্বিশেষ গতি লাভ করে। যাহারা আরোহপন্থায় ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা মুক্ত হইতে চাহে, তাহারা প্রকৃতমুক্তি লাভ করিতে পারে না ; কিন্তু

যাঁহারা অনন্যভক্তিযোগদ্বারা ভগবানের ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি অচিরেই মৃত্যুসাগর সংসার হইতে উদ্ধার করেন।

শ্রীভগবানে চিত্ত স্থিরীকরণার্থ প্রথমে প্রত্যাহার ও পরানুশীলনরূপ অভ্যাস, তৎপর উহাতে অসমর্থের পক্ষে তদুদ্দেশে শ্রীহরির জন্য ব্রতোপবাসাদি ও শ্রবণকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের কথা, উহাতেও অশক্তের জন্য ভগবৎপ্রীত্যর্থে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের কথা উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ জ্ঞানরহিত অভ্যাসযোগ হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ধ্যান এবং ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ, তাহা হইতেও তৎকৃপায় সংসারক্ষয়কে শ্রেষ্ঠ বলিলেন।

শ্রীভগবান্ তদ্ভক্তের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সকল লক্ষণ বলিলেন। তাঁহাতে মনোবুদ্ধি সমুদয় সমর্পণকারী ঐকান্তিক ভক্তই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি স্পৃহাশূন্য, শুচি, দক্ষ (অনলস), উদাসীন, মনোব্যথাশূন্য, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, যিনি হর্ষ-দ্বেষ-শোক-আকাঙ্ক্ষা-শুভাশুভ পরিত্যাগকারী, শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে, শীত-উষ্ণে, সুখ-দুঃখে সমান, যিনি দুঃসঙ্গবর্জ্জিত, যিনি নিন্দাস্তুতিতে তুল্য, যথালাভে সন্তুষ্ট, অনিকেত, স্থিরমতি ও ভক্তিমান্, তিনিই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। অমৃতস্বরূপ এই ভক্তিধর্ম্ম যাঁহারা যাজন করেন, তাঁহারাই ভগবানের পরম প্রিয়।

শিক্ষা—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমোপাস্য তত্ত্ব এবং ভক্তিযোগই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভের অদ্বিতীয় উপায়। শ্রীকৃষ্ণচরণে যিনি ভক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বসদ্গুণে গুণী। অব্যক্ত ব্রহ্মলাভের পথ ক্লেশকর ও বিঘ্নবহুল। অতএব বিজ্ঞপুরুষ সহজপ্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম শুদ্ধভক্তি-পথে থাকিয়া ভজন করিবেন।

অর্জ্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ? ১ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) এবং (এই প্রকারে) সততযুক্তাঃ (সর্ব্বদা তোমাতে নিষ্ঠাযুক্ত) [হইয়া] ত্বাং (তোমার) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করে), যে চ (এবং যে) [সাধকগণ] অব্যক্তং (অরূপ, নির্ব্বিশেষ) অক্ষরং (ব্রহ্ম) [উপাসনা করে] তেষাং (এই উভয়শ্রেণীর মধ্যে) কে (কাহারা) যোগবিত্তমাঃ (শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ) ॥ ১ ॥

নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ ॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ" ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্, "কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি" ইত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্ ; তথা "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইত্যাদিনা "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি" ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্ ; এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তং প্রতি অর্জ্জুন উবাচ—এবমিতি। এবং সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততযুক্তাস্ত্বন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্মাব্যক্তং নির্ব্বিশেষমুপাসতে, তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

এইরূপে নির্গুণ ও সগুণ উপাসনাদ্বয়ের মধ্যে কোন্টী শ্রেয়োজনক, ইহা নির্ণয় করিতে দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রযত্ন।

সুঃ অনুঃ—পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে (১১।৫৫) "আমার কর্ম্মকারী, [মৎপরম]—আমিই যাঁহার শ্রেষ্ঠপ্রয়োজন, আমার ভক্ত" ইত্যাদি বাক্যে ভক্তি-

নিষ্ঠ পুরুষের শ্রেষ্ঠতা বলা হইল। আবার (৯।৩১) "হে কৌন্তেয়! প্রতিজ্ঞা কর" ইহ দ্বারাও তথায় তাঁহারই প্রাধান্য নির্ণীত হইয়াছে; আবার, (৭।১৭) "তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদা মন্নিষ্ঠ, একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান্ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ" (৪।৩৬) "জ্ঞানরূপ পোতসাহায্যে সমস্ত পাপসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে" এই সমুদয় বাক্যে জ্ঞাননিষ্ঠের শ্রেষ্ঠতা বলা হইয়াছে; এইরূপে উভয়ের শ্রেষ্ঠতার পার্থক্য জানিতে ইচ্ছা করিয়া ভগবানের প্রতি অর্জ্জুন বলিলেন—"এবম্" ইত্যাদি। এইরূপে সমস্ত কর্ম্মের অর্পণাদি দ্বারা নিত্যযুক্ত– তোমাতে নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া যে ভক্তগণ বিশ্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি তোমাকে উপাসনা করেন—ধ্যান করেন, এবং যাঁহারা অক্ষর—ব্রহ্ম, অব্যক্ত—নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে উপাসনা করেন, তাঁহাদের উভয় পক্ষের মধ্যে কাঁহারা অতিশয় যোগজ্ঞানী—অতিশ্রেষ্ঠ? ১॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—['মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমঃ" ইত্যাদি শ্লোকে, "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার, "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত" ইত্যাদি এবং "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব" ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানীরও প্রশংসা করা হইয়াছে। পুনঃ এই উভয়ের মধ্যে কাহার বৈশিষ্ট্য—তাহা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়া] অর্জ্জুন বলিলেন—যে ভক্তগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বদা তোমাতে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া তোমার (অর্থাৎ ব্যক্ত অক্ষরের) উপাসনা করে, আর যে সাধকগণ অব্যক্ত অক্ষরের (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের) উপাসনা করে—এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ (যোগী বা সাধক)? ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) যে (যাহারা) পরয়া (উত্তম) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধা) উপেতাঃ (সমন্বিত হইয়া) ময়ি (আমাকে) মনঃ (চিত্ত) আবেশ্য (সন্নিবিষ্ট করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্য নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া) মাং (আমার) উপাসতে (উপাসনা করে), তে (তাহারা) যুক্ততমাঃ (সর্ব্বোত্তম যোগী বা সাধক) [বলিয়া] মে (আমার) মতাঃ (অভিমত) ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ী পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যযুক্তা মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মামারাধয়ন্তি, তে যুক্ততমা মমাভিমতাঃ। ২।

স্বঃ অনুঃ—তাঁহাদের মধ্যে প্রথম পক্ষই শ্রেষ্ঠ, শ্রীভগবান্ এই উত্তর দিলেন—"ময়ি" ইত্যাদি। আমি সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণশালী পরমেশ্বর ; আমাতে মন আবিষ্ট—একাগ্র করিয়া নিত্যযুক্ত—আমার নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা আমাতে নিষ্ঠাবান্ হইয়া শ্রেষ্ঠা শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার আরাধনা করেন, তাঁহারাই প্রধান যোগী, ইহাই আমার অভিমত ॥ ২ ॥

মূঃ অনুঃ—[তা'র মধ্যে ভক্তগণেরই শ্রেষ্ঠতা বলিয়া উভয়ের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক] শ্রীভগবান্ বলিলেন—যাঁহারা পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাতে মনোনিবেশপূর্ব্বক নিত্য নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া আমার আরাধনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বোত্তম যোগী বা সাধক মনে করি ॥ ২ ॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মমেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

যে তু (কিন্তু যাহারা) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সকল) সংনিয়ম্য (সংযত করিয়া) সর্ব্বত্র (সকল বস্তুতে) সমবুদ্ধয়ঃ (সমদৃষ্টি) [ও] সর্ব্বভূতহিতে (সকল জীবের হিতসাধনে) রতাঃ (চেষ্টাপরায়ণ হইয়া) অনির্দ্দেশ্যম্ (নির্দ্দেশের বহির্ভূত) অব্যক্তং (রূপরহিত) সর্ব্বত্রগম্ (সর্ব্বব্যাপী) অচিন্ত্যং চ (চিন্তাতীত) কূটস্থম্ (নিত্য একরূপ) অচলং (চাঞ্চল্যরহিত) ধ্রুবম্ (স্থির) অক্ষরং (ব্রহ্মের) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করে), তে (তাহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩-৪ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ত্বক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। অক্ষরস্য লক্ষণমনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দ্দেশ্যশব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যং, যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং, সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্তত্বাদেবাচিন্ত্যং, কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিতমধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতমচলং স্পন্দনরহিতম্, অতএব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩-৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহা হইলে অন্যপক্ষ কেন শ্রেষ্ঠ নহেন? তাহাতে বলিলেন—“যে তু” ইত্যাদি দুই শ্লোক। যাঁহারা অক্ষর ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন—দুই শ্লোকের এক সঙ্গে অন্বয়। অক্ষরের লক্ষণ—‘অনির্দ্দেশ্য’ ইত্যাদি। অনির্দ্দেশ্য-শব্দে যাঁহাকে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, যেহেতু অব্যক্ত—রূপাদিশূন্য, সর্ব্বত্রগ—সর্ব্বব্যাপী, এবং অব্যক্ত বা প্রকাশহীন হওয়ায় চিন্তার অযোগ্য ; কূটস্থ—কূটে (মায়িক জগতে) স্থিত (অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত), অচল—স্পন্দনরহিত, অতএব ধ্রুব—নিত্য, বৃদ্ধ্যাদিরহিত। অপরাংশের অর্থ স্পষ্ট ॥ ৩-৪ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

অব্যক্তাসক্তচেতসাং (নির্ব্বিশেষ স্বরূপে আকৃষ্টচিত্ত) তেষাং (সেইসকল সাধকের) ক্লেশঃ (কষ্ট) অধিকতরঃ (অতি অধিক) ; হি (কারণ) অব্যক্তা (নির্ব্বিশেষ) গতিঃ (গন্তব্য বা পথ) দেহবদ্ভিঃ (দেহী জীব) দুঃখং (দুঃখে) অবাপ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—নন্ন তেঽপি ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তি, তর্হীতরেষাং যুক্ততমত্বং কুতঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশাক্লেশকৃতং বিশেষমাহ—ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্ব্বিশেষেঽক্ষরে আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশোঽধিকতরঃ হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভিমানিভির্দুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতে ; দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্‌প্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, তাঁহারাও তোমাকেই পান, তবে অন্য পক্ষের যুক্ততমত্ব (শ্রেষ্ঠযোগিত্ব) কিরূপে হয় ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ক্লেশ ও অক্লেশজনিত বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—"ক্লেশঃ" ইত্যাদি তিন শ্লোক-দ্বারা। অব্যক্তে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত, তাঁহাদের ক্লেশ অধিকতর ; কারণ, দেহাভিমানীরা অতিকষ্টে অব্যক্ত বিষয়িনী গতি—ব্রহ্মবিষয়ে নিষ্ঠা পাইয়া থাকে ; ভাবার্থ এই যে, দেহাসক্ত পুরুষগণের সর্ব্বদা প্রত্যক্ প্রবণতা (ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যবিষয় হইতে বিরতিপূর্ব্বক ব্রহ্মে আসক্তি) অতীব দুর্ঘট ॥ ৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[তবে কি অপরেরা শ্রেষ্ঠ নহে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যাহারা ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও সকল জীবের হিতসাধনে রত হইয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব অক্ষরের (ব্রহ্মের) উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৩-৪ ॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭॥

যে তু (কিন্তু যাহারা) সর্ব্বাণি (সকল) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য সমর্পণ-পূর্ব্বক) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন (অনন্য) যোগেন এব (সাধন দ্বারাই—ভক্তিযোগেই) মাং (আমার) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যান বা চিন্তাপূর্ব্বক) উপাসতে (আরাধনা করে), হে পার্থ! ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাং (আবিষ্টচিত্ত বলিয়া) তেষাম্ (তাহাদিগকে) অহং (আমি) ন চিরাৎ (অচিরে) মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ (মৃত্যু-সংসারসাগর হইতে) সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি (উদ্ধার করি)॥ ৬-৭ ॥

শ্রীধরঃ—মদ্ভক্তানান্তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তোঽনন্যেন ন বিদ্যতেঽন্যো ভজনীয়ো যস্মিংস্তে-নৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ, তেষামিতি : এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেষাং মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং সম্যগুদ্ধর্ত্তা অচিরেণ ভবামি ॥ ৬-৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—কিন্তু আমার ভক্তগণের আমারই কৃপায় অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ হয়, ইহাই বলিতেছেন—"যে তু" ইত্যাদি দুইশ্লোক। যাঁহারা পরমেশ্বর আমাতেই সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যস্ত করিয়া—অর্পণ করিয়া, মন্নিষ্ঠ হইয়া, আমারই ধ্যান করিতে করিতে অনন্যযোগে—আমা ব্যতীত অপর কেহ

মূঃ অনুঃ—[যদি ইহারাও তোমাকেই প্রাপ্ত হয়, তবে অপরের শ্রেষ্ঠতা কোথায়?—তাহা বলিতেছেন—] নির্ব্বিশেষ-স্বরূপে আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ অধিকতর ; কেননা, দেহধারী (স্বরূপতঃ নিত্য সবিশেষ) জীবের পক্ষে নির্ব্বিশেষ গতি দুঃখেই লভ্য হয় ॥ ৫ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

[অতএব] ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ (মন) আধৎস্ব (স্থির কর), ময়ি [এব] (আমাতেই) বুদ্ধিং [অপি] (বিচারবুদ্ধিও) নিবেশয় (নিবিষ্ট কর) ; [ইহার ফলে] অতঃ (এই জীবনের) ঊর্দ্ধ্বং (পর) ময়ি এব (আমার নিকটেই) নিবসিষ্যসি (অবস্থান করিবে), [ইহাতে] ন সংশয়ঃ (সংশয় নাই) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং, তস্মান্ময্যেবেতি। ময্যেব সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরিকুরু, বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্মিকাং ময্যেব নিবেশয় ; এবং কুর্ব্বন্ মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্নত ঊর্দ্ধ্বং দেহান্তে মরণানন্তরং ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি, নাত্র সংশয়ঃ। তথা চ শ্রুতি,—"দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" ইতি ॥ ৮ ॥

ভজনীয় নাই, এইরূপ একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা আরাধনা করেন "তেষাম্" ইত্যাদি ;—এইরূপে আমাতে যাঁহাদের চিত্ত একান্ত নিবিষ্ট, আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যুযুক্ত সংসাররূপ সমুদ্র হইতে অতিশীঘ্রই সম্যক্‌প্রকারে উদ্ধার করি ॥ ৬-৭ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—বিষয়টী এইরূপ হওয়ায়, "ময়ি এব" ইত্যাদি। তোমার সঙ্কল্প (ইচ্ছা) ও বিকল্প (অনিচ্ছা)—যুক্ত মনকে আমাতেই স্থির কর, নিশ্চয়যুক্তা বুদ্ধিকেও আমাতেই নিবেশ কর ; এইরূপ করিলে আমার

মূঃ অনুঃ—[আর আমার (সবিশেষ স্বরূপের) ভক্তগণের আমার অনুগ্রহে অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ হয়—] কিন্তু যাঁহারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য-ভক্তিযোগেই আমার ধ্যানপূর্ব্বক উপাসনা করে, হে পার্থ ! আমি সেই সকল আমাতে আবিষ্টচিত্ত ভক্তগণকে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে অচিরে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬-৭ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয় ! অথ (আর) [যদি] ময়ি (আমাতে) চিত্তং (চিত্ত) স্থিরং (স্থিরভাবে) সমাধাতুং (সমাহিত করিতে) ন শক্নোষি (না পার), ততঃ (তাহা হইলে) অভ্যাস-যোগেন (অভ্যাসযোগের দ্বারা) মাং (আমাকে) আপ্তুং (প্রাপ্ত হইতে) ইচ্ছ (ইচ্ছা অর্থাৎ চেষ্টা কর) ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—অত্রাশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ—অথেতি। স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি, তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণো যোঽভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ প্রযত্নং কুরু ॥ ৯ ॥

অনুগ্রহে জ্ঞান লাভ করিয়া ইহার পরে দেহান্তে—মরণের পর আমাতেই বাস করিবে—আমার সারূপ্য লাভ করিয়া বাস করিবে,—এই বিষয়ে সংশয় নাই। এই বিষয়ে বেদের প্রমাণ যথা—"দেহান্তে দেবতা হইয়া পরব্রহ্ম বা তারকব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন" ॥ ৮ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—এই বিষয়ে অসমর্থ পুরুষের প্রতি সহজ উপায় বলিতেছেন—"অথ" ইত্যাদি। চিত্ত যাহাতে আমাতে নিশ্চল থাকে, এরূপ ভাবে যদি তাহা ধারণ করিতে না পার, তবে সেই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া আমার অনুস্মৃতিরূপ যে নিরন্তরানুশীলন, তাহা দ্বারা আমাকে পাইতে প্রয়াস কর ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[অতএব ভগবান্ উপদেশ করিতেছেন—] আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বিচারবুদ্ধিও নিবিষ্ট কর। ফলে এই জীবনের পর আমার নিকটেই অবস্থান করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

[যদি] অভ্যাসে অপি (অভ্যাসযোগেও) অসমর্থঃ (অসমর্থ) অসি (হও), [তাহা হইলে] মৎকর্ম্মপরমঃ (আমার কর্ম্মপরায়ণ) ভব (হও)। মদর্থং (আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ অপি (অনুষ্ঠান করিয়াও) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি। যদি পুনরভ্যাসেঽপ্যশক্তোঽসি, তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্ম্মাণি একাদশ্যুপবাস-ব্রতপূজা-পরিচর্য্যা-নামসংকীর্ত্তনাদীনি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশো ভব, এবম্ভূতানি কর্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি আবার তাহাও না পার, তাহাতে বলিতেছেন—"অভ্যাসে" ইত্যাদি। যদি আবার পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেও না পার, তাহা হইলে আমার প্রীতির জন্য যে যে কর্ম্ম আছে—যেমন একাদশ্যাদির উপবাস, ব্রত, পূজা, পরিচর্য্যা, নামসংকীর্ত্তন প্রভৃতির—অনুষ্ঠানই যাঁহার শ্রেষ্ঠ কার্য্য, এইরূপ নিষ্ঠাবান্ হও; আমার উদ্দেশ্যে এই প্রকার কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান করিয়াও মোক্ষ পাইবে ॥ ১০ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাতে অসমর্থের প্রতি সহজ উপায় বলিতেছেন—] হে ধনঞ্জয়! আর যদি চিত্ত আমাতে স্থিরভাবে সমাহিত করিতে অসমর্থ হয়, তবে অভ্যাসযোগদ্বারা আমাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। আমার (প্রীতির) উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ॥ ১০ ॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১১॥

অথ (আর) [যদি] এতাম্‌ অপি (ইহাও) কর্ত্তুম্‌ (করিতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) অসি (হও), ততঃ (তাহা হইলে) যতাত্মবান্‌ (সংযতচিত্ত হইয়া) মদ্‌যোগং (আমার ভক্তিযোগ) আশ্রিতঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ) কুরু (কর) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ—অথেতি। যদ্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি, তর্হি মদ্‌যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্‌ সর্ব্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাঞ্চাগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মণাং ফলানি যতচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি,—'ময়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি, ফলং তাবদ্দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভাবমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্‌ ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুঃ—ভগবদ্ধর্ম্মের পরিনিষ্ঠায়ও একান্ত অসমর্থের জন্য পক্ষান্তর বলিতেছেন—"অথ" ইত্যাদি। যদি ইহাও না করিতে পার, তাহা হইলে আমার যোগ—একমাত্র আমাতে আশ্রিত হইয়া সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয় এবং প্রয়োজনীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফলগুলি সংযত-মনে পরিত্যাগ কর। এস্থলে ইহাই বলা হইতেছে যে,—'আমি ত' ঈশ্বরের আদেশানুসারে যথাশক্তি কর্ম্ম সম্পাদন করিব, কিন্তু দৃষ্টই হউক বা অদৃষ্ট হউক, সমস্ত ফল পরমেশ্বরের অধীন,' এই প্রকারে আমাতেই সমস্ত চিন্তা সমর্পণপূর্ব্বক, ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিদ্যমান থাকিলে আমার অনুগ্রহে কৃতার্থ হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—[ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠায় অত্যন্ত অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে উপায়ান্তর বলিতেছেন—] আর যদি এইরূপ কর্ম্ম করিতেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে সংযতচিত্তে আমার শরণ গ্রহণপূর্ব্বক সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২ ॥

হি (কেন না) অভ্যাসাৎ (অভ্যাসযোগাপেক্ষা) জ্ঞানম্‌ (আত্মজ্ঞান) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানাৎ (জ্ঞান হইতে) ধ্যানং (আত্মচিন্তা) বিশিষ্যতে (বিশেষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) কর্ম্মফলত্যাগঃ (কর্ম্মফলসমর্পণ) [শ্রেষ্ঠ], ত্যাগাৎ (ত্যাগ হইতে) অনন্তরং (অতঃপর) শান্তিঃ (শান্তি) [লভ্য হয়] ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি—শ্রেয় ইতি। সম্যগ্‌জ্ঞানরহিতাদভ্যাসাদ্‌ যুক্তিসহিতোপদেশপূর্ব্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি তৎপূর্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং ভবতি, "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ, তস্মাদেবম্ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাৎ কর্ম্মসু কৃতফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন সমমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি ॥ ১২ ॥

স্বঃ অনুঃ—সেই ফল-ত্যাগের প্রশংসা করিতেছেন—"শ্রেয়ঃ" ইত্যাদি। সম্যগ্‌জ্ঞানশূন্য অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তির সহিত উপদেশযুক্ত জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও সেই জ্ঞানের সহিত ধ্যান শ্রেষ্ঠ; কেননা, শ্রুতিতে আছে—"অনন্তর ধ্যান করিতে করিতে জীব সেই নিষ্কল পুরুষোত্তমকে দর্শন করেন।" তাহা হইতেও পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্মের ফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ; অতএব এইপ্রকার কর্ম্মফলের ত্যাগ-হেতু ফলবান্‌ কর্ম্মে আসক্তি বিনষ্ট হওয়ায় মৎকৃপালাভের সঙ্গেসঙ্গেই তাহার সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মূঃ অনুঃ—[কর্ম্মফল-ত্যাগের ফল প্রদর্শন করিতেছেন—] কেন না, অভ্যাসযোগ অপেক্ষা (অর্থাৎ সুসম্পন্ন না হইলে তদপেক্ষা) আত্মজ্ঞান (সাধন) শ্রেষ্ঠ, (অসম্পূর্ণ) জ্ঞান হইতে ধ্যান (আত্মচিন্তা) শ্রেষ্ঠ, (অনিষ্পন্ন)

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যঃ মদ্ভক্তঃ (আমার যে ভক্ত) সর্ব্বভূতানাং (সকল প্রাণীর) অদ্বেষ্টা (অহিংসক), মৈত্রঃ (মিত্রভাবাপন্ন), করুণঃ (দয়ালু), নির্ম্মমঃ (মমতারহিত), নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কার-শূন্য), সমদুঃখসুখ (সুখে দুঃখে সমভাবযুক্ত), ক্ষমী (ক্ষমাশীল), সততং (সর্ব্বদা) সন্তুষ্টঃ (সন্তোষযুক্ত), যোগী (সাধনপরায়ণ), যতাত্মা (সংযতেন্দ্রিয়), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়সঙ্কল্প), ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (যাঁহার মন ও বুদ্ধি সমর্পিত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রীতিপাত্র) ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীধরঃ—এবংভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতূন্ ধর্ম্মানাহ—অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ। সর্ব্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ, করুণশ্চ উত্তমেষু দ্বেষশূন্য, সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ, হীনেষু কৃপালু-রিত্যর্থঃ, নির্ম্মমো নিরহঙ্কারশ্চ, কৃপালুত্বাদেবাত্যৈঃ সহ সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ, ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ,সন্তুষ্ট ইতি সততং লাভেহলাভে চ সুপ্রসন্নচিত্তঃ, যোগী অপ্রমত্তঃ যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ, দৃঢ়ো মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ো যস্য, ময্যর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

সুঃ অনুঃ—এইপ্রকার ভক্তের দ্রুতই পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ হয়, তাহার হেতুস্বরূপ ধর্ম্মসমূহ বলিতেছেন—"অদ্বেষ্টা" ইত্যাদি অষ্টশ্লোক। সকল প্রাণীর প্রতি যথাযথ দ্বেষহীন, স্নেহবান্ ও কৃপালু—উত্তমের প্রতি দ্বেষশূন্য, তুল্য-জনের সহিত স্নেহসূত্রে বর্ত্তমান থাকায় মৈত্র, ও হীনজনের প্রতি কৃপাবান্ ; মমতাশূন্য ও গর্ব্বহীন ; কৃপালুতাহেতু অন্যের দুঃখে দুঃখী

ধ্যান হইতে কর্ম্মফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, ত্যাগের পরই শান্তি (চিত্তের স্থিরতা বা শুদ্ধি) লভ্য হয় ॥ ১২ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

লোকঃ (লোক) যস্মাৎ (যাহা হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না), যঃ চ [এবং যিনি] লোকাৎ (লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না) যঃ (যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে) মুক্তঃ (মুক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাৎ লোকো জনো নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকান্নোদ্বিজতে, যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ; তত্র হর্ষঃ স্বস্যেষ্টলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লাভেঽসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তশ্চিত্তক্ষোভঃ এতৈর্বিমুক্তো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ও সুখে সুখী, ক্ষমী—ক্ষমাবান্ "সন্তুষ্ট" ইত্যাদি—সর্বদা লাভে বা ক্ষতিতে সুপ্রসন্নচিত্ত, যোগী—অনবধানতারহিত, যতাত্মা—সংযতস্বভাব, দৃঢ়—আমার বিষয়ে নিশ্চিত ও আমাতে যাঁহার চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি অর্পিতা হইয়াছে; এইরূপ যিনি আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১৩-১৪ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—আরও "যস্মাৎ" ইত্যাদি। যাঁহার নিকট হইতে লোকে ভয়হেতু ক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না, যিনি লোকদিগকে উদ্বেগ দেন না, যিনি স্বাভাবিক সুখদুঃখ হইতে মুক্ত, তন্মধ্যে হর্ষ—অভীষ্ট বিষয়-লাভে উৎসাহ, অমর্ষ—পরের লাভ সহ্য করিতে না পারা, ভয়—ত্রাস, উদ্বেগ—ভয়াদি-হেতু মনের চঞ্চলতা; এই সকলের দ্বারা মুক্ত যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যঃ মদ্ভক্তঃ (আমার যে ভক্ত) অনপেক্ষঃ (নিস্পৃহ) শুচিঃ (পবিত্র) দক্ষঃ (নিপুণ) উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্য) গতব্যথঃ (চঞ্চলতাহীন) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বপ্রকার কার্য্যোদ্যমপরিত্যাগকারী), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ - কিঞ্চ, অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়োপস্থিতেঽপ্যর্থে নিস্পৃহঃ, শুচির্ব্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোঽনলসঃ, উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ গতব্যথ আধিশূন্যঃ, সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবম্ভূতঃ সন্ যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুঃ—আর, "অনপেক্ষঃ" ইত্যাদি। যিনি যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয়গুলিতেও স্পৃহাশূন্য, তিনি—অনপেক্ষ, শুচি—বাহিরে ও ভিতরে শৌচযুক্ত, দক্ষ—আলস্যহীন, উদাসীন—পক্ষপাতশূন্য, গতব্যথ—মনোবেদনাশূন্য, [সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী]—সমস্ত দৃষ্টফল ও অদৃষ্টফল উদ্যমগুলিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন ; যিনি আমার এইরূপ ভক্ত হইয়াছেন, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[এতাদৃশ ভক্তের আশু ভগবৎকৃপালাভের হেতুভূত ধর্ম্মসকল বলিতেছেন—] আমার যে ভক্ত সর্ব্বজীবে হিংসারহিত, মিত্রতাযুক্ত, দয়ালু অহং-মম-ভাবশূন্য, সুখে দুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতেন্দ্রিয়, দৃঢ়সঙ্কল্প এবং আমাতে যাঁহার মন-বুদ্ধি সমর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৩-১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোকের নিকট হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না ; যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ (যে) ভক্তিমান্ (ভক্ত) ন হৃষ্যতি (হৃষ্ট হন না), ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), শুভাশুভপরিত্যাগী (ভাল মন্দ দুইই পরিত্যাগকারী), সঃ (তিনি) মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, য ইতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি, অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি, অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবম্ভূতো ভূত্বা যো মদ্ভক্তিমান্, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—আর, "যে" ইত্যাদি। অভীষ্ট পাইয়া যিনি আনন্দে আত্মহারা হ'ন না, অপ্রিয়ের লাভেও যাঁহার দ্বেষ নাই, ঈপ্সিত বিষয়ের বিনাশে যিনি শোকগ্রস্ত নহেন, অপ্রাপ্তবিষয় পাইতে যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই [শুভাশুভপরিত্যাগী]—পুণ্য ও পাপ উভয় ত্যাগ করাই যাঁহার স্বভাব, এইরূপ হইয়া যিনি আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত, তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—আমার যে ভক্ত নিস্পৃহ, পবিত্র, নিপুণ, উদাসীন অচঞ্চল, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যপ্রয়াস-পরিত্যাগকারী, তিনি আমার প্রিয় ॥১৬॥

মূঃ অনুঃ—যে ভক্ত হৃষ্ট হন না, দ্বেষ, শোক ও কামনা করেন না, শুভাশুভ পরিত্যাগ করেন, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

যঃ ভক্তিমান্ (যে ভক্ত) নরঃ (লোক) শত্রৌ (শত্রুর প্রতি) মিত্রে চ (ও মিত্রের প্রতি), তথা (তদ্রূপ) মানাপমানয়োঃ (মান-অপমানে) সমঃ (তুল্যভাববিশিষ্ট) শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু (শীত-গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখে) সমঃ (সমান), সঙ্গবিবর্জিতঃ (অনাসক্ত) তুল্য-নিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও স্তুতিতে সমান) মৌনী (সংযতবাক্য) যেন কেনচিৎ (যাহা কিছুতে) সন্তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট), অনিকেতঃ (গৃহহীন) স্থিরমতিঃ (স্থিরবুদ্ধি) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৮-১৯ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, সম ইতি। শত্রৌ মিত্রে চ সম একরূপঃ, মানাপমানয়োরপি তথা সম এব হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ, শীতোষ্ণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ক্বচিদপ্যনাসক্তঃ; কিঞ্চ, তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ, মৌনী সংযতবাক্, যেন কেনচিৎ যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ, অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ, স্থিরমতির্ব্যবস্থিতচিত্তঃ—এবম্ভূতো মদ্ভক্তিমান্ যঃ, স নরো মম প্রিয়ঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

সুঃ অনুঃ—আর, "সমঃ" ইত্যাদি। যিনি শত্রু ও মিত্র, উভয়ের প্রতি সম—একরূপ, যিনি মানে অথবা অপমানেও সেইরূপ [সম]—তুল্যদর্শী অর্থাৎ হর্ষ-বিষাদশূন্য, শীতে বা গ্রীষ্মে, সুখে বা দুঃখে তুল্য, সঙ্গহীন—কোন বিষয়েই আসক্ত নহেন, আরও যাঁহার পক্ষে নিন্দা ও প্রশংসা সমান হইয়া গিয়াছে, যিনি মৌন অর্থাৎ বাক্য সংযম করিতে অভ্যস্ত, যে-কোনপ্রকারে যাহা সহজে পাওয়া যায়, তাহাতেই তুষ্ট, অনিকেত—যিনি সর্ব্বদা একস্থানে বাস করেন না, স্থিরমতি—নিশ্চিত-চিত্ত; এইরূপ যিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৮-১৯ ॥

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

যে তু (আর যাহারা) ইদং (এই) যথোক্তং (উক্তপ্রকার) ধর্ম্মামৃতং (ধর্ম্মামৃতের) পর্য্যুপাসতে (আরাধনা করে) তে (সেই সকল) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ) [ও] ভক্তাঃ (ভক্ত) [ব্যক্তি] মে (আমার) অতীব (অত্যন্ত) প্রিয়াঃ (প্রিয়) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—উক্তং ধর্ম্মজাতং সফলমুপসংহরতি—যে ত্বিতি। যথোক্তমুক্তপ্রকারং ধর্ম্মমেবামৃতমমৃতত্বসাধনত্বাৎ; ধর্ম্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি; যে তদুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি, শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো মদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ইতি ॥ ২০ ॥

দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈ তদ্বহুবিঘ্নমতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজং ভক্তিসৎপথবান্ ভজেৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সুবোধিন্যাং ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—কথিত ধর্ম্মসমূহের কথা ফলের সহিত সমাপ্তি করিতেছেন—"যে তু" ইত্যাদি। যথোক্ত—পূর্ব্বোক্তপ্রকারের ধর্ম্মই অমৃত; কারণ, উহা অমৃত হইবার উপায়; কেহ কেহ "ধর্ম্ম্যামৃতম্" পাঠান্তর বলেন; যাঁহারা তাহা উপাসনা—অনুষ্ঠান করেন এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একমাত্র

মূঃ অনুঃ—যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি শত্রু-মিত্রে, মানাপমানে, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে সমভাব, অনাসক্ত, নিন্দাস্তুতিকে তুল্য জ্ঞান করেন, মৌনী, যাহা কিছুতেই সন্তুষ্ট, অনিকেত, স্থিরবুদ্ধি তিনি আমার প্রিয় ॥১৮-১৯॥

মৎপরায়ণ, (আমাকেই পুরুষার্থ অর্থাৎ সাধন ও সাধ্য বলিয়া জানেন) সেই ভক্তসমূহ আমার অতীব প্রিয় ॥ ২০ ॥

অব্যক্ত ব্রহ্মের পথ ক্লেশকর ও বিঘ্নবহুল ; অতএব বিজ্ঞপুরুষ ভক্তি-রূপ সৎপথ আশ্রয় করিয়া সহজপ্রাপ্য কৃষ্ণের পাদপদ্ম ভজন করিবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা
'সুবোধিনী'তে ভক্তিযোগনামক দ্বাদশ অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসকলের ফল বলিতেছেন—] আর, যাঁহারা উক্তপ্রকার এই অমৃতস্বরূপ ধর্ম্মের সম্যক্ আরাধনা (অনুশীলন) করেন, সেই সকল ব্যক্তি (প্রথমে) শ্রদ্ধাবান্ (প্রকৃত শ্রদ্ধাযুক্ত), (অনন্তর) মৎপরায়ণ (আমাতে দৃঢ়নিষ্ঠ), (তারপর) ভক্ত (প্রীতিযুক্ত প্রকৃত সেবক) হইয়া আমার অত্যন্ত প্রিয় হন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ-
স্মৃতিগ্রন্থে শ্রীভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায়
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'ভক্তিযোগ' নামক
দ্বাদশ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

অব্যক্ত অক্ষর—অক্ষর-শব্দে ক্ষয়-লয়হীন নিত্য তত্ত্ববস্তুকে বুঝায়। এই অক্ষর বা তত্ত্ববস্তুর অবস্থা—(ক) ব্যক্ত অক্ষর ও (খ) অব্যক্ত অক্ষর। ব্যক্তি—অবয়ব, প্রকাশ, রূপ, বিশেষ। ব্যক্ত অক্ষর—নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বা নিত্য সবিশেষ তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ বা পরব্রহ্ম। অব্যক্ত অক্ষর—নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম। ভক্তিশাস্ত্রের বিচারে বা

বাস্তব-তত্ত্বের বিচারে—নিত্য সবিশেষস্বরূপ বা শ্রীভগবৎস্বরূপই মূল স্বরূপ, নির্বিশেষস্বরূপটী তত্ত্ববস্তুর একটা অবস্থা-বিশেষ।

অভ্যাসযোগ—বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া আনিয়া ভগবানের স্মরণরূপ যোগের অভ্যাস—(শ্রীধর)। মনকে অন্যবস্তু হইতে প্রত্যাহার করিয়া ভগবানে ক্রমে ক্রমে স্থাপন—অভ্যাস (শ্রীবলদেব)।

শ্রদ্দধান—ভক্তিপথে প্রথম অবস্থা বা সোপান—ভগবানে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পুষ্টিতে—"মৎপরম" অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণতা বা ভগবানে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা। ইহা দ্বিতীয় অবস্থা বা সোপান। ইহারও পরিপক্কতায় —"ভক্ত" অর্থাৎ ভগবানের বিশুদ্ধ প্রকৃত পূর্ণ সেবকভাব। ইহা তৃতীয় অবস্থা বা সোপান। এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভক্তির এই তিনটী ক্রমিক অবস্থা লক্ষিত হইয়াছে।

পরিপ্রশ্নমালা

১। কাহারা ভগবৎকথিত যুক্ততম বা যোগিশ্রেষ্ঠ? (গীঃ ১২।২)

২। নির্বিশেষ-জ্ঞানীর উপায় ও গতি কিরূপ? (গীঃ ১২।৫)

৩। ভগবৎসেবাপরায়ণ অনন্যভক্তিযোগীর কি সংসারবন্ধন আছে? (গীঃ ১২।৬, ৭)

৪। ভগবৎস্মরণই প্রেমলাভের একমাত্র উপায় নহে কি? (গীঃ ১২।৮)

৫। রাগানুগা ভক্তির অনুদয়ে কি উপায় অবলম্বনীয়? (গীঃ ১২।৯—১২)

৬। ভগবৎপ্রিয় শুদ্ধভক্তের তটস্থ লক্ষণ কি কি? (গীঃ ১২।১৩—১৯)

৭। একান্ত শরণাগত ভক্ত ব্যতীত ভগবানের এত প্রিয় আর কেহ আছে কি? (গীঃ ১২।১৪)

৮। জীবের অমৃতত্বসাধক পরম ধর্ম্ম কি? (গীঃ ১২।২০)

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক-যোগ

কথাসার

পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তগণকে মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তদুদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তগণকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকিলেও তিনি তাহা তত্ত্বজ্ঞান-প্রদানপূর্ব্বকই করিয়া থাকেন। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই তত্ত্বজ্ঞানোপদেশক্রমে প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক বলিতেছেন। সপ্তমাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দুইটী 'প্রকৃতি'র কথা বলিয়াছেন :—

(ক) 'অপরা' প্রকৃতি যাহা সেই অধ্যায়ে সংক্ষেপে মোটা-মুটিভাবে ভূমি, জল প্রভৃতি আট ভাগে বর্ণিত, ইহা জড়া প্রকৃতি। এই জড়া প্রকৃতিতে চব্বিশটী তত্ত্ব কার্য্যকারণপরম্পরায় বিদ্যমান। এই জড়া প্রকৃতি ক্ষেত্র-শব্দবাচ্য হইলেও এই চব্বিশ তত্ত্বের পরিণতি দেহকেই বিশেষতঃ 'ক্ষেত্র' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষেত্র পঞ্চলক্ষণে লক্ষিত—(১) পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত—ইহারা ক্ষেত্রনির্ম্মাণের উপাদান দ্রব্য ; (২) একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র—ইহারা ক্ষেত্রের আশ্রিত ধর্ম্ম ; (৩) ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ—ইহারা ক্ষেত্রের কার্য্য বা বিকার ; (৪) চেতনা, ধৃতি (পাঠান্তরে আধৃতি)—ইহারা ক্ষেত্রের প্রয়োজন ; (৫) সংঘাত অর্থাৎ ভূতপরিণাম দেহ—ইহা ক্ষেত্রের স্বরূপ। ইহারা সকলে সম্মিলিতভাবে ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের স্বরূপ।

(খ) 'পরা' প্রকৃতি—যাহা 'জীবভূতা' অর্থাৎ জীবরূপা প্রকৃতি। ইহা জড় প্রকৃতির অতীত, উহা হইতে বিলক্ষণ ও শ্রেষ্ঠ। এই অধ্যায়ে দেহে অধিষ্ঠাতা জীব (জীবাত্মা) 'ক্ষেত্রজ্ঞ' সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রজ্ঞের দ্বিবিধ পরিচয়—(১) স্বরূপগত ও (২) প্রভাবগত বা শক্তিগত। আবার ক্ষেত্রজ্ঞ বা জ্ঞেয়-শব্দ দুইটী বস্তুর জ্ঞাপক—জীবাত্মবস্তু ও পরমাত্মবস্তু। স্বরূপ-পরিচয়ে জীবাত্মবস্তুর তিনটী লক্ষণ—প্রথমতঃ অনাদি অতএব অনন্ত অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরহিত নিত্য; দ্বিতীয়তঃ মৎপর অর্থাৎ ভগবদধীন শক্তিতত্ত্ব; তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম অর্থাৎ অপহতপাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু প্রভৃতি অষ্টগুণ-বিশিষ্ট। প্রভাব পরিচয়ে জীবাত্মবস্তু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা এবং সুখদুঃখাদি প্রকৃতিজাত গুণসকলের ভোক্তা। পরমাত্মবস্তুর পরিচয়—সর্ব্বব্যাপী, বিভু ইত্যাদি।

উক্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান-শব্দবাচ্য। অমানিতা, অদম্ভিত প্রকৃতিকেও জ্ঞান বলা হইয়াছে। এই জ্ঞান-ক্ষেত্রজ্ঞ-দ্বয়ের তত্ত্বজ্ঞান-লাভের সহায়কমাত্র। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞান ও অমানিত্বাদি জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মদ্ভাব অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম-লাভের যোগ্য হয়।

এই তত্ত্বজ্ঞানলাভের মুখ্য ও গৌণভেদে বিবিধ সাধন আছে; যথা,—সাক্ষাৎ ধ্যান, জ্ঞান (সাংখ্য), অষ্টাঙ্গযোগ ও কর্ম্মযোগ। এই অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত সাংখ্যতত্ত্ব সবিস্তারে কথিত হইয়াছে।

শিক্ষা—নিরুপাধিক ভক্তিতত্ত্বের অধিকতর দার্ঢ্যলাভের নিমিত্ত জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচ্য। বিশুদ্ধভক্তি উদিত হইলে অহৈতুকী জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদিত হয়। ভগবান্‌ই সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ। জীবাত্মা পরমাত্মার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিয়া বিভিন্নদেহে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বাস

করেন। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারপূর্ব্বক ত্রিতত্ত্ব (ঈশ্বর, জীব ও জড়) বিষয়ে বোধই বিজ্ঞান। সমস্ত জড়ক্ষেত্রই প্রকৃতি, জীবই পুরুষ এবং পরমাত্মাই তদুভয়ের নিয়ন্তা। বিমল প্রেম লাভ করিয়া জৈবধর্ম্মের বিকাশ-লাভই জীবের কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন উবাচ—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥ *

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) হে কৌন্তেয়! (কুন্তীনন্দন!) ইদং (এই) শরীরং (শরীর) ক্ষেত্রং ইতি ('ক্ষেত্র' বলিয়া) অভিধীয়তে (কথিত হয়)। যঃ (যে) এতৎ (এই দেহকে) [আমি আমার বলিয়া] বেত্তি (জানে), তং (তাহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বজ্ঞগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ইতি (বলিয়া) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥১॥

ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে॥

শ্রীধরঃ—"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ" (১২।৭) ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতম্। ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষবিবেকাধ্যায় আরভ্যতে। তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তম্,

---

* কোন কোন টীকাকার উক্ত শ্লোকটী গণনা করেন নাই।

যয়োরবিবেকাজ্জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ, যাভ্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্যং পরস্পরং বিভক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ,— ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে, সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ ; এতদ্ যো বেত্তি, অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ কৃষীবলবত্তৎ-ফলভোক্তৃত্বাৎ তদ্বিদ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিবেকজ্ঞাঃ ॥ ১ ॥ (শ্রীধরঃ)

'আমি ভক্তদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি'—এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞান কথিত হইয়াছে।

স্বঃ অনুঃ—"হে পার্থ ! আমি তাহাদিগকে অচিরকালমধ্যে মৃত্যুর আকর সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি'—(১২।৭) এই বাক্য পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত হইয়াছে ; আবার তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা নাই ; অতএব তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশহেতু প্রকৃতি ও পুরুষের বিচারের অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে। সপ্তম অধ্যায়ে 'অপরা' ও 'পরা' নামে যে দুইটি প্রকৃতির উল্লেখ হইয়াছে, তদুভয়-সম্বন্ধে বিবেক-না থাকার দরুণ জীবভাব-প্রাপ্ত চিদংশের এই সংসার লাভ। যে দুইটি প্রকৃতি দ্বারা জীবের উপভোগের নিমিত্ত ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদিতে অভিলাষ, সেই দুইটী প্রকৃতিই 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-পদবাচ্য ও পরস্পর বিভিন্ন, ইহা যথার্থরূপে নিরূপণ করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"ইদম্" ইত্যাদি। এই ভোগের আধার শরীর 'ক্ষেত্র'-নামে কথিত হয় ; কারণ, ইহা সংসারে উৎপত্তির কারণ ; আর ইহা যিনি জানেন—'আমি, আমার' মনে করেন, কৃষকের ন্যায় তাহার ফলভোগী বলিয়া সেই বিষয়ে জ্ঞানীরা অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার-বিষয়ে অভিজ্ঞগণ তাঁহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলেন ॥ ১ ॥

**ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ ২॥**

হে ভারত! ক্ষেত্রজ্ঞং চ (ক্ষেত্রজ্ঞকেও) সর্ব্বক্ষেত্রেষু (সকল দেহে) [অবস্থিত] মাম্ অপি (আমি বলিয়াই) বিদ্ধি (জানিও)। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (দেহ ও দেহীর) যৎ (যে) জ্ঞানং (তত্ত্বজ্ঞান), তৎ (তাহাকে) মম (আমি) জ্ঞানং (জ্ঞান) মতং (মনে করি)॥ ২॥

শ্রীধরঃ—তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তমিদানীং তস্যৈব পারমার্থিকম-সংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুগতং মামেব বিদ্ধি 'তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপত্বোক্তত্বাৎ। আদরার্থমেতৎ জ্ঞানং স্তৌতি, ক্ষেত্রক্ষেত্র-জ্ঞয়োর্যদ্বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানম্, তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানং মম মতম্, অন্যত্তু বৃথা পাণ্ডিত্যম্, বন্ধ-হেতুত্ব দিত্যর্থঃ। তদুক্তম্,—"তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যাহন্যা শিল্পনৈপুণ্যম্॥" ইতি॥ ২॥

মূঃ অনুঃ—[ভগবান্ নিজ ভক্তগণকে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে সংসার হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না। তত্ত্বজ্ঞান উপদেশার্থই প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক-যোগের অবতারণা। সপ্তমাধ্যায়ে ভগবানের 'অপরা ও পরা' দুইটী প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। তাহাকেই এই অধ্যায়ে যথাক্রমে 'ক্ষেত্র' 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলা হইয়াছে। এই তত্ত্বের স্বরূপ-নির্দ্দেশার্থ—] শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই শরীরকে "ক্ষেত্র" বলা হয়; এই দেহকে যিনি (আমি-আমার বলিয়া) জানেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বজ্ঞগণ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকেন॥ ১॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

তৎ (সেই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) যৎ (যে বস্তু) যাদৃক্ (যে প্রকার), যদ্বিকারী (যে সকল বিকারযুক্ত), যতঃ চ (যাহা হইতে যে প্রয়োজনে উৎপন্ন), যৎ (যে স্বরূপবিশিষ্ট), স চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) যঃ (যে স্বরূপবিশিষ্ট), যৎ প্রভাবঃ চ (ও যেরূপ প্রভাবযুক্ত),—তৎ (সেই সমস্ত) সমাসেন (সংক্ষেপে) মে (আমা হইতে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—অত্র যদ্যপি চতুর্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ 'ক্ষেত্র' মিত্যাভিপ্রেতম্, তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবেনাবিবেকঃ স্ফুট ইতি তদ্বিবেকার্থমিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যুক্তম্ ; তদেব প্রপঞ্চয়িষ্যন্

স্বঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে সংসারিগণের স্বরূপ বলা হইল, এক্ষণে তাহারই পারমার্থিক অসংসারী স্বরূপ বলিতেছেন—"ক্ষেত্রজ্ঞম্" ইত্যাদি। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের লক্ষিত চিদংশ বলিয়া আমার রূপেরই উক্তি থাকায় সেই ক্ষেত্রজ্ঞ সংসারী জীব বাস্তবিকপক্ষে সকল ক্ষেত্রেই অনুগত আমাকেই জানিবে। আদরের জন্য এই জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন,—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য-বিষয়ের জ্ঞানই মোক্ষের উপায় বলিয়া প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই আমার অভিমত ; অন্যান্য জ্ঞান বন্ধনের কারণ বলিয়া বৃথা পাণ্ডিত্য মাত্র। এইরূপ কথিত আছে —"তাহাই কর্ম্ম, যাহা বন্ধনের কারণ নহে, তাহাই বিদ্যা, যাহা মুক্তির নিমিত্ত হয় ; অপর কর্ম্ম কেবল শ্রমের জনক ও অন্য বিদ্যা কেবল শিল্পে পটুতা।" ২ ॥

মূঃ অনুঃ– [দেহে অহংমম অভিমান সংসারাবদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ, তাহার সংসারমুক্ত পারমার্থিক স্বরূপ বলিতেছেন—] হে ভারত ! (সংসারী) ক্ষেত্রজ্ঞকেও সর্ব্বদেহানুগত আমি বলিয়াই জানিও। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যে তত্ত্বজ্ঞান তাহাকে আমি 'জ্ঞান' বলি ॥ ২ ॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

[সেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব] ঋষিভিঃ (ঋষিগণ) বহুধা (বহু প্রকারে) গীতং (বর্ণন করিয়াছেন), বিবিধৈঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ছন্দোভিঃ (বেদ) পৃথক্ (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) (কীর্ত্তন করিয়াছে), হেতুমদ্ভিঃ চ (এবং যুক্তিপূর্ণ) বিনিশ্চিতৈঃ (সিদ্ধান্তপূর্ণ) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ (ব্রহ্মসূত্র নামক পদসকলও অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যসকলও) (পৃথক্রূপেই কীর্ত্তন করিয়াছে) ॥ ৪ ॥

প্রতিজানীতে—তদিতি। যদুক্তং ময়া, তৎ ক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়-দৃশ্যাদিস্বভাবং যাদৃক্ যাদৃশঞ্চ ইচ্ছাদিধর্ম্মকম্, যদ্বিকারী যৈরিন্দ্রিয়াদি-বিকারৈর্যুক্তম্, যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ভবতি, যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যো যৎস্বরূপতো যৎ প্রভাবশ্চ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎ সর্ব্বং সংক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু ॥ ৩ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—এখানে যদিও চব্বিশ প্রকার বৈশিষ্ট্য দ্বারা পৃথক্ প্রকৃতিই ক্ষেত্ররূপে অভিপ্রেত, তথাপি সেই প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হওয়ায় তাহাতে অহংভাবে বিশিষ্ট বা লক্ষিত অজ্ঞান স্পষ্ট; অতএব তদ্বিবেকের জন্য এই শরীরই ক্ষেত্র, ইহা উক্ত হইয়াছে,—তাহাই বিস্তা-রিত করিতে গিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—"তদ্" ইত্যাদি। আমার কথিত সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা—জড়দৃশ্য প্রভৃতিস্বভাবযুক্ত, যে প্রকার ইচ্ছাদি ধর্ম্মময়, যাহা বিকারী—যে-যে ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, যাহা হইতে—যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে ঘটিত হয়, যাহা অর্থাৎ যে-যে প্রকারে স্থাবর ও জঙ্গমাদিরূপে পৃথক্; সেই ক্ষেত্রজ্ঞও স্বরূপতঃ যাহা ও অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের যোগে যে যে প্রভাবের সহিত যুক্ত—সম্পন্ন সে সমস্ত আমার নিকট হইতে সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—কৈর্ব্বিস্তরেণোক্তস্তাং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভি-রিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদি-স্বরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতম্; বিবিধৈর্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈশ্ছন্দোভির্ব্বেদৈর্নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ গীতম্; ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ 'ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিঃ' ইতি ব্রহ্মসূত্রাণি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদিনা তটস্থলক্ষণপরাণ্যু-পনিষদ্বাক্যানি, তথা 'ব্রহ্ম পদ্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিঃ' ইতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি, তৈশ্চ বহুধা গীতম্; কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি, "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ, অত্র 'অন্যাৎ' অপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ, 'প্রাণ্যাৎ' প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্য্যাদিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ; বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈরেকবাক্যতয়া অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈ-রিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপং সংক্ষেপতস্তুভ্যং কথয়িষ্যামি, তৎ শৃণ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে, তান্যেব 'ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিঃ' ইতি পদানি তৈর্হেতুমদ্ভিঃ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্", "আনন্দময়োঽভ্যাসাদ্" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভির্বিনিশ্চি-তার্থৈঃ। শেষং সমানম্। ৪॥

মূঃ অনুঃ—[দেহরূপে পরিণত চতুর্বিংশতি তত্ত্বই 'ক্ষেত্র'—সেই ক্ষেত্রের স্বরূপপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] সেই ক্ষেত্র যে বস্তু, যে প্রকার-বিশিষ্ট, যে সকল বিকারযুক্ত, যাহা হইতে যে প্রয়োজনে উৎপন্ন, যে স্বরূপবিশিষ্ট এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যে স্বরূপবিশিষ্ট ও যেরূপ প্রভাবযুক্ত—তৎসমস্ত সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩॥

সুঃ অনুঃ—কাঁহারা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছিলেন ?—যাহার ইহা সংক্ষেপ ?—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—"ঋষিভিঃ" ইত্যাদি। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রসমূহে ধ্যান ও ধারণাদির বিষয় বৈরাজাদি রূপ নানা-ভাবে গান বা নিরূপণ করিয়াছেন ; বিবিধ—বিচিত্র, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্মাদি-বিষয়-দ্বারা, ছন্দঃ—বেদসমূহদ্বারা নানা পূজনীয়দেবতারূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ; ব্রহ্মের সূত্র ও পদসমূহ দ্বারা—ইহা দ্বারা ব্রহ্ম সূত্রিত,—সূচিত হয়, এই অর্থে 'ব্রহ্মসূত্র' সকল—"যাহা হইতে এই ভূতগুলি জাত হয়", ইত্যাদিদ্বারা তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ্-বাক্যসমূহ ; ঐরূপ ইহা দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয়—সাক্ষাৎ জ্ঞাত হওয়া যায়, এই বাক্যে 'পদ'—স্বরূপ-লক্ষণপর "সত্য, জ্ঞান, ও অনন্তই ব্রহ্ম" ইত্যাদি, ইহাদের দ্বারা বহুরূপে কীর্ত্তিত। আবার তার্কিকগণ দ্বারা—"হে সৌম্য, অগ্রে এই সৎ বস্তুই ছিলেন, কিরূপে অসৎ হইতে সৎ জাত হইলেন ?", "যদি এই আকাশ আনন্দস্বরূপ না হইতেন, কে-ই বা অপান বায়ুর চেষ্টা করিত, কে-ই বা প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিত ?" এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ-কারীদিগের দ্বারা ;—এই মন্ত্রে 'অন্যাৎ'—হৃদয়স্থ বায়ুর অধোগমনের প্রয়াস কে করিত ? প্রাণ্যাৎ—ঐ বায়ুর ঊর্দ্ধে উন্নয়ন ব্যাপার কে করিত ?—ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের অর্থ। বিনিশ্চিত—উপক্রম-উপসংহারের দ্বারা একবাক্যরূপে নিঃসন্দিগ্ধ অর্থের প্রতিপাদক ; অতএব এই সমস্ত বাক্যে বিস্তৃতভাবে কথিত থাকায় যাহা সংগ্রহ করা ক্লেশকর, তাহা সংক্ষেপে তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর ; অথবা 'অনন্তর এই নিমিত্তই

মূঃ অনুঃ—[ইহা অনেক পূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়াছেন—] ঋষিগণ সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বহুপ্রকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন ; বিবিধ বেদ তাহা পৃথক্‌রূপে বর্ণনা করিয়াছে ; এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তপূর্ণ ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্তের) বাক্যসকলও সেই তত্ত্ব পৃথক্‌ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৬॥

মহাভূতানি (পঞ্চ মহাভূত) অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার) বুদ্ধিঃ (মহত্তত্ত্ব) অব্যক্তম্ এব চ (ও প্রকৃতি), দশ একং চ (দশ ও এক অর্থাৎ একাদশ) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়), পঞ্চ (পাঁচটী) ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (শব্দস্পর্শাদি তন্মাত্র), ইচ্ছা, দ্বেষঃ (দ্বেষ) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) সংঘাতঃ (শরীর) চেতনা (জ্ঞান) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য)—এতৎ (ইহাকে) সমাসেন (সংক্ষেপে) সবিকারং (বিকারাদিসহিত) ক্ষেত্রম্ (ক্ষেত্র) উদাহৃতং (বলা হয়)॥ ৫-৬॥

শ্রীধরঃ—তৎক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ, বুদ্ধির্জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্, অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, "শ্রোত্র ত্বগ্-ঘ্রাণ-দৃগ্-জিহ্বা-বাগ্-দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রি পায়বঃ" ইতি। একঞ্চ মনঃ, ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ তন্মাত্রপঞ্চপা এব, শব্দাদয় আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়-বিষয়াঃ পঞ্চ, তদেবং চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি। ইচ্ছেতি; ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাতঃ শরীরম্ চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্—এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বান্নাত্মধর্ম্মাঃ, অপি তু মনোধর্ম্মাঃ; অতঃ ক্ষেত্রান্তঃ-

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১) ইত্যাদি বেদান্তসূত্রগুলি গৃহীত হইতেছে; সেইগুলি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান নিশ্চিত হয় বলিয়া 'পদ' বলিয়া অভিহিত, সেই সকল হেতু-দ্বারা অর্থাৎ 'দর্শনহেতু ব্রহ্মশব্দের অবাচ্য নহে' (ব্রঃ সূঃ ১.১।৫) "শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ অবিশেষে উল্লেখহেতু সেই ব্রহ্মই আনন্দময়" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) ইত্যাদি যুক্তিযুক্ত অর্থনিশ্চয়কারক বেদান্ত-সূত্রগুলি-দ্বারা অবশিষ্টাংশ সমান॥ ৪॥ (সুঃ অনুঃ)

পাতিন এবোপলক্ষণমেতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি। অনেন 'যাদৃক্' ইতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ; এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৫-৬ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—তাহাতে ক্ষেত্রের স্বরূপ—"ভূতানি" ইত্যাদি দুই শ্লোকে বলিতেছেন। মহাভূত—পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি, অহঙ্কার তাহাদের কারণ, বুদ্ধি—জ্ঞানময় মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ত—মূলপ্রকৃতি, ইন্দ্রিয়—জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, বাহ্য দশটি "কর্ণ, ত্বক্, নাসিকা, চক্ষুঃ, জিহ্বা, বাক্, বাহু, উপস্থ, পাদ ও পায়ু" ও একটী মন, ইন্দ্রিয়ের বিষয়—পাঁচটি তন্মাত্র, আকাশাদির বিশেষগুণরূপে শব্দাদি ব্যক্ত হওয়ায় উহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়,—এইরূপে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কথিত হইল। "ইচ্ছা" ইত্যাদি; ইচ্ছাদি—জ্ঞানবিষয়, সংঘাত—শরীর, চেতনা—জ্ঞানরূপ মনোবৃত্তি, ধৃতি—ধৈর্য্য;—এই ইচ্ছাদি দৃশ্য হওয়ায় আত্মধর্ম্ম নহে, কিন্তু মনোধর্ম্ম; অতএব এই লক্ষণ ক্ষেত্রেরই অন্তর্গত; ইহার দ্বারা সঙ্কল্পাদিও লক্ষিত হইল। শ্রুতিপ্রমাণ—"কাম, সঙ্কল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, বিরক্তি, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয় এই সকলগুলিই মন।" ইহা দ্বারা পূর্ব্বে (৩য় শ্লোকে) 'যাদৃক্' শব্দে প্রতিজ্ঞাত এই ক্ষেত্র-ধর্ম্মগুলি প্রদর্শিত হইল। ইন্দ্রিয়াদি বিকারগুলির সহিত এই ক্ষেত্রের বিষয় সংক্ষেপে আমি তোমাকে বলিলাম—ইহাই ক্ষেত্রসম্বন্ধে সমাপ্তি ॥ ৫-৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছেন—] পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব, প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি—এতৎসমষ্টি সংক্ষেপে বিকারাদির সহিত ক্ষেত্রের পরিচয় ॥ ৫-৬ ॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥

অমানিত্বম্ (মানশূন্যতা), অদম্ভিত্বম্ (গর্ব্বহীনতা), অহিংসা, ক্ষান্তিঃ (সহিষ্ণুতা), আর্জবম্ (সরলতা), আচার্য্যোপাসনং (সদ্গুরুসেবা), শৌচং (পবিত্রতা), স্থৈর্য্যম্ (স্থিরতা), আত্মবিনিগ্রহঃ (দেহসংযম), ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে) বৈরাগ্যম্ (বৈরাগ্য), অনহঙ্কারঃ এব চ (অহংভাবশূন্যতা), জন্মমৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনং (জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি—এই সকলের দুঃখ ও দোষদর্শন) : পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র-স্ত্রী-গৃহ-প্রভৃতিতে) অসক্তিঃ (প্রীতিরহিতভাব) (ও) অনভিষ্বঙ্গঃ (ঘনিষ্ঠতার অভাব), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু (ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে) নিত্যং (সর্ব্বদা) সমচিত্ততা চ (চিত্তের তুল্যভাব), ময়ি চ (এবং আমাতে) অনন্যযোগেন (অবিমিশ্র সাধনাবলম্বনে) অব্যভিচারিণী (স্থির) ভক্তিঃ (ভক্তি), বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জনস্থানপ্রিয়তা), জনসংসদি (প্রাকৃতলোকসঙ্ঘে) অরতিঃ (অরুচি), অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞানের নিত্যালোচনা), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং (তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন আলোচনা)—ইতি এতৎ (এই সমস্তকে) জ্ঞানং (জ্ঞান) প্রোক্তং (বলা হয়) ; যৎ (যাহা) অতঃ (ইহার) অন্যথা (বিপরীত), [তাহা] অজ্ঞানং (অজ্ঞান) ॥ ৭-১১ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীমমানিত্বাদিপঞ্চভিরুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তত্ত্বজ্ঞানসাধনান্যাহ—অমানিত্ব-মিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্, অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্, অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্, ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্, আর্জ্জবমবক্রতা, আচার্যো-পাসনং সদ্গুরুসেবনম্. শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ; —তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা, আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষালনম্; তথা চ স্মৃতি,—"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥" ইতি; স্থৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ —এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ॥ ৭॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃপুনরালোচনম্ দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা স্পষ্টমন্যৎ॥ ৮॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদি-পদার্থেষু অসক্তিঃ, প্রীতিত্যাগঃ, অনভিষ্বঙ্গঃ 'পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী চ' ইত্যধ্যাসাতিরেকাভাবঃ, ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বম্॥ ৯॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরেঽনন্যযোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাদকরস্তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বম্, প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়া-মরতী রত্যভাবঃ॥ ১০॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানমধ্যাত্মজ্ঞানম্ তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবস্তত্ত্বম্পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ; তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ;

—এতদমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদিবিংশতিসংখ্যকং যদুক্তমেতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্, বশিষ্ঠ দিভির্জ্ঞানসাধনত্বাৎ, অতোঽন্যথা অস্ম বিপরীতং মানিত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তম্ জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ, অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—এক্ষণে অমানিত্ব প্রভৃতি পঞ্চ-শ্লোকে পূর্ব্বোক্তলক্ষণযুক্ত ক্ষেত্র হইতে পৃথগ্ রূপে জ্ঞেয় শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বর্ণন করিতে যাইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপায়গুলি বলিতেছেন—"অমানিত্বম্" ইত্যাদি পঞ্চ শ্লোক। অমানিত্ব—আত্মশ্লাঘাশূন্যতা, অদম্ভিত্ব—গর্ব্বশূন্যতা, অহিংসা—পরের পীড়াদান হইতে বিরতি, ক্ষান্তি—সহিষ্ণুতা, আর্জব—সরলতা, আচার্য্যোপাসন—সদ্গুরুর সেবা, শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, তন্মধ্যে বাহ্যশৌচ—মৃত্তিকা ও জলাদিদ্বারা, আন্তরশৌচ—আসক্তি প্রভৃতি মলের নিকাসন ;—স্মৃতিতে কথিত আছে—"বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুইপ্রকার কথিত হয়। মৃত্তিকা ও জলাদিদ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাবশুদ্ধিকে আন্তর-শৌচ বলা যায়" ; স্থৈর্য্য—সৎপথে প্রবৃত্ত পুরুষের তাহাতেই একনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহ—শরীর সংযম,—'ইহাকে জ্ঞান বলা হয়',—এইরূপ পঞ্চম শ্লোকের সহিত অন্বয় ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুঃ—আর "ইন্দ্রিয়ার্থেষু" ইত্যাদি। জন্ম প্রভৃতিতে দুঃখ ও দোষের অনুদর্শন, পুনঃ পুনঃ আলোচনা অথবা দুঃখরূপ দোষের আলোচনা। অপরার্থ স্পষ্ট ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুঃ—আর "অসক্তিঃ" ইত্যাদি। অসক্তি—স্ত্রীপুত্রাদিতে প্রীতিত্যাগ, অনভিষ্বঙ্গ—'পুত্রাদির সুখে অথবা দুঃখে আমিই সুখী বা দুঃখী'—এইরূপ আরোপের আতিশয্য-শূন্যতা, অভিলষিত বা অবাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমান ভাব ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুঃ—আর "ময়ি" ইত্যাদি। পরমেশ্বর আমাতে অনন্যযোগ-দ্বারা—সর্ব্বাত্মদৃষ্টিদ্বারা, অব্যভিচারিণী—একান্তা ভক্তি, [বিবিক্তদেশ-সেবিত্ব] বিবিক্ত—শুদ্ধ, চিত্তের আনন্দদায়ক দেশের সেবায় যাঁহার অভ্যাস, তাঁহার ভাব ; প্রাকৃত লোকগণের সভায় অরতি—অনুরাগ-শূন্যতা ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুঃ—আর "অধ্যাত্ম" ইত্যাদি। আত্মবিষয়ক জ্ঞানই অধ্যাত্ম জ্ঞান, সেই বিষয়ে নিত্যত্ব—নিত্যতা, অর্থাৎ তত্ত্বম্—'তৎ ও 'ত্বম্' পদার্থশুদ্ধিতে নিষ্ঠা [তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন]—তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন মোক্ষ, তাহার দর্শন অর্থাৎ মোক্ষের সর্ব্বোত্তমতা-বিষয়ে আলোচনা। এই মানশূন্যতা প্রভৃতি যে বিংশতি গুণের কথা বলা হইল, তাহারা জ্ঞান-লাভের উপায় বলিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ 'জ্ঞান' আখ্যা দিয়াছেন ; ইহা হইতে বিপরীত-মানিতা-প্রভৃতিকে অজ্ঞান বলা হয় ; কারণ, তাহারা জ্ঞানের বিরোধী ; অতএব অজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—[উক্ত প্রকার ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন বিশুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনার উদ্দেশ্যে জ্ঞানরূপ সাধন বলিতেছেন—] অভিমানশূন্যতা, গর্ব্ব-হীনতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, আচার্য্য বা সদ্গুরুর-সেবা, শৌচ, দৃঢ়নিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিষয়ে বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখ-দোষানুসন্ধান, স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে অনাসক্তি ও মমতা-রাহিত্য, ইষ্ট ও অনিষ্টপ্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সম ভাব, অবিমিশ্র সাধন-যোগে আমাতে অচঞ্চলা ভক্তি, নির্জ্জনস্থানপ্রিয়তা, বহির্ম্মুখ লোকসংঘট্টে অরুচি, আত্ম-জ্ঞানের নিত্যালোচনা, তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যালোচনা—এই সমস্তকে জ্ঞান বলে; যাহা ইহার বিপরীত, তাহা অজ্ঞান ॥ ৭-১১ ॥

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥

যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয় বস্তু), তৎ (তাহা) প্রবক্ষ্যামি (বলিব) , যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে) অমৃতং (অমরত্ব বা মুক্তি) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়)। (সেই জ্ঞেয়বস্তু) অনাদি (আদিরহিত) মৎপরং (আমার আশ্রিত) ব্রহ্ম (ব্রহ্মতত্ত্ব), [তাহাকে] সৎ (কার্য্য) ন উচ্যতে (বলা যায় না), অসৎ (কারণও) ন উচ্যতে (বলা যায় না)। তৎ (সেই জ্ঞেয়বস্তু) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পাণিপাদং (হস্তপদবিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) অক্ষিশিরোমুখং (চক্ষু মস্তক-মুখবিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) শ্রুতিমৎ (কর্ণযুক্ত) লোকে (জগতে) সর্ব্বং (সকল বস্তুকে) আবৃত্য (ব্যাপ্ত করিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থিত)। [তাহা] সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সকল ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক), সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং (সকল জড়েন্দ্রিয়রহিত) অসক্তং (অনাসক্ত) সর্ব্বভৃৎ চ (সর্ব্বপালক) নির্গুণং (প্রাকৃত-গুণাতীত) গুণভোক্তৃ চ (ষট্‌গুণের অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের ভোক্তা) [তাহা] ভূতানাং (সমস্ত ভূতের) অন্তঃ (অন্তরে) বহিঃ চ (ও বাহিরে), চরম্ অচরম্ এব (চরাচর জগৎ) তৎ (তাহা) সূক্ষ্মত্বাৎ (অণুত্বহেতু) অবিজ্ঞেয়ঃ (দুর্জ্ঞেয়) দূরস্থং চ (দূরস্থ) অন্তিকে চ

(ও নিকটস্থ)। তৎ (সেই) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয় বস্তু) অবিভক্তং (অখণ্ড হইয়াও) ভূতেষু চ (ভূতসকলমধ্যে) বিভক্তম্ ইব (খণ্ডের ন্যায়) স্থিতম্ (অবস্থিত). ভূতভৃৎ (সর্ব্ব-ভূতপালক) গ্রসিষ্ণু (গ্রাসকারী) প্রভবিষ্ণু চ (ও প্রভুত্বকারী)। তৎ (তাহা) জ্যোতিষাম্ অপি (সকল জ্যোতির্ম্ময় বস্তুরও) জ্যোতিঃ (প্রকাশক), তমসঃ (অজ্ঞানের) পরম্ (অতীত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত); [তাহা] জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানদ্বারা সাধ্য) সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতং (স্থিরভাবে অবস্থিত)॥ ১২—১৭॥

শ্রীধরঃ—এভিঃ সাধনৈর্যজ্জ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্ভিঃ। যজ্-জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি,—যদ্ব-ক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ,—অনাদিমৎ আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ, পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম (অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্ম্মতুপ্ প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ) যদ্বা, অনাদীতি মৎপরঞ্চেতি পদদ্বয়ং মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষরূপং ব্রহ্মে-ত্যর্থঃ। তদেবাহ, ন সদিত্যাদি, বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনো-চ্যতে, নিষেধস্য বিষয়স্ত্ব অসংশব্দেনোচ্যতে ইদন্তু তদুভয়বিলক্ষণম-বিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

শ্রীধরঃ—নম্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে-বেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতির্ব্বিরুধ্যেতেত্যাশঙ্ক্য "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মত্বং তস্য দর্শয়ন্নাহ—সর্ব্বত ইতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সৎ লোকে সর্ব্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি—সর্ব্বপ্রাণিবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিরুপাধিভিঃ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণাভাসত ইতি তথা, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ানাভাসয়তীতি বা ; সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবর্জ্জিতম্ ; তথা চ শ্রুতিঃ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি। অসক্তং সঙ্গশূন্যম্, তথাপি সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি সর্ব্বভৃৎ, সর্ব্বস্যাধারভূতং তদেব নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতম্, গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব সুবর্ণমেব কটককুণ্ডলাদীনাং জলতরঙ্গাণামন্তর্ব্বহির্জ্জল-মিব অচরং স্থাবরং চরঞ্চ জঙ্গমং ভূতজাতম্, তদেব কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য ; একমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়মিদম্ ; তদিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি ; এতদবিদুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ ; বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তৎ নিত্যসন্নিহিতম্। তথা চ মন্ত্রঃ—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" ইতি। অত্র 'এজতি' চলতি, 'নৈজতি' ন চলতি ; 'তৎ + উ + অন্তিকে'—ইতি চ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষ্ববিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং কার্য্যাত্মনা ভিন্নমিব স্থিতং চ বিভক্তম্, সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি, তৎস্বরূপমেবোক্তম্ ; জ্ঞেয়ং ভূতানাং ভর্ত্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলম্, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবণশীলম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ কিঞ্চ, জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তৎ-জ্যোতিঃপ্রকাশকম্, "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ", "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি

ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।' ইত্যাদি শ্রুতেঃ; অতএব তমঃসাঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে, 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্ত্যভিব্যক্তম্, তদেব রূপাত্মাকারেণ জ্ঞেয়ঞ্চ জ্ঞানগম্যঞ্চ অমানিত্বাদিলক্ষণেন পূর্ব্বোক্তজ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি ধিষ্ঠিতং বিশেষেণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। ধিষ্ঠিতমিতিপাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুঃ—এই সমস্ত উপায় দ্বারা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহাই ব'লতেছেন—"জ্ঞেয়ম্" ইত্যাদি ছয় শ্লোক দ্বারা। যাহা জানিতে হইবে, তাহা বলিব। শ্রোতার যত্নসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানের ফল দেখাইতেছেন—আমার পরবর্ত্তি কথিত বিষয় জানিয়া মানব মোক্ষ পাইয়া থাকেন। তাহা কি? তদুত্তর বলিতেছেন—অনাদিমৎ—তাহার আরম্ভ নাই, পর—নিরতিশয়, ব্রহ্ম—অনাদি-শব্দেই বহুব্রীহি সমাসদ্বারা আদির অবিদ্যমানতা সিদ্ধ হইলেও মতুপ্-প্রত্যয়টি ছন্দো-রক্ষার্থ প্রয়োগ; অথবা অনাদি ও মৎপর, এই দুই পদ; আমার পর—নির্বিশেষরূপই ব্রহ্ম; তাহাই বলিলেন—'ন সৎ' ইত্যাদি। বিধিমুখে প্রমাণের বিষয় 'সৎ' শব্দদ্বারা উক্ত হয় এবং নিষেধের বিষয় 'অসৎ' শব্দ দ্বারা কথিত হয়; ইহা অবিষয় বলিয়া বিধি ও নিষেধের অতীত পৃথক্ ব্যাপার।

সুঃ অনুঃ—যদি বল, এইরূপে ব্রহ্মের সৎ ও অসৎ হইতে পার্থক্য হইলে এই সমস্তই ব্রহ্মই ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ আপাতিত হয়। তাহা আশঙ্কা করিয়া "এই ব্রহ্মের পরা শক্তি বিবিধ শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া-শক্তি।" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাত্মতা দেখাইয়া পঞ্চ শ্লোকে বলিতেছেন—"সর্ব্বতঃ" ইত্যাদি। তাঁহার সর্ব্বতঃ—সর্ব্বস্থানে হস্ত ও পাদসমূহ রহিয়াছে, সর্ব্ব-

স্থানে তাঁহার অসংখ্য চক্ষু, মস্তক, মুখও আছে, সর্ব্বস্থানে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত, তিনি ভুবনসমূহে সকলকে ব্যাপিয়া আছেন অর্থাৎ সর্ব্ব-জীবের ইন্দ্রিয়—হস্তাদি ও রূপাদিদ্বারা সর্ব্ব-ব্যবহারের পাত্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—আর, "সর্ব্বেন্দ্রিয়" ইত্যাদি। তিনি চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণরূপাদি বৃত্তিতে সেই সেই আকারে দীপ্তি পাইয়া থাকেন, অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও গুণগুলিকে সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত করেন এবং তিনি সমস্ত (জড়) ইন্দ্রিয়শূন্য ; শ্রুতি বলেন—"তাঁহার হস্তপদাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি গ্রহণ ও গমনাদি করেন।" অসক্ত—সঙ্গহীন, তথাপি সকলকে ধারণ ও পোষণ করেন, অতএব সকলের আধার-স্বরূপ ; তাহা হইলেও নির্গুণ—সত্ত্বাদিগুণশূন্য এবং গুণভোক্তৃ—সত্ত্বাদিগুণের পালনকর্ত্তা ॥ ১৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—আর, 'বহিঃ" ইত্যাদি। স্বকার্য্য— স্থাবর-জঙ্গম ভূত-সমূহের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত। যেমন কটক-কুণ্ডলাদির অন্তরে ও বাহিরে স্বুবর্ণ ও তরঙ্গ-সমূহের অন্তরে ও বাহিরে জল বিদ্যমান, তদ্রূপ ; অচর—স্থাবর, চর—জঙ্গম যে-সমস্ত ভূত, কার্য্য-সমূহের কারণ হওয়ায় তাহাই তিনি ; এইরূপ হইলেও 'তৎ' অর্থাৎ সূক্ষ্ম হওয়ায় ও রূপাদি না থাকায় তিনি স্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় নহেন। অতএব, অজ্ঞানগণের পক্ষে লক্ষযোজন-দূরবর্ত্তী বস্তুর ন্যায় তিনি বিকারময়ী প্রকৃতির অতীত, বিদ্বান্‌গণের পক্ষে কিন্তু সাক্ষাৎ আত্ম-স্বরূপ হওয়ায় তিনি সর্ব্বদা অতীব সমীপবর্ত্তী ;—এই বিষয় শ্রুতি-মন্ত্রও আছে—"তিনি চলেন, তিনি চলেন না ; তিনি দূরে, তিনি নিকটে ; তিনি সকলের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।" 'এজতি'—চলেন, 'ন এজতি'—চলেন না, 'তদ্-উ-অন্তিকে, —তিনিই নিকটে—এরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ,—ইহাই বক্তব্য ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুঃ—আর, "অবিভক্তম্" ইত্যাদি। স্থাবর ও জঙ্গম ভূত-সমূহে অবিভক্ত—কারণরূপে অভিন্ন, কার্যারূপে বিভক্ত—ভিন্নভাবে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে জাত ফেনাদি সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে, তৎ-স্বরূপই কথিত হয়, জানিতে হইবে। স্থিতিকালে ভূতসমূহের ভর্ত্তা—পালক, প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু—গ্রাসকারী এবং সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু—নানা কার্য্যরূপে উৎপাদনশীল ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুঃ—আর, "জ্যোতিষাম্" ইত্যাদি। তিনি জ্যোতিষ্ক পদার্থ সূর্য্যাদিরও জ্যোতিঃ-প্রকাশক; এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"যাঁহার তেজে প্রদীপ্ত সূর্য্য উত্তাপ বিতরণ করে", "তাঁহার নিকট সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাদি শোভা পায় না, বিদ্যুৎসমূহও নহে, তবে অগ্নির কথা কি? তিনি দীপ্তি পাইলে তাঁহার দীপ্তিদ্বারাই দীপ্তিময় হইয়া এইসকল শোভা পায়, তাঁহার দীপ্তিদ্বারাই এই সমস্ত বিশেষরূপে প্রকাশ পায়।" অতএব তিনি তমঃ—অজ্ঞান হইতে পর—অসংস্পৃষ্ট কথিত হয়েন। এই বিষয়ে শ্রুতি বলেন—(সেই পরব্রহ্ম—) "আদিত্যবর্ণ ও তমের পর।" তিনিই জ্ঞান—বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত, তিনিই রূপাদির আকারে জ্ঞেয়, তিনিই অমানিত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের উপায়গুলি দ্বারা প্রাপ্য, অতএব জ্ঞানগম্য; তাঁহার জ্ঞানের প্রাপ্যত্ব বিশেষ করিতেছেন—প্রাণি-মাত্রেরই হৃদয়ে বিশেষরূপে অস্খলিতভাবে নিয়ামকরূপে স্থিত। 'ধিষ্ঠিত' এই পাঠে—অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানরূপ সাধনদ্বারা লভ্য জ্ঞেয় বস্তুটী বলিতেছেন—] এখন "জ্ঞেয়" বলিতেছি—যাহা জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। সেই জ্ঞেয় বস্তু—অনাদি ব্রহ্মতত্ত্ব; আমি তাহারও পর অর্থাৎ আশ্রয়, তাহাকে কার্য্য বা কারণ বলা যায় না ॥ ১২ ॥

**ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥**

ইতি (উক্ত প্রকারে) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও জ্ঞেয়) উক্তম্ (বলিলাম) ; মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) এতৎ (এই সমস্ত) বিজ্ঞায় (অবগত হইয়া) মদ্ভাবায় (ব্রহ্মত্ব বা প্রেমভক্তি লাভের) উপপদ্যতে (যোগ্য হয়) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি, ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি-ধৃত্যন্তম্, তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তম্, জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি ধিষ্ঠিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভির্বিস্তরেণোক্তং সর্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্ ; এতচ্চ পূর্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়োপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই তত্ত্ব কার্য-কারণ-বিলক্ষণ হইলেও সর্বময়—] সেই জ্ঞেয় তত্ত্বের (ব্রহ্মতত্ত্ব) হস্তপদ সর্বত্র বিদ্যমান, তাঁহার মস্তক, মুখ ও চক্ষু সর্বত্র, তাঁহার সর্বত্র কর্ণ, জগতে সকল বস্তুকে ব্যাপ্ত করিয়া তিনি অবস্থিত । ১৩ ॥

মূঃ অনুঃ—সেই জ্ঞেয়তত্ত্ব সকল ইন্দ্রিয় ও গুণের প্রকাশক (অথচ) সকল জড়েন্দ্রিয়-রহিত, অনাসক্ত (অথচ) সর্বপালক, প্রাকৃত-গুণাতীত (অথচ) গুণের অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যের ভোক্তা ; সেই তত্ত্ব সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে, তাহাই চরাচর জগৎ, সূক্ষ্মত্ব-নিবন্ধন তাহা অবিজ্ঞেয়, তাহা দূরেও বটে নিকটেও বটে ; সেই জ্ঞেয় বস্তু অখণ্ড হইয়াও সর্বভূত-মধ্যে খণ্ডের ন্যায় অবস্থিত, সর্বভূত-পালক, সর্বগ্রাসী ও প্রভুত্বকারী ; তাহা সকল জ্যোতির্ময় বস্তুর জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক, অজ্ঞান বা প্রকৃতির অতীত ;তাহা জ্ঞান, জ্ঞানসাধ্য, জ্ঞেয় ও সর্ব-হৃদয়ে অবস্থিত ॥১৪-৭॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯॥

প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষং চ (ও পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদি এব (অনাদি বলিয়াই) বিদ্ধি (জানিও); বিকারান্ চ (এবং বিকার সকল) গুণান্ চ (ও গুণ সকলকে) প্রকৃতিসম্ভবান্ এব (প্রকৃতিজাত বলিয়াই) বিদ্ধি (জানিও)॥১৯॥

শ্রীধরঃ—তদেবং "তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ" ইত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতমিদানীন্তু "যদ্বিকারী যতশ্চ যৎ স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ" ইত্যেতৎ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রপঞ্চয়তি—প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমত্ত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যান্তরে ভাবামিত্যনবস্থাপত্তিং স্যাদতস্তাবুভাবনাদি বিদ্ধি।—অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বম্, পুরুষোঽপি তদংশত্বাদনাদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাঞ্চানাদিত্বং নিত্যত্বঞ্চ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাষ্যকৃত্বিরতিপ্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সম্ভূতান্ বিদ্ধি॥১৯॥

সুঃ অনুঃ—উক্ত ক্ষেত্রাদির জ্ঞান, অধিকারী ও ফলের সহিত সমাপ্তি করিলেন—"ইতি" ইত্যাদি। এইরূপে ক্ষেত্র—'মহাভূত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ধৃতি' পর্য্যন্ত, জ্ঞান—'অমানিত্ব' হইতে 'তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনের আলোচনা' পর্য্যন্ত এবং জ্ঞেয়—'অনাদি' হইতে 'বিষ্ঠিত' পর্য্যন্ত আমি সংক্ষেপে বলিলাম, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। পূর্বাধ্যায়ে কথিত লক্ষণ-বিশিষ্ট আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব-ব্রহ্মত্ব লাভে যোগ্য হন। ১৮॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব-সকলের অধিকারী ও ফল বলিতেছেন—] উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলিলাম। আমার ভক্ত এতৎসমস্ত অবগত হইয়া ব্রহ্মত্ব বা প্রেমভক্তি-লাভের যোগ্য হন॥ ১৮॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥

কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বে (কার্য্য বা দেহ ও কারণ বা ইন্দ্রিয়গণের কারকতা-বিষয়ে) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতিকে) হেতুঃ (কারণ) উচ্যতে (বলা হয়) ; সুখদুঃখানাং (সুখদুঃখের) ভোক্তৃত্বে (ভোগব্যাপারে) পুরুষঃ (পুরুষকে) হেতুঃ (কারণ) উচ্যতে (বলা হয়) ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে 'সেই ক্ষেত্র যাহা, যেরূপ', তাহা এই পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইল ; এক্ষণে 'উহা যে-সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি-বিকার-যুক্ত, যেরূপে উদ্ভূত, যে-প্রকারে স্থাবর-জঙ্গমাদি বৈশিষ্ট্য পৃথক্ এবং যে-যে প্রভাবদ্বারা যুক্ত', এই সমুদয় পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত বিষয়, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সংসারের কারণতা-বর্ণনপূর্ব্বক "প্রকৃতিম্" ইত্যাদি পঞ্চ শ্লোক-দ্বারা বিস্তারিত করিতেছেন। সেই প্রকৃতি ও পুরুষের আদি থাকায় তাহাদেরও অন্য প্রকৃতি থাকা সম্ভব, এই অনবস্থার আপত্তি হয় ; অতএব ঐ প্রকৃতি আদিশূন্য ঈশ্বরের শক্তি হওয়ায় এবং পুরুষ তাঁহারই অংশ হওয়ায়, উভয়ই অনাদি-ই। এস্থলে পরমেশ্বরের ও তাঁহার শক্তি-সমূহের অনাদিত্ব ও নিত্যতা ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদও বিস্তৃত প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে আমরা তাহার বিস্তার করিলাম না। বিকার—দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে, গুণ—গুণের পরিণাম সুখ, দুঃখ ও মোহাদিকে প্রকৃতি হইতে জাত জানিবে ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[প্রকৃতি-পুরুষের সংসারহেতুত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে ক্ষেত্রের বিকার, উৎপত্তি, প্রয়োজন ও প্রভাব পাঁচটী শ্লোকে বলিতেছেন—] প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান। বিকার ও গুণসকল প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন—জানিও ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি—কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরম্, কারণানি সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি, তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ, পুরুষো জীবস্তু তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ —যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপ্য-বিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্বং তচ্চাচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি; যথা বহ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনম্, বায়োস্তির্য্যাগ্গমনম্, বৎসাদৃষ্টবশাৎ গোস্তন্যপয়ঃ ক্ষরণমিত্যাদি; অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে; ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনম্ তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যত ইতি ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুঃ—প্রকৃতি হইতে বিকারগুলির জন্ম প্রদর্শন করিয়া পুরুষের সংসারের কারণতা দেখাইতেছেন—'কার্য্য' ইত্যাদি। কার্য্য—শরীর, কারণ—সুখদুঃখের উপাদান ইন্দ্রিয়গুলি। তাহাদের কর্তৃত্ব-বিষয়ে—তদাকারে পরিণতিতে কপিলাদি মহর্ষিগণ প্রকৃতিকে হেতু বলিয়াছেন; পুরুষ—জীব তৎকৃত সুখ-দুঃখের ভোগে হেতু উক্ত হইয়াছে। ভাবার্থ এই—যদিও অচেতন প্রকৃতির আপনা হইতে কর্তৃত্ব সম্ভব নহে, এবং অবিকারী পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে, তথাপি কর্তৃত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার সম্পাদকতা চৈতন্যের অধিষ্ঠানবশতঃ চেতনের অদৃষ্টবশে সম্ভব হয়; যেমন অগ্নির ঊর্দ্ধ্বদিকে জ্বলন, বায়ুর তির্য্যগ্গমন, বৎসের অদৃষ্টবশে গাভীর স্তন্যদুগ্ধের ক্ষরণ ইত্যাদি; অতএব পুরুষের সন্নিধানবশতঃ প্রকৃতির কর্তৃত্ব বলা হয়; ভোক্তৃত্ব—সুখ ও দুঃখের বোধ, তাহাও চেতনধর্ম্মই, প্রকৃতির সন্নিধানবশতঃ পুরুষের ভোক্তৃত্ব কথিত হয় ॥২০॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ (পুরুষ) প্রকৃতিস্থঃ হি (প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত বলিয়াই) প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতিজাত) গুণান্ (গুণসকল) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে)। গুণসঙ্গঃ (প্রাকৃত গুণের আসক্তি বা সঙ্গ) অস্য (এই পুরুষের) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (উত্তমাধম যোনিতে জন্মের) কারণম্ (কারণ) ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথমিত্যত্রাহ পুরুষ ইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে ; অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি, তেষু গুণসঙ্গো গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুঃ—তথাপি অবিকারী জন্মরহিত পুরুষের কিরূপে ভোক্তৃত্ব হইতে পারে? তাহাতে বলিলেন—'পুরুষ' ইত্যাদি। যেহেতু পুরুষ প্রকৃতির কার্য্য দেহে তাদাত্ম্যক্রমে অবস্থিত অর্থাৎ দেহেই আত্মবুদ্ধি করিয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব তজ্জনিত সুখ-দুঃখ অনুভব করিতেছেন ; এই পুরুষের দেবাদি সাধুযোনিতে ও তির্য্যগাদি অসাধুযোনিতে যে যে জন্ম হয়, তাহাতে গুণসঙ্গই—শুভ ও অশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা গুণের সহিত আসক্তিই কারণ ॥ ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[বিকার-সকল প্রকৃতিজাত এবং পুরুষ সংসারের মূল—] কার্য্য (দেহ) ও কারণের (ইন্দ্রিয়) কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয় ; পুরুষকে সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু বলা হয় ॥ ২০ ॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) পরঃ (পরম) পুরুষঃ (পুরুষ) উপদ্রষ্টা (নিকটস্থ দর্শনকারী) অনুমন্তা (অনুমোদনকারী) ভর্ত্তা (ধারক) ভোক্তা (পালক) মহেশ্বরঃ (অধিপতি) পরমাত্মা (অন্তর্য্যামী পরমাত্মা) ইতি চ অপি (এইরূপও) উক্তঃ (কথিত হন ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ–তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারঃ, ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতি কার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরোভিন্ন এব, ন তদ্গুণৈর্যুজ্যতে ইত্যর্থঃ তত্র হেতবঃ,—যস্মাদুপদ্রষ্টা, পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ, তথা অনুমন্তা অনুমোদিতৈব সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ; তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধায়কঃ, ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি স ব্রহ্মাদীনামপি পতিরিতি চ পরমাত্মা অন্তর্য্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রুত্যা, তথা চ শ্রুতিঃ 'এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপালঃ" ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুঃ—অতএব এই প্রকারে প্রকৃতির বিষয়ে জ্ঞানশূন্যতা-হেতু পুরুষের সংসার, স্বরূপতঃ তাহা নহে, এই অভিলাষে তাহার স্বরূপ বলিতেছেন—"উপদ্রষ্টা" ইত্যাদি। এই প্রকৃতির কার্য্য দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ ভিন্নই, প্রকৃতির গুণের সহিত তাঁহার যোজনা নাই ;

মূঃ অনুঃ—[অবিকারী ও অজ পুরুষের ভোক্তৃত্ব কেমন করিয়া সম্ভব ? তাহা বলিতেছেন—] পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই প্রকৃতি-জাত গুণসকল (সুখাদি) ভোগ করে। প্রাকৃতগুণে আসক্তি পুরুষের উত্তমাধম যোনিতে জন্ম-লাভের কারণ ॥ ২১ ॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

যঃ (যিনি) এবং (এতাদৃশ) পুরুষং (পুরুষকে) চ (ও) গুণৈঃ সহ (সগুণ) প্রকৃতি (প্রকৃতিকে) বেত্তি (জানেন), সঃ (সে পুরুষ) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) বর্ত্তমানঃ অপি (প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়াও) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) ॥২৩॥

শ্রীধরঃ—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি—য এবমিতি। এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ পুরুষং যো বেত্তি, প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সুখদুঃখপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি, স পুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিমভিলঙ্ঘ্য বর্ত্তমানোঽপি পুনর্নাভিজায়তে মুচ্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তাহাতে কারণ এই ;—যেহেতু, উপদ্রষ্টা—পৃথক্ হইয়াই সমীপে থাকিয়া দ্রষ্টা—সাক্ষী, অনুমন্তা—অনুমোদনকারী, নিকটে অবস্থান দ্বারাই অনুগ্রাহক ; শ্রুতিতে যথা—"পুরুষ সাক্ষী, চেতাঃ ; কেবল ও নির্গুণ" ইত্যাদি। আরও ঐশ্বর রূপের দ্বারা ভর্ত্তা—ধারক, ভোক্তা—পালক ; তিনি মহান্ ও ঈশ্বর, ব্রহ্মাদির অধিপতি ও পরমাত্মা—অন্তর্য্যামি,—এইরূপে শ্রুতি-কর্ত্তৃক কথিত হয়েন ; শ্রুতি যথা—"ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই ভূতপতি, ইনিই লোকপাল" ইত্যাদি ॥ ২২ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞানাভাব হইতে পুরুষের সংসার-বন্ধন, তাহা কিন্তু স্বরূপগত নহে—এই অভিপ্রায়ে পুরুষের স্বরূপ বলিতেছেন—] এই (প্রকৃতিজাত) দেহে পুরুষ (বস্তুতঃ) নিকটস্থ দ্রষ্টা, অনুমোদনকারী, ভর্ত্তা (ধারক), ভোক্তা (পালক), (তিনি) পরমেশ্বর, ও অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বলিয়াও কথিত ॥ ২২ ॥ [কোন কোন আচার্য্য এই শ্লোককে দেহী জীবের সহিত দেহ-মধ্যে অবস্থিত—অন্তর্য্যামী পরমাত্মার বর্ণনা বলিয়া বিচার করিয়াছেন।]

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥

কেচিৎ (কেহ কেহ অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্তগণ) দেহে (দেহমধ্যে) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) আত্মনা (মনের দ্বারা) ধ্যানেন (ধ্যান করিয়া) পশ্যন্তি (দর্শন করিয়া থাকেন); অন্যে (অপরে অর্থাৎ অবিশুদ্ধচিত্তগণমধ্যে কেহ) সাংখ্যেন (জ্ঞানযোগদ্বারা) যোগেন (অষ্টাঙ্গ-যোগ-দ্বারা) [এবং] অপরে (অপর কেহ) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মযোগ-দ্বারা) [দর্শনের চেষ্টা করেন] অন্যে তু (আবার অপর কেহ) এবং (এইরূপ—তত্ত্ব বা উপায়) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অন্যেভ্যঃ (অপরের অর্থাৎ উপদেশকগণের নিকট) শ্রুত্বা (শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করিয়া থাকেন) ; তে অপি (তাঁহারাও) শ্রুতিপরায়ণাঃ (তাদৃশ উপদেশ-শ্রবণনিষ্ঠ হইয়া) মৃত্যুং চ (মৃত্যুকে) অতিতরন্তি এব (নিশ্চয়ই অতিক্রম করিতে পারেন) ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধন-বিকল্পানাহ—ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। ধ্যানেনাত্মকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা আত্মনি দেহ এব আত্মনা মনসা এনমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি ; অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষ-বৈলক্ষণ্যা-লোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেনাপরে চ কর্ম্মযোগেন পশ্যন্তীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্তন্নিষ্ঠাভেদাভি-প্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুঃ—এইরূপে প্রকৃতি ও পুরুষের বিচারে জ্ঞানবানের প্রশংসা করিতেছেন—"য এবম্" ইত্যাদি। এইরূপ সাক্ষী প্রভৃতি-রূপে যিনি পুরুষকে অবগত হন এবং প্রকৃতিকেও সুখ-দুঃখাদির পরিণাম গুণগুলির সহিত যিনি জানেন, সেই পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বিদ্যমান থাকিলেও পুনর্ব্বার জন্ম লাভ করেন না, অর্থাৎ মুক্তিই প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণমাত্মানং সাক্ষাৎ-কর্ত্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেঽপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণ-পরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫ ।

স্বঃ অনুঃ—এই প্রকারে বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের অপর উপায়ও বলিতেছেন—'ধ্যানেন" ইত্যাদি দুই শ্লোক। ধ্যানে—আত্মাকারে বিশ্বাসের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন-দ্বারা, আত্মায়—দেহেই, আত্মা-দ্বারা—মন-দ্বারাই কেহ কেহ আত্মাকে দেখেন। কিন্তু অপর কেহ কেহ সাংখ্য—প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্যের আলোচনাদ্বারা, কেহ কেহ বা অষ্টাঙ্গ-যোগ-দ্বারা অন্য লোকে কর্ম্মযোগের সাহায্যে আত্মাকে দর্শন করেন—এইরূপে সর্ব্বত্র সম্বন্ধ ; এই ধ্যানাদির যথাযোগ্য ক্রমের একত্র সংগ্রহ থাকিলেও সেই সেই উপায়ে নিষ্ঠার পার্থক্যের অভিপ্রায়েই বিকল্পগুলির কথন হইল ॥ ২৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতি নিকৃষ্ট অধিকারিগণের নিস্তারের উপায় বলিতেছেন—"অন্যে তু" ইত্যাদি। অপর পুরুষগণ সাংখ্য ও যোগাদি উপায়ে এইরূপ সাক্ষিরূপাদি-লক্ষণযুক্ত আত্মাকে সাক্ষাৎ দেখিতে না পাইয়া অন্য আচার্য্য-মুখ হইতে উপদেশক্রমে শুনিয়া উপাসনা—ধ্যান করেন, তাঁহারাও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপদেশ-শ্রবণে নিষ্ঠাবান্ হওয়ায় মৃত্যু—সংসার হইতে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হন ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞানের ফল বলিতেছেন—]যিনি পুরুষকে ও স্বগুণাদি-সহিত প্রকৃতিকে এইরূপ জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[এতাদৃশ বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন সাধন দুই শ্লোকে বলিতেছেন—] কেহ কেহ অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্তগণ দেহমধ্যে আত্মাকে

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬॥

হে ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) স্থাবরজঙ্গমং (স্থাবর-জঙ্গম) সত্ত্বং (প্রাণী) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়), তৎ (তৎসমস্ত) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে—উৎপন্ন বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ—যাবদিতি, যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। যাবৎ যৎকিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সমুৎপদ্যতে, তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যোগাদবিবেককৃত তাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—সেই বিষয়ে কর্ম্মযোগ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে, ধ্যানযোগ ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ধ্যানাদিরও সাংখ্যজ্ঞান হইতে পৃথক্ আত্মবিষয়তা হওয়ায় অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সাংখ্যই বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছেন—"যাবৎ" ইত্যাদি। যে-কিছু বস্তুমাত্র উৎপত্তি লাভ করে, সে-সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ হইতে অর্থাৎ তাহাতেই অবিবেকজনিত আত্মার আরোপের ফলে হইয়া থাকে, জানিও ॥ ২৬ ॥

মনের দ্বারা ধ্যান করিয়া দর্শন করিয়া থাকেন। অপরে অর্থাৎ অবিশুদ্ধচিত্তগণমধ্যে কেহ সাংখ্যযোগদ্বারা, কেহ বা অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা এবং অপর কেহ কর্ম্মযোগদ্বারা দর্শন করেন ॥ ২৪ ॥ (মূঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[অতি নিম্নাধিকারিগণের নিস্তারের উপায় বলিতেছেন—] আর, অপর কেহ এইরূপ (তত্ত্ব বা উপায়) না জানিয়া, অন্যে আচার্য্যের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন; তাঁহারাও শ্রবণনিষ্ঠ হইয়া মৃত্যুকে অবশ্যই অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ২৫ ॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বেষু (সকল) ভূতেষু (ভূতমধ্যে) সমং (সমভাবে) তিষ্ঠন্তং (অবস্থিত), বিনশ্যৎসু (বিনাশশীল মধ্যে) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দেখেন), সঃ (তিনি) পশ্যতি (সম্যক্ দর্শন করেন) ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্ম-বিষয়ং সম্যগ্ দর্শনমাহ—সমমিতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষং সদ্রূপেণ সমং যথা ভবত্যেবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি, নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—অবিবেক-জনিত সংসারের উৎপত্তি বলিয়া তাহার নিবৃত্তির জন্য বিশুদ্ধ আত্ম-বিষয়ে সম্যক্ দর্শন বলিতেছেন—"সমম্" ইত্যাদি। যিনি স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত ভূতে নির্ব্বিশেষভাবে (সদ্রূপে) সমানভাবেই অবস্থিত পরমাত্মার অবস্থিতি দর্শন করেন, অতএব সেই ভূতগুলির বিনাশেও পরমাত্মার অবিনাশ যিনি দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত দর্শন করেন ; অন্যে নহে ॥ ২৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত সাংখ্যযোগের বিস্তার করিতে-ছেন—] হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী জগতে উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও ॥ ২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[অবিবেক-জনিত সংসার ও বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান হইতে উহার নিবৃত্তি—তদভিপ্রায়ে সম্যক্ দর্শনের কথা বলিতেছেন—]সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীল-মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন করেন, তিনি সম্যক্ দর্শন করেন ॥ ২৭ ॥

**সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥**

হি (কারণ) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) সমং (তুল্যভাবে) সমবস্থিতম্ (বিরাজমান) ঈশ্বরং (পরমেশ্বরকে) পশ্যন্ (দর্শনকারী ব্যক্তি) আত্মনা (মন দ্বারা) আত্মানং (আত্মা বা চেতন-স্বরূপের) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না) ; ততঃ (অতএব) পরাং (পরমা) গতিং (গতি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যত আহ—সমং পশ্যন্নিতি। সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে সমং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপেনাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যস্মাদাত্মনা স্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি , যস্ত্বেবং ন পশ্যতি, স হি দেহাত্মদর্শী, দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি। তথা চ শ্রুতিঃ,—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ" ॥ ইতি ॥ ২৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—কিরূপে ? ইহাতে বলিলেন—"সমং পশ্যন্" ইত্যাদি। সর্ব্বভূতে তুল্যভাবে—সম্যক্ অস্থলতরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দেখিতে গিয়া যেহেতু তিনি আত্মাদ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, অবিদ্যাদ্বারা সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাকে নিন্দা-পূর্ব্বক বিনাশ করেন না, সেহেতু তিনি শ্রেষ্ঠ গতি মোক্ষই লাভ করেন ; কিন্তু যিনি এরূপ দেখেন না, তিনি দেহে আত্মবুদ্ধিকারী—তিনি দেহের সহিত আত্মার হিংসা করেন। এই বিষয়ে শ্রুতিও যথা—"সেই অসূর্য্য-নামক লোক-(স্থান) গুলি অন্ধতামস-দ্বারা আবৃত ; যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহারা পরলোকে সেই লোক-(স্থান) গুলিতে পতিত হয়।" ॥ ২৮ ॥

মূঃ অনুঃ— [কিরূপে ইহা সম্যগ্ দর্শন, তাহাই বলিতেছেন—] কারণ, সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজমান পরমেশ্বরকে দর্শনকারী ব্যক্তি নিজে আত্মঘাতী হন না ; অতএব পরমা গতি লাভ করেন ॥ ২৮ ॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

যঃ (যিনি) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকলকে) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব-প্রকারে) ক্রিয়মাণানি (অনুষ্ঠিত হইতেছে—), তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা) পশ্যতি (দর্শন করেন), সঃ (তিনি) পশ্যতি (প্রকৃত দর্শন করেন) ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—ননু শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি, তথাত্মানঞ্চাকর্ত্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং, ন স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি, নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি বল, শুভ ও অশুভ কর্ম্মের কারকরূপে বৈষম্য দেখা গেলেও কিরূপে আত্মার তুল্যতা হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিলেন—"প্রকৃত্যা" ইত্যাদি। দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপে পরিণতা প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকারে কার্য্যগুলি করিতেছে—ইহা যিনি দেখেন এবং দেহে আত্মবুদ্ধিহেতুই আত্মার কর্ত্তৃত্ব-বোধ, আপনা হইতে নহে, অতএব আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না,— এইরূপ যিনি দেখেন, তিনিই ঠিক দেখিতেছেন; অন্যে নহে ॥ ২৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা আত্মাতে সমভাব কেমন করিয়া হয়—তদুত্তরে বলিতেছেন—] সকল কর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হয় এবং আত্মা অকর্ত্তা—ইহা যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী ॥ ২৯ ॥

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

[তাদৃশ দ্রষ্টা] যদা (যে কালে) ভূতপৃথগ্‌ভাবং (ভূতসকলের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহকে) একস্থং (এক প্রকৃতিতে অবস্থিত) ততঃ এব চ (এবং সেই প্রকৃতি হইতেই) [তাহাদের] বিস্তারং (বিস্তার বা প্রকাশ) অনুপশ্যতি (বুঝিতে পারেন), তদা (তখন) [তিনি] ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্ম-স্বরূপতা উপলব্ধি করেন) ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং ভূতানামপি প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেনাভেদাদ্ভূতভেদকৃতমপ্যাত্মনো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ—যদেতি। যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্‌ভাবং ভেদং একস্থং একস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যতি আলোচয়তি, অতএব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি, তদা প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সংপদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥৩০॥

সুঃ অনুঃ—ভূতসমূহ কেবল প্রকৃতিরূপে অভিন্ন হওয়ায় আকার-গত পার্থক্য থাকিলেও যিনি আত্মার ভেদ-দর্শন করেন না, তিনি ব্রহ্ম-ভাব লাভ করেন। এক্ষণে ইহাই বলিলেন—"যদা" ইত্যাদি। যখন স্থাবর-জঙ্গম ভূতসমূহের পৃথগ্‌ভাব একস্থ—একমাত্র ঈশ্বর-শক্তি প্রকৃতিতে প্রলয়কালে অবস্থিত বলিয়া দেখেন অর্থাৎ যিনি আলোচনা করেন, অতএব সেই প্রকৃতির নিকট হইতে ভূতসমূহের বিস্তার সৃষ্টি-সময়ে চিন্তা করেন, তখন কেবল প্রকৃতিরূপে ভূতসমূহেরও অভেদ দর্শন করিয়া পরিপূর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন—তিনি ব্রহ্মই হন ॥ ৩০ ॥

মূঃ অনুঃ—[এক্ষণে, ভূতসকলও প্রকৃতিমাত্র বলিয়া প্রকৃতি হইতে অভিন্ন হওয়ায় ভূতরূপ উপাধি-জনিত যে আত্মার ভেদ, তাহা যিনি না দেখেন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাই বলিতেছেন—] তাদৃশ সম্যগ্‌ দ্রষ্টা যে কালে ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব সকলকে একমাত্র প্রকৃতিতে

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥

হে কৌন্তেয় ! অনাদিত্বাৎ (অনাদিত্ব-হেতু) [ও] নির্গুণত্বাৎ (গুণাতীতত্ব-হেতু) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ (অবিকারী) পরমাত্মা শরীরস্থঃ অপি (দেহমধ্যে অবস্থিত হইয়াও) ন করোতি (কোন কর্ম্ম করেন না) [এবং] ন লিপ্যতে (কোন কর্ম্মফলেও লিপ্ত হন না) ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—তথাপি সংসারাবস্থায়াং দেহসম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনম্ ? তত্রাহ—অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ, তদেব হি ব্যতি, বিনাশমেতি, যচ্চ গুণবদ্বস্তু, তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি ; অয়ং তু পরমাত্মা অনাদির্নির্গুণশ্চ, অতোঽব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ, তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি ন চ কর্ম্মফলৈর্লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুঃ—তথাপি পরমেশ্বরের সংসারাবস্থায় দেহের সম্বন্ধ-জনিত কর্ম্ম ও তাহার ফল সুখ-দুঃখাদি দ্বারা বৈষম্য পরিহার করা দুষ্কর, অতএব কিরূপে সমদর্শন হয় ? তাহাতে বলিলেন—"অনাদিত্বাৎ" ইত্যাদি। যাহার জন্ম আছে, তাহাই বিনাশ পায়, যাহা গুণযুক্ত বস্তু তাহার গুণের ধ্বংসে তাহার নাশ হয়। কিন্তু এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ, অতএব অব্যয় ও বিকারশূন্য। সুতরাং তিনি শরীরে অবস্থিত হইয়াও কিছুই করেন না বা কর্ম্মের ফলের সহিত সংযুক্ত হন না ॥ ৩১ ॥

অবস্থিত এবং প্রকৃতি হইতেই তাহাদের বিস্তার বুঝিতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপতা উপলব্ধি করেন ॥ ৩০ ॥ (মূঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[তথাপি দেহবদ্ধ আত্মার সংসারদশায় সুখ-দুঃখাদি-হেতু বৈষম্য দুষ্পরিহার্য্য ; অতএব তাহার পক্ষে সমদর্শন কোথায় ? তাহাতে বলিতেছেন—] অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব-নিবন্ধন অবিকারী পরমাত্মা শরীরস্থ হইয়াও [কিছু] করেনও না, [কোন কর্ম্মফলে] লিপ্তও হন না ॥৩১॥

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥

যথা (যেমন) সর্বগতং (সর্ব্বত্র অবস্থিত) [হইয়াও] আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতা-হেতু) ন উপলিপ্যতে (কোন বস্তুর দ্বারা উপলিপ্ত হয় না) তথা (তদ্রূপ) দেহে (দেহ-মধ্যে) সর্বত্র (সর্বস্থান ব্যাপিয়া) অবস্থিতঃ (অবস্থিত) আত্মা [অপি—ও] ন উপলিপ্যতে (দেহাদি-ধর্ম্মে উপলিপ্ত হন না) ॥ ৩২ ॥

হে ভারত! যথা (যেরূপ) একঃ (এক) রবিঃ (সূর্য্য) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) লোকং (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে), তথা (তদ্রূপ) ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত আত্মা) কৃৎস্নং (সমগ্র ক্ষেত্রং (দেহকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশিত করে) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথা সর্ব্বগতং পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে, তথা সর্বত্র উত্তমে, মধ্যমে, অধমে বা দেহে স্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্দোষগুণৈর্ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—অসঙ্গত্বাল্লেপো নাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং, প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

সুঃ অনুঃ—সেই বিষয়ে দৃষ্টান্তের সহিত যুক্তি বলিলেন—"যথা" ইত্যাদি। যেরূপ সর্বত্রস্থিত—পঙ্ক প্রভৃতিতেও অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্মতা ও অনাসক্তিহেতু পঙ্কাদি-দ্বারা সংযুক্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত উত্তম, মধ্যম বা অধম দেহে থাকিয়াও আত্মা উপলিপ্ত হন না—দেহ-সম্বন্ধীয় দোষ ও গুণের সহিত যুক্ত হন না। ইহাই অর্থ ॥ ৩২ ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

যে (যাঁহারা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরম্ (ভেদ) এবং (উক্ত প্রকারে) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষু-দ্বারা) বিদুঃ (জানেন), ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতসকলের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের বিষয়) [অবগত হন], তে (তাঁহারা) পরং (পরম পদ) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। **এবমুক্ত**-প্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন **চক্ষুষা** যে বিদুঃ, তথা যেয়মুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৪ ॥

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপুরুষৌ
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং প্রকৃতিপুরুষবিবেক-যোগো (বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো) নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—অসঙ্গহেতু আত্মার সংযোগ নাই, ইহা আকাশের দেখাইয়াছেন। স্বয়ং প্রকাশক হওয়ায় প্রকাশযোগ্য পদার্থের ধর্ম্মের সহিত তাঁহার সংযোগ নাই, ইহা সূর্য্যের উদাহরণে বলিলেন—"যথা প্রকাশয়তি" অর্থাৎ 'যেমন সূর্য্য প্রকাশ করেন' ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—] যেমন আকাশ সর্বত্রাবস্থিত হইয়াও সূক্ষ্মতা-হেতু উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ দেহে সর্ব্বত্র অবস্থিত আত্মাও উপলিপ্ত হন না ॥ ৩২ ॥

স্বঃ অনুঃ—অধ্যায়ের তাৎপর্য্য উপসংহার রিতেছেন—"ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ" ইত্যাদি। এই প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য যাঁহারা বিবেকজ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা জানিতে পারেন, আরও যাঁহারা ভূতগণের পূর্ব্বোক্তরূপা প্রকৃতি ও তাহা হইতে মোক্ষের উপায় ধ্যানাদি জানেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪ ॥

যে তত্ত্বদ্বারা (পরস্পর) মিশ্র প্রকৃতি ও পুরুষ পৃথগ্‌রূপে বিচারিত হয়, সেই পরমানন্দ নন্দনন্দন ঈশ্বরকে বন্দনা করি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা 'সুবোধিনী'তে প্রকৃতিপুরুষবিবেক-যোগ (ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ-যোগ) নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[পূর্বে আকাশের দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে। এক্ষণে, আত্মা প্রকাশক বলিয়া প্রকাশ্য পদার্থের কোন ধর্ম্মের দ্বারা যে যুক্ত হয় না, তাহা সূর্য্যের দৃষ্টান্ত-সাহায্যে বুঝাইতেছেন—] হে ভারত! যেরূপ এক সূর্য্য এই সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত আত্মা সমগ্র দেহকে প্রকাশিত অর্থাৎ চেতনাযুক্ত করে ॥ ৩৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[উপসংহারের অধ্যায়ের উদ্দেশ্য বলিতেছেন—] যাঁহারা উক্ত প্রকারে জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূত-সকলের প্রকৃতি-কবল হইতে মুক্তির বিষয় অবগত হন, তাঁহারা পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতি-গ্রন্থে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ (বা ক্ষেত্রক্ষত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ) নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

ক্ষেত্র—ভোগায়তন শরীর। সংসার বীজের অথবা ভোগ্য সুখ-দুঃখাদির অঙ্কুরোদ্গম-স্থান বলিয়া, কিম্বা ভোগের স্থান বলিয়া দেহকে 'ক্ষেত্র' বলা হয়।

ক্ষেত্রজ্ঞ—(১) এই দেহ বা ক্ষেত্রে যাঁহার অহং মম-বুদ্ধি, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। (২) যিনি দেহকে আত্মা হইতে শয্যা, আসন, বস্ত্রাদির ন্যায় ভিন্ন এবং আত্মার ভোগ ও মোক্ষের সাধন বলিয়া জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। (৩) এই শরীরকে অবয়বশঃ—অবয়ব-বিভাগে ও সংঘাতরূপে সমষ্টিভাবে আমি জানি, এই জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ।

অতএব উপরি-উক্ত ত্রিবিধ (বরং একবিধ) অর্থে ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দে দেহাবস্থিত 'জীবাত্মা' বা 'দেহী' বুঝায়।

ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দের অপর অর্থ—দেহাধিষ্ঠিত 'পরমাত্মা' (অন্তর্য্যামী)—(গীঃ ১৩।২)। জীব-ক্ষেত্রজ্ঞ নিজ নিজ-দেহকে মাত্র জানেন; কিন্তু সর্বেশ্বরপরমাত্মা-ক্ষেত্রজ্ঞ নিয়ামকরূপে ও পরিপালকরূপে সকল ক্ষেত্রকেই জানেন। অতএব জীব-স্বক্ষেত্রজ্ঞ, পরমাত্মা-সর্বক্ষেত্রজ্ঞ। এই অর্থে অন্বয়—"সর্বক্ষেত্রে অনুগত আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও।" (গীঃ ১৩।২২) শ্লোকে পরমাত্মা-ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় কথিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যান্তরে—জীব-ক্ষেত্রজ্ঞকে আমি বলিয়াই (মামেব) জান। বদ্ধ-ক্ষেত্রজ্ঞ তাহার শুদ্ধস্বরূপে চিদংশে ভগবানের সজাতীয় বিভিন্নাংশ। এই বিচারে জীব-ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মা-ক্ষেত্রজ্ঞের নিত্যভেদ-সত্ত্বেও একাত্মতা কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রপদ—ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য-বোধনার্থ শ্রীব্যাসদেব-কর্ত্তৃক রচিত সূত্রসমূহ—ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন। উহার পদ অর্থাৎ বাক্য। ব্রহ্মসূত্রের নামান্তর—উত্তর-মীমাংসা। ইহাই বস্তুতঃ প্রকৃত ও বিশুদ্ধ আস্তিক্য-দর্শন।

মহাভূত প্রভৃতি—পৃথিবী, সলিল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ স্থূল মহাভূত। স্থূল পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থা—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চ তন্মাত্র (সূক্ষ্ম মহাভূত)। পঞ্চ তন্মাত্রের কারণ—অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণ বুদ্ধি বা মহৎ, বুদ্ধি বা মহতের কারণ—প্রকৃতি, অব্যক্ত (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনের সাম্যাবস্থা)। গন্ধাদি পঞ্চতত্ত্ব যথাক্রমে নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—ইহারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন। প্রকৃতি হইতে পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত—চব্বিশটী তত্ত্ব। প্রকৃতির অতীত জীব বা পুরুষ—পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। এই পঁচিশটী তত্ত্ব নিরীশ্বর;সাংখ্য-দর্শনের আলোচ্য বিষয়। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরও ঊর্দ্ধে সর্বকারণ-কারণরূপে অবস্থিত—ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব 'পরম পুরুষ' পরাৎপর তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্)। এই ষড়্‌বিংশ তত্ত্বের জ্ঞানই তত্ত্ব-বিজ্ঞান।

ধ্যান—ভক্তিযোগ (রামানুজ); বিশুদ্ধচিত্তে উদিত মহেশ্বর-স্বরূপের মানস প্রত্যক্ষ (বলদেব); আত্মাকার-প্রত্যয়া বৃত্তি (শ্রীধর)।

সাংখ্য—বেদোক্ত ভগবৎস্বরূপজ্ঞান (মধ্ব); প্রকৃতি-পুরুষের ভেদালোচনা (শ্রীধর); জ্ঞান যাহাতে ধ্যান তদধীন (বলদেব)। সম্যক্ জ্ঞানই সাংখ্য অর্থাৎ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান,—ইহা নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন নহে।

যোগ—অষ্টাঙ্গ যোগ—যাহাতে জ্ঞান তদধীন (বলদেব); অন্তর্গত জ্ঞানযুক্ত কর্মযোগ (রামানুজ),—এই বিচারে অষ্টাঙ্গ যোগ কর্মযোগের অন্তর্ভূর্ক্ত। যোগ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগ (শ্রীধর)

কর্ম্মযোগ—অন্তর্গত ধ্যান-জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম (বলদেব); ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম।

পরিপ্রশ্নমালা

১। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে ? (গীঃ ১৩।১)

২। সর্বক্ষেত্রজ্ঞ বা সর্বান্তর্যামী কে ? (গীঃ ১৩।২)

৩। তত্ত্বোপলব্ধিসাধকের কি কি গুণ বা লক্ষণ আছে ? (গীঃ ১৩।৭-১১)

৪। পরব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপ ? (গীঃ ১৩।১২—১৭)

৫। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব সম্যগ্ উপলব্ধ হয় কি ? গীঃ ১৩।১৮)

৬। জীব ও ঈশ্বর বা প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ ? (গীঃ ১৩।২০)

৭। ভক্তিযোগের সহিত ধ্যান, সাংখ্য-যোগ ও কর্ম্ম-যোগের কিরূপে সমন্বয় হয় ? (গীঃ ১৩।২৪-২৫)

৮। সর্বত্র ঈশ্বর-বিভূতি ও তদন্তর্য্যামিত্বোপলব্ধি হইলে কি প্রাপ্য হয় ? (গীঃ ১৩।৩০)

৯। আত্মা, পরমাত্মা কি প্রকৃতির কোনও গুণ বা বিকারে লিপ্ত হন ? (গীঃ ১৩।৩১-৩৩)

১০। প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তির কিরূপ গতি লাভ হয় ? (গীঃ ১৩।৩৪)

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ

কথাসার

প্রকৃতি-পুরুষের স্বতন্ত্রতা নিষেধপূর্ব্বক প্রকৃতির গুন-সঙ্গ হইতে সংসার-বৈচিত্র্যের সবিস্তার বর্ণন এই অধ্যায়ের বিষয়।

বিবিধ জ্ঞানরূপ সাধন-মধ্যে সত্ত্ব-রজস্তমঃ এই ত্রিগুণের জ্ঞান—এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা উপদেশ। গুণত্রয়ের তত্ত্ব আয়ত্ত হইলে দেহ-বন্ধন হইতে ঐকান্তিক-মুক্তি লাভ হয়, তখন সৃষ্টির আদিতেও পুনর্জন্ম হয় না এবং প্রলয়েও কোন দুঃখ-প্রাপ্তি ঘটে না। আদি-সৃষ্টিকালে এবং পরবর্ত্তী কালেও জগতে যত জীবসৃষ্টি হইয়া থাকে, ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগই তাহার কারণ। প্রলয়ান্তে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরম-পুরুষ অণুচেতন জীবসমূহকে তাহাদের বাসনানুযায়ী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। ইহাই প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ ঈশ্বরের বীর্য্যাধান। অনন্তর প্রকৃতির ত্রিগুণ নির্ব্বিকার চিৎস্বরূপ জীবকে গুণজাত দেহে আবদ্ধ করে।

সত্ত্বগুণ প্রকাশ-স্বভাব ও শান্ত, তাহা জীবকে জ্ঞান ও সুখে আসক্ত করে। রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি-জনক, তাহা জীবকে কর্ম্মে আসক্ত করে। তমোগুণ অজ্ঞানজাত ও মোহন-স্বভাব, তাহা জীবকে প্রমাদ, আলস্যাদিতে আবদ্ধ করে। রজস্তমঃকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব, সত্ত্ব-তমঃকে অভিভূত করিয়া রজঃ, সত্ত্বরজঃকে অভিভূত করিয়া তমঃ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। ঐ প্রকারে সত্ত্বের প্রাধান্যে প্রকাশ ও জ্ঞান, রজোগুণের প্রাধান্যে লোভ, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, উদ্যম, স্পৃহা এবং তমোগুণের

প্রাধান্যে অজ্ঞান, উদ্যমাভাব, অনবধানতা, মোহ—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বগুণের ফল—সুখ, রজোগুণের ফল—দুঃখ, তমোগুণের ফল—অজ্ঞান। সত্ত্বগুণীর স্বর্গাদি উর্দ্ধগতি, রজোগুণীর মর্ত্ত্যে অবস্থিতি ও তমোগুণীর অধোগতি লাভ হয়।

জাগতিক ব্যাপারে গুণত্রই কর্ত্তা, কিন্তু পরম-পুরুষ গুণত্রয়ের অতীত ও অধীশ্বর—ইহা জানিয়া ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া মুক্তি-লাভে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়।

গুণাতীত ব্যক্তি দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষার অতীত, উদাসীন, অচঞ্চল, সুখ-দুঃখপ্রিয়াপ্রিয়-নিন্দাস্তুতি-মানাপমান ও শত্রুমিত্রে সমভাব, ধীর, সর্বোদ্যম-পরিত্যাগী। ঐকান্তিক ভক্তিযোগেই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবের যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীভগবান্ই ব্রহ্মের নিত্যামৃতের, সনাতন-ধর্মের ও ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা।

শিক্ষা—গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণেরই সমাদর। গুণত্রয়ের অতীত বিশুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান্কে পাইতে হইলে শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইতে হইবে। সর্ববন্ধনমুক্ত হইয়া হরিভজন করিবার জন্য শ্রীহরির প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তিই আশ্রয়ণীয়া।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) [হে অর্জ্জুন !] ভূয়ঃ (আবার) [তোমাকে] জ্ঞানানাং (উপদেশ বা সাধন-সকলের মধ্যে) উত্তমং (মুখ্য) পরং (অপর এক) জ্ঞানং (উপদেশ) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যে জ্ঞান) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) সর্ব্বে (সকল) মুনয়ঃ (মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহ-বন্ধন হইতে) পরাং (পরম) সিদ্ধিং (মুক্তি) গতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১ ॥

পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে ॥

শ্রীধরঃ—"যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥" ইত্যুক্তং, স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ, কিন্ত্বীশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্ব্বকং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু" ইত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদি-গুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবংভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি—শ্রীভগবান্ উবাচ "পরং ভূয়ঃ" ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমাত্ম-নিষ্ঠং 'জ্ঞায়তেঽনেনে'তি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথম্ভূতম্ ? জ্ঞানানাং তপঃকর্ম্মাদিবিষয়ানাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্ জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্ব্বে ইতো দেহবন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

পুরুষ ও প্রকৃতির গুণসঙ্গ হইতে স্বতন্ত্রতা বারণ করিয়া এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সংসার-বৈচিত্র্য বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন।

সুঃ অনুঃ - '"হে ভরতর্ষভ ! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হইতেছে"—ইহা উক্ত হইল ; সেই

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

[মুনিগণ] ইদং (এই বক্ষ্যমাণ) জ্ঞানম্ (জ্ঞানসাধন) উপাশ্রিত্য (অবলম্বন করিয়া) মম (আমার) সাধর্ম্ম্যম্ (সমানধর্ম্মতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে অপি (আদিসৃষ্টি-কালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করেন না) প্রলয়ে চ (এবং প্রলয়কালেও) ন ব্যথন্তি (দুঃখ প্রাপ্ত হন না) ॥ ২ ॥

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণের ন্যায় নিজের ইচ্ছা-ক্রমে নহে ; পরন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে, ইহা বলিয়া "দেবাদি উচ্চ ও তির্য্যগাদি নীচ যোনিতে জন্মলাভের একমাত্র কারণ, শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্পর্ক"—এই বাক্যদ্বারা কথিত সত্ত্বাদি গুণের কৃত সংসার-বৈচিত্র্য বিস্তৃতরূপে বলিতে যাইয়া এইরূপ পরবর্ত্তী অর্থের প্রশংসা করিলেন—শ্রীভগবান্ বলিলেন—"পরং ভূয়ঃ" ইত্যাদি দুই শ্লোক। পর—পরমাত্মনিষ্ঠ, যাহাদ্বারা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান—উপদেশ, আবার তোমাকে পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান উৎকৃষ্টরূপে বলিব। কিরূপ ? এই জ্ঞান—মোক্ষের কারণ হওয়ায় জ্ঞানসাধনসমূহের—তপ ও কর্ম্মাদি বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ; তাহাই বলিতেছেন—যাহা জানিয়া—পাইয়া মননশীল মুনিগণ সকলে এই দেহবন্ধন হইতে পরমাসিদ্ধি—মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বজীবের উৎপত্তি পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে উহাদের কোন স্বতন্ত্রতা নাই ; ঈশ্বরেচ্ছাক্রমেই উহার সংঘটন হয়—ইহা বলিয়া সত্ত্বাদি-গুণকৃত জগদ্বৈচিত্র্য-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] শ্রীভগবান্ বলিতে লাগিলেন—সকল জ্ঞান-সাধন মধ্যে মুখ্য অপর এক জ্ঞান বা উপদেশ বলিব—যাহা জানিয়া মুনিগণ এই দেহ-বন্ধন হইতে ঐকান্তিক মুক্তি লাভ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩॥

মহৎ ব্রহ্ম (প্রধান-সংজ্ঞক ব্রহ্ম বা প্রকৃতি) মম (আমার) যোনিঃ (গর্ভাধান-স্থান), তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গর্ভং (জীবরূপ বীজ) দধামি (স্থাপন করি)। হে ভারত! ততঃ (তাহার পর) সর্ব্বভূতানাং (সকল জীবের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ভবতি (হয়)॥ ৩॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য জ্ঞান-সাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষূৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে, তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি প্রলয়দুঃখং নানুভবন্তি পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ॥ ২॥

শ্রীধরঃ—তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বান্মহৎ, বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্বা ব্রহ্ম—প্রকৃতিরিত্যর্থঃ; তন্মহদ্ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানং, তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদা-

---

সুঃ অনুঃ—আরও 'ইদম্' ইত্যাদি। এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানের আশ্রয় করিয়া—জ্ঞানসাধন (জ্ঞানলাভের) উপায় অনুষ্ঠান করিয়া আমার সমান-ধর্ম্ম—আমার রূপতা পাইয়া সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাদির উৎপত্তিতেও তিনি জন্মলাভ করেন না; সেইরূপ প্রলয়েও দুঃখ অনুভব করেন না,—পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না. ইহাই অর্থ॥ ২॥

মূঃ অনুঃ—এই জ্ঞানের আশ্রয়ে আমার সাধর্ম্ম (অষ্টগুণ-সমতা) প্রাপ্ত হইয়া জীব আদি-সৃষ্টিকালেও পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না এবং প্রলয়েও কোন দুঃখ অনুভব করে না॥ ২॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪॥

হে কৌন্তেয়! (কুন্তীপুত্র!) সর্ব্বযোনিষু (দেব-মনুষ্যাদি সকল যোনিতে) যাঃ (যত) মূর্ত্তয়ঃ (মূর্ত্তি) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), মহদ্ ব্রহ্ম (প্রধান বা প্রকৃতি) তাসাং (তাহাদের) যোনিঃ (মাতৃস্থানীয় উৎপত্তিস্থান), অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (গর্ভাধান-কর্ত্তা) পিতা (পিতৃস্থানীয়)॥ ৪॥

ভাসং দধামি নিক্ষিপামি, প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ, ততো গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতীতি॥ ৩॥ (শ্রীধরঃ)

শ্রীধরঃ—ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রম এব মদধিষ্ঠানেনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারোঽপি তু সর্ব্বদৈবেত্যাহ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্ত্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে, তাসাং মূর্ত্তীনাং মহদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতির্যোনির্মাতৃস্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা॥ ৪॥

সুঃ অনুঃ—অতএব এইরূপ প্রশংসা দ্বারা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণপূর্ব্বক পরমেশ্বরের অধীন প্রকৃতি ও পুরুষের সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-বিষয়ে কারণতা, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে, এই বিষয় বলিতেছেন—"মম" ইত্যাদি। দেশ ও কালের দ্বারা যাহার পরিচ্ছেদ বা সীমা করা যায় না, তাহাই মহৎ, বৃংহণহেতু বা স্বকার্য্যগুলির বৃদ্ধিহেতু ব্রহ্ম—প্রকৃতি; সেই মহৎ ব্রহ্ম—প্রকৃতি পরমেশ্বর আমার যোনি—গর্ভাধানের স্থান; তাহাতে আমি গর্ভ—জগৎবিস্তারের উপাদান চিদাভাস নিক্ষেপ করি অর্থাৎ প্রলয়ে আমাতে লয়প্রাপ্ত অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মে মনোনিবেশযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে সৃষ্টি-সময়ে ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত যোজনা করিয়া থাকি; সেই গর্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ৩॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

হে মহাবাহো! প্রকৃতিসম্ভবাঃ (অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে প্রকটিত) সত্ত্বং রজস্তম ইতি (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিনটী) গুণাঃ (গুণ) দেহে (জড়দেহ-মধ্যে) অব্যয়ং (নির্ব্বিকার) দেহিনং (চিৎস্বরূপ জীবকে) নিবধ্নন্তি (বদ্ধ করে) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতপুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্যেদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি—সত্ত্বমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবং সংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ

সুঃ অনুঃ—কেবল যে সৃষ্টি-প্রারম্ভে আমার অধিষ্ঠিত প্রকৃতি ও পুরুষকর্ত্তৃক এই ভূতসকলের উৎপত্তির প্রণালী (বিধান), তাহা নহে; পরন্তু সর্ব্বদাই। ইহা বলিতেছেন—"সর্ব্ব" ইত্যাদি। মনুষ্যাদি সমস্ত যোনিতে স্থাবরজঙ্গম যে যে মূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে, সেই সকল মূর্ত্তির মহৎ ব্রহ্ম—প্রকৃতি-যোনি—মাতৃস্থানীয়া এবং আমি বীজপ্রদ—গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বক্তব্য বিষয়ের প্রতি শ্রোতাকে উন্মুখ করিয়া ঈশ্বরেচ্ছাক্রমেই প্রকৃতি-পুরুষের সর্ব্বজীবসৃষ্টি-প্রতি কারণতা বলিতেছেন—] মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রধান বা প্রকৃতি) আমার (পরমেশ্বরের) যোনি (গর্ভাধান-স্থান), আমি তাহাতে গর্ভ (অণু-চেতনপুঞ্জকে) স্থাপন করি। হে ভারত! অনন্তর ব্রহ্মাদি সর্ব্ব জীবের উৎপত্তি হয় ॥ ৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[কেবল যে সৃষ্টির প্রারম্ভেই ভগবদধিষ্ঠিত প্রকৃতি-পুরুষ হইতে জীবসৃষ্টি, তাহা নহে, পরন্তু সর্ব্বদাই—] হে কৌন্তেয়! দেবমনুষ্যাদি সকল যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, সেই মহদ্‌ব্রহ্মই তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়), আর আমি বীজদাতা পিতা (পিতৃস্থানীয়) ॥ ৪ ॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

হে অনঘ (নিষ্পাপ !) তত্র (সেই গুণত্রয়মধ্যে) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) নির্ম্মলত্বাৎ (শুদ্ধতা-হেতু) প্রকাশকম্ (বস্তুস্বরূপ-প্রকাশকারী) অনাময়ং (শান্ত বা নিরুপদ্রব), [অতএব জীবকে] জ্ঞানসঙ্গেন (জ্ঞানসাহচর্য্যে) সুখসঙ্গেন চ (ও সুখ-সাহচর্য্যে) নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করে) ॥ ৬ ॥

প্রকৃতেঃ সম্ভব উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ ; গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্ত্বেনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—এইরূপে পরমেশ্বরের অধীন প্রকৃতি ও পুরুষকর্ত্তৃক সর্ব্ব-ভূতের জন্ম নিরূপণ করিয়া এক্ষণে প্রকৃতির সঙ্গহেতু পুরুষের সংসার— "সত্ত্বম্" ইত্যাদি চারি শ্লোকদ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতেছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় প্রকৃতি-সম্ভব—প্রকৃতি হইতে জাত ; গুণ-সমূহের সাম্যাবস্থা—প্রকৃতি, তাহার (প্রকৃতির) নিকট হইতে পৃথগ্রূপে প্রকাশিত হইয়া ঐ গুণসমূহ প্রকৃতির কার্য্য দেহে অভেদ-চিন্তায় অবস্থিত, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে অব্যয়—নির্ব্বিকার সত্ত্বেও দেহীকে—চিদংশকে বন্ধন করে—স্বকার্য্য সুখ, দুঃখ ও মোহাদির সহিত সংযোজন করে ॥ ৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[প্রকৃতি-সংযোগে যে পুরুষের সংসার, ইহা পরিস্ফুট করিতেছেন—] হে মহাবাহো! অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে প্রকটিত সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় নির্ব্বিকার (চিৎস্বরূপ) দেহীকে [জড়] দেহে আবদ্ধ করে ॥ ৫ ॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

রজঃ (রজোগুণকে) রাগাত্মকং (পরস্পরাকর্ষণস্বভাব) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং (বিষয়-তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক) [বলিয়া] বিদ্ধি (জান)। হে কৌন্তেয়! তৎ (তাহা) দেহিনং (দেহীকে) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্তিতে নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে)॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্ব-প্রকারঞ্চাহ—তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকং ভাস্বরম্, অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি, প্রকাশকত্বাচ্চ, স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি। হে অনঘ! অপাপ! 'অহং সুখী জ্ঞানী চে'তি মনোধর্ম্মাংস্তদাভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থ. ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ—রজঃ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি; অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃষ্ণা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতির্বিশেষেণাসক্তিস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ

সুঃ অনুঃ—তাহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও বন্ধনকারিত্বের প্রকার বলিতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি। তাহাতে—সেই গুণসমূহের মধ্যে নির্ম্মলতা, স্বচ্ছতা-হেতু সত্ত্বগুণ স্ফটিকের ন্যায় প্রকাশক—জ্যোতির্ম্ময় নিরুপদ্রব শান্ত। অতএব শান্ত হওয়ায় স্বকার্য্য সুখের সহিত সঙ্গের দ্বারা বন্ধন করে এবং প্রকাশক হওয়ায় স্বকার্য্য জ্ঞানের সহিত সঙ্গের দ্বারা বন্ধন করে। হে অনঘ!—নিষ্পাপ! 'আমি সুখী ও জ্ঞানী'—এইরূপ মনের ধর্ম্মগুলিকে তাহাদের অভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে সংযোজন করে ॥৬॥

মূঃ অনুঃ—[সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও বন্ধন-প্রকার বলিতেছেন—] হে নিষ্পাপ! তার মধ্যে মলশূন্যতা-প্রযুক্ত প্রকাশক-স্বভাব, নিরুপদ্রব সত্ত্বগুণ [জীবকে] জ্ঞানসঙ্গ ও সুখসঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ৬ ॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

তমঃ তু (আর তমোগুণকে) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানজাত) [অতএব] সর্ব্বদেহিনাং (সকল জীবের) মোহনং (মোহনকারী) বিদ্ধি (জানিও) । হে ভারত ! [তাহা জীবকে] প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাতে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৮ ॥

সমুদ্ভবো যস্মাৎ তদ্রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি, তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মস্বাসক্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ (শ্রীধরঃ)

শ্রীধরঃ—তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ—তম ইতি। তমস্ত্বজ্ঞানাজ্জাতম্ আবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ ; অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্, অতএব প্রমাদেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো দেহিনং নিবধ্নাতি ; অত্র প্রমাদোঽনবধানম্, আলস্যমনুদ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদো লয়ঃ ॥ ৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—রজোগুণের লক্ষণ ও বন্ধন-প্রকার বলিতেছেন—"রজঃ" ইত্যাদি। রজোনামক গুণ রাগাত্মক—প্রীতিসম্পাদক জানিবে। অতএব উহা তৃষ্ণা ও সঙ্গ হইতে উৎপন্ন। অপ্রাপ্ত-বিষয়ে অভিলাষ—তৃষ্ণা, প্রাপ্ত-বিষয়ে প্রীতি—বিশেষরূপে আসক্তি—সঙ্গ। তৃষ্ণা ও সঙ্গ, এই উভয় হইতে উৎপন্ন সেই রজোগুণ দেহীকে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলজনক কর্ম্মসমূহে সঙ্গ—আসক্তি দ্বারা অতিশয় বন্ধন করে। তৃষ্ণা ও সঙ্গ দ্বারাই কর্ম্মসমূহে আসক্তি হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[রজোগুণের লক্ষণ ও বন্ধন-প্রকার বলিতেছেন—] রজোগুণকে পরস্পরাকর্ষণ-স্বভাব, বিষয়-তৃষ্ণা ও আসক্তির জনক বলিয়া জান। হে কৌন্তেয় ! তাহা দেহীকে কর্ম্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে ॥ ৭ ॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

হে ভারত! সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখে (সুখের সহিত), রজঃ (রজোগুণ) কর্ম্মণি (কর্ম্মের সহিত) সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে), তমঃ তু (তমোগুণ কিন্তু) জ্ঞানং (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আবরণ করিয়া) প্রমাদে (অনবধানতার সহিত) উত (এবং আলস্যাদিরও সহিত) সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে) ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—সত্ত্বাদীনামেব স্বস্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ; এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি, তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি, উত অপি আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুঃ—তমোগুণের লক্ষণ ও বন্ধন-প্রকার বলিতেছেন—"তমঃ" ইত্যাদি। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জাত, আবরণশক্তি-প্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে উদ্ভূত জানিও। অতএব সকল জীবেরই মোহন—ভ্রান্তির উৎপাদক। অতএব প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা-দ্বারা সেই তমোগুণ জীবকে বন্ধন করে। প্রমাদ—অমনোযোগ, আলস্য—উদ্যমহীনতা, নিদ্রা—চিত্তের অবসাদ লয় ॥ ৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[তমোগুণের লক্ষণ ও বন্ধন-প্রকার বলিতেছেন—] তমোগুণকে অজ্ঞান-জাত, সকল জীবের মোহনকারী বলিয়া জানিবে। হে ভারত! তাহা জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ৮ ॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০॥

হে ভারত! সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (প্রাধান্য লাভ করে); রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ এব (সত্ত্ব ও তমোগুণকেও), তথা (তদ্রূপ) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে]॥ ১০॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি, অতঃ স্বকার্য্যে সুখাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয়োদ্ভবতি, অতঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাসঙ্গাদৌ সঞ্জয়তি; এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি, অতঃ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ॥১০॥

স্বঃ অনুঃ—সত্ত্বাদিগুণের নিজ-নিজ কার্য্যকরণে শক্তির আধিক্য বলিতেছেন—"সত্ত্বম্" ইত্যাদি। সত্ত্বগুণ (জীবকে) সুখের সহিত বন্ধন (যোজনা) করে—সংশ্লিষ্ট করে, দুঃখ ও শোকাদির কারণ থাকিলেও সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখের অভিমুখী করিয়া দেয়; এইরূপে সুখাদির কারণ থাকিলেও রজোগুণ দেহীকে কর্ম্মের সহিতই সংযোগ করিয়া দেয়; কিন্তু তমোগুণ মহৎসঙ্গে জাত জ্ঞানকেও আবৃত করিয়া প্রমাদের সহিত সংযোগ করে—মহতেরা উপদেশ করিতে থাকিলেও তাঁহাদের উপদিষ্ট-বিষয়ে অমনোযোগ আনিয়া দেয়, আরও আলস্যাদির সহিতও সংযোজিত করে॥ ৯॥

মূঃ অনুঃ—[সত্ত্বাদিগুণের সামর্থ্য বলিতেছেন—] হে ভারত! সত্ত্বগুণ সুখের সহিত, রজোগুণ কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট করে; আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রমাদের সহিত—আলস্যাদিরও সহিত সংশ্লিষ্ট করে॥ ৯॥

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১॥

যদা (যেকালে) অস্মিন্ (এই) দেহে সর্ব্বদ্বারেষু (সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ে) প্রকাশঃ (বিষয়ের স্বরূপ-প্রকাশরূপ) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপজায়তে (সমধিক উৎপন্ন হয়), তদা (তখন) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধম্ (বৃদ্ধি পাইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে), উত (সুখলক্ষণ-দ্বারাও জানিবে) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং সত্ত্বাদানাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—সর্ব্বদ্বারেম্বিতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে উৎপদ্যতে, তদানেন প্রকাশ-লিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। উত-শব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহাতে হেতু বলিতেছেন—"রজ" ইত্যাদি। যদি অদৃষ্টবশে (ভোগাফলে) সত্ত্বগুণ রজস্তম গুণদ্বয়কে পরাভূত করিয়া উদ্ভূত হয়, তবে উহা স্বকার্য্য সুখে ও জ্ঞানাদিতে বন্ধন করিয়া দেয়; এইরূপে রজোগুণ সত্ত্ব-তমঃ গুণদ্বয়কে আবৃত করিয়া যদি প্রাবল্য লাভ করে, তবে দেহীকে স্বকার্য্য তৃষ্ণা ও সঙ্গাদিতে বন্ধন করে। এইরূপে তমোগুণ সত্ত্ব-রজঃ গুণদ্বয়কে তিরস্কৃত করিয়া প্রবল হইলে স্বকার্য্য প্রমাদ ও আলস্যাদিতে বন্ধন করে ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুঃ—এক্ষণে "সর্ব্বদ্বারেষু" ইত্যাদি তিন শ্লোকদ্বারা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বাদির চিহ্ন বলিতেছেন—আত্মার ভোগের আয়তন এই শরীরে কর্ণাদি দ্বারগুলিতে যৎকালে শব্দাদির জ্ঞানরূপ প্রকাশ-ভাব

মূঃ অনুঃ–[উহার কারণ বলিতেছেন—] রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব, সত্ত্ব ও তমঃকে অভিভূত করিয়া রজঃ, এবং সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভূত করিয়া তমঃ প্রাধান্য লাভ করে ॥ ১০ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

হে ভরতর্ষভ ! (ভরতশ্রেষ্ঠ !) রজসি (রজোগুণ) বিবৃদ্ধে [সতি] (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে) লোভঃ (লোভ) প্রবৃত্তিঃ (কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা), কর্ম্মণাং (বিবিধ কর্ম্মে) আরম্ভঃ (উদ্যম) অশমঃ (অনিবৃত্তি) স্পৃহা (আকাঙ্ক্ষা)—এতানি (এই সকল) জায়ন্তে (বৃদ্ধি পায়) ॥১২॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ লোভ ইতি। লোভো ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি যঃ পুনঃপুনর্ব্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ, প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপতা, কর্ম্মণামারম্ভো মহাগৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ, অশমঃ ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ, স্পৃহা উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততো জিঘৃক্ষা রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে—এভির্লিঙ্গৈ রজোগুণস্য বিবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

উৎপত্তি লাভ করে, তখন এই প্রকাশরূপ চিহ্নদ্বারা সত্ত্বগুণকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে , 'উত'-শব্দে 'সুখাদি-চিহ্ন-দ্বারাও সত্ত্বের বৃদ্ধি জানিবে' ইহাই বলা হইল ॥ ১১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—আর, "লোভঃ" ইত্যাদি। লোভ—নানাপ্রকারে ধনাদির আগমন হইলেও পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধনশীল অভিলাষ, প্রবৃত্তি—সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবার চেষ্টা, কর্ম্মের আরম্ভ—বৃহৎ গৃহাদির নির্ম্মাণে যত্ন, অশম —'ইহা করিয়া ইহা করিব',—এইরূপ বাসনা ও বিবিধ কল্পনার নিবৃত্তির অভাব, স্পৃহা—ইতস্ততঃ দৃষ্ট উচ্চ ও নীচ বস্তু-মাত্রের গ্রহণেচ্ছা ; রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে এই সকল চিহ্ন উপনীত হয়—এই সকল চিহ্ন-দ্বারা রজোগুণের বৃদ্ধি জানিবে ॥ ১২ ॥

মূঃ অনুঃ—[বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বগুণাদির লক্ষণ বলিতেছেন—] যে-কালে এই দেহে সকল দ্বারে (জ্ঞানেন্দ্রিয়ে) বস্তুর স্বরূপ প্রকাশরূপ জ্ঞান অধিকভাবে উৎপন্ন হয়, তখন সত্ত্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধি জানিবে ॥ ১১ ॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

হে কুরুনন্দন! তমসি (তমোগুণ) বিবৃদ্ধে (বর্দ্ধিত হইলে) অপ্রকাশঃ (আবৃতভাব), অপ্রবৃত্তিঃ (প্রবৃত্তির অভাব), প্রমাদঃ (মনোযোগাভাব), মোহ এব চ (ও বিপরীত জ্ঞান) —এতানি (এই সকল চিহ্ন) জায়ন্তে (প্রকাশ পায়) ॥ ১৩ ॥

যদা (যখন) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে [সতি] (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে) দেহভৃৎ (দেহী) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্ত হয়), তদা (তখন) উত্তমবিদাম্ (হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের), অমলান্ (অজ্ঞানাদিশূন্য সুখপূর্ণ) লোকান্ (ধামে) প্রতিপদ্যতে (গমন করে) ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ, কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যং, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি প্রবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে—এতৈস্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "অপ্রকাশঃ" ইত্যাদি। অপ্রকাশ—বিবেকনাশ, অপ্রবৃত্তি—উদ্যমের অভাব, প্রমাদ—কর্ত্তব্যবিষয়ের অনুসন্ধান-শূন্যতা, মোহ—মিথ্যা-বিষয়ে অভিনিবেশ; তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে এই চিহ্নগুলি উৎপন্ন হয়,—এই চিহ্নগুলি-দ্বারা তমোগুণের বৃদ্ধি জানিবে ॥ ১৩।

মূঃ অনুঃ—হে ভরতর্ষভ! রজোগুণের বিশেষ বৃদ্ধিতে লোভ, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, কর্ম্মের উদ্যম, অনিবৃত্তি, স্পৃহা—এই সকল উৎপত্তি লাভ করে ॥ ১২ ॥

মূঃ অনুঃ—হে কুরুনন্দন! তমোগুণের বিবৃদ্ধিতে আবৃত-ভাব, প্রবৃত্তির অভাব, মনোযোগাভাব এবং বিপরীত জ্ঞান—এই সকল উৎপত্তি লাভ করে ॥ ১৩ ॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।১৫॥

[জীব] রজসি [প্রবৃদ্ধে] (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং (মৃত্যুমুখে) গত্বা (পতিত হইয়া) কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্ত-জনমধ্যে) জায়তে (জন্মগ্রহণ করে); তথা (তদ্রূপ) তমসি [বিবৃদ্ধে] (তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া) মূঢ়যোনিষু (পশুপ্রভৃতির মধ্যে) জায়তে (জন্মলাভ করে) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—মরণ-সময়ে বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে বিবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি, তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্ত্যুপাসত ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ রজসীতি। রজসি বিবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুঃ—মরণ-সময়ে সত্ত্বাদি-গুণের অতিশয় বৃদ্ধিতে বিশেষ ফল বলিতেছেন—"যদা" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়-দ্বারা। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে যদি জীব মৃত্যু লাভ করে, তাহা হইলে, যাঁহারা উত্তমবিৎ—হিরণ্যগর্ভাদির উপাসক, তাঁহাদিগের যে যে নির্ম্মল—প্রকাশময় লোক, সুখোপভোগের বিশিষ্ট স্থান আছে, সেইগুলি প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[মরণ-সময়ে বিবৃদ্ধ সত্ত্বাদি গুণের ফলবিশেষ বলিতেছেন—] যে-কালে জীব সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি-সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের নির্ম্মল লোক-সকলে গমন করে ॥ ১৪ ॥

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

[গুণতত্ত্বজ্ঞগণ] সুকৃতস্য (সাত্ত্বিক পুণ্য) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) নির্ম্মলং (অনাবিল) সাত্ত্বিকং (সুখময়ং) ফলং (ফল) আহুঃ (বলিয়াছেন)। রজসঃ তু (আর রাজসিক কর্ম্মের) দুঃখং (দুঃখময়) ফলং (ফল) ;[এবং] তমসঃ (তামসিক কর্ম্মের) অজ্ঞানং (অজ্ঞানময়) ফলং (ফল) [বলিয়াছেন] ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং (জ্ঞান), রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ (লোভই) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়) ; তমসঃ (তমোগুণ হইতে) প্রমাদমোহৌ (প্রমাদ, মোহ) অজ্ঞানং এব চ (এবং অজ্ঞানই) ভবতঃ (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্রফল-হেতুত্বমাহ—কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্ম্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ ; রজস ইতি রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ ; কর্ম্মফলকথনস্য প্রকৃতত্বাৎ তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ ; তমস ইতি তামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ ; তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহুঃ ; সাত্ত্বিকাদিকর্ম্ম-লক্ষণঞ্চ "নিয়তং সঙ্গরহিতম্" ইত্যাদিনাষ্টাদশাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুঃ—আর, "রজসি" ইত্যাদি। রজোগুণের বৃদ্ধিতে মরণ হইলে জীব কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যগণ-মধ্যেই জন্মলাভ করে ; সেইরূপ তমোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত হইয়া জীব পশু প্রভৃতি অজ্ঞান জীব-মধ্যে জন্ম পায় ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—রজোগুণবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে জীব কর্ম্মসঙ্গী লোক-মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, আর তমোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যু হইলে পশু প্রভৃতি মধ্যে জন্মলাভ করে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্ জ্ঞানং সংজায়তে, অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি; রজসো লোভো জায়তে, তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি; তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি, অতস্তামসস্য কর্ম্মণোঽজ্ঞানমাত্রং প্রায়ঃ ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুঃ—এক্ষণে নিজানুরূপ কর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বাদির বিচিত্র ফেলর কারণতা বলিতেছেন—"কর্ম্মণঃ" ইত্যাদি। সুকৃত—সাত্ত্বিককর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক—সত্ত্বপ্রধান, নির্ম্মল, প্রকাশময় সুখ, ইহা কপিলাদি মহর্ষিগণ বলেন; রজোগুণের—রাজসিক কর্ম্মের, কর্ম্মফলের কথন প্রস্তাবিত হওয়ায় রাজস-কর্ম্মের ফল দুঃখ; তমের—তামসিক কার্য্যের সেই তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান—মূঢ়তা। সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মের লক্ষণ পরে—'নিত্য ও আসক্তি-শূন্য' (১৮।২৩-২৫) ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহাতেই হেতু বলিতেছেন—"সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি। সত্ত্ব-গুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, অতএব সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল—প্রকাশ-বহুল সুখ। রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে, সেই লোভই দুঃখের কারণ, অতএব লোভ-জনক কার্য্যের ফলই দুঃখ। তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ, অজ্ঞান উৎপন্ন হয়—অতএব তামস-কর্ম্মের ফল প্রায়ই অজ্ঞান-জনক হয়, ইহাই যুক্তিযুক্ত ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[সত্ত্বাদিগুণের বিচিত্র ফলদায়কতা বলিতেছেন—] [গুণতত্ত্ববিদ্‌গণ] সাত্ত্বিক পুণ্য কর্ম্মের অনাবিল সুখময় ফল, রাজসিক কর্ম্মের দুঃখময় ফল এবং তামসিক কর্ম্মের অজ্ঞানময় ফল বলিয়াছেন ॥১৬॥

মূঃ অনুঃ—[তাদৃশ ফল-বৈষম্যের কারণ বলিতেছেন—] সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানই উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

সত্ত্বস্থাঃ (সাত্ত্বিকগুণাবস্থিত জনগণ) ঊর্দ্ধ্ব (স্বর্গাদি ঊর্দ্ধ্বং লোকে) গচ্ছন্তি (গমন করে), রাজসাঃ (রজোগুণী লোকগণ) মধ্যে (নরলোকে) তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করে), জঘন্যগুণ-বৃত্তিস্থাঃ (ঘৃণ্য তমোগুণবৃত্তিতে অবস্থিত) তামসাঃ (তমোগুণিগণ) অধঃ (নরকাদি নিম্নতর লোকে) গচ্ছন্তি (গমন করে) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্দ্ধ্বমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানা ঊর্দ্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশত-গুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তী-ত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে। জঘন্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ তত্র স্থিতা অতো গচ্ছন্তি তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষূৎপদ্যন্তে ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুঃ—এক্ষণে সত্ত্বাদি-বৃত্তিতে অবস্থিত পুরুষগণের ফলের পার্থক্য বলিতেছেন—"ঊর্দ্ধ্বম্" ইত্যাদি। যাঁহাদের সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহারা ঊর্দ্ধ্বে গমন করেন—সত্ত্বের উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে উত্তরোত্তর শতগুণ আনন্দময় মনুষ্যলোক, গন্ধর্ব্বলোক পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন। রজোগুণ যাঁহাদের প্রধান, তাঁহারা তৃষ্ণাদিতে আকুল হইয়া মধ্যে থাকেন—মনুষ্যলোকেই জন্ম পা'ন। তমোগুণ জঘন্য—নিকৃষ্টতম, তাহার বৃত্তি তমো-মোহাদি, তাহাতে অবস্থিত জীবগণ অধঃপতিত হন—তমোগুণের বৃত্তির ন্যূনাধিক্যানুসারে তামিস্রাদি নরকে জন্মলাভ করে ॥ ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[সত্ত্বাদিগুণবৃত্তিশীলগণের ফলভেদ বলিতেছেন—] সত্ত্ব-গুণাবস্থিত জনগণ স্বর্গাদি উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধ্ব লোকে গমন করে ; রজোগুণী

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

যদা (যে-কালে) দ্রষ্টা (গুণত্রয়ের তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি) গুণেভ্যঃ (গুণত্রয় হইতে) অন্যং (পৃথক্ কোন) কর্ত্তারং (কর্ত্তাকে) ন অনুপশ্যতি (দর্শন করেন না), গুণেভ্যঃ চ (এবং গুণত্রয়ের) পরং (অতীত ও অধীশ্বরকে) বেত্তি (অবগত হন), [তখন] সঃ (তিনি; মদ্ভাবম্ (আমাতে ভাব বা প্রেম) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুক্ত্বা ইদানীং তদ্ব্যতিরেকেন মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি, গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎ-সাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি, স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে প্রকৃতির গুণে আসক্তি-বশতঃ সংসারের বিস্তার বলিয়া এক্ষণে তাহার ব্যতিরেক বিচার-পূর্ব্বক জ্ঞান-দ্বারা মোক্ষ দেখাইতেছেন,—"নান্যম্" ইত্যাদি। যখন দ্রষ্টা বিবেকী হইয়া বুদ্ধি-প্রভৃতির আকারে পরিণত গুণ হইতে অপর কেহ কর্ত্তা নাই—এইরূপ অনুভব করেন, পরন্তু গুণগুলিই কর্ম্ম করিয়া থাকে—এইরূপ দেখেন এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত তাহার সাক্ষী আত্মাকে জানিতে পারেন, তখন তিনি আমার ভাব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ১৯ ॥

লোকেরা মধ্যলোকে অর্থাৎ নরলোকে অবস্থান করে এবং ঘৃণ্য তমোগুণ-বৃত্তিতে অবস্থিত তামসিক লোকগণ নরকাদি নিম্নতর লোকে গমন করে ॥ ১৮ ॥ (মূঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[প্রকৃতির গুণসঙ্গ হইতে সংসার-বিস্তার বলা হইয়াছে, এখন প্রকৃতি-গুণ-বিবেক হইতে মুক্তি বলিতেছেন—] যে-কালে গুণত্রয়-তত্ত্বদর্শী গুণত্রয় হইতে পৃথক্ কোন কর্ত্তাকে দর্শন করেন না এবং গুণ-

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০॥

দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহ-সংঘটক) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিন) গুণান্ (গুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ (জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ হইতে) বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (নিত্যানন্দ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ গুণকৃতসর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—গুণানিতি। দেহাত্মাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাস্তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্ব্বিমুক্তঃ সন্নমৃতং পরমানন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুঃ—তৎফলে (সেই কারণে) গুণ-সম্পাদিত সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হওয়ায় তিনি কৃতার্থ হন, ইহা বলিতেছেন—"গুণান্ ইত্যাদি। দেহসমুদ্ভব—দেহাদির আকারে সমুদ্ভব পরিণাম যাহাদের—যে-গুলি দেহাদির আকরে পরিণতি লাভ করে, এরূপ সত্ত্বাদি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া তৎকৃত জন্মাদিদ্বারা বিমুক্ত হইয়া অমৃত ভোগ করে—পরমানন্দ লাভ করে ॥ ২০ ॥

ত্রয়ের অতীত ও অধীশ্বর বস্তুকে অবগত হন, তখন তিনি আমাতে ভাব (ভক্তি বা প্রেম) লাভ করেন ॥ ১৯ ॥ (মূঃঅনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[অনন্তর গুণজাত অনর্থ-সকলের নিবৃত্তিতে কৃতার্থতা লাভ করেন, তাহা বলিতেছেন—] দেহী দেহ-সংঘটক তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করতঃ অমৃত (নিত্যানন্দ) প্রাপ্ত হন ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) হে প্রভো! এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিন) গুণান্ (গুণ) অতীতঃ (অতিক্রমকারী ব্যক্তি) কৈঃ (কি কি) লক্ষণৈঃ (লক্ষণদ্বারা) [উপলক্ষিত] ভবতি (হন) ? কিমাচারঃ (কিরূপ আচরণ করেন) ? কথং চ (এবং কি প্রকারে) এতান্ ত্রীন গুণান্ (এই তিন গুণকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন) ? ॥ ২১॥

শ্রীধরঃ—গুণানেতানতীত্যামৃতমশ্নুতে' ইত্যেতৎ শ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারঞ্চ গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সম্যগ্ বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো! কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈরাত্মচিহ্নৈর্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ,ক আচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ কথং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ, কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাং স্ত্রীনপি গুণানতীত্য বর্ত্ততে, তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

স্বঃ অনুঃ—'এই গুণগুলি অতিক্রম করিয়া অমৃত ভোগ করে' ইহা শুনিয়া গুণাতীত জীবের লক্ষণ, তাহার আচার ও গুণগুলির অতিক্রমের উপায় উত্তমরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—"কৈঃ" ইত্যাদি। হে প্রভো! কি প্রকার লিঙ্গ—আত্মচিহ্নদ্বারা দেহী গুণাতীত হন?—ইহা লক্ষণ-বিষয়ে প্রশ্ন; ইঁহার আচার কিরূপ? কিরূপে বিদ্যমান থাকেন? কিরূপে কোন্ কোন্ উপায়ে এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া তিনি বর্ত্তমান থাকেন, তাহা বল ॥ ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[ত্রিগুণাতীত ব্যক্তির অমৃত-লাভের কথা শুনিয়া গুণাতীতের লক্ষণ, আচরণ ও গুণাতিক্রমণের উপায় সম্যক্ জানিবার জন্য] অর্জ্জুন বলিলেন—হে প্রভো! ত্রিগুণ-অতিক্রমকারী ব্যক্তি কি কি লক্ষণে পরিচিত হন? তাঁহার আচার কিরূপ? এবং তিনি কি উপায়ে এই তিন গুণকে অতিক্রম করেন? ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) হে পাণ্ডব ! যঃ (যিনি) প্রাকাশং (প্রকাশ) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) মোহম্ এব চ (ও মোহ) [এই তিনটী গুণকার্য্য] সংপ্রবৃত্তানি (আসিয়া উপস্থিত হইলে) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) নিবৃত্তানি (নিবৃত্ত হইলেও) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) ॥ যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ (অবস্থিত হইয়া) গুণৈঃ (গুণত্রয়ের দ্বারা) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) ; যঃ (যিনি) গুণাঃ (গুণসকল) বর্ত্তন্তে (স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে), ইত্যেব (এইরূপ বিচার করিয়া) অবতিষ্ঠতি (অবস্থান করেন), ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না) ॥ [যিনি] সমদুঃখসুখঃ (সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন) স্বস্থঃ (প্রকৃতিস্থ) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমভাব) তুল্যপ্রিয়প্রিায়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যভাব) ধীরঃ (ধীর) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিন্দা ও আত্মপ্রশংসার সমভাববিশিষ্ট) ॥ মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) তুল্যঃ (তুল্য) মিত্রারিপক্ষয়োঃ (মিত্রপক্ষ ও অরিপক্ষে) তুল্যঃ (সমান) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মোদ্যম-পরিত্যাগকারী)—সঃ (তিনি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ২২—২৫ ॥

শ্রীধরঃ—"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা" দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমেব দত্তোত্তরমপি পুনর্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং ভগবানুবাচ– প্রকাশঞ্চেত্যাদি ষড়্ভিস্তত্রৈকেন লক্ষণমাহ-

—প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ "সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্" ইতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যং, মোহঞ্চ তমঃকার্য্যং উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রবৃত্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি "গুণাতীতঃ স উচ্যতে" ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২২ ॥ (শ্রীধরঃ)

শ্রীধরঃ—তদেবং (স্ব)সম্বেদ্যং গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্তং। পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যস্যোত্তরমাহ—উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্ন যো বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যবতে, অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে, এতৈর্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি—(পরস্মৈপদমার্ষং)ঃ নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—অপি চ সমেতি। সমে দুঃখসুখে যস্য, যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ, অতএব সমানি লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনানি যস্য, তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য, ধীরো ধীমান্, তুল্যা নিন্দা চ আত্মনঃ স্তুতিশ্চ যস্য ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—অপি চ মানেতি। মানে অপমানে চ তুল্যঃ, মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য স এবম্ভূতাচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

সুঃ অনুঃ—"স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ?" ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদত্ত হইলেও পুনর্ব্বার বিশেষভাবে জানিতে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা জানিয়া শ্রীভগবান্ অন্যপ্রকারে তাহার লক্ষণাদি বলিলেন—"প্রকাশঞ্চ" ইত্যাদি ছয় শ্লোক ; তন্মধ্যে এক শ্লোকে লক্ষণ বলিয়াছেন—"প্রকাশম্" ইত্যাদি। 'এই দেহে সমস্ত দ্বারে'

পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ সত্ত্বগুণের কার্য্য, প্রবৃত্তি রজোগুণের কার্য্য, মোহ তমোগুণের কার্য্য ;—এইগুলি কেবল উপলক্ষণ। সত্ত্বাদি-গুণের কার্য্যসমূহ যথাযোগ্যরূপে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলেও দুঃখ-বুদ্ধিতে যিনি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হইলেও সুখ-বুদ্ধিতে যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, "তিনিই গুণাতীত" বলিয়া কথিত হয়েন ;—এইরূপ চতুর্থ-শ্লোকের সহিত অন্বয় ॥ ২২ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—এইরূপে নিজে জানিবার যোগ্য গুণাতীতের লক্ষণ বলিয়া তাহার লক্ষণ অপরের জানিবার যোগ্য, তাহা বলিতে গিয়া "কিম্ আচারঃ" এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—"উদাসীনঃ" ইত্যাদি তিন শ্লোক দ্বারা। উদাসীনের ন্যায়—সাক্ষিরূপে থাকিয়া গুণের কার্য্য সুখ ও দুঃখাদির দ্বারা যিনি চঞ্চল হয়েন না—সুখ-দুঃখ যাঁহাকে স্বরূপ হইতে চ্যুত করিতে পারে না, পরন্তু গুণগুলিই নিজ-কার্য্যে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই,—এইরূপ বিচার-পূর্ব্বক জ্ঞান হওয়ায় যিনি নিস্তব্ধ থাকেন ; (এখানে 'অবতিষ্ঠতি' পদে পরস্মৈপদের ব্যবহার আর্ষপ্রয়োগ) ; 'ন ইঙ্গতে'—চলেন না ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "সম" ইত্যাদি। যাঁহার পক্ষে সুখ ও দুঃখ সমান হয়, যেহেতু তিনি স্বস্থ—স্বরূপেই অবস্থিত রহিয়াছেন, অতএব যাঁহার পক্ষে মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণ—সমান এবং সুখ ও দুঃখের হেতু-স্বরূপ প্রিয় ও অপ্রিয়—সমান, যিনি ধীর—বুদ্ধিমান্, যাঁহার পক্ষে নিন্দা ও প্রশংসা একরূপ হয় ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুঃ—যিনি মানে ও অপমানে সমভাব, মিত্র-পক্ষে ও শত্রু-পক্ষে সমান, [সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী]—দৃষ্টফল ও অদৃষ্টফল সমস্ত উদ্যম পরিত্যাগ করা যাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ আচারযুক্ত পুরুষই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন ॥ ২৫ ॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬॥

যঃ (যিনি) অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিক) ভক্তিযোগে (ভক্তিযোগে) মাং চ (আমাকেই) সেবতে (সেবা করে), সঃ (তিনি) এতান্ (এই সকল) গুণান্ (গুণ) সমতীত্য (অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাবের) কল্পতে (যোগ্য হন) ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—কথঞ্চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—মাঞ্চেতি। চশব্দোঽবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ একান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে, স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুঃ—'কিরূপে এই তিন গুণকে অতিক্রম করিতে পারে?' এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—"মাঞ্চ" ইত্যাদি। চ-শব্দে অবধারণ—নিশ্চয়; পরমেশ্বর আমাকেই যিনি ঐকান্তিক-ভক্তিযোগে সেবা করেন, তিনি এই গুণগুলিকে সম্যগ্‌রূপে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মভূয়—ব্রহ্মভাব মোক্ষ পাইতে সমর্থ হয়েন ॥ ২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ-লক্ষণ-বর্ণনায় উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও অর্জ্জুনের বিশেষ জিজ্ঞাসা বুঝিতে পারিয়া আবার প্রকারান্তরে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণাদি] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ—এই তিনটী গুণ-কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার দ্বেষ করেন না, কিম্বা নিবৃত্ত হইলে উহার আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি উদাসীনবৎ অবস্থিত হইয়া গুণত্রয়দ্বারা বিচলিত হন না; ত্রিগুণই স্বকার্য্য করিতেছে—এই বিচারে অবস্থান করেন, চঞ্চল হ'ন না; যিনি সুখ-দুঃখে সমভাব, প্রকৃতিস্থ; মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চনে, প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যভাবাপন্ন; ধীর, নিন্দা ও আত্ম-প্রশংসায় সমান; মান ও অপমান, শত্রু ও মিত্রে সমান, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মোদ্যম-পরিত্যাগকারী—তাঁহাকেই গুণাতীত বলা হয় ॥ ২২—২৫ ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥

হি (কারণ) অহং (আমি) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা (প্রতিমা), অব্যয়স্য (নিত্য) অমৃতস্য (মোক্ষের) [প্রতিষ্ঠা বা আধার]; শাশ্বতস্য (সনাতন) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) [প্রতিষ্ঠা], ঐকান্তিকস্য চ (ও ঐকান্তিক) সুখস্য (সুখ বা আনন্দের প্রতিষ্ঠা বা আধার)॥ ২৭॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণো হীতি। হি যস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহম্, যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্য-মণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ; তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য চ মোক্ষস্য নিত্য-মুক্তত্বাৎ, তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ, তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ, অতো মৎসেবিনো মদ্ভাবস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্‌যুক্তমেবোক্তম্ 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' ইতি॥ ২৭॥

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গ-প্রসঞ্জিত-ভবাম্বুধিম্।
সুখং তরতি মদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
গুণত্রয়-বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥

সুঃ অনুঃ—তাহাতে কারণ বলিতেছেন—"ব্রহ্মণো হি" ইত্যাদি। যেহেতু আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা—আমিই ঘনীভূত ব্রহ্ম। সূর্য্য-

---

মূঃ অনুঃ—[ত্রিগুণ-অতিক্রমণের উপায় বলিতেছেন—] যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে আমাকেই সেবা করেন, তিনি এই গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবের (ব্রহ্মানুভূতির) যোগ্য হন॥ ২৬॥

মণ্ডল যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপই। আরও নিত্যমুক্ত হওয়ায় অব্যয়—নিত্য, অমৃতের—মোক্ষের ; শুদ্ধসত্ত্বময় হওয়ায় তাহার সাধন, শাশ্বত-ধর্ম্মের এবং পরমানন্দরূপ হওয়ায় ঐকান্তিক—অখণ্ডিত সুখের প্রতিষ্ঠাও আমি, অতএব আমার সেবকগণ অবশ্যই আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এইজন্য মুক্ত জীব ব্রহ্মভাবের যোগ্য হন, এই কথা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ (সুঃ অনুঃ)

আমার ভক্ত কৃষ্ণের অধীন গুণসমূহে অনাসক্তি-দ্বারা আসক্তি-প্রসূত ভবসমুদ্র সুখে উত্তীর্ণ হন, ইহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা সুবোধিনীতে
গুণত্রয়বিভাগ-যোগ-নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—] কেন না, আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আধার বা প্রতিমা), নিত্য অমৃতের (মুক্তির) প্রতিষ্ঠা (আধার) সনাতন (ভক্তি-) ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক (অনন্ত) সুখের প্রতিষ্ঠা) আধার) ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতি-গ্রন্থে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ' নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

সাধর্ম্ম্য—মদ্রূপতা অর্থাৎ গুণাতীত ভগবানের সারূপ্য (শ্রীধর) ; সাধনবলে ভগবানে নিত্যাবস্থিত অষ্টগুণ লাভ করিয়া ভগবানের সহিত

সমতালাভ (শ্রীবলদেব) ; ভগবৎসাম্য (শ্রীরামানুজ) ; সারূপ্য-মুক্তি (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)।

মহদ্‌ব্রহ্ম—শ্রী, ভূ, দুর্গারূপে বর্ত্তমানা প্রকৃতি বা মহামায়া (শ্রীমধ্ব-ধৃত কাষায়ণ-শ্রুতি ও শার্করাক্ষ শ্রুতির বচন) ; "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" ইত্যাদি শ্লোক-বর্ণিত অষ্টধা বিদ্যমান প্রকৃতি (বলদেব) ; অষ্টধা বর্ত্তমান অচেতন প্রকৃতি মহদ্-অহঙ্কারাদি বিকারের কারণ বলিয়া 'মহদ্ ব্রহ্ম' (রামানুজ) ; প্রকৃতি যাহা দেশ-কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে বলিয়া 'মহৎ' এবং কার্য্যরূপে বিস্তার লাভ করে বলিয়া 'ব্রহ্ম' (চক্রবর্ত্তী ও শ্রীধর)।

যোনি—গর্ভাধান-স্থান (শ্রীধর) ; সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি-স্থান (রামানুজ) ; 'বিষ্ণোর্যোনির্গর্ভসংধারণার্থা মহামায়া' (শ্রীমধ্ব)।

গর্ভ—জগদ্বিস্তারের হেতুভূত চিদাভাস অর্থাৎ প্রলয়ে ভগবদ্দেহে বিলীনভাবে অবস্থিত অবিদ্যা-কামকর্ম্মানুশয়-বিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব (শ্রীধর) ; 'ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাং'—এই বাক্যে নির্দ্দিষ্ট চেতনপুঞ্জরূপা প্রকৃতি (রামানুজ, চক্রবর্ত্তী, বলদেব)।

প্রকৃতিসম্ভব—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণ যখন সাম্যাবস্থা লাভ করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে তাদৃশ গুণ-সাম্যাবস্থাই—প্রকৃতি। পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণ-প্রভাবে এই সাম্য ভঙ্গ হইলে এই গুণত্রয় প্রকাশিত ও সক্রিয় হয়। এই অর্থে গুণত্রয় প্রকৃতি-জাত অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা। বস্তুতঃ গুণত্রয়ই প্রকৃতি।

ব্রহ্মভূয়—ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ (শ্রীধর) ; ব্রহ্মবৎ অর্থাৎ প্রকৃতিবৎ ভগবানের প্রিয়ত্ব, অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয়-বিগ্রহের বা সেবকের ভাব, ভগবদ্দাস্য (মধ্ব) ; ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতি (চক্রবর্ত্তী) ; ভগবানের নিজধর্ম্ম অষ্টগুণশালিতা (বলদেব)। [গীঃ ১৮।৫৩ শ্লোক

দ্রষ্টব্য—ব্রহ্মভূয়—ব্রহ্মে ভাব বা স্থিতি, সর্ব্বদা তন্মনস্কতা]। ব্রহ্মস্বরূপতা, মায়াতীত সচ্চিদানন্দময়তা।

প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা, ঘনীভূত ব্রহ্ম (শ্রীধর) ; (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন-স্বরূপ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ)। আশ্রয় (চক্রবর্ত্তী, বলদেব)।

পরিপ্রশ্নমালা

১। সর্ব্বভূত বা জীবের সৃষ্টি কিরূপে হয়? (গী: ১৪।৩—৪)

২। প্রকৃতির স্বরূপগত গুণত্রয় কি? (গী: ১৪।৫)

৩। দেহী জীব-দেহে কেমন করিয়া আবদ্ধ হয়? (গী: ১৪।৫)

৪। গুণত্রয়ের লক্ষণ কি? (গী: ১৪।৬—৮)

৫। সত্ত্বগুণ-প্রাধান্যের লক্ষণ কি? (গী: ১৪।১১)

৬। রজোগুণ-প্রাধান্যের লক্ষণ কি? (গী: ১৪।১২)

৭। তমোগুণ-প্রাধান্যের লক্ষণ কি? (গী: ১৪।১৩)

৮। গুণত্রয়ের বৃদ্ধিকালে মৃত্যুতে গতির তারতম্য কিরূপ? (গী: ১৪।১৪—১৬,১৮)

৯। গুণত্রয়ের কর্ত্তৃত্বজ্ঞান এবং গুণাতীত বস্তু-জ্ঞানের ফল কি? (গী: ১৪।১৯)

১০। গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ ও আচার কি? (গী: ১৪।২২-২৫)

১১। গুণত্রয়-অতিক্রমণের উপায় ও ফল কি? (গী: ১৪।২৬)

১২। গুণত্রয় অতিক্রম করিবার জন্য ভগবদারাধনার হেতু কি? (গী: ১৪।২৭)

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তমযোগ

কথাসার

সংসারটী নশ্বর বলিয়া শ্রীভগবান্ ইহাকে একটী অশ্বত্থবৃক্ষরূপে (অ-শ্ব-ত্থ যাহা শ্ব বা আগামী দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী নহে) বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মূল উর্দ্ধে অর্থাৎ ভগবান্ পুরুষোত্তমে অবস্থিত, মায়িক সৃষ্টিতে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সমস্ত ইহার শাখা, সকাম কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদবিধিসকল ইহার পত্রস্থানীয়, অথচ অনন্ত প্রবাহরূপে ইহার নিত্যতাও আছে—ইহাই সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য এবং এই বেদ-তাৎপর্য্য যিনি জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ। ইহার শাখা-সকল গুণত্রয়ের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত, এই সকল শাখা হইতে কর্ম্ম-ফলরূপে অবান্তর মূল-সকল এই সংসার-প্রপঞ্চে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই সংসারবৃক্ষের সমগ্র স্বরূপ, ইহার আদি মধ্য ও অন্ত এই জগতে যথাযথ উপলব্ধির বিষয় হয় না। অসঙ্গরূপ কুঠার দ্বারা ইহার সুদৃঢ় মূল ছেদন করিয়া বিষ্ণুর পরম পদ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সেই পরম ধামকে সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নির আলোক প্রকাশিত করিতে পারে না। অহংকারাদি দোষ-রহিত, বিবেকপরায়ণ নিষ্কাম ব্যক্তি সেই অব্যয়-পদ-লাভের যোগ্য। শ্রীভগবানেরই বিভিন্নাংশ নিত্যবস্তু জীব মন-প্রভৃতি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সমস্ত ভোগ্যবিষয় ভোগ করে এবং উহাদিগের সহিতই দেহ হইতে দেহান্তর গমনাগমন করে। জীবের এই ব্যাপার সাধারণ লোকের দৃষ্টি-গোচর হয় না বটে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানিগণ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা জীবের প্রকৃত অবস্থা দর্শন করিতে সমর্থ।

সংসার প্রপঞ্চে "ক্ষর" ও "অক্ষর" নামক দুইটী পুরুষ বা তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। সমস্ত জড় দ্রব্য ও রূপ—"ক্ষর" পুরুষ; জড়রূপের অধিষ্ঠাতা

চেতন জীবাত্মা "অক্ষর" পুরুষ। এই দুই হইতে ভিন্ন এবং এই দুইয়ের নিয়ন্তা ও পরিপালক "পরমাত্মা" নামে অপর এক তৃতীয় তত্ত্ব আছেন—ইনি "উত্তম" পুরুষ। ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতে উত্তম এই "পুরুষোত্তম"কে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে "পুরুষোত্তমে"রই ভজন করেন। ইহাই গুহ্যতম শাস্ত্র এবং এই শাস্ত্রতত্ত্বলাভেই জীবের জীবনের পূর্ণ সার্থকতা।

শিক্ষা—জড় ও চৈতন্য এবং চৈতন্যতত্ত্বের প্রকাশভেদ-বিচার এই অধ্যায়ের তত্ত্বোপদেশ। ভজনানুকূল বৈরাগ্যই জীবের সংসার-নাশক। জীব ভগবানের নিত্য ভেদাংশ। ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মের নিয়ন্তা "পুরুষোত্তম"-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র উপাস্য। তাঁহার কৃপাতেই জীবের বন্ধন-মুক্তি হয়।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—[শ্রুতিবাক্যসকল এই সংসারকে] ঊর্দ্ধ্বমূলম্ (ঊর্দ্ধ্বমূলবিশিষ্ট) অধঃশাখম্ (অধঃশাখাবিশিষ্ট) অব্যয়ম্ (নিত্য) অশ্বত্থং (অশ্বত্থবৃক্ষ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন); ছন্দাংসি (সকামকর্ম্মোপদেশক বেদবাক্যসকল) যস্য (যেই বৃক্ষের) পর্ণানি (পত্রস্বরূপ), যঃ (যিনি) তং (সেই সংসার-অশ্বত্থকে) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদ-তাৎপর্য্য জানেন)॥ ১॥

বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।
বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে" ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো

ভবতি ইত্যুক্তম্ ; ন চৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং বা অবিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্দ্ধশ্লোকাভ্যাং সংসার-স্বরূপং বৃক্ষং রূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ঊর্দ্ধ্বমূলমিতি। ঊর্দ্ধ্বমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্, অধ ইতি ততোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে, তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তম্, বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ ; প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ প্রাহুঃ,—ঊর্দ্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি—ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ, স এব বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলমীশ্বরো নারায়ণঃ, ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ ; স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ, অতএব বিদ্বান্ বেদবিদিতিস্তূয়তে ॥ ১ ॥

বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান ও ভক্তি উদিত হইতে পারে না ; অতএব ভগবান্ বৈরাগ্য-পূর্ব্বক জ্ঞান এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে পরিষ্কতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বঃ অনুঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে 'যিনি আমাকে অনন্যা ভক্তিদ্বারা উপাসনা করেন' ইত্যাদি বাক্যে পরমেশ্বরকে একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক ভজন-কারীর ভগবদনুগ্রহে প্রাপ্ত জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মভাব হইয়া থাকে, ইহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ একান্ত ভক্তি বা জ্ঞান অবিরক্তের (বৈরাগ্য-হীনের) পক্ষে সম্ভব নহে ; অতএব বৈরাগ্য-পূর্ব্বক জ্ঞানের উপদেশ করিতে অভিলাষী হইয়া ভগবান্ প্রথমে সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়ে রূপক-অলঙ্কারদ্বারা সংসারের বৃক্ষস্বরূপতা বর্ণন করিতেছেন—"ঊর্দ্ধ্বমূলম্" ইত্যাদি। ঊর্দ্ধ্ব—উত্তম, ক্ষর ও অক্ষর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষোত্তম, তিনি যাহার মূল, ইহা ঊর্দ্ধ্বমূল ; অধঃ—তাহা অপেক্ষা অধম ও কার্য্যের উপাধিরূপ হিরণ্যগর্ভাদিজীবকে

গ্রহণ করা হইতেছে ; তাঁহারা শাখার ন্যায় যাঁহার অংশ—ইহা অধঃশাখ। বিনশ্বর-স্বভাব হওয়ায় আগামী প্রভাতকাল পর্য্যন্ত যাহা থাকিবে না, এইপ্রকার বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া (সংসার—) অশ্বত্থ ; ইহা প্রবাহ-রূপে অবিচ্ছেদ হওয়ায় ইহাকে অব্যয়ও বলা হয় ; শ্রুতিতেও যথা—"এই সংসার উর্দ্ধ্বমূল নিম্নশাখ সনাতন অশ্বত্থ" ইত্যাদি। ছন্দঃসকল—বেদসমূহ যাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়া ছায়াস্থানীয় কর্ম্মফল-দ্বারা সংসার-বৃক্ষকে সর্ব্ব-জীবের আশ্রয়রূপে প্রতিপাদন করায় বেদগুলি পত্রতুল্য। যিনি সেই সংসারকে এইরূপ অশ্বত্থ বলিয়া জানেন, তিনিই বেদের অর্থ জানেন। সংসার-প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের মূল ঈশ্বর—নারায়ণ ; ব্রহ্মাদি তাঁহার অংশ শাখাতুল্য, সেই সংসারবৃক্ষ নাশশীল অথচ প্রবাহ-রূপে চিরস্থায়ী, বেদোক্ত কর্ম্মসমূহদ্বারা ইহার সেব্যতা সম্পাদিত হয়। এই পর্য্যন্তই বেদের তাৎপর্য্য। অতএব তাঁহাকে বিদ্বান্—বেদজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করা হইতেছে ॥ ১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষভাগে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত শ্রীভগবানের ভজন করিলে সাধক ভগবৎ প্রসাদ-লব্ধ-জ্ঞান-প্রভাবে ব্রহ্মভাব লাভ করেন ; কিন্তু ঐকান্তিক ভক্তি বা জ্ঞান বৈরাগ্য-ব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া বৈরাগ্যযুক্ত-জ্ঞান উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিয়া] শ্রীভগবান্ বলিলেন—শাস্ত্রসকল এই সংসারকে উর্দ্ধ্বমূলবিশিষ্ট অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমরূপ মূলবিশিষ্ট, অধঃশাখাযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মাদি শাখাযুক্ত, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহহেতু নিত্য, অথচ বিনশ্বর বলিয়া অশ্বত্থ-বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সকাম কর্ম্মোপদেশক বেদবাক্যসকল যেই বৃক্ষের (কর্ম্মফলদ্বারা সংসার-বন্ধন-বিধানরূপ ছায়াকারক) পত্রস্বরূপ। যিনি সেই সংসার-অশ্বত্থকে জানেন, তিনি বেদজ্ঞ অর্থাৎ বেদতাৎপর্য্যবেত্তা ॥ ১ ॥

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি, কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

তস্য (সেই বৃক্ষের) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণত্রয়দ্বারা সম্বর্দ্ধিত) বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পত্র-সমন্বিত) শাখাঃ (শাখা-সকল) অধঃ (নিম্নদিকে অর্থাৎ পশু প্রভৃতি হীন যোনিতে) উর্দ্ধং চ (ও উর্দ্ধদিকে অর্থাৎ দেবাদি উত্তম যোনিতে) প্রসৃতাঃ (প্রসার লাভ করিয়াছে); অধঃ চ (আর নিম্নে) মনুষ্যলোকে (কর্ম্মভূমি ভূলোকে) কর্ম্মানুবন্ধীনি (কর্ম্মপ্রবাহপ্রদ) মূলানি (অবান্তর মূলসকল) অনুসন্ততানি (সর্ব্বদা বিস্তার লাভ করিতেছে) ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাস্তেষু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতা বিস্তারং গতাঃ, সুকৃতিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ, গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ, বিষয়াঃ—রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ, শাখাগ্রস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ, অধশ্চ চশব্দাদূর্দ্ধঞ্চমূলানি অনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি; মুখ্যং মূলমীশ্বর এক এব, ইমানি ত্বন্তরালানি মূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি ইতি—কর্ম্ম এব অনুবন্ধি উত্তরভাবি যেষাং তানি উর্দ্ধাধোলোকেষূপভুক্ততত্তদ্ভোগবাসনাদিভির্হি কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্য-লোকপ্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি; তস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধি-কারো নান্যেষু লোকেষু, অতো মনুষ্যলোক ইত্যুক্তম্ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "অধঃ" ইত্যাদি। হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্যের উপাধি-স্বরূপ জীবগণ শাখাতুল্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; তাহাদের মধ্যে যাহারা পাপী, তাহারা অধঃ—পশুপ্রভৃতি যোনিতে প্রসৃত—বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পুণ্যাত্মগণ উর্দ্ধ—দেবাদি যোনিতে বিস্তৃত হইয়া সেই সংসার-বৃক্ষের

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে, নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল,-মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

[কিন্তু] ইহ (এই মনুষ্যলোকে) অস্য (এই সংসার অশ্বত্থের) রূপং (স্বরূপ) তথা (পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রকারে) ন উপলভ্যতে (অবগত হওয়া যায় না) ; [ইহার] অন্তঃ ন (শেষ দেখা যায় না), আদিঃ চ ন (আদিও দৃষ্ট হয় না), সংপ্রতিষ্ঠা চ ন (এবং স্থিতিও

শাখা-স্বরূপ হইয়াছেন ; আরও জলসেচনের ন্যায় গুণসমূহ—সত্ত্বাদি বৃত্তি-দ্বারা ইহা যথাযথ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; আরও বিষয়—রূপাদি সেই শাখা-গুলির প্রবাল—পল্লবতুল্য, কারণ, ঐগুলি শাখা ও প্রশাখার তুল্য ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সমূহের সহিত সংযুক্ত ; আরও নিম্নদিকেও—'চ' শব্দ দ্বারা ঊর্দ্ধদিকেও মূলগুলি বদ্ধ, প্রধান মূল ঈশ্বর একাকী, এই অপর মূলগুলি সেই সেই ভোগ বাসনা-স্বরূপ ; তাহাদের কার্য বলিতেছেন—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধী, অর্থাৎ কর্ম্ম যাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী, কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত। ঊর্দ্ধ্ব- ও অধঃ লোকগুলিতে যাহা উপভোগ করা হইয়াছে, সেই সেই ভোগ-বাসনা প্রভৃতি দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হইলে মনুষ্যলোকে জাত প্রাণিগণের সেই সেই অনুরূপ কর্ম্মসকলে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই মর্ত্ত্যলোকেই কর্ম্মাধিকার, অন্য লোকসমূহে নহে, অতএব মনুষ্যলোকে, এইরূপ বলা হইল ॥ ২ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মুঃ অনুঃ—সেই বৃক্ষের গুণত্রয়দ্বারা সম্বর্দ্ধিত বিষয়রূপ পত্র-সমন্বিত শাখাসকল নিম্নদিকে অর্থাৎ পশু প্রভৃতি হীনযোনিতে ও ঊর্দ্ধ্ব দিকে অর্থাৎ দেবাদি উত্তম যোনিতে প্রসারিত ; আর নিম্নে কর্ম্মভূমি ভূলোকে কর্ম্মপ্রবাহ সৃষ্টিকারী অবান্তর মূল-সকল সর্ব্বদা বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥

দেখা যায় না)। সুবিরূঢ়মূলং (অত্যন্ত বদ্ধমূল) এনং (এই) অশ্বত্থং (অশ্বত্থকে) দৃঢ়েন (দৃঢ়) অসঙ্গশস্ত্রেন (অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) ততঃ (তাহার) [মূলভূত] তৎপদং (তৎপদের অর্থাৎ পরম বস্তু বিষ্ণুপদ) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য) ; যস্মিন্ (যে পদ) গতাঃ (প্রাপ্ত হইলে লোক) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন নিবর্ত্তন্তি (ফিরিয়া আসে না)। যতঃ (যাঁহা হইতে) পুরাণী (চিরন্তন) প্রবৃত্তিঃ (সংসার-প্রবাহ) প্রসৃতা (প্রবাহিত) তং এব চ (সেইই) আদ্যং (আদিভূত অর্থাৎ সর্ব্বকারণ-কারণ) পুরুষং (পুরুষের) প্রপদ্যে (শরণ লইতেছি) [এইরূপে অন্বেষণ কর্ত্তব্য] ॥ ৩-৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথা উর্দ্ধ্বমূলত্বাদি-প্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে, ন চান্তোঽবসানমপর্য্যন্তত্বাৎ, ন চাদিরনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে, যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরবচ্ছেদোঽনর্থকরশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ —অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলমত্যন্তবদ্ধমূলং সন্তং অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যমহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্কৃত্য তত ইতি – ততস্তস্য মূলভূতং তৎপদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যমন্বেষ্টব্যম্ ; কীদৃশম্ ? যস্মিন গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমেবাহ—তমেবেতি। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা, বিসৃতা, তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩-৪ ॥

সুঃ অনুঃ –আরও "ন রূপম" ইত্যাদি। এই সংসারে অবস্থিত প্রাণিগণ এই সংসার-বৃক্ষের সেই উর্দ্ধ্বমূলস্বভাবাদিরূপে ইহার সত্তা অনুভব করিতে পারে না। ইহার সীমা না থাকায় অন্তহীন, আরম্ভ না থাকায় অনাদি, সম্প্রতিষ্ঠা—স্থিতিও নাই ; কিরূপে অবস্থিত, তাহা কেহ জ্ঞাত নহেন। যেহেতু এই সংসারবৃক্ষ এইরূপ অতি ক্লেশে উৎপাটনের যোগ্য

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা, বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ,-র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

[সেই শরণাগতগণ] নির্ম্মানমোহাঃ (অহঙ্কার ও মিথ্যা-অভিমান-শূন্য) জিতসঙ্গদোষাঃ (সঙ্গদোষরহিত) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিত) বিনিবৃত্তকামাঃ (বিশেষভাবে কামনারহিত) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ (সুখদুঃখসংজ্ঞক শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব হইতে) বিমুক্তাঃ (বিমুক্ত) অমূঢ়াঃ (অজ্ঞানমুক্ত হইয়া) তৎ (সেই) অব্যয়ং (নিত্য) পদং (পদ—বৈষ্ণব-পদ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫ ॥

এবং অনর্থজনক, অতএব ইহাকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ে যত্ন করা উচিত ;—ইহা "অশ্বত্থমেনম্" ইত্যাদি সার্দ্ধ-শ্লোকে বলিতেছেন। এইরূপ অত্যন্ত বদ্ধমূল অশ্বত্থকে অসঙ্গ—সঙ্গ-রাহিত্য —'অহং মম' ভাবের ত্যাগ—সেই অসিদ্বারা সম্যক্ বিচার-পূর্ব্বক পৃথক্ করিয়া, "ততঃ" ইত্যাদি—তাহা হইতে তাহার মূলস্বরূপ বস্তু সেই বৈষ্ণব-পদ অন্বেষণ করিতে হইবে। তাহা কীদৃশ ? যেখানে গেলে—যে পদ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় না। অনুসন্ধানের প্রকার বলিতেছেন— "তমেব" (তাঁহাকেই) ইত্যাদি। যাহা হইতে এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃতা হইয়াছে, সেই আদ্য পুরুষকেই আশ্রয় করি ; এইরূপে একান্ত ভক্তি-সংকারে অন্বেষণ করা উচিত, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৩-৪ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—কিন্তু এই জগতে এই সংসার-অশ্বত্থের স্বরূপ তদ্রূপ উপলব্ধির বিষয় হয় না ; ইহার অন্ত, আদি ও স্থিতিও দৃষ্টিগোচর হয় না। অনাসক্তিরূপ দৃঢ়-শস্ত্র বা কুঠার দ্বারা অত্যন্ত বদ্ধমূল এই অশ্বত্থকে ছেদন-পূর্ব্বক তাহার মূলস্বরূপ তৎপদ অর্থাৎ পরমবস্তু বিষ্ণুপদের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য—যে পদ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আর পুনরাবর্ত্তন করেন না। যাঁহা হইতে এই চিরন্তন সংসার-প্রবাহ প্রসারিত, সেই আদি-পুরুষেরই প্রপন্ন হইতেছি [এইরূপ চিত্তভাব লইয়া অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য] ॥ ৩-৪ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

যৎ (যাহাকে) গত্বা (লাভ করিয়া) [যোগিগণ] ন নিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হন না), তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং (পরম) ধাম (স্বরূপ)। সূর্য্যঃ (সূর্য্য) তৎ (তাহাকে) ন ভাসয়তে (উদ্ভাসিত করিতে পারে না), ন শশাঙ্কঃ (না চন্দ্র), ন পাবকঃ (না অগ্নি) ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ—নির্ম্মানেতি। নির্গতৌ মানমোহৌ অহঙ্কার-মিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ, বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে, সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি, তৈর্ব্বিমুক্তাঃ অতএবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুঃ—তাঁহার প্রাপ্তি-বিষয়ে অন্যান্য উপায় দেখাইয়া বলিলেন—“নির্ম্মান” ইত্যাদি। নির্ম্মানমোহ—যাঁহাদিগ হইতে মান (অহঙ্কার), মোহ (মিথ্যাভিনিবেশ) দূরীভূত হইয়াছে, [জিতসঙ্গদোষ]—যাঁহারা পুত্রাদিতে আসক্তিরূপ দোষ-সমূহ জয় করিয়াছেন, [অধ্যাত্মনিত্য]—যাঁহারা আত্মজ্ঞানে পরিপক্ক, [বিনিবৃত্তকাম]—যাঁহাদিগ হইতে বাসনা-সমূহ বিশেষরূপে বিরাম লাভ করিয়াছে; আবার সুখ ও দুঃখ নামে অভিহিত শীত ও উষ্ণাদি বিরুদ্ধ ব্যাপারগুলি হইতে যাঁহারা মুক্ত; অতএব তাঁহারা অমূঢ়—অবিদ্যার কবল হইতে মুক্ত হইয়া সেই অনশ্বর বৈষ্ণব-পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

মুঃ অনুঃ- [সেই পরমপদ প্রাপ্তির অন্য সাধন প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিতেছেন—] তাদৃশ প্রপন্নজনগণ অহঙ্কার ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষজয়ী, আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিত, সর্ব্বতোভাবে কামনাশূন্য, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও অজ্ঞানমুক্ত হইয়া সেই নিত্য বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

জীবভূতঃ (জীবরূপ) মম এব (আমারই) অংশঃ (অংশ) [অতএব] সনাতনঃ (নিত্য) জীবলোকে (এই জগতে) প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিতে অবস্থিত) মনঃষষ্ঠানি (ষষ্ঠ স্থানীয় মন-সহিত) [পঞ্চ] ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়কে) কর্ষতি (আকর্ষণ অর্থাৎ বহন করিতেছে) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। তৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনস্তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম ; অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষ-প্রসঙ্গো নিরস্তাঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ চ ত্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্ত্তন্তে, তর্হি "সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ সুষুপ্তিপ্রলয়-সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ

সুঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে গন্তব্য স্থানকে বিশেষ করিতেছেন—"ন তৎ" ইত্যাদি। যে স্থান সূর্য্যাদি প্রকাশ করিতে পারে না ; যাহা পাইয়া যোগি-গণ আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না, আমার তাহাই পরম ধাম—স্বরূপ ; এই বাক্যে সূর্য্যাদি কর্ত্তৃক প্রকাশের অসামর্থ্য-হেতু জড়তা ও শীতোষ্ণ প্রভৃতি দোষের প্রসঙ্গ দূরীকৃত হইল ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই গন্তব্য পরম-পদের বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—] যথায় গমন করিয়া যোগিগণ আর পুনরাবর্ত্তন করেন না, তাহা আমার পরম-স্বরূপ। সূর্য্য তাহাকে উদ্ভাসিত করিতে পারে না, চন্দ্রও নহে, অগ্নিও নহে ॥ ৬ ॥

সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ ; অসৌ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারোপভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্। অয়ম্ভাবঃ,—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিস্তথাপ্যবিদ্যাবৃতস্য সানুশয়স্য স প্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে ; তদুক্তম্,—"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তী"ত্যাদিনা। অতঃ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি বিদুষান্তু শুদ্ধস্বরূপ-প্রাপ্তের্ন ব্যবৃত্তিরিতি ॥ ৭ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—আচ্ছা, যদি তোমার ধাম প্রাপ্ত হইয়া কেহ প্রত্যাবৃত্ত না হন, তাহা হইলে "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে"—এই শ্রুতি-প্রমাণে সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে সেই ধাম-প্রাপ্তি সকলেরই হইয়া থাকে। অতএব কে-ই-বা সংসারী হয় ? ইহা আশঙ্কা করিয়া সংসারীকে দেখাইতেছেন—"মমৈব" ইত্যাদি পঞ্চ শ্লোকে। আমারই অংশ এই জীব অবিদ্যা-দ্বারা সর্ব্বদা সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ ; ইহা সুষুপ্তি ও প্রলয়-কালে প্রকৃতিতে বিলীনভাবে অবস্থিত পঞ্চেন্দ্রিয়-সহিত মনকে আবার জীবলোকে বিষয়-ভোগের নিমিত্ত আকর্ষণ করে ; ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক ও পঞ্চপ্রাণেরও নির্দ্দেশক। ভাবার্থ এই—ইহা সত্য বটে, যে সকল জীবমাত্রেই আমার অংশ হওয়ায় সুষুপ্তি ও প্রলয়েও আমাতে লয়বশতঃ তাহারা সকলেই আমাকে প্রাপ্ত হয় ; তথাপি অবিদ্যা-কর্তৃক আবৃত বাসনাযুক্ত তাদৃশ জীবের আমার প্রকৃতিতে লয় হয়, শুদ্ধ আমাতে নহে ; পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে সমস্ত চরাচর ভূতসকল প্রকাশ লাভ করে" ইত্যাদি বাক্যে ; অতএব আবার জন্ম-মরণরূপ সংসারের নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়া অজ্ঞ জীব

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥
শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

ঈশ্বরঃ (দেহের অধীশ্বর জীবাত্মা) যৎ (যখন) শরীরং (কোন দেহ গ্রহণ করে) যৎ চ (এবং যখন) উৎক্রামতি অপি (তাহা হইতে উৎক্রমণও করে), [তখন] বায়ুঃ (বায়ু) আশয়াৎ (গন্ধের আধার হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধের ন্যায়) এতানি (এই সকল ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (সঙ্গে লইয়া) সংযাতি (গমন করে) ॥ ৮ ॥

অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) স্পর্শনং চ (ত্বক্) রসনং চ (জিহ্বা) ঘ্রাণম্ এব চ (ও নাসিকা) মনঃ চ (ও মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্ (বিষয়সকল) উপসেবতে (উপভোগ করিতে থাকে) ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—তাস্যাকৃষ্য কিং করোতীত্যাহ—শরীরমিতি। যৎ যদা শরীরান্তরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাদুৎক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাদেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্ যাতি, শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি, তদ্বৎ ॥৮॥

প্রকৃতিতে লুপ্তাবস্থায় অবস্থিত নিজের উপাধি ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করে ; কিন্তু বিজ্ঞ জীবের শুদ্ধ-স্বরূপ প্রাপ্তি হওয়ায় পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন নাই ॥ ৭ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মুঃ অনুঃ—[ভগবানের পরম ধাম-প্রাপ্ত জনগণ যদি আর প্রত্যাবর্ত্তন না করে, তবে সংসারী কাহারা ? তদুত্তরে বলিতেছেন—]এই জীব-জগতে আমারই অংশভূত নিত্য-জীব প্রকৃতির অন্তর্গত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ বা বহন করিতেছে ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি, তদাহ—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চান্তঃকরণমধিষ্ঠায়াশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুঙ্‌ক্তে ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুঃ—ইন্দ্রিয়গুলি আকর্ষণ করিয়া কি করে? তাহাতে বলিলেন—"শরীরম্" ইত্যাদি। ঈশ্বর—দেহাদির অধিপতি—জীব যখন কর্ম্মবশে অন্য শরীর প্রাপ্ত হয় এবং যে শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন পূর্ব্ব শরীর হইতে এই ইন্দ্রিয়গুলি গ্রহণ করিয়া সেই অন্য শরীরে সম্যগ্-রূপে উপস্থিত হয়। শরীর থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—আশয়—নিজ-স্থান পুষ্পাদি হইতে গন্ধ—গন্ধযুক্ত সূক্ষ্মাংশগুলি গ্রহণ করিয়া বায়ু যেরূপ চলিয়া যায়, তাহার ন্যায় ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুঃ—সেই ইন্দ্রিয়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যে-নিমিত্ত উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া গমন করে, তাহা বলিলেন—"শ্রোত্রম্" ইত্যাদি। কর্ণাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলি ও অন্তরিন্দ্রিয় মনে অধিষ্ঠান—আশ্রয় করিয়া এই জীব শব্দাদি-বিষয়গুলিকে ভোগ করে ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[প্রকৃতি-দত্ত ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া জীব কি করে?—] দেহপতি জীব যখন কোন শরীর হইতে নির্গত হইয়া দেহান্তর গ্রহণ করে, তখন বায়ু যেমন গন্ধের আধার পুষ্পাদি হইতে গন্ধ বহন করিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ জীবও এই ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া গমন করে ॥ ৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই ইন্দ্রিয়-গ্রহণের প্রয়োজন বলিতেছেন—] জীব চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-সকল উপভোগ করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

বিমূঢ়াঃ (মূঢ় ব্যক্তিগণ) উৎক্রামন্তং বা (কি উৎক্রমণের অবস্থায়) স্থিতং অপি (কি দেহে অবস্থান-কালে) ভুঞ্জানং বা (কি বিষয়-ভোগ-কালে) গুণান্বিতং (ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত এই জীবকে) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) ; [কিন্তু] জ্ঞানচক্ষুষঃ (জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্টগণ) পশ্যন্তি (দেখিতে পা'ন) ॥ ১০ ॥

[কোন কোন] যোগিনঃ চ (যোগিগণও , যতন্তঃ (ধ্যানাদির দ্বারা চেষ্টাপরায়ণ হইয়া) আত্মানং (জীবাত্মাকে) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতং (অবস্থিত) পশ্যন্তি (দেখিতে পান) ; যতন্তঃ অপি (চেষ্টাপরায়ণ হইয়াও) [কেহ কেহ] অকৃতাত্মানঃ (অবিশুদ্ধচিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকী হওয়ার দরুণ) এনং (ইহাকে) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পা'ন না) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ কার্যাকারণসংঘাতব্যতিরেকেনৈবম্ভূতমাত্মানং সর্ব্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি, তত্রাহ—উৎক্রামন্তমিতি। উপক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদি-যুক্তং জীবং বিমূঢ়া নালোকয়ন্তি, জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতো বিবেকিষ্বপি কেচিৎ পশ্যন্তি, কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ—যতন্ত ইতি। যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি ; শাস্ত্রাভ্যাসা-দিভির্যত্নং কুর্ব্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অতএবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২ ॥

আদিত্যগতং (সূর্য্যস্থিত) যৎ (যে) তেজঃ (তেজ), চন্দ্রমসি চ (চন্দ্রে) যৎ (যে তেজ), অগ্নৌ চ (ও অগ্নিতে) যৎ (যে তেজ) অখিলং (নিখিল) জগৎ (জগৎকে) ভাসয়তে (প্রকাশ করে), তৎ (তৎসমস্ত) মামকং (আমার) তেজঃ (তেজ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ১২ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, কার্য্য ও কারণের মিলন ব্যতীত এই প্রকার আত্মাকে কেন সকলেই দেখিতে পায় না ? তাহাতে বলিতেছেন— 'উৎক্রামন্তম্" ইত্যাদি। অজ্ঞগণ উৎক্রমণ-কালে—এক দেহ হইতে অন্যদেহে গমন-কালে, অথবা সেই দেহে অবস্থান-কালে কিংবা বিষয়-ভোগ সময়ে গুণান্বিত—ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে দেখিতে পায় না ; কিন্তু যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু বিকসিত হইয়াছে, সেই বিবেকিগণ দেখিতে পান ॥১০॥

স্বঃ অনুঃ—আবার এই জীব দুর্জ্জ্ঞেয়, যেহেতু বিবেকিগণের মধ্যেও কেহ কেহ দর্শন করেন, আবার কেহ কেহ করেন না ; ইহা বলিতেছেন— "যতন্তঃ" ইত্যাদি। ধ্যানাদি দ্বারা যত্নবান্ কোন কোন যোগী দেহে অবস্থিত আত্মাকে পৃথগ্ভাবে দর্শন করেন ; আবার শাস্ত্রের অভ্যাসাদিতে যত্ন করিয়াও যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, এইরূপ মন্দমতি মনুষ্যগণ ইহাকে দেখিতে পায় না ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—[এইরূপে ইন্দ্রিয়-সহিত উৎক্রমণকারী ও ভোগপরায়ণ জীব দৃষ্টিগোচর হয় না কেন ?— মূঢ় ব্যক্তিগণ কি উৎক্রমণের অবস্থায়, কি দেহে অবস্থান-কালে, কি বিষয়-ভোগকালে ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত জীবকে দেখিতে পায় না ; কিন্তু জ্ঞানচক্ষু-বিশিষ্টগণ দেখিতে পা'ন ॥১০॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

অহং (আমি) গাম্ (পৃথিবীমধ্যে) আবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) ওজসা (নিজ শক্তি দ্বারা) ভূতানি (ভূত সকলকে) ধারয়ামি (ধারণ করিতেছি) রসাত্মকঃ (রসময়) সোমঃ (চন্দ্র) ভূত্বা (হইয়া) ওষধীঃ (ওষধী সকলকে) পুষ্ণামি (পোষণ করিতেছি) ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তম্ ; তৎপ্রাপ্তনাঞ্চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা ; তত্র সংসারিণোঽভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্ ; ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদি চতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি, তৎ সর্ব্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২ ॥

স্বঃ অনুঃ—অতএব এইরূপে "সূর্য্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না" ইত্যাদি বাক্যে পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ধামের বিষয় বলা হইয়াছে, এবং তাঁহাকে পাইলে জীবের পুনরায় প্রত্যাগমন নাই, ইহাও বলিয়াছেন ; তাহাতে সংসারী জীবের অভাব আশঙ্কা করিয়া দেহাদি হইতে ভিন্ন সংসারীর স্বরূপ দেখাইলেন। এক্ষণে পরমেশ্বরের অনন্তশক্তিময় সেই রূপ নিরূপণ করিতেছেন—"যৎ" ইত্যাদি চারি শ্লোকে। সূর্য্য প্রভৃতিতে অবস্থিত অনেকপ্রকার যে-সমস্ত তেজ বিশ্বকে প্রকাশ করে, সেই সমস্ত আমারই তেজ বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

মূঃ অনুঃ—[এই জীব দুর্জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছেন—] যোগিগণও চেষ্টাশীল হইয়া আত্মাকে দেহ-মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পান ; অবিশুদ্ধ-চিত্ত অবিবেকগণ চেষ্টাপরায়ণ হইয়াও ইহাকে দেখিতে পান না ॥ ১১ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ (জঠরানল) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহং (দেহ) আশ্রিতঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে) চতুর্ব্বিধম্ (চারি প্রকার) অন্নং (ভক্ষিত খাদ্য) পচামি (জীর্ণ করিয়া থাকি) ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথিবীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায়াহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি; অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, অহমিতি। বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমান্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাঞ্চ তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং, যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যং, যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যং, যত্তু দংষ্ট্রাভির্নিষ্পিড্য রসাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্ব্বিধস্য ভেদঃ ॥ ১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—আরও "গাম্ ইত্যাদি। আমিই বলদ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া স্থাবর-জঙ্গম ভূত-সমূহ ধারণ করি এবং আমিই রসময় চন্দ্র হইয়া শস্যাদি ওষধি-সমূহ বর্দ্ধন করি ॥ ১৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[অনন্তশক্তিময়তা প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরম-ধাম নিরূপণ করিতেছেন—] সূর্য্যস্থিত যে তেজ অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করে, যাহা চন্দ্রে এবং যাহা অগ্নিতে, তৎসমস্ত আমার তেজ বলিয়া জান ॥ ১২॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

অহং চ (আমি) সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (অবস্থিত), মত্তঃ (আমা হইতে) [জীবের] স্মৃতিঃ (স্মৃতি) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অপোহনং চ (ও তদুভয়ের বিলোপ হয়); সর্ব্বৈঃ চ (সকল) বেদৈঃ (বেদের) অহম্ এব (আমিই) বেদ্যঃ (জ্ঞেয়), অহম্ এব (আমিই) বেদান্তকৃৎ (বেদান্তকর্ত্তা) বেদবিৎ চ (ও বেদার্থজ্ঞ) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহম্, অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানু-

সুঃ অনুঃ—আরও "অহম্" ইত্যাদি। আমিই জঠরস্থিত অগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার উদ্দীপক প্রাণ ও অপানের সহিত যুক্ত হইয়া তাহার খাদিত ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চোষ্য—এই চতুর্ব্বিধ খাদ্য পাক করিয়া থাকি; তন্মধ্যে যে পিষ্টকাদি পদার্থগুলি দন্তদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া গিলিত হয়, তাহা ভক্ষ্য; পায়সাদি যে বস্তুগুলি কেবল জিহ্বা দ্বারা আলোড়ন করিয়া গিলিত হয়, তাহা ভোজ্য; তরল গুড়াদির ন্যায় যে বস্তুগুলি জিহ্বাতে নিক্ষেপ করিয়া রসের আস্বাদন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে গিলিত হয়, তাহা লেহ্য; আবার ইক্ষুদণ্ডাদির ন্যায় যে সকল পদার্থ দন্তদ্বারা পেষণ করিয়া রসাংশ গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট পরিত্যক্ত হয়, তাহাই চোষ্য;—ইহাই খাদ্যের চতুর্ব্বিধ বিশেষ ॥ ১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ শক্তিদ্বারা সকল ভূতগণকে ধারণ করিতেছি, রসময় চন্দ্ররূপে ওষধি-সকলকে পোষণ করিতেছি ॥ ১৩ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি জঠরানলরূপে প্রাণিদেহ আশ্রয়-পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান-বায়ুর সহযোগে চতুর্ব্বিধ আহার জীর্ণ করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ক্ষরঃ চ (ক্ষর) অক্ষরঃ চ (ও অক্ষর) —ইমৌ (এই) দ্বৌ এব (দুইটী মাত্র) পুরুষৌ (পুরুষ) লোকে (জগতে) [বিদ্যমান]। [তাহার মধ্যে] সর্ব্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূতগণ) ক্ষরঃ (ক্ষর) ; কূটস্থঃ (কূটস্থকে) অক্ষরঃ (অক্ষর) উচ্যতে (বলা হয়) ॥১৬॥

ভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি, জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকো জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদপ্যহমেব ॥ ১৫ ॥ (শ্রীধরঃ)

শ্রীধরঃ—ইদানীং "তদ্ধাম পরমং মমে"তি যদুক্তং, স্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমত্বং তৎ দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চাক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ ; তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্ব-

সুঃ অনুঃ—আরও "সর্ব্বস্য" ইত্যাদি। সকলের—সকল প্রাণীরই হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে আমি প্রবিষ্ট আছি। অতএব আমা-কর্ত্তৃকই প্রাণীমাত্রের পূর্ব্বে অনুভূত বিষয়-সমূহের স্মরণ হইয়া থাকে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-দ্বারা জ্ঞান জন্মে এবং স্মৃতিভ্রংশ ও জ্ঞাননাশও আমা হইতেই হয়। সকল বেদেই সেই সেই দেবতারূপে আমিই জ্ঞানের বিষয় ; আমি বেদান্তকৃৎ—সেই সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক জ্ঞানপ্রদ-গুরু এবং বেদের অর্থজ্ঞানীও একমাত্র আমিই ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—আমি সর্ব্বহৃদয়ে অবস্থিত, আমা হইতেই জীবের স্মৃতি, জ্ঞান ও তদুভয়ের বিলোপ, সকল বেদের আমিই বেদ্য বা জ্ঞেয়, আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদার্থজ্ঞাতা ॥ ১৫ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭॥

তু (কিন্তু) অন্যঃ (পূর্ব্বোক্ত পুরুষদ্বয় হইতে ভিন্ন) উত্তমঃ (উত্তম) পুরুষঃ (পুরুষ) পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা বলিয়া) উদাহৃতঃ (কথিত)—যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ (সকলের প্রভু) অব্যয়ঃ (নির্ব্বিকার), লোকত্রয়ং (ত্রিজগতে) আবিশ্য (আবিষ্ট হইয়া) বিভর্ত্তি (পালন করিতেছেন)॥ ১৭॥

প্রসিদ্ধৌ। কূটো রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স ত্বক্ষরঃ পুরুষ ইতি উচ্যতে বিবেকিভিঃ॥ ১৬॥ (শ্রীধরঃ)

শ্রীধরঃ—যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ, তদাহ—উত্তম ইতি। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ; বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমশ্চাসৌ-

সুঃ অনু—এক্ষণে সেই আমার শ্রেষ্ঠ ধাম (৮।২১) এই বাক্যে যাহা কথিত হইয়াছে, “দ্বৌ” ইত্যাদি তিন শ্লোক দ্বারা সেই আপন ধামের সর্ব্বোত্তমতা দেখাইতেছেন। ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ বিশ্বমধ্যে প্রসিদ্ধ। সেই দুইটি বলিলেন—তন্মধ্যে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত যাবতীয় শরীর ক্ষর পুরুষ। কারণ, অজ্ঞান লোকের শরীরেই পুরুষত্ব-জ্ঞান প্রসিদ্ধ আছে। কূট—রাশি; প্রস্তর-সমূহ যেরূপ পর্ব্বতে থাকে, সেইরূপ দেহের নাশেও নির্ব্বিকারভাবে থাকে বলিয়া কূটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তাকে বিবেকিগণ অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন॥ ১৬॥

মূঃ অনুঃ—[এখন শ্রীভগবান্ নিজের সর্ব্বোত্তমত্ব-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] এই জগতে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী পুরুষ (বা তত্ত্ব) প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে সকল ভূতকে (ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত দেহ-সকলকে) ‘ক্ষর’ এবং কূটস্থ বা চেতন ভোক্তাকে ‘অক্ষর’ বলা হয়॥ ১৬॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরম্ (ক্ষরের) অতীতঃ (অতীত) অক্ষরাৎ অপি (অক্ষর হইতেও) উত্তমঃ (উত্তম), অতঃ (অতএব) লোকে (জগতে) বেদে চ (ও বেদাদি শাস্ত্রে) পুরুষোত্তমঃ (পুরুষোত্তম বলিয়া) প্রথিতঃ (প্রসিদ্ধ) ॥ ১৮ ॥

বাত্মা চেতি উদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ পরমত্বেনাক্ষরাশ্চ ভোক্তুর্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বর ঈশনশীলঃ, অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকার এব সন্ লোক-ত্রয়হৃদয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি ॥ ১৭ ॥ (শ্রীধরঃ)

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ অক্ষরা-চ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথা চ শ্রুতিঃ—"সর্ব্বস্যায়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি" ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—যে নিমিত্ত এই ক্ষর ও অক্ষর লক্ষিত হইল, তাহা বলিতেছেন—"উত্তমঃ" ইত্যাদি। এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিশিষ্ট যিনি, তিনি উত্তম পুরুষ ; পার্থক্য বলিতেছেন—শ্রুতিগণ উহাকে শ্রেষ্ঠ আত্মা বলিয়া থাকেন ; তিনি আত্মা বলিয়া ক্ষর—অচেতন হইতে পৃথক্ এবং শ্রেষ্ঠতা-হেতু অক্ষর—চেতন ভোক্তা হইতে ভিন্ন ; তাঁহার পরমাত্মতা দেখাইতেছেন—'যিনি ত্রিলোক' ইত্যাদি। যিনি ঈশ্বর—নিয়মন-কর্ত্তা, অব্যয়—নির্ব্বিকার-ভাবে ত্রিলোকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া পালন করেন ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—কিন্তু উক্ত পুরুষদ্বয় হইতে ভিন্ন উত্তম পুরুষকে পরমাত্মা বলা হয়—যিনি সকলের প্রভু ও নির্ব্বীকার, ত্রিজগন্মধ্য প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

হে ভারত ! যঃ (যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহমুক্ত ব্যক্তি) মাম্ (আমাকে) এবং (এইরূপে) পুরুষোত্তমং (পুরুষোত্তম বলিয়া) জানাতি (জানেন), সঃ (সেই) সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি) মাং (আমাকে) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারে) ভজতি (ভজন করেন) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—এবংভূতেশ্বরজ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি। এবং নিরুক্ত-প্রকারেণাসংমূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি সর্ব্ব-ভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি, ততশ্চ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি॥১৯॥

সুঃ অনুঃ—এইপ্রকার পুরুষোত্তমতা আপনার নাম বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন—"যস্মাৎ" ইত্যাদি। যেহেতু আমি নিত্য-মুক্ত হওয়ায় ক্ষর জড়বর্গকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত এবং নিয়মন-কর্ত্তা বলিয়া—অক্ষর—চেতনবর্গ অপেক্ষাও উত্তম, অতএব সকল ভুবনে ও বেদ-সমূহে আমি 'পুরুষোত্তম'-নামে প্রথিত—বিখ্যাত। এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—"সেই এই আত্মা সকলের বশকারী, সকলের অধিপতি, সকলের নিয়মন-কর্ত্তা, তিনি এই সকলই শাসন করিতেছেন" ইত্যাদি॥১৮॥

সুঃ অনুঃ—এই প্রকার ঈশ্বরের জ্ঞানের ফল বলিলেন—'যঃ' ইত্যাদি। এইরূপে অসংমূঢ়—নিশ্চিতবুদ্ধি হইয়া যিনি পুরুষোত্তম আমাকে জানেন, তিনি সর্ব্বভাবে—সর্ব্বপ্রকারেই আমাকে ভজন করেন এবং তাহার ফলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[নিজ নামের ব্যুৎপত্তি-কথন-দ্বারা নিজ পুরুষোত্তমত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—]যেহেতু আমি এই 'ক্ষর' পুরুষের অতীত, 'অক্ষর' পুরুষ হইতেও উত্তম, অতএব আমি জগতে ও বেদে পুরুষোত্তমরূপে প্রসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

হে অনঘ! (নিষ্পাপ!) ময়া (আমি) ইতি (এই প্রকারে) ইদং (এই) গুহ্যতমং (পরম রহস্য) শাস্ত্রম্ (শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্র-তাৎপর্য্য) উক্তম্ (বলিলাম)। হে ভারত! এতৎ (ইহা) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) [লোক] বুদ্ধিমান্ (জ্ঞানী) কৃতকৃত্যঃ চ (ও কৃতার্থ) স্যাৎ (হইবে) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপ-প্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তং, ন তু পুনর্ব্বিংশতি-শ্লোকমধ্যায়মাত্রম্। হে অনঘ! ব্যসনশূন্য! অতএবৈতন্মদুক্তং বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ সম্যক্‌জ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাং যোঽপি কোঽপি; হে ভারত! ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

সংসারশাখিনং ভিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।

পুরুষোত্তমযোগাখ্যং পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সুবোধিন্যাং পুরুষোত্তম-যোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত করিতেছেন "ইতি" ইত্যাদি। এই সংক্ষিপ্তরূপে অতি গোপনীয় সম্পূর্ণ শাস্ত্রই আমি বলিয়াছি, কেবল

মূঃ অনুঃ—[তাদৃশ পুরুষোত্তমত্ব-জ্ঞানের ফল বলিতেছেন—] হে ভারত! যে মোহমুক্ত ব্যক্তি আমাকে এইরূপে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে আমার ভজন করেন ॥ ১৯ ॥

এই বিংশতি শ্লোকময় অধ্যায়টী নহে। হে অনঘ!—নিষ্পাপ! অতএব এই আমার কথিত শাস্ত্র বুঝিয়া মানব সম্যক্‌জ্ঞানী হয় এবং কৃতার্থও হয়—যে-কেহ হইতে পারে; তবে হে ভরতকুলাবতংস! তুমি যে সফলকাম হইবে, তাহাতে কি বলিবার আছে ? ॥ ২০ ॥ (সুঃ অনুঃ)

পরমেশ্বর এই পুরুষোত্তম-যোগ-নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারবৃক্ষকে ভেদ করিয়া স্পষ্টভাবে পরম-পদ উপদেশ করিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা 'সুবোধিনী'তে পুরুষোত্তম-যোগনামক পঞ্চদশ অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—[অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন—] হে অনঘ! আমি তোমাকে এই গুহ্যতম শাস্ত্র বলিলাম। হে ভারত! জীব ইহা জানিয়া সম্যক্ জ্ঞানী ও কৃতার্থ হইবে ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতি-গ্রন্থে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'পুরুষোত্তমযোগ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

আদ্য-পুরুষ—আদ্য অর্থাৎ সর্ব্বকারণ-কারণ-পুরুষ—স্বয়ংরূপ বস্তু। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্।

পরম ধাম—পরা মা অর্থাৎ শ্রী বা শক্তি যাহাতে আছে, তাহা "পরম"। পরম বা শ্রীমৎ বা শক্তিমৎ "ধাম" বা স্বরূপ (বলদেব);

পরম—সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অজড়, অতীন্দ্রিয় ; ধাম সর্ব্বপ্রকাশক তেজ (চক্রবর্ত্তী) ; ধাম—জ্যোতিঃ, বিভূতিস্বরূপ অংশ (রামানুজ)।

বেদান্তকৃৎ—ব্যাসদেব 'বেদান্ত' কর্ত্তা হইলেও, স্বয়ং ভগবান্‌ই—ব্যাসদেবরূপে বা ব্যাসদেবদ্বারা 'বেদান্তে'র প্রকৃত কর্ত্তা।

পুরুষ—চেতন ; ক্ষর পুরুষ—জীব, অক্ষর পুরুষ—ব্রহ্ম। অবিদ্যা-বশতঃ জীব-চেতনের স্বরূপ-বিচ্যুতি অর্থাৎ স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটে বলিয়া জীবকে "ক্ষর" বলা হয় ; ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বদা একরূপ বা স্বরূপবিচ্যুতিহীন বলিয়া "অক্ষর" ও "কূটস্থ" (চক্রবর্ত্তী) ; ক্ষর—বদ্ধজীব ; অক্ষর—মুক্ত-জীব, অতএব দ্বিবিধ পুরুষ বা চেতন (বলদেব, রামানুজ) ; ক্ষর—ব্রহ্মাদি সমস্ত জীব বা পুরুষ ; অক্ষর—প্রকৃতি বা প্রধান (মধ্ব) ; ক্ষর-পুরুষ—জড় দ্রব্য ও রূপ-সমূহ ; অক্ষর-পুরুষ—চেতন জীবসমূহ (শ্রীধর)।

পুরুষোত্তম—ক্ষর-তত্ত্ব ও অক্ষর-তত্ত্ব—এই উভয়ের অতীত, শ্রেষ্ঠ ও অধিপতি "পরমাত্মা" (শ্রীধর, বলদেব) ; ব্রহ্মস্বরূপ ও পরমাত্মা-স্বরূপেরও মূল কারণ এবং ভক্তগণোপাস্য শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ (চক্রবর্ত্তী)। বস্তুতঃ পুরুষোত্তম-শব্দ বিষ্ণু বা শ্রীহরিতেই রূঢ়।

পরিপ্রশ্নমালা

১। গীতায় সংসার-প্রবাহটাকে কিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং কেন? (গীঃ ১৫।১—৩)

২। ভগবদ্ধামের বৈশিষ্ট্য কি? (গীঃ ১১।৬)

৩। জীবের স্বরূপ কি? (গীঃ ১৫।৭)

। জড়জগতের সহিত চিন্ময় জীবের ব্যবহার কিরূপে সম্ভবপর হয়? (গীঃ ১৫।৭—৯)

৫। জীবের স্বরূপ কাঁহার উপলব্ধির বিষয় হয়? (গীঃ ১৫।১০-১১)

৬। ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ কি? (গীঃ ১৫।১৬)

৭। উত্তম পুরুষ কে এবং পুরুষোত্তম-সংজ্ঞাই বা কেন? (গীঃ ১৫।১৭-১৮)

৮। পুরুষোত্তম-বস্তু-জ্ঞাতার কর্ত্তব্য কি? (গীঃ ১৫।১৯)

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগযোগ

কথাসার

আসুরী সম্পদ্ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দৈবী সম্পদের অধিকারী হইতে পারিলে লোক মুক্তি-লাভে সমর্থ হয়। অতএব দৈবী ও আসুরী সম্পদের স্বরূপগত ও পরিণামগত তারতম্য এই অধ্যায়ে বিচারিত হইয়াছে।

অভয়, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ষড়্‌বিংশতি গুণ-সমষ্টিকে দৈবী সম্পদ্ বলা হইয়াছে। ইহারা সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। আর দম্ভ, দর্প প্রভৃতি ছয়টীকে আসুরী সম্পদ্ বলা হইয়াছে। ইহারা রজঃ ও তমোগুণের ধর্ম্ম। দৈবী-সম্পদ্-লাভে সংসার-মুক্তি, আর আসুরী সম্পদ্-লাভে সংসার-বন্ধন। এই দ্বিবিধ সম্পদনুসারে জীব-সৃষ্টি-মধ্যে দ্বিবিধ প্রকৃতির লোক দেখা

যায়—(১) দৈবী-সম্পদ্-বিশিষ্ট দেব-প্রকৃতি বা সাত্ত্বিক-প্রকৃতি—দেবতা ; (২) আসুরী-সম্পদ্-বিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি বা রজস্তমঃপ্রকৃতি—অসুর। অসুরগণের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, সদাচার, পবিত্রতা ও সত্যপরায়ণতা নাই। জগৎ নিরীশ্বর, অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, পরস্পর কামসম্ভূত—ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত বা মতবাদ। এই কুদার্শনিক মতবাদ প্রভাবে তাহারা স্বল্পবুদ্ধি, মলিনচিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও জগতের অহিতকারক। কামোপভোগই তাহাদের চরম ও পরম গতি এবং ভোগসিদ্ধির জন্য তাহারা অন্যায়ে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহাদের চরম পরিণতি—নরক। তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি সমস্তই নাম-মাত্র ও অবিধি-দুষ্ট এবং তাহারা সজ্জনগণের অসূয়াকারী। ভগবান্ তাহাদিগকে সর্ব্বদা এইরূপ অসুর-যোনিতেই প্রেরণ করিয়া থাকেন। ফলে—তাহারা আরও অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটী অসুর-সম্পদের মূলীভূত। ইহা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রেয়ঃ আচরণ করিতে পারিলে উত্তম-গতি লভ্য হয়। শাস্ত্র-বিধির উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারিতায় কোন মঙ্গল-লাভ ঘটে না। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ।

শিক্ষা—মায়ামূঢ় হইয়া ভগবৎপ্রকাশিকা সাত্ত্বিকতা পরিত্যাগ করিলে তমোধর্ম্ম-বশীভূত জীব আসুর স্বভাব হয়। তৎকালে অভক্তিকে ভক্তি ও পাপাচারই পুণ্য বলিয়া ভ্রান্তি এবং হরি-গুরু-বিদ্বেষই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়। নিরয়-প্রাপক আসুর-স্বভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা-সহকারে ভক্তিধর্ম্ম পালন করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

অভয়ং (অভয়), সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তের নির্ম্মলতা), জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞানে দৃঢ়নিষ্ঠা), দানং (দান), দমঃ চ (বাহেন্দ্রিয়সংযম), যজ্ঞঃ চ (যজ্ঞ), স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠ), তপঃ (ব্রহ্মচর্য্য), আর্জ্জবম্ (সরলতা), অহিংসা (পরের অপীড়ন), সত্যম্ (সত্যবাদিতা), অক্রোধঃ (ক্রোধাভাব), ত্যাগঃ (মমতা-শূন্যতা), শান্তিঃ (শান্তি), অপৈশুনং (পরের দোষানুসন্ধানাভাব), ভূতেষু (জীবের প্রতি), দয়া (করুণা), অলোলুপ্ত্বং (লোভাভাব), মার্দ্দবং (মৃদুতা), হ্রীঃ (লজ্জা), অচাপলং (অচঞ্চল ভাব), তেজঃ (তেজ), ক্ষমা, ধৃতিঃ (ধৈর্য্য), শৌচম্ (শুচিভাব), অদ্রোহঃ (দ্রোহাভাব), নাতিমানিতা (অভিমান-শূন্যতা)—হে ভারত! [এই সকল] দৈবীং (সাত্ত্বিক) সম্পদম্ অভি (সম্পদের অভিমুখে) জাতস্য (জাত-ব্যক্তির) ভবন্তি (উদিত হয়) ॥ ১-৩ ॥

আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে ॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে—"এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইত্যুক্তম্; তত্র ক এতত্তত্ত্বং বুধ্যতে কো বা ন বুধ্যত ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি; তদুক্তং ভট্টৈঃ,—"ভারো যো যেন বোঢ়ব্যঃ স প্রাগান্দোলিতো যদা। তদা কস্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্ত্তুং নিরূপণম্ ॥" ইতি। তত্রাধিকারিবিশেষণভূতাং

দৈবীং সম্পদ্মাহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ, সত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা, দানং স্বভোজ্যস্যান্নাদের্যথোচিতসম্বিভাগঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ, স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ, তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি, আর্জবমবক্রতা ; কিঞ্চ অহিংসেতি, অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনং, সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ, ত্যাগ ঔদার্য্যং, শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং তদ্বর্জ্জনমপৈশুনং, ভূতেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং লোভাভাবঃ অবর্ণলোপস্ত্বার্যঃ, মার্দ্দবং মৃদুত্বম্ অক্রূরতা, হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপলং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যং ; কিঞ্চ তেজ ইতি, তেজঃ প্রাগ্‌লভ্যং, ক্ষমা পরিভবাদিষূৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ, ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসাদে চিত্তস্য স্থিরীকরণং, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ অদ্রোহো জিঘাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানস্তদভাবো নাতিমানিতা। এতান্যভয়াদীনি ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি, দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১-৩ ॥

আসুরী সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া মানবগণ দৈবী সম্পদ্ আশ্রয় করিলে মুক্ত হয়, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য ষোড়শ অধ্যায় বিচারিত হইয়াছে।

সুঃ অনুঃ—পূর্ব্ব-অধ্যায়ের শেষে 'ইহা বিদিত হইয়া লোকে বুদ্ধিমান্ ও কৃতকার্য্য হয়' (১৫।২০) ইহা বলা হইয়াছে। তাহাতে কে এই তত্ত্ব বুঝে এবং কেই-বা বুঝে না—এই অপেক্ষায় তত্ত্ব-জ্ঞানে অধিকারী ও অনধিকারীর বিচার-নিমিত্ত ষোড়শ অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। কার্য্যের প্রয়োজন স্থির হইলে অধিকারীর প্রশ্ন হয় ; সে-সম্বন্ধে ভট্ট বলিয়াছেন—

"যে ভার যাহাকে বহন করিতে হইবে, তাহা যদি সে প্রথমতঃ নাড়িয়া দেখে, তবে কে উহাকে (ভারটীকে) বহন করিবে ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়।" তাহাতে অধিকারীর গুণস্বরূপ দৈবী সম্পদ্ "অভয়ম্" ইত্যাদি তিন শ্লোকে বলিতেছেন। অভয়—ভয়শূন্যতা, সত্ত্বসংশুদ্ধি—চিত্তের সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি—আত্মজ্ঞানে উপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান—নিজ-ভোজ্য অন্নাদির যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া অর্পণ, দম—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ—অধিকারানুসারে দর্শপৌর্ণমাসাদি-পালন, স্বাধ্যায়—ব্রহ্মযজ্ঞাদি (বেদাধ্যয়নাদি) উপযজ্ঞ, তপঃ—পরবর্ত্তী অধ্যায়-কথিত শরীর-বিষয়ক ইত্যাদি, আর্জ্জব—সরলতা ; আরও 'অহিংসা" ইত্যাদি, অহিংসা—অপরের পীড়া-ত্যাগ, সত্য—যাহা দৃষ্ট হইয়াছে, সেই বিষয় বলা, অক্রোধ—তাড়না পাইয়াও চিত্তে ক্রোধের অনুৎপত্তি (বিকার না জন্মান), ত্যাগ—উদাসীনতা, শান্তি—চিত্তের উপশম (বাসনার বিরতি), অপৈশুন—পরোক্ষে পরের দোষ-প্রকাশ হইতে বিরতি, ভূত-দয়া দরিদ্রের প্রতি দানেচ্ছা, 'অলোলুপ্ত্ব ম্'—লোভের অভাব (অকারের লোপ আর্ষ-প্রয়োগ), মার্দ্দব—কোমল-ভাব বা অনিষ্ঠুরতা, হ্রী—অকার্য্যে অভিলাষ-বিষয়ে লোকলজ্জা, অচাপল—বৃথা কার্য্যের অকরণ ; আরও "তেজঃ" ইত্যাদি, তেজ—প্রগল্ভতা, ক্ষমা—নিন্দা বা পরাজয়াদি উপস্থিত হইলে ক্রোধের অভাব, ধৃতি—দুঃখাদিতে অবসাদ-গ্রস্ত চিত্তের স্থিরতাসম্পাদন, শৌচ—বাহ্য ও আন্তর-শুদ্ধি, অদ্রোহ—হত্যা-কার্য্যে ইচ্ছাহীনতা, অভিমানিতা—আপনাতে অতি পূজ্যত্বের অভিমান, তাহার অভাবই নাতিমানিতা। যাঁহারা দৈবী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জাত হন, তাঁহাদের এই ষড়্‌বিংশতি গুণ অর্থাৎ দেবযোগ্য সাত্ত্বিক-সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া তাহার অভিমুখে জাত ভবিষ্যৎ কল্যাণময় পুরুষের এইগুলি হইয়া থাকে ॥ ১-৩ ॥ (সুঃ অনুঃ)

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪ ॥

হে পার্থ! দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিতা), দর্পঃ (ধন-বিদ্যাদির অহঙ্কার), অভিমানঃ (নিজকে পূজাজ্ঞান), ক্রোধঃ (ক্রোধ), পারুষ্যম্ এব চ (নিষ্ঠুরতা), অজ্ঞানং চ (ও অবিবেকিতা)— [এই সকল] আসুরীং (আসুর) সম্পদম্ অভি (সম্পদের অভিমুখে) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে] ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—আসুরীং সম্পদমাহ—দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বং, দর্পো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তং চিত্তস্যৌৎসুক্যং, অভিমানো ব্যাখ্যাত এব ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ পারুষ্যং নিষ্ঠুরত্বম্, অজ্ঞানমবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণম্ অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পত্তিস্তামভিলক্ষ্য জাতস্যৈতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুঃ—আসুরী সম্পদ্ বলিতেছেন—"দম্ভ." ইত্যাদি। দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজিত্ব, দর্প—ধন ও বিদ্যাদির জন্য চিত্তের ব্যগ্রতা, অভিমান—(পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে), ক্রোধও প্রসিদ্ধ, পারুষ্য—নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান—অবিবেচনা, আসুরী—ইহা কেবল উপলক্ষণ, অসুর ও রাক্ষস-দিগের সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেরই এইগুলি হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত গুহ্যতম পুরুষোত্তম-তত্ত্বের জ্ঞান-লাভে যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তির তারতম্য এই অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়। তন্মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতা বা দৈবী সম্পদ্ বলিতেছেন—] অভয় চিত্তের নির্ম্মলতা, আত্মজ্ঞানে দৃঢ়নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধশূন্যতা, ত্যাগ, শান্তি, পরের দোষাদর্শন, জীবে দয়া, লোভাভাব, মৃদুতা, লজ্জাশীলতা, অচাঞ্চল্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শুচিতা, দ্রোহাভাব, অভিমানশূন্যতা—হে ভারত! ইহারা দৈবী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তিতে উদিত হইয়া থাকে ॥১-৩॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় (সংসারবন্ধনমুক্তির) [এবং] আসুরী [সম্পদ্] নিবন্ধায় (সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া) মতা (বিবেচিত হয়) হে পাণ্ডব ! (অর্জ্জুন ! [তুমি] দৈবীং সম্পদম্ অভি (দৈবসম্পদ্ মধ্যে) জাতঃ অসি (উদিত হইয়াছ), [অতএব] মা শুচঃ (শোকাচ্ছন্ন হইও না) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ—দৈবীতি। দৈবী যা সম্পত্তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী, আসুর্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং সংসারীত্যর্থঃ। এতৎশ্রুত্বা 'কিমহমত্রাধিকারী ন বে'তি সন্দেহাদ্ব্যাকুলমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি—হে ভারত ! মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ ; যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোঽসি ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুঃ—এই উভয় প্রকার সম্পদের কার্য্য দেখাইয়া বলিতেছেন —"দৈবী" ইত্যাদি। যাহা দৈবী সম্পদ্, তাহা-দ্বারা যুক্ত হইলে (মানব) আমার উপদিষ্ট তত্ত্ব-জ্ঞানে অধিকার লাভ করে এবং আসুরী সম্পদের সহিত যোগের ফলে নিত্য-সংসার পায়। ইহা শুনিয়া 'আমি ইহাতে অধিকারী কি না ?'—এইরূপ সন্দেহে ব্যাকুলচিত্ত অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা দিতেছেন—হে ভারত ! 'মা শুচঃ'—শোক করিও না ; কারণ, তুমি দৈবী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[আসুরী সম্পদ্ বলিতেছেন—] হে পার্থ ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান—ইহারা আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তিতে সমুদিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[দ্বিবিধ সম্পদের কার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন—] দৈবী সম্পদ্ মুক্তির এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের কারণ বলিয়া বিবেচিত। হে অর্জ্জুন ! তোমাতে দৈবী সম্পদ্ উদিত হইয়াছে, অতএব তুমি শোকাকুল হইও না ॥ ৫ ॥

**দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥**

হে পার্থ! অস্মিন্ (এই) লোকে (সংসারে) দৈবঃ (দেবপ্রকৃতি) আসুরঃ চ (ও অসুরপ্রকৃতি)—[এই] দ্বৌ (দুই প্রকার) ভূতসর্গৌ (জীব-সৃষ্টি) [দেখা যায়]॥ দৈবঃ (জীবের দেব-প্রকৃতির বিষয়) বিস্তরশঃ (সবিস্তারে) প্রোক্তঃ (বলিয়াছি), মে (আমার নিকট) আসুরং (অসুর-প্রকৃতির বিষয়) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—আসুরী সম্পৎ সর্ব্বাত্মনা বর্জ্জয়িতব্যেত্যেতদর্থমাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে বচনাচ্ছৃণু; আসুর-রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্, অতো 'রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ' ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্ত-প্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুঃ—আসুরী সম্পদ্ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে, এই কারণে আসুরী সম্পদ্ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—"দ্বৌ" ইত্যাদি। প্রাণিগণের দুইপ্রকার সৃষ্টি আমার বাক্যানুসারে শ্রবণ কর; আসুর ও রাক্ষস, এই উভয় প্রকৃতিকে একত্র করায় দুইটী বলিয়াছেন; অতএব 'বিফলকর্ম্মা লোকেরা রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আছে' (৯।১২)—ইত্যাদি বাক্যে নবম অধ্যায়ে যে তিন প্রকার প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ নাই। অপরাংশ স্পষ্ট ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[আসুরী সম্পদ্ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, অতএব তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছেন—] হে পার্থ! এই সংসারে দেব-প্রকৃতি ও অসুর-প্রকৃতি—এই দুই প্রকার জীব-সৃষ্টি আছে। দেব-প্রকৃতি বিস্তৃত-ভাবে কথিত হইয়াছে; এখন আমার নিকটে অসুর-প্রকৃতির বিষয় শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥ ৮ ॥

আসুরাঃ (অসুর-স্বভাব) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না) ; তেষু (তাহাদের মধ্যে) শৌচং (শুচিতা) ন বিদ্যতে (নাই), অপি আচারঃ (আচারও) ন (নাই), সত্যং চ (এবং সত্যপরায়ণতা) ন (নাই) ॥ ৭ ॥

তে (অসুরপ্রকৃতি লোকগণ) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা), অপ্রতিষ্ঠম্ (নিরাশ্রয়), অনীশ্বরম্ (নিরীশ্বর), অপরস্পরসম্ভূতং (পরস্পর সংসর্গোৎপন্ন), কিম্ অন্যৎ (অপর কি কথা ?) কামহেতুকম্ (কেবল কামোৎপন্ন) আহু (বলিয়া থাকে) ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—আসুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিঞ্চেত্যাদি দ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চাসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি, অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—ননু বেদোক্তয়োর্দ্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্চ কথং ন বিদুঃ ? কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ ? কথং বা শৌচাচারাদি-বিষয়ামীশ্বরাজ্ঞা'মতিবর্ত্তেরন ? ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাদত আহু—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদ-

সুঃ অনুঃ—আসুরী সম্পদ্ বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করিতেছেন—"প্রবৃত্তিঞ্চ" ইত্যাদি ১২ শ্লোক দ্বারা। ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিলাষ, অধর্ম্ম হইতে বিরতি, ইহা অসুর-স্বভাব লোকগণ জানে না ; অতএব তাহাদের শৌচ, সদাচার ও সত্য মোটেই থাকে না ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—অসুর-প্রকৃতি লোকেরা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম-নিবৃত্তি জানে না। সেই সকল ব্যক্তিতে শৌচ, আচার ও সত্য নাই ॥ ৭ ॥

পুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ, বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ; তদুক্তম্—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ" ইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা হেতুর্যস্য তৎ, স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ ; অতএব নাস্তীশ্বরং কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ ; তর্হি কুতোঽস্য জগত উৎপত্তিং বদন্তীত্যত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরং অপরস্পরতোঽন্যো-ঽন্যতঃ স্ত্রী-পুংসয়োর্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ, কিমন্যৎ কারণমস্য নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ ; কিন্তু কামহেতুকমেব স্ত্রীপুংসয়োরুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—যদি বল, বেদে কথিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিষয়ে অভিলাষ বা বিরতি তাহারা কেন জানে না, আবার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্বীকার না করিয়া জগতে সুখ ও দুঃখাদির ব্যবস্থা কিরূপেই বা সম্পন্ন হয়, কেনই বা শৌচ ও আচারাদি-বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ঈশ্বর স্বীকার না করিলে কিরূপেই বা জগতের উৎপত্তি হইতে পারে ? অতএব বলিতেছেন —"অসত্যম্" ইত্যাদি [অসত্য]— যাহাতে বেদ-পুরাণাদির প্রমাণরূপ সত্য নাই এতাদৃশ জগৎ তাহারা বলে অর্থাৎ বেদ ও পুরাণাদির প্রামাণ্য তাহারা মানে না ; (নাস্তিক শাস্ত্রে) এইরূপ কথিত আছে—"ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচরগণ, এই তিন বেদের প্রণেতা" ইত্যাদি। অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-রূপ প্রতিষ্ঠা—ব্যবস্থা বা কারণ নাই, জগতের বৈচিত্র্যকে তাহারা স্বভাব হইতে জাত বলে ; জগৎ অনীশ্বর অর্থাৎ ইহার কর্ত্তা বা ব্যবস্থাপক কেহ নাই ; এরূপ বলে। তাহা হইলে তাহারা কোথা হইতে জগতের উৎপত্তি বলে ? তাহাতে বলিতেছেন—"অপরস্পর-সম্ভূতম্" ইত্যাদি। অপর ও পর—অপরস্পর, তাহা হইতে—স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন জগৎ ;

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥

এতাং (এইরূপ) দৃষ্টিং (দর্শন বা জ্ঞান) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (মলিন চিত্ত) অল্পবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রবুদ্ধি) উগ্রকর্ম্মাণঃ (হিংস্রকর্ম্মপরায়ণ) অহিতাঃ (অমঙ্গল-স্বরূপ) [অসুরগণ] জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (ধ্বংসের জন্যই) প্রভবন্তি (জন্মিয়া থাকে)। ৯।

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, এতামিতি ; এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং *দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোহল্পবুদ্ধয়ো* দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ, অতএবোগ্রং *হিংস্রং* কর্ম্ম যেষাং তে, অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ইহার আর কি কারণ আছে? আর কিছুই নাই, কিন্তু এই জগৎ কাম-জনিতই—স্ত্রী পুরুষ উভয়ের কামই প্রবাহক্রমে এই জগতের উৎপত্তির হেতু ॥ ৮ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—আরও "এতাম্" ইত্যাদি। এই লোকায়তিক (নাস্তিক)-দিগের দৃষ্টি—দর্শন আশ্রয় করিয়া, মলিন-চিত্ত হইয়া অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ কেবল প্রত্যক্ষ-জ্ঞানবাদী হয় ; অতএব তাহাদের উগ্র—হিংস্র কর্ম্মগুলি হইতে থাকে। তাহারা অহিত—শত্রু হইয়া জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত উদ্ভূত হয় ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[অসুরগণের মত বলিতেছেন—] অসুর-স্বভাব লোকগণ এই জগৎকে মিথ্যা, নিরাশ্রয়, নিরীশ্বর, পরস্পর-সংসর্গজাত—অপর কি? —কেবল কামজনিত বলিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাদের অসৎ মত অবলম্বনে জগতের বিনাশই হয়] এইরূপ দর্শন বা জ্ঞান আশ্রয়ের ফলে মলিন-চিত্ত, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ভীষণ-কর্ম্মা অমঙ্গলকারী অসুরগণ জগতের ধ্বংসেরই কারণ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

[তাদৃশ অসুরগণ] দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ (কামনা) আশ্রিত্য (আশ্রয়পূর্ব্বক) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্গ্রাহান্ (অসৎ বিষয়ে আগ্রহ) গৃহীত্বা (প্রদর্শন করিয়া) অশুচিব্রতাঃ (অশুচিব্রত হইয়া) প্রবর্ত্তন্তে (উপাসনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—অপি চ কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তন্তে। কথম্ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা 'অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়াম' ইত্যাদীন্ দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে ; অশুচিব্রতা অশুচীনি মদ্যমাংসাদি-বিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে ॥ ১০ ॥

স্বঃ অনুঃ—অধিকন্তু "কামমাশ্রিত্য" ইত্যাদি। দুষ্পূর—যাহা পূরণ করিতে পারা যায় না, এইরূপ কাম আশ্রয় করিয়া, দম্ভাদি-দ্বারা যুক্ত হইয়া তাহারা ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয় ; কেন ? দুরাগ্রহ (দুষ্ট অভিনিবেশ) অবলম্বন করিয়া—'এই মন্ত্রে এই দেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধি লাভ করিব', ইত্যাদি দুষ্ট আগ্রহ কেবল মোহ-বশতঃ স্বীকার করিয়া (কর্ম্মে) প্রবৃত্ত হয় ; অশুচিব্রত—তাহাদের অশুচি মদ্য-মাংসাদি-বিষয়ে নিষ্ঠা হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাহাদের দুর্ব্বৃত্ততা বলিতেছেন—] ঐ সকল ব্যক্তি দুষ্পূরণীয় কামনাবশে দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ অসত্য-বিষয়ে আগ্রহ অবলম্বন-পূর্ব্বক মদ্যমাংসভক্ষণাদি কদাচারপরায়ণ হইয়া [কর্ম্মে] প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২॥

[তাহারা] প্রলয়ান্তাম্ (প্রলয়ান্ত) অপরিমেয়াং চ (ও অসীম) চিন্তাম্ (চিন্তা) উপাশ্রিতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) কামোপভোগপরমাঃ (কামোপভোগকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া) এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (তাহাই চরম নিশ্চয় করিয়া) আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশা-পাশে) বদ্ধাঃ (বদ্ধ হইয়া) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম ও ক্রোধের পরবশ হইয়া) কামভোগার্থম্ (কামভোগের জন্য) অন্যায়েন (অন্যায়ভাবে) অর্থসঞ্চয়ান্ (অর্থসংগ্রহের) ঈহন্তে (চেষ্টা করিয়া থাকে)॥ ১১-১২॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ চিন্তামিতি। প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতা নিত্যচিন্তাপরা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে, এতাবদিতি কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়া 'অর্থসঞ্চয়ানীহন্তে' ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ, তথা চ বার্হস্পত্যসূত্রম্—"কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ" ইতি "চৈতন্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষ" ইতি চ; অতএব আশেতি। আশা এব পাশাস্তেষাং শতৈর্ব্বদ্ধা ইতস্তত আকৃষ্যমাণাঃ, কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে, কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্তে ইচ্ছন্তি॥ ১১-১২॥

স্বঃ অনুঃ—আরও "চিন্তাম্" ইত্যাদি। [প্রলয়ান্তা] প্রলয়—মরণই যাহার অন্ত, তাদৃশী অপরিমেয়া— যাহার পরিমাণ করিতে পারা যায় না, এইরূপ চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বদা চিন্তাপরায়ণ হইয়া [কামোপভোগপরম]—কামের উপভোগই যাহাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ; কামের উপভোগই

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দ্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

অদ্য (এখন) ময়া (আমি) ইদং (ইহা) লব্ধং (প্রাপ্ত হইলাম,) [আবার] ইমং (এই) মনোরথং (অভীষ্ট) প্রাপ্স্যে (প্রাপ্ত হইব), ইদং (এই) ধনং (ধন) অস্তি (আছে), পুনঃ (আবার) ইদম্ অপি ধনং (এই ধনও) মে (আমার) ভবিষ্যতি (হইবে) ;

পুরুষের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন, অন্য কিছুই নাই, এইরূপ স্থির করিয়া (তাহারা 'অর্থসঞ্চয়ের উদ্যম করে'—এই পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত অন্বয়) ; বার্হস্পত্য-সূত্রে যথা—"কামই একমাত্র পুরুষার্থ", "চেতনাযুক্ত কামই পুরুষ" ইত্যাদি ; অতএব "আশা" ইত্যাদি। আশাই বন্ধন-রজ্জু, উহার শত শত প্রকার ; তাহা-দ্বারা বদ্ধ হইয়া, এদিকে ওদিকে আকৃষ্ট হইতে হইতে [কাম-ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া]—কাম ও ক্রোধকে শ্রেষ্ঠরূপে আশ্রয় করিয়া কামভোগের নিমিত্ত অন্যায় কার্য্য—চৌর্য্যাদি-দ্বারা অর্থের সঞ্চয়সমূহকে —অর্থরাশি পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে॥ ১১-১২ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—তাহারা আ-মৃত্যু অপরিসীম চিন্তাগ্রস্ত হইয়া, কামোপ-ভোগকে পরম এবং তাহাই চরম নিশ্চয় করিয়া শত শত আশা-পাশে আবদ্ধ ও কাম-ক্রোধ-পরবশ হইয়া কামভোগের জন্য অবৈধ-উপায়ে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকে ॥ ১১-১২ ॥

অসৌ (ঐ) শত্রুঃ (শত্রুকে) ময়া (আমি) হতঃ (হত্যা করিয়াছি), অপি চ (আরও) অপরান্ (অপর শত্রুদিগকে) হনিষ্যে (বধ করিব) ; অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (কর্ত্তা), অহং (আমি) ভোগী (ভোক্তা), অহং (আমি) সিদ্ধঃ (কৃতকার্য্য) বলবান্ সুখী ; [আমি] আঢ্যঃ (ধনী) অভিজনবান্ অস্মি (কুলীন), ময়া (আমার) সদৃশঃ (সমান) অন্যঃ কঃ (আর কে) অস্তি (আছে), [আমি] যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব) দাস্যামি (দান করিব) মোদিষ্যে (সুখলাভ করিব)—ইতি (এইরূপ) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞানদ্বারা মোহিত হইয়া) ; অনেক-চিত্তবিভ্রান্তাঃ (বহুবিষয়ে চিত্তহেতু বিক্ষিপ্ত হইয়া) মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া), কামভোগেষু (বিষয়ভোগে) প্রসক্তাঃ (অতীব আসক্ত হইয়া) অশুচৌ (অপবিত্র) নরকে পতন্তি (পতিত হয়) ॥ ১৩-১৬ ॥

শ্রীধরঃ—তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদমদ্যেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি মনোরথং মনসঃ প্রিয়ং, স্পষ্টমন্যৎ। এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানাম্'ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তী'তি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ, অভিজনবান্ কুলীনঃ, যক্ষ্যে যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি, দাস্যামি স্তাবকেভ্যশ্চ, মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তম্ অনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতা মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ ; এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তোঽশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহাদের অভিলাষ বলিয়া নরক-প্রাপ্তি বলিতেছেন—"ইদমগু" ইত্যাদি চারি শ্লোক দ্বারা। 'প্রাপ্স্যে'—পাইব, মনোরথ—মনের প্রিয়বস্তু ; এই তিনটী শ্লোক 'অজ্ঞান-দ্বারা বিমোহিত হইয়া নরকে পতিত হয়'—এই চতুর্থ শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনু—আরও "অসৌ" ইত্যাদি। সিদ্ধ—কৃতার্থ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "আঢ্যঃ" ইত্যাদি। আঢ্য—ধনবান্, অভিজনবান্—কুলীন, যক্ষ্যে—যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়া অন্য যাজ্ঞিকের নিকট অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা পাইব, দাস্যামি—প্রশংসাকারিগণকে দান করিব, মোদিষ্যে—আনন্দ পাইব, এইরূপে (অসুর-স্বভাবব্যক্তি) অজ্ঞান-দ্বারা মুগ্ধ হয়—মিথ্যা অভিনিবেশ লাভ করে ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুঃ—এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া যাহা পায়, তাহা শুন—"অনেক" ইত্যাদি। তাহাদের চিত্ত বহুপ্রকার অভিলাষে নিযুক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত থাকায় সূত্র-নির্ম্মিত জালদ্বারা বেষ্টিত মৎস্যের ন্যায় তাহারা সেই মোহজনিত জালদ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে ; এইরূপে কামভোগে প্রসক্ত—অত্যন্ত আসক্ত থাকিয়া পাপপূর্ণ অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[উহাদের মনোরাজ্য বর্ণন-পূর্ব্বক পরিণামে নরকপ্রাপ্তি বলিতেছেন—] 'আজ আমি ইহা পাইলাম, আবার এই অভীষ্ট প্রাপ্ত হইব, এই ধন আমার আছে, আবার এই ধনও আমার আয়ত্ত হইবে ; আমি ঐ শত্রুকে বধ করিয়াছি, অপর শত্রুগণকেও বধ করিব, আমি প্রভু, আমি ভোক্তা, আমি কৃতকার্য্য, বলবান্, সুখী, আমি ধনী, আমি কুলীন, আমার সমকক্ষ আর কে আছে ? আমি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিব, আমি দান করিব, আমি স্ফূর্ত্তি করিব'—ইত্যাদি অজ্ঞানমুগ্ধ, নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজালাবৃত ও কামভোগে অতীব আসক্ত হইয়া তাহারা অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৩-১৬ ॥

আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মগর্ব্বিত) স্তব্ধাঃ (বিনয়রহিত) ধনমান-মদান্বিতাঃ (ধনমদে ও অভিমান-মদে মত্ত) তে (সেই সমস্ত অসুরগণ) দম্ভেন (দম্ভের সহিত) নামযজ্ঞৈঃ (নাম-মাত্র যজ্ঞের দ্বারা) অবিধিপূর্ব্বকঃ (অবিধি-পূর্ব্বক) যজন্তে (যজ্ঞ করিয়া থাকে) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—যক্ষ্য ইতি চ যস্তেষাং মনোরথ উক্তঃ স কেবলং দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধান এব, ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ, অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ তে নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ, যদ্বা "দীক্ষিতঃ সোমযাজী"ত্যেবমাদিনা নামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাস্তৈর্যজন্তে, কথম্? দম্ভেন ন তু শ্রদ্ধয়া, অবিধিপূর্ব্বকঞ্চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনু—"যক্ষ্যে" ইত্যাদি যে তাহাদের অভিপ্রায় বলা হইয়াছে, তাহা কেবল দম্ভ ও অহঙ্কারকেই প্রধান করিয়া হইয়া থাকে, তাহা সাত্ত্বিক নহে, এই অভিপ্রায়ে—"আত্ম" ইত্যাদি দুই শ্লোক বলিলেন। [আত্মসম্ভাবিত] আপনি আপনাকে পূজ্য মনে করে, কিন্তু কোন সাধু লোকে তাহাকে সম্মান করে না, অতএব স্তব্ধ অবিনীত, [ধন-মান-মদান্বিত] ধনহেতু যে মান ও বৃথা-গর্ব্ব হয়, তাহা-দ্বারা যুক্ত হইয়া কেবল নাম-মাত্রে যে-সকল যজ্ঞ অথবা "দীক্ষিতসোমযাজী" এইরূপ কেবল নামে বিখ্যাত হইবার নিমিত্ত যে-যে যজ্ঞসকল আছে, তাহা-দ্বারা যজ্ঞ বা পূজা (?) করে ; কিরূপে ? অহঙ্কারহেতু, শ্রদ্ধায় নহে, এবং যেরূপে বিধান-লঙ্ঘন-পূর্ব্বক হইয়া থাকে, তাহাই করে ॥ ১৭ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

[তাহারা] অহংকারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং চ (ও ক্রোধ) সংশ্রিতাঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক) আত্মপরদেহেষু (নিজ ও পর দেহে) [অবস্থিত] মাং (আমাকে) প্রদ্বিষন্তঃ (অতিশয় দ্বেষ করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (সজ্জনগণের অসূয়াকারী হইয়া থাকে) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্ত আত্মপরদেহেষু আত্মদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে—দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়া অভাবাদাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি, তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহ এবাবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্, অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুঃ—অবিধানে সম্পাদনের কথাই বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন—"অহংকারম্" ইত্যাদি। অহঙ্কারাদি আশ্রয় করিয়া আত্মপরদেহে—নিজদেহে ও অপরের দেহগুলিতে চিদংশরূপে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করিয়া যজ্ঞ করে; দম্ভের সহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ায় শ্রদ্ধার অভাবে কেবল বৃথা আত্ম-পীড়াই হইয়া থাকে; কারণ সেইরূপ অবিধির সহিত পশু প্রভৃতির প্রতিও হিংসা-কার্য্যে চেতনের দ্রোহই অবশিষ্ট থাকে, এইজন্য 'প্রদ্বিষন্তঃ' পদ উল্লেখ করিলেন; অভ্যসূয়ক—সৎপথে প্রচলিত সজ্জনগণের গুণসমূহে দোষারোপকারী ॥ ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[উহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির বিবিধ কলুষিত ভাব ও অসাত্ত্বিকতা প্রদর্শন করিতেছেন—] আত্মগর্ব্বিত, অবিনয়ী, ধন ও মর্য্যাদার মদে মত্ত সেই অসুরগণ দম্ভের সহিত নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯॥

অহং (আমি) দ্বিষতঃ (আমার দ্বেষকারী) ক্রূরান্ (ক্রূর) অশুভান্ (অমঙ্গলস্বরূপ) নরাধমান্ (নরাধম) তান্ (সেই সকলকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (অসুর) যোনিষু এব (যোনিতেই) অজস্রং (অনবরত) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করিয়া থাকি) ।১৯।

শ্রীধরঃ—তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুরভাব প্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ—তানিতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষ্বজস্রমনবরতং ক্ষিপামি তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহাদের কখনও অসুর স্বভাবের বিনাশ হয় না, ইহাই বলিতেছেন—"তান্" ইত্যাদি দুই শ্লোকদ্বারা। আমার দ্বেষকারী সেই নিষ্ঠুরদিগকে আমি সংসারে—জন্ম-মৃত্যুমার্গে, তাহাতেও আসুরী-ক্রূরস্বভাব ব্যাঘ্র-সর্পাদি যোনিতে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি অর্থাৎ সেই পাপকর্ম্মকারিগণের তাদৃশ ফলই দিয়া থাকি ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[অবিধি-পূর্ব্বকতা বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—]তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ ও আশ্রয়-পূর্ব্বক নিজ-দেহে ও পরদেহে অবস্থিত আমার প্রতি বিশেষ দ্বেষ করতঃ সজ্জনগণের অসূয়াকারী হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[অসুর-স্বভাবগণের অসুর-স্বভাব হইতে কখনও বিচ্যুতি হয় না—] আমি আমার দ্বেষকারী, ক্রূর, অমঙ্গলস্বরূপ, নরাধম সেই অসুরগণকে এই সংসারে অসুর-যোনিতেই অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ১৯ ॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

হে কৌন্তেয় (কুন্তীনন্দন !) জন্মনি জন্মনি (প্রতি জন্মে) আসুরীং (অসুর) যোনিং (যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) মাং (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাওয়ার দরুণই) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) অধমাং (অধম) গতিং (গতি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥২০॥

কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (ক্রোধ) তথা লোভঃ (ও লোভ)—ইদং (এই তিনটী) নরকস্য (নরকের) [ও] আত্মনঃ (আত্মার) নাশনং (সর্ব্বনাশকর) ত্রিবিধং (ত্রিবিধ) দ্বারং (দ্বারস্বরূপ); তস্মাৎ (অতএব) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনটীকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপ্যৈবেত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাং মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং কৃমিকীটাদিগতিং যান্তীত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুঃ—আর, "আসুরীম্" ইত্যাদি। আমাকে না পাইয়াই—এই 'এব' (ই) শব্দের প্রয়োগদ্বারা জানাইলেন, আমার প্রাপ্তির উপায় সৎপথ পরিত্যাগকারীর আমার প্রাপ্তির আশাই বা তাহাদের কোথায়? তাহা দূরে থাকুক, সন্মার্গাশ্রয়ের অভাবে তাহা হইতেও অধমগতি—কৃমিকীটাদি-জন্ম লাভ করে ॥ ২০ ॥

মূঃ অনুঃ—[মূঢ় অসুরগণের ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্তি বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! মূঢ় অসুরগণ প্রতি-জন্মে আসুরী যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত না হওয়ার দরুণই তদপেক্ষা অধম গতি লাভ করে ॥ ২০ ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

হে কৌন্তেয় ! এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিনটি) তমোদ্বারৈঃ (নরকদ্বার হইতে) বিমুক্তঃ (বিশেষভাবে মুক্ত) নরঃ (লোক) আত্মনঃ (আত্মার বা নিজের) শ্রেয়ঃ আচরতি (আচরণ করে), ততঃ (তাহা দ্বারা) পরাং (পরম) গতিং (গতি অর্থাৎ মুক্তি) যাতি (লাভ করে) ॥ ২২ ॥

যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধিং (শাস্ত্রবিধিকে) উৎসৃজ্য (উল্লঙ্ঘন করিয়া) কামচারতঃ (স্বেচ্ছাচারে) বর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হয়), সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না), সুখং ন (সুখও পায় না), পরাং গতিং ন (পরা গতিও পায় না) ॥২৩॥

শ্রীধরঃ—উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্, অতএবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকং তস্মাদেতত্ত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুঃ—ঐ প্রকার আসুরিক দোষগুলির মধ্যে সকল দোষের মূল তিনটী দোষ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, ইহা বলিলেন—"ত্রিবিধম্" ইত্যাদি। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটী নরকের দ্বার, অতএব আত্মার ধ্বংসকারী—নীচ-যোনিতে পরিচালক ; এই তিনটী (দোষ) সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিবে ॥ ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[সকল দোষের মূলীভূত দোষত্রয় বলিতেছেন—] কাম, ক্রোধ ও লোভ—ইহারা নরকের ত্রিবিধ আত্মনাশকর দ্বারস্বরূপ ; অতএব এই তিনটীকেই পরিত্যাগ করিবে ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—ত্যাগে বিশিষ্টং ফলমাহ—এতৈরিতি। তমসো নরকস্থ দ্বারভূতৈরেতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপো-যোগাদিকমাচরতি ; ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—য ইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কামচারতে যথেষ্টং বর্ত্ততে, স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চ সুখমুপশমম্, ন চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুঃ—ত্যাগ-বিষয়ে বিশিষ্ট ফল বলিতেছেন—"এতৈঃ" ইত্যাদি। তমের—নরকের দ্বারস্বরূপ এই কামাদি তিন দোষ হইতে মুক্ত থাকিয়া মানব আপনার মঙ্গলের উপায় তপস্যা ও যোগাদি আচরণ করেন এবং তৎফলে মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুঃ—স্বধর্ম্মের আচরণ ব্যতীত কামাদির ত্যাগ সম্ভব নহে, ইহাই বলিতেছেন—"যঃ" ইত্যাদি। যে মানব শাস্ত্র-বিধি—বেদ-বিহিত, ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কামাচারে থাকে—যথেচ্ছ আচরণ করে, সে সিদ্ধি—তত্ত্বজ্ঞান, সুখ—শান্তি এবং শ্রেষ্ঠা গতি—মোক্ষ পায় না ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[উহাদের ত্যাগে বিশিষ্ট ফল বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! এই তিনটী নরকদ্বার হইতে বিশেষভাবে মুক্ত ব্যক্তি নিজের শ্রেয়ঃ সাধন করেন এবং তাহা দ্বারা পরমগতি বা মুক্তি লাভ করেন ॥২২॥

মূঃ অনুঃ—[শাস্ত্রে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরই শ্রেয়োলাভ হয়, ইহা বলিতে-ছেন—] যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি সিদ্ধি, বা সুখ, বা পরমগতি লাভ করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

তস্মাৎ (অতএব) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের ব্যবস্থা-বিষয়ে) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) তে (তোমার) প্রমাণং (প্রমাণ); ইহ (কর্ত্তব্য-বিষয়ে) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্র-বিধানে উপদিষ্ট) কর্ম্ম জ্ঞাত্বা (কর্ম্ম অবগত হইয়া) কর্ত্তুম্ অর্হসি (তাহা করা কর্ত্তব্য) ॥২৪॥

শ্রীধরঃ—ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমিদমকার্য্যঞ্চেত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণম্; অতঃ শাস্ত্র-বিধিনোক্তং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানো যথাধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি, তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্‌জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

দেবদৈতেয়সম্পত্তি সদ্বিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—ফলকথা বলিতেছেন—"তস্মাৎ" ইত্যাদি। এইটী মানবের কর্ত্তব্য এবং ইহা অকর্ত্তব্য,—এই ব্যবস্থায় তোমার শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রই প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মবিদিত হইয়া এই কর্ম্মাধিকারে থাকিয়া প্রত্যেকের অধিকারানুসারে কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, কারণ, তাহাই সত্ত্বশুদ্ধি, সম্যগ্‌জ্ঞান ও মুক্তির মূল ॥ ২৪ ॥

ষোড়শ অধ্যায়ে দৈব ও আসুর-সম্পদের বিভাগ দ্বারা সাত্ত্বিক মানবের তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা "সুবোধিনী"তে দৈবাসুর-সম্পদ্‌বিভাগযোগ নামক ষোড়শ অধ্যায়।

মুঃ অনুঃ—[ফলিতার্থ বলিতেছেন—] অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ (নির্ণায়ক); এই কর্ত্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্র-বিধানে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম অবগত হইয়া তাহা করা উচিত ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতি-গ্রন্থে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ-যোগ' নামক ষোড়শ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

দৈবী-সম্পদ্ ও দেবতা—সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ও বিবৃদ্ধিতে আস্তিক্য-ভাবমূলক যে-সকল সদ্গুণ জীবে প্রকাশিত হয়, তৎসমস্ত দৈবী সম্পদ্। এইরূপ দৈবসম্পদ্বিশিষ্ট জীবই দৈব-প্রকৃতি-আশ্রিত (গীঃ ৯।১৩)। ইঁহারা সত্ত্বগুণ-প্রধান, প্রকৃত ভগবদ্বিশ্বাসী, ভগবদ্ভজন-পরায়ণ এবং 'মহাত্মা' ও 'দেবতা'-শব্দে নির্দ্দিষ্ট।

আসুরী-সম্পদ্—দৈবী সম্পদের বিপরীত ও দৈবী সম্পদ্ ব্যতীত যাহা, তাহা আসুরী সম্পদ্। আসুরী (অর্থাৎ রাজসী) ও রাক্ষসী (অর্থাৎ তামসী)-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের যে-সকল লক্ষণ বা দুর্গুণ, তৎসমস্ত এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে ও মিলিতভাবে "আসুরী সম্পদ্" বলিয়া কথিত। রজোগুণ-প্রধান (অসুর) ও তমোগুণ-প্রধান (রাক্ষস) জীবগণ ভগবানে অবিশ্বাসী, অজ্ঞান ও নাস্তিক—ইহারা এই অধ্যায়ে অসুর-শব্দবাচ্য। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্যে জীবের প্রকৃতি

যথাক্রমে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। তাদৃশ প্রকৃতির জীবগণ যথাক্রমে দেবতা বা মহাত্মা, অসুর ও রাক্ষস। কিন্তু ভগবদ্বিমুখতা (নাস্তিকতা) ও অধোগতি-প্রাপ্তি রাজস ও তামসগণের সাধারণ বলিয়া উভয়কে সাত্ত্বিক বা দৈব-প্রকৃতির বিপরীতরূপে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া "অসুর" বলা হইয়াছে।

বিষয়টী পদ্মপুরাণে সুস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে—"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্-বিপর্য্যয়ঃ॥" সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুভক্তগণ—দেবশ্রেণী, তার বিপরীতগণ—অসুরশ্রেণী।

এই দৃষ্টি—(৯ম শ্লোক)—অর্থাৎ অসুরগণের দৃষ্টি (দর্শন) বা দার্শনিক মতবাদ-সকল। যথা—(১) একজীববাদিগণের (মায়াবাদিগণের) মতবাদ—জগৎ 'অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ ও অনীশ্বর'। জগৎ 'অসত্য'—শুক্তিতে রজত-ভ্রান্তি প্রভৃতির ন্যায় জগতের অনুভূতি ভ্রান্তি-মাত্র; 'অপ্রতিষ্ঠ'—আকাশ-পুষ্পের ন্যায় ইহা প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়হীন; 'অনীশ্বর' ইহার কর্ত্তৃরূপে (হেতুরূপে) কোন ঈশ্বর নাই। ইহাদের মতে—এক অদ্বিতীয় চেতন-সত্তা মাত্র আছে, এতদ্ব্যতীত আর সমস্ত প্রতীতি ভ্রান্তি-মাত্র। স্বরূপ-সাক্ষাৎকারে সমস্ত ভ্রান্তি দূর হয়। (২) স্বভাববাদী বৌদ্ধের মতবাদ—জগৎ 'অপরস্পরসম্ভূত'। জগৎ স্ত্রী-পুরুষ-জাতির পরস্পর মিলন হইতে উৎপন্ন নহে, ইহা স্বভাব হইতেই স্বতঃ উৎপন্ন। (৩) চার্ব্বাকাদি লোকায়তিকগণের মতবাদ—জগৎ 'কামহেতুকম্'। ইহা স্ত্রী-পুরুষের কাম-সম্ভূত, স্ত্রী-পুরুষের কামই প্রবাহরূপে জগতের হেতু। (৪) জৈনদিগের মতবাদ—জগৎ 'কামহেতুক'। যথেচ্ছ কল্পনাই জগতের হেতু অর্থাৎ যুক্তিবলে যিনি যেরূপ কল্পনা করিতে সমর্থ, তিনি তাহাই জগতের কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। (বলদেব)।

আসুরী যোনি—অতি ক্রূর ব্যাঘ্র-সর্পাদি যোনি (শ্রীধর); হিংসা-তৃষ্ণাদিযুক্ত ম্লেচ্ছ-ব্যাধ-যোনি (বলদেব); ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল যোনি বা জন্ম (রামানুজ)।

পরা গতি—ভগবান্ (রামানুজ); মুক্তি (শ্রীধর, বলদেব)।

পরিপ্রশ্নমালা

১। দৈবী সম্পদ্ কি? (গীঃ ১৬।১—৩)

২। আসুরী সম্পদ্ কি? (গীঃ ১৬।৪)

৩। দ্বিবিধ সম্পদের পরিণাম কি? (গীঃ ১৬।৫)

৪। জীব-সৃষ্টির মুখ্যতঃ কয়টী বিভাগ এবং কি কি? (গীঃ ১৬।৬)

৫। আসুর-স্বভাব জীবের পরিণতি কোথায়? (গীঃ ১৬।১৬, ১৯।২০)

৬। নরকের ত্রিবিধ দ্বার কি? (গীঃ ১৬।২১)

৭। শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘনের পরিণাম কি? (গীঃ ১৬।২৩)

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ

কথাসার

তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার-লাভের পূর্ব্বোক্ত হেতু-সকলের মধ্যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই প্রধান। এতৎপ্রসঙ্গে এই অধ্যায়ে শ্রদ্ধার গুণত্রয়ানুরূপ ত্রিবিধ ভেদ কথিত হইয়াছে।

শাস্ত্র-বিধির উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারিতায় তত্ত্বজ্ঞান-লাভে অধিকার হয় না বটে, কিন্তু যথেচ্ছাচারী অথচ শ্রদ্ধাবান্ অনুষ্ঠাতার গতি বা অবস্থা

কি ? অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, শ্রদ্ধা ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সংস্কারানুরূপ লোকের অন্তঃকরণ গঠিত হয়। লোকের শ্রদ্ধা তাহার অন্তঃকরণ বা সত্ত্ব অনুযায়িনীই হইয়া থাকে। প্রত্যেক লোকের (শারীর-মানস) সমগ্র গঠনই এই শ্রদ্ধারই পরিণতি। অতএব যার যেরূপ শ্রদ্ধা, সে সেরূপ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক লোক। শ্রদ্ধার ত্রিবিধ ভেদানুসারে লোকের উপাস্য, আহার, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা ও দানেরও ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। সাত্ত্বিকগণ দেবতার, রাজসিকগণ যক্ষ-রাক্ষসের ও তামসিকগণ ভূত-প্রেতের উপাসনা করে। সাত্ত্বিকগণ দৈব-স্বভাব বা দেবতা, আর রাজস-তামসগণ আসুর-স্বভাব বা অসুর। রাজস তামস-শ্রেণীর মধ্যে অতিঘোর আসুর-প্রকৃতিও আছে।

তপস্যার আবার ত্রিবিধ ভেদ আছে—শারীরিক, মানসিক ও বাচিক। ত্রিবিধ তপস্যাই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হইতে পারে।

ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটী পদ ব্রহ্মবস্তু বা ভগবানের বাচক বা নাম। এই তিনটী বাচক পদ বা নামের উচ্চারণ-পূর্ব্বক সমস্ত শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ ভগবানের নাম-কীর্ত্তন-সহকারে যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে তাহাতে সকল ব্যাপারেরই সাত্ত্বিকতা, নির্গুণতা ও বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয় এবং তখন তাহা উত্তম অধিকার প্রদান করিতে সমর্থ। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই সর্ব্ব-মঙ্গলের মূল। অশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক হোম, দান, তপঃ ও কর্ম্ম—সমস্তই অসৎ এবং ঐরূপ কর্ম্মীর ইহকাল ও পরকাল কিছুই নাই।

শিক্ষা—স্বভাবজা গুণময়ী শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-বিহিতা নির্গুণা শ্রদ্ধা কর্ত্তব্যা। নির্গুণা শ্রদ্ধার সহিত যাহা অনুষ্ঠিত হইবে, শ্রীহরির প্রীতিপ্রদ বলিয়া তাহাই সৎ। ওঁকার—ভগবন্নাম-কীর্ত্তনসহ যজ্ঞাদি যাবতীয় বেদবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়।

অর্জ্জুন উবাচ—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) হে কৃষ্ণ! যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধি) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) [অথচ] শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (উপাসনা করে), তেষাং (তাহাদের) নিষ্ঠা (আশ্রয়) কা (কি)? [তাহা কি] সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ)' আহো (অথবা) রজঃ (রজোগুণ), [উত] তমঃ (অথবা তমোগুণ) ? ॥ ১ ॥

উক্তাধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধা-ভেদস্ত্রিধোচ্যতে ॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতী" ত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামচারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারো নাস্তীত্যুক্তং, তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামচারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ —য ইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইত্যেনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধ্বা তমুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানা ন গৃহ্যন্তে তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্য-বুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা, ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি; তানেবাধিকৃত্য "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধে"তি, "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানি-" ত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ; অতো নাত্র শাস্ত্রোল্লঙ্ঘিনো গৃহ্যন্তে, অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা বা আলস্যাদ্বা শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচারপরম্পরা-বশেন শ্রদ্ধয়া ক্বচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তমানা গৃহ্যন্তে। অতোঽয়মর্থ— যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্বা অনাদৃত্য কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে, তেষান্তু কা নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক আশ্রয়ঃ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি—কিং সত্ত্বম্? আহো কিং রজঃ অথবা তম ইতি তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদি-প্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা? রজঃসংশ্রিতা? তমঃসংশ্রিতা? বেত্যর্থঃ। শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ

শাস্ত্রানাদরস্তু রাজস-তামসত্বাত্রিধা সন্দেহঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতা, তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তমাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাদন্যথা নেতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১ ॥ (শ্রীধরঃ)

পূর্ব্বোক্ত অধিকারের হেতু যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রধানা ও সাত্ত্বিকী; অতএব সপ্তদশ অধ্যায়ে গৌণ-শ্রদ্ধার তিনপ্রকার পার্থক্য কথিত হইল।

সুঃ অনুঃ—পূর্ব্বের অধ্যায়ের শেষে "যে শাস্ত্র-বিধান লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করে, সে সিদ্ধি পায় না" (১৬।২৩)—ইহা-দ্বারা শাস্ত্র-বিধি অতিক্রম করিয়া মনোধর্ম্মে বর্ত্তমান লোকের জ্ঞানে অধিকার নাই, ইহা কথিত হইয়াছে। তাহাতে শাস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন করিয়াও স্বেচ্ছাচারী না হইয়া যাহারা শ্রদ্ধার সহিত বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের কি অধিকার আছে বা নাই? ইহা বুঝিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন বলিলেন—"যঃ" ইত্যাদি। এখানে 'শাস্ত্রের বিধান ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ করে', ইহা-দ্বারা শাস্ত্রের অর্থ জানিয়া তাহা উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক বিদ্যমান লোকগণকে গ্রহণ করা হইতেছে না; কারণ, তাহাদের শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যজনের অসঙ্গতি হয়। ভগবান্ ও তাঁহার উপদিষ্ট শাস্ত্র-সমূহের প্রতি আস্তিক্য-বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা বলে; সেই শ্রদ্ধা শাস্ত্র-জ্ঞানবান্‌দিগের পক্ষে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থে সম্ভব নহে। তাঁহাদের বিষয়েই 'শ্রদ্ধা তিনপ্রকার', 'সাত্ত্বিকগণ দেবসমূহের আরাধনা করেন' ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যেরও সঙ্গতি নাই। অতএব এখানে শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘনকারী নরগণকে ধরা হয় নাই, পরন্তু কষ্টকর মনে করিয়া বা আলস্য-হেতু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অর্থবোধে যত্ন না করিয়া কেবল আচার-পরম্পরা-বশতঃ শ্রদ্ধার সহিত যাহারা কখনও কখনও দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই-রূপ—যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া—দুঃখ-বোধে অথবা আলস্যক্রমে তাহা অনাদর করিয়া কেবল পূর্ব্বাচার-বশতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আরাধনা

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—দেহিনাং (জীবের) শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিক) রাজসী চৈব (রাজসিক) তামসী চ (ও তামসিক) ইতি (এই) ত্রিবিধা (তিন প্রকার) ভবতি (হইয়া থাকে) ; সা (সেই শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (স্বভাবানুসারিণী), তাং (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ২ ॥

করে, তাহাদের নিষ্ঠা কি, স্থিতি কি ও আশ্রয় কে ? তাহাই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তাহা কি সত্ত্ব, অথবা রজঃ, কিংবা তমঃ ? ইত্যাদি। তাহাদের সেইরূপ দেব-পূজাদি অভিলাষ কি সত্ত্বমিশ্রিত, রজোযুক্ত অথবা তমঃসংশ্লিষ্ট ? শ্রদ্ধার সাত্ত্বিক-গুণ এবং ক্লেশ-বোধে বা আলস্য হেতু শাস্ত্রের অনাদরকার্য্যের রাজস ও তামস গুণ-হেতু তিনপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত ; শ্রদ্ধা যদি সত্ত্বাশ্রিতা হয়, তাহা হইলে সেই সেই লোকেরও সাত্ত্বিকতা-হেতু পূর্ব্বোক্ত আত্ম-জ্ঞানে তাহাদের অধিকার হয়, তাহা না হইলে হয় না, ইহাই প্রশ্নের ভাবার্থ ॥ ১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ - [শাস্ত্র-বিধির উল্লঙ্ঘনে ও যথেচ্ছাচারিতায় তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার-লাভ হয় না বটে ; কিন্তু শাস্ত্র-বিধান লঙ্ঘন করিয়াও শ্রদ্ধাবান্ যজনকারীর কোন অধিকার হয় কি না, জানিবার উদ্দেশ্যে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে কৃষ্ণ ! যাহারা শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উপাসনাদি করে, তাহাদের আশ্রয় (অবস্থা) কি ? উহা কি সত্ত্ব, না রজঃ, অথবা তমঃ ? ॥ ১ ॥

শ্রীধরঃ—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞানতঃ প্রবর্ত্তমানানাং পরমেশ্বর-পূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা ; লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা, সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। তত্র হেতুঃ—স্বভাবজা স্বভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারস্তস্মাজ্জাতং ; স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোত্থং বিবেকজ্ঞানং তেষাং নাস্তি ; অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাবেন ভবন্তী শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি ; তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণ্বিতি ; তদুক্তম্—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন" ইত্যাদিনা॥ ২॥

স্বঃ অনুঃ—এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন—"ত্রিবিধা" ইত্যাদি। অর্থ এই—শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবৃত্ত লোকদিগের পরমেশ্বরের আরাধনা-বিষয়িণী শ্রদ্ধা একপ্রকার মাত্র সাত্ত্বিকীই হইয়া কিন্তু কেবল লোকাচার-বশতঃ প্রবৃত্ত মানবগণের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কারণ—স্বভাব-জাত, স্বভাব—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, তাহা হইতে উৎপন্ন। একমাত্র শাস্ত্র-কথিত বিবেকজ্ঞানই স্বভাবকে অন্যথা করিতে সমর্থ, কিন্তু তাহা তাহা-দের নাই ; অতএব কেবল পূর্ব্ব স্বভাবের অনুসারে শ্রদ্ধা হইতেছে বলিয়া তাহা তিন প্রকার ; সেই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—'হে কৌরব ! এই বিষয়ে একমাত্র নিশ্চয়যুক্তা বুদ্ধি কর' (২।৪১) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা॥ ২॥

মূঃ অনুঃ—(শ্রীভগবান্ বলিলেন,—) জীবের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন প্রকার হয়। ইহা জীবের পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সংস্কারানুরূপ স্বাভাবিক। তাহার বিষয় শ্রবণ কর॥ ২॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩॥

হে ভারত! সর্ব্বস্য (সকল লোকের) শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা (অন্তঃকরণের অনুরূপ) ভবতি (হয়)। অয়ং (এই) পুরুষঃ (ব্যক্তি জীব) শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ণ) যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যেরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট), সঃ (তিনি), স এব (তাদৃশই) ॥ ৩॥

শ্রীধরঃ—নন্বু শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন ত্বয়ৈব শ্রীভাগবতে উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, যথোক্তং—"শমো দমস্তিতিক্ষা চ তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদি স্বনির্বৃতিঃ॥" ইত্যেতাঃ সত্ত্ববৃত্তয় ইতি; অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যং, তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যাহ—সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী সর্ব্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি। তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তদেবাহ—যো যচ্ছ্রদ্ধঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য স এব সঃ তাদৃশশ্রদ্ধাযুক্তঃ। স এব স ইতি যঃ পূর্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্তঃ পুরুষঃ স পুনস্তৎসংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্ত এব ভবতি, যস্তু রজসঃ উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যস্য তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষ্বেবং সাত্ত্বিকরাজসতামসশ্রদ্ধা-ব্যবস্থা; শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানান্তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী এবৈকব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি বল, শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণের কার্য্য বলিয়া সাত্ত্বিকীই তাহা ত' তুমিই শ্রীভাগবতে উদ্ধবের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছ, যথা—"শম, দম, তিতিক্ষা, পূজা, তপস্যা, সত্য, দয়া, স্মৃতি, তুষ্টি, ত্যাগ, অস্পৃহা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, দয়া আত্মরতি ও ধীরতা—এইগুলি সত্ত্বগুণের বৃত্তি" (১১।২৫।২-৩);

অতএব কেন তাহার ত্রিবিধতা বলা হইতেছে ? এই বাক্য সত্য। তথাপি রজোগুণ বা তমোগুণ-দ্বারা যুক্ত পুরুষের আশ্রিত হইলে তাহা রজঃ ও তমঃ দ্বারা মিশ্রিত হওয়ায় সত্ত্বগুণের তিনপ্রকার ভেদ উপস্থিত হয়, সুতরাং শ্রদ্ধারও তিনপ্রকার ভেদ হয়,—ইহাই বলিলেন—"সত্ত্ব" ইত্যাদি। সত্ত্বানুরূপা—সত্ত্বগুণের তারতম্য-অনুসারে সকল বিবেকী বা অবিবেকী মানবের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। অতএব এই লৌকিক পুরুষ শ্রদ্ধাময় —শ্রদ্ধার বিকার—তিনপ্রকার শ্রদ্ধাদ্বারা বিকার প্রাপ্ত ; তাহাই বলিতেছেন—'যাহার যে-প্রকার শ্রদ্ধা, তিনি সেইপ্রকার শ্রদ্ধাদ্বারা যুক্ত। যে পুরুষ পূর্ব্বেই সত্ত্বগুণের আতিশয্যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, তিনিই আবার সেইরূপ সত্ত্বগুণের সংস্কার-বলে সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধার সহিত সংশ্লিষ্টই হন। যিনি রজোগুণের উৎকর্ষে রাজসী শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত ছিলেন, তিনি সেইরূপই হইয়া থাকেন। যিনি তমোগুণের উৎকর্ষে তামসী শ্রদ্ধার সহিত মিলিত ছিলেন, তিনিও আবার সেইরূপ হইয়া থাকেন। এই প্রকারে কেবল লোকাচার-হেতু প্রবৃত্ত পুরুষগণে এতাদৃশী সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধার ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন বিবেক-জ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁহারা পূর্ব্ব-স্বভাবকে পরাভূত করায় তাঁহাদের শ্রদ্ধা একমাত্র সাত্ত্বিকী ; —ইহা এই প্রকরণের তাৎপর্য্য ॥৩॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[অন্তঃকরণের স্বভাবানুরূপ শ্রদ্ধার ভেদ বলিতেছেন—] হে ভারত ! সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ চিত্তের অনুরূপ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই জীব শ্রদ্ধাময় (অর্থাৎ শ্রদ্ধানুরূপ তাহার বাহ্যাভ্যন্তর গঠন) ; যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, তিনি তাহাই ॥ ৩ ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

সাত্ত্বিকাঃ জনাঃ (সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবন্তগণ) দেবান্ (সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের) যজন্তে (পূজা করেন),রাজসাঃ জনাঃ (রাজসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্টগণ) যক্ষরক্ষাংসি (রজঃপ্রকৃতি যক্ষ-রাক্ষসগণের) যজন্তে (পূজা করে), অন্যে (অপর) তামসাঃ জনাঃ (তামসিক শ্রদ্ধাবন্তগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ (তমঃপ্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের) যজন্তে (পূজা করে) ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্তে ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি ; রাজসাস্তু রজঃ-প্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে ; এতেভ্যোঽন্যে বিলক্ষণাস্তামসা জনা-স্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে ; সত্ত্বাদি প্রকৃতীনাং তত্ত-দ্দেবাদীনাং পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিত্বং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ ॥৪॥

সুঃ অনুঃ—কার্য্যের পার্থক্যানুসারে সাত্ত্বিকাদির ভেদ বিস্তৃত করিতেছেন—"যজন্তে" ইত্যাদি। সাত্ত্বিক লোকেরা সত্ত্বস্বভাব দেবগণেরই পূজা করেন ; রাজস লোকেরা রজঃস্বভাব যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে পূজা করে ; ইহাদের হইতে পৃথক্ অন্য তামস লোকেরা প্রেত-সমূহ ও ভূত-গণের পূজা করিয়া থাকে। সাত্ত্বিকাদি স্বভাবযুক্ত সেই সেই দেবাদির পূজাতে রুচি-দ্বারা সেই সেই পূজকদিগের সাত্ত্বিকতাদি জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[কার্য্যভেদে সাত্ত্বিকাদিভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—] সাত্ত্বিক জনগণ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের পূজা করেন, রাজসিক জনগণ রজঃ-প্রকৃতি যক্ষ-রাক্ষসাদির পূজা করে, অপর তামসিক জনগণ তমঃপ্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের পূজা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

যে (যে সকল) অচেতসঃ অবিবেকী জনাঃ (লোক) দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ (বাহ্য ও আন্তরিক উভয়বিধ অহঙ্কার-সংযুক্ত হইয়া) কামরাগবলান্বিতাঃ (বাসনা, আসক্তি ও আগ্রহযুক্ত হইয়া) শরীরস্থং (দেহে অবস্থিত) ভূতগ্রামম্ (পঞ্চভূতকে) অন্তঃশরীরস্থং চ (ও শরীরাভ্যন্তরস্থ) মাং (আমাকে) কর্শয়ন্তঃ (ক্ষীণ করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতং (শাস্ত্রবিধি-বহির্ভূত) ঘোরং (উৎকট) তপঃ (তপস্যা) তপ্যন্তে (অনুষ্ঠান করে), তান্ (তাহাদিগকে) আসুরনিশ্চয়ান্ (আসুরধর্ম্মে নিষ্ঠিত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ৫-৬॥

শ্রীধরঃ—রাজস তামসেষ্বপি পুনর্ব্বিশেষান্তরমাহ—অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্। শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীন-পুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি ; কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি ; অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভূতভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি ; তত্র হেতবঃ—দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ, তথা কামোঽভিলাষঃ, রাগ আসক্তিঃ, বলমাগ্রহঃ, এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ, কর্শয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং আরম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্ব্বন্তোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ মাঞ্চান্তর্য্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তো যে তপশ্চরন্তি, তানাসুঃনিশ্চয়ান্ আসুরোঽতিক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৫-৬ ॥

সুঃ অনুঃ—রাজস ও তামস লোকগণের মধ্যে আবার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য—"অশাস্ত্র-বিহিতম্" ইত্যাদি দুই শ্লোকে বলিতেছেন। শাস্ত্রের বিধান না জানিয়াও কেহ কেহ পূর্ব্ব-জন্মের শুভসংস্কার-বশে উত্তম

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

[গুণভেদহেতু] সর্বস্য (সকল লোকের) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) আহারঃ তু অপি (আহারও) প্রিয়ঃ (প্রীতিজনক) ভবতি (হইয়া থাকে) ; তথা (তদ্রূপ) [তিন প্রকার] যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) দানং চ (দানও) [প্রিয় হইয়া থাকে] ; তেষাং (তাহাদের) ইমং (এই) ভেদং (ভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৭ ॥

সাত্ত্বিকই হন, কেহ মধ্যম রাজস হন, কিন্তু অধমগণ তামসই হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা অত্যন্ত মন্দভাগ্য, তাহারা গতানুগতিক ভাবে ও পাষণ্ড-গণের সঙ্গ বলে তাহাদের আচারের অনুসরণ করে এবং শাস্ত্রের বিধানের বিপরীত লোকগণের ভয়ঙ্কর তপস্যাদির অনুষ্ঠান করে। তাহাতে কারণ-গুলি বলিতেছেন—তাহারা দম্ভ ও অহঙ্কার-দ্বারা সংযুক্ত এবং কাম—অভিলাষ, রাগ—আসক্তি, বল—আগ্রহ, ইহাদের সহিত যুক্ত হয়; 'তাহাদিগকে অসুরস্বভাব বলিয়া জানিবে' এই পরবাক্যের সহিত সম্বন্ধ। আরও, "কর্শয়ন্তঃ" ইত্যাদি। সেই অবিবেকিগণ শরীরে উপাদান-রূপে স্থিত পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে বৃথা উপবাসাদি-দ্বারা কৃশ করিয়া এবং অন্তর্য্যামিরূপে শরীরের মধ্যে অবস্থিত আমাকেও আমার আদেশ-লঙ্ঘন-দ্বারা-ক্লিষ্ট করিয়া থাকে ; এইরূপে যাহারা তপশ্চরণ করে, তাহা-দিগকে ক্রূর স্বভাব জানিও। আসুর—অতিক্রূর নিশ্চয় (সঙ্কল্প) যাহাদের, তাহারা আসুর নিশ্চয়—অতিক্রূর স্বভাব ॥ ৫-৬ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[রাজস-তামসগণের মধ্যেও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে-ছেন—] যে-সকল অবিবেকী ব্যক্তি দম্ভ ও অহঙ্কার সংযুক্ত এবং কামনা-আসক্তি ও আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া শরীরস্থ পঞ্চভূতকে ও অন্তরে অধিষ্ঠিত আমাকে কৃশ করিয়া (শুকাইয়া) অশাস্ত্রবিহিত উৎকট (ভয়ানক) তপস্যা করে, তাহাদিগকে আসুর-ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে ॥৫-৬॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বৃদ্ধিকারক) রস্যাঃ (রসযুক্ত), স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্ত), স্থিরাঃ (স্থির গুণযুক্ত), হৃদ্যাঃ (হৃদয়গ্রাহী), আহারাঃ (ভক্ষ্যদ্রব্য) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়) [হইয়া থাকে] ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্ত্বেত্যাদিভিস্ত্রয়োদশভিঃ। সর্ব্বস্যাপি জনস্য য আহারোঽন্নাদি, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি, তথা যজ্ঞতপোদানানি ত্রিবিধানি ভবন্তি, তেষাং বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজস-তামসাহারযজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহার-যজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—আহারাদির পার্থক্যক্রমে সাত্ত্বিকাদির ভেদ দেখাইয়া বলিতেছেন—"আহারস্ত" ইত্যাদি ত্রয়োদশ শ্লোকে। সকল লোকের যথাযথরূপে ত্রিবিধ অন্নাদি খাদ্যও প্রিয় হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি যেরূপ তিনপ্রকার হইয়া থাকে, তাহাদের পার্থক্য আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। অতএব রাজস, তামস, আহার ও যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার ও যজ্ঞাদির আচরণে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি-বিষয়ে যত্ন করা উচিত ; এই জন্যই ইহা কথিত হইল ॥ ৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[আহারাদি-ভেদে প্রকৃতিরও ভেদ-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] গুণত্রয়ের ভেদ-বশতঃ তিন প্রকার আহারও সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ তিনপ্রকার যজ্ঞ, তপঃ ও দান ত্রিবিধ লোকের নিকট প্রিয় হয়। তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (কটু, অম্ল, লবণ, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ) আহারাঃ (আহার) রাজসস্য (রাজস-প্রকৃতি ব্যক্তির) ইষ্টাঃ (প্রিয় হইয়া থাকে) ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুর্জীবনং সত্ত্বমুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগরাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচি, আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনা বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ; তে চ রস্যা রসবন্ত, স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ। এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—তথা কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে; তেন অতিকটুনিম্বাদিঃ, অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ, অতিতীক্ষ্ণো মরিচাদিঃ, অতিরুক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ, অতি-

---

স্বঃ অনুঃ—তাহাতে আহারের তিন প্রকার বিভাগ বলিতেছেন—"আয়ুঃ" ইত্যাদি তিন শ্লোক। আয়ু—জীবন, সত্ত্ব—উৎসাহ, বল—শক্তি, আরোগ্য—রোগশূন্যতা, সুখ—মনের প্রসন্নতা, প্রীতি—ভালবাসা (আয়ুরাদির বিবর্দ্ধন]—জীবনাদির বিশেষরূপে বৃদ্ধিকর সেই আহারগুলি [রস্য] রসযুক্ত স্নিগ্ধ এবং দেহে সারাংশরূপে চিরস্থায়ী, দৃষ্টিমাত্র চিত্তাকর্ষক; এইরূপ আহারই—ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥ ৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[তন্মধ্যে আহারের ত্রিবিধ ভেদ বলিতেছেন—] আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বৃদ্ধিকারক, রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, স্থির, হৃদয়গ্রাহী আহার-সকল সাত্ত্বিক প্রকৃতি লোকের প্রিয় হইয়া থাকে ॥৮॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

যাতযামং (ঠাণ্ডা) গতরসং (রসবিহীন), পূতি (দুর্গন্ধযুক্ত), পর্য্যুষিতং চ (বাসী), উচ্ছিষ্টম্ অপি (উচ্ছিষ্ট) অমেধ্যং চ (ও অভক্ষ্য) যৎ (যে) ভোজনং (আহার), [তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামস-ব্যক্তির প্রিয় হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

কট্বাদয় আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ দুঃখং তাৎকালিকহৃদয়সন্তাপাদি, শোকঃ পশ্চাদ্ভাবিদৌর্ম্মনস্যম্, আময়োঃ রোগঃ, এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯ ॥ (শ্রীধরঃ)

শ্রীধরঃ—যাতযামমিতি। যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্বস্যৌদনাদেঃ যদ্ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ, গতরসং নিষ্পীড়িতসারং, পূতি দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্বম্ উচ্ছিষ্টম অন্যভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যম্ অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি—এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

স্বঃ অনুঃ—সেইরূপ "কটু" ইত্যাদি। 'অতি' শব্দ কটুপ্রভৃতি সাতটি শব্দের সহিত সম্পর্কিত; অতএব অতিকটু নিম্বাদি, অত্যম্ল, অতিলবণ, অত্যুষ্ণ, অতি-তীক্ষ্ণ মরিচ প্রভৃতি, অত্যন্ত স্নেহরসহীন, কাঙ্গনি, কোদো প্রভৃতি, অতিদাহক সর্ষপাদি; এই অতিকটু প্রভৃতি আহার রাজস-স্বভাব পুরুষের প্রিয়; তাহা দুঃখ—তাৎকালিক হৃদয়-সন্তাপাদি, শোক—পশ্চাদ্ভাবি দুশ্চিন্তা, আময়—রোগ, এইগুলি 'প্রদদতি'—প্রদান করে ॥ ৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—সেইরূপ "যাতযামং" ইত্যাদি [যাতযাম]—যে-সকল পাককরা অন্নাদির প্রহর-কাল অতীত হইয়াছে এবং শীতল হইয়া গিয়াছে, [গতরস]—যাহাদের সার নিষ্পীড়িত হইয়াছে, [পূতি]—দুর্গন্ধ,

---

মূঃ অনুঃ—অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ ও অতি বিদাহী, সুখ-দুঃখ-রোগপ্রদ আহার রাজস-প্রকৃতি ব্যক্তির প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) যষ্টব্যম্ এব (অবশ্যই কর্ত্তব্য) ইতি (এই বিচারে) মনঃ (মনকে) সমাধায় (স্থির করিয়া) বিধিদিষ্টঃ (শাস্ত্রোপদিষ্ট) যঃ (যে) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়), সঃ (তাহা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্ব্বিধিনাদিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে, স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ ; কথমিজ্যতে ? যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

[পর্য্যুষিত]—পূর্ব্বদিনে-পাক-করা-বাসী, [উচ্ছিষ্ট]—অন্যের ভোজনের পর অবশিষ্ট, [অমেধ্য]—অভক্ষ্য তামাক প্রভৃতি। এইরূপ খাদ্য তামসপ্রকৃতি লোকের পক্ষে প্রিয় ॥ ১০ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনু—যজ্ঞও তিন প্রকার। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলিতেছেন—"অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদি তিন শ্লোকে। ফলের বিষয়ে স্পৃহাশূন্য পুরুষ, আবশ্যক বলিয়াই যে যজ্ঞ সম্পাদন করেন, সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক। কিরূপে অনুষ্ঠান করেন ? "যষ্টব্যমেব" ইত্যাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য, অন্য ফলের উৎপাদন আবশ্যক নহে—এইপ্রকারে মনকে একাগ্র করিয়া ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—যে খাদ্য ঠাণ্ডা, নীরস, দুর্গন্ধ, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও অভক্ষ্য, তাহা তামস প্রকৃতি ব্যক্তির প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মূঃ অনুঃ—[এখন ত্রিবিধ যজ্ঞ বর্ণনা করিতেছেন—] ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যব্যক্তি অবশ্যকরণীয় বিচারে মনকে সমাহিত করিয়া শাস্ত্র-বিহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১১ ॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলং তু (কিন্তু ফলের) অভিসন্ধায় (উদ্দেশ্য করিয়া) দম্ভার্থং চ অপি (ও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্তই) যৎ (যাহা) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়), তং (তাহাকে) রাজসং (রাজসিক) যজ্ঞং (যজ্ঞ) বিদ্ধি (জানিও)॥ ১২॥

[শিষ্টগণ] বিধিহীনম্ (শাস্ত্রবিধিরহিত) অসৃষ্টান্নং (অন্নাদিদানশূন্য) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্র-শূন্য) অদক্ষিণং (দক্ষিণাহীন) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশূন্য) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং (তামসিক) পরিচক্ষতে (বলিয়া থাকেন)॥ ১৩॥

শ্রীধরঃ—রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায় উদ্দিশ্য যত্ত্বিজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে দম্ভার্থঞ্চ স্বমহত্ত্বখ্যাপনায়, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি॥ ১২॥

শ্রীধরঃ—তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্ অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যোঽসৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তং মন্ত্রৈর্হীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ॥ ১৩॥

স্বঃ অনুঃ—রাজস যজ্ঞ বলিতেছেন—"অভিসন্ধায়" ইত্যাদি। ফলের অভিপ্রায়ে যে যজ্ঞ নিষ্পাদন করা হয় এবং দম্ভ অর্থাৎ নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে যে যজ্ঞ কৃত হয়, তাহাই রাজস যজ্ঞ জানিবে॥ ১২॥

স্বঃ অনুঃ—তামস-যজ্ঞ বলিতেছেন—"বিধি" ইত্যাদি। বিধিহীন যে যজ্ঞে শাস্ত্রের বিধান সুন্দররূপে পালিত হয় না, যাহাতে ব্রাহ্মণাদিকে অন্নাদি উৎসর্গ করা হয় নাই, যাহা মন্ত্রহীন, উপযুক্ত দক্ষিণার ব্যবস্থাশূন্য ও আদরহীন, তাদৃশ যজ্ঞকে সাধুগণ তামস বলিয়া থাকেন॥ ১৩॥

**দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥**

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা) শৌচম্ (বাহ্যা-ভ্যন্তরশুদ্ধি) আর্জ্জবং (অকপটতা) ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা চ (ও অহিংসা)—[এই সকলকে] শারীরং (শরীরসম্বন্ধীয়) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (বলা হয়) ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছারীরাদি-ভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদিভিঃ ত্রিভিঃ; তত্র শারীরমাহ—দেবেতি। প্রাজ্ঞ গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদি-পূজনং শৌচাদিকঞ্চ শারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—তপস্যার সাত্ত্বিকাদি পার্থক্য দেখাইতে প্রথমেই শারীরাদিক্রমে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া তাহার তিন বিভাগ বলিতেছেন—"দেব" ইত্যাদি তিন শ্লোক। তাহাতে শরীর দ্বারা নির্বাহযোগ্য তপস্যার লক্ষন বলিতেছেন—"দেব" ইত্যাদি। প্রাজ্ঞ—গুরু ব্যতীত অপর তত্ত্বজ্ঞ, দেবতা ও ব্রাহ্মণাদির পূজা ও শৌচাদিকে শরীর দ্বারা সম্পাদন-যোগ্য তপ বলা হয় ॥ ১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—কিন্তু ফলাভিসন্ধান-পূর্ব্বক ও দম্ভ-প্রকাশের নিমিত্তই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ জানিবে ॥ ১২ ॥

মূঃ অনুঃ—[পণ্ডিতগণ] শাস্ত্রবিধি-রহিত, অন্নাদি-দানরহিত, মন্ত্র-রহিত, দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক বলিয়া থাকেন ॥১৩॥

মূঃ অনুঃ—[তপস্যার সাত্ত্বিকাদি-ভেদ-প্রদর্শনার্থ প্রথমে উহার শারীরাদি ত্রিবিধ ভেদ বলিতেছেন—] দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ-জনের পূজা, অন্তরে-বাহিরে পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এই সকলকে শারীরিক তপস্যা বলা হয় ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

যৎ (যেই) বাক্যম্ (বাক্য) অনুদ্বেগকরং (অব্যথাদায়ক) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (ও প্রিয় অথচ হিতকর), স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (এবং বেদপাঠাভ্যাস), [তাহাকে] বাঙ্ময়ং (বাক্য-সম্বন্ধীয়) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (বলা হয়) ॥ ১৫ ॥

মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নভাব) সৌম্যত্বং (শান্তভাব) মৌনম্ (বাক্‌সংযম) আত্মবিনিগ্রহঃ (চিত্তসংযম) ভাবসংশুদ্ধিঃ (মনোভাবের-বিশুদ্ধতা) ইতি এতৎ (এই সকল) মানসং (মনের) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (বলা হয়) ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতঞ্চ পরিণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—মানসং তপ আহ—মন ইতি। মনঃপ্রসাদঃ স্বচ্ছতা, সৌম্যত্বমক্রূরতা, মৌনং মুনের্ভাবো মননমিত্যর্থঃ, আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ব্যবহারে মায়ারাহিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—বাক্যদ্বারা সম্পাদন-যোগ্য তপঃ বলিতেছেন—"অনুদ্বেগকরম্" ইত্যাদি। অনুদ্বেগকর—যাহা উদ্বেগ—ভয় উৎপাদন করে না, তাদৃশ, সত্য, শ্রোতার সন্তোষজনক ও পরিণামে মঙ্গলকর বাক্য ও বেদের অভ্যাস, এইগুলি বাক্যদ্বারা নির্ব্বাহ-যোগ্য তপঃ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৫ ॥

মূঃ অনুঃ—যে বাক্য অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ মঙ্গলকর এবং বেদাভ্যাস—এই সকলকে বাচিক তপস্যা বলা হয় ॥ ১৫ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

পরয়া (পরম) শ্রদ্ধয়া যুক্তৈঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত) নরৈঃ (জনকর্তৃক) তপ্তং (আচরিত) তৎ (সেই) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) তপঃ (তপস্যাকে) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলিয়া থাকেন) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং শরীর-বাঙ্মনোভির্নির্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতং, তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ—শ্রদ্ধয়েত্যাদিভিঃ ত্রিভিঃ। তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈ-রেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুঃ—মানস তপঃ বলিতেছেন—"মনঃ" ইত্যাদি। মনের প্রসাদ—মনের স্বচ্ছতা, সৌম্যত্ব—সরলভাব, মৌন—মুনির ধর্ম্ম-চিন্তা-শীলতা, [আত্মবিনিগ্রহ]—মনকে ভোগ্যবিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ, ভাবসংশুদ্ধি—ব্যবহারে কপটতা-হীনতা, এইগুলি মানসী তপস্যা বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুঃ—এইরূপে শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা সম্পাদন-যোগ্য ত্রিবিধ তপের কথা কহিলেন, সেই ত্রিবিধ তপের সাত্ত্বিকাদি পার্থক্যক্রমে তিনটী বিভাগ বলিতেছেন—"শ্রদ্ধয়া" ইত্যাদি তিন শ্লোকে। এই শারীর, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ তপঃ, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার সহিত ফলের ইচ্ছাহীন একাগ্রচিত্ত পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে সাত্ত্বিক তপঃ বলেন ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—চিত্তের প্রসন্নতা, শান্তভাব, মৌন, চিত্তসংযম, মনো-ভাবের পবিত্রতা—এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলা হয় ॥ ১৬ ॥

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮ ॥

সৎকারমানপূজার্থং (প্রশংসা, সম্মান, ও অর্থ-লাভের উদ্দেশ্যে), দম্ভেন চ এব (ও দাম্ভিকতারই সহিত) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যার) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠান হয়), তৎ (তাহা) চলম্ (চঞ্চল), অধ্রুবং (অনিশ্চিত), [তাহাকে] ইহ (এই জগতে) রাজসং (রাজসিক তপস্যা) প্রোক্তম্ (বলে) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—রাজসমাহ—সৎকারেতি সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়মিতি তাপসোঽয়মিত্যাদি, বাক্পূজা—মানঃ, অভ্যুত্থানাভিবাদনাদির্দৈহিকী পূজা, অর্থলাভাদিঃ এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে, অতএব চলমনিয়তম্ অধ্রুবঞ্চ ক্ষণিকং যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তম্ ॥১৮॥

স্বঃ অনুঃ—রাজস তপঃ বলিতেছেন—“সৎকার” ইত্যাদি। সৎকার —প্রশংসাবাদ—‘ইনি সাধু’ ‘ইনি তাপস’ ইত্যাদি মান—বাক্যদ্বারা সম্মান, সম্মুখে উঠিয়া দাড়ান, প্রণামাদি দৈহিক পূজা বা সম্মান এবং অর্থলাভাদি,—এই সকল নিমিত্ত এবং অহঙ্কার-পূর্ব্বক যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, অতএব যাহা চঞ্চল—অনিয়মিত, অধ্রুব—ক্ষণিক হইয়া থাকে, এইপ্রকার তপস্যাগুলিকে রাজস বলা হয় ॥ ১৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[শারীরাদি ত্রিবিধ তপস্যার সাত্ত্বিকাদি ভেদত্রয় বলিতেছেন—] ফলকামনা-রহিত জনগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত উক্ত শারীরাদি ত্রিবিধ তপস্যা আচরণ-করিলে শিষ্টগণ উহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

মূঃ অনুঃ—লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং দাম্ভিকতার সহিত যে তপস্যা আচরিত হয়, তাদৃশ অনিত্য ও অনিশ্চিত তপকে রাজসিক তপ বলা হয় ! ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

মূঢ়গ্রাহেণ (মূর্খোচিত অাগ্রহে), আত্মনঃ (নিজ দেহ ও মনের) পীড়য়া (উৎপীড়ন-পূর্ব্বক) বা (অথবা) পরস্য (অপরকে) উৎসাদনার্থং (উৎসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (সম্পাদিত হয়), তৎ (তাহাকে) তামসম্ (তামসিক) উদাহৃতম্ (বলা হয়) ॥ ১৯ ॥

দেশে (তীর্থাদি যোগ্য স্থানে) কালে চ (শুভযোগাদি যোগ্য-সময়ে) পাত্রে চ (এবং যোগ্য-পাত্রে) দাতব্যম্ (দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য) ইতি (এইরূপ নিশ্চয়-পূর্ব্বক) অনুপকারিণে (প্রতিদানে অসমর্থ) [ব্যক্তিকে] যৎ দানং (যে দান) দীয়তে (প্রদত্ত হয়), তৎ দানং (সেই দানকে) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) স্মৃতম্ (বলা হয়) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপম্, তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়, দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ, পাত্রে চেতি দেশকালসাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা ; পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ, যদ্বা, চতুর্থ্যেবৈষা পাত্রে ইতি তৃজন্তং রক্ষকায়েত্যর্থঃ ; স হি সর্ব্বস্মাদাপদ্‌গণাদ্দাতারং পাতীতি পাতা তস্মৈ ; যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

যৎ তু (আর যাহা) প্রত্যুপকারার্থ (প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায়) বা (অথবা) ফলম্ উদ্দিশ্য (ফলের উদ্দেশ্য করিয়া) পুনঃ (আবার) পরিক্লিষ্টং চ (অতি কষ্টে) দীয়তে (প্রদত্ত হয়), তৎ (তাহাকে) রাজসং দানং (রাজসিক দান) স্মৃতম্ (কহে) ॥ ২১ ॥

সুঃ অনু—তামস তপ বলিতেছেন—"মূঢ়" ইত্যাদি। মূঢ়গ্রাহ—অবিবেচনা-কৃত দুষ্ট-আগ্রহ-হেতু নিজের পীড়ন দ্বারা অথবা পরের বিনাশ-সাধনের জন্য অভিচাররূপ যে তপ আচরণ করা হয়, তাহাকে তামস তপ বলা হয় ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুঃ—পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত দানেরও তিনটী বিভাগ বলিতেছেন—"দাতব্যম্" ইত্যাদি। দিতেই হইবে, এই প্রকার নিশ্চয়-সহকারে প্রত্যু-পকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান দেওয়া হয়, দেশে—কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্যস্থানে, কালে—গ্রহণাদি বিশিষ্টকালে, পাত্রে—তপস্যা ও বেদা-ধ্যয়নাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণে যে দান প্রদত্ত হয়, তাহা সাত্ত্বিক দান। 'পাত্রে' পদ, 'দেশে, কালে' পদের সঙ্গে প্রযুক্ত হওয়ায় সপ্তমী ; অথবা পা+তৃচ্ ৪র্থী—রক্ষককে। তিনিই সমস্ত আপৎ হইতে দাতাকে রক্ষা করেন, এইজন্য তিনি রক্ষক, তাঁহাকে এইরূপ যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান ॥২০॥

মূঃ অনুঃ—মূর্খোচিত বিচারহীন আগ্রহে নিজের দেহ-মনকে উৎপীড়িত করিয়া অথবা অপরকে উৎসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যে তপস্যা আচরিত হয়, তাহাকে তামসিক তপস্যা কহে ॥ ১৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[এখন তিনপ্রকার দান বলিতেছেন—] দানের উপযুক্ত স্থানে, কালে ও পাত্রে দান অবশ্য কর্ত্তব্য—এইরূপ নিশ্চয়-পূর্ব্বক প্রতিদানে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয় ॥২০॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২ ॥

অদেশকালে (কুস্থানে ও অকালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (এবং অপাত্রে) যৎ দানং (যে দান) অসৎকৃতং (অসমাদরপূর্ব্বক) দীয়তে (প্রদত্ত হয়), তৎ (তাহাকে) তামসম্ (তামসিক দান) উদাহৃতম্ (কহে) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—রাজসং দানমাহ—যত্ত্বিতি। কালান্তরেঽয়ং মাং প্রত্যুপকরিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎ পুনর্দ্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবম্ভূতম্, তদ্দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—তামসং দানমাহ—অদেশেতি। অদেশে অশুচিস্থানে, অকালে অশৌচাদিসময়ে, অপাত্রেভ্যো বিটনটাদিভ্যো যদ্দানং দীয়তে, তৎ দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসৎকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিসৎকারশূন্যমবজ্ঞাতং পাত্রতিরস্কারযুক্তম্ ; এবম্ভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুঃ—রাজস দানের বিষয় বলিতেছেন—"যত্তু" ইত্যাদি। 'সময়ান্তরে ইনি আমার প্রত্যুপকার করিবেন'—এই প্রকার প্রয়োজন অথবা সর্গাদি ফলকে উদ্দেশ করিয়া মনের অশান্তির সহিত যে দান, তাহাই রাজস-দান ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুঃ—তামস দানের বিষয় বলিতেছেন— 'অদেশে" ইত্যাদি। অদেশে—অপবিত্র স্থানে, অকালে—অশৌচাদি সময়ে, অপাত্রে—চৌর-লম্পটাদিকে যে দান করা হয়, আবার সেই দেশ, কাল ও পাত্রের উপস্থিতিতেও অসংকৃত—পাদ-প্রক্ষালনাদি সংকার না করিয়া অবজ্ঞাত —পাত্রের প্রতি ঘৃণাদিযুক্ত যে দান, তাহাকে তামস দান বলা হয় ॥২২॥

মূঃ অনুঃ—প্রত্যুপকারের আশায়, অথবা পুণ্যাদি ফল-কামনায়—তাহাও আবার অতিশয় মনঃকষ্টের সহিত যাহা দান করা হয়, তাহা রাজসিক দান বলিয়া কথিত ॥ ২১ ॥

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মের) ওঁ তৎ সৎ ইতি (ওঁ তৎ সৎ এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) নির্দ্দেশঃ (শব্দ বা নাম) স্মৃতঃ (কথিত আছে)। তেন (সেই নামত্রয়ের দ্বারা) পুরা (পুরাকালে) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণ) বেদাঃ চ (বেদসকল) যজ্ঞাঃ চ (ও যজ্ঞসকলকে) [ব্রহ্মা] বিহিতাঃ (সৃষ্টি করিয়াছেন) ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ (অতএব) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদবাদিগণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদান-তপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যার অনুষ্ঠান) সততং (সর্ব্বদা) ওঁ ইতি (ওঁ এই নাম) উদাহৃত্য (উচ্চারণ-পূর্ব্বক) প্রবর্ত্তন্তে (সম্পাদিত হয়) ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজস-তামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রয়াস ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি। ওঁ তৎ সদিতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দ্দেশো নাম্না ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ ; তত্র তাবদো-মিতি "ত্রিবৃদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম ; জগৎ-কারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাদবিদুষাং পরোক্ষত্বাচ্চ তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম ; পরমার্থসত্ত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিভিঃ সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশো বিগুণমপি সগুণং কর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি—তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্টাদৌ বিহিতা বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ সগুণী কৃতা ইতি বা, যদ্বা, যস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ তস্মাত্তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যন্নোঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য তদুচ্চার্য্য কৃত্বা বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ ক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, এইরূপ বিচার করিলে সমস্ত যজ্ঞ, তপ ও দানাদি প্রায়ই রাজস ও তামস হইয়া যায়, অতএব যজ্ঞাদির যত্ন বৃথা ; ইহা আশঙ্কা করিয়া সেইপ্রকার যজ্ঞাদিরও সাত্ত্বিকতাসম্পাদনের উপায় দেখাইতে বলিতেছেন—'ওম্' ইত্যাদি। ওঁ, তৎ, সৎ,—এই তিনপ্রকার পরমাত্মার নামদ্বারা নির্দ্দেশ, সাধুগণ স্মরণ করিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে 'ওম্' শব্দ 'ত্রিবিদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি-মন্ত্রে প্রসিদ্ধ থাকায়, উহা ব্রহ্মের নাম ; জগৎকারণরূপে অতি প্রসিদ্ধ ও অপণ্ডিতগণের প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া 'তৎ' শব্দেও ব্রহ্মেরই নাম ; "হে সৌম্য ! পূর্ব্বে একমাত্র সৎই ছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতি-মন্ত্রানুসারে পরম প্রয়োজন, সত্তা, সাধুতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি হেতু 'সৎ' শব্দও ব্রহ্মেরই নাম। এই তিনপ্রকার নামদ্বারা নির্দ্দেশ গুণহীনকে সগুণ করিতে সমর্থ, এই অভিপ্রায়ে প্রশংসা করিতেছেন। বিধাতা সেই তিনপ্রকার ব্রহ্মের নির্দ্দেশদ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অথবা গুণযুক্ত করিয়াছিলেন ; অথবা, যাঁহার এই তিনপ্রকার নির্দ্দেশ, সেই পরমাত্মকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি পবিত্রতম হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে ; অতএব তাঁহার এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ অতিশ্রেষ্ঠ ॥ ২৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—এক্ষণে ওঙ্কারাদি প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া কেবল ওঙ্কারের উৎকৃষ্টতাই বলিলেন—"তস্মাৎ" ইত্যাদি। যেহেতু ব্রহ্মের এই

মূঃ অনুঃ—অস্থানে বা কুস্থানে, অকালে ও অপাত্রে সৎকারহীন ও অবজ্ঞাত যে দান, তাহা তামসিক বলিয়া কথিত ॥ ২২ ॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মোক্ষকামিগণ) ফলং (কর্ম্মের ফল) অনভিসন্ধায় (কামনা না করিয়া) তৎ ইতি (তৎ এই নাম) [উচ্চারণপূর্ব্বক] বিবিধাঃ (বিবিধ) যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ ও তপস্যার অনুষ্ঠান) দানক্রিয়াঃ চ (ও দান কার্য্য) ক্রিয়ন্তে (সমাধান করিয়া থাকেন) ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—দ্বিতীয়ং নাম স্তৌতি—তদিতি। উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্ম্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে, অতশ্চিত্তশোধনদ্বারা ফলসঙ্কল্পত্যজনেন মুমুক্ষুত্ব-সম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

রূপ নির্দ্দেশ শ্রেষ্ঠ, অতএব 'ওম্' শব্দ 'উদাহৃত্য'—উচ্চারণ করিয়া বৈদিকদিগের সম্পাদিত যজ্ঞাদি শাস্ত্রোক্ত ব্যাপার সর্ব্বদা অঙ্গহীন হইলেও উৎকৃষ্টরূপে থাকে—সগুণ (সফল বা উপকারক) হয় ॥ ২৪ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—আরও দ্বিতীয় নামের প্রশংসা করিতেছেন—'তদ্" ইত্যাদি। পূর্ব্ব শ্লোকের 'উচ্চারণ-পূর্ব্বক' শব্দের সহিত সম্পর্কিত ; "তৎ"

মূঃ অনুঃ—[সকল কর্ম্ম ও যজ্ঞাদির নির্দ্দোষতা ও সাত্ত্বিকতা প্রতিপাদনের উপায় বলিতেছেন—] পরব্রহ্ম বা ভগবানের ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটী বাচক (নাম) শাস্ত্রে কথিত আছে। পুরাকালে ব্রহ্মা এই তিনের সাহায্যে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[ওঙ্কারাদি নামত্রয়ের মহিমা ক্রমশঃ পরিদর্শন করিতেছেন—] অতএব বেদবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃকার্য্যাদি সর্ব্বদা ওঁ এই নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬॥

হে পার্থ ! সদ্ভাবে (সদ্ভাবে) সাধুভাবে চ (ও সাধুভাবে) সৎ ইতি এতৎ (সৎ এই নাম) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) ; তথা (তদ্রূপ) প্রশস্তে (মাঙ্গলিক) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) সচ্ছব্দঃ (সৎ-শব্দের) যুজ্যতে (প্রয়োগ হয়) ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ—সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে অস্তিত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে সাধুভাবে চ সাধুত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে ; প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদিকর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা ॥২৬॥

ইহা উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধচিত্ত মোক্ষাভিলাষী পুরুষগণ ফলের আশা না করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। অতএব চিত্তে শোধন দ্বারা, ফলের বাসনা-ত্যাগ-হেতু, মোক্ষপ্রদানকারক বলিয়া 'তৎ' শব্দের নির্দ্দেশ উৎকৃষ্ট ॥ ২৫ ॥ (স্বঃ অনুঃ)

স্বঃ অনুঃ—'সৎ' শব্দের অত্যুৎকর্ষ বলিতেছেন—"সদ্ভাবে" ইত্যাদি দুই শ্লোকে। সদ্ভাব—অস্তিত্ব, যথা—দেবদত্তের পুত্রাদি আছে এই অর্থে, সাধুভাব—শ্রেষ্ঠতা, যথা—দেবদত্তের পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ, এই দুই অর্থে 'সৎ' এই শব্দটী ব্যবহৃত হয় ; মাঙ্গলিক বিবাহাদি কর্ম্মেও 'এই কর্ম্মটী সৎ', এইরূপে 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয় ;—এস্থলে 'সৎ' শব্দ সঙ্গতই হয় ॥ ২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—মোক্ষকামিগণ কর্ম্মের ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া 'সৎ' এই নাম উচ্চারণপূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞে তপসি (তপস্থায়) দানে চ (ও দান-কার্য্যে) স্থিতিঃ চ (প্রকৃত ও নিত্যতাৎপর্য্য উদ্দেশ-পূর্ব্বক অনুষ্ঠানকেও) সৎ ইতি (সৎ) উচ্যতে (বলা হয়) ; তদর্থীয়ং (ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত) কর্ম্ম চ এব (কর্ম্মও) সৎ ইতি (সৎ এই শব্দে) অভিধীয়তে এব (নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থানম্, তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্ত চেদং নামত্রয়ম্, স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্ত, তত্তদর্থং কর্ম্ম পূজোপহার-গৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপন-রঙ্গমাঙ্গলিকাদি-ক্রিয়া, তৎসিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে উদ্যান-শালিক্ষেত্র-ধনার্জ্জনাদি-বিষয়ম্, তৎকর্ম্ম তদর্থীয়ং তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে। যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্নামত্রয়ম্, তস্মাদেতৎ সর্ব্বকর্ম্মসাদ্গুণ্যার্থং সংকীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে, "বিধেয়ং স্তূয়তে বস্ত" ইতি ন্যায়াৎ ; অপরে তু "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদি-বর্ত্তমানোপদেশঃ 'সমিধো যজতি' ইত্যাদি-বদ্বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুস্তত্তু 'সদ্ভাবে সাধুভাবে চ' ইত্যাদিষু প্রাপ্তার্থত্বান্ন সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৭ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও "যজ্ঞে" ইত্যাদি। যজ্ঞাদিতে যে একান্তভাবে অবস্থিতি, তাহাও 'সৎ' বলিয়া কথিত হয়। এই নামত্রয় যাঁহার, সেই পরমাত্মাই যাহার ফল, তাদৃশ তদর্থীয় কর্ম্ম,—যথা পূজোপহার গৃহের আঙ্গিনাদির মার্জ্জন, লেপন, রঙ্গ-নির্ম্মাণ, মাঙ্গলিক কার্য্যাদি এবং তাহার

মূঃ অনুঃ—হে পার্থ! সদ্ভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ' এই নামের প্রয়োগ হয়। তদ্রূপ প্রশস্ত অর্থাৎ শুভ কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয় ॥ ২৬ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম-পর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

হে পার্থ ! অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক) যৎ (যাহা) হুতং (হোম করা হয়), [যাহা] দত্তং (দান করা হয়), [যে] তপঃ (তপস্যা) তপ্তম্ (আচরণ করা হয়), [যে কর্ম্ম] কৃতং (অনুষ্ঠিত হয়) ,[তৎসমস্তই] অসৎ ইতি (অসৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত) ; তৎ (সেই সমস্ত) ন ইহ (কি এই সংসারে) নো চ প্রেত্য (কি পরলোকে) [ফলপ্রদ হয় না] ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধির জন্য অপর যে যে কর্ম্ম করা যায়,—যেমন উদ্যান, ধান্যক্ষেত্র, ধনার্জ্জন প্রভৃতি ;—এই সমস্ত কর্ম্ম তদর্থীয়, তাহা অত্যন্ত ব্যবধানযুক্ত হইলেও সং শব্দে অভিহিত হয়। যেহেতু এই নামত্রয় অতিপ্রশস্ত, অতএব সকল কর্ম্মকে সদ্‌গুণে পরিণত করিতে সংকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য,—ইহাই তাৎপর্য্য। এখানে অর্থবাদের অসঙ্গতি-হেতু বিধি কল্পিত হইতেছে ; কারণ, 'কর্ত্তব্য বিষয়ের গুণকীর্ত্তন করা উচিত'—এই ন্যায় আছে ; অপর কেহ কেহ বলেন—"বিধানে কথিত বিষয়-সমূহ প্রবৃত্ত হয় ; মোক্ষাভিলাষী পুরুষগণ তাহা অনুষ্ঠান করেন," ইত্যাদি বাক্যে বর্ত্তমানকালের উপদেশ "সমিধ্ সমূহ দ্বারা যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিধিরূপে পরিণত করিতে হইবে ; পরন্তু তাহা এই 'সদ্ভাবে সাধুভাবে চ' ইত্যাদি শ্লোকেই যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন উহা সঙ্গত নহে ; অতএব পূর্ব্ব-লিখিত উপায়ে বিধির কল্পনা অধিকতর উত্তম ॥২৭॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং দত্তং দানং তপস্তপ্তং নির্ব্বর্ত্তিতং যচ্চান্যদপি কৃতং কর্ম্ম, তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে ; যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ ॥২৮॥

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

স্বঃ অনুঃ—এক্ষণে প্রত্যেক কর্ম্মে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক প্রবৃত্তির নিমিত্ত অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলির নিন্দা করিতেছেন—“অশ্রদ্ধয়া” ইত্যাদি। শ্রদ্ধা-বিহীন হইয়া যে হোম, দান, তপস্যা কৃত হয় এবং অন্য যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায়, সে সমস্তই অসৎ বলিয়া কথিত হয় ; কারণ, তাহা গুণ-হীন বা অপকারক বলিয়া লোকান্তরে ফল দান করে না, অথবা ইহলোকেও অকীর্ত্তির জনক বলিয়া ফলদান করে না ॥ ২৮ ॥

রজোযুক্তা ও তমোময়ী শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার আশ্রয়-কারীই তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার পান,—ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা ‘সুবোধিনী’তে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ-নামক সপ্তদশ অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—যজ্ঞ, তপস্যা ও দান-কার্য্যের বাস্তব ও নিত্য তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক অনুষ্ঠানেও সৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়। ভাগবতীয় কর্ম্মকেও সৎই বলা হয় ॥ ২৭ ॥

মূঃ অনুঃ—হে পার্থ ! অশ্রদ্ধার সহিত যে হোম, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অসৎ বলিয়া কথিত হয়। তাহা কি ইহলোকে, কি পরলোকে ফলপ্রদ হয় না ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধস্মৃতি-
গ্রন্থে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ' নামক সপ্তদশ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

সত্ত্বানুরূপা শ্রদ্ধা—সত্ত্ব—সত্ত্বগুণ ইহা রজস্তমোগুণের উপলক্ষক ; অতএব সত্ত্বানুরূপ—সত্ত্বাদিগুণত্রয়ানুরূপ (শ্রীধর)। সত্ত্ব—অন্তঃকরণ, চিত্ত ; অতএব সত্ত্বানুরূপ-অন্তঃকরণের বা চিত্তবৃত্তির অনুরূপ ; সেই অন্তঃকরণ বা চিত্ত ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (রামানুজ, মধ্ব, চক্রবর্ত্তী, বলদেব)।

ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটী পরব্রহ্মের নাম। জগৎ তাঁহাতে **ওত**, এবং তিনি জগতে **ওত**—এই দুই নিমিত্ত "ওঁ" ভগবানের বাচক। তিনি, বেদৈকবেদ্য এবং তাঁহাতে কোন উপচার বা গৌণ নির্দ্দেশ হয় না বলিয়া "তৎ" ভগবানের বাচক। তিনি সর্ব্বমঙ্গলযুক্ত ও সর্ব্ব-অমঙ্গলরহিত বলিয়া "সৎ" তাঁহার বাচক। (শ্রীমধ্ব)

"ওঁ"—ইহা ব্রহ্মের এক বাচক পদ বা নাম ; "তৎ" ইহা ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাম ; "সৎ" ইহা তৃতীয় নাম। ইহারা অন্যান্য বিষ্ণুনামের (ভগবন্নামের) উপলক্ষণ-মাত্র। নামের এমনই প্রভাব যে, তাহার দ্বারা সকল কর্ম্মের অঙ্গবৈগুণ্য ও ফলবৈগুণ্য বিদূরিত হইয়া যায়। (বলদেব)

'ওঁ'—এই নাম সর্ব্ব শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ ; জগতের কারণরূপে ও অতন্নিরসন-দ্বারা প্রসিদ্ধ বলিয়া "তৎ" এই নাম ; সর্ব্ব আদি বা সর্ব্ব কারণ-কারণ বলিয়া সৎ এই নাম। (শ্রীধর, চক্রবর্ত্তী)

সদ্ভাব—অস্তিত্ব (শ্রীধর), বিদ্যমানতা (রামানুজ), ব্রহ্মত্ব (চক্রবর্ত্তী, বলদেব) ; শ্রীগোবিন্দভক্ত, দেবতা ও ব্রাহ্মণ, ত্রিবিধ পুরুষাবতার বা নারায়ণাবতার, শ্রীবাসুদেব ও তদীয় ধাম বৃন্দাবন ও সদ্‌গুরু (শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী) ।

সাধুভাব—সাধুত্ব (শ্রীধর), কল্যাণভাব (রামানুজ), ব্রহ্মবাদিত্ব (চক্রবর্ত্তী), ব্রহ্মজ্ঞত্ব (বলদেব) । শ্রীভগবানের নাম, মন্ত্র গুণ, কর্ম্ম, লীলা, ভগবদ্ধর্ম্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র-সকল, সাধুসঙ্গ, শ্রবণাদি ভক্তি ও ভক্ত্যঙ্গ (শ্রীলগোপাল-ভট্ট) ।

প্রশস্ত কর্ম্ম—বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম (শ্রীধর, বলদেব) ; লৌকিক কল্যাণময় কর্ম্ম (রামানুজ) ; সাত্ত্বিক কর্ম্ম, ভগবৎসেবাদি কর্ম্ম, গুরু-বৈষ্ণবের সর্ব্ববিধ-সেবা, শ্রীগোবিন্দের যাত্রা-মহোৎসব-নামকীর্ত্তন-সংকীর্ত্তনাদি (শ্রীলগোপাল ভট্ট গোস্বামী) ।

তদর্থী কর্ম্ম—পরমাত্মাকে ফলরূপে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম ; যথা—পূজা-গৃহাঙ্গনাদির পরিমার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য এবং এই কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ অপর কর্ম্ম (শ্রীধর, চক্রবর্ত্তী, বলদেব, ভট্ট গোস্বামী) ; ত্রিবর্ণের হিতকর যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম (রামানুজ) ।

পরিপ্রশ্নমালা

১। লোকের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের হেতু কি ? (গী: ১৭।৩)

২। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস লোকের উপাস্য-তারতম্য কি ? (গী: ১৭।৪)

৩। একান্ত অসুরগণের উপাসনা-প্রকার কিরূপ ? (গী: ১৭।৫-৬)

৪। সাত্ত্বিক আহার কি ? (গী: ১৭।৮)

৫। রাজস আহার কি ? (গী: ১৭।৯)

৬। তামস আহার কি ? (গী: ১৭।১০)

৭। গুণভেদে ত্রিবিধ যজ্ঞ কি ? (১৭।১১-১৩)

৮। শারীর, মানস ও বাঙ্ময় তপস্যা কি ? (গী: ১৭।১৪-১৬)

৯। সাত্ত্বিক তপস্যা কি ? (গী: ১৭।১৭)

১০। রাজস তপস্যা কি ? (গী: ১৭।১৮)

১১। তামস তপস্যা কি ? (গী: ১৭।১৯)

১২। ত্রিবিধ দান কিরূপ ? (গী: ১৭।২০-২২)

১৩। ব্রহ্মের নির্দ্দেশক ত্রিবিধ পদ কি ? (গী: ১৭।২৩)

১৪। সেই ত্রিবিধ নাম বা পদের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য কিরূপ ? (গী: ১৬।২৪-২৭)

১৫। অশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল কি ? (গী: ১৭।২৮)

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক পরমার্থ-বিনির্ণয়প্রসঙ্গে সমগ্র গীতার সার-তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিভেদ সবিস্তারে প্রদর্শন করিয়াছেন। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—ইহারা চিত্তশুদ্ধি-কারক, অতএব কর্ত্তব্যই। তবে, ইহারা আসক্তি ও ফল-কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বকই বিধেয়—ইহাই শ্রীভগবানের সুনিশ্চিত অভিমত। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ জগতের সকল বস্তু ও ব্যাপারে অনুস্যূত। তদনুসারে ত্যাগও সাত্ত্বিক, রাজসিক তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস উচিত নহে। দেহধারী জীবের পক্ষে সকল কর্ম্ম নিঃশেষে ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। অতএব কর্ম্মফলত্যাগীই বাস্তবিক ত্যাগী।

দেহ, ইন্দ্রিয়-সকল, অহঙ্কার, শারীরিক মানসিক বিবিধ উদ্যম ও দৈব এই পাঁচটিই সকল কর্ম্মের মূল কারণ। এরূপ স্থলে জীবকে 'কর্ত্তা' জ্ঞান ভ্রান্তি-মাত্র। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটী কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ—এই তিনটী কর্ম্মের আশ্রয়। জ্ঞান, কর্ত্তা, ও কর্ম্ম—ইহারা প্রত্যেকে গুণত্রয়-ভেদে তিন প্রকার। বুদ্ধি ও ধৃতি—এই দুইটীও ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ। তদ্রূপ সুখও ত্রিবিধ। প্রাকৃত সৃষ্টি-মধ্যে—কি এই পৃথিবীতে, কি স্বর্গে কি দেবগণ-মধ্যে—এমন কোন সত্তা নাই, যাহা প্রকৃতির এই তিনগুণ হইতে মুক্ত। সেই কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চারি বর্ণেরই কর্ম্ম বিভাগ প্রকৃতির এই গুণত্রয়-দ্বারাই স্বাভাবিক-

ভাবে ব্যবস্থিত হইয়াছে। সর্ব্ববর্ণান্তর্গত জীব গুণবিহিত নিজ-নিজ স্বাভাবিক কর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন-দ্বারা জীব ও জগতের অন্তর্য্যামী ভগবানের তুষ্টি বিধান করিয়া জ্ঞান-লাভের অধিকারী হয়। জীবের স্বধর্ম্ম সদোষ হইলেও সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ ; কারণ, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে কোন পাপের উদয় হয় না। অগ্নি ও ধূমের যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তদ্রূপ গুণজাত জগতে সকল অনুষ্ঠানই অল্প-বিস্তর দোষসমাযুক্ত। অনাসক্ত, নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহ ব্যক্তি তাদৃশ সদোষ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাস-দ্বারা পরম-সিদ্ধি-লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে। সাত্ত্বিকবুদ্ধি, সংযতচিত্ত, বিষয়ত্যাগী, রাগদ্বেষহীন, নির্জ্জনসেবী, মিতাহারী, সংযত কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ, বৈরাগ্যবান্, অহংকারাদিশূন্য, মমতা-রহিত সাধক শান্তিপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মভাবোপলব্ধির যোগ্য হন। ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত ব্যক্তি ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করেন। পরা ভক্তিদ্বারা ভগবানের পূর্ণ ও প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া যথাকালে নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিত্যনৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম করিয়াও ঐকান্তিক ভক্ত ভগবদনুগ্রহে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।

সকল জীব প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবশেষে নিজ-নিজ স্বাভাবিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ভগবান্ সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে নিজ কর্ম্মানুরূপ পরিচালন করিতেছেন। সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণ লইতে পারিলে জীব পরমশান্তি লাভ করিতে পারে। ইহা গুহ্যতর উপদেশ।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়, তাই তিনি অর্জ্জুনকে আবার বলিলেন—"তুমি আমারই চিন্তাপরায়ণ, আমারই সেবাপরায়ণ, আমারই পূজন-পরায়ণ এবং আমারই প্রণতিপরায়ণ হও। তাহাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবেই। ইহা তোমার নিকট আমার সত্য প্রতিজ্ঞা। সকল ধর্ম্ম

পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।" ইহা গুহ্যতম জ্ঞান।

অনন্তর গীতা-শ্রবণের অনধিকারী প্রদর্শনান্তর গীতা পাঠ ও শ্রবণের ফল কথিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের মুখে গীতোপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সকল অজ্ঞান ও সংশয় দূর হইলে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালনার্থ প্রস্তুত হইলেন।

শ্রীব্যাসদেবের প্রসাদে সঞ্জয় এই কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ অতীব বিস্ময়ান্বিত ও পুলকিত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"যেস্থানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেস্থানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেস্থানেই শ্রী, বিজয়, সম্পদ্ ও ধ্রুবা নীতি বিরাজমান"—ইহাই আমার অভিমত।

শিক্ষা—"নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞানপথ-লাভ হয়, তাহাই 'গুহ্য' উপদেশ; তৎসহ ধ্যানযোগকে সংযোগপূর্ব্বক ক্রমশঃ আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানানুষ্ঠানই 'গুহ্যতর' এবং শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তি-দ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ।" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ)। ভক্তিব্যতীত জ্ঞান-কর্ম্মাদি নিরর্থক। শ্রীকৃষ্ণশরণাগতিই সর্ব্বপ্রধান জৈব-ধর্ম্ম। ইহাই এই অধ্যায় অথবা সমগ্র গীতাশাস্ত্রের শিক্ষাসার।

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! হে মহাবাহো! সন্ন্যাসস্য (সন্ন্যাসের) ত্যাগস্য চ (ও ত্যাগের) তত্ত্বং (স্বরূপ) পৃথক্ (পৃথগ্‌ভাবে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)॥ ১॥

ন্যাস-ত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্।
স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থ-বিনির্ণয়ে ॥

শ্রীধরঃ—অত্র চ, "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী", "সংন্যাস-যোগযুক্তাত্মে"ত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাস উপদিষ্টস্তথা "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ", "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবানি"ত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্। ন চ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ; অতঃ কর্ম্ম-সন্ন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—সন্ন্যাসস্যেতি। ভো হৃষীকেশ! সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক! হে কেশিনিসূদন! কেশিনাম্নো মহতো হয়াকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তমুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব বাহুনা কর্কটি-কাফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান্, অতএব হে মহাবাহো! ইতি সম্বোধনং, সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ১ ॥

পরমার্থ-নির্ণয় নামক এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিভাগক্রমে সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য একত্র স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

সুঃ অনুঃ—এস্থলে "জিতেন্দ্রিয় দেহী মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহপূরে সুখে অবস্থান করেন" (৫।১৩),

শ্রীভগবান্ উবাচ—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) বিচক্ষণাঃ (নিপুণ) কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং (সকাম) কর্ম্মণাং (কর্ম্মের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিদুঃ (জানেন); সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য—সকল প্রকার কর্ম্মের ফল-ত্যাগকে) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ২ ॥

"তুমি আমাতে কর্ম্মার্পণরূপ যোগে চিত্তযুক্ত হইয়া" (৯।২৮), এই বাক্য-গুলিতে কর্ম্মসংন্যাস উপদেশ করিয়াছেন ; সেইরূপ "কর্ম্মফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্মার অনুভূতিতেই তৃপ্ত থাকিয়া অন্য কোন বস্তুর আশ্রয় না লইয়া" (৪।২০), "একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর" (১২।১১) ;—এই বাক্যগুলিতে ফল-মাত্র ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ পরম দয়ালু ভগবান্ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের উপদেশ দিতে পারেন না ; অতএব কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠানের অবিরোধ বুঝিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জুন বলিতে-ছেন—"সন্ন্যাসস্য" ইত্যাদি। হে হৃষীকেশ! হে সকল-ইন্দ্রিয়ের নিয়মনকারিন্! হে কেশিনাশন! কেশি-নামক এক অশ্বাকৃতি দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালে সে যখন মুখ ব্যাদান করিয়া কৃষ্ণকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিল, তখন উহার অত্যন্ত প্রসারিত মুখ-গহ্বর-মধ্যে তিনি স্বীয় বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া সেই বাহুকে এমন বৃদ্ধি করিলেন যে, তাহাতেই সে তৎক্ষণাৎ কাঁকুড়-ফলের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলে। অতএব হে মহাবাহো! সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথগ্ ভাবে বিচার-পূর্ব্বক জানিতে চাই ॥ ১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

শ্রীধরঃ—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানাং "পুত্রকামো যজেত," "স্বর্গকামো যজেতে"ত্যাদি-কামোপবন্ধেন বিহিতানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ, সম্যক্‌ফলৈঃ সহ কর্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতা জানন্তীত্যর্থঃ; সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ ন তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্। ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রবণাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ,—নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্র-ত্যাগঃ সম্ভবতি? উচ্যতে—যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত", "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতী"ত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে, তথাপ্যপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়ি-তুমশক্নুবন্ বিধি"র্বিশ্বজিতা যজেতে"ত্যাদিম্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব; ন চাতীব গুরুমতঃ শ্রদ্ধয়া স্ব-সিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়ো-জনং মন্তব্যং পুরুষপ্রবৃত্ত্যানুপপত্তের্দুষ্পরিহরত্বাৎ; শ্রূয়তে চ নিত্যাদা-বপি ফলং "সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তী"তি, "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি, "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতী"ত্যাদিষু। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং "সর্ব্বকর্ম্মফল-ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ" ইতি।

ননু ফলত্যাগে পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ—তন্ন,—সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ; তথা চ শ্রুতিঃ "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বে গীতামধ্যে বিভিন্ন স্থানে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মফল-মাত্রত্যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ আপাত-বিরুদ্ধ উপদেশের সামঞ্জস্য বুঝিবার জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে হৃষীকেশ! হে কেশি-নিসূদন! হে মহাবাহো! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্‌ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

তপসানাসকেনে"তি। ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং সর্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা; তাবৎপর্য্যন্তঞ্চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম্ম কুর্ব্বতস্তৎফলত্যাগ এব কর্ম্মত্যাগো নাম, ন স্বরূপেণ; তথা চ শ্রুতিঃ—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি। ততঃ পরন্তু সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি; তদুক্তং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধৌ—"প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥" উক্তঞ্চ ভগবতা (৩।১৭) "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদি"ত্যাদি; বশিষ্ঠেন চোক্তম্—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসাবি"তি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা; তদুক্তং শ্রীভাগবতে,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" 'জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাহনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" ইত্যাদি অলমতিপ্রসঙ্গেন, প্রকৃতমনুসরামঃ—অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থো ন কর্ম্মত্যাগ ইতি॥ ২॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—তাহাতে শ্রীভগবান্ উত্তর দিতেছেন—"কাম্যানাম্" ইত্যাদি, "পুত্রকাম পুরুষ যজ্ঞ করিবেন," "স্বর্গাকাঙ্ক্ষী নর যজ্ঞ করিবেন" ইত্যাদি অভিলাষ-পূরণের ইচ্ছায় কৃতকর্ম্মগুলি কাম্য কর্ম্মগুলির পরিত্যাগকে পণ্ডিতগণ 'সন্ন্যাস' বলিয়া জানেন অর্থাৎ ফলের সহিত কর্ম্মের পূর্ণরূপে সমর্পণকে পণ্ডিতেরা 'সন্ন্যাস' বলিয়া জানেন। সমস্ত কাম্য ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল-মাত্র ত্যাগকে নিপুণ মানবগণ 'ত্যাগ' বলিয়া থাকেন, কিন্তু সত্য-সত্যই কর্ম্মের অকরণরূপ ত্যাগকে 'ত্যাগ বলেন না। যদি বল, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল শ্রুত না হওয়ায়

কিরূপে অবিদ্যমান ফলত্যাগ সম্ভব ?—বন্ধ্যার পুত্রত্যাগ ত' কদাপি সম্ভব হয় না ? সে বিষয় বলা যাইতেছে—যদিও 'স্বর্গাভিলাষী' বা 'পশুকাম' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় "অহরহঃ সন্ধ্যার উপাসনা করিবে," "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র-হোম সম্পাদন করিবে" ইত্যাদি বাক্য বিশেষ ফল শ্রুত হয় না, তাহা হইলেও পুরুষের অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে বুদ্ধিমান্ পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করিতে না পারায় "বিশ্বজিৎ-যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করা উচিত" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিধানগুলিও সাধারণতঃ কিছু কিছু ফল আকর্ষণ করিয়া থাকে। পুরুষের প্রবৃত্তির (নিয়োগের) অসঙ্গতি ত্যাগ করা দুঃসাধ্য হওয়ায় 'কেবল শ্রদ্ধা দ্বারা সিদ্ধি-লাভ' এইরূপে বিধির প্রয়োজন মনে করিবে না ; নিত্যকর্ম্মাদিতেও ফল বেদে শ্রবণ করা যায়, যথা—"ইহারা সকলে পবিত্র লোক প্রাপ্ত হয়," "কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক", "ধর্ম্ম-দ্বারা পাপের পরিহার করে" ইত্যাদি। অতএব ঠিকই বলা হইয়াছে—"বিচক্ষণ মানব সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকে প্রকৃত ত্যাগ বলিয়া থাকেন।"

যদি বল, ফলত্যাগ-দ্বারা পুনরায় কি নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না ? তাহা নহে ; কারণ, সকল কর্ম্মেরই সংযোগ ও বিয়োগরূপে আত্মাকে বুঝিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়া থাকে ; এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ, যথা—"ব্রাহ্মণগণ সেই এই আত্মাকে বেদাভ্যাস, যজ্ঞ, দান ও অনাসক্তি দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" ; অতএব শ্রুতিতে উক্ত সমস্ত ফলকে সংসারে বন্ধনজনকরূপে বুঝিয়া তাহাদের ত্যাগ-পূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞানেচ্ছার নিমিত্ত সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠানই যুক্তিযুক্ত। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার-দ্বারা দেহাদিতে আত্মাভিমান নিবৃত্ত হইলে বুদ্ধির যে অন্তর্ম্মুখ প্রবৃত্তি, তাহাই 'বিবিদিষা' বা আত্মজ্ঞানেচ্ছা ; ততকাল পর্য্যন্ত সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানের অবিরোধী উপযুক্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার ফলের ত্যাগই 'কর্ম্মত্যাগ'; স্বরূপতঃ অনুষ্ঠানের ত্যাগকে কর্ম্মত্যাগ

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

এতে (কোন) মনীষিণঃ (মনীষিগণ—সাংখ্যবাদিগণ) কর্ম্ম দোষবদ্ (কর্ম্ম হিংসাদি-দোষযুক্ত) ইতি (এই কারণে) ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ; অপরে (মীমাংসক পণ্ডিতগণ) যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য নহে) ইতি (ইহা বলিয়া থাকেন) ॥ ৩ ॥

বলা যায় না ; এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ যথা—"ইহলোকে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে" ইত্যাদি। অতঃপর আপনা হইতেই সর্ব্বকর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে ; নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে উল্লিখিত আছে—"কর্ম্মসকল বর্ষাকালের পর মেঘের ন্যায় বুদ্ধির শুদ্ধি-দ্বারা অন্তর্ম্মুখতা-সম্পাদন-সহকারে কৃতার্থ হইয়া ত্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়" ; ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"যিনি আত্মরতি" (৩।১৭) ইত্যাদি ; বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"যোগী কর্ম্মত্যাগ করিবেন না, কর্ম্মই তাহাকে ত্যাগ করিবে" ; অথবা, জ্ঞানে নিষ্ঠার ব্যাঘাতজনক বিচারেও কর্ম্মত্যাগ করা উচিত ; শ্রীভাগবতে কথিত আছে—"যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলের ভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণের শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য" (ভাঃ ১১।২০।৯), "জ্ঞান-নিষ্ঠ, বিষয়ে অনাসক্ত বা নিরপেক্ষ মদীয় ভক্তগণ ত্রিদণ্ডাদি আশ্রম-চিহ্ন ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিধি ও নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করিবেন" (ভা ১১।১৮।২৮) ইত্যাদি। এই বিষয়ে অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ; এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করি ; —অজ্ঞান-জনের পক্ষে ফলত্যাগমাত্রই 'ত্যাগ'-শব্দের অর্থ, কর্ম্মত্যাগ নহে ॥ ২ ॥
(সুঃ অনুঃ)

শ্রীধরঃ—এতদেব মতান্তরনিরাসেন দ্রঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষবত্ত্বেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্মত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্ম্মনীষিণ ইতি। অয়মাশয়ঃ ভাবঃ—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানী"তি নিষেধঃ পুরুষস্যানর্থহেতুর্হিংসেত্যাহ। "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতে"ত্যাদি প্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতুপকারত্বমাহ; অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্য-বিশেষন্যায়াগোচরত্বাৎ দ্রব্যসাধ্যেষু সর্ব্বেষপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি; তদুক্তং, "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ সোঽপি দৃষ্টোপায়বৎ, গুরুপাঠাৎ অনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ তত্রাবিশুদ্ধির্হিংসা তয়া ক্ষয়ো বিনাশঃ; অগ্নিহোত্র-জ্যোতিষ্টোমাদিজন্যং স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ত্ততে; পরোৎকর্ষস্তু সর্ব্বান্ দুঃখী করোতি। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ,—ক্রত্বর্থাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণ কর্ত্তব্যা; সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব; তথাহি বিধির্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে তাদর্থ্যলক্ষণত্বাচ্ছেষস্য; নত্বেবং নিষেধো নিষেধ্যস্য তাদর্থ্যমপেক্ষ্যতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষকত্বাৎ, অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদেবং সমানবিষয়ত্বেন চ সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধয়া নাস্তি দোষবত্ত্বম্; অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি ॥ ৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—এই বিষয়ই অন্য মতের নিরাস-পূর্ব্বক দৃঢ় করিতে মতভেদ দেখাইতেছেন—"ত্যাজ্যম্" ইত্যাদি। দোষবৎ—হিংসাদি দোষযুক্ত হওয়ায় কর্ম্মগুলি বন্ধনের হেতু, এইজন্য সমস্ত কর্ম্মই ত্যাগ করা

মুঃ অনুঃ—[উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—] বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ কাম্য-কর্ম্মের ন্যাসকে (ত্যাগকে) "সন্ন্যাস" এবং সকল কর্ম্মের ফলত্যাগকে "ত্যাগ" বলিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

উচিত;—'ইহা কোন কোন মনীষী সাংখ্যবাদী বলিয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে,—'কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না' এই নিষেধ-বাক্যটী 'হিংসাই যে পুরুষের অনর্থের মূল' ইহা উক্তি করিয়াছে ; "অগ্নিষোম যজ্ঞে পশুকে বলি দিবে" এই সমুদয় প্রাকরণিক বিধি যজ্ঞ-বিষয়ে হিংসার উপকারকতা বলিয়াছেন। অতএব বিভিন্ন বিষয় বলিয়া সাধারণ ও বিশেষ বিচারের অধীন নহে বলিয়া দ্রব্যদ্বারা সম্পাদনীয় সমস্ত কর্ম্মই ত্যাগ করা উচিত;—ইহাই এই সূত্রে কথিত আছে—(সাংখ্য) "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হি অবি-শুদ্ধি-ক্ষয়াতিযুক্তঃ।" ইহার অর্থ এই যে—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ উপায়, তাহাও দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় বেদ দ্বারা জ্ঞাপিত গুরুর নিকট অধ্যয়ন হইতে অনুশ্রুত হইয়া থাকে, অতএব অনুশ্রব—বেদ, তাহাতে বিশুদ্ধির অভাব ও হিংসার কার্য্য থাকায় বিনাশ হয়। অগ্নিহোত্র ও জ্যোতিষ্টোমাদি কারণে স্বর্গেও তারতম্য আছে। আবার অপরের উন্নতি সকলেরই দুঃখ উৎপাদন করে। অপর পক্ষে মীমাংসকগণ 'যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে' এইরূপ বলেন। ভাবার্থ এই—যজ্ঞের নিমিত্তই পুরুষকে হিংসা করিতে হইবে ; সেই হিংসা অন্য উদ্দেশে কৃত হইলে পুরুষের প্রত্যবায়ের কারণ পাপের বা দোষের উৎপাদক ; এইরূপ বিধি ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের সেই উদ্দেশে অনুষ্ঠান। কারণ, তাহাতে নিমিত্তরূপ চিহ্ন বর্ত্তমান আছে ; তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের নহে ; সেইরূপ নিষেধও কেবল প্রাপ্তিকে উপেক্ষা করায় নিষেধের নিমিত্তকে অপেক্ষা করে, নতুবা অজ্ঞান বা অসাবধানতা প্রভৃতি-হেতু কৃতকর্ম্মে দোষ-না থাকারই প্রসঙ্গ হয়। অতএব এইরূপে উভয়ের তুল্যবিষয়তা হওয়ায় এবং সাধারণ বিধির বিশেষ বিধি দ্বারা বাধা থাকায় দোষবত্তা নাই। অতএব নিত্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবেই না॥ ৩॥ (সুঃ অনুঃ)

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪॥

হে ভরতসত্তম! (ভরতশ্রেষ্ঠ!) তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ-বিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর)। হে পুরুষব্যাঘ্র (পুরুষশ্রেষ্ঠ!) হি (কারণ), [শাস্ত্রে] ত্যাগঃ ত্রিবিধঃ (ত্যাগ তিন প্রকার) সংপ্রকীর্ত্তিতঃ (কথিত হইয়াছে)॥ ৪॥

শ্রীধরঃ—এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়ং শৃণ্বিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু; ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মাবমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাঘ্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগো হি দুর্ব্বোধঃ; হি যস্মাদয়ং কর্ম্মত্যাগস্তত্ত্ববিদ্ভিস্তাম-সাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ, ত্রৈবিধ্যঞ্চ—"নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি॥ ৪॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে বিভিন্ন মতের অবতারণা করিয়া আপন মত বলিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—"নিশ্চয়ং শৃণু" ইত্যাদি। সেই বিষয়ে ত্যাগ এইরূপে সংশয়িত হইলে আমার বাক্য হইতে মীমাংসা শ্রবণ কর। ত্যাগবিষয়টী লোক-প্রসিদ্ধ বলিয়া ইহাতে আর শুনিবার কি আছে? মনে মনে এইরূপ অবজ্ঞা করিও না; ইহা বলিতেছেন—হে পুরুষব্যাঘ্র! —পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগই দুর্ব্বোধ্য বিষয়; যেহেতু এই কর্ম্মত্যাগ তত্ত্বজ্ঞানি-পুরুষগণ তামসাদি-ভেদে সম্যক্ বিচার করিয়া ত্রিবিধ বলিয়াছেন। এই প্রকারত্রয়—"নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ" ইত্যাদি পরের শ্লোকগুলিতে বলিবেন॥ ৪॥

মূঃ অনুঃ—[এই বিষয়ে অপরের অভিমত বলিতেছেন—] কোন কোন মনীষিগণ "কর্ম্মসকল দোষযুক্ত"—এই বিচারে কর্ম্মকে ত্যাজ্য বলিয়া থাকেন। আবার অপর মনীষিগণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা-কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে—এইরূপ বলেন॥ ৩॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে), তৎ (তৎসমস্ত) কার্য্যম্ এব (কর্ত্তব্যই) [কেননা] যজ্ঞঃ দানং তপশ্চ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) মনীষিণাং (বিবেকী ব্যক্তিগণের পক্ষে) পাবনানি এব (চিত্তশুদ্ধিকরই বটে)॥ ৫॥

হে পার্থ! এতানি (এই সকল) কর্ম্মাণি অপি (কর্ম্মও) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগপূর্ব্বক) কর্ত্তব্যানি (করণীয়), ইতি (ইহাই) মে (আমার) নিশ্চিতম্ (স্থির) উত্তমং (উত্তম) মতম্ (মত)॥ ৬॥

শ্রীধরঃ—প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ—যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি॥ ৫॥

শ্রীধরঃ—যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি, তৎপ্রকারং দর্শয়ন্নাহ—এতান্যপীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তান্যেতান্যপ্যেবং কর্ত্তব্যানি; কথম্? সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাধীনতয়া কর্ত্তব্যানি; ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি মে মতং নিশ্চিতম্ অতএবোত্তমম্॥ ৬॥

স্বঃ অনু—প্রথমেই মীমাংসা বলিতেছেন—“যজ্ঞ” ইত্যাদি দুই শ্লোক-দ্বারা। মনীষিগণের—বিচারশীলগণের, পাবন—চিত্তশুদ্ধিকারক॥৫॥

মূঃ অনুঃ—[এই বিষয়ে মতভেদ-কথনানন্তর নিজ মত বলিতেছেন—] হে ভরতশ্রেষ্ঠ! হে পুরুষবর! সেই ত্যাগ-বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। এই ত্যাগ তিন প্রকার কথিত হইয়াছে॥ ৪॥

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

নিয়তস্য তু (কারণ নিত্য) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) সন্ন্যাসঃ (পরিত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নহে) ; মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য (তাহার) পরিত্যাগঃ (পরিত্যাগকে) তামসঃ (তামস ত্যাগ) পরিকীর্ত্তিতঃ (বলা হয়) ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি— নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ ; নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে,—সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ ; অতস্তস্য পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবংলক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ ; স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামস পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুঃ—যে প্রকারে এই কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিলে তাহা চিত্ত-শুদ্ধিকর হইবে, তাহার উপায় দেখাইলেন—"এতান্যপি" ইত্যাদি। যে যজ্ঞাদি কর্ম্মকে আমি চিত্তের পবিত্রতাকারক বলিতেছি, তাহা এইরূপে সম্পাদন করিতে হইবে। কিরূপে ? সঙ্গ—কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনার জন্য করিতে হইবে ; ফলগুলিও ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে—এই মতই আমার মীমাংসিত বা অভিমত, অতএব ইহাই শ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[প্রথমতঃ নিজ সিদ্ধান্ত কহিতেছেন—] যজ্ঞ, দান ও তপস্যা-কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিবেকী ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি-বিধায়ক ॥ ৫ ॥

মূঃ অনুঃ—হে পার্থ ! এই সকল কর্ম্মও আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য—ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম মত ॥ ৬ ।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮॥
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯॥

দুঃখম্ এব ইতি (কেবল দুঃখই—ইহা মনে করিয়া) [যে] কায়ক্লেশভয়াৎ (শারীরিক কষ্টের ভয়ে) যৎ কর্ম্ম (যে নিত্যকর্ম্ম) ত্যজেৎ (ত্যাগ করে), সঃ (সে ব্যক্তি) রাজসং (রাজস) ত্যাগং কৃত্বা (ত্যাগ করিয়া) ত্যাগফলং (ত্যাগের ফল) ন লভেৎ এব (লাভ করিতে পারেই না) ॥ ৮॥

হে অর্জ্জুন! সঙ্গং (আসক্তি) ফলং চ (ও ফল) ত্যক্ত্বা এব (ত্যাগ করিয়া) কার্য্যম্ (কর্ত্তব্য) ইতি এব (ইহা বিচার করিয়া) যৎ নিয়তং (যে নিত্য) কর্ম্ম ক্রিয়তে (করা হয়), সঃ (তাহাকে) [আমি] সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) ত্যাগঃ (ত্যাগ) মতঃ (মনে করি) ॥ ৯॥

শ্রীধরঃ—রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি। যঃ কর্ত্তা আত্মবোধং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়ান্নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি

সুঃ অনুঃ—পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত ত্যাগের প্রকারত্রয় এক্ষণে দেখাইতেছেন—"নিয়তস্তু" ইত্যাদি তিন শ্লোকে। কাম্যকর্ম্মগুলি বন্ধন-কারক বলিয়া তাহাদের সম্যগ্‌রূপে ত্যাগই উপযুক্ত; কিন্তু নিত্য কর্ম্ম-গুলির ত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, ঐগুলি পুরুষের সত্ত্ব শুদ্ধ করিয়া মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে। অতএব উপকারকতা-সত্ত্বে সেই কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিতে হইবে,—মোহ হইতেই এইরূপ পরিত্যাগ জন্মিয়া থাকে; মোহ তমোগুণের কার্য্য বলিয়া ঐরূপ ত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হয় ॥৭॥

মূঃ অনুঃ—[এখন ত্রিবিধ ত্যাগ বলিতেছেন—] কিন্তু নিত্য-কর্ম্মের সন্ন্যাস (ত্যাগ) উচিত নহে। মোহবশতঃ উহা ত্যাগ করিলে তাহাকে 'তামস' ত্যাগ বলা হয় ॥ ৭ ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়রহিত) ত্যাগী (সাত্ত্বিকত্যাগী) অকুশলং কর্ম্ম (দুঃখপ্রদ কর্ম্মে) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), কুশলে (সুখদায়ক কর্ম্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥ ১০ ॥

যত্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসো, দুঃখস্য রাজসত্বাৎ; অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ।৮॥(শ্রীধরঃ)

শ্রীধর—সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্য্যমিতি। কার্য্যমিত্যেব বুদ্ধ্বা নিয়তমবশ্যং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যত্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুঃ—রাজস ত্যাগ বলিতেছেন—"দুঃখম্" ইত্যাদি। যে কর্ত্তা আত্মজ্ঞান লাভ না করিয়া কেবল ক্লেশকর মনে করিয়া শারীরিক প্রযত্নের ভয়ে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করে, এইপ্রকার ত্যাগ 'রাজস'; কারণ, দুঃখ—রজোগুণের কার্য্য; অতএব সেই রাজস ত্যাগ অনুষ্ঠান করিয়া সেই পুরুষ জ্ঞানে নিষ্ঠারূপ ত্যাগের ফল পায় না ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুঃ—সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিতেছেন—"কার্য্যম্" ইত্যাদি। 'করিতেই হইবে'—এইরূপ বুদ্ধিতে অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম আসক্তি ও ফল ত্যাগপূর্ব্বক সম্পাদন করা হইলে সেই ত্যাগই 'সাত্ত্বিক' বলিয়া অভিমত হয় ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—কর্ম্ম কেবল দুঃখই—এই মনে করিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্ম্ম ত্যাগ করে, সে 'রাজস' ত্যাগ করিয়া ত্যাগের ফল নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারে না ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—এবংভূত-সাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টী-ত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে চ সুখকরে কর্ম্মণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি ; তত্র হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ ; যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে, স্বর্গাদি সুখঞ্চ ত্যজতি, তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ; অতএব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরুপাদিৎসা পরিজিহীর্ষা লক্ষণং যস্য সঃ ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুঃ—এইপ্রকার সাত্ত্বিক ত্যাগে নিষ্ঠা-প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ বলিতেছেন—"ন দ্বেষ্টি" ইত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্ট—সত্ত্বগুণদ্বারা ব্যাপ্ত সাত্ত্বিক-ত্যাগী শীতকালে দুঃখজনক প্রাতঃস্নানাদি কর্ম্মকে দ্বেষ করেন না, আবার গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন-স্নানাদি সুখকর কর্ম্মেও প্রীতি করেন না ; তাহাতে কারণ বলিতেছেন—মেধাবী—স্থিরবুদ্ধি। যিনি অপরের কৃত তিরস্কারাদি অত্যন্ত ক্লেশগুলিও সহ্য করেন এবং স্বর্গাদি সুখকেও ত্যাগ করেন, যিনি ক্ষণিক সুখ বা দুঃখ কত অল্প,—এইরূপ বিচারপরায়ণ, তাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে,—তাঁহার দৈহিক সুখ-উৎপাদনের বা দুঃখ-পরিত্যাগের ইচ্ছারূপ মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ১০ ॥

মূঃ অনুঃ—হে অর্জ্জুন! আসক্তি ও ফল ত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে নিত্যকর্ম্মের যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে আমি সাত্ত্বিক ত্যাগ মনে করি ॥ ৯ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাদৃশ সাত্ত্বিক-ত্যাগে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছেন—] সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়-রহিত সাত্ত্বিক ত্যাগী দুঃখপ্রদ কর্ম্মে দ্বেষ করেন না, সুখদায়ক কর্ম্মেও আসক্ত হন না ॥ ১০ ॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

দেহভৃতা (দেহী জীব) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকল) অশেষতঃ (নিঃশেষে) ত্যক্তুং (ত্যাগ করিতে) ন শক্যং হি (পারেই না)। যঃ তু (কিন্তু যিনি) কর্ম্মফলত্যাগী (কর্মফল ত্যাগকারী) সঃ ত্যাগী (তিনি ত্যাগী) ইতি অভিধীয়তে (এইরূপ বলা হয়) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—নম্বেবন্তর্হি তাং কর্মফলত্যাগাদ্বরং সর্বকর্ম্মত্যাগস্তথা সতি কর্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখং সংপদ্যতে? তত্রাহ—ন হীতি। দেহভৃতা দেহাভিমানবতা নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি—কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যানি ; তদুক্তং (৩।৫) "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্যস্তু কর্ম্মাণি কুর্বন্নপি কর্ম্মফলত্যাগী, স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, এই প্রকার কর্মফলের ত্যাগ অপেক্ষা সকল কর্মের ত্যাগ অনেক ভাল, তাহা হইলে কর্মদ্বারা চিত্ত-বিক্ষেপের অভাবে জ্ঞানে নিষ্ঠা সুখেই সম্পাদিত হয়? তাহাতে বলিতেছেন—"নহি" ইত্যাদি। দেহধারী বা দেহে আত্মাভিমানী পুরুষ নিঃশেষরূপে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না। কথিতও হইয়াছে—'কর্ম না করিয়া কেহ এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না' (৩।৫) ইত্যাদি। অতএব যে পুরুষ কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিয়াও কর্মফল ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মুখ্য ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন ॥ ১১ ॥

মূঃ অনুঃ—[তাদৃশ কর্মফল ত্যাগ-অপেক্ষা সর্বকর্ম-ত্যাগ বরং ভাল, তাহা হইলে চিত্তবিক্ষেপের অভাবে জ্ঞাননিষ্ঠা-জনিত সুখ লভ্য হইতে পারে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] দেহধারী জীবের পক্ষে নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু যিনি কর্ম্মফল-ত্যাগী, তাঁহাকে ত্যাগী বলা হয় ॥ ১১ ॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

ইষ্টং (পুণ্যকর্ম্মফলস্বরূপ স্বর্গপ্রাপ্তি) অনিষ্টং (পাপকর্ম্মফলস্বরূপ নরকপ্রাপ্তি) মিশ্রং চ (ও পাপপুণ্যমিশ্রিত কর্ম্মের ফলস্বরূপ মনুষ্যলোকপ্রাপ্তি) কর্মণঃ (কর্ম্মের) [এই] ত্রিবিধং (তিন প্রকার) ফলম্ (ফল) অত্যাগিনাং (সকামগণের) প্রেত্য (মৃত্যুর পর পরকালে) ভবতি (সংঘটিত হয়), সন্ন্যাসিনাং তু (কিন্তু সন্ন্যাসিগণের) ক্বচিৎ ন (কখনও হয় না) ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতস্য কর্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্, ইষ্টং দেবত্বম্, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্, এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধম্; তৎ সর্বমত্যাগিনাং সকামানামেব (প্রেত্য পরত্র ভবতি, তেষাং ত্রিবিধকর্মসম্ভবাৎ, ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিদপি ভবতি; সন্ন্যাসি-শব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনো গৃহ্যন্তে (৬।১), "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ" ইত্যেবমাদৌ কর্মফলত্যাগিষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ; তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ ত্রিবিধমপি কর্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সুঃ অনুঃ—এইপ্রকার কর্মফল-ত্যাগের উপকার বলিতেছেন—"অনিষ্টম্" ইত্যাদি। অনিষ্ট—নারকী দশা, ইষ্ট—দেবত্ব, মিশ্র—মনুষ্যতা, এই তিনপ্রকার যথাক্রমে পাপ, পুণ্য ও উভয়-মিশ্রিত কার্য্যের ফল প্রসিদ্ধ আছে,—এইগুলি সকাম কর্ম্মীদিগের পর-জন্মে ঘটিয়া থাকে, কারণ, তাহাদিগেরই তিনপ্রকার কর্মের সম্ভাবনা। কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীগণের তাহা কদাপি সম্ভব নহে; এখানে 'সন্ন্যাসী'-শব্দ-দ্বারা ফলত্যাগের সাম্যে কর্মফলত্যাগীকেই গ্রহণ করিতে হইবে; যেহেতু "কর্ম্মফলের

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্ম্মণাম্‌ ॥ ১৩ ॥

হে মহাবাহো ! সাংখ্যে (তত্ত্বশাস্ত্রে অর্থাৎ বেদান্তে) কৃতান্তে (কর্ম্মবিষয়ক সিদ্ধান্তে) প্রোক্তানি (কথিত) সর্বকর্ম্মণাং (সকল কর্ম্মের) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধির) এতানি (এই) পঞ্চ (পাঁচটী) কারণানি (কারণ) মে (আমার নিকট) নিবোধ (শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—নমু কর্ম কুর্বতঃ কর্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য কর্মলেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। সর্বকর্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি মে বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেষাং স্তুত্যর্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানং তস্মিন্ প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যস্তস্মিন্ কৃতং কর্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যং কৃতোঽন্তো নির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব ; তস্মিন্ প্রোক্তানি ; অতঃ সম্যক্ নিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি বিহিত কর্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই "যোগী" (৬৷১) ইত্যাদি বাক্যে কর্মফল-ত্যাগীতে 'সন্ন্যাসী'-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, দেখা যায়। সেই সাত্ত্বিক পুরুষগণের পাপ না জন্মায় ঈশ্বরে অর্পণদ্বারা পুণ্যফলেরও ত্যাগ হওয়ায়, তিনপ্রকার কর্মফলই হয় না ॥ ১২ ॥ (স্বঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[কর্মফলত্যাগের ফল বলিতেছেন—] কর্ম্মের তিনপ্রকার ফল—ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র ; তাহা সকামগণের মৃত্যুর পর পরকালে সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রকৃত ত্যাগীদিগের কদাচ তাহা হয় না ॥ ১২ ॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা কর্ত্তা (চেতন অচেতনের সংযোজক অহংকার) পৃথগ্ বিধং (বিবিধ) করণং চ (চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ (নানাপ্রকার) পৃথক্ (অথচ বিভিন্ন) চেষ্টা (শারীরিক ব্যাপার) অত্র চ (এবং ইহাদের মধ্যে) পঞ্চমং (পঞ্চম স্থানীয়) দৈবং (অন্তর্য্যামী) ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—তান্যেবাহ—অধিষ্ঠানামতি। অধিষ্ঠানং শরীরম্, কর্ত্তা—চিদচিদ্-গ্রন্থিরহঙ্কারঃ, পৃথগ্বিধমনেক প্রকারম্, করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাঃ কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ পৃথগ্ ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ। অত্র এতেষ্বেব পঞ্চমং দৈবং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদিসর্ব্বপ্রেরকোঽন্তর্যামী বা ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি বল, কর্ম্মকর্ত্তার কর্মফল হইবে না কেন? ইহা আশঙ্কা করিয়া, আসক্তিহীন, অহঙ্কারশূন্য পুরুষের কর্মের লেপ নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বলিতেছেন—"পঞ্চ" ইত্যাদি পাঁচশ্লোক। সকল কর্মের নিষ্পত্তির—সিদ্ধির নিমিত্ত এই বক্ষ্যমাণ পাঁচটী কারণ আমার বাক্য হইতেই বুঝিয়া লও। আত্মার কর্ত্তৃত্বে অভিনিবেশকে দূর করিবার জন্য এইগুলি নিশ্চিতই জানা প্রয়োজন,—তাহাদের এইপ্রকার প্রশংসার জন্যই বলিতেছেন—"সাংখ্যে" ইত্যাদি। ইহা-দ্বারা পরমাত্মা সম্যক্—সুষ্ঠুরূপে খ্যাত—জ্ঞাত হওয়া যায়, অতএব ইহা—সাংখ্য—তত্ত্বজ্ঞান, তাহাতে প্রকাশিত আত্মবিষয়ে জ্ঞানই 'সাংখ্য'; তাহাতে কৃত-কর্মের অন্ত—সমাপ্তি যাহাতে আছে, তাহা 'কৃতান্ত'—বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। অথবা, যাহাতে তত্ত্বগুলি সংখ্যা করা—গণনা করা হয়, তাহা 'সাংখ্য', যাহাতে অন্ত—নির্ণয়, কৃত—সম্পাদিত হয়, তাহা 'কৃতান্ত', উহা—সাংখ্য-শাস্ত্রই তাহাতে কথিত, অতএব উত্তমরূপে বুঝিয়া লও ॥ ১৩ ॥

শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

নরঃ (মনুষ্য) শরীরবাঙ্মনোভিঃ (কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা) ন্যায্যং বা (ন্যায্য) বিপরীতং বা (অথবা অন্যায্য) যৎ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) প্রারভতে (অনুষ্ঠান করে), এতে পঞ্চ (এই পাঁচটী) তস্য (সেই কর্ম্মের) হেতবঃ (হেতুঃ) ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—এতেষামেব সর্বকর্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম ত্রিধৈবান্তর্ভাব্যম্ ; শরীরবাঙ্‌মনোভিরিত্যুক্তং শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ ত্রিবিধং কর্মেতি প্রসিদ্ধং শরীরাদিভির্যৎ কর্ম ধর্ম্ম্যমধর্ম্ম্যং বা করোতি নরস্তস্য সর্বস্য কর্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুঃ—সেইগুলিই বলিতেছেন—"অধিষ্ঠানম্" ইত্যাদি। অধিষ্ঠান—শরীর ; কর্ত্তা—চিৎ ও অচিৎএর গ্রন্থি, অহঙ্কার ; পৃথগ্‌বিধ—অনেক প্রকার, করণ—চক্ষুঃ, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ; বিবিধ—কার্য্যে ও স্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা—প্রাণ ও অপানাদির কার্য্যসমূহ এবং এইগুলিতেই পঞ্চম দৈব কারক, চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক, আদিত্যাদি সকলের প্রেরক বা অন্তর্য্যামী ॥ ১৪ ॥

মূঃ অনুঃ—[কর্মানুষ্ঠাতার কর্মফল প্রাপ্তি হইবে না—ইহা কেমন করিয়া সম্ভব ? তদুত্তরে অনাসক্ত অনহঙ্কারীর কর্মবন্ধন নাই, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন —] সাংখ্য অর্থাৎ বেদান্ত-শাস্ত্রে কর্ম্মবিষয়ক সিদ্ধান্তে কর্মের সিদ্ধি-বিষয়ে এই পাঁচটী কারণ কথিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[সেই পাঁচটী কারণ বলিতেছেন—] শরীর, অহঙ্কার, বিবিধ ইন্দ্রিয়গণ, শারীরিক-মানসিক নানাপ্রকার চেষ্টা বা উদ্যম, আর পঞ্চমতঃ দৈব (অদৃষ্ট বা অন্তর্য্যামী) ॥ ১৪ ॥

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

এবং (এইরূপ) সতি (অবস্থায়) তত্র (সেই কর্মবিষয়ে) যঃ তু (যে) কেবলম্ (কেবল) আত্মানং (আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে) কর্ত্তারং (কর্ত্তা বলিয়া) পশ্যতি (দর্শন বা বিচার করে), সঃ (সে) দুর্ম্মতি; (কুবুদ্ধিজন) অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অমার্জ্জিত বুদ্ধিবশতঃ) ন পশ্যতি (যথার্থ দেখিতে বা বুঝিতে পারে না ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি। তত্র সর্বস্মিন্ কর্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবল নিরুপাধিমসঙ্গমাত্মানং যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি, শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাদ্ দুর্মতিরসৌ সম্যঙ্ ন

সুঃ অনুঃ—এইগুলিকে সর্ব কর্মের হেতু বলিতেছেন—"শরীর" ইত্যাদি। যথোক্ত পঞ্চ উপাদান কর্ত্তৃক প্রবৃত্ত কর্মগুলি তিনটীর অন্তর্গত ; শরীর, বাক্য ও মনদ্বারা—অর্থাৎ শরীরদ্বারা, বাক্যদ্বারা ও মনের দ্বারা নিষ্পাদিত এই তিনপ্রকার কর্ম প্রসিদ্ধ আছে। মানব শরীরাদি দ্বারা যে পুণ্যজনক বা পাপজনক কর্ম্ম সম্পাদন করে, এই পাঁচটীই তাহার হেতু ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহাতে কি ? এইজন্য বলিলেন—"তত্র" ইত্যাদি। সেই সমস্ত কর্মে এই পাঁচটী হেতু থাকিলেও কেবল নিরুপাধি, অসঙ্গ আত্মাকে যে কর্ত্তা বলিয়া দর্শন করে—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের অভ্যাস না করায় যাহার বুদ্ধি সংস্কার লাভ করে নাই, সেই দুর্বুদ্ধি মানব সুষ্ঠুরূপে দর্শন করে না ॥ ১৬ ॥

মূঃ অনুঃ—[এই পাঁচটীই সকল কর্মের হেতু—] মানব কায়-মনো-বাক্যে ধর্ম্ম বা অধর্ম যে কার্য্যেই অনুষ্ঠান করে, সেই কর্মের এই পাঁচটীই কারণ ॥ ১৫ ॥

**যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥**

যস্য (যাঁহার) অহংকৃতঃ (অহংবুদ্ধি-প্রসূত) ভাবঃ (মনোভাব) ন (নাই), যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) [কর্ম্মফলস্পৃহায়] ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) সঃ (তিনি) ইমান্) (এই সকল) লোকান্ (লোককে) হত্বা অপি (বধ করিয়াও) ন হন্তি (বধ করেন না), ন নিবধ্যতে (এবং কর্মফলে আবদ্ধ হন না) ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—কস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্মলেপো নাস্তীত্যুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ —যস্যেতি। অহমিতি কৃতোঽহংকর্ত্তেত্যেবম্ভূতো ভাবোঽভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি, যদ্বা, অহংকৃতোঽহংকারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি, শরীরাদীনামেব কর্মকর্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ। অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্মসু ন সজ্জতে, স এবম্ভূতো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শী ইমান্ লোকান্ সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি, বিবিক্ততয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি, ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধনং প্রাপ্নোতি; কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্মভিস্তস্য বন্ধাশঙ্কেত্যর্থঃ। তদুক্তম্,—(৫।১০) "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥" ইতি ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুঃ—তাহা হইলে কে সুবুদ্ধি, যাহার কর্মে আসক্তি নাই? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—"যস্য" ইত্যাদি। যাঁহার 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপ ভাব—অভিপ্রায় নাই; অথবা অহঙ্কত অহঙ্কারের স্বভাব—কর্তৃত্বে অভিনিবেশ যাঁহার নাই, কারণ তিনি শরীরাদিকে কর্মের কর্ত্তৃরূপে আলোচনা করেন, অতএব যাঁহার বুদ্ধি প্রিয় ও অপ্রিয়বোধে কর্মসমূহে

সুঃ অনুঃ—এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি কেবল আত্মাকে বা জীবকে সেই কর্মের কর্ত্তা, বলিয়া জ্ঞান করে, সেই কুবুদ্ধি ব্যক্তির অমার্জ্জিত বুদ্ধিবশতঃ প্রকৃত দর্শন হয় না ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং) জ্ঞাতব্য বস্তু) পরিজ্ঞাতা (ও যিনি জানেন) [এই] ত্রিবিধ (তিন প্রকার) কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু); করণং (সাধন বা উপায়) কর্ম্ম (ক্রিয়ার প্রাপ্য বিষয়) কর্ত্তা (অনুষ্ঠাতা) ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) কর্ম্ম-সংগ্রহঃ (কার্য্যের আশ্রয়) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—'হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে' ইত্যেতদেবোপপাদয়িতুং কর্মচোদনায়াঃ কর্মাশ্রয়স্য চ কর্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নির্গুণস্যাত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্মচোদনাং কর্মাশ্রয়ঞ্চাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কর্ম, পরিজ্ঞাতা এতৎ-জ্ঞানাশ্রয়ঃ, এবং ত্রিবিধা কর্মচোদনা, চোদ্যতে প্রবর্ত্ততেঽনয়েতি চোদনা —জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা, চোদনেতি বিধিরুচ্যতে, তদুক্তং কুমারিল্ল-ভট্টৈঃ,—"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ"

আসক্ত হয় না, এই প্রকার দেহাদি-ভিন্ন আত্মদর্শী, সেই পুরুষ এই লোক-গুলিকে—সমস্ত প্রাণীকে লৌকিক দৃষ্টিমতে হত্যা করিয়াও বিশুদ্ধ নিজ-দৃষ্টিতে হত্যা করেন না এবং সেই কর্মের ফলের সহিত বন্ধন প্রাপ্ত হন না; আবার সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানের কারণ-স্বরূপ কর্মসকল দ্বারা তাঁহার বন্ধনের ভয় কোথায়? কথিত আছে—"যিনি আসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে কর্মফল সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম সম্পাদন করেন, পদ্মপত্রকে জলের ন্যায় তাঁহাকে পাপ লিপ্ত করিতে পারে না" (৫।১০) ॥ ১৭ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[কর্মফলে নির্লিপ্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুবুদ্ধি—] যাঁহার অহঙ্কার-প্রসূত চিত্তবৃত্তি নাই, যাঁহার বুদ্ধি কর্মফলাকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয় না, তিনি এই সকল লোককে হত্যা করিয়াও বস্তুতঃ বধ করেন না এবং কর্ম্মফলেও আবদ্ধ হন না ॥ ১৭ ॥

ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্ম্ম-বিধিং প্রবর্ত্তত ইতি—তদুক্তং "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" ইতি, তথা করণং সাধকতমম্, কর্ম্ম চ কর্ত্তুরীপ্সিততমম, কর্ত্তা ক্রিয়ানিবর্ত্তকঃ, কর্ম্মসংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি কর্ম্মসংগ্রহঃ; করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদিকারকত্রয়ন্তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকমেব কেবলম্ ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ; অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম॥১৮॥ (শ্রীধরঃ)

স্বঃ অনুঃ – 'মারিয়াও মারেন না, বন্ধন-লাভ করেন না',—ইহা প্রমাণ করিতে কর্ম্মের প্রেরণা, কর্ম্মের আশ্রয় এবং কর্ম্মফলাদির ত্রিগুণময়তা-হেতু নির্গুণ আত্মার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই, এই অভিপ্রায়ে কর্ম্মপ্রেরণা ও কর্ম্মাশ্রয় তিনপ্রকার কর্ম্ম বলিতেছেন—"জ্ঞানম্" ইত্যাদি। জ্ঞান—ইহাই অভিলষিত প্রাপ্তির উপায়, এইরূপ বোধ, জ্ঞেয়—অভীষ্ট-লাভের জন্য বিহিত কর্ম্ম ; পরিজ্ঞাতা—এই বোধের আশ্রয়, এই কর্ম্মের ত্রিবিধ প্রবর্ত্তক,—জ্ঞানাদি তিনটীই কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ। অথবা, চোদন—শব্দে বিধি কথিত হয় ; এই বিষয়ে ভট্ট বলিয়াছেন—"চোদনা, উপদেশ ও বিধি শব্দগুলি একার্থ-বাচক। অতএব অর্থ এই যে উক্ত প্রকার ত্রিগুণময় জ্ঞানাদি তিনটীকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের বিধান প্রবৃত্ত হয় ; এই হেতু কথিত হইয়াছে—"বেদসকল ত্রিগুণ-বিষয়ক" (২।৪৫) ইত্যাদি। সেইরূপ কারণ—ক্রিয়া-সাধনের শ্রেষ্ঠ উপাদান কর্ম—কর্ত্তার সর্ব্বোত্তম অভিলষিত বিষয়, কর্ত্তা—ক্রিয়ার সম্পাদক, এই তিনটী কারক কর্ম্মসংগ্রহ—ক্রিয়ার আশ্রয় (কর্ম্ম সংগৃহীত হয় যাহাতে, তাহা কর্ম্মসংগ্রহ)। সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ, এই কারকত্রয় পরম্পরা সম্বন্ধে কেবল ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, সাক্ষাদ্ভাবে ক্রিয়ার আশ্রয় নহে ; অতএব করণাদি তিনটীই ক্রিয়ার আশ্রয়, ইহা বলা হইল ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ (জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা) [ইহারা প্রত্যেকে] গুণভেদতঃ (সাত্ত্বিকাদিগুণভেদে) ত্রিধা এব (তিন প্রকারই) উচ্যতে (কথিত হইয়াছে) ; তানি অপি (সেই সকলও) যথাবৎ (যথাযথ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিমত আহ—জ্ঞানং কর্ম্ম চেতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রং তস্মিন্; জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে। তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু ত্রিধৈবেত্যেবকারে গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্ম্মাদিপ্রতিষেধার্থঃ ; চতুর্দ্দশাধ্যায়ে "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাদি"ত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ ; সপ্তদশাধ্যায়ে "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবা"নিত্যাদিনা গুণকৃত-ত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্ ; ইহ তু ক্রিয়াকারক-ফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যত ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহাতে কি ? অতএব বলিতেছেন—"জ্ঞানং কর্ম্ম চ" ইত্যাদি। গুণগুলি সম্যগ্‌রূপে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যদ্বারা ব্যাখ্যাত বা প্রতিপাদিত হয় যাহাতে, তাহা গুণসংখ্যান অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্র ; তাহাতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার প্রত্যেকটী সত্ত্বাদি-গুণের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে তিনপ্রকার কথিত আছে ; সেই জ্ঞানাদির বিষয় যথাযথরূপে বলিতেছি, তাহা

মূঃ অনু—[কর্ম্মের প্রবৃত্তি-কারণ, আশ্রয় ও ফল—ইহারা সকলে ত্রিগুণাত্মক ; তন্মধ্যে প্রবৃত্তি-হেতু ও আশ্রয় বলিতেছেন—] জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটী কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু ; কর্ত্তা কর্ম্ম ও করণ—এই তিনটী কর্ম্মের আশ্রয় ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

যেন (যে জ্ঞানদ্বারা) বিভক্তেষু (পরস্পর পৃথক্) সর্ব্বভূতেষু (সকল জীবের মধ্যে) একম্ (এক) অবিভক্তম্ (অখণ্ড) অব্যয়ং (নির্ব্বিকার) ভাবং (সত্তা বা তত্ত্ব) ঈক্ষতে (দর্শন করা যায়), তৎ (তাহাকে) সাত্ত্বিকং জ্ঞানং (সাত্ত্বিক জ্ঞান) বিদ্ধি (জানিবে) ॥২০॥

শ্রীধরঃ—তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্ত মনুস্যূতম্ একমব্যয়ং নির্ব্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষতে আলোচয়তি, তং জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি ॥ ২০ ॥

শ্রবণ কর। তিন প্রকারই—এই 'এব'-কার গুণত্রয়রূপ উপাধি ব্যতীত-আত্মার আপন হইতেই কর্ম্মাদির প্রতিষেধের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে "তাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল-স্বভাব হওয়ায় প্রকাশক ও নিরুপদ্রব" (১৪।৬) ইত্যাদি বাক্যে গুণগুলির বন্ধন করণে যোগ্যতার প্রকার নিরূপিত হইয়াছে; সপ্তদশ অধ্যায়ে "সাত্ত্বিক পুরুষেরা দেবগণের উপাসনা করেন" ইত্যাদি বাক্যে গুণদ্বারা কৃত তিনপ্রকার স্বভাবের নিরূপণ-দ্বারা রাজস ও তামস স্বভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাত্ত্বিক আহারাদি গ্রহণ করিয়া সাত্ত্বিক-স্বভাব গঠন করা কর্ত্তব্য, ইহা বলা হইয়াছে। এখানে ক্রিয়া-কারক ও ফলাদির আত্মার সহিত সম্বন্ধ নাই,—ইহা দেখাইবার নিমিত্ত ঐগুলির ত্রিগুণময়তা কথিত হইতেছে;—ইহাই বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মুঃ অনুঃ—সাংখ্য-শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা—ইহারা গুণভেদানুসারে তিন প্রকারই বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকলও যথাযথভাবে শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

পৃথক্ত্বেন (পৃথক্‌স্বরূপে) যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) সর্ব্বেষু (সকল) ভূতেষু (জীব-মধ্যে) পৃথগ্‌বিধান (পৃথক্ পৃথক্ প্রকারবিশিষ্ট) নানাভাবান্ (ভিন্ন ভিন্ন সত্তা) বেত্তি (উপলব্ধি করে), তৎ (তাহাকে) রাজসং (রাজস) জ্ঞানং (জ্ঞান) বিদ্ধি (জানিবে) ॥২১॥

শ্রীধরঃ—রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণং সর্ব্বেষু ভূতেষু দেহে নানাভাবান্ বস্তুত এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১ ॥

স্বঃ অনুঃ—তন্মধ্যে জ্ঞানের সাত্ত্বিকাদি বিভাগত্রয় বলিতেছেন—'সর্ব্ব' ইত্যাদি তিন শ্লোকে। ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকল প্রাণীতে পরস্পর পৃথক্, সমস্ত ভূতে অভিন্নরূপে অনুস্যূত, একমাত্র নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিত পরমাত্মতত্ত্বকে যে জ্ঞানদ্বারা প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥

স্বঃ অনুঃ—রাজস জ্ঞান বলিতেছেন—"পৃথক্ত্বেন" ইত্যাদি। কিন্তু পৃথগ্‌ভাবে যে জ্ঞান অর্থাৎ সকল ভূতের দেহগুলিতে বাস্তবিকই অনেক ক্ষেত্রজ্ঞকে সুখী দুঃখী ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন বলিয়া যে জ্ঞান দ্বারা লোকে বুঝিয়া থাকে, তাহাকে রাজস-জ্ঞান জানিবে ॥ ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[তন্মধ্যে জ্ঞানের প্রকারত্রয় বলিতেছেন, অখণ্ড অদ্বয়-জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান—] যে জ্ঞানদ্বারা পরস্পর ভিন্ন সর্ব্বজীবে এক অখণ্ড অব্যয় ভাব (তত্ত্ব) দর্শন করিতে পারা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে ॥ ২০ ॥

যত্তু কৃত্স্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

যৎ তু (আর যে জ্ঞান) একস্মিন্ (কোন এক) কার্য্যে (কার্য্যরূপ খণ্ড বস্তুতে বা ব্যাপারে) পূর্ণবৎ (পূর্ণবস্তুকে আকৃষ্টের ন্যায়) সক্তম্ (নিমগ্ন), অহৈতুকং (যুক্তিবিচার-শূন্য বা সংস্কারজাত বা স্বাভাবিক) অতত্ত্বার্থবৎ (তাত্ত্বিকজ্ঞানরহিত) অল্পং চ (ক্ষুদ্র বা হেয়), তৎ (তাহা) তামসং (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—তামসং জ্ঞানমাহ—যত্ত্বিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেত্যভিনিবেশযুক্তম্ অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্, অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্ অতএবাল্পং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ ; যদেবংভূতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

স্বঃ অনুঃ—তামস জ্ঞান বলিতেছেন—“যৎ তু” ইত্যাদি। এক কার্য্যে—দেহে অথবা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণের ন্যায় জড়িত—এই পরিমাণই আত্মা অথবা ঈশ্বর, এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত ; অহৈতুক—যুক্তিরহিত, অতত্ত্বার্থবৎ—পরমার্থ-বিষয়ে অবলম্বনহীন, অতএব অল্পবিষয়ক ও অল্পফলপ্রদ বলিয়া তুচ্ছ যে জ্ঞান, তাহাই তামস-জ্ঞান বলা হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

মূঃ অনুঃ—[স্বরূপতঃ পৃথক্ বা খণ্ড খণ্ড জ্ঞানই রাজস জ্ঞান—] যে জ্ঞান স্বরূপতঃ পৃথক্ (অতএব) সর্ব্বজীবে পৃথক্ প্রকার-বিশিষ্ট বহু ভাব বা সত্তা দর্শন করে, তাহাকে রাজস জ্ঞান জানিও ॥ ২১ ॥

মূঃ অনুঃ—[খণ্ড বস্তুকে পূর্ণ জ্ঞানই তামস জ্ঞান] আর যে জ্ঞান কোন খণ্ড কার্য্য, বস্তু বা ব্যাপারে (অখণ্ড কারণ বস্তুতে নহে) পূর্ণবস্তুতে আকৃষ্টের ন্যায় আকৃষ্ট, স্বভাবজাত বা যুক্তিবিচার-রহিত, অতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র, তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ২২ ॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

যৎ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) নিয়তম্ (নিত্য), অফলপ্রেপ্সুনা (অফলাকাঙ্ক্ষী জনকর্ত্তৃক) সঙ্গরহিতম্ (অনাসক্তভাবে) অরাগদ্বেষতঃ (প্রীতি বা অপ্রীতিশূন্যভাবে) কৃতং (অনুষ্ঠিত হয়), তৎ (তাহাকে) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক-কর্ম্ম) উচ্যতে (বলা হয়) ॥ ২৩॥

পুনঃ (আর) কামেপ্সুনা (ফলকামী) সাহঙ্কারেণ বা (অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তি) বহুলায়াসং (অতিক্লেশকর) যৎ তু কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) ক্রিয়তে (করে), তৎ (তাহাকে) রাজসম্ (রাজস কর্ম্ম) উদাহৃতম্ (বলা হয়)। ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্মাহ—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং, সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যমরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি, ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম, তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—রাজসং কর্ম্মাহ—যত্ত্বিতি। যত্তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে তচ্চ পুনর্ব্বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—এক্ষণে তিন প্রকার কর্ম্ম বলিতেছেন—"নিয়তম্" ইত্যাদি তিন শ্লোকে। নিয়ত—নিত্যরূপে শাস্ত্রবিহিত, আসক্তিশূন্য কর্ম্ম —যে কর্ম্ম রাগ ও দ্বেষশূন্য হইয়া করা হয় অর্থাৎ পুত্রাদির প্রীতিহেতু বা শত্রুর প্রতি দ্বেষহেতু যাহা করা হয় নাই, ফল পাইবার ইচ্ছা না করিয়া নিষ্কাম কর্ত্তার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক বলা হয় ॥ ২৩ ॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

যৎ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) অনুবন্ধং (পরিণাম) ক্ষয়ং (ক্ষয়) হিংসাং (হিংসা) পৌরুষং চ (ও শক্তি) অনপেক্ষ্য (পর্য্যালোচনা না করিয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) আরভ্যতে (আরম্ভ করা হয়), তৎ (তাহাকে) তামসম্ (তামস কর্ম্ম) উচ্যতে (বলা যায়) ॥২৫ ॥

শ্রীধরঃ—তামসং কর্ম্মাহ—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যত ইত্যনুবন্ধং পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং ক্ষয়ং বিত্তক্ষয়ং, হিংসাং পরপীড়াং, পৌরুষঞ্চ স্বসামর্থ্যমনপেক্ষ্যাপর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্মারভ্যতে, তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২৫ ।

স্বঃ অনুঃ—রাজস কর্ম্ম বলিতেছেন—"যৎ তু" ইত্যাদি। যে কর্ম্ম কামেপ্সু—ফল পাইবার ইচ্ছুক পুরুষ দ্বারা, অথবা 'আমার সমান আর কে শ্রোত্রিয়—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছে?'—এই প্রকার অতিগর্ব্বী পুরুষ কর্ত্তৃক যাহা কৃত হয় এবং যাহা অত্যন্ত ক্লেশের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজস কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—তামস কর্ম্ম বলিতেছেন—"অনুবন্ধম্" ইত্যাদি। অনুবন্ধ—পশ্চাৎ যাহার উদয় অর্থাৎ ভবিষ্যতের শুভাশুভ, ক্ষয়—ধনব্যয়, হিংসা—পরপীড়ন, পৌরুষ—নিজের সামর্থ্য ; এইগুলিকে আলোচনা না করিয়া কেবল অজ্ঞান-বশতঃ যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাই তামস কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—[কর্ম্মের ত্রিবিধত্ব বলিতেছেন—] ফলকামনা-শূন্য ব্যক্তি অনাসক্তভাবে—প্রীতি-অপ্রীতিশূন্যভাবে যে নিত্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলা যায় ॥ ২৩ ॥

মূঃ অনুঃ— আর ফলকামী বা অতি অহঙ্কারী ব্যক্তি বহুক্লেশপূর্ণ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহা রাজস কর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিহীন) অনহংবাদী (অহমিকাশূন্য) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল) সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) নির্ব্বিকারঃ (অবিকৃতচিত্ত) কর্ত্তা (কর্ত্তাকে) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) উচ্যতে (বলে ॥ ২৬ ॥

রাগী (আসক্তিযুক্ত) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলকামী) লুব্ধঃ (লোভী) হিংসাত্মকঃ (স্বভাবতঃ হিংসক) অশুচিঃ (অনাচারী) হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষবিষাদযুক্ত) কর্ত্তা (কর্ত্তাকে) রাজসঃ (রাজস) পরিকীর্ত্তিতঃ (বলা হয়)॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—কর্ত্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিরহিতঃ, ধৃতিধৈর্য্যং, উৎসাহ উদ্যমস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ, আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারো হর্ষবিষাদশূন্যঃ স এবম্ভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—তিন প্রকার কর্ত্তা বলিতেছেন—"মুক্তসঙ্গ" ইত্যাদি তিন শ্লোকে। মুক্তসঙ্গ—আসক্তিহীন, অনহংবাদী—গর্ব্বজনক বাক্য যিনি বলেন না, ধৃতি—ধৈর্য্য ও উৎসাহ—যত্নদ্বারা যুক্ত এবং প্রবৃত্ত কর্ম্মের সফলতায় বা নিষ্ফলতায় যিনি হর্ষ বা বিষাদ অনুভব করেন না —এই প্রকার কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয় ॥ ২৬ ॥

মূঃ অনুঃ—পরিণাম, ক্ষয়, হিংসা ও শক্তি পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলে ॥ ২৫ ॥

মূঃ অনুঃ—আসক্তিহীন, অহমিকাশূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয় ॥ ২৬ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অযুক্তঃ (অসমাহিত-চিত্ত) প্রাকৃতঃ (অবিবেকী) স্তব্ধঃ (অবিনীত) শঠঃ (শঠ) নৈষ্কৃতিকঃ (পরাপমানকারী) অলসঃ (অলস) বিষাদী (অবসাদপরায়ণ) দীর্ঘসূত্রী চ (ও দীর্ঘসূত্রী) কর্ত্তা (কর্ত্তাকে) তামসঃ (তামস) উচ্যতে (বলা হয়) ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—রাজসং কর্ত্তারমাহ—রাগীতি। রাগী পুত্রাদিপ্রীতিমান্, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলকামী, লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ, অশুচিঃ বিহিতশৌচশূন্যঃ, লাভালাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—তামসং কর্ত্তারমাহ—অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽনভিহিতঃ, প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোঽনম্রঃ, শঠঃ শক্তিগূহনকারী, নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানী, অলসোঽনুদ্যমশীলঃ, বিষাদী শোকশীলঃ, যদদ্য শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ, স দীর্ঘসূত্রী ; এবংভূতঃ কর্ত্তা তামসঃ। কর্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তম্ ; কর্ম্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং জ্ঞাতব্যম্ ; বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন চ করণস্যাপ্যুক্তং ভবিষ্যতি ॥২৮॥

সুঃ অনুঃ—রাজস কর্ত্তার কথা বলিতেছেন—"রাগী" ইত্যাদি। রাগী—পুত্রাদিতে প্রণয়বান্, কর্ম্মফলপ্রেপ্সু—কর্ম্মফল পাইতে ইচ্ছুক, লুব্ধ—পরধনে অভিলাষী, হিংসাত্মক—মারকস্বভাব, অশুচি—শাস্ত্রবিহিত পবিত্র-কার্য্যের যিনি অনুষ্ঠান করেন না এবং যিনি লাভে হর্ষ ও অলাভে শোক ইত্যাদি অনুভব করেন, তিনি রাজস কর্ত্তা ॥ ২৭ ॥

মূঃ অনুঃ—আসক্তিযুক্ত, কর্ম্মফলকামী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, অনাচারী, হর্ষশোকাকুল কর্ত্তাকে রাজস বলা হয় ॥ ২৭ ॥

**বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥**

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ চ এব (ও ধৃতির) গুণতঃ (গুণত্রয়ানুসারে) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) ভেদম্ (ভেদ) [আমি) অশেষেণ (পূর্ণভাবে) পৃথক্‌ত্বেন (পৃথগ্‌রূপে) প্রোচ্যমানং (বলিতেছি—তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—তামস কর্ত্তার লক্ষণ বলিতেছেন—"অযুক্ত" ইত্যাদি। অযুক্ত—অমনোযোগী, প্রাকৃত—বিচারশূন্য, স্তব্ধ—অবিনয়ী, শঠ—শক্তি-গোপনকারী, নৈষ্কৃতিক—পরের অপমানকারী, অলস—উদ্যমশূন্য, বিষাদী শোকশীল, দীর্ঘসূত্রী—যে কার্য্য আজ বা আগামী দিনে কর্ত্তব্য, তাহা এক-মাসেও যে মানব সম্পাদন করে না—এরূপ বিলম্বকারী; এইপ্রকার কর্ত্তা তামস। কর্ত্তার তিনপ্রকার বিভাগদ্বারা জ্ঞাতারও বিভাগত্রয় বলা হইল; কর্ম্মের প্রকারত্রয়-দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিভাগত্রয় কথিত হইল, জানিতে হইবে; বুদ্ধিরও বিভাগত্রয় দ্বারা ইন্দ্রিয়েরও প্রকারত্রয় কথিত হইবে ॥ ২৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—এক্ষণে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের তিনটী বিভাগ বলিতে অঙ্গীকার করিতেছেন—"বুদ্ধের্ভেদঃ" ইত্যাদি ॥ ২৯ ॥

মূঃ অনুঃ—অস্থিরচিত্ত, অবিবেকী, অনম্র, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, অবসন্ন-স্বভাব ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাকে তামস বলা হয় ॥ ২৮ ॥

মূঃ অনুঃ—[এখন বুদ্ধির ও ধৃতির ত্রিবিধ ভেদ বলিতেছেন—] হে ধনঞ্জয়! গুণভেদানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদ আমি নিঃশেষে ও পৃথগ্‌ভাবে বলিতেছি—শ্রবণ কর ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

হে পার্থ ! যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) কার্য্যা-কার্য্যে (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং মোক্ষং চ (বন্ধন ও মুক্তি) বেত্তি (জানিতে পারে), সা (তাহা) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী বুদ্ধি) ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ— তত্র বুদ্ধৈস্ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং ধর্ম্মে, নিবৃত্তিমধর্ম্মে যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যমকার্য্যঞ্চ, ভয়াভয়ে কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ, কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষঃ ইতি বা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০ ॥

স্বঃ অনুঃ—এস্থানে বুদ্ধির প্রকারত্রয়ের লক্ষণ বলিতেছেন—"প্রবৃত্তিম্" ইত্যাদি শ্লোকত্রয়-দ্বারা। যে বুদ্ধি—ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি, অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, যে দেশে বা যে কালে যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, তজ্জন্য ভয় ও অভয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কারণস্বরূপ প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন (সিদ্ধি বা বিপদ), কেন বন্ধন বা কেন মোক্ষ হয়, এই আন্তরিক বিচার জানিতে পারে, তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ; যাহা দ্বারা পুরুষ জানিতে পারে, এইরূপ বলা যোগ্য হইলেও এস্থানে করণ-কারকে কর্ত্তৃত্বের প্রয়োগ "কাষ্ঠগুলি পাক করিতেছে" এইরূপ বাক্যের ন্যায় বুঝিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

মূঃ অনুঃ—[বুদ্ধির ত্রিবিধ ভেদ বলিতেছেন—] হে পার্থ ! যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, এবং বন্ধ ও মোক্ষ জানিতে পারে, তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ ! যয়া (যে বুদ্ধিদ্বারা) ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম) কার্য্যং চ অকার্য্যম্ এব চ (কার্য্য ও অকার্য্য) অযথাবৎ (অসম্যগ্ ভাবে) প্রজানাতি (জানিতে পারা যায়), সা (তাহা) রাজসী (রাজসিকী) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ ! যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) অধর্ম্মং (অধর্ম্মকে) ধর্ম্মম্ ইতি (ধর্ম্ম বলিয়া), সর্ব্বার্থান্ চ (এবং সকল বিষয়কে) বিপরীতান্ (তদ্বিপরীত) মন্যতে (ধারণা করে), সা (তাহা) তমসা (তমোগুণে) আবৃতা (আচ্ছন্ন) [বিপরীত-গ্রাহিণী] তামসী (তামসিকী বুদ্ধি) ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—রাজসীং বুদ্ধিমাহ—যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বে-নেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—তামসী বুদ্ধিমাহ—অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্ব্বোক্তং, জ্ঞানন্তু তদ্বৃত্তিঃ ধৃতিরপি তদ্-বৃত্তিরেব ; যদ্বা, অন্তঃকরণস্য ধর্ম্মিণো বুদ্ধিরপ্যধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহুত্বেঽপি ধর্ম্মাধর্ম্মভয়াভয়-সাধনত্বেন প্রাধান্যাদেতাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্ ; উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যাসাম্ ॥ ৩২ ॥

সুঃ অনুঃ—রাজসী বুদ্ধির লক্ষণ বলিতেছেন—"যয়া" ইত্যাদি। অযথাবৎ—সন্দেহের যোগ্যরূপে ; অন্যার্থ স্পষ্ট ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুঃ—তামসী বুদ্ধির পরিচয় বলিতেছেন—"অধর্ম্মম্" ইত্যাদি। বিপরীত-গ্রহণকারিণী বুদ্ধিই তামসী। বুদ্ধি—পূর্ব্বোক্ত অন্তঃকরণ, কিন্তু জ্ঞান তাহার বৃত্তি বা ব্যাপার, ধৈর্য্যও তাহার ব্যাপার। অথবা ধর্ম্মী অন্তঃকরণের ব্যাপার যে বুদ্ধি, তাহাই দৃঢ়প্রযত্ন। ইচ্ছা ও দ্বেষাদি তাহার

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

হে পার্থ! যোগেন (চিত্তের একাগ্রতাবশতঃ) অব্যভিচারিণ্যা (অব্যভিচারিণী) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতিদ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে) ধারয়তে (নিয়মিত করে), সা (তাহা) সাত্ত্বিকী ধৃতিঃ (সাত্ত্বিকী ধৃতি) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনাঽব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ ক্রিয়া ধারয়তে নিযচ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

বৃত্তিগুলির বহুত্ব থাকিলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ভয় ও অভয়ের উপায়রূপে প্রাধান্য হওয়ায় ইহাদিগের তিনটী প্রকার কথিত হইল। ইহা অন্যগুলিরও নির্দ্দেশ করিতেছে ॥ ৩২ ॥ (সুঃ অনু)

সুঃ অনুঃ—এক্ষণে ধৈর্য্যের বিভাগত্রয় বলিতেছেন—"ধৃত্যা" ইত্যাদি তিন শ্লোকে। চিত্তের একাগ্রতারূপ যোগ-হেতু যে ধৈর্য্যশক্তি অব্যভিচারিণী অর্থাৎ অপর কোন বিষয় ধারণ করে না, এবং যাহাদ্বারা মনের, প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ নিয়মিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩ ॥

মূঃ অনুঃ—হে পার্থ। যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারা যায় না, তাহা রাজসী বুদ্ধি ॥৩১॥

মূঃ অনুঃ—হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, এবং সকল বিষয়কে তাহার বিপরীত ধারণা করে, তাহা তমোগুণে আচ্ছন্ন তামসী বুদ্ধি ॥৩২॥

মূঃ অনুঃ—[এখন ধৃতির প্রকারত্রয় বলিতেছেন—] হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতাহেতু যে অব্যভিচারিণী ধৃতিদ্বারা দেহের, মনের ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে নিয়মিত করা যায়, তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩ ॥

**যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥**

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতি দ্বারা) ধর্ম্মকামার্থান্ (ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকে) [প্রধান বলিয়া] ধারয়তে (ধারণ করে) [এবং] প্রসঙ্গেন (ঐ ত্রিবর্গের সঙ্গফলে) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলকামী) [হয়], সা (তাহা) রাজসী ধৃতিঃ (রাজসী ধৃতি) ॥৩৪॥

হে পার্থ! দুর্ম্মেধাঃ (অবিবেকী জন) যয়া (যে ধৃতিদ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা), ভয়ং (ভয়), শোকং (শোক), বিষাদং (বিষণ্ণভাব), মদং (গর্ব্ব) ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না), সা (তাহা) তামসী ধৃতিঃ (তামসী ধৃতি) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়া ত্বিতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি, তৎপ্রসঙ্গেন তৎফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি, সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্ম্মেধাঃ পুরুষো, যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ন বিমুঞ্চতি, পুনঃ পুনরাবর্ত্তয়তি, স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা, সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫ ॥

সুঃ অনুঃ—রাজস ধৈর্য্য বলিতেছেন—"যয়া তু" ইত্যাদি। যে ধৃতিদ্বারা, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রধানরূপে ধৃত হয়, ত্যক্ত হয় না এবং তৎ-প্রসঙ্গে ফলের আকাঙ্ক্ষাও হয়, তাহা রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪ ॥

সুঃ অনুঃ—তামসী ধৃতির লক্ষণ বলিতেছেন—"যয়া" ইত্যাদি। দুর্ম্মেধা—অজ্ঞতাপূর্ণ স্মৃতিশক্তি যাহার, এইরূপ পুরুষ যে ধৃতিদ্বারা নিদ্রাদি তমোগুণের কার্যাগুলিকে ত্যাগ করিতে পারে না, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে থাকে, তাহাই তামসী ধৃতি ; এস্থানে স্বপ্ন শব্দের অর্থ—নিদ্রা ॥ ৩৫ ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

হে ভরতর্ষভ! (ভরতশ্রেষ্ঠ!) ইদানীং তু (এক্ষণে) মে (আমার নিকট) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) সুখং (সুখের বিষয়) শৃণু (শ্রবণ কর)। যত্র (যাহাতে) অভ্যাসাৎ (অভ্যাসের ফলে) রমতে (রতি জন্মে) দুঃখান্তং চ (ও দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (লাভ করে), যৎ (যাহা) তৎ (অনির্ব্বচনীয়), অগ্রে (প্রথমে) বিষং ইব (বিষের ন্যায় অরুচিকর), [কিন্তু] পরিণামে (অবশেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য), আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং (আত্মসম্বন্ধিনী বুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে উৎপন্ন) তৎ (তাহাকে) সাত্ত্বিকং সুখং (সাত্ত্বিক সুখ) প্রোক্তম্ (বলে) ॥৩৬-৩৭ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্দ্ধেন—সুখন্ত্বিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াদ্রমতে, ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি, যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কীদৃশং? যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্দুঃখা-বহমিব ভবতি, পরিণামে ত্বমৃতসদৃশম্, আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদো রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং, ততো জাতং যৎ সুখং, তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

মূঃ অনুঃ—হে অর্জ্জুন! হে পার্থ! যে ধৃতি-দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে প্রধান বলিয়া ধারণা হয় এবং তৎপ্রসঙ্গে লোক ফলকামী হয়, তাহা রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪ ॥

মূঃ অনুঃ—হে পার্থ! অবিবেকী জন যে ধৃতিদ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষণ্ণভাব ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করে না, তাহা তামসী ধৃতি ॥ ৩৫ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যৎ (যাহা) বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে সঞ্জাত), তৎ (সকলের সুবিদিত) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমং (অমৃততুল্য) পরিণামে বিষম্ ইব (পরিণামে বিষবৎ) তৎ (তাহাকে) রাজসং (রাজস) সুখং (সুখ) স্মৃতম্ (বলে) ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—রাজসং সুখমাহ—বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যত্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখম্, অমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবতি, অগ্রে প্রথমং পরিণামে চ বিষতুল্যং, ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ; তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

সুঃ অনুঃ—এক্ষণে সুখের বিভাগত্রয় বলিতে অঙ্গীকার করিতেছেন —"সুখন্তু" ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোক ॥ ৩৬ ॥

সুঃ অনুঃ—তন্মধ্যে "অভ্যাসাৎ" ইত্যাদি সার্দ্ধশ্লোকে সাত্ত্বিক সুখ বলিতেছেন। যাহাতে—যে সুখে, অভ্যাস—অতিপরিচয়-প্রযুক্ত আসক্তি হয়, কিন্তু বিষয়-সুখের ন্যায় হঠাৎ আসক্তি ঘটে না, এবং যাহাতে রমমাণ—আসক্ত হইয়া মানব সম্পূর্ণরূপে দুঃখের অবসান লাভ করে। তাহা কি প্রকার? তাহা কিছু প্রথমে বিষের ন্যায় মনঃসংযমের অধীন হওয়ায় দুঃখজনকরূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু পরিণামে অমৃতসদৃশ; আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজ—আত্মসম্বন্ধি জ্ঞানদ্বারা রজঃ ও তমো-গুণদ্বয়ের মলিনতা পরিত্যক্ত হইয়া যে স্বচ্ছভাবে অবস্থান হয়, তাহা হইতে জাত যে সুখ, তাহাকে যোগিগণ সাত্ত্বিক সুখ বলেন ॥ ৩৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[ত্রিবিধ সুখের মধ্যে প্রথমে সাত্ত্বিক সুখ বর্ণনা করিতেছেন—] হে ভরতশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে যাহাতে রতি জন্মে এবং যাহাদ্বারা দুঃখের অবসান হয়, যাহা অনির্ব্বচনীয়, প্রথমে বিষবৎ, কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, নির্ম্মল আত্মবুদ্ধি হইতে উত্থিত, তাহা সাত্ত্বিক সুখ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯॥

যৎ সুখম্ (যে সুখ) অগ্রে (আরম্ভে) অনুবন্ধে চ (ও পরিণামে) আত্মনঃ (আত্মার) মোহনং (মোহকর), নিদ্রালস্য-প্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন), তৎ (তাহাকে) তামসং (তামস) উদাহৃতম্ (বলা হয়) ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—তামসং সুখমাহ—যদিতি। অগ্রে চ প্রথমক্ষণে অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরং, তদেবাহ—নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যাবধানরাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং, তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

সুঃ অনুঃ—রাজসসুখের লক্ষণ বলিতেছেন—"বিষয়" ইত্যাদি। বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহের সংযোগ-হেতু যে বিখ্যাত স্ত্রীসঙ্গাদি-সুখ, যাহা প্রথমে অমৃতবৎ প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখজনক বলিয়া বিষতুল্য, তাহাই রাজস সুখ ॥ ৩৮ ॥

সুঃ অনুঃ—তামস সুখ বলিতেছেন—"যৎ" ইত্যাদি। প্রথম সময়ে ও পরিণামে যে সুখ আত্মার মোহজনক, তাহাই বলিতেছেন—নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ—কর্ত্তব্য-বিষয়ে মনোযোগ না থাকায় কেবল মনোদ্বারা গ্রাহ্য,—এইগুলি হইতে জাত যে সুখ, তাহাই তামস বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৯ ॥

মূঃ অনুঃ—যাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন, সকলের সুবিদিত, প্রথমে অমৃততুল্য কিন্তু পরিণামে বিষবৎ, তাহা রাজস সুখ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৮ ॥

মূঃ অনুঃ—যে সুখ আগে ও পরে আত্মার মোহজনক, নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত, তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ৩৯ ॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

[সেস্থানেও] পুনঃ (আবার) পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) [মনুষ্য প্রভৃতি মধ্যে] দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা (দেবগণমধ্যে) তৎ (তাদৃশ) [কোন] সত্ত্বং (সত্তা—জীব বা বস্তু) ন অস্তি (নাই) যৎ (যাহার) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) গুণৈঃ (গুণ হইতে) মুক্তং স্যাৎ (মুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা আছে) ॥ ৪০ ॥

হে পরন্তপ ! (শত্রুবিমর্দ্দন !) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) শূদ্রানাং চ (ও শূদ্রগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকল) স্বভাব-প্রভবৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (ত্রিগুণদ্বারা) প্রবিভক্তানি (প্রকৃষ্টরূপে বিভক্ত হইয়াছে) ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি—ন তদিতি ত্রিভিঃ। এভিঃ প্রকৃতিসংভবৈঃ সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতং অন্যদ্বা যৎ স্যাত্তৎ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু চ ক্বাপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

স্বঃ অনুঃ—যাহা বলা হয় নাই, তাহাও সংগ্রহ করিয়া এই প্রকরণের বিষয়গুলির সমাপ্তি করিতেছেন—"ন তৎ" *ইত্যাদি তিন* শ্লোকে। প্রকৃতি হইতে জাত এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা মুক্ত কোনও প্রাণী অথবা অপর কোন বস্তু মনুষ্যাদি লোকে অথবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে কোথাও নাই ॥ ৪০ ॥

মূঃ অনুঃ—[স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে সকল কিছুরই সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণের অধীনতা সাধারণভাবে বলিতেছেন—] পৃথিবীতে মনুষ্যাদি সকল সৃষ্ট বস্তুমধ্যে, অথবা স্বর্গে—যেস্থানে আবার দেবগণমধ্যেও এমন কোন সত্তা (জীব বা বস্তু) নাই, যাহা প্রকৃতিজাত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত ॥৪০॥

শ্রীধরঃ—নন্থ যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব, তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারেণ বিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাত্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্ব্ব-গীতার্থসারং সংগৃহ্য দর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে পরন্তপ! হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়ানাং বৈশ্যানাং শূদ্রানাঞ্চ কর্ম্মণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি; শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্‌করণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপল-ক্ষণমাহ—স্বভাবঃ সাত্ত্বিকরাজসাদি প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ; যদ্বা, স্বভাবপ্রভবৈঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারপ্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ, রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, যদি এইরূপ সমস্ত ক্রিয়া, কারক ও ফলাদি এবং প্রাণিবর্গ ত্রিগুণময়ই হয়, তাহা হইলে কিরূপ ইহার (ত্রিগুণের) মোক্ষ হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—তাহা নিজ-নিজ-অধিকারে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা-হেতু তাঁহার অনুগ্রহে প্রাপ্ত জ্ঞানদ্বারা সম্ভব হয়—এইরূপ সমগ্র গীতার সারার্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে অন্য প্রকার কথা আরম্ভ করিলেন—"ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি অধ্যায়-শেষ পর্য্যন্ত। হে পরন্তপ! হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসমূহ উত্তমরূপে বিভাগক্রমে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। 'শূদ্রানাং' পদটীকে ব্রাহ্মণাদি পদগুলির সহিত সমাস বা মিলন হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে; কারণ, তাহাদের দ্বিজত্বের অভাব-হেতু বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। বিভাগের উপলক্ষণ বলিতেছেন—[স্বভাব-প্রভব] সাত্ত্বিক রাজসাদি স্বভাব যাহা হইতে জন্মে, সেই সূচিত গুণ-

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম) দমঃ (বাহেন্দ্রিয়ের সংযম) তপঃ (তপস্যা) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা বা সহিষ্ণুতা) আর্জ্জবং এব চ (সরলতা), জ্ঞানং (শাস্ত্রজ্ঞান) বিজ্ঞানং (তত্ত্বানুভূতি আস্তিক্যং (শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস)—[এই সকল] স্বভাবজং (স্বাভাবিক) ব্রহ্মকর্ম্ম (ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য) ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ, তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরম্, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জ্জবমবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্, বিজ্ঞানমনুভবঃ, আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ, এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

সমূহ দ্বারা। অথবা স্বভাব-প্রভব—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হইতে প্রাদুর্ভূত। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ—সত্ত্বপ্রধান, সত্ত্বগৌণ রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তমো-গৌণ রজঃপ্রধান—বৈশ্য এবং রজোগৌণ তমঃপ্রধান—শূদ্র ॥ ৪১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—তাহাতে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্মগুলি বলিতেছেন—"শমঃ" ইত্যাদি। শম—চিত্তের বিরাম, দম—বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, তপঃ—

মূঃ অনুঃ—[সমস্ত প্রাণিজাত ও সমস্ত ব্যাপার ত্রিগুণাধীন ও ত্রিগুণ-পরিচালিত হইলেও স্ব-স্ব অধিকারবিহিত কর্ম্মসম্পাদন দ্বারা ভগবানের প্রীতি সাধন করিতে পারিলে ভগবৎকৃপালব্ধ জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়—সমগ্র গীতার এই সারসংগ্রহ—প্রদর্শনার্থ পুনরায় প্রকারান্তরে বলিতেছেন—] হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলের সকল কর্ম্ম প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিভক্ত বা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৩ ॥

শৌর্য্যং (বীরত্ব) তেজঃ (তেজস্বিভাব) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) দাক্ষ্যং (দক্ষতা), যুদ্ধে চ অপি (যুদ্ধে) অপলায়নং (পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা), দানং (দানশীলতা) ঈশ্বরভাবঃ চ (ও প্রভুত্ব) [এই সকল] স্বভাবজং (স্বভাবজাত) ক্ষাত্রং (ক্ষত্রিয়োচিত) কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরঃ—ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ, তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যম্‌, ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্‌, দাক্ষ্যং কৌশলম্‌, যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌ অপরাঙ্মুখতা, দানমৌদার্য্যম্‌, ঈশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ, —এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত শমাদি দ্বারা বিহিত কর্ম্ম, শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর শুদ্ধি, ক্ষান্তি—ক্ষমা, আর্জ্জব—সরলতা, জ্ঞান—শাস্ত্রীয়-সম্বন্ধি, বিজ্ঞান—অনুভূতি, আস্তিক্য—পরলোক আছে, এইপ্রকার স্থিরীকরণ ; এই শমাদি ব্রাহ্মণগণের স্বভাব হইতে জাত কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—ক্ষত্রিয়গণের স্বভাবজাত কর্ম্ম বলিতেছেন—"শৌর্য্যম্‌" ইত্যাদি। শৌর্য্য—পরাক্রম, তেজঃ—সাহসিকতা বা ঔদ্ধত্য, ধৃতি—ধৈর্য্য, দাক্ষ্য—কৌশল, যুদ্ধে অপলায়ন—পরাঙ্মুখ না হওয়া, দান—উদারতা, ঈশ্বরভাব—নিয়মনশক্তি, এইগুলি ক্ষত্রিয়গণের স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

মূঃ অনুঃ—[তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিতেছেন—] শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য—এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাববিহিত কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

মূঃ অনুঃ—বীরত্ব, তেজঃ, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা, যুদ্ধ হইতে অপলায়ন, দানশীলতা ও প্রভুভাব—এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষিকার্য্য, গোপালন, বাণিজ্য) [এই সকল] স্বভাবজং (স্বাভাবিক) বৈশ্যকর্ম্ম (বৈশ্যের কর্ম্ম) । পরিচর্য্যাত্মকং (সেবালক্ষণবিশিষ্ট) কর্ম্ম অপি (কর্ম্মই) শূদ্রস্য (শূদ্রের পক্ষে) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) ॥ ৪৪ ॥

স্বে স্বে (নিজ নিজ অধিকারবিহিত) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) অভিরতঃ (পরিনিষ্ঠিত) নরঃ (ব্যক্তি) সংসিদ্ধিং (জ্ঞানযোগ্যতা) লভতে (লাভ করে) ; স্বকর্ম্মনিরতঃ (নিজ কর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি) যথা (যে প্রকারে) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে), তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরঃ—বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাহ—কৃষীতি । কৃষিঃ কর্ষণম্, গাং রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবো গোরক্ষ্যং পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ, বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি—এতদ্বৈশ্যস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম । ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতস্যাপি ব্রাহ্মণাদিকর্ম্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—স্বে স্বে ইতি । স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে ॥ ৪৫ ॥

স্বঃ অনুঃ— বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম বলিতেছেন—"কৃষি" ইত্যাদি । কৃষি—ভূমির কর্ষণাদি, গোরক্ষ্য—পশু পালনাদি, বাণিজ্য—ক্রয়-বিক্রয়াদি, এই গুলি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম্ম ; ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সর্ব্ব-বিধ সেবাময় কর্ম্মই শূদ্রের স্বভাবজাত ॥ ৪৪ ॥

মূঃ অনুঃ—কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য—এই সমস্ত বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম । [অন্যান্য বর্ণের] সেবারূপ কর্ম্মই শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬॥

যতঃ (যাহা হইতে) ভূতানাং (জীবগণের) প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা), যেন (যাহা দ্বারা) সর্ব্বং (সমগ্র) ইদং (বিশ্ব) ততম্ (পরিব্যাপ্ত), তং (সেই পরমাত্মবস্তুকে) স্বকর্ম্মণা (নিজকর্ম্ম দ্বারা) অভ্যর্চ্চ্য (অর্চ্চন করিয়া) মানবঃ (মানব) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) ॥৪৬॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—স্বকর্ম্মেতি সার্দ্ধেন। স্বকর্ম্ম-পরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে, তং প্রকারং শৃণু, তমেবাহ—যত ইতি। যতোঽন্তর্য্যামিণঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি, যেনাত্মা সর্ব্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্, তমীশ্বরং স্বকর্ম্মণাঽভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ॥ ৪৬॥

সুঃ অনুঃ—এই প্রকার ব্রাহ্মণাদির যোগ্য কর্ম্মের জ্ঞানের হেতুতা বলিতেছেন—"স্বে স্বে" ইত্যাদি। আপন আপন অধিকারে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহে প্রবৃত্ত, [পরিনিষ্ঠিত]—সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত থাকিয়া মানব জ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে॥ ৪৫॥

সুঃ অনুঃ—কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানের লাভপ্রকার-বলিতেছেন—"স্বকর্ম্ম" ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকদ্বারা। নিজ কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিয়া যে-প্রকার তত্ত্ব-জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহার বিধান শ্রবণ কর; তাহাই বলিতেছেন—"যতঃ" ইত্যাদি। যে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের চেষ্টা হইতেছে, যিনি পরমাত্মরূপে এই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, নিজ-নিজ-শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মদ্বারা সেই ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করে॥ ৪৬॥

মূঃ অনুঃ—[স্বকর্ম্মসাধন দ্বারাও জ্ঞানরূপ ফললাভের সম্ভাবনা বলিতেছেন—] নিজ নিজ অধিকারোচিত কর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি জ্ঞান-যোগ্যতা লাভ করে। স্বকর্ম্মনিষ্ঠ জন কি করিয়া সিদ্ধি লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর॥ ৪৫॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

বিগুণঃ (দোষযুক্ত হইলেও) স্বধর্ম্মঃ (নিজ নিজ ধর্ম্ম) স্বনুষ্ঠিতাৎ (সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত) পরধর্ম্মাৎ (অপরের ধর্ম্ম অপেক্ষা) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) স্বভাবনিয়তং (স্বভাবনিরূপিত) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ (করিয়া) কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরঃ—স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্ যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাদ্ভিক্ষাটনাদিপরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্, যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি ॥ ৪৭ ॥

সুঃ অনুঃ—"স্বকর্ম্মণা" ইত্যাদি বিশিষ্টবাক্যের ফল বলিতেছেন—"শ্রেয়ান্" ইত্যাদি। সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত পরের পক্ষে বিহিত কর্ম্ম অপেক্ষা বিগুণ—কিয়ৎপরিমাণে অঙ্গহীন নিজের পক্ষে বিহিত কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; বন্ধু-বধাদিময় যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম অপেক্ষা ভিক্ষা-দ্বারা জীবিকা-যাপনাদি পরধর্ম্ম উৎকৃষ্টতর, ইহা মনে করিবে না ; যেহেতু, পূর্ব্বকথিত স্বভাবের অনুসারে বিহিত কর্ম্ম করিয়া মানব পাপ লাভ করে না ॥ ৪৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[জ্ঞানলাভের প্রকার বলিতেছেন—] যাঁহা হইতে (যে অন্তর্য্যামী হইতে) সকল জীবের কার্য্যপ্রবৃত্তি, এবং যিনি (যে অন্তর্য্যামি-স্বরূপে) সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, মানব স্বকর্ম্ম সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া সিদ্ধি (জ্ঞান) লাভ করে ॥ ৪৬ ॥

মূঃ অনুঃ—স্বধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত অপরের ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বভাববিহিত কর্ম্ম করিলে কোন পাপ সংঘটিত হয় না ॥ ৪৭ ॥

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮॥

হে কৌন্তেয়! (কুন্তীপুত্র!) সদোষম্ অপি (সদোষ হইলেও) সহজং (স্বভাববিহিত) কর্ম্ম ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করা উচিত নহে)। হি (কারণ) সর্ব্বারম্ভাঃ (সকল কর্ম্ম) ধূমেন (ধূমদ্বারা) অগ্নিঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) দোষেণ আবৃতাঃ (দোষাবৃত)॥ ৪৮॥

শ্রীধরঃ—যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে, তর্হি সদোষত্বং পরধর্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ, হি যস্মাৎ সর্ব্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্তা এব যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ, অতো যথাগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদি-নিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব শুদ্ধয়ে সেব্য ইত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

সুঃ অনুঃ—যদিই আবার জ্ঞানদৃষ্টিতে স্বধর্মে হিংসারূপ দোষ চিন্তা করিয়া পরধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে কর, তাহা হইলে পরধর্মেরও দোষযুক্ততা সমানই;—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"সহজম্" ইত্যাদি। সহজ—স্বভাব-অনুসারে শাস্ত্রে নিয়মিত কর্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না; কারণ, সকল কর্মও তাহাদের ফল—দৃষ্টই হউক বা অদৃষ্টই হউক, কোন না কোন দোষ দ্বারা আবৃত আছেই; যেমন একসঙ্গে জাত ধূমদ্বারা অগ্নি ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ। অতএব যেমন অগ্নি হইতে ধূমরূপ দোষ পরিহারপূর্বক অন্ধকার ও শীতাদি নাশ করিতে তাপই সেবন করিতে হয়, সেইরূপ কর্মেরও দোষাংশ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত গুণাংশ গ্রহণ করিতে হয়॥ ৪৮॥

মূঃ অনুঃ—[যোগযুক্ত স্ব-কর্মেরও শ্রেষ্ঠতার হেতু বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! দোষযুক্ত হইলেও স্বভাববিহিত কর্ম ত্যাগ করা উচিত

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বত্র (সকল বিষয়ে) অসক্তবুদ্ধিঃ (অনাসক্তবুদ্ধি) জিতাত্মা (নিরহঙ্কার) বিগতস্পৃহঃ (নিস্পৃহ) [ব্যক্তি] সন্ন্যাসেন (সন্ন্যাসদ্বারা) পরমাং (পরম) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং (নৈষ্কর্ম্ম্য-রূপ সিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরঃ—নন্থ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে কথং দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সংপন্থত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্ত, জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ, বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়া যস্মাৎ স এবংভূতঃ "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ" ইত্যেবং পূর্বোক্তেন কর্মাসক্তিফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং সর্বকর্মনিবৃত্তি-লক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্যমেব কর্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ, তদুক্তং—(৫।৮) "নৈবং কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদ্‌"ইত্যাদিশ্লোকচতুষ্টয়েন; তথাপ্যনে-নোক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং (৫।১৩) "সর্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী"ত্যেবং লক্ষণাং পারমহংস্যচর্য্যামাপ্নোতি ॥ ৪৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি বল, কর্ম্ম কিরূপে সম্পাদিত হইলে দোষাংশ পরিহার পূর্বক গুণাংশের উৎপত্তি হইবে? এই জিজ্ঞাসায় বলিলেন—"অসক্তবুদ্ধিঃ" ইত্যাদি। যাঁহার বুদ্ধি আসক্তিরহিত, কর্তৃত্বাভিমান নাই, এবং ফলবিষয়ে অভিলাষ গত হইয়াছে, তিনি এইপ্রকার সন্ন্যাস-দ্বারা, "আসক্তি ও কর্মফল ত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠানকে 'সাত্ত্বিক ত্যাগ' বলে"। (১৮।৯) এইরূপ পূর্বকথিত কর্মাসক্তি ও ফলের ত্যাগরূপ সন্ন্যাস-দ্বারা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি—সর্বকর্মের নিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করেন। যদিও

নহে। কারণ, অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত, তদ্রূপ সকল কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত ॥ ৪৮ ॥ (মূ অনুঃ)

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

হে কৌন্তেয় ! (কুন্তীনন্দন !) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যে প্রকারে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন), তথা (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) নিবোধ (শ্রবণ কর); যা (যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা (চরম) নিষ্ঠা (পরিসমাপ্তি) ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতস্য পারমহংস্যজ্ঞাননিষ্ঠায়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্‌ভি । নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ; প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং, তথা দর্শয়িতুমাহ— নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি । নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

আসক্তি ও ফলের ত্যাগপূর্বক কর্মানুষ্ঠানই নৈষ্কর্ম্য ; কারণ, তাহাতে কর্ত্তৃত্ববিষয়ে অভিনিবেশ নাই—“কর্মযোগে নিপুণ মানব ক্রমে তত্ত্বজ্ঞ হইয়া কর্মগুলির অনুষ্ঠান করিয়াও ‘আমি কিছুই করিতেছি না’ এইরূপ মনে করেন” (৫।৮) ইত্যাদি চারি শ্লোকে উহা কথিত আছে, তথাপি উক্তপ্রকার সন্ন্যাসদ্বারা “জিতেন্দ্রিয় দেহী মনে মনে সমুদয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে সুখে অবস্থান করেন” (৫।১৩) এইরূপ পরমহংসের ব্যবহাররূপ সর্ব্বকর্মনিবৃত্তিতে সিদ্ধি অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৯ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[কর্ম অনুষ্ঠান করিয়াও উহার দোষাংশ পরিত্যাগদ্বারা কিরূপে কেবল গুণাংশ লভ্য হয়, তাহা বলিতেছেন—] সকল বিষয়ে অনাসক্তবুদ্ধি, নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহ ব্যক্তি সন্ন্যাসদ্বারা নৈষ্কর্ম্যরূপ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

বিশুদ্ধয়া (সাত্ত্বিক) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বুদ্ধিযুক্ত হইয়া), ধৃত্যা (ধৈর্য্যদ্বারা) আত্মানং (অন্তঃকরণকে) নিয়ম্য চ (সংযত করিয়া) শব্দাদীন্ (শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি) বিষয়ান্ (বিষয়-সকলকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যুদস্য চ (বিদূরিত করিয়া) বিবিক্তসেবী (পবিত্র নির্জ্জন দেশে অবস্থানপরায়ণ), লঘ্বাশী (মিতাহারী হইয়া) যতবাক্কায়মানসঃ (বাক্য, দেহ, মন সংযমপূর্ব্বক), নিত্যং (সর্বদা) ধ্যানযোগপরঃ (ভগব-চ্চিন্তাপরায়ণ ও), বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য-সমাশ্রিত হইয়া), অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প), কামং (কামনা), ক্রোধং (দ্বেষ), পরিগ্রহং (দানাদি গ্রহণও) বিমুচ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্য হইয়া) শান্তঃ (শান্তিপরায়ণ) [সাধক] ব্রহ্মভূয়ায় (স্বীয় ব্রহ্মভাবোপলব্ধির) কল্পতে (যোগ্য হন) ॥ ৫১-৫৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—এই প্রকার পরমহংসের জ্ঞানে নিষ্ঠাদ্বারা ব্রহ্মভাবের বিধান বলিতেছেন—"সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ" ইত্যাদি ছয় শ্লোকে। তিনি নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বা সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে ব্রহ্ম লাভ করেন, তাহা সংক্ষেপে আমার বাক্য হইতে বুঝিয়া লও ; প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি একসঙ্গেই হয়, তাহাই দেখাইতে বলিতেছেন—"নিষ্ঠাজ্ঞানস্য যা পরা" ইত্যাদি ; নিষ্ঠা—পর্য্যবসান, পরিসমাপ্তি ॥ ৫০ ॥

মূঃ অনুঃ—[ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির প্রকার বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি যে প্রকারে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি জ্ঞানের গতি—তাহা আমার নিকট সংক্ষেপেই শ্রবণ কর। ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবাহ—বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিকয়া বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা আত্মানং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ৌ রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য, বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিঞ্চ বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী শুচিদেশাবস্থায়ী লঘ্বাশী মিতভোজী এতৈরুপায়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনর্দ্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগাশ্রিতো ভূত্বা, ততশ্চ অহঙ্কারমিতি—বিরক্তোঽহমিত্যাদ্যহঙ্কারং বলং দুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধবশাৎ অপ্রাপ্যমার্গেষ্বপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্ শান্তঃ পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ৫১-৫৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—তাহাই বলিতেছেন—"বুদ্ধ্যা" ইত্যাদি। উক্ত প্রকারে বিশুদ্ধ পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক-বুদ্ধির সহিত যুক্ত থাকিয়া এবং সাত্ত্বিক ধৈর্য্য-দ্বারা কার্য্যকারণের সমষ্টিরূপ আত্মাকে—সেই বুদ্ধিকে নিয়মিত নিশ্চল করিয়া, শব্দাদি বিষয়গুলিকে ত্যাগ করিয়া এবং সেই সেই বিষয়ে আসক্তি ও দ্বেষ পরিহারপূর্ব্বক। "বিশুদ্ধবুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া" ইত্যাদি বাক্যের তৃতীয় শ্লোকে "ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হন" এই বাক্যের সহিত অন্বয়—আরও "বিবিক্ত" ইত্যাদি। বিবিক্তসেবী—পবিত্রস্থানে বাসকারী, লঘ্বাশী--মিতভোজী, এই উপায়দ্বারা যিনি বাক্য, দেহ ও চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন, এইরূপ হইয়া, সর্ব্বদা ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মসংস্পর্শে তৎপর থাকিয়া এবং ধ্যান যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, সেইহেতু পুনঃ পুনঃ দৃঢ় বিষয়-বিরক্তিকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়া, আরও 'অহঙ্কার' ইত্যাদি—তদনন্তর

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্‌ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত) প্রসন্নাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষাও করেন না)। সর্ব্বেষু (সকল) ভূতেষু (জীবে বা ভূতে) সমঃ (সমদর্শী হইয়া) পরাং মদ্ভক্তিং (আমাতে পরা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি) লভতে (লাভ করেন) ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধর—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাত্মভিমানাভাবাৎ, অতএব সর্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্‌ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ, সর্ব্বভূতে মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৫৪ ॥

'আমি বিরক্ত' ইত্যাদি আত্মাভিমান, বল—দুষ্টবিষয়ে আগ্রহ, দর্প—যোগবলে বিপথে বিচরণে অভিলাষ, পূর্বজন্মের কর্মফলে প্রাপ্ত বিষয়গুলিতেও কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া, বলপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে তাহাদিগেতে মমতাশূন্য হইয়া পরম উপশম লাভ করিয়া, ব্রহ্মভূয়—'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থানের যোগ্য হন ॥ ৫১-৫৩ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—সাত্ত্বিকবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৃতিদ্বারা অন্তঃকরণ সংযত করিয়া শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, অনুরাগ ও বিদ্বেষ দূর করিয়া, পবিত্র নির্জ্জন স্থান-সেবাপরায়ণ ও মিতাহারী হইয়া, বাক্য-দেহ-মন সংযমনপূর্বক সর্বদা ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ ও বৈরাগ্য-সমাশ্রিত হইয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মমতাহীন হইয়া শান্তিপরায়ণ সাধক স্বীয় ব্রহ্মভাবোপলব্ধির যোগ্য হন ॥ ৫১-৫৩ ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

[তিনি] ভক্ত্যা (সেই ভক্তিদ্বারা) যাবান্ (আমার যেরূপ বিভুত্ব বা ব্যাপকতা) যঃ চ অস্মি (ও যাহা আমার স্বরূপ) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (সেইরূপ তাত্ত্বিকভাবে অর্থাৎ যথার্থস্বরূপে) অভিজানাতি (জ্ঞাত হন) ; তত্ত্বতঃ (বস্তুতত্ত্ব) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) তদনন্তরং (তাহার পরে) ততঃ (সেই ভক্তিপ্রভাবে বা প্রেমভক্তি-বলে) মাং (আমাতে অর্থাৎ আমার নিত্যলীলায়) বিশতে (প্রবিষ্ট হন) ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি; কথংভূতম্? যাবান্ সর্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

স্বঃ অনুঃ—'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ স্থিরভাবে অবস্থানের ফল বলিতেছেন—"ব্রহ্ম" ইত্যাদি। ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মে অবস্থিত, তুষ্টচিত্ত হইয়া দেহাদিতে অভিনিবেশ না থাকায় নষ্ট বিষয়ের জন্য শোক বা অপ্রাপ্ত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না, অতএব আসক্তি ও দ্বেষাদিজনিত চিত্ত-বিক্ষেপের অভাবে তিনি সকল ভূতেই আমার দর্শনরূপা আমার শ্রেষ্ঠা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—তদনন্তর "ভক্ত্যা" ইত্যাদি। সেই শ্রেষ্ঠা ভক্তিদ্বারা যথার্থরূপে আমাকে জানিতে পারেন; কিরূপ? আমি যে পরিমাণ—সর্ব্বব্যাপী, এবং যেরূপ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, তাহার পর আমাকেই তত্ত্বজ্ঞানের

মূঃ অনু ঃ—[ব্রহ্মভাবোপলব্ধির ফল বলিতেছেন]—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কিছুরই জন্য শোকও করেন না, (এবং) কিছুরই কামনাও করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমাতে পরা ভক্তি (প্রেমভক্তি) লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬॥

সদা (সর্ব্বদা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সকল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম) কুর্ব্বাণঃ অপি (করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমার একান্ত আশ্রিত ভক্ত) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাশ্বতম্ (অনাদি) অব্যয়ং (নিত্য) পদম্ (ধাম) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)॥ ৫৬॥

শ্রীধরঃ—স্বকর্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকারমুপসংহরতি—সর্বকর্মাণীতি। সর্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্মাণি পূর্বোক্তক্রমেণ সর্বদা কুর্বাণঃ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো, ন তু স্বর্গাদিফলং যস্য স মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্বোৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্নোতি॥ ৫৬॥

সহিত অবগত হইয়া সেই জ্ঞানের বিরামে আমাতে প্রবেশ করেন, তিনি পরমানন্দস্বরূপ হন॥ ৫৫॥ (স্বঃ অনুঃ)

স্বঃ অনুঃ—শাস্ত্রবিহিত নিজাধিকারের কর্ম-দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা হইতে উক্ত মোক্ষের বিধান উপসংহার করিতেছেন—"সর্বকর্মাণি" ইত্যাদি। নিত্য ও নৈমিত্তিক যাবতীয় কর্মগুলির পূর্বকথিত প্রকারে সর্বদা অনুষ্ঠান করিতে করিতে, আমিই একমাত্র আশ্রয়যোগ্য, স্বর্গাদি ফল নহে,—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় পুরুষ আমার অনুগ্রহে শাশ্বত—অনাদি, অব্যয়—নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হন॥ ৫৬॥

মূঃ অনুঃ—সেই পরা ভক্তিদ্বারা আমার যেরূপ বিভুত্ব বা ব্যাপকতা এবং আমার যাহা স্বরূপ সেইরূপ তাত্ত্বিকভাবে অর্থাৎ যথার্থস্বরূপে আমাকে অবগত হন। বস্তুতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহার পর সেই প্রেমভক্তিবলে আমার নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন॥ ৫৫॥

মূঃ অনুঃ—[স্বকর্মসাধনদ্বারা লভ্য সিদ্ধির উপসংহার করিতেছেন—] সর্বদা নিত্য-নৈমিত্তিক সকল কর্ম করিয়াও আমার একান্ত আশ্রিত ভক্ত আমার অনুগ্রহে নিত্য অব্যয় ধাম লাভ করেন॥ ৫৬॥

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

চেতসা (সর্ব্বান্তঃকরণে) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (আমাকে পরমগতি স্থির করিয়া) বুদ্ধিযোগম্ (ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি) উপাশ্রিত্য (আশ্রয়পূর্ব্বক) সততং (সর্ব্বক্ষণ) মচ্চিত্তঃ (আমাগতচিত্ত) ভব (হও) ॥৫৭॥

মচ্চিত্তঃ (আমার স্মরণপর হইয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্ব্বদুর্গাণি (সকল দুস্তর বাধা) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)। অথ চেৎ (আর যদি) ত্বং (তুমি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) ন শ্রোষ্যসি (না শুন), [তাহা হইলে] বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনাশ প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং, তস্মাৎ চেতসেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থঃ যস্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমুপাশ্রিত্য সততং, কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি 'ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্মহবিরি'তি ন্যায়েন ময্যেব চিত্তং যস্য তথাভূতো ভব ॥ ৫৭ ॥

সুঃ অনুঃ—যেহেতু বিষয়টী এইরূপ, অতএব "চেতসা" ইত্যাদি। সমস্ত কর্ম্ম চিত্তদ্বারা আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপর—'আমিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন যাহার', এইরূপ নিশ্চয়ময়ী বুদ্ধিদ্বারা যোগ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালেও 'ব্রহ্মার্পণ, ব্রহ্মহবিঃ' ইত্যাদিরূপে আমাতে চিত্ত যুক্ত রাখ ॥ ৫৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[অতএব] সকল কর্ম্ম সর্ব্বান্তঃকরণে আমাতে সমর্পণ করিয়া এবং আমাকেই পরমগতি স্থির করিয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আশ্রয়পূর্বক সর্বক্ষণ আমার স্মরণপরায়ণ হও ॥ ৫৭ ॥

**যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥**

অহংকারম্ (নিজের স্বতন্ত্র বিচাররূপ অহংকারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি যৎ (এই যে) [তুমি] মন্যসে (মনে করিতেছ), তে (তোমার) এষঃ (এই) ব্যবসায়ঃ (সঙ্কল্প) মিথ্যা (নিষ্ফল হইবে) ; [কারণ] প্রকৃতিঃ (রজোগুণরূপিণী মায়া) ত্বাং (তোমাকে) [যুদ্ধে] নিযোক্ষ্যতি (নিযুক্ত করিবে) ॥৫৯॥

শ্রীধরঃ—ততো যদ্ভবিষ্যতি, তচ্ছৃণু মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকদুঃখানি তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেৎ যদি পুনস্ত্বমহঙ্কারাৎজ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ মদুক্ত-মেবং ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থভ্রষ্টো ভবিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধরঃ—কামং বিনঙ্‌ক্ষ্যামি, ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ—যদহঙ্কারমিতি। মদুক্তমনাদৃত্য কেবলমহঙ্কারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি যন্মন্যসে ত্বমধ্যবস্যসি এষ তব ব্যবসায়ো মিথ্যৈবাস্বতন্ত্রত্বাত্তব, তদেবাহ প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব ॥৫৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—অনন্তর যাহা হইবে, তাহা শ্রবণ কর—"মচ্চিত্তঃ" ইত্যাদি। আমাতে যুক্তমনাঃ হইয়া আমার প্রসাদে সমস্ত দুস্তর সাংসারিক দুঃখসমূহ উত্তীর্ণ হইবে ; অন্যথা দোষ বলিতেছেন—তবে যদি আবার তুমি জ্ঞাতার অভিমানে আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে বিনষ্ট—পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥৫৮ ॥

মুঃ অনুঃ— [অনুক্ষণ ভগবৎস্মৃতির ফল বলিতেছেন—] আমার স্মরণপর হইলে আমার অনুগ্রহে সকল দুস্তর বাধা-বিপদ্ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। আর যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শুন, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥৫৮ ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥

হে কৌন্তেয় (কুন্তীপুত্র !) [তুমি] মোহাৎ (মূঢ়তাবশতঃ) যৎ (যে কর্ম্ম) কর্ত্তুং (করিতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্বেন (নিজ) কর্ম্মণা (বৃত্তিদ্বারা) নিবদ্ধঃ [সন্] (নিয়ন্ত্রিত হইয়া) তৎ (সেই কর্ম্ম) অবশঃ (অবশ হইয়া) করিষ্যসি এব (তোমাকে করিতেই হইবে) । ৬০ ।

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ স্বভাবজেনেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্ত্তুং নেচ্ছসি অবশঃ সংস্তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব ॥ ৬০ ॥

সুঃ অনুঃ—যদি বল, 'বেশ, আমি বরং বিনষ্ট হইব, কিন্তু বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ করিব না', তাহাতে বলিলেন—"যদহঙ্কারম্" ইত্যাদি। যদি তুমি কেবল অহংকার আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, যুদ্ধ করিব না মনে কর—চেষ্টা কর, তোমার সেই প্রয়াস মিথ্যাই হইবে ; কারণ, তুমি স্বাধীন নও ;—তাহাই বলিতেছেন—তোমার প্রকৃতি রজো-গুণরূপে পরিণতা হইয়া তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে-ই ॥ ৫৯ ॥

সুঃ অনুঃ—আরও "স্বভাবজেন" ইত্যাদি। স্বভাব—ক্ষত্রিয়তার কারণস্বরূপ পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, তাহা হইতে জাত আপনার পূর্ব্বোক্ত

মুঃ অনুঃ—[বরং মরিব, তথাপি আত্মীয়গণের সঙ্গে যুদ্ধ করিব না—অর্জ্জুনের এইরূপ বিচার-সম্বন্ধে বলিতেছেন—] নিজের স্বতন্ত্রবিচার-রূপ অহংকারকে আশ্রয় করিয়া তুমি যুদ্ধ করিবে না বলিয়া যে সঙ্কল্প করিতেছ, তোমার সেই সংকল্প মিথ্যাই হইবে। কারণ প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার রজোগুণ তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে ॥ ৫৯ ॥

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

হে অর্জ্জুন ! ঈশ্বরঃ (অন্তর্য্যামী ভগবান্) যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] (যন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম পুত্তলের ন্যায়) সর্ব্বভূতানি (সকল জীবকে) মায়য়া (নিজশক্তি দ্বারা) ভ্রাময়ন্ (পরিচালিত অর্থাৎ বিবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বজীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয়-মধ্যে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছেন) ॥ ৬১ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং চোক্তম্ ; ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতানাং হৃন্মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামী তিষ্ঠতি, কিং কুর্ব্বন্ ? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তত্তৎকর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্ যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি, তদ্বদিত্যর্থঃ ; যদ্বা, যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্নিত্যর্থঃ ; তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি। অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণশ্চ "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি, যম্ আত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্, এষ তে অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি ॥ ৬১ ॥

শৌর্য্যাদি, কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, তুমি অজ্ঞানবশতঃ যুদ্ধাদি যে কর্ম্ম করিতে চাহিতেছ না, তাহা অবশ্যভাবেই নিশ্চিত করিবে ॥৬০॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—অতএব পূর্ব্বে শ্লোকদ্বয়ে সাংখ্যাদির মতে প্রকৃতির অধীনতা ও স্বভাবের অধীনতা বলা হইল ; এক্ষণে নিজমত বলিতেছেন —"ঈশ্বরঃ" ইত্যাদি দুই শ্লোকে। সকল ভূতের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর অন্তর্য্যামী-

মুঃ অনুঃ—হে কৌন্তেয় ! মোহবশতঃ তুমি যে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, নিজ সহজবৃত্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবশেই তোমাকে সেই কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥

হে ভারত! [অতএব] সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং (শরণ) গচ্ছ (গ্রহণ কর)। তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার প্রসাদে) পরাং শান্তিং (পরা শান্তি) শাশ্বতং স্থানং [চ] (ও নিত্য ধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৬২ ॥

শ্রীধরঃ—তমিতি। যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মা-দহংকারং পরিত্যজ্য সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা তমশ্বীরমেব শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২ ॥

রূপে অবস্থান করিতেছেন কোন্ কার্য্য করিয়া? সকলভূতকে নিজশক্তি মায়াদ্বারা ভ্রমণ—সেই সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে করিতে, যেমন পৃথিবীতে কাষ্ঠের যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলীকে সূত্রধার ভ্রমণ করাইয়া থাকে, সেই-রূপ, অথবা যন্ত্র—শরীরে আরূঢ় ভূতসকল—দেহাভিমানী জীবগণকে ভ্রমণ করাইতে করাইতে; শ্বেতাশ্বতর মন্ত্র (৬।১১), যথা—"একাকী ভগবান্ সর্ব্বভূতে লুক্কায়িত, সর্ব্বব্যাপী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মবিষয়ে পরিচালক সর্ব্বভূতের অধিবাসী, সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, চেতনদাতা, কেবল ও নির্গুণ।" অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণেও আছে—"যিনি আত্মাতে থাকিয়া অন্তরে আত্মাকে নিয়মিত করেন, যে আত্মাকে জানিতেছেন, আত্মাই যাঁহার শরীর, ইনি তোমার অন্তর্য্যামী" ॥ ৬১ ॥ (সুঃ অনুঃ)

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে অপরের মত বলিয়া এখন নিজমত বলিতেছেন—] হে অর্জ্জুন! অন্তর্য্যামী ভগবান্ সকল জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলের ন্যায় পরিচালিত অর্থাৎ বিবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া সর্ব্বজীবের হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

ইতি (এই প্রকারে) গুহ্যাৎ (গোপনীয় হইতে) গুহ্যতরং (গোপনীয়তর) জ্ঞানং (জ্ঞান) ময়া (আমি) তে (তোমাতে) আখ্যাতম্ (বলিলাম); এতৎ (ইহা) অশেষেণ (সমগ্রভাবে) বিমৃশ্য (আলোচনা করিয়া) যথা (যেরূপ) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর), তথা (তদ্রূপ) কুরু (কর) ॥ ৬৩) ॥

শ্রীধরঃ—সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ—ইতীতি। ইত্যেনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্ কথং-ভূতম্ ? গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং এতন্ময়োপ-দিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি, তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্ত্তিষ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—"তম্" ইত্যাদি। যেহেতু জীবসকল এইরূপে পরমেশ্বরের অধীন, অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকারেই সেই ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাঁহারই অনুগ্রহে উত্তম শান্তি ও পরমেশ্বর-সম্বন্ধি নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

স্বঃ অনুঃ—সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য সমাপন করিয়া বলিতেছেন—"ইতি" ইত্যাদি। এই প্রকারে সর্ব্বজ্ঞ পরম কারুণিক আমি তোমাকে জ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ করিলাম। কিরূপ জ্ঞান ? গুহ্য—গোপনীয় গূঢ় মন্ত্র ও যোগাদির জ্ঞান অপেক্ষাও অধিকতর গোপনীয় ; আমার উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া পরে যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই

মূঃ অনুঃ—[নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সকলের তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—] হে ভারত ! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যধাম লাভ করিতে পারিবে ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং (সকল গোপনীয়-মধ্যে গোপনীয়তম) মে (আমার) পরমং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বচঃ (উপদেশ-বাক্য) ভূয়ঃ (আবার) শৃণু (শ্রবণ কর) ; [তুমি] মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অত্যন্ত) ইষ্টঃ অসি (প্রিয়), ইতি ততঃ (এই হেতু) তে (তোমাকে) হিতং (মঙ্গলের কথা বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ৬৭ ॥

শ্রীধরঃ—অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু ; পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ—দৃঢ়মত্যন্তমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা, অতএব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি, যথা,—মম ত্বমিষ্টোঽসি ময়া বক্ষ্যমাণং দৃঢ়ং সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

অনুষ্ঠান কর। ভাবার্থ এই—এই শাস্ত্র সম্যগ্‌রূপে আলোচনা করিলে তোমার অজ্ঞান দূরীভূত হইবে ॥ ৬৩ ॥ (স্বঃ অনুঃ)

স্বঃ অনুঃ—অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র পূর্ণরূপে পর্য্যালোচনা করিতে অসমর্থ অর্জ্জুনের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ংই তাহার সার সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন—"সর্ব্বগুহ্যতমম্" ইত্যাদি তিন শ্লোকে। সকল গোপনীয় অপেক্ষাও অধিকতম গোপনীয় আমার বাক্য সেই সেইস্থলে কথিত হইলেও আবার বলিতেছি, শ্রবণ কর ; বার বার বলিবার কারণ

মূঃ অনুঃ—[সমগ্র গীতার উপদেশের পরিসমাপ্তি করিতেছেন—] এই প্রকারে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান তোমাকে আমি বলিলাম। ইহা অশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা, সেরূপ কর ॥৬৩॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫॥

[তুমি] মন্মনাঃ (আমাতে সমর্পিত-চিত্ত), মদ্ভক্তঃ (আমার সেবাপরায়ণ), মদ্‌যাজী (আমার পূজনপরায়ণ) ভব (হও), মাং (আমার) নমস্কুরু (প্রণতিপরায়ণ হও)। [ইহাতে] মাম্ (আমাকে) এষ্যসি এব (পাইবেই); তে (তোমার নিকট) সত্যং (সত্যই) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিতেছি), [কারণ তুমি] মে (আমার) প্রিয়ঃ অসি (প্রিয়) ॥৬৫॥

শ্রীধরঃ—তদেবাহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা মচ্চিত্তো ভব, মদ্ভক্তো মদ্ভজনশীলো, মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব, মামেব নমস্কুরু; এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি—অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ; ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি, অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৬৫ ॥

বলিতেছেন—তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, ইহা মনে করিয়া তোমার জন্যই তোমার মঙ্গলজনক বাক্য বলিতেছি, অথবা তুমি আমার প্রিয়, আমার বক্ষ্যমাণ বাক্য দৃঢ়—সমস্ত প্রমাণ-সঙ্গত, ইহা নিশ্চয় করিয়া তোমাকে বলিতেছি। কেহ কেহ 'দৃঢ়মতি' বলিয়া পাঠ করেন ॥ ৬৪ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—তাহাই বলিতেছেন—"মন্মনা" ইত্যাদি। তুমি 'মচ্চিত্ত' হও—আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, মদ্ভক্ত হও—আমার ভজন পরায়ণ হও, মদ্‌যাজী হও—আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান কর, আমাকেই প্রণাম কর, এইরূপে ব্যবহার করিতে থাকিলে তুমি আমার অনুগ্রহে জ্ঞান লাভ

মুঃ অনুঃ—[অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র অশেষে পর্য্যালোচনা করিতে অসমর্থ অর্জ্জুনকে স্বয়ং সার সংগ্রহপূর্ব্বক বলিতেছেন—] আমার সর্ব্ব গুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ আবার শুন। তুমি আমার অতীব প্রিয়—এই হেতু তোমাকে মঙ্গলের কথা বলিব ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ (সকল ধর্ম্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) একং (একমাত্র) মাং (আমারই) শরণং (শরণ) ব্রজ (লও)। অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সকলপ্রকার পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করিব), মা শুচঃ (তুমি শোক করিও না) ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধরঃ—ততোঽপি গুহ্যতমমাহ—সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব ;—এবং বর্ত্তমানং কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, অতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি ॥ ৬৬ ॥

করিয়া তাহা দ্বারা আমাকেই পাইবে,—এই বিষয়ে সন্দেহ করিও না ; তুমি আমার প্রিয় ; অতএব এই অতি সত্য বিষয়ে তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি ॥ ৬৫ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—তাহা অপেক্ষাও সর্ব্বোৎকৃষ্টতম গোপনীয় বিষয় বলিতেছেন—“সর্ব্ব” ইত্যাদি। ‘আমার প্রতি ভক্তি দ্বারাই সকলই সম্পন্ন হইবে’—এই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিধির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর ; এইরূপে থাকিলে তোমার কর্ম্মত্যাগের জন্য পাপ হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না ; যেহেতু একমাত্র আমাকেই আশ্রয়কারী তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে আমিই মুক্ত করিব ॥ ৬৬॥

মূঃ অনুঃ—[সেই সার কথাই বলিতেছেন—] তুমি আমারই চিন্তা-পরায়ণ, আমারই সেবনপরায়ণ, আমারই পূজনপরায়ণ এবং আমারই প্রণতিপরায়ণ হও। তাহাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবেই। আমি তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, [কারণ] তুমি আমার প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

ইদং (গীতার এই সারতত্ত্ব) তে (তুমি) কদাচন (কখনও) অতপস্কায় ন (ধর্ম্মানুষ্ঠানহীনকে), অভক্তায় (অভক্তকে) ন, অশুশ্রূষবে (অশুশ্রূষুকে) ন চ, মাং চ (এবং আমাকে) যঃ (যে) অভ্যসূয়তি (অসূয়া করে), [তাদৃশ ব্যক্তিকে] ন বাচ্যম্ (বলিবে না) ॥ ৬৭ ॥

শ্রীধরঃ—এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়বর্ত্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়া অতপস্কায় ধর্ম্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যং ন চাভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যং, ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে বাচ্যং, মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি, তস্মৈ চ ন বাচ্যম্ ॥ ৬৭ ॥

সুঃ অনুঃ—এইরূপে গীতার অর্থতত্ত্ব উপদেশপূর্ব্বক তাঁহার সম্প্রদায় গঠন-বিষয়ে নিয়ম বলিতেছেন—"ইদম্" ইত্যাদি। এই গীতার অর্থের গূঢ় রহস্য তুমি [অতপস্ক] স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানরহিত মানবকে বলিবে না, অথবা অভক্ত—গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন মানবকে কখনও বলিবে না, অথবা যে কদাপি গুরুর পরিচর্য্যা করে নাই, তাহাকে বলিবে না, পরমেশ্বর আমাকে যে মানব অসূয়া—মনুষ্যদৃষ্টিতে দোষারোপ করিয়া নিন্দা করে, তাহাকেও কখনও বলিবে না ॥ ৬৭ ॥

মূঃ অনুঃ— [তাহা অপেক্ষাও গুহ্যতম কথা বলিতেছেন—] সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও। [ইহাতে] তুমি শোক করিও না, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥ ৬৬ ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

যঃ (যিনি) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) গুহ্যম্ (গোপন) ইদং (এই তত্ত্ব) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণের মধ্যে) অভিধাস্যতি (উপদেশ করিবেন), [তিনি] ময়ি (আমাতে) পরাং (পরা) ভক্তিং (ভক্তি) কৃত্বা (লাভ করিয়া) অসংশয়ঃ সন্ (নিঃসংশয় হইয়া) মাম্‌এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবেন) ॥ ৬৮ ॥

শ্রীধরঃ—এতৈর্দ্দোষৈ রহিতেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইমমিতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

স্বঃ অনুঃ—এই সকল দোষ হইতে মুক্ত পুরুষগণকে যিনি গীতা-শাস্ত্রের উপদেশ করেন, তাহার ফল বলিতেছেন—"য ইদম্" ইত্যাদি। আমার ভক্তদিগকে যিনি ইহা বলিবেন, তিনি আমাতে শ্রেষ্ঠ ভক্তি প্রদর্শন করেন, অতএব নিঃসন্দেহ হইয়া আমাকেই পাইয়া থাকেন ॥৬৮॥

মূঃ অনুঃ—[উক্ত প্রকারে গীতাতত্ত্ব উপদেশ করিয়া উপদেশ-পারম্পর্য্যের নিয়ম বলিতেছেন—] গীতার এই সার তত্ত্ব তুমি কখনও কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানহীন অভক্ত, অশুশ্রূষু ও আমার অসূয়াকারী ব্যক্তিকে উপদেশ করিবে না ॥ ৬৭ ॥

মূঃ অনুঃ—[পূর্ব্বোক্ত দোষরহিত ব্যক্তিকে গীতাশাস্ত্রোপদেশের ফল বলিতেছেন—] যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গুহ্য এই তত্ত্ব আমার ভক্তগণমধ্যে কীর্ত্তন করিবেন, তিনি আমাতে পরা ভক্তি করিয়া সংশয়মুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮ ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণ-মধ্যে) তস্মাৎ (তাঁহা অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অধিক প্রিয়কারী) ন চ ভবিতা (হইবে না), ভুবি চ (এবং পৃথিবীতে) তস্মাৎ (তাঁহা অপেক্ষা) অন্যঃ (অপর কেহ) মে (আমার) প্রিয়তরঃ (প্রিয়তর) ন (হইবে না) ॥ ৬৯ ॥

যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মপূর্ণ) সংবাদং (আলাপ) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন), তেন (সেই) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা) অহং (আমি) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হইব)—ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (মত) ॥৭০॥

শ্রীধরঃ— কিঞ্চ, ন চেতি। তস্মান্মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে ভবিষ্যতি, সমোঽপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি তাবন্নাস্তি, ন চ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

স্বঃ অনুঃ—আরও "ন চ" ইত্যাদি। আমার ভক্তদিগের নিকট গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা সেই মানবের অপেক্ষা অপর কেহ মানুষদিগের মধ্যে আমার সর্ব্বোত্তম প্রিয়কারী—অত্যন্ত পরিতোষদাতা নাই, পরবর্ত্তিকালেও হইবে না ; এক্ষণে পৃথিবীতে তাহা হইতে অপর কেহও আমার প্রিয়তর নাই, পরবর্ত্তিকালেও হইবে না ॥ ৬৯ ॥

মূঃ অনুঃ—মনুষ্যমধ্যে তাঁহা অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয়কারী হইবে না এবং পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা অপর কেহ আমার প্রিয়তরও হইবে না ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধরঃ—পঠতঃ ফলমাহ—অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদং যোঽধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেনাহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি, তথাপি মম তচ্ছৃণ্বতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি ; যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কস্যচিন্নাম গৃহ্লাতি, তদাসৌ মামাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্ ; অতো যথা অজামিল-ক্ষত্রবন্ধুপ্রমুখানাং কথঞ্চিন্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি, তথৈব তস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০ ॥ (শ্রীধরঃ)

সুঃ অনুঃ—পঠনকারীর ফল বলিতেছেন—"অধ্যেষ্যতে" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন—আমাদের এই উভয়ের ধর্ম্মসম্মত—ধর্ম্মের অবহির্ভূত এই কথোপকথন যিনি ভালরূপে পাঠ করিবেন, সেই পুরুষ-কর্ত্তৃক সর্ব্ব-যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞেই আমি আরাধিত হইয়া থাকি, ইহাই আমার মত। যদিও তিনি গীতার অর্থ না বুঝিয়াই কেবল জপ করেন, তথাপি তাহা শুনিতে শুনিতে আমার "তিনি আমাকেই প্রকাশ করিতেছেন" এইরূপ বুদ্ধি হয়। যেমন ভুবনে যদৃচ্ছাক্রমে যখন কেহ কাহারও নাম উচ্চারণ করে, তখন ঐ ব্যক্তি আমাকেই ডাকিতেছে—মনে করিয়া, সে তাহার নিকটে আসে, সেইরূপ আমিও তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারি; অতএব অজামিল ও ক্ষত্রবন্ধু প্রভৃতি মানবগণের অল্পমাত্র নামোচ্চারণে তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি ; সেই প্রকার ইঁহার প্রতিও প্রসন্ন হইতে পারি ॥ ৭০ ॥

মূঃ অনুঃ—[গীতা-অধ্যয়নের ফল বলিতেছেন—] যিনি আমাদের এই ধর্ম্মালাপ অধ্যয়ন করিবেন, আমি সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আরাধিত হইব, ইহা আমার মত ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১ ॥
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অনসূয়ঃ চ (ও অসূয়াহীন) যঃ (যে) নরঃ (লোক) শৃণুয়াৎ অপি (শ্রবণও করেন), সঃ অপি (তিনিও) মুক্ত সন্ (মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্ম্মণাং (পুণ্যকর্ম্মিগণের) [প্রাপ্য] শুভান্ (পুণ্য) লোকান্ (ধামসকল) প্রাপ্নুয়াৎ (লাভ করিতে পারেন) ॥ ৭১ ॥

হে পার্থ ! ত্বয়া কচ্চিৎ (তুমি কি) একাগ্রেণ (একাগ্র) চেতসা (চিত্তে) এতৎ (ইহা) শ্রুতম্ (শ্রবণ করিয়াছ) ? হে ধনঞ্জয় ! তে (তোমার) অজ্ঞানসম্মোহ (অজ্ঞানজনিত মোহ) কচ্চিৎ প্রণষ্টঃ (দূর হইয়াছে কি ?) ॥ ৭২ ॥

শ্রীধরঃ—অন্যস্য জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি, তস্যাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি, শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ 'কিমর্থময়মুচ্চৈর্জ্জপতি, অশুদ্ধং বা জপতী'তি দোষদৃষ্টিং করোতি, তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অনসূয়শ্চাসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ, সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈর্ম্মুক্তঃ সন্নশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১ ॥

স্বঃ অনুঃ—কোন মানব জপরূপে পাঠ করিতে থাকিলে যদি অপর কেহ শ্রবণ করে, তাহারও ফল বলিতেছেন—"শ্রদ্ধাবান্" ইত্যাদি। যে মানব শ্রদ্ধালু হইয়া কেবল শ্রবণ করিবেন, শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও যে কেহ "কিজন্য উচ্চস্বরে জপ করে বা অসংযত-ভাবে জপ করে" বলিয়া দোষ-দৃষ্টি করেন, তাহার নিরাস-হেতু বলিতেছেন—অনসূয়—দোষারোপশূন্য হইয়া যিনি শ্রবণ করেন, তিনিও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধাদি পুণ্যকার্য্যকারীদিগের প্রাপ্য শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) হে অচ্যুত ! ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার অনুগ্রহে) [আমার] মোহঃ নষ্টঃ (মোহ দূর হইল), ময়া (আমি) স্মৃতিঃ (আত্মস্মৃতি) লব্ধা (লাভ করিয়াছি), স্থিতঃ অস্মি (স্থিতি প্রাপ্ত হইলাম), গতসন্দেহঃ (আমি নিঃসংশয় হইয়াছি), তব (তোমার) বচনং (আদেশ) করিষ্যে (পালন করিব) ॥ ৭৩ ॥

শ্রীধরঃ—সম্যগ্বোধানুপপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে, অজ্ঞানসম্মোহস্তত্ত্বাজ্ঞানকৃতো বিপর্য্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭২ ॥

শ্রীধরঃ—কৃতার্থঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ—নষ্টো মোহ ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ, যতোঽহমস্মীতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা, অতঃ স্থিতোঽস্মি যুদ্ধায়োপস্থিতোঽস্মি, গতোঽধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্যামীতি ॥ ৭৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—যদি উত্তমরূপে বোধ না জন্মায়, তবে আবার উপদেশ করিব, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"কচ্চিৎ" ইত্যাদি। কচ্চিৎ-শব্দ প্রশ্নবোধক ; অজ্ঞান-সম্মোহ—তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞানজনিত বিপরীতভাব ; বাকী অন্য অংশটী স্পষ্ট ॥ ৭২ ॥

মূঃ অনুঃ—[গীতাপাঠ-শ্রবণকারীর ফল বলিতেছেন—] শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াহীন যে লোক ইহা শ্রবণও করেন, তিনিও মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মীদিগের প্রাপ্য পুণ্য ধামসকল লাভ করিতে পারেন ॥ ৭১ ॥

মূঃ অনুঃ—[অর্জ্জুনের সম্যক্ শ্রবণ হইয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিতেছেন—] হে পার্থ ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ ? হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিদূরিত হইয়াছে কি ? ॥ ৭২ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন—) অহম্ (আমি) ইতি (এই প্রকারে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও পার্থের) ইমম্ (এই) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) লোমহর্ষণং (রোমাঞ্চকর) সংবাদম্ (সংবাদ) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছি) ॥ ৭৪ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইত্যহমিতি। রোমহর্ষণং লোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্ ; স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৪ ॥

স্বঃ অনুঃ—অর্জ্জুন কৃতার্থ হইয়া বলিলেন—"নষ্টো মোহঃ" ইত্যাদি। আমার আত্মবিষয়ে অজ্ঞান বিনাশ পাইয়াছে, যেহেতু তোমার অনুগ্রহে "আমার স্বরূপ এই" এইরূপ স্বরূপের অনুসন্ধানরূপা স্মৃতি পাইয়াছি ; অতএব আমি যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্যুক্ত আছি। আমার অধর্ম্ম-বিষয়ে সন্দেহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি এখন তোমার আদেশ পালন করিব ॥ ৭৩ ॥

স্বঃ অনুঃ—এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপ-কথন বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধানপূর্ব্বক সঞ্জয় বলিতেছেন—'ইত্যহং' ইত্যাদি। রোমহর্ষণ—রোমাঞ্চজনক সংবাদ শুনিলাম ; বাকী অপরার্থ স্পষ্ট ॥ ৭৪ ॥

মূঃ অনুঃ—অর্জ্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত ! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর হইয়াছে, আমি স্বরূপস্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি স্থিরবুদ্ধি হইয়াছি, আমি নিঃসংশয় হইয়াছি এখন তোমার আদেশ পালন করিব ॥ ৭৩ ॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসদেবের অনুগ্রহে) অহং (আমি) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (বক্তা) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ (যোগেশ্বর) কৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণ হইতে) ইমং (এই) পরমং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) গুহ্যং (গোপন) যোগং (যোগ) শ্রুতবান্ (শ্রবণ করিয়াছি) ॥ ৭৫ ॥

হে রাজন্ ! কেশবার্জ্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জ্জুনের) ইমং (এই) পুণ্যম্ (পুণ্যপ্রদ) অদ্ভুতং (বিস্ময়কর) সংবাদং (সংবাদ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (স্মরণ করিয়া করিয়া) মুহুর্মুহুঃ (বার বার) হৃষ্যামি (পুলকিত হইতেছি) ॥ ৭৬ ॥

শ্রীধরঃ—আত্মনস্তচ্ছ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তং, ততো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ শ্রুতবানস্মি, কিং তদত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্ ; পরত্বমাবিষ্করোতি—যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬ ॥

স্বঃ অনুঃ—আমার নিজের তাহা শুনিবার সম্ভাবনা বলিতেছেন—“ব্যাসপ্রসাদাৎ” ইত্যাদি। ভগবান্ ব্যাসদেব আমাকে দিব্য চক্ষুকর্ণাদি প্রদান করিয়াছেন, অতএব ব্যাসেরই অনুগ্রহে এই সংবাদ আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কি ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—শ্রেষ্ঠ যোগ ; শ্রেষ্ঠতা

মুঃ অনুঃ—সঞ্জয় বলিলেন—এইরূপে আমি মহাত্মা বসুদেবতনয় কৃষ্ণের ও পার্থের এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৪ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭॥
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

হে রাজন্! হরেঃ চ (আর শ্রীহরির) অত্যদ্ভুতং (অতি আশ্চর্য্য) তৎ রূপং (সেই বিশ্বরূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারংবার স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (পরম) বিস্ময়ঃ (বিস্ময় হইতেছে) পুনঃ পুনঃ চ (এবং পুনঃ পুনঃ) হৃষ্যামি (রোমাঞ্চিত হইতেছি) ॥৭৭॥ যত্র (যথায়) যোগেশ্বরঃ (যোগেশ্বর) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ) যত্র (যথায়) ধনুর্দ্ধরঃ (ধনুর্দ্ধর) পার্থঃ (পার্থ), তত্র (তথায়) শ্রীঃ (রাজ্যলক্ষ্মী), বিজয়ঃ (বিজয়), ভূতিঃ (সম্পদবৃদ্ধি), ধ্রুবা (ধ্রুব) নীতিঃ (ন্যায়পরায়ণতা) [বিরাজমান—ইহা] মম (আমার) মতিঃ (বিচার) ॥ ৭৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ তচ্চেতি। বিশ্বরূপং নির্দ্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭ ॥

আবিষ্কার করিতেছেন—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিতেছেন, তাহা আমি সাক্ষাৎ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫ ॥ (সুঃ অনুঃ)

সুঃ অনুঃ—আরও "রাজন্" ইত্যাদি। হর্ষ পাইতেছি—রোমাঞ্চিত হইতেছি; বাকী অপরার্থ স্পষ্ট ॥ ৭৬ ॥

মূঃ অনুঃ—ব্যাসের কৃপায় আমি সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণের নিকট হইতে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুহ্য-যোগ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

মূঃ অনুঃ—হে রাজন্! কেশব ও অর্জ্জুনের এই পুণ্যপ্রদ অতি বিস্ময়-কর আলাপ স্মরণ করিয়া করিয়া পুনঃ পুনঃ পুলকিত হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

শ্রীধরঃ—অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি ; যত্র যেষাং পক্ষে যোগানামীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীবধনু তত্রৈব চ শ্রীঃ রাজ্যলক্ষ্মীস্তত্রৈব চ বিজয়াস্তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিঃ নীতির্ন্যায়োঽপি (ধ্রুবা সর্ব্বত্র নিশ্চিতেতি সংবধ্যতে ইতি) তত্রৈব ধ্রুবা বা নীতিঃ, মম মতিনিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্ব্বস্বং তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। "ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ॥" তথাহি, "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া", 'ভক্ত্যাস্ত্বনন্যয়া শক্যস্ত্বহমেবংবিধোঽর্জ্জুন" ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তের্মোক্ষং প্রতি সাধকত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব মৎ প্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তর-ব্যাপারযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে ; জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তং, "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥", "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" ইত্যাদিবচনাৎ ; ন চ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্", "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ ; ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে"তি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য, "ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতী"-ত্যুক্তে জ্বলনানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥",

সুঃ অনুঃ—আরও 'তচ্চ" ইত্যাদি। (রূপ-শব্দে এস্থলে) বিশ্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতেছেন॥ ৭৭॥

মূঃ অনুঃ—হে রাজন্! শ্রীহরির অতি অদ্ভুত সেই বিশ্বরূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় ও বারংবার রোমাঞ্চ হইতেছে॥৭৬॥

"দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে", "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৭৮ ॥ (শ্রীধরঃ)

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ॥
পরমানন্দশ্রীপাদরজঃশ্রীধারিণাধুনা।
শ্রীধরস্বামি-যতিনা কৃতা গীতা-সুবোধিনী॥
স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।
অম্বু স্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিংসুরন্তর্মণী-
নাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুঃ—অতএব আপনি পুত্রগণের রাজ্যাদির আশা ত্যাগ করুন, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—"যত্র" ইত্যাদি। যত্র—যে পাণ্ডবগণের পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যে পক্ষে অর্জ্জুন গাণ্ডীবধনু ধারণ করিয়া আছেন, সেই পক্ষেই রাজলক্ষ্মী, সেই পক্ষেই বিজয়, সেই পক্ষেই ভূতি—উত্তরোত্তর অভ্যুদয় ও নীতি নিশ্চিতা, ইহাই আমার নিশ্চয়। (ধ্রুবা—সর্ব্বত্র নিশ্চিতা, 'ধ্রুবা'-পদটীর অন্যান্য পদের সহিত অন্বয় আছে।) অতএব এখনও আপনি পুত্রগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণকে সন্তোষপ্রদানপূর্ব্বক এবং সর্ব্বস্ব তাঁহাদিগকে নিবেদন করিয়া পুত্রগণের প্রাণ রক্ষা করুন।

ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ পুরুষের তদীয় কৃপায় আত্মজ্ঞান জন্মিলে সহজেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে, ইহাই গীতার অর্থসংক্ষেপ। "হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ আমি অনন্যা ভক্তিদ্বারা লভ্য" (৮।২২), "হে অর্জ্জুন! লোকে আমাতে একনিষ্ঠা ভক্তিদ্বারা বিশ্বরূপ আমাকে জ্ঞাত হইতে ও দর্শন করিতে পারে" (১১।৫৪)—এই সকল শ্লোকে ভগবানের প্রতি ভক্তিকে মোক্ষবিষয়ে শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়া শ্রবণ করায়, তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিই তাঁহার অনুগ্রহ-জনিত জ্ঞানরূপ প্রাসঙ্গিক ব্যাপারযুক্ত মোক্ষের কারণ, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। জ্ঞান যে ভক্তির একটী অবান্তর (অন্তর্ভুক্ত) ব্যাপারমাত্র, তাহা যোগ্যই বটে; —"সর্ব্বদা আমাতে আসক্তচিত্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক ভজনশীল মানবদিগকে আমি বুদ্ধিরূপ উপায় প্রদান করি, তাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন" (১০।১০), "আমার ভক্তগণ এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্মত্ব পাইতে যোগ্য হন" (১৩।১৮)—এইসকল বাক্য হইতে জ্ঞানই ভক্তি, ইহা সঙ্গত নহে; কারণ, "সকল ভূতে সমদৃষ্টিযুক্ত হইয়া সকল প্রাণীতে আমার চিন্তারূপ শ্রেষ্ঠা ভক্তি লাভ করে" (১৮।৫৪), "সেই পরা ভক্তি-দ্বারা আমি যে সর্ব্বব্যাপী ও সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি, তাহা অনুভূতির সহিত জানিতে পারে" (১৮।৫৫)—এইসকল বাক্যে উভয়ের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ হইলেও "তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুধর্ম্ম অতিক্রম করে, মোক্ষ-প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই"—এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধেরও আশঙ্কা নাই; কারণ, জ্ঞান—ভক্তির অবান্তর (অন্তর্ভুক্ত) ব্যাপার মাত্র; যথা "কাষ্ঠদ্বারা পাক করিতেছে", এই বাক্যে অগ্নিশিখাকে পাককার্য্যে উপায় নহে বলিয়া বলা হয় নাই; আরও "যাঁহার ভগবানে অনন্যা ভক্তি এবং যেরূপ ভগবানে সেইরূপ গুরুতেও ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল শ্রুতির গূঢ়ার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে", "দেহাবসানে ভক্ত দেবদেহ ধারণ করিয়া তারণকর্ত্তা পরব্রহ্মের ব্যাখ্যা করেন", "এই

পরমাত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনি তাঁহারই লভ্য হন" ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বচনগুলি এইরূপ থাকায় সমস্তই সমঞ্জস হইতেছে। অতএব ভগবানের প্রতি ভক্তিই পরম মোক্ষের কারণ—ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ৭৮ ॥ (সুঃ অনুঃ)

তাঁহারই (শ্রীমাধবেরই) প্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার কথিত গীতার ব্যাখ্যা করিলাম ; অতএব এই ব্যাখ্যা দ্বারা সেই পরমানন্দ মাধব প্রীত হউন।

যিনি পরমানন্দের পাদপদ্মরেণুর শোভা মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীধরস্বামি-নামক যতি এই গীতা 'সুবোধিনী'-নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন।

নিজের প্রতিভা-বলে ভগবদ্গীতা আলোড়নপূর্ব্বক তদন্তর্গত তত্ত্বজ্ঞান পাইতে ইচ্ছুক হইয়া কেহ কি গুরুকৃপারূপা অমৃতদৃষ্টি ব্যতীত তাহা লাভ করিতে পারে ? আপন অঞ্জলি দ্বারা জল নিরাস করিয়া সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে মণি-গ্রহণে অভিলাষী মানব উৎকৃষ্ট কর্ণধার না থাকিলে কি ঘূর্ণিজলে নিমগ্ন হয় না ? (সুঃ অনুঃ)

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা 'সুবোধিনী'তে
'মোক্ষযোগ'-নামক অষ্টাদশ অধ্যায়।

মূঃ অনুঃ—যেস্থানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেস্থানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেস্থানেই রাজ্যলক্ষ্মী, সেস্থানেই বিজয়, সেস্থানেই সম্পদ্বৃদ্ধি সেস্থানেই ধ্রুব ন্যায়—ইহা আমার বিচার ॥ ৭৮ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ
স্মৃতিগ্রন্থে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায়
যোগ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'মোক্ষযোগ'
নামক অষ্টাদশ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

সন্ন্যাস ও ত্যাগ—কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ—'সন্ন্যাস'; সকল কর্ম্মের ফলত্যাগ—"ত্যাগ" (গী ১৮।২)। কিন্তু এই ভগবদ্‌বাক্যে নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে—তাহা শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'-গ্রন্থে সপ্রমাণ বিচারপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে কোন ফল-সঙ্কল্প নাই, কাম্যকর্ম্মে তাহা আছে। কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—ত্রিবিধ কর্ম্মই ফলসঙ্কল্প-ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হইলেও তত্তৎকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। অতএব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য—সর্ব্ববিধ কর্ম্মের পরিত্যাগে—"সন্ন্যাস"। আর, নিত্যাদি সর্ব্বকর্ম্মের অপরিত্যাগে সর্ব্বকর্ম্মের ফল পরিত্যক্ত হইলেই—"ত্যাগ"। এতৎপ্রসঙ্গে গীঃ ১৮শ। ৬,৯,১১,১২ শ্লোক আলোচ্য।

কৃতান্ত সাংখ্য—কৃত অর্থাৎ কর্ম্মের অন্ত অর্থাৎ অবসান পরিসমাপ্তি বা সুনির্ণয় যাহাতে তাহা 'কৃতান্ত'। 'সাংখ্য'—সংখ্যা অর্থাৎ সম্যক্ বা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক—'বেদান্ত' শাস্ত্র। অতএব, কৃতান্তসাংখ্য—বেদান্তসিদ্ধান্ত।

গুহ্য জ্ঞান—গোপনীয় মন্ত্র-যোগাদিজ্ঞান (শাস্ত্র) (শ্রীধর); রহস্য মন্ত্রাদিশাস্ত্র (বলদেব)।

গুহ্যতর জ্ঞান—জ্ঞান অর্থাৎ এই গীতাশাস্ত্র যাহা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাদি অপেক্ষা গুহ্যতর (শ্রীধর, বলদেব), এই শাস্ত্র বশিষ্ঠ, বাদরায়ণ, নারদ প্রভৃতি কেহই নিজ নিজ শাস্ত্রে প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া গুহ্য হইতেও গুহ্যতর; অথবা তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতা আপেক্ষিক, আর ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা আত্যন্তিক, এই কারণে তাঁহারাও ইহা জানেন না বলিয়া ইহা গুহ্যতর বা অতিগুহ্য (চক্রবর্ত্তী)।

গুহ্যতম জ্ঞান—সমগ্র গীতার সারশিক্ষা—ইহা সকল গুহ্য হইতেও গুহ্যতম (শ্রীধর, চক্রবর্ত্তী, বলদেব); ভক্তিযোগ—কারণ, ইহা সকল গুহ্য তত্ত্বমধ্যে শ্রেষ্ঠ (রামানুজ)।

গীতার **গুহ্যতম** জ্ঞান বা উপদেশ—"স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা, সেবা, পূজা ও প্রণতি ; সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই শরণাগতি।" (গীঃ ১৮।৬৫-৬৬ ১৫।১৯, ৯।৩৪)।

গীতার **গুহ্যতর** জ্ঞান বা উপদেশ—"প্রতি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান অন্তর্য্যামী ভগবানের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র বিশ্বব্যাপী অন্তর্য্যামী পরমাত্মার সর্ব্বতোভাবে শরণাগতি।" (গীঃ ১৮।৬১-৬২)॥

গীতার **গুহ্য** জ্ঞান বা উপদেশ—"ব্রহ্মভাবের বা স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি।" (গীঃ ১৮।৪৯—৫৩)॥

পরিপ্রশ্নমালা

১। সন্ন্যাস ও ত্যাগের তাৎপর্য্য কি ? (গীঃ ১৮।২, ১১)

২। সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের অভিমত কি ? (গীঃ ১৮।৪—১২)

৩। কর্ম্ম-সম্পাদনের পাঁচটী কারণ কি কি ? (গীঃ ১৮।১৪-১৫)

৪। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও আশ্রয় কি ? (গীঃ ১৮।১৮)

৫। জ্ঞানের ত্রিবিধ ভেদ কি কি ? (গীঃ ১৮।২০—২২)

৬। কর্ম্মে ত্রিবিধ ভেদ কি ? (গীঃ ১৮।২৩—২৫)

৭। কর্ত্তার ত্রিবিধ ভেদ কি ? (গীঃ ১৮।২৬—২৮)

৮। বুদ্ধির ভেদত্রয় কি ? (গীঃ ১৮।৩০—৩২)

৯। ধৃতির ভেদত্রয় কি ? (গীঃ ১৮।৩৩—৩৫)

১০। ত্রিবিধ সুখ কি ? (গীঃ ১৮।৩৬—৩৯)

১১। ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম কি ? (গীঃ ১৮।৪২)

১২। ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম কি? (গীঃ ১৮।৪৩)

১৩। বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম কি? (গীঃ ১৮।৪৪)

১৪। শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম কি? (গীঃ ১৮।৪৪)

১৫। স্ব-স্ব কর্ম্মনিষ্ঠ চারিবর্ণী কিরূপে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়? (গীঃ ১৮।৪৬—৪৯)

১৬। জ্ঞানের পরিসমাপ্তিরূপ ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি কিরূপে হয়? (গীঃ ১৮।৫১—৫৩)

১৭। ব্রহ্মভাবোপলব্ধির ফল কি? (গীঃ ১৮।৫৪—৫৫)

১৮। কি উপায়ে ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়? (গীঃ ১৮।৫৫)

১৯। কর্ম-করণ ও অকরণ-বিষয়ে জীবের কোন স্বতন্ত্রতা আছে কি? (গীঃ ১৮।৫৯—৬০)

২০। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত কি? (গীঃ ১৮।৬১)

২১। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জ্জুনকে কথিত গুহ্যতর জ্ঞান (উপদেশ) কি? (গীঃ ১৮।৬১—৬২)

২২। শ্রীকৃষ্ণ কথিত গুহ্যতম পরম উপদেশ কি? (গীঃ ১৮।৬৫—৬৬)

২৩। গীতোপদেশের অপাত্র কাহারা? (গীঃ ১৮।৬৭)

২৪। গীতা-কীর্ত্তনের ফল কি? (গীঃ ১৮।৬৮—৭০)

২৫। গীতা-শ্রবণের ফল কি? (গীঃ ১৮।৭১)

২৬। সমগ্র গীতোপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের কি ফলোদয় হইয়াছিল? (গীঃ ১৮।৭৩)

২৭। সমগ্র কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সঞ্জয় কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন? (গীঃ ১৮।৭৮)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যম্

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ১ ॥
গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ ॥ ২ ॥
মলনির্ম্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্গীতাম্ভসি স্নানং সংসার-মলনাশনম্ ॥ ৩ ॥
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥ ৪ ॥
ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬ ॥
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীত-
মেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥ ৭ ॥

———

বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী

(আদিচরণ-ক্রমে)

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ ১।১৮ ; দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ ১১।৩৪ ; দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ১৫।১৬ ; দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ ১৬।৬।

ধ—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ১।১ ; ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ ৩।৩৮ ; ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ৮।২৫ ; ধৃত্যা যয়া ধারয়তে ১৮।৩৩ ; ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ ১।৫ ; ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি ১৩।২৫ ; ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ ২।৬২।

ন—ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি ৫।১৪ ; ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ ৩।৪ ; ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু ১৮।৬৯ ; ন চ মৎস্থানি ভূতানি ৯।৫ ; ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি ৯।৯ ; ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ১।৩০ ; ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি ১।৩১ ; ন চৈতদ্ বিদ্মঃ ২।৬ ; ন জায়তে ম্রিয়তে বা ২।২০ ; ন তদস্তি পৃথিব্যাং ১৮।৪০ ; ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ১৫।৬ ; ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্ ১১।৮ ; ন ত্বেবাহং জাতু ২।১২ ; ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম ১৮।১০ ; ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ৫।২০ ; ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ ৩।২৬ ; নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ১১।২৪ ; নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে ১১।৪০ ; ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ৪।১৪ ; ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ ৭।১৫ ; ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ৩।২২ ; ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ ১০।২ ; ন রূপমস্যেহ ১৫।৩ ; ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ-১১।৪৮ ; নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ১৮।৭৩ ; ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ৩।৫ ; ন হি জ্ঞানেন সদৃশং ৪।৩৮ ; ন হি দেহভৃতাং শক্যং ১৮।১১ ; ন হি প্রপশ্যামি মম ২।৮ ; নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ৬।১৬ ; নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ৫।১৫ ; নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং ১০।৪০ ; নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং ১৪।১৯ ; নায়ং লোকোঽস্ত্য-যজ্ঞস্য ৪।৩২ ; নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ ২।১৬ ; নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ২।৬৬ ; নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য ৭।২৫ ; নাহং বেদৈর্ন তপসা ১১।৫৩ ; নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং ৩।৮ ; নিয়তং সঙ্গরহিতং ১৮।২৩ ; নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ ১৮।৭ ; নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ৪।২১ ; নির্ম্মান-মোহাঃ ১৫।৫ ; নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ১৮।৪ ; নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি ২।৪০ ; নৈতে সৃতী পার্থ

শ্লোকসমূহের তৃতীয় চরণের সূচী

ঝ—ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি ১০।৩১।

ত—তং তং নিয়মমাস্থায় ৭।২০ ; তং তমেবৈতি কৌন্তেয় ৮।৬ ; ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ ২।৩৩ ; ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব ৬।২৬ ; ততো মাং তত্ত্বতো ১৮।৫৫ ; ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ২।৩৮ ; তৎ কিং কর্ম্মণি ৩।১ ; তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং ১০।৪১ ; তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি ৪।১৬ ; তৎপ্রসাদাৎ পরাং ১৮।৬২ ; তত্র চন্দ্রমসং ৮।২৫ ; তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ৮।২৪ ; তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ১৮।৭৮ ; তৎ সুখং সাত্ত্বিকং ১৮।৩৭ ; তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ ৪।৩৮ ; তথা তবামী নরলোকবীরাঃ ১১।২৮ ; তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি ২।১৩ ; তথাপি ত্বং মহাবাহো ২।২৬ ; তথা প্রলীনস্তমসি ১৪।১৫ ; তথা শরীরাণি বিহায় ২।২২ ; তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ৯।৬ ; তথৈব নাশায় বিশন্তি ১১।২৯ ; তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় ৩।৯ ; তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং ২।৬৭ ; তদহং ভক্ত্যুপহৃত-৯।২৬ ; তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং ২।৫২ ; তদেকং বদ নিশ্চিত্য ৩।২ ; তদেব মে দর্শয় ১১।৪৫ ; তদোত্তমবিদাং লোকান্ ১৪।১৪ ; তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি ২।৭০ ; তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় ১৪।৭ ; তমস্ত্বেতানি জায়ন্তে ১৪।১৩ ; তমেব চাদ্যং পুরুষং ১৫।৪ ; তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ ৩।৩৪ ; তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ ৫।২ ; তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব ২।৫০ ; তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ৩।১৫ ; তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ২।৩০ ; তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু ৮।২৭ ; তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ২।২৭ ; তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ২।৩৭ ; তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং ২।২৫ ; তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ১।৩৬ ; তস্য কর্ত্তারমপি মাং ৪।১৩ ; তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং ৭।২১ ; তস্যাহং ন প্রণশ্যামি ৬।৩০ ; তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ৬।৩৪ ; তস্যাহং সুলভঃ পার্থ ৮।১৪ ; তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ ৩।২৯ ; তান্যহং বেদ সর্ব্বানি ৪।৫ ; তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ২।৪৬ ; তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং ১৪।৪ ; তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরঃ ১৪।২৪ ; তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ ১১।৩০ ; তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং ১১।৪৭ ; তে দ্বন্দ্বমোহ নির্ম্মুক্তাঃ ৭।২৮ ; তেনৈব রূপেণ

(ন)

ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ ১১।৪৩ ; ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ১৪।২২ ; নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব ১।১৯ ; নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ ১১।৩৫ ; নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা ৯।১৪ ; নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ ১১।৩৯ ; ন যোৎস্য ইতি ২।৯ ; নরকে নিয়তং বাসো ১।৪৩ ; নবদ্বারে পুরে দেহী ৫।১৩ ; ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ১৮।৩৫ ; ন শৌচং নাপি চাচারো ১৬।৭ ; ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ১৬।২৩ ; ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ ৬।৪০ ; ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং ১০।১৪ ; ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ১৩।২৯ ; ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো ৬।২ ; নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি-নীচং ৬।১১ ; নানবাপ্তমবাপ্তব্যং ৩।২২ ; নানাবিধানি দিব্যানি ১১।৫ ; নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে ১।৯ ; নান্তং ন মধ্যং ১১।১৬ ; নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ ৮।১৫ ; নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি ২।৫৭ ; নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ৪।৪০ ; নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য ৪।৩১ ; নায়কা মম সৈন্যস্য ১।৭ ; নাশয়াম্যাত্ম-ভাবস্থো ১০।১১ ; নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণু-২।২৪ ; নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব-১৩।৯ ; নিদ্রালস্য-প্রমাদোত্থং ১৮।৩৯ ; নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ২।৩৬ ; নিবধ্নন্তি মহাবাহো ১৪।৫ ; নিমিত্তানি চ পশ্যামি ১।৩০ ; নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা ৩।৩০ ; নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম ৫।১৯ ; নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো ২।৪৫ ; নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো ৫।৩ ; নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স ২।৭১ ; নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ... ক্ষমী ১২।১৩ ; নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু ১১।৫৫ ; নিবসিষ্যসি ময্যেব ১২।৮ ; নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো ৬।১৮ ; নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ ১।৩৫ ; নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং ১৮।৪৯ ; ন্যায্যং বা বিপরীতং বা ১৮।১৫ ।

প—পতন্তি পিতরো হ্যেষাং ১।৪১ ; পরং ভাব···মম ভূত ৯।১১ ; পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়ম্ ৭।২৪ ; পরমং পুরুষং দিব্যং ৮।৮ ; পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো ১৩।২৩ ; পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ ৩।১১ ; পরস্যোৎসাদনার্থ বা ১৭।১৯ ; পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম ১৮।৪৪ ; পরিণামে বিষমিব ১৮।৩৮ ; পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং ১।১০ ; পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন ১৮।১৬ ; পশ্যন্ শৃণ্বন্

———

শব্দ-সূচী

[বিশেষ দ্রষ্টব্য—শব্দের পার্শ্ববর্ত্তি সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে **প্রথমটি অধ্যায়-সংখ্যা** এবং **দ্বিতীয়টী শ্লোক-সংখ্যা**]



শ্রীভাগবত প্রেস
বাগবাজার কলিকাতা—৩